বাল্মীকীয়ং রামায়ণং

অযোধ্যাকাণ্ডঃ।

২ দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন কৃত অনুবাদ

এবং

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন দ্বারা বিবেচিত

ও সংশোধিত

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দের অনুমত্যনুসারে

কলিকাতা

চিৎপুররোড বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯২০।

মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র।

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা যন্ত্রাধ্যক্ষের কারণ প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

সূচীপত্রং।

অযোধ্যাকাণ্ড সর্গসংগ্রহঃ।

সূচীপত্রং।

সূচীপত্রং।

ইতি অযোধ্যাকাণ্ড সর্গসংগ্রহ পত্র সমাপ্তঃ।

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ

রামায়ণং বাল্মীকীয়ং।

অযোধ্যাকাণ্ডঃ।

প্রথমঃ সর্গঃ।

রাজাপি তৌ সুতস্নেহাৎ সস্মার দয়িতৌ সুতৌ।
তদা ভরতশক্রুঘ্নৌ মহেন্দ্রসমদর্শনৌ॥ ১ ॥
সর্ব্ব এব হি চত্বারস্তস্যেষ্টা হ্যভবন্ সুতাঃ।
জাতাঃ শরীর একস্মিন্ তে বিষ্ণোর্ব্বাহবো যথা॥ ২ ॥
সমে পিতুঃ সুতস্নেহে তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
গুণরত্নাকরে রামে বহুমানোঽধিকোঽভবৎ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

পুত্র প্রতি অতিশয় স্নেহবান্ রাজা দশরথ, স্নেহ প্রযুক্ত প্রিয়পুত্র ভরত শক্রুঘ্ন ইন্দ্র তুল্য দর্শন, অর্থাৎ ইন্দ্রসদৃশ ক্ষমতাবান্ ঐ প্রিয়পুত্রদ্বয়কে তখন স্মরণ করিলেন॥ ১ ॥ রাজা কেবল ভরত প্রিয় এমত নহেন। তাঁহার অভিলষিত চারি পুত্রেই সমান স্নেহ, ইহার ন্যূনাতিরেক নাই। যেহেতু এক শরীর হইতে চারি শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং চারি পুত্রেই সম স্নেহ, যেমন নারায়ণের এক শরীরে উৎপন্ন ভুজ চতুষ্টয় সমান রূপে পরিণত সেই রূপ হয়॥ ২ ॥ যদিও মহাত্মা নৃপতির চারি সন্তানেই সমান স্নেহ ছিল, তথাপি অশেষ গুণসাগর রঘুবর শ্রীরামচন্দ্র সমধিক বহুমানের আধার হইয়াছিলেন॥ ৩ ॥

স প্রশস্তৈগুর্ণৌঘৈর্হি রামো রতিকরোঽভবৎ।
পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃপ্রজানাং নরচন্দ্রমাঃ॥ ৪ ॥
স হি সর্ব্বং জনং নিত্যং মধুরং প্রিয়মব্রবীৎ।
উচ্যমানোঽপি পরুষং নোবাচাপ্রিয়মল্পপি॥ ৫ ॥
জ্ঞানশীলবয়োবৃদ্ধৈগুর্ণবদ্ভিঃ সদা নরৈঃ।
স কথাং যোজয়ামাস মৈত্রীং সঙ্গতমেব চ॥ ৬ ॥
বিদ্বানুদারো মেধাবী পূর্ব্বভাষী প্রিয়ম্বদঃ।
বীর্য্যবান্ ন চ বীর্য্যেণ মহতা স্বেন গর্ব্বিতঃ॥ ৭ ॥
অনাবৃতকথো ধীমান্ বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ।
ভক্তানুরক্তপ্রকৃতিঃ প্রজানামনুরঞ্জকঃ॥ ৮ ॥
সানুক্রোশো জিতক্রোধো ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ।
দীনানুকম্পকো ধীমান্ প্রিয়বাগনসূয়কঃ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।

নরচন্দ্রমাঃ শ্রীরামচন্দ্র এমনি সুপ্রশস্ত গুণগণে মণ্ডিতছিলেন যে পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি স্বজন এবং প্রজাগণ সকলেরই প্রণয়ের এক আধার হইয়াছিলেন॥ ৪ ॥ সেই রাম সর্ব্বদা সকল লোককেই সুমধুর প্রিয়বচনে সম্বোধন করিতেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহা সহ্য করিতেন, তথাপি উত্তরছলে পরুষ বাদীকে কোন অপ্রিয় কথা বলিতেন না॥ ৫ ॥ শ্রীরামচন্দ্র পরমজ্ঞানী ছিলেন, এবং বয়োধিক ব্যক্তিবৃন্দের সহিত, ও গুণবান্ জনগণের সহিত নিত্য মিত্রতা সম্পাদন করিয়া সদালাপে কালযাপনা করিতেন॥ ৬ ॥ সেই গুণরত্নাকর রামচন্দ্র পরম বিদ্বান্ উদার স্বভাব, সুমেধাসম্পন্ন পূর্ব্বভাষী অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাদী, ও প্রিয়ম্বদ; এবং প্রতাপশালীছিলেন, কিন্তু স্বকীয় সেই মহাবীর্য্য দ্বারা কখন গর্ব্বিত ছিলেন না॥ ৭ ॥ জানকীনাথ অনাবৃত বাক্ ছিলেন, অর্থাৎ কখন কোন বক্তব্য কথা গোপন করিতেন না, তাঁহার বুদ্ধির পরিসীমা ছিল না; বৃদ্ধলোক মাত্রেই তাঁহার নিকট সুপূজিত হইতেন, এবং তিনি ভক্তানুরক্ত ছিলেন, ও প্রজাদিগের মনোরঞ্জক ছিলেন, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিতেন॥ ৮ ॥ তাঁহার ক্রোধের সীমা ছিল না, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট সুপূজিত থাকিতেন, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, দীনজনের প্রতি সদা দয়ালুছিলেন, সকলকেই প্রিয়কথা বলিতেন, এবং অসূয়াবিহীন ছিলেন, অর্থাৎ কখন কাহার গুণবাদ শ্রবণে দোষারূপ করিতেন না॥ ৯ ॥

কুলক্রমাগতায়াশ্চ রাজ্যপ্রাপ্তের্গতস্পৃহঃ।
রাজ্যলাভাদপি পরং মেনে বিদ্যাগমং পরং॥ ১০ ॥
দয়াবান্ সর্ব্বভূতেষু শরণ্যঃ শরণৈষিণাং।
দাতাভিগোপ্তা সাধূনাং শরণাগতবৎসলঃ॥ ১১ ॥
কৃতপ্রত্যুপকারী চ কৃতজ্ঞঃ সত্যসঙ্গরঃ।
গুণজ্ঞো গুণবাংশ্চৈব বশ্যাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥ ১২ ॥
অদীর্ঘসূত্রো দক্ষশ্চ ক্রিয়াসু প্রতিপত্তিমান্।
সুখায় সর্ব্বসুহৃদামর্থগ্রাহী প্রিয়ম্বদঃ॥ ১৩ ॥
প্রাণান্ জহ্যাচ্ছ্রিয়ঞ্চৈব স্ফীতামপি মহাযশাঃ।
অপি বা দয়িতান্ ভোগান্ ন তু সত্যং কদাচন॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র কুলক্রমাগত রাজলক্ষ্মীর যথার্থ অধিকারী হইয়াও তাহাতে স্পৃহা শূন্য ছিলেন, রাজ্যলাভ অপেক্ষা জ্ঞানলাভকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন॥ ১০॥ সকল জীবেতেই তাঁহার সমান দয়া ছিল, শরণ প্রত্যাশায় আগত ব্যক্তির শরণ্য ছিলেন, অর্থাৎ ভীত ব্যক্তিকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক আশ্রয় দিতেন, অতিশয় দাতা ছিলেন, সাধুদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন॥ ১১॥ সর্ব্বদা উপকারির প্রত্যুপকার করিতেন, এবং অতিশয় কৃতজ্ঞ স্বভাব ছিলেন, সত্যসন্ধ ও গুণগ্রাহী গুণসমূহে বিভূষিত ছিলেন, তিনি আত্মাকে সংযত করিয়াছিলেন, এবং যাহা নিশ্চয় করিতেন তাহা কখনই অন্যথা হইত না॥ ১২॥ শ্রীরাম কোন কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রী ছিলেন না, কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল কর্ম্মেই নিপুণ ছিলেন, তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা ছিলনা, শ্রীরামচন্দ্র সমুদয় বন্ধু বান্ধবগণের সুখের নিমিত্তে প্রিয়বচনে অর্থ সংগ্রহ করিতেন॥ ১৩॥ মহাযশস্বী কৌশল্যা নন্দন শ্রীরাম, বরং প্রাণত্যাগ করিতেও সম্মত, ও অচলা চিরস্থায়িনী রাজলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিতে সম্মত কিম্বা অশেষবিধ প্রিয়ভোগ পরিত্যাগেও সম্মত ছিলেন, কিন্তু সত্য পরিত্যাগে কখনই সম্মত ছিলেন না॥ ১৪॥

ঋজুর্ব্বদান্যঃ প্রিয়কৃদ্বিনীতঃ শীলবান্ মৃদুঃ।
মহাসত্ত্বো মহোৎসাহো মহাত্মা গুণবত্তমঃ॥ ১৫ ॥
তেজস্বী চ ক্ষমাবাংশ্চ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
দুর্দ্ধর্ষঃ সমরেঽরীণাং শরদ্ভানুরিবামলঃ॥ ১৬ ॥
এভির্গুণগণৈর্যুক্তমনৈন্যশ্চানুপমদ্যুতিং।
দৃষ্ট্বা দশরথো রামং গুণাকরমরিন্দমং॥ ১৭ ॥
চিন্তয়ামাস সততং তদ্গতেনান্তরাত্মনা।
যৌবরাজ্যে সুতং রামমভিষিঞ্চেয়মিত্যুত॥ ১৮ ॥
এবং হৃদি সদা তস্য বুদ্ধির্ব্বিপরিবর্ত্ততে।
অভিষিক্তং কদা রামং পশ্যেয়মিতি ধীমতঃ॥ ১৯ ॥
পাত্রভূতোঽস্য রাজ্যস্য সর্ব্বভূতানুরঞ্জকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো রামঃ প্রজানাং স্বগুণৈর্ব্বিভুঃ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র অতি সরল স্বভাব, দাতা, সকলের প্রিয়কারী, বিনয় সম্পন্ন, অতি সুশীল, নম্রগুণযুক্ত, মহাসত্ত্বশালী, মহোৎসাহ বিশিষ্ট, মহাত্মা, ও নানাগুণগণে মণ্ডিত ছিলেন॥ ১৫॥ রামচন্দ্র অতি তেজস্বী অথচ ক্ষমাবান্ কিন্তু সংগ্রামে শক্র দিগের প্রতি নির্ম্মল শরৎকালের সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপী ছিলেন, দুঃখেতেও কেহ রামকে পরাভূত করিতে পারিত না॥ ১৬॥ রাজা দশরথ এবম্বিধ ও ইহা হইতে আরও বহুতর গুণগণে মণ্ডিত, গুণাকর অনুপমেয় তেজস্বী, শক্রতাপন, সমস্ত গুণের আধার শ্রীরামচন্দ্রকে সন্দর্শন করিয়া তদ্গতমনে নিরন্তর চিন্তা করিতে লাগিলেন, আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?॥ ১৭॥ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেই হয়, কিম্বা কিছু বিলম্ব করিব?॥ ১৮॥ মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সুবোধ নরবরের সংশয়ের উদয় হইতে লাগিল, পরে নিশ্চিতাবধারণা করিয়া চিন্তিত হইলেন, যে আমি কবে শ্রীরামকে অভিষিক্ত দেখিব॥ ১৯॥ মনে করিলেন আমার রাম এখন এই রাজ্যের যোগ্য অধিকারী হইয়াছেন, তিনি সকল প্রকার লোকেরই মনোরঞ্জন করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার আপন গুণ দ্বারা বশীভূত হইয়া প্রজারা আমা হইতেও তাঁহাকে প্রিয়তম জ্ঞান করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ২০॥

পরাক্রমে শক্রসমো বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহীধরসমঃ স্থৈর্য্যে মত্তশ্চ গুণবত্তরঃ॥ ২১ ॥
মহীমহমিমাং কৃৎস্নামধিতিষ্ঠন্তমাত্মজং।
অনেন বয়সা দৃষ্ট্বা সুখং স্বর্গমবাপ্নুয়াং॥ ২২ ॥
তং তস্য ভাবং ভাবজ্ঞা বিজ্ঞায় সুধিয়ো জনাঃ।
গুরবো মন্ত্রিণশ্চৈব পৌরজানপদাস্তথা॥ ২৩ ॥
সমেত্য মন্ত্রয়ামাসুঃ কৃত্বা চ নিশ্চয়ং।
উচেঃ সমস্ততঃ সর্ব্বে বৃদ্ধং দশরথং নৃপং॥ ২৪ ॥
অনেকবর্ষশতিকো বৃদ্ধোঽস্যদ্য নরেশ্বর।
স রামং যৌবরাজ্যে ত্বমভিষেক্তুমিহার্হসি॥ ২৫ ॥
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা তেষাং স্বহৃদয়েপ্সিতং।
অনিচ্ছন্নিব জিজ্ঞাসুর্জনাংস্তান্ প্রত্যুবাচ সঃ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ।

রাম আমার প্রতাপে পুরুহূতের ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ও স্থিরতায় মহীধরের ন্যায়, তিনি আমা হইতে অধিকতর গুণ বিশিষ্ট হইয়া সকলের আনন্দ সম্বর্দ্ধন করিতেছেন॥ ২১ ॥ অতএব আর বিলম্বের ফল নাই, এখন শ্রীরামকে সসাগরা ধরা মণ্ডলের অধিপতি করিয়া তাঁহার রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা সন্দর্শনে এই স্থবির দশায় সুখ স্বর্গ সম্ভোগ করি,,॥ ২২ ॥ অনন্তর বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, ও মন্ত্রিগণ, এবং পুরবাসি জনগণ, ও ভাবজ্ঞ সুবোধ ব্যক্তি মাত্রেই মহারাজের সেই মনের ভাব অবগত হইলেন॥ ২৩॥ ভাবজ্ঞ বশিষ্ঠাদি সভাসদগণেরা সকলে একত্র পরামর্শ করিয়া শ্রীরামকে রাজ্যাভিষিক্ত করা উচিত ইহা নিশ্চয় করিয়া, সেই নিশ্চিত কথা স্থবির নৃপবর দশরথকে পরিবৃত হইয়া সকলে জানাইলেন॥ ২৪॥ মহারাজ! আপনার বহু শতবৎসর পরমায়ু গত হইয়াছে, অর্থাৎ আপনি এখন অতিশয় প্রাচীন হইয়াছেন, অতএব আর বিলম্বের ফলনাই, শ্রীরামচন্দ্রকে এক্ষণে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সম্মত হউন্।॥ ২৫ ॥ রাজা দশরথ স্বজনগণের মুখে আপনার মনোগত কথা শ্রবণ করিয়া যেন তদ্বিষয়ে অসম্মত এমত অভিপ্রায়ে তাহাদিগেরই মুখে রামাভিষেকের কারণ জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন॥ ২৬ ॥

কথং নু ময়ি ধর্ম্মেণ পৃথিবীমনুশাসতি।
ভবন্তঃ কর্ত্তুমিচ্ছন্তি যুবরাজং মমাত্মজং॥ ২৭ ॥
তে তমূচুর্ম্মহাত্মানং পৌরজানপদাঃ পুনঃ।
বহবো নৃপ কল্যাণা গুণাঃ পুত্রস্য সন্তি তে॥ ২৮ ॥
মৃদুশ্চ দেবসত্ত্বশ্চ সাধ্বাচারোহনসূয়কঃ।
প্রিয়কৃৎ প্রিয়বাদী চ প্রজানাং পিতৃমাতৃবৎ॥ ২৯ ॥
বহুশ্রুতানাং বৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানামুপাসিতঃ।
নিয়ন্তা দুর্ব্বিনীতানাং বিনীতপ্রতিপূজকঃ॥ ৩০ ॥
ন জ্ঞাতিষু ন পৌরেষু ন চ জানপদেষ্বপি।
জনোহস্ত্যগুণবাদী যো রামস্য ভুবি ভূপতে॥ ৩১ ॥
সবৃদ্ধবালাঃ পৌরাস্তে তথা জানপদা জনাঃ।
গুণানুরক্তা রামস্য রামমিচ্ছন্তি ভূমিপং॥ ৩২ ॥

অনুবাদ।

হে সামাজিক জন সমূহ! আমি স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছি, তথাচ তোমরা আমার সন্তান শ্রীরামকেই কেন যুবরাজ করিতে ইচ্ছা করিতেছ॥ ২৭॥ পুরবাসিরা সকলে মহাত্মা দশরথ নৃপতির বচনাবসানে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনার সন্তান শ্রীরঘুনাথের দেহে অশেষ প্রকার কল্যাণ কর গুণ সমূহ বর্ত্তমান আছে, একারণে আমরা শ্রীরামের অভিষেকের জন্য অনুরোধ করিতেছি॥ ২৮॥ শ্রীরাম অতি নম্র স্বভাব? দেববৎ বীর্য্যবান্? সদাচার বিশিষ্ট? অসূয়া বর্জ্জিত? সকলের হিতকারী, সকলের প্রতি প্রিয়বাদী, প্রজাপুঞ্জের প্রতি পিতা ও মাতার ন্যায় স্নেহ বিশিষ্ট হয়েন॥ ২৯॥ বহুতর শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ গণের আরাধনীয় হয়েন, অথবা আরাধনা করেন। দুর্বিনীত দুরাচার দিগের দমন করেন, এবং সুচরিত বিনীত জন সমূহের যথোদিত সমাদর কর্ত্তা হয়েন॥ ৩০॥ মহারাজ! কি জ্ঞাতি কুটুম্ব কি পুরবাসিগণ, কিম্বা জনপদবাসীগণ ইহার মধ্যে শ্রীরামের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ বা শ্রীরামের অগুণবাদ করে এমন লোক জগতে নাই॥ ৩১ ॥ বিশেষতঃ জান পদ ও পুরবাসী আবাল বৃদ্ধ সকল লোকই শ্রীরামচন্দ্রের গুণ সমূহে বশীভূত হইয়া তাঁহাকেই নৃপতি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন॥ ৩২ ॥

গুণকীর্ত্ত্যা নরপতে প্রজা রামেণ রঞ্জিতাঃ।
ধর্ম্মজ্ঞেন বদান্যেন বিনীতেন মহাত্মনা॥ ৩৩ ॥
কৃতী রামো ধনুর্ব্বেদে দিব্যাস্ত্রজ্ঞশ্চ সংযুগে।
অমোঘাস্ত্র দূরপাতী চিত্রযোধী দৃঢ়ায়ুধঃ॥ ৩৪ ॥
যং যং ব্রজতি সংগ্রামং রাজন্ রামস্তবাজ্ঞয়া।
ততস্ততো বিজিত্যারীন্ বিজয়ী বিনিবর্ত্ততে॥ ৩৫ ॥
জিত্বাপি চারিসৈন্যানি যদায়ং বিনিবর্ত্ততে।
তদাপি প্রশ্রিততরো ভূত্বা নঃ পূজয়ত্যত॥ ৩৬ ॥
প্রবাসাৎ পুনরাগত্য কুঞ্জরেণ রথেন বা।
রাজমার্গেঽপি দৃষ্ট্বা নঃ স্থিত্বা পৃচ্ছত্যনাময়ং॥ ৩৭ ॥
অগ্নিহোত্রেষু দারেষু শিষ্যপ্রেষ্যজনেষু চ।
সানুকম্পঃ সদা রামঃ পৃচ্ছত্যস্মাননাময়ং॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ

হে নরপতে দশরথ! মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র অতি ধর্ম্মশীল বদান্যও বিনীত স্বভাব, ইহাঁর গুণ কীর্ত্তি দ্বারা মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রজালোক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে॥ ৩৩॥ শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ব্বেদ বিদ্যাতে বিলক্ষণ কৃতী হইয়াছেন, সংগ্রামে দিব্যাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছেন। যুদ্ধের সময় যে সকল শর নিঃক্ষেপ করেন তাহা কখন ব্যর্থ হয়না, এবং দুরপাতী, অর্থাৎ বহুদুরস্থিত বিপক্ষ পক্ষে পত্রী প্রক্ষেপ করিতে পারেন, রাম চিত্রযোধী অর্থাৎ আশ্চর্য্য সংগ্রামকারী, দৃঢ়ায়ুধ অর্থাৎ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে কখন শ্লথ হয় না॥ ৩৪ ॥ মহরাজ! আপনি অনুমতি করিলে শ্রীরামচন্দ্র যেখানে যেখানে সম্মুখীন হন সেই সেই খানেই শত্রু মণ্ডলী নিপাত করিয়া বিজয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করেন॥ ৩৫ ॥ এবং যখন বিপক্ষ পক্ষীয় ভুমি জয় করিয়া রাম প্রত্যাগত হয়েন; তখনি প্রফুল্লমনে সমধিক বিনয় সম্পন্ন হইয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন॥ ৩৬ ॥ যখন হস্তী বা অশ্ব কি রথারূঢ় হইয়া শ্রীরাম প্রবাস হইতে পুনরাগমন করেন, তখন পথিমধ্যে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যানাদির গতিকে অবরোধ করতঃ সকলের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করেন॥ ৩৭ ॥ রঘুকুল প্রদীপ রামচন্দ্র আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সদয়ান্তঃকরণে অগ্নিহোত্র বিষয়ের এবং কলত্রাদি শিষ্য ও প্রেষ্যজন সকলের প্রতিই অনুকম্পান্বিত,কুশল বার্ত্তা সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন॥৩৮॥

অভ্যন্তরে চ বাহ্যে চ পৌরজানপদে তথা।
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাস্তরুণ্যশ্চ দেবান্ রাজন্ গৃহে গৃহে।। ৩৯ ।।
রামস্যৈবাভিযাচন্তে যৌবরাজ্যেঽভিষেচনং।
তাসামাযাচিতং রাজংস্ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসিধ্যতাং।। ৪০ ।।
রামমিন্দীবরশ্যামং প্রজানামনুকম্পকং।
পশ্যেম যুবরাজং তমভিষিক্তং ত্বদাজ্ঞয়া।। ৪১ ।।
স রাজবর্য্যাত্মজমাত্মবন্তং গুণাভিরামং নরলোককান্তং।
রামং নৃদেবার্হসি লোকনাথমিহাভিষেক্তুং যুবরাজমুর্ব্যাং।। ৪২ ।।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামাভিষেকব্যবসায়ো
নাম প্রথমঃ সর্গঃ।। ১ ।।

অনুবাদ।

মহারাজ! কি অন্তঃপুরে কি নগরে কি জনপদমধ্যে সর্ব্বত্রই স্ত্রীপুরুষ, যুবকযুবতী বালকবালিকা, সকলেই আপন আপন গৃহে গৃহে ইষ্টদেবতা সকলের নিকট ॥ ৩৯ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, অতএব মহারাজ! তাহারা দেবতাদিগের নিকট যে প্রার্থনা করিতেছে তাহা আপনি প্রসন্ন হইয়া সিদ্ধিকরুন্॥ ৪০ ॥ আপনি অভিষেকাজ্ঞা করিলে পর প্রজানুকম্পক নীলোৎপলদল শ্যামসুন্দর যুবরাজ রামকে আমরা যৌবরাজ্যাভিষিক্ত দেখিতে পাইব॥ ৪১ ॥ হে যশঃ শশাঙ্ক পরি শোভিত দিঙ্মণ্ডল প্রজাপাল! আপনার অনুরূপ সন্তান লোকনাথ নরলোকের কমনীয় গুণাভিরাম শ্রীরামকে এই পৃথিবী মণ্ডলে এক্ষণে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা আপনার পক্ষে সর্ব্বতো ভাবে বিধেয় হইয়াছে, অতএব হে নরদেব! রামাভিষেকে যত্নবান্ হইন্॥ ৪২ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতার অযোধ্যাকাণ্ডে
রামাভিষেক ব্যবসায় নামে প্রথম সর্গঃ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তেষামঞ্জলিমালাস্তাঃ প্রতিগৃহ্য সমন্ততঃ।
হৃষ্টো দশরথো রাজা প্রোবাচেদং বচস্তদা॥ ১ ॥
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবদ্ভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ।
যন্মে জ্যেষ্ঠং প্রিয়ং পুত্রং যুবরাজমিহেচ্ছথ॥ ২ ॥
ইতি রাজানুভাষ্যৈতানেবং ভূয়োঽব্রবীদ্বচঃ।
বশিষ্ঠং বামদেবঞ্চ তেষামেবোপশৃণ্বতাং॥ ৩ ॥
চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ।
রামায় যৌবরাজ্যং মে দাতুমত্রৈব রোচতে॥ ৪ ॥
আভিষেচনিকং দ্রব্যং ভবন্তো জ্ঞাপয়ন্তু মাং।
যন্ময়া চোপহর্ত্তব্যং রামরাজ্যাভিপত্তয়ে॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

পুরবাসি প্রভৃতি সমুদয় জনগণ চতুর্দ্দিকে অঞ্জলিপুটে যাচ্ঞা করিতেছে, রাজা দশরথ তাহাদিগের অঞ্জলিমালা অর্থাৎ প্রার্থনা স্বীকার করিয়া প্রফুল্লমনে তখন তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন॥ ১ ॥ হে মহাত্মা সকল! আমি ধন্য হইলাম, এবং তোমরা সকলেই প্রিয়বাদী, আপনারদিগের দ্বারা আমি অনুগৃহীত হইলাম, যেহেতু আপনারা সকলেই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়তম শ্রীরাচমন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষ করিতেছ॥ ২ ॥ রাজা দশরথ এইরূপে পুরবাসি দিগের ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এই সকল বিষয়ের শ্রোতৃবর্গ সমক্ষে বশিষ্ঠ ও বামদেব ঋষিকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন॥ ৩ ॥ হে মহাভাগ! হে মহাত্মন্! এই শ্রীযুক্ত চৈত্রমাসের মনোহর শোভা অর্থাৎ কুসুমাকরাগমে বনোপবন রাজী কুসুম সমূহে সুরভিত হইয়াছে, মধুকরনিকর মধুপানে মত্ত হইয়া পুষ্পে পুষ্পে ঝঙ্কার করিতেছে, এবং সহকারশাখাবলম্বী মত্ত কোকিলগণে সুমধুরস্বরে গান করিতেছে, এই মহোৎসাহ সময়েই আমার শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার অভিলাষ জন্মিল॥ ৪ ॥ অতএব অভিষেক করিতে যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হয়, এবং রাজ্য সম্প্রদানার্থ যদ্যদুপকরণ আমাকে আহরণ করিতে হইবে অনুগ্রহ সহকারে তাহা আজ্ঞা করুন্॥ ৫ ॥

তৌ তথেতি প্রতিজ্ঞায় নৃপতের্বচনাত্তদা।
লেখয়াঞ্চক্রতুর্দ্রব্যং ভুয়শ্চৈব ননন্দতুঃ॥ ৬ ॥
কৃতমিত্যেব চাব্রূতামভিগম্য নরাধিপং।
সুপ্রীতমনসৌ প্রীতং হর্ষয়ন্তৌ পুনর্নৃপং॥ ৭ ॥
ততঃ সুমন্ত্রমাহূয় রাজা দশরথোঽব্রবীৎ।
রামঃ কৃতাত্মা ভবতা শীঘ্রমানীয়তামিতি॥ ৮ ॥
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সুমন্ত্রো রাজশাসনাৎ।
রামং তত্রানিনায়াথ রথেন রথিনাম্বরঃ॥ ৯ ॥
অথ তত্র সমাসীনা স্তদা দশরথং নৃপং।
প্রাচ্যোদীচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ॥ ১০ ॥
ম্লেচ্ছাশ্চ যবনাশ্চৈব শকাঃ শৈলান্তবাসিনঃ।
উপাসাং চক্রিরে সর্ব্বে তে দেবা ইব বাসবং॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

তখন নৃপতির অনুমতিক্রমে মহাত্মা বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজাভিপ্রায় জানিয়া তথাস্তু বলিয়া রাজাজ্ঞানুসারে আভিষেচনিক দ্রব্য জাত পত্রে লিখিত করিলেন, এবং সেই পত্র হস্তে করিয়া পুনর্ব্বার যথোচিত হর্ষ প্রকাশ করিলেন॥ ৬ ॥ মহর্ষিরা প্রসন্নমনে নৃপতি সন্নিধানে সমাগমন করিয়া প্রীতি প্রকাশ করণ পূর্ব্বক নৃপতিকে বলিলেন, মহারাজ শ্রীরামকে আমরা রাজা করিয়াছি বলিলেই হয়, এইরূপে আনন্দ বর্দ্ধন বাক্যে রাজাকে পরম পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন॥ ৭ ॥ অনন্তর রাজা দশরথ মন্ত্রি প্রবর সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সারথে! কৃতাত্মা শ্রীরাম তোমাদিগের দ্বারাই প্রতিপালিত অতএব একবার শীঘ্র তাঁহাকে এইস্থানে আনয়ন করহ॥ ৮ ॥ সুমন্ত্র মহারাজের অনুমতিক্রমে যে আজ্ঞা বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং অনতিকাল বিলম্বে রথে আরোহণ করাইয়া রামচন্দ্রকে তথায় আনয়ন করিলেন॥ ৯ ॥ অধিরাজ চক্রবর্ত্তি নৃপতি দশরথ সেই সময় যথায় উপবিষ্ট আছেন তথায় উত্তরদেশীয় পূর্ব্বদেশীয় দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য প্রভৃতি নৃপতি সকল উপস্থিত ছিলেন॥ ১০ ॥ এবং ম্লেচ্ছ ও যবন, ও শক অর্থাৎ তুরুষ্ক, ও পর্ব্বত মধ্যবাসি জন সমূহ রাজা দশরথকে সকলেই উপাসনা করিতেছিল, যেমন সুরপতি ইন্দ্রকে দেবগণেরা উপাসনা করিয়া থাকেন॥ ১১

তেষাং মধ্যে স রাজর্ষির্মরুতামিব বাসবঃ ।
প্রাসাদস্থো রথস্থং তং দদর্শায়ান্তমাত্মজং ॥ ১২ ॥
গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিমং লোকে বিশ্রুতপৌরুষং ।
দীর্ঘবাহুং মহাসত্ত্বং মত্তমাতঙ্গগামিনং ॥ ১৩ ॥
চন্দ্রকান্তাননং রামমতীব প্রিয়দর্শনং ।
রূপৌদার্য্যগুণৈ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণং ॥ ১৪ ॥
ঘর্ম্মাভিতপ্তাঃ পর্জন্যং হ্লাদয়ন্তমিব প্রজাঃ ।
নাতৃপ্যত তমায়ান্তমীক্ষমাণো নরাধিপঃ ॥ ১৫ ॥
অবতার্য্য সুমন্ত্রস্তু রাঘবং স্যন্দনোত্তমাৎ ।
পিতুঃ সমীপং গচ্ছন্তং প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ ॥ ১৬ ॥
স তু কৈলাসশৃঙ্গাভং প্রাসাদং নরপুঙ্গবঃ ।
আরুরোহ নৃপং দ্রষ্টুং সহ সূতেন রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ।

অমরগণের মধ্যবর্ত্তি দেবরাজের ন্যায় রাজর্ষি দশরথ প্রাসাদের উপরিভাগে রাজমণ্ডলের মধ্যে বসিয়া দেখিলেন, প্রিয়সন্তান শ্রীরাম রথে আগমন করিতেছেন ॥ ১২ ॥ যিনি গন্ধর্ব্ব রাজার ন্যায় শোভনকান্তিমান্ জগৎ বিখ্যাত পৌরুষ, যাঁহার আজানু লম্বিত সুদীর্ঘ বাহুযুগল, সামর্থ্যের পরিসীমা নাই, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মন্দ মন্দ গমন ॥ ১৩ ॥ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় পরিশুদ্ধ মুখমণ্ডল, যিনি একান্ত প্রিয় দর্শন হয়েন, জগতীস্থ যাবতীয় পুরুষের মধ্যে যিনি মনোহর রূপ ও মহতী উদারতা ও প্রশংসিত অগণন গুণগণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ উদার রূপগুণে সকলের নয়ন ও মন হরণ করেন ॥ ১৪ ॥ তাদৃশ সন্তান আগমন করিতেছেন দেখিয়া রাজা অন্তঃকরণে অতিশয় আনন্দ পাইলেন, কিন্তু তৃপ্তির শেষ পাইলেন না ॥ ১৫ ॥ প্রখর চণ্ডাংশু কিরণে ঘর্ম্মাভিতপ্ত প্রজাগণ মেঘনায়ক পর্জ্জন্যকে নিরীক্ষণ করিয়া যেরূপ অপরিমিত আহ্লাদিত হয়েন, সেইরূপ রামরূপ দর্শনে সম্যক্ আহ্লাদের আহরণ করিলেন, সুমন্ত্র সারথি রথবর হইতে রঘুবরকে অবতীর্ণ করিয়া প্রাঞ্জলি হস্তে পিতু সমীপে গমনশীল শ্রীরামকে অগ্রে করিয়া আপনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজসন্নিধানে লইয়া চলিলেন ॥ ১৬ ॥ পুরুষোত্তম রঘুনাথ জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে কৈলাস শিখরাকার প্রাসাদের উপরিস্থিত পিতৃ সন্নিধানে সারথির সহিত গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥

স প্রাঞ্জলিরভিপ্রেত্য প্রণতঃ পিতুরন্তিকং।
নাম সংশ্রাবয়ন্ রামো ববন্দে চরণৌ পিতুঃ॥ ১৮॥
তং দৃষ্ট্বা প্রণতং পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ।
গৃহীত্বাঞ্জলিমাকৃষ্য সস্বজে প্রিয়মাত্মজং॥ ১৯॥
তস্মৈ চাভ্যুচিতং শ্রীমন্মণিকাঞ্চনভূষিতং।
দিদেশ রাজা রুচিরং রামায়ানুপমাসনং॥ ২০॥
তদাসনবরং প্রাপ্য ব্যদীপয়ত রাঘবঃ।
স্বয়েব প্রভয়া মেরুমুদয়ে বিমলো রবিঃ॥ ২১॥
তেন বিভ্রাজতা তত্র সা সভাভিব্যরাজত।
বিমলগ্রহনক্ষত্রা শারদী দ্যৌরিবেন্দুনা॥ ২২॥
তং স পশ্যন্ নরপতিস্তুতোষ প্রিয়মাত্মজং।
অলঙ্কৃতমিবাত্মানমাদর্শতলমাস্থিতং॥ ২৩॥

অনুবাদ।

রঘুনাথ প্রণতভাবে অঞ্জলি হস্তে পিতৃ সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিয়া রামনামে আপন পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক জনকের চরণ যুগল বন্দনা করিলেন॥ ১৮॥ রাজা দশরথ প্রণত রামচন্দ্রকে পার্শ্বদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান দেখিয়া মহোল্লাসে প্রিয় সন্তানের ভুজযুগল আকর্ষণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন॥ ১৯॥ অনন্তর নৃপতি শ্রীরামের উপযুক্ত নানাবিধ মণি মাণিক্য বিভূষিত সুদৃশ্য নিরুপম মনোরম কাঞ্চনময় সিংহাসনে বসিবার জন্য নন্দনকে অনুমতি করিলেন॥ ২০॥ রঘুনাথ পিতৃদত্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া স্বকীয় দেহচ্ছটায় আসনের শোভা সম্পাদন করিলেন, যেমন উদয়কালে নির্ম্মল দিবাকর আপন প্রভায় সুমেরুর অধিকতর শোভা বৃদ্ধি করেন॥ ২১॥ শরৎকালে নির্ম্মল গ্রহ নক্ষত্রগণে গগণমণ্ডল পরিপূর্ণ হইলেপর তাহাতে সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল প্রকাশিত হইলে যে রূপ আকাশের শোভা সম্পাদিত হয়, তাদৃশ মহতী শোভা জন্মিয়াছিল॥ ২২॥ মুকুর মধ্যে মণিময় রত্নালঙ্কারে বিভূষিত আপন প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া মানবগণ মনে মনে যাদৃশ সুখ অনুভব করে, রাজা দশরথ আপন প্রিয়সন্তান শ্রীরামকে নয়ন গোচর করিয়া তাদৃশ পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন॥ ২৩॥

স তং সস্মিতমাভাষ্য পুত্রং পুত্রবতাম্বরঃ।
উবাচেদম্বচো রাজা দেবেন্দ্রমিব কশ্যপঃ॥ ২৪ ॥
জ্যেষ্ঠায়ামসি মে পত্ন্যাং সদৃশ্যাং সদৃশঃ সুতঃ।
উৎপন্নস্ত্বং গুণশ্রেষ্ঠো মম রামাত্মজঃ প্রিয়ঃ॥ ২৫ ॥
ত্বয়ায়ত্তাঃ প্রজাশ্চেমাঃ স্বগুণৈরনুরঞ্জিতাঃ।
তস্মাৎ ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি॥ ২৬ ॥
কামঞ্চ ত্বং প্রকৃত্যৈব বিনীতো গুণবানপি।
গুণবৎ ত্বয়ি চ স্নেহাৎ পুত্র বক্ষ্যামি তে হিতং॥ ২৭ ॥
ভূয়ো বিনয়মাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামক্রোধসমুত্থানি ত্যজেথা ব্যসনানি চ॥ ২৮ ॥
পরোক্ষয়ানিশং বুদ্ধ্যা রাম প্রত্যক্ষয়া তথা।
পরাঞ্চ প্রকৃতিং দৃষ্ট্বা পরিপাল্যাঃ প্রজাস্ত্বয়া॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।

দেবপিতা কশ্যপ প্রফুল্ল মনে পাক শাসনের সহিত যে রূপ প্রণয় সম্ভাষণ করিয়া থাকেন সেইরূপ সুসন্তানশালী সকল পুত্রবান হইতে শ্রেষ্ঠ পুত্রবান রাজা দশরথ সস্মিত বদনে তনয়কে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন॥ ২৪ ॥ বৎস রামচন্দ্র! জ্যেষ্ঠাপত্নী কৌশল্যা যেমন আমার অনুরূপা, তদুপযুক্ত তাঁহার গর্ব্ভে গুণগণে মণ্ডিত প্রিয়তম পণ্ডিতবর জ্যেষ্ঠ সন্তান তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ॥ ২৫ ॥ আমি দেখিতেছি তুমি আপন মহানুভাবকতা প্রভৃতি গুণগণে এই প্রজা মণ্ডলীকে বশীভূত করিয়াছ, অতএব আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই পুষ্য যোগের সময় যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণ করহ॥ ২৬ ॥ তুমি সতত বিনীত স্বভাব, ও নানা গুণে বিভূষিত, হে পুত্র! তুমি ঈদৃশ গুণবান্ সন্তান বলিয়াই স্নেহবশতঃ আমি তোমার মঙ্গলের জন্য এ কথা বলিতেছি॥ ২৭ ॥ অতএব বৎস! তুমি স্বতোবিনয়ী বট, আরও বিনীত হইয়া, সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গণকে সংযমন কর, কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সম্ভূত ব্যসন সকল পরিহার করিহ॥ ২৮ ॥ হে প্রিয়তনয় রাম! তুমি সর্ব্বদা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বুদ্ধি দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে প্রকৃতি মণ্ডলের তত্ত্বাবধান করতঃ প্রজাদিগের প্রতিপালন করিবে॥ ২৯ ॥

সৎপরো নিরহঙ্কারো ভূত্বা রাম গুণান্বিতঃ।
ততঃ পালয় পুত্রেমাঃ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্॥ ৩০ ॥
যোধানমাত্যান্ হস্ত্যশ্বং কোষং চাবেক্ষ্য যত্নবান্।
মিত্রাণ্যমিত্রান্মধ্যস্থানুদাসীনাংশ্চ রাঘব॥ ৩১ ॥
তুষ্টানুরক্তপ্রকৃতির্যঃ পালয়তি মেদিনীং।
তস্য নন্দন্তি মিত্রাণি লব্ধামৃতমিবামরাঃ॥ ৩২ ॥
তস্মাৎ পুত্র ত্বমাত্মানং নিয়ম্যৈবং সমাচর।
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা নরাঃ প্রিয়নিবেদিনঃ॥ ৩৩ ॥
ত্বরিতাঃ শীঘ্রমভ্যেত্য কৌশল্যায়ৈ ন্যবেদয়ন্।
সা হিরণ্যঞ্চ গাশ্চৈব রত্নানি বিবিধানি চ॥ ৩৪ ॥
ব্যাদিদেশ প্রিয়াখ্যেভ্যঃ কৌশল্যা প্রমদোত্তমা।
অথাভিবাদ্য রাজানং রথমারুহ্য রাঘবঃ।
যযৌ স্বং দ্যুতিমান্ বেশ্ম জনৌঘৈঃ পরিবারিতঃ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

হে স্নেহাধার কুমার! তুমি সতত সত্যাবলম্বী হও, অহঙ্কার পরিহার কর, গুণনিকরে পরিপূর্ণ হও, তদনন্তর ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রজাদিগের প্রতিপালন করহ॥ ৩০ ॥ সৈন্য সন্দোহ, মন্ত্রীকুল, হস্তী সমূহ, অশ্বব্যূহ, ও ধনাগার প্রযত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করহ, কি মিত্র কি অমিত্র কি মধ্যস্থ কি উদাসীন সকলেরেই শুভানুষ্ঠান করহ॥ ৩১ ॥ বৎস! যে নরপতিসন্তুষ্ট স্বভাব অনুরক্ত প্রকৃতি হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করেন, অমরগণ অমৃতলাভে যাদৃশ আনন্দিত হন, বন্ধু বান্ধব স্বজন প্রকৃতি প্রভৃতি সকলেই তাদৃশ রাজ চূড়ামণি লাভে পরম লাভ বোধ করেন॥ ৩২ ॥ অতএব হে পুত্র! তুমি আত্ম সংযমন পূর্ব্বক যাবতীয় সাম্রাজ্যের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করহ। রাজা দশরথ এইরূপে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের অনুমতি প্রদান করিলে পর প্রিয়বেদী মানবগণ॥ ৩৩ ॥ তৎক্ষণাৎ ত্বরিত গমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত, রাম মাতা কৌশল্যার নিকট নিবেদন করিল, মহা রাণী প্রমদোত্তমা কৌশল্যা, রামাভিষেকের সম্বাদ শ্রবণে আনন্দিত মনে তৎক্ষণাৎ প্রিয়বেদীদিগকে গোহিরণ্য বিবিধ-রত্ন সম্প্রদানের অনুমতি করিলেন॥ ৩৪ ॥ অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র মহারাজ পিতার নিকট হইতে প্রণতি পূর্ব্বক রথারোহণে চলিলেন, গমন কালীন অশেষ জনগণে পরিবৃত হইয়া আনন্দ মনে সহাস্য বদনে স্বভবনে আগমন করিলেন॥ ৩৫ ॥

তে চাপি পৌরা নৃপতের্বচস্তচ্ছ্রুত্বা তদা লাভমিবেষ্টমাপ্য।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য গৃহাণি গত্বা দেবান্ সমানর্চুরতীবহৃষ্টাঃ॥ ৩৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথানুশাসনং
নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ॥ ২॥

অনুবাদ।

সভাসদ পুরবাসি জনগণ মহারাজের মহোদার কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরম লাভ বোধ করিলেন, এবং মহারাজের সমুচিত সম্মান পুরঃসর অপসৃত হইয়া স্বস্ব ভবনে প্রতি গমন করিলেন, ও রামরাজ্য লাভে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া দেবতাদিগের আরাধনা করিতে লাগিলেন॥ ৩৬ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথের অনুমতি নামে দ্বিতীয় সর্গঃ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

গতেষ্বথ নৃপো ভূয়ঃ পৌরেষু সহ মন্ত্রিভিঃ।
মন্ত্রয়িত্বা ততশ্চক্রে নিশ্চয়জ্ঞঃ স নিশ্চয়ং॥ ১ ॥
শ্ব এব পুষ্যো ভবিতা সুতো মে শ্বোঽভিষিচ্যতাং।
রামো রাজীবতাম্রাক্ষো যৌবরাজ্য ইতি প্রভুঃ॥ ২ ॥
অথান্তর্গৃহমাবিশ্য রাজা দশরথস্তদা।
সূতমাজ্ঞাপয়ামাস রামং পুনরিহানয়॥ ৩ ॥
প্রতিগৃহ্য স তদ্বাক্যং সূতঃ পুনরুপাযযৌ।
রামস্য ভবনং শীঘ্রং রামমানয়িতুং পুনঃ॥ ৪ ॥
দ্বাস্থৈনাবেদিতং তস্য রামায়াগমনং পুনঃ।
শ্রুত্বৈব চাপি ভূযস্তং রামঃ শঙ্কান্বিতোঽভবৎ॥ ৫ ॥
প্রবেশ্য চৈনং ত্বরিতো রামো বচনমব্রবীৎ।
যদাগমনকৃত্যন্তে ভূযস্তদ্ব্রূহ্যশেষতঃ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর পুরবাসি জন সকল গমন করিলে পর নিশ্চয়জ্ঞ রাজা দশরথ পুনর্ব্বার মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিয়া নিশ্চয় করিলেন॥ ১ ॥ হে মন্ত্রিবর সকল! আগামি কল্যই পুষ্যা হইবে, অতএব তোমরা সকলে কল্যই পদ্মপলাশ নয়ন শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর, নৃপতি তাঁহাদিগকে এই অনুমতি করিলেন॥ ২ ॥ তদনন্তর রাজা দশরথ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সুমন্ত্রকে অনুজ্ঞা করিলেন, যে তুমি পুনর্ব্বার রামকে এখানে আনয়ন করহ॥ ৩ ॥ সারথি নৃপতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীরামকে আনয়ন করিবার জন্য অতি সত্বরে তাঁহার শয়ন ভবনে গমন করিলেন॥ ৪ ॥ সুমন্ত্র সারথি শ্রীরাম সদনে উপস্থিত হইলে পর দ্বার স্থিত প্রতীহারী সারথির পুনঃ আগমন বৃত্তান্ত রঘুনাথের নিকট নিবেদন করিল, রঘুনাথ দ্বারপালের মুখে সারথির পুনরাগমনের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতিশয় শঙ্কিত হইলেন॥ ৫ ॥ কিন্তু দ্বারপালের প্রতি অনুমতি করিলেন, যে সারথিকে অবিলম্বে আমার নিকটে লইয়া আইস, পরে দ্বারীর বাক্যে সারথি উপস্থিত হইলে পর রঘুনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার পুনর্ব্বার আগমন প্রয়োজন আদ্যোপান্ত আমাকে বলহ॥ ৬ ॥

তেন চাবেদিতং তস্য রামস্যাগমনং পুনঃ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা ত্বাং শীঘ্রমাগন্তুমর্হসি॥ ৭ ॥
ইতি সূতবচঃ শ্রুত্বা রামোঽপি ত্বরয়ান্বিতঃ।
প্রযযৌ রাজভবনং পুনর্দ্রষ্টুং নরর্ষভং॥ ৮ ॥
স শ্রুত্বা সমনুপ্রাপ্তং রামং দশরথো নৃপঃ।
তূর্ণং প্রাবেশয়ামাস বিবক্ষুঃ প্রিয়মুত্তমং॥ ৯ ॥
প্রবিশন্নেব চ শ্রীমান্ রাঘবো ভবনং পিতুঃ।
দদর্শ পিতরং দূরাৎ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১০ ।
প্রণমন্তং তমুত্থাপ্য তং পরিষ্বজ্য ভূমিপঃ।
আদিশ্য চাস্মৈ রুচিরমাসনং পুনরব্রবীৎ॥ ১১ ॥
রাম বৃদ্ধোঽস্মি দীর্ঘায়ুর্ভুক্তা ভোগা যথেপ্সিতাঃ।
অন্নবদ্ভিঃ ক্রতুশতৈস্তথেষ্টং ভূরিদক্ষিণৈঃ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

সুমন্ত্র বলিলেন রাজনন্দন! আমার পুনরাগমনের প্রয়োজন এই যে মহারাজা আপনাকে পুনর্ব্বার দেখিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব আপনি সত্বর রাজসন্নিধানে আগমন করুন॥ ৭ ॥ নৃপনন্দন শ্রীরাম সারথির মুখে এই সম্বাদ শ্রবণ মাত্র অতি ত্বরান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার পিতৃ সন্দর্শনে রাজভবনে গমন করিলেন॥ ৮ ॥ আসমুদ্র ক্ষিতিপতি রাজা দশরথ প্রিয়পুত্র রামের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বভবনে অনুপ্রাপ্ত রামকে হিতকর প্রিয়বাক্য বলিবার জন্য অতি সত্বর আপন সম্মুখে আনয়নের অনুমতি করিলেন॥ ৯ ॥ শ্রীমান্ রামচন্দ্র পিতার ভবনে প্রবেশ করতঃ দূরে হইতে পিতাকে সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রণিপাত করিতে লাগিলেন॥ ১০ ॥ সর্ব্ব ভূমিপতি রাজা দশরথ অবনত প্রিয়সন্তানকে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক উঠাইয়া আলিঙ্গন, এবং রামের বসিবার জন্য একখানি মনোহর রুচির আসন প্রদানের অনুমতি করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন॥ ১১ ॥ হে রামচন্দ্র! এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, জীবনের এতাবদ্দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত যখন যে সুখসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল তখনই তাহা সম্ভোগ করিয়াছি, অপরিমিত সম্পত্তি যে সকল যজ্ঞ কর্ম্মে দক্ষিণা দিতে হয়, অর্থাৎ বহু ব্যয়সাধ্য শত শত যজ্ঞকর্ম্ম প্রভুত দক্ষিণা দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছি॥ ১২ ।

জাতমিষ্টমপত্যং মে ত্বমপ্যনুপমং ভুবি।
দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ ময়া পুরুষসত্তম॥ ১৩॥
অনুভূতানি সর্ব্বাণি চিরং রাজ্যসুখানি চ।
দেবর্ষিপিতৃবিপ্রাণামনৃণোঽস্মি তথাত্মনঃ॥ ১৪॥
ন কিঞ্চিন্মম কর্ত্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনাৎ।
অতস্ত্বাং যদহং ব্রূয়াং তন্মে ত্বং কর্ত্তুমর্হসি॥ ১৫॥
অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপং।
অতস্ত্বাং যৌবরাজ্যেঽহ মভিষেক্ষ্যামি পুত্রক॥ ১৬॥
রাত্র্যন্তে চ তথা রাম স্বপ্নান্ পশ্যামি দারুণান্।
সনির্ঘাতা মহোল্কাশ্চ পতিতা হি মহাস্বনাঃ॥ ১৭॥
উপসৃষ্টঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণৈগ্র্হৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্য্যাঙ্গারকরাহুভিঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

হে পুরুষোত্তম রাম! তুমি আমার অভিলষিত প্রিয়পুত্র জন্মিয়াছ, এবং পৃথিবীতলে তুমি অনুপম অর্থাৎ তোমার রূপের বা গুণের তুলনা দিবার স্থল নাই, আমি পূর্ব্বে যাচক দিগের অভিলাষ পূরণ করিয়া যে দান করিয়াছিলাম, এবং নিয়ম গ্রহণে যে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলাম, সেই সকল পুণ্যফলেই আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি,॥ ১৩॥ আমি চিরকাল সমুদায় রাজ্যের সুখসম্ভোগ করিয়াছি দেবঋণ ঋষিঋণ পিতৃঋণ ও ব্রাহ্মণগণের ঋণ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছি. আমার এক্ষণে আত্ম পরিশোধনীয় কোন ঋণ মাত্রই নাই, এক্ষণে তোমার অভিষেক ব্যতিরিক্ত আর অন্য কোন কার্য্যই আমার কর্ত্তব্য বলিয়া গণনীয় হইতেছে না। অতএব আমি তোমাকে যাহা বলি এক্ষণে তাহাই তোমার কর্ত্তব্য হইয়াছে॥ ১৫॥ অদ্য আবালবৃদ্ধ সমস্ত প্রজাগণ তোমাকে রাজসিংহাসনারূঢ় দেখিবার প্রার্থনা করিতেছে, হে পুত্রক হে রাম! এই জন্য আমি তোমাকে কল্যী যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব॥ ১৬॥ বৎস রাম! আমি রাত্রিশেষে অতি দারুণ অতি ভয়ানক অমঙ্গলসূচক বহুশঃ স্বপ্ন অদ্য সন্দর্শন করিয়াছি, আকাশমণ্ডল হইতে অতি প্রচণ্ড শব্দে ঘন ঘন ভীষণ উল্কাপাত হইতেছে॥ ১৭॥ এবং ঐ স্বপ্ন মধ্যেই দৃষ্ট হইল যেন জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিত দৈবজ্ঞেরা আমায় বলিতেছেন, যে মহারাজ! সূর্য্য মঙ্গল রাহু প্রভৃতি দারুণ ক্রূরগ্রহগণ কর্ত্তৃক আপনার জন্মনক্ষত্র উপসৃষ্ট অর্থাৎ সংস্পৃষ্ট রহিয়াছে॥ ১৮॥

প্রায়শো হি নিমিত্তানা মীদৃশানাং সমুদ্ভবে ।
রাজা বা মৃত্যুমাপ্নোতি রাষ্ট্রং বা নাশমৃচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
তদ্যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব ।
তাবদেবাভিষিক্ষ্যে ত্বাং চলা হি প্রাণিনাঙ্গতিঃ ॥ ২০ ॥
অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগতঃ পুষ্যাৎ পূর্ব্বং পুনর্ব্বসুং ।
শ্বঃ পুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ ॥ ২১ ॥
তত্র ত্বমভিষেচ্যশ্চ মনস্ত্বরয়তীব মাং ।
শ্বস্ত্বাহমভিষেক্তাস্মি যৌবরাজ্যে পরন্তপ ॥ ২২ ॥
তস্মাৎ ত্বয়াদ্য ব্রতিনা নিশেয়ং নিয়তাত্মনা ।
সহ বধ্বোপবস্তব্যা দর্ভসংস্তরশায়িনা ॥ ২৩ ॥
সুহৃদস্ত্বপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্ত্বদ্য প্রযত্নতঃ ।
ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্য্যাণ্যেবম্বিধানি হি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ।

হে রাম ! স্বপ্নাবস্থায় ঈদৃশ অমঙ্গলসূচক নিমিত্ত সকল সন্দর্শন হইলে প্রায়ই রাজার মৃত্যু অথবা তাহার রাজ্য বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ অতএব বৎস ! আমার চিত্ত যাবৎ মোহগ্রস্ত না হয় তাবৎ কালের মধ্যে আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব কোনমতেই ইহাতে বিলম্ব করিব না, কেননা প্রাণিদিগের গতির স্থিরতা নাই, অর্থাৎ কখন যে কি ভাবের উদয় হয় তাহা কিছুই বলা যায় না ॥ ২০ ॥ অদ্য নিশানাথ পুষ্যানক্ষত্রের পূর্ব্ব পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে গমন করিয়াছেন, কল্য পুষ্যানক্ষত্র হইবে, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ইহাকেই পুষ্যযোগ বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ২১ ॥ সেই পুষ্যাযোগেই তোমায় অভিষেক করিবার জন্য আমার মন অতিশয় ত্বরান্বিত হইতেছে, অতএব হে শত্রুতাপন রাম ! কল্য আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব ॥ ২২ ॥ এজন্য অদ্য তুমি অভিষেক বিষয়ে ব্রতী হইয়া আত্মসংযমন পূর্ব্বক কুশময় শর্য্যায় শয়ন করিয়া বধূ জানকী সমভিব্যাহারে অনশনে নিশী যাপনা করিহ ॥ ২৩ ॥ [illegible] রাম ! আজি আমার প্রিয় সুহৃৎ বন্ধু বান্ধব সকলে সাবধানে অতিমাত্র প্রযত্ন সহকারে তোমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকুন, কেননা ঈদৃশ মহারম্ভ কার্য্য সকল আরম্ভ করিলে প্রায়ই তাহাতে অশেষবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

নির্ব্বাসিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম॥ ২৫ ॥
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃ স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৬ ॥
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণাং অনাম্যেবং যথা চলং।
সতাংশ্চ ধর্ম্মকৃত্যানি কৃতশোভানি রাঘব॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা সোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ শ্বো ভাবিন্যভিষেচনে।
ব্রজেতি রামঃ পিতর মভিবাদ্যাভ্যয়াদ্গৃহং॥ ২৮ ॥
প্রবিশ্য চাত্মনো বেশ্ম রাজ্ঞাদিষ্টেঽভিষেচনে।
তস্মিন্ ক্ষণে বিনির্গত্য মাতুরন্তঃপুরং যযৌ॥ ২৯ ॥
তত্র তাং প্রণতামেব মাতরং ক্ষৌমবাসসাং।
দদর্শ যাচমানাস্তু দেবতাবেশ্মনি শ্রিয়ং॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

যে দিন এখান হইতে মাতুলালয়ে যাইবার জন্য ভরতকে অনুমতি দিলাম, সেই দিনই তোমায় রাজ্যাভিষিক্ত করিবার অভিলাষ আমার মনোমধ্যে সমুদিত হইয়াছিল, কিন্তু সময় অভাবে তখন না হওয়াতে প্রাপ্তকালে অভিষিক্ত করিব ইহাই স্থির করিয়া রহিয়াছিলাম॥ ২৫ ॥ হে রাম! তোমার অনুজভ্রাতা ভরত অতিশয় সৎস্বভাব, তোমার প্রিয়, এবং অনুচর তাহাতে সন্দেহ নাই, সতত সত্য-ধর্ম্ম পরায়ণ, সমুচিত ক্রোধন স্বভাব, অথচ ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিয়াছেন॥ ২৬॥ কিন্তু মানবগণের মনের যেরূপ চাঞ্চল্য তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, অর্থাৎ শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিলেই করা কর্ত্তব্য বিলম্বে সিদ্ধি পায় না। সাধু পণ্ডিতগণেরা ধর্ম্মকর্ম্মাদির সমাপন করিতে পারিলেই সেই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন॥ ॥ ২৭ ॥ হে রামচন্দ্র! কল্যই তোমার অভিষেক হইবে এখন গৃহ প্রতিগমন কর, শ্রীরাম এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতৃচরণে প্রণতিপূর্ব্বক তদাজ্ঞামতে তথা হইতে আপন বাস ভবনে গমন করিলেন॥ ২৮ ॥ আপন গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কতিপয় সময়কে অতিবাহন করিয়া পরে রাজনির্দ্দিষ্ট অভিষেক সময় উপস্থিত হইলে রাম তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা জননীর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ২৯ ॥ তৎকালে কৌশল্যা [illegible] পট্টবসন পরিধান পূর্ব্বক দেবালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক দেব সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়বচনে শ্রীরামের রাজশ্রী প্রার্থনা করিতে-ছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া দেবালয়ে আপন কল্যাণ যাচমানা জননীকে সন্দর্শন করিলেন॥ ৩০ ॥

প্রাগেব চাগতা তত্র সুমিত্রা লক্ষ্মণস্তথা।
সীতা চ নন্দিতা শ্রুত্বা প্রিয়ং রামাভিষেচনং ॥ ৩১ ॥
তস্মিন্ কালে তু কৌশল্যা তস্থাবামীলিতেক্ষণা।
সুমিত্রয়োপাস্যমানা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৩২ ॥
শ্রুত্বা পুষ্যেণ পুত্রস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনং।
প্রাণায়ামেণ পুরুষং ধ্যায়ন্তী সা জনার্দ্দনং ॥ ৩৩ ॥
তথা সংযমিতামেব সোঽভিগম্যাভিবাদ্য চ।
উবাচ মাতরং রামো হর্ষয়িষ্যন্নিদং বচঃ ॥ ৩৪ ॥
অম্ব পিত্রা নিযুক্তোঽস্মি প্রজাপালনকর্ম্মণি।
ভবিতা শ্বোঽভিষেকো মে যথা বৈ শাসনং পিতুঃ ॥ ৩৫ ॥
সীতয়া চোপবস্তব্যা রজনীয়ং ময়া সহ।
এবমৃত্বিগুপাধ্যায়ৈঃ সহ মামুক্তবান্ নৃপঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ।

সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে পূর্ব্বেই তথায় সমাগতা হইয়াছিলেন, এবং জানকীও প্রাণনাথের রাজ্যাভিষেক সম্বাদ শ্রবণে আনন্দিত মনে তথায় অবস্থান করিতে ছিলেন॥ ৩১ ॥ সেই সময়ে সুমিত্রা ও সীতা ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক উপাস্যমানা কৌশল্যাদেবীনিমীলিত নয়নে দেবসদনে অবস্থান করিতেছেন॥ ৩২ ॥ এমত সময়ে কৌশল্যাদেবী পুষ্যযোগ প্রবর্ত্ত হইলে প্রাণপ্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন এই কথা শ্রবণ করতঃ প্রাণায়াম পরায়ণা হইয়া পুরুষোত্তম নারায়ণ শ্রীজনার্দ্দনকে ধ্যান করিতে লাগিলেন॥ ৩৩ ॥ তৎকালে শ্রীরঘুনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া জননীকে প্রণাম করতঃ মাতার আনন্দ জন্মিবার নিমিত্ত সমাদর পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৩৪ ॥ মাতঃ! প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম্মে পিতা আমাকে অনুমতি করিতেছেন, অতএব পিতার আজ্ঞানুসারে কল্য আমার অভিষেক হইবে॥ ৩৫ ॥ অদ্যকার দিবারাত্রি জানকীর সহিত আমাকে উপবাসী থাকিতে হইবে। পুরোহিত ও উপাধ্যায় পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা এই কথা আমাকে আজ্ঞা করিলেন॥ ৩৬ ॥

যানি চাত্যন্তযোগ্যানি শ্বো ভাবিন্যভিষেচনে।
তানি মে মঙ্গলান্যদ্য বৈদেহ্যাশ্চাপি কারয় ॥ ৩৭ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌশল্যা চিরকালাভিকাঙ্ক্ষিতং।
হর্ষবাষ্পাকুলং বাক্য মিদং রামমভাষত ॥ ৩৮ ॥
বৎস রাম চিরঞ্জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীন্ মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয় ॥ ৩৯ ॥
কল্যাণে বরনক্ষত্রে ময়ি জাতোঽসি পুত্রক।
যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা ॥ ৪০ ॥
অমোঘা বত মে ভক্তিঃ পুরুষে পুষ্করেক্ষণে।
সেয়মিক্ষ্বাকুরাজর্ষেঃ শ্রীস্ত্বামদ্য শ্রয়িষ্যতি ॥ ৪১ ॥
ইত্যেবমুক্তো মাত্রেদং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
প্রাঞ্জলিং প্রহ্বমাসীনমভিবীক্ষ্য স্মিতান্বিতঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ।

অতএব হে মাতঃ! কল্যা অভিষেক হইবে তন্নিমিত্ত অদ্য যে যে মঙ্গলাচরণ অত্যন্ত আবশ্যক হয় বিদেহতনয়া সীতার ও আমার সেই সকল মাঙ্গল্য সংস্কার আপনি করিয়া দেউন ॥ ৩৭ ॥ কৌশল্যা দেবী চিরকালের অভিলষিত মনোমত কথা রামের মুখে শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত গদ গদ স্বরে রামচন্দ্রকে বলিলেন ॥ ৩৮ ॥ রে বৎস রাম! তুমি চিরজীবী হও, তোমার অনিষ্টকারী সকল বিনষ্ট হউক, তুমি রাজশ্রী যুক্ত হইয়া আমার ও সুমিত্রার এবং জ্ঞাতিকুলের সর্ব্বদা আনন্দ সম্বর্দ্ধন করহ ॥ ৩৯ ॥ রে পুত্র! তুমি সুপ্রশস্ত নক্ষত্রে কল্যাণকর সময়ে আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যদ্ধেতু তোমার পিতা দশরথ তোমার গুণদ্বারাই আরাধিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাহা না হইলে কি রাজা দশরথ তোমার গুণগ্রামে এত বশীভূত হয়েন? ॥ ৪০ ॥ পুরুষোত্তম পদ্মপলাশ লোচন ভগবান্ জনার্দ্দনে আমার অমোঘ ভক্তি আছে, সেই ফলে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজর্ষি দশরথের রাজ্যশ্রী আজি তোমাকে আশ্রয় করিবেন ॥ ৪১ ॥ শ্রীরামচন্দ্র জননীর এইরূপ স্নেহগর্ব্ব বচন শ্রবণে আনন্দিত মনে স্মের বদনে তৎ সন্নিধানে আসনাসীন বিনীত প্রাঞ্জলিহস্ত অনুজ লক্ষ্মণকে দেখিয়া কহিলেন ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মণেমাং ময়া সার্দ্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাং।
দ্বিতীয়ো মেঽন্তরাত্মা ত্বং ত্বামিয়ং শ্রীরুপস্থিতা।। ৪৩ ।।
সৌমিত্রে ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাংস্ত্বমিষ্টান্ রাজ্যফলানি চ।
জীবিতঞ্চ হি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে।। ৪৪ ।।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামো মাতরাবভিবাদ্য চ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য সীতাঞ্চ জগাম স্বং নিবেশনং।। ৪৫ ।।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামরাজ্যোপনিমন্ত্রণং
নামঃ তৃতীয়ঃ সর্গঃ।। ৩ ।।

অনুবাদ।

ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! তুমিও আমার সহিত এই সসাগরা ধরামণ্ডলের শাসন বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত থাক, কেননা তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ হও, সুতরাং এই রাজলক্ষ্মী অবশ্য তোমাকে উপস্থিতা হইবেন॥ ৪৩ ॥ ভ্রাতঃ সৌমিত্রেয়! তুমি মনোমত বাঞ্ছিত সকল সুখসম্ভোগ কর, ও রাজ্যসুখের অনুভব করহ, আমি এই প্রাণ ও এই রাজ্য কেবল তোমার নিমিত্তেই কামনা করিতেছি॥ ৪৪ ॥ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রা জননীকে প্রণাম করতঃ, পরে সীতা দেবীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বকীয় বাসভবনে প্রত্যাগমন করিলেন॥ ৪৫ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
শ্রীরামের রাজ্যপ্রাপ্তির নিমন্ত্রণ নামে তৃতীয় সর্গঃ সমাপ্তঃ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ সর্গঃ।

স চিন্তয়ানো নৃপতিঃ শ্বো ভাবিনমভিষেচনে।
পুরোহিতং সমাহূয় বশিষ্ঠমিদমব্রবীৎ॥ ১ ॥
গচ্ছোপবাসং কাকুৎস্থং কারয়াদ্য তপোধন।
শ্রীযশোরাজ্যলাভায় বধ্বা সহ যতব্রতং॥ ২ ॥
তথেতি চ স রাজান মুক্ত্বা বেদবিদাম্বরঃ।
স্বয়ং বশিষ্ঠো ভগবান্ যযৌ রামনিবেশনং॥ ৩ ॥
উপবাসয়িতুং রামং মন্ত্রবিন্মন্ত্রপারগঃ।
ব্রাহ্মং রথবরং যুক্ত মাস্থায় সুধৃতব্রতঃ॥ ৪ ॥
স রামভবনং প্রাপ্য পাণ্ডুরাভ্রচযোপমং।
তিস্রঃ কক্ষ্যা রথেনৈব বিবেশ মুনিসত্তমঃ॥ ৫ ॥
তমাগতমৃষিং রাম স্বরমাণঃ সসংভ্রমঃ।
মানয়িষ্যন্ স মানার্হং নিশ্চক্রাম নিবেশনাৎ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ কল্য শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব এইচিন্তায় চিন্তযান হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন॥ ১ ॥ হে তপোধন! আপনি রামবাসে শীঘ্র গমন করতঃ শ্রী ও যশ এবং রাজ্যলাভের নিমিত্ত, ককুৎস্থ বংশপ্রদীপ স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার সহিত যথাবিধানে উপবাস করাউন্ গিয়া॥ ২ ॥ সর্ব্ব বেদ বেদান্তবিৎশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি, তথাস্তু বলিয়া নৃপতির নিকট হইতে বিদায় হইলেন, এবং স্বয়ং অনতিবিলম্বে শ্রীরামের বাসভবন প্রতিগমনের অনুষ্ঠান করিলেন॥ ৩ ॥ মন্ত্রবিৎমন্ত্রীবর সর্ব্ব মন্ত্র পারগ মহর্ষি বশিষ্ঠ, রঘুনাথকে উপবাস করাইয়া রাখিবার জন্য সুসজ্জিত ব্রাহ্ম রথবর আরোহণ করিয়া রামসদনে উপস্থিত হইলেন॥ ৪ ॥ মহর্ষি সম্মুখে পাণ্ডুরাকার জলদমালার ন্যায় শোভমান রাম ভবনে প্রাপ্ত হইয়া রথারোহণেই তাঁহার তিন প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করিলেন॥ ৫ ॥ রঘুনাথ মাননীয় পুরোহিত মহাশয় সমাগত হইলেন দেখিয়া সসম্ভ্রমে ত্বরিত গমনে নিকেতন হইতে বহির্নির্গত হইয়া, বিনয়বচনে মুনিকে সম্বর্দ্ধন করিলেন॥ ৬ ॥

অভ্যেত্য ত্বরমাণশ্চ রথাভ্যাসং মনীষিণঃ।
ততোঽবতারয়ামাস পরিগৃহ্য রথাৎ স্বয়ং ॥ ৭ ॥
স চৈনং প্রসৃতং দৃষ্ট্বা প্রসম্ভাষ্য প্রশস্য চ।
প্রিয়ার্হং হর্ষয়ন্ রামমিত্যুবাচ পুরোহিতঃ ॥ ৮ ॥
প্রসন্নস্তে পিতা রাম যৌবরাজ্যমবাপ্স্যসি।
উপবাসং ভবানদ্য করোতু সহ সীতয়া ॥ ৯ ॥
প্রাতস্ত্বামভিষেক্তা হি যৌবরাজ্যে নরাধিপঃ।
পিতা দশরথঃ প্রীত্যা যযাতিং নহুষো যথা ॥ ১০ ॥
ইত্যুক্ত্বা স তদা রামমুপবাসং যতব্রতং।
মন্ত্রবিৎ কারয়ামাস বৈদেহ্যা সহিতং মুনিঃ ॥ ১১ ॥
ততো যথাবদ্রামেণ স রাজগুরুরর্চ্চিতঃ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য কাকুৎস্থং যযৌ রাজনিবেশনং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দ্রুততর গমনে সর্ব্ব জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ বশিষ্ঠ দেবের রথের সন্নিধানে সমাগত হইয়া স্বয়ং মহর্ষির হস্তগ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করাইলেন ॥ ৭ ॥ বশিষ্ঠ মুনি রঘুনাথের এইরূপ সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া অশেষবিধ ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন, এবং পুরোহিত বশিষ্ঠঋষি রামচন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন জন্য প্রিয়ার্হ বাক্য কহিতেছেন ॥ ৮ ॥ হে রঘুকুলাবতার রাম! তোমার পিতা রাজাধিরাজ শ্রীদশরথ আপনার উপর সমধিক প্রসন্ন হইয়াছেন, কল্য পিতৃপ্রসাদে আপনি যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, এতজ্জন্য জানকী সমভিব্যাহারে অদ্য তোমাকে অনশনে অবস্থান করিতে হইবেক ॥ ৯ ॥ যেমন নহুষ রাজা প্রীতি পূর্ব্বক স্বপুত্র যযাতিকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তোমার অভিষেক কর্ত্তা রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তি পিতা দশরথ সেইরূপ কল্য প্রাতে তোমাকেও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ১০ ॥ এইরূপ প্রিয়ালাপ করণান্তর মন্ত্রবেত্তা পুরোহিত বশিষ্ঠমুনি বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার সহিত রঘুবর রামকে এই প্রকার সংযম পূর্ব্বক উপবাসের উপদেশ দিলেন, অর্থাৎ অনশনে কালহরণ করিতে হইবে শ্রীরামকে এই অনুমতি প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাজ পুরোহিত যথাবিধি সমর্চ্চিত হইয়া রঘুনাথের অনুমতি লইয়া নৃপতি সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১২ ॥

সুহৃদ্ভিস্তত্র রামোঽপি সহাসীনৈঃ প্রিয়ম্বদৈঃ।
সভাজিতো বিবেশান্তস্তাননুজ্ঞাপ্য সর্ব্বশঃ॥ ১৩ ॥
হৃষ্টনারীনরযুতং রাজবেশ্ম তদা বভৌ।
যথা মত্তদ্বিজগণং প্রফুল্লনলিনং সরঃ॥ ১৪ ॥
স রামভবনান্নির্য্যান্মুনিঃ কৈলাসসন্নিভাৎ।
সর্ব্বতো দদৃশে মার্গং বশিষ্ঠো জনসঙ্কুলং॥ ১৫ ॥
বৃন্দবৃন্দৈরযোধ্যায়াং রাজমার্গঃ সমন্ততঃ।
বভুব চাতিসম্বাধো জনৈর্জাতকুতূহলৈঃ॥ ১৬ ॥
তদা হি নৃত্যমানস্য হর্ষোদ্ভূতোর্ম্মিভির্জলৈঃ।
বভূব রাজমার্গস্য সাগরস্যেব নিস্বনঃ॥ ১৭ ॥
সিক্তসংমৃষ্টরথ্যা হি সা রাজপথমালিনী।
আসীদযোধ্যা নগরী সমুচ্ছ্রিতবৃহর্দ্ধজা ১৮ ॥

অনুবাদ।

সভোজ্জ্বলকারী শ্রীরামচন্দ্র তখন সহাসীন প্রিয়ম্বদ বয়স্যবর্গ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করণ পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ১৩ এই সময় হর্ষান্বিত নরনারীগণ যুক্তা অযোধ্যানগরীর সেইরূপ মহতী শোভা জন্মিয়াছিল, যদ্রূপ প্রফুল্ল শতদলযুক্ত ও প্রমত্ত বিহঙ্গগণ মণ্ডিত সরোবরের শোভা হইয়া থাকে॥ ১৪ ॥ বশিষ্ঠ মুনি কৈলাস শিখরের সমান শ্রীমান্ শ্রীরামচন্দ্রের বাস ভবন হইতে বহির্নির্গত হইয়া আগমন কালে দেখিলেন যে রাজপথ সকল একেবারে জনসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে॥ ১৫ ॥ অযোধ্যা নগরের রাজপথের চতুর্দ্দিকে প্রজালোক সকল কৌতুকাক্রান্ত এবং যূথে যূথে জাত কুতূহল জনগণ কর্ত্তৃক রাজমার্গ অতিশয় বিরল হইয়া উঠিয়াছে॥ ১৬ ॥ বাতাহত উর্ম্মিমালী জলনিধিতে তরঙ্গমালা উত্থিত হইলে যেমন গম্ভীর জলকোলাহল ধ্বনি বিস্তারিত হয়, সেইরূপ রামাভিষেক উৎসবে জনৌঘে পরিপূর্ণ অযোধ্যার রাজমার্গ নৃত্যমান প্রায়, তাহাতে তরঙ্গমালী সাগরের কোলাহল ন্যায় মহাহর্ষ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে॥ ১৭ ॥ রাজমার্গ মালিনী অযোধ্যা নগরীর রাজপথ সকল জলধারায় অভিষিক্ত, ও উৎকৃষ্টরূপে মার্জ্জিত অর্থাৎ পরিষ্কৃত হইয়াছিল, অতিপ্রশস্ত বিস্তৃত ও উদ্দণ্ড ধ্বজা পতাকা মণ্ডিতা অযোধ্যা নগরী অত্যন্ত শোভমানা হইয়াছিলেন॥ ১৮ ॥

তদা স্বযোধ্যানিলয়ঃ সস্ত্রীবালজনো জনঃ।
রামাভিষেকমাকাঙ্ক্ষন্নাকাঙ্ক্ষদুদয়ং রবেঃ॥ ১৯ ॥
প্রজালঙ্কারভূতং হি জনস্যানন্দবর্দ্ধনং।
উৎসুকোঽভূজ্জনো দ্রষ্টুং তমযোধ্যামহোৎসবং॥ ২০ ॥
এবন্তু জনসম্বাধং রাজমার্গং পুরোহিতঃ।
গাহন্নিব জনৌঘং তং তদা রাজকুলং যযৌ॥ ২১ ॥
সিতাদ্রিশিখরপ্রখ্যং প্রাসাদমধিরুহ্য সঃ।
সমীয়ায় নরেন্দ্রেণ শক্রেণেব বৃহস্পতিঃ॥ ২২ ॥
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য হিত্বা রাজাসনং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ সচ তস্মৈ তৎ কৃতমিত্যভ্যবেদয়ৎ॥ ২৩ ॥
তেন চৈব তদা তুল্যাঃ সহাসীনাঃ সভাসদঃ।
আসনেভ্যঃ সমুত্তস্থুঃ পূজয়ন্তঃ পুরোহিতং॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

তখন অযোধ্যাধিবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বালক কিবা বৃদ্ধ ব্যক্তিমাত্রই সকলে সূর্য্যোদয়েতেও নিস্পৃহ হইয়া কেবল শ্রীরামের রাজাভিষেক প্রার্থনা করিতেছিল, সূর্য্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, ইহার তাৎপর্য্য এই যে সকলেই বেলাপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আবশ্যকীয় নিত্যকৃত্যাদিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে অবশেষ রাত্রি বেলাতে চিন্তা করিয়াছিল, যে সূর্য্যোদয় হইলেই রাম রাজা হইবেন, অতএব কতক্ষণে রাত্রি প্রভাতা হইয়া সূর্য্যের উদয় হয়, একারণ " অকাঙ্ক্ষৎ " শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে॥ ১৯॥ প্রজালোকেরা আপনাদিগের অলঙ্কারের ন্যায় জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন অযোধ্যানগরীর মহোৎসব দেখিবার জন্য সম্যক্ উৎসুক হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছিল॥ ২০॥ বশিষ্ঠ পুরোহিত এই প্রকার জনগণে পরিবৃত রাজমার্গে লোকসমূহকে ঠেলিতে ঠেলিতে তখন রাজভবনে গমন করিলেন॥ ২১॥ সুরাচার্য্য সুরেশের সহিত যেরূপ সাক্ষাৎ করেন, মহর্ষি বশিষ্ঠও তুহিনাচলের শিখর সদৃশ অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদ আরোহণ করিয়া নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন॥ ২২ ॥ রাজা দশরথ আপনার সন্নিধানে প্রত্যাগত কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ঋষিকে সন্দর্শন করিয়া স্বীয় রাজাসন পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর্য্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকরিয়া আসিয়াছি এই সংবাদ রাজাকে জানাইলেন॥ ২৩ ॥ যখন বশিষ্ঠমুনি সন্দর্শনে ভূপতি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন তখন তাঁহার সহাসীন সামাজিক গণও আসন হইতে উত্থিত হইয়া পুরোহিত মুনিবরের সমুচিত পূজা করিয়াছিলেন॥ ২৪ ॥

গুরুণা সোঽভ্যনুজ্ঞাতো মনুজৌঘং বিসৃজ্য তং।
বিবেশান্তঃপুরং রাজা সিংহো গিরিগুহামিব॥ ২৫ ॥
তদগ্র্যবেশপ্রতিমং নিবেশনং প্রমদাজনাকুলং মহেন্দ্রবেশ্মপ্রতিমং নিবেশনং।
স শোভয়ংশ্চারু বিবেশ পার্থিবঃ শশীব তারাগণসঙ্কুলং নভঃ। ২৬।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামাভিষেকোপবাস
বিধানং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ॥ ৪॥

অনুবাদ।

বশিষ্ঠমুনি নৃপতিকে অনুমতি করিলে পর রাজা সভাসদ মনুজবর্গকে বিদায় দিয়া সিংহ যেরূপ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করে সেইরূপ স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ২৫ ॥ রাজা দশরথ অতিশয় সমৃদ্ধি সম্পন্ন, প্রমদাজনগণে পরিব্যাপ্ত, মহেন্দ্র পুর সমান নিকেতনকে শোভিত করিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন, তারাগণ পরিবৃত নভোমণ্ডলে চন্দ্রমা যেরূপ শোভনীয় তাদৃশ প্রমদাগণ বেষ্টিত রাজা চন্দ্রবৎ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন॥ ২৬ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
রামাভিষেকের উপবাস বিধান নামে চতুর্থ সর্গ সমাপন॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

গতে পুরোহিতে রামঃ স্নাতঃ প্রযতমানসঃ।
সহ পত্ন্যা বিবেশাথ লক্ষ্ম্যা নারায়ণো যথা॥ ১ ॥
প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবত্তদা।
মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতেঽনলে॥ ২ ॥
শেষঞ্চ হবিষস্তস্য প্রাশ্যাশাস্যাত্মনো হিতং।
ধ্যায়ন্ নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে॥ ৩ ॥
বাগযতঃ সহ বৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমৈথুনঃ।
শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যে নরবরাত্মজঃ॥ ৪ ॥
একযামাবশিষ্টায়াং রাত্র্যাং তু প্রতিবুধ্য সঃ।
অলঙ্কারবিধিং কৃৎস্নং কারয়ামাস বেশ্মনঃ॥ ৫ ॥
ততঃ শৃণ্বন্ শুভা বাচঃ সূতমাগধবন্দিনাং।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ যতমানসঃ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ পুরোহিত গমন করিলে পর, শ্রীরামচন্দ্র স্নান করিয়া পবিত্র মনে লক্ষ্মীসহ নারায়ণের ন্যায় জানকী সমভিব্যাহারে হোমগৃহে প্রবেশ করিলেন॥ ১ ॥ রঘুনাথ শ্রীরাম ঘৃতভাজন মস্তকে গ্রহণ করিয়া বিধানানুসারে পরম দেবতার উদ্দেশে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আজ্যাহুতি প্রদান করিলেন॥ ২॥ আত্মহিতন্বেষি রামচন্দ্র স্বীয় মঙ্গল সম্বর্দ্ধনার্থ নারায়ণ দেবকে স্মরণ করিয়া আস্তীর্ণ কুশময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া হুতশেষ হবি ভোজন করিলেন॥ ৩ ॥ রাজনন্দন শ্রীরামচন্দ্র জানকী সমভিব্যাহারে বিলাস পরিহাসাদি পরিহার পূর্ব্বক মৌনাবলম্বনে সুশোভিত ভগবান্ নারায়ণ দেবের মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকিলেন॥ ৪ ॥ ক্রমে যামিনী অবসন্না অর্থাৎ এক প্রহর মাত্র রাত্রি অবশিষ্টা আছে এমন সময় চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ যাবতীয় অলঙ্কারে গৃহের সজ্জা সম্পাদনা করাইলেন॥ ৫ ॥ অনন্তর সূত ও মাগধ অর্থাৎ ভট্টাদি স্তুতি পাঠকদিগের মুখে সুরচিত বিবিধ স্তোত্র পরম্পরা শ্রবণে প্রমুদিতান্তঃকরণে সংযতমনে কুশাসনে সমাসীন হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন॥ ৬ ॥

তুষ্টাব প্রযতশ্চৈব প্রণম্য মধুসূদনং।
বিমলক্ষৌমসম্বীতো বাচয়ামাস চ দ্বিজান্॥ ৭ ॥
তেষাং পুণ্যাহঘোষোঽথ গম্ভীরমধুরস্তদা।
অযোধ্যাং পূরয়ামাস তূর্য্যঘোষবিমিশ্রিতঃ॥ ৮ ॥
কৃতোপবাসন্তু তদা বৈদেহ্যা সহ রাঘবং।
অযোধ্যানিলয়ঃ শ্রুত্বা সর্ব্বঃ প্রমুমুদে জনঃ॥ ৯ ॥
ততঃ পৌরজনঃ সর্ব্বঃ শ্রুত্বা রামাভিষেচনং।
প্রভাতাং রজনীং বীক্ষ্য চক্রে শোভাং পরাং পুনঃ॥ ১০ ॥
সিতাভ্রশিখরাভেষু দেবতায়তনেষু চ।
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চৈত্যেষ্বট্টালকেষু চ॥ ১১ ॥
নানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজামাপণেষু চ।
কুটুম্বিনাং সমৃদ্ধানাং শ্রীমৎসু ভবনেষু চ॥ ১২ ॥
সভাসু চৈব সর্ব্বাসু বৃক্ষেম্বালক্ষিতেষু চ।
ধ্বজাঃ সমুচ্ছ্রিতাশ্চিত্রাঃ পতাকাশ্চাভবংস্তথা॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র বিমল পট্টবসন যুগল পরিধান করিয়া পবিত্রমনে প্রণতি পূর্ব্বক মধুসূদনের স্তব করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করিতে আজ্ঞা দিলেন॥ ৭ ॥ তখন রঘুনাথের অনুমতিক্রমে ব্রাহ্মণগণ গম্ভীরস্বরে মধুরাক্ষরে যে পুণ্যাহ স্বস্তি ঋদ্ধ্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তাহা তূর্য্য ধ্বনির সহিত অর্থাৎ সঙ্গীত শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া অযোধ্যা নগরীকে পরিপূর্ণ করিল॥ ৮ ॥ নগরবাসী লোক সকল রঘুনাথ রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন বলিয়া জানকী সমভিব্যাহারে উপবাস করিয়া রহিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া সে সময় সকলেই অতিশয় হর্ষযুক্ত হইলেন॥ ৯ ॥ পুরবাসি জনেরা শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত শর্ব্বরীই সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষায় থাকিলেন, পরে রজনী প্রভাতা হইল দেখিয়া সকলে পুনর্ব্বার স্ব স্ব ভবনের মনোহর শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন॥ ১০ ॥ শারদীয় শ্বেতাম্বুদ ন্যায় ও সিতপর্ব্বতশিখর ন্যায় দেবতাদিগের উচ্চ মন্দির, ও নগরের চতুঃষ্পথ, ও উপপথ, ও অত্যুচ্চ পাদপ, এবং সৌধ শ্রেণী॥ ১১ ॥ অশেষবিধ পণ্য পরিপূর্ণ বণিগজনদিগের বিক্রেয় স্থান, ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন কুটুম্বদিগের সুশ্রীক ভবন অর্থাৎ অট্টালিকোপরি॥ ১২ ॥ আর সমুদায় সমাজগৃহে ও মহীরুহ সকলের উচ্চভাগে সর্ব্বত্রই বিচিত্র ধ্বজা ও পতাকা উড্ডীয়মানা হইল॥ ১৩ ॥

নটনর্ত্তকসঙ্ঘানাং গায়নানাঞ্চ গায়তাং।
মনঃকর্ণসুখা বাচঃ শুশ্রুবুস্তেঽথ সমন্ততঃ ॥ ১৪ ॥
রামাভিষেকসংযুক্তাঃ কথাশ্চক্রুর্মিথো জনাঃ।
রামাভিষেকে সম্প্রাপ্তে চত্বরেষু গৃহেষু চ ॥ ১৫ ॥
বালাশ্চাপি ক্রীড়মানা গৃহদ্বারেষু সর্ব্বশঃ।
রামাভিষেকসংযুক্তাশ্চক্রিরে তে মিথঃ কথাঃ ॥ ১৬ ॥
কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপগন্ধাধিবাসিতঃ।
রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈ রামাভিষেচনে ॥ ১৭ ॥
প্রকাশীকরণার্থঞ্চ নিশাগমনশঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্ব্বশঃ ॥ ১৮ ॥
অলঙ্কারং পুরস্যৈবং কৃত্বা চ পুরবাসিনঃ।
আকাঙ্ক্ষন্তো হি রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনং ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকোৎসবে কোথাও নটেরা সুতান মান লয় মূর্চ্ছনাদি বিশুদ্ধস্বর সংযোগে সুমধুর গান করিতেছে, কোথাও বা নর্ত্তকেরা হাবভাব বিস্তার করত নৃত্য করিতেছে, মন ও কর্ণসুখপ্রদায়ক সুশ্রাব্য বিচিত্র বচন গ্রথিত সঙ্গীতধ্বনিতে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ শ্রীরামের অভিষেক সময় উপস্থিত হইলে সকল লোক গৃহে গৃহে বাহিরে বাহিরে সর্ব্বত্র কেবল জানকী নাথের অভিষেকসূচক কথা পরস্পর কহিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ বালকেরা আপনাদিগের গৃহদ্বারে বসিয়া খেলা করিতে করিতে সর্ব্বত্রেই পরস্পর রামচন্দ্রের অভিষেক বিষয়ের আলাপন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ রামচন্দ্রের অভিষেক উপস্থিত দেখিয়া পুরবাসি জনেরা তোরণ প্রদেশকে সুগন্ধ পুষ্পমালায় সুশোভিত করিল, ও অশেষবিধ ধূপগন্ধে চারিদিককে আমোদিত করিল, এবং রাজপথকে নানা শোভায় শোভান্বিত করিল ॥ ১৭ ॥ রামাভিষেক দিবসে রাত্রির আগমনে পাছে অন্ধকার হয় এই আশঙ্কায় প্রকাশ করণার্থ মার্গে মার্গে দীপবৃক্ষ সকল নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, অর্থাৎ আলোকমালায় মণ্ডিত করিল ॥ ১৮ ॥ পুরবাসি জনগণেরা এইরূপে অযোধ্যা নগরীকে অলঙ্কৃত করিয়া শ্রীরামের যৌবরাজ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় থাকিল ॥ ১৯ ॥

সমেত্য সঙ্ঘশঃ সর্ব্বে চত্বরেষু সভাসু চ।
কথয়ন্তো মিথস্তত্র প্রশশংসুর্নরাধিপং॥ ২০ ॥
অহো মহানয়ং রাজা ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
জ্ঞাত্বা যো বৃদ্ধমাত্মানং রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ২১ ॥
সর্ব্বে হ্যনুগৃহীতাঃ স্ম যন্নো রামো মহীপতিঃ।
চিরায় ভবিতা গোপ্তা দৃষ্টতত্ত্বপরাবরঃ॥ ২২ ॥
অনুদ্ধতমনা বিদ্বান্ ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসলঃ।
যথা চ ভ্রাতৃষু স্নিগ্ধস্তথাস্মাস্বপি রাঘবঃ॥ ২৩ ॥
চিরং জীবতু ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথোঽনঘঃ।
যৎপ্রসাদাদভিষিক্তং দ্রক্ষ্যামো রাঘবং বয়ং॥ ২৪ ॥
মিথঃ কথয়তামেবং পৌরাণাং শুশ্রুবে তদা।
দিগ্ভ্যোঽপি শ্রুতবৃত্তান্তঃ প্রাপ্তো জানপদো জনঃ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।

সমাজে সমাজে চত্বরে চত্বরে সর্ব্বত্রেই মানবেরা সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পর নৃপবর দশরথেরই প্রশংসা করিতে লাগিল॥ ২০ ॥ এই ইক্ষ্বাকু কুলভূষণ রাজা দশরথ অতিশয় মহোদয় নৃপতি, আপনার বৃদ্ধদশা মনে মনে অবধারণ করিয়া জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন॥ ২১ ॥ আমরা রাজা দশরথ কর্ত্তৃক অনুগ্রহীত হইলাম যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগের মহীপতি হইলেন, আমাদিগের বহিরন্তর জ্ঞাতা শ্রীরাম পরাবরদর্শী চিরকালের নিমিত্ত রক্ষাকর্ত্তা হইলেন, অর্থাৎ প্রতিপালন করিবেন॥ ২২ ॥ যে শ্রীরামচন্দ্র সতত বিনীত অনুদ্ধত স্বভাব, বিদ্যাবান্ ধর্ম্মশীল ও ভ্রাতৃবৎসল হয়েন, তিনি যেমন ভ্রাতৃবর্গের প্রতি প্রণয় পরায়ণ আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ স্নিগ্ধ স্বভাব হইবেন॥ ২৩ ॥ ধর্ম্মাত্মা পবিত্রমতি রাজা দশরথ চিরজিবী হউন, কেননা যাঁহার অনুগ্রহে আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত সন্দর্শন করিব॥ ২৪ ॥ পুরবাসি জনেরা পরস্পর এইরূপ প্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন, জনপদবাসী লোক সকল রামাভিষেক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রমে ক্রমে দিগ্দিগন্ত হইতে তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন॥ ২৫ ॥

স তু দিগ্‌ভ্যঃ পুরীং প্রাপ্তো দ্রষ্টুকামোঽভিষেচনং।
রামস্য পূরয়ামাস পুরীং জানপদো জনঃ॥ ২৬ ॥
জনৌঘৈস্তৈর্বিসর্পদ্ভিঃ শুশ্রুবে তত্র নিস্বনঃ।
পর্ব্বসূদীর্ণবেগস্য সাগরস্যেব ভিদ্যতঃ॥ ২৭ ॥
ততস্তদিন্দ্রক্ষয়সংনিভং পুরং দিদৃক্ষুভির্জানপদৈরুপাগতৈঃ।
সমন্ততঃ সস্বনমাকুলং বভাবনেকযাদোভিরিবার্ণবে পয়ঃ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে পুরশোভাভিবর্ণনং
নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামের অভিষেক সন্দর্শন করিবার জন্য দিগ্‌দিগন্ত হইতে জনপদবাসী লোক সকল অযোধ্যাপুরীতে সংপ্রাপ্ত হইল, এবং রামের পুরীও মানবসমূহেতে পরিপূর্ণ হইল॥ ২৬ ॥ নগর মধ্যে আগত জনসমূহের গমনাগমনে সেইরূপ কলরবধ্বনি সর্ব্বদা শ্রবণ হইতে লাগিল, যেরূপ পর্ব্বকালে অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে মারুতাঘাতে ভিদ্যমান সমুদ্রের জল কল্লোল শব্দ হইয়া থাকে॥ ২৭ ॥ ইন্দ্রালয়ের তুল্য শোভা বিশিষ্ট অযোধ্যানগর, রামাভিষেক দেখিবার ইচ্ছায় উপাগত জানপদদিগের কলরব শব্দে সর্ব্বত্র এরূপ সমাকুল হইল, যেমন বহুশঃ জলচরাস্ফালনে শব্দবৎ সমুদ্র জল সুশোভিত হয়॥ ২৮ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে পুরশোভা বর্ণননামে পঞ্চমসর্গ সমাপন॥ ৫

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

জ্ঞাতিদাসী যথ কৈকেয্যাঃ সহোঢ়া পরিচারিকা।
প্রাসাদাগ্রমুপারূঢ়া তস্মিন্ কালে যদৃচ্ছয়া॥ ১ ॥
দদর্শ সাথ তত্রস্থা শ্রীমদ্রাজপথাং পুরীং।
সমুচ্ছ্রিতধ্বজবতীং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাং॥ ২ ॥
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা পুরীং রম্যামলঙ্কৃতজনাকুলাং।
অদূরস্থাং সমাসাদ্য ধাত্রীং কাঞ্চিদপৃচ্ছত॥ ৩ ॥
কস্মাৎ পৌরজনস্যায়মতিহর্ষোঽদ্য শংস মে।
চিকীর্ষিতং কিং নৃপতেঃ কার্য্যং পৌরজনপ্রিয়ং॥ ৪ ॥
উত্তমেন চ হর্ষেণ হর্ষিতাদ্য বিশেষতঃ।
রামমাতা ধনোৎসর্গং কুরুতে কেন হেতুনা॥ ৫ ॥
ইতি পৃষ্টা তয়া ধাত্রী কুব্জয়া ভৃশহর্ষিতা।
আচচক্ষে যথাবৃত্তং যৌবরাজ্যাভিষেচনং॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর মহারাণী কৈকেয়ীর সহোঢ়া দাসী অর্থাৎ পিতৃপক্ষ কর্তৃক বিবাহ সময়ে পরিচারিকা রূপে পরিকল্পিতা জ্ঞাতিকুল কামিনী মন্থরা সেই সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে প্রাসাদ শিখরোপরি আরোহণ করিয়া॥ ১ ॥ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া দেখিল যে রাজপথমালিনী অযোধ্যানগরীর শোভার পরিসীমা নাই, বিচিত্র উদ্দণ্ড মহোচ্ছ্রিত ধ্বজমালিনী এবং আনন্দে পুলকিত হৃষ্টপুষ্ট জনসমূহে পরিপূর্ণা হইয়াছে॥ ২ ॥ এবম্ভূতা স্বলঙ্কৃতা জনসঙ্কুলা রমণীয়া মনোহারিণী অযোধ্যা রাজনগরীকে দেখিয়া অদূরবর্ত্তিনী কোন এক ধাত্রীকে মন্থরা অর্থাৎ কৈকেয়ীর দাসী জিজ্ঞাসা করিল॥ ৩ ॥ হে ধাত্রি! অদ্য পুরবাসি জনের এতাদৃশ সুমহান্ হর্ষের কারণ কি? তাহা আমায় বলিতে পার? প্রজাদিগের আনন্দসূচক মহারাজা কি এমন কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন॥ ৪ ॥ বিশেষতঃ অত্যুত্তম হর্ষে জনসকল আদ্য এত হর্ষিত কেন হইয়াছে, এবং রামমাতা কৌশল্যা বা বহুতর ধন উৎসর্গ করিয়া অদ্য যে দীন দুঃখিদিগকে বিতরণ করিতেছেন, ইহারই বা কারণ কি?॥ ৫ ॥ মন্থরা ঐ পরিচারিকাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর দাসী কুব্জা কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া অতিশয় আনন্দ চিত্তে শ্রীরামের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রসঙ্গ যাহা সংপ্রতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়া কহিল॥ ৬ ॥

শ্বঃ পুষ্যযোগেন কিল যৌবরাজ্যে স্বমাত্মজং।
অভিষেচয়িতা রামং রাজা গুণগণাকরং॥ ৭ ॥
তেনায়ং হর্ষিতঃ সর্ব্বো জনো রামাভিষেচনে।
পুরী চালঙ্কৃতা পৌরৈ রামমাতা চ হর্ষিতা॥ ৮ ॥
ইতি শ্রুত্বাপ্রিয়ং বাক্যং কুব্জা ক্ষিপ্রমমর্ষিতা।
তস্মাৎ প্রাসাদশিখরাদবতীর্য্য ত্বরান্বিতা॥ ৯ ॥
সংরক্তনয়না কোপাম্মন্থরা পাপনিশ্চয়া।
শয়ানামেব কৈকেয়ীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১০ ॥
উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ন্তে ঘোরমাগতং।
সমুপপ্লুতমাত্মানং দুর্ভগে নাববুধ্যসে॥ ১১ ॥
বৃথা সৌভাগ্যমানেন দুর্ভগে ত্বং বিদহ্যসে।
গিরিনদ্যা ইব স্রোতস্তব সৌভাগ্যমস্থিরং॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

মহারাজ কল্য পুষ্যযোগে আপনার প্রধান সন্তান অশেষগুণনিধান শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন॥ ৭ ॥ শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন এই কারণেই সকল প্রজা লোক এরূপ আহ্লাদিত হইয়াছে, পুরজনকর্ত্তৃক নগরীও সুশোভিতা হইয়াছে; এবং রামমাতাও মহা আনন্দে দান ধ্যান করিতেছেন॥ ৮ ॥ কুব্জা দাসী এই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সেই অট্টালিকার উপরিভাগ হইতে ত্বরিতগমনে অবতীর্ণ হইল॥ ৯ ॥ পাপমতি ক্রূরকর্ম্মকারিণী কুব্জা ক্রোধে রক্তনয়না হইয়া কৈকেয়ীর ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে সে সময় কৈকেয়ী নিদ্রা ভজনা করিতেছে, কুব্জা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করাইয়া এই কথা বলিতে লাগিল॥ ১০ ॥ অরে বিবেকহীনে! ও মূঢ়ে! ও কৈকেয়ি! এখনও কি শয়ন করিয়া রহিয়াছ, গাত্রোত্থান কর? তোমার ঘোরতর ভয়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে, রে দুর্ভাগ্যে! তোমার যে সর্ব্বনাশ হয়, তুমি যে ঘোরতর বিপদে উপপ্লুত হইলে, ইহা কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না॥ ১১ ॥ হে হতভাগ্যে! রাজা তোমায় বড় ভাল বাসেন বলিয়া যে গর্ব্বকর সেই বৃথা সৌভাগ্যমান দ্বারা এখন দগ্ধ হও, পর্ব্বতীয় নদীর স্রোতের ন্যায় তোমার এই সৌভাগ্য ইহা কখনই চিরস্থায়ী নহে॥ ১২ ॥

তয়ৈবমুক্তা কৈকেয়ী সংরম্ভাৎ পরুষং বচঃ।
কুব্জয়া পাপদর্শিন্যা প্রষ্টুং সমুপচক্রমে॥ ১৩ ॥
মন্থরে কিমসি ক্রুদ্ধা কিং তেহক্ষেমং নিবেদয়।
বিষণ্ণবদনাং হি ত্বাং লক্ষয়ামি সুদুঃখিতাং॥ ১৪ ॥
মন্থরা তদ্বচঃ শ্রুত্বা কৈকেয্যাঃ পুনরব্রবীৎ।
সংরম্ভামর্ষতাম্রাক্ষী বাক্যং বাক্যবিশারদা॥ ১৫ ॥
ভূয়ো বিষাদয়িষ্যন্তী কৈকেয়ীং পাপনিশ্চয়া।
রামাদ্বিভেদয়িষ্যন্তী কিল তস্যা হিতৈষিণী॥ ১৬ ॥
অক্ষেমং সুমহদ্দেবি তবেদং সমুপস্থিতং।
রামং দশরথো রাজা যৌবরাজ্যেহভিষেক্ষ্যতি॥ ১৭ ॥
সাস্ম্যপারে ভৃশং মগ্না দুঃখশোকমহার্ণবে।
প্রতপ্তাস্ম্যনলেনেব ত্বদ্ধিতার্থমুপাগতা॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

পাপদর্শিনী মন্থরা ক্রোধে এইরূপ নিষ্ঠুর বচনে তিরস্কার করিলেপর কৈকেয়ী মনেমনে নানা অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া কুব্জাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥ ১৩ ॥ অরে মন্থরে! কেন তুমি ক্রুদ্ধা হইয়াছ? তোমার কি এমন অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে? তোমাকে যে বিষণ্ণবদনা দেখিতেছি; তুমি কি দুঃখে এত দুঃখিতা হইয়াছ॥ ১৪ ॥ বাবদুকা অর্থাৎ বাক্যনিপুণা মন্থরা কৈকেয়ীর মুখে স্নেহাভিষিক্ত বচন শ্রবণে আরও ক্রোধে নয়নযুগলকে তাম্রবর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল॥ ১৫ ॥ পাপমতি মন্থরা আপনার অসদভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার কৈকেয়ীকে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন করিবার মানসে তাহার হিতৈষিণীও রামচন্দ্রের অমঙ্গল অনুসন্ধানে তৎপরা হইয়া রামের প্রতি কৈকেয়ীর ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিবার জন্য বলিতে লাগিল॥ ১৬ ॥ হে রাজমহিষি! রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিশ্চয় করিয়াছেন, তোমার পক্ষে এই এক সুমহৎ অমঙ্গল সমুপস্থিত হইয়াছে॥ ১৭ ॥ আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও শোক-সাগরের অপার তরঙ্গে নিপতিত হইয়াছি, যেন অনল রাশিতে আমি দগ্ধ হইতেছি, তোমার মঙ্গলের জন্য নিরন্তর যত্ন করি বলিয়াই তোমার হিতার্থে আগমন করিলাম॥ ১৮ ॥

তব দুঃখেন কৈকেয়ি মম দুঃখতরং ভবেৎ।
তব বৃদ্ধৌ হি মে বৃদ্ধিরিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ১৯ ॥
শত্রুঃ প্রতিপ্রবাদেন মাত্রেব হিতকাম্যয়া।
আশীবিষস্তবাঙ্কে ন বালে পরিকৃতস্ত্বয়া॥ ২০ ॥
যথা তু কুর্য্যাৎ সর্পো বা শত্রুর্ব্বাপ্রত্যুপেক্ষিতঃ।
রাজ্ঞা দশরথেনাদ্য সপুত্রা ত্বং তথা কৃতা॥ ২১ ॥
পাপেনানৃতবাক্যেন বালপ্রজ্ঞে সুখপ্রিয়া।
রামং স্থাপয়িতা রাজ্যে সানুবন্ধা হতা হ্যসি॥ ২২ ॥
নরাধিপকুলে জাতা মহিষী পৃথিবীপতেঃ।
গতিং ত্বং রাজধর্ম্মাণাং কথং দেবি ন বুধ্যসে॥ ২৩ ॥

অনুবাদ

হে কৈকেয়ি! তোমার দুঃখেই আমার মহদ্দুঃখ উপস্থিত হইবে এবং তোমার মঙ্গল বৃদ্ধি হইলেই আমার পরম মঙ্গল বৃদ্ধি, ইহা আমার বুদ্ধিতে নিশ্চয় করা আছে॥ ১৯ ॥ আমি তোমার হিতকারিণী মাতার ন্যায়, উপস্থিত বিপদ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমার হিতকামনায় শত্রু নিরাকরণের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছি, তুমি অতি বালিকা কি বুঝিবে? আশীবিষ যে সর্প, তাহাকে তুমি আপনিই ক্রোড়দেশে আহরণ করিয়া রাখিয়াছ, তাহার পরিহার করিতেছ না? ॥ ২০ ॥ কৈকেয়ি! ভুজঙ্গ কিম্বা ভয়ঙ্কর শত্রুমণ্ডলীকে উপেক্ষা করিলে তাহারা যাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকে, অদ্য সপুত্রা তোমার প্রতি রাজা দশরথ সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন॥ ২১ ॥ হে বালবুদ্ধে! তুমি কেবল সুখপ্রিয়া, মহারাজ কয়েকটী পাপময় মিথ্যা কথায় বঞ্চনা করিয়া তোমাকে ভোগ সুখে ভুলাইয়া রাখিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, রাম রাজা হইলে পর তুমি সমস্ত বিষয়ে পুত্র সহিত হতাশা হইবে, অর্থাৎ তুমি সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইয়া জীবিত থাকিয়াও মৃতপ্রায় হইবে॥ ২২ ॥ হে রাজমহিষি! তুমি প্রবল পরাক্রমসম্পন্ন কেকয় রাজার কন্যা, ও সসাগরা ধরাধিপতি রাজা দশরথের মহিষী হইয়াও কি রাজধর্ম্মের গতি বুঝিতে পার না?॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মবাদি শঠো ভর্ত্তা শ্লক্ষ্ণবাদী চ দারুণঃ।
শুদ্ধভাবেন জানীষে তেনৈবমতিসন্ধিতা॥ ২৪ ॥
উপস্থিতঃ প্রযুঞ্জানস্ত্বয়ি সান্ত্বমনর্থকং।
অর্থেনৈবাদ্য তে ভর্ত্তা কৌশল্যাং যোজয়িষ্যতি॥ ২৫ ॥
অপবাহ্য হি দুষ্টাত্মা ভরতং তব বন্ধুষু।
কালে স্থাপয়িতা রামং রাজ্যে নিহতকণ্টকে॥ ২৬ ॥
তৎ প্রাপ্তকালং কৈকেয়ি কর্ত্তুমর্হসি মে বচঃ।
রক্ষ পুত্রং তথাত্মানং মাঞ্চৈবামিত্রকর্ষিণি॥ ২৭ ॥
তথা কুরু যথা রামং নাভিষেক্ষ্যতি তে পতিঃ।
সকামাং কুরু কৌশল্যাং মা সপত্নীমনিন্দিতে॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।

তোমার ভর্ত্তা রাজা দশরথ ধর্ম্মবাদী বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু তাঁহার তুল্য শঠ নাই, আপাততঃ শ্রবণ মঙ্গল সুখদায়ক তাহার বাক্যগুলিকে মধুর বোধ হয়, কিন্তু তাহার অর্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অত্যন্ত নিদারুণ, তুমি শুদ্ধামতি সরল স্বভাব কোন কপট জাননা এই জন্য তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক॥ ২৪ ॥ এই উপস্থিত অভিষেক কর্ম্ম সম্পন্ন হইলেই যাবতীয় অমঙ্গল সমস্ত ও অনর্থ তোমাতেই অবস্থান করিবে, অনন্তর তব ভর্ত্তা রাজা দশরথ অদ্যাবধি রাম জননী কৌশল্যা দেবীকে নানা সম্পত্তি দ্বারা ও বিবিধ ভোগে সংযুক্ত করিবেন॥ ২৫ ॥ দেখ রাজা দশরথের কেমন অসদভিপ্রায়, সেই দুষ্ট-মতি নৃপতি ভরতকে তোমার পিতৃকুলে বন্ধু বান্ধবের নিকট প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, এক্ষণে আর কোন কণ্টক উপস্থিত নাই, অনায়াসে বাল্যা-বস্থায় রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন॥ ২৬ ॥ অতএব হে কৈকেয়ি! এক্ষণে প্রাপ্তকালে তুমি আমার বাক্য রক্ষা করিতে যত্নবতী হও, হে অমিত্র কর্ষিণি! হে কৈকেয়ি! এক্ষণে আপনাকে ও প্রিয়পুত্র ভরতকে, এবং আমাকে রক্ষা করহ॥ ২৭ ॥ হে সুশীলে! হে অনিন্দিতে! হে কেকয়ি! এক্ষণে এমত কোন অনুষ্ঠান কর, যাহাতে তোমার স্বামী মহারাজ রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত না করেন। সপত্নী কৌশল্যাকে কদাচ সকামা করিহ না, অর্থাৎ রাজা যেন কৌশল্যার মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে না পারেন এমত কৌশল করহ॥ ২৮ ॥

মন্থরায়া বচঃ শ্রুত্বা কৈকেয়ী হর্ষিতা ততঃ।
একমাভরণং মুক্ত্বা কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভং॥ ২৯॥
দত্ত্বা চাভরণং শ্রীমৎ প্রীতিদায়ং প্রহর্ষিতা।
কৈকেয়ী মন্থরাং বাক্যমিদং তত্রাব্রবীৎ পুনঃ॥ ৩০॥
মন্থরে যৎ ত্বয়া মেঽদ্য প্রিয়মাখ্যাতমীপ্সিতং।
তদিদং প্রীতিদায়ং তে প্রীত্যা ভূয়ো দদামি তে॥ ৩১॥
রামে বা ভরতে বাপি বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
তস্মাৎ প্রিয়ং মে যদ্রামং রাজা রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ৩২॥
ন মে প্রিয়ং কিঞ্চিদতঃ পরং ভবেদ্যদদ্য রাজা সুতমিষ্টমাত্মজং।
গুণাকরং রামমুদারবিক্রমং স যৌবরাজ্যে প্রতিপাদয়িষ্যতি॥ ৩৩॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে মন্থরাপরিদেবনং
নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর মন্থরার বাক্য শ্রবণে কৈকেয়ী হর্ষযুক্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বগাত্র হইতে এক খানি মণিময় অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া প্রমুদিত চিত্তে কুব্জাকে প্রদান করিলেন॥ ২৯॥ কৈকেয়ী মন্থরা প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক পরম শোভনীয় সুগঠন মণিময় আভরণ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার মন্থরাকে তখন এই কথা বলিলেন॥ ৩০॥ হে মন্থরে! তুমি আজি আমাকে যে মনোমত প্রিয় আখ্যান শ্রবণ করাইলে, আমি সেই প্রীতিদায়ক বাক্যের প্রতি এই আভরণ তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম॥ ৩১॥ শ্রীরামে বা ভরতে আমার কোন বিশেষ বুদ্ধি নাই, অতএব মহারাজ যে শ্রীরামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন তাহাও আমার সমূহ আনন্দজনক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৩২॥ হে মন্থরে! সুমহান্ পরাক্রমবান্ সর্ব্ব গুণনিধান প্রিয় সন্তান শ্রীরামচন্দ্রকে রাজা অদ্য যৌবরাজ্য সমর্পণ করিবেন; আমার ইহার অপেক্ষা আর প্রিয়কার্য্য কি আছে?॥ ৩৩॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
মন্থরা পরিদেবন নামে ষষ্ঠ সর্গঃ॥ ৬॥

সপ্তমঃ সর্গঃ।

ইত্যুক্তা তত্র কৈকেয্যা তৎ পরিক্ষিপ্য ভূষণং।
সাসূয়ং মন্থরা বাক্যমিদং ভূয়োঽভ্যভাষত॥ ১ ॥
ভয়স্থানে কিমবলে হর্ষিতা ত্বমপণ্ডিতে।
শোকসাগরসংমগ্নমাত্মানং নাববুধ্যসে॥ ২ ॥
আশীবিষস্ত্বাং দশতু মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনি।
দুর্ভগে চাকৃতপ্রজ্ঞে বিপরীতার্থদর্শিনি॥ ৩ ॥
কৌশল্যাং সুভগাং মন্যে যস্যাঃ পুত্রোঽভিষিচ্যতে।
যৌবরাজ্যে পৈতৃকেঽস্মিন্ পুষ্যেণ কৃতলক্ষণঃ॥ ৪ ॥
প্রাপ্তাং সুমহদৈশ্বর্য্যমৃদ্ধামৃদ্ধিবিবর্জ্জিতা।
উপস্থাস্যসি কৌশল্যাং দাসীব ত্বমপণ্ডিতে॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

কৈকেয়ীর মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র মন্থরা অতিশয় মনস্বিনী হইয়া তৎক্ষণাৎ কৈকেয়ী প্রদত্ত সেই আভরণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অসূয়া পরবশে পুনর্ব্বার কৈকেয়ীর প্রতি উপদেশ বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিল॥ ১ ॥ হে অবলে হে অপণ্ডিতে হে কৈকেয়ি! তুমি বোধশূন্যা, ভয়ের স্থানে তুমি আনন্দ প্রকাশ করিয়া হর্ষিতা হইতেছ? তুমি যে শোকসাগরে নিমগ্না হইতেছ ইহা কিছুই বুঝিতেছ না॥ ২ ॥ হে মূঢ়ে হে পণ্ডিত মানিনি! হে দুর্ভগে? হে অপ্রকৃত প্রজ্ঞে! হে প্রকৃতার্থ ত্যাগিনী বিপরীতার্থ দর্শিনি! ভয়ঙ্কর কালসর্প তোমাকে দংশন করুক্॥ ৩ ॥ আমি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলাম যে কৌশল্যাই যথার্থ ভাগ্যবতী, কৌশল্যাকেই সুভগা বলিয়া মানিতে হইবে, যেহেতু তাঁহার পুত্র শ্রীরাম, কৃত লক্ষণ অর্থাৎ ক্ষৌমবসন যুগল ও নানাবিধ মণিময় আভরণ পরিধান পূর্ব্বক পুষ্যযোগে পৈতৃক সিংহাসনে যৌবরাজ্য পদে অভিষিক্ত হইবেন॥ ৪ ॥ অরে বুদ্ধি হীনে কৈকেয়ি! অরে অপণ্ডিতে! এক্ষণে তুমি চিরকাল কৌশল্যা দেবীর অনুচরী আজ্ঞাকারী দাসী হইয়া কালযাপন করিবে? কেননা তিনি রাজমাতা; সমুদয় পৃথিবী ও মহদৈশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইলেন, তুমি চিরকালের নিমিত্ত ঋদ্ধিবর্জ্জিতা হইবে, তোমার আর কোন কালেই ঋদ্ধিবৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিল না॥ ৫ ॥

ঋদ্ধিযুক্তা শ্রিয়া জুষ্টা রামপত্নী ভবিষ্যতি।
অশ্রীমতী স্বসমৃদ্ধা স্নুষা তে চ ভবিষ্যতি॥ ৬ ॥
তাং তথা ভৃশমপ্রীতাং ব্রুবতীং প্রেক্ষ্য মন্থরাং।
প্রীতা রামগুণানেব কৈকেয়ী প্রশশংস বৈ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মাত্মা গুরুবর্ত্তী চ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
রামো রাজ্ঞঃ সুতো জ্যেষ্ঠো যুবরাজত্বমর্হতি॥ ৮ ॥
ভ্রাতৄন্ সর্ব্বান্ স দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি।
মাতৄণাঞ্চ স সর্ব্বাসাং প্রিয়াণ্যুপচরিষ্যতি॥ ৯ ॥
বিশেষতঃ পূজয়তি কৌশল্যামপ্যতীত্য মাং।
রামো রাজীবপত্রাক্ষঃ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ১০ ॥
অকল্যাণং নাস্তি রামে ন দ্বেষশ্চ মহাত্মনি।
সন্তাপং মা কৃথাস্তস্মাচ্ছ্রুত্বা রামাভিষেচনং॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামেরপত্নী জানকী দেবী মণি মাণিক্য প্রভৃতি ঋদ্ধিযুক্তা, ও রত্নজাত অলঙ্কারাদিতে বিভূষিতা হইয়া সুশ্রীমতী হইবেন, আর তোমার স্নুষা অশ্রীমতী ভরতপত্নী তাহাতে বঞ্চিতা হইবেন॥ ৬ ॥ এইরূপ অপ্রিয়বাদিনী মন্থরাকে দেখিয়া কৈকেয়ী শ্রীরামচন্দ্রের অনুপম গুণগণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৭ ॥ হে মন্থরে! শ্রীরাম অতি ধর্ম্মশীল, মাননীয়দিগের নিকট সতত প্রণত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, বিশুদ্ধ স্বভাব ও মহারাজার জ্যেষ্ঠসন্তান, অতএব রামই যথার্থ যৌবরাজ্যের যোগ্য অধিকারী, সুতরাং তিনিই যুবরাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন॥ ৮ ॥ সেই রামচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউক, সকল ভ্রাতাদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন, এবং মাতাদিগের প্রিয় উপচার সকল অবশ্য আহরণ করিবেন॥ ৯ ॥ পদ্মপলাশ লোচন শ্রীরাম সর্ব্বত্র সমদর্শী, বিশেষতঃ কৌশল্যার অপেক্ষা আমাকে অধিক সমাদর করেন॥ ১০ ॥ মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রে কোন অমঙ্গল গুণের অধিষ্ঠান নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমারও কোন বিদ্বেষ বুদ্ধি নাই, অতএব তুমি শ্রীরামের অভিষেক সম্বাদ শ্রবণ করিয়া অনর্থক সন্তাপ প্রকাশ করিহ না॥ ১১ ॥

ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবং বর্ষশতাৎ পরং।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং ক্রমপ্রাপ্তমবাপ্স্যতি॥ ১২ ॥
সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে মমানন্দে চ মন্থরে।
ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কথংনু পরিতপ্যসে॥ ১৩ ॥
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা মন্থরা ভৃশদুঃখিতা।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য কৈকেয়ীং পুনরব্রবীৎ॥ ১৪ ॥
অনর্থদর্শিন্যপ্রজ্ঞে নাত্মানমববুধ্যসে।
অগাধে দুঃখপাতালে মজ্জন্তী ত্বমনন্তকে॥ ১৫ ॥
রামশ্চেদ্ভবিতা রাজা রামস্য চ সুতস্ততঃ।
তস্যান্যস্তস্য চাপ্যন্যো বংশে রাজা ভবিষ্যতি॥ ১৬ ॥
রাজবংশাত্তু কৈকেয়ি ভরতঃ পরিহাস্যতে।
ন হি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্ব্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভাবিনি॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরাম রাজ্যের শতবৎসর অর্থাৎ শ্রীরামের সম্পূর্ণ রাজ্য শাসনের পরে ভরতও ক্রম প্রাপ্ত পিতৃপিতামহের রাজ্য অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন, অর্থাৎ ভরত আমার রামের কনিষ্ঠ, অনেক কালের পর জন্মিয়াছে॥ ১২ ॥ হে মন্থরে! আজি কি আনন্দের বিষয়,শ্রীরাম আমার যুবরাজ হইবেন,তাঁহার কল্যাণ প্রাপ্তসময়ে আমরা সকলেই আনন্দিত রহিয়াছি, তুমি এসময়ে কেন পরিতাপ করিতেছ॥ ১৩ ॥ মন্থরা কৈকেয়ীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইল, ও অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল॥ ১৪ ॥ হে অনর্থদর্শিনি অপ্রজ্ঞে কৈকেয়ি! তোমার কি কোন বুদ্ধিই নাই, তোমার আপনার যে কি দুরবস্থা ঘটিবে তাহা কিছুই বুঝিতেছ না, চিরকালের নিমিত্ত অগাধ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে॥ ১৫ ॥ যদি এখন শ্রীরাম রাজা হন, তবে তদবর্ত্তমানে তাঁহার সন্তানেরাই পৈতৃক রাজ্যের উত্তরাধিকারী অবশ্যই হইবে, তৎপরে তাহার সন্তান, তদনন্তর তাহার সন্তান বংশানুক্রমে রাজ্যাধিকারী হইবেক॥ ১৬ ॥ অতএব হে কৈকেয়ি! তোমার ভরত এই রাজ্যাধিকার প্রত্যাশা হইতে পরিহীনতাতেই থাকিলেন। হে ভাবিনি! রাজার সকল সন্তানেরা কখনই রাজ্যাধিকারী হয়েন না॥ ১৭ ॥

বহূনামপি পুত্রাণামেকো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে।
স্থাপ্যমানেষু সর্ব্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ॥ ১৮ ॥
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠেষু পুত্রেষু রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ।
আসজন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষু বা॥ ১৯ ॥
তেঽপি জ্যেষ্ঠাঃ স্বপুত্রেষু জ্যেষ্ঠেষ্বেব ন সংশয়ঃ।
আসজন্ত্যখিলং রাজ্যং ন ভ্রাতৃষু কথঞ্চন॥ ২০ ॥
অতোঽত্যন্তমপূজার্হস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি।
অনাথবৎ সুখাদ্ধীনো রাজবংশাচ্চ শাশ্বতাৎ॥ ২১
সাহং ত্বদর্থে সম্প্রাপ্তা ত্বঞ্চ মান্নাববুধ্যসে।
সপত্নবৃদ্ধৌ যন্মে ত্বং প্রদেয়ং দাতুমিচ্ছসি॥ ২২ ॥
ধ্রুবং তু ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকং।
দেশান্তরঞ্চ নয়িতা দেহান্তরমথাপি বা॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

রাজাদিগের বহুসন্তান হইলে অবশ্য একজনই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া থাকে, নৃপতি পুত্রগণকে যদি সমস্ত সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে অতিশয় নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম হইয়া উঠে॥ ১৮ ॥ হে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! এই জন্য অধীশ্বরেরা জ্যেষ্ঠ সন্তানের হস্তে সমস্ত রাজ্যতন্ত্রের ভার সমর্পণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা মনে করিলে গুণগণে বিভূষিত ইতর সন্তানকেও রাজ্যভার সমর্পণ করিতে পারেন॥ ১৯ ॥ নৃপতিদিগের নানা মহিষীতে সম্ভূত জ্যেষ্ঠ সন্তানগণের মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠই রাজ্যাকারী হয়, সন্দেহ নাই, রাজকুমারই অখিল রাজ্যের অধিকারী হয়েন, রাজভ্রাতারা কখনই রাজ্যাধিকারে হস্তার্পণ করিতে পারেন না॥ ২০ ॥ সুতরাং রামরাজা হইলে তোমার পুত্র ভরত আর কোনকালেই রাজবৎ পূজার্হ হইবেন না, শাশ্বত রাজবংশ হইতে অনাথের ন্যায় চিরকাল সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইবেন॥ ২১ ॥ আমি কেবল কিসে তোমার মঙ্গল হয় তাহারই অনুসন্ধান করিতেছি, কিন্তু তুমি তাহা না বুঝিয়া আমায় অবজ্ঞা করিতেছ। শত্রুবৃদ্ধি সময়ে আমায় যাহা প্রদান করিতে, হয় তাহার এই সময়॥ ২২ ॥ আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যে শ্রীরাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া হয় ভরতকে কোন দূর দেশান্তরে প্রেরণ করিবেন, অথবা কোন কৌশল করিয়া তাহাকে প্রাণে বিনষ্ট করিবেন॥ ২৩ ॥

বাল এব হি মাতুল্যং ভরতো নায়িতস্ত্বয়া।
সন্নিকর্ষাচ্চ সৌহার্দ্দং জায়তে স্থাবরেষ্বপি।
সন্নিকর্ষাদ্ধ্যানুরাগো দেবি সর্ব্বস্য জায়তে।। ২৪ ।।
ভক্তো হি রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণশ্চাপি রাঘবং।
অশ্বিনোরিব সৌভ্রাত্রমনয়োর্লোকবিশ্রুতং।। ২৫ ।।
তস্মান্ন লক্ষ্মণে কিঞ্চিৎ পাপং রামঃ করিষ্যতি।
রামস্তু ভরতে পাপং কুর্য্যাদিতি ন সংশয়ঃ।। ২৬ ।।
মাতামহগৃহাদেব তস্মাদ্গচ্ছতু তে সুতঃ।
বনমাশ্রয়িতুং শীঘ্রমেতদস্য ক্ষমং ভবেৎ।। ২৭ ।।
এবং তে জ্ঞাতিপক্ষস্য শ্রেয়ঃ স্যাদিতি মে মতিঃ।
যদিবা ভরতো রাজ্যং পিত্র্যং ধর্ম্ম্যমবাপ্স্যতি।। ২৮ ।।
স তু সুখোচিতো বালো রামস্য সহজো রিপুঃ।
সমৃদ্ধার্থস্য হীনার্থঃ কথং জীবেত্তবাত্মজঃ।। ২৯ ।।

অনুবাদ।

হে দেবি কৈকেয়ি! দুগ্ধপোষ্য বালক ভরতকে তুমি অনায়াসে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়াছ, জাননা যে যাহারা যাহারদিগের সর্ব্বদা নিকটে থাকে তাহাদিগের প্রতিই প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়া থাকে॥ ২৪ ॥ শ্রীরাম সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসেন, এবং লক্ষ্মণও রঘুনাথের একান্ত অনুগত, অশ্বিনীকুমারদিগের ন্যায় ইহাদিগের উভয় ভ্রাতার সৌহার্দ্দ সকলেই সুবিদিত আছে॥ ২৫ ॥ অতএব শ্রীরাম লক্ষ্মণের প্রতি কখন কোন অত্যাচার করিবেন না, কিন্তু রাম যে ভরতের প্রতি দুষ্টাচার ব্যবহার করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ২৬ ॥ তোমার সন্তান ভরত মাতামহ ভবন হইতে বন আশ্রয় করিবার জন্য শীঘ্র গমন করুক, কেননা এক্ষণে তাহার পক্ষে ইহাই মঙ্গল হয়॥ ২৭ ॥ আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, ভরতের এইরূপ অবস্থা হইলেই তোমার জ্ঞাতিপক্ষের সমুচিত মঙ্গল হয়, যদি ভরত ধর্ম্মতঃ পৈতৃক রাজ্যের কিঞ্চিদংশের অধিকারী হন্॥ ২৮ ॥ তবে তাহার সুখভোগ সন্দর্শনে শ্রীরাম সহজেই শত্রু হইয়া উঠিবেন, শ্রীরামচন্দ্র অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও ভরত স্বল্প সম্পত্তিসম্পন্ন হইবেন, অতএব তোমার পুত্র কি রূপে জীবিত থাকিবেন, অর্থাৎ বড় রাজার নিকটে স্বল্পভূমিপতি কখন সুখসম্ভোগ করিতে পারে না॥ ২৯ ॥

অভিক্রন্তমিবারণ্যে সিংহেন গজযূথপং।
উচ্ছিদ্যমানং রামেণ ভরতং ত্রাতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥
দর্পাদ্ধি নিত্যং নিকৃতা ত্বয়া সৌভাগ্যমত্তয়া।
রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন পাতয়েৎ ॥ ৩১ ॥
কৃতে হি রামেঽদ্য মহীপতৌ ক্ষিতৌ
গমিষ্যসি ত্বং সমুতা পরাভবং।
অতোঽনুসঞ্চিন্তয় রাজ্যমাত্মজে
পরস্য চৈবাদ্য বিবাসকারণং ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে মন্থরাবাক্যং নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।

অরণ্য মধ্যে সিংহ কর্ত্তৃক পরাভূত গজযূথের ন্যায় রামচন্দ্র কর্ত্তৃক উচ্ছিদ্যমান ভরতকে তোমার রক্ষা করা উচিত ॥ ৩০ ॥ তুমি আপন সৌভাগ্যমদে দর্পিত হইয়া সর্ব্বদা তোমার সপত্নী রাম মাতা কৌশল্যাকে অবজ্ঞা করিয়াছ, এখন তিনি সময় পাইয়া তোমার সহিত বৈরানুষ্ঠান কেন না করিবেন ॥ ৩১ ॥ অদ্য মহারাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যভার প্রদান করিলে পর তুমি সন্তান সমভিব্যাহারে কৌশল্যার নিকট যে পরাভূত হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, অতএব এক্ষণে যাহাতে আপন সন্তানের রাজ্যলাভ এবং শত্রু যে রামচন্দ্র তাহার বনবাস হয় কায়মনোবাক্যে তাহার উপায় চিন্তা করহ ॥ ৩২ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
মন্থরাবাক্য নামে সপ্তম সর্গ সমাপন ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ সর্গঃ।

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী বিনিঃশ্বস্যাব্রবীদ্বচঃ।
সত্যং বদসি মে কুব্জে জানে তে ভক্তিমুত্তমাং॥ ১ ॥
ন তু পশ্যাম্যুপায়ং তং যেন শক্যেত মে সুতঃ।
ইদং প্রাপয়িতুং রাজ্যং পিতৃপৈতামহং বলাৎ॥ ২ ॥
অনুরক্তো নৃপশ্চায়ং রামং গুণগণান্বিতং।
স কথং রামমুৎসৃজ্য প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং সুতং॥ ৩ ॥
ভরতং নাম মে পুত্ত্রমভিষিঞ্চেদকারণং।
প্রব্রাজয়েদ্বাপি নৃপঃ কথং রামমকারণে॥ ৪ ॥
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা কৈকেয্যা মন্থরা ততঃ।
উবাচেদং বিনিশ্চিত্য বুদ্ধ্যা পাপবিনিশ্চয়া॥ ৫ ॥
ইমং রামমহং ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়ামি তে।
ভরতস্যাভিষেকঞ্চ কারয়ামি যদীচ্ছসি॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

কুব্জা এই রূপ বিবিধ প্রকার প্রবোধ বচন কহিলে পর কৈকেয়ী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন। হা, মন্থরে! তুমি আমায় একথা যথার্থ বলিতেছ, আমাতে যে তোমার উত্তমা ভক্তি আছে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি॥ ১ ॥ আমি এমন কোন উপায় দেখিতে পাই না যে, এই পিতৃ পিতামহের রাজ্য ভরতকে প্রদান করিতে শক্ত হই, আমার এরূপ বল কি আছে, যে সেই বলেতে ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হয়?॥ ২ ॥ মহারাজাও শ্রীরামচন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করেন শ্রীরামও অশেষ গুণগণে বিভূষিত, অতএব প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীরামকে পরিত্যাগ করিয়া॥ ৩ ॥ অকারণ মমপুত্ত্র রাজ্যে অনধিকারী ভরতকে অভিষেক কেন করিবেন, এবং কেমন করিয়াই বা অকারণে প্রিয় কুমার রামচন্দ্রকে বনবাস দিতে রাজা সম্মত হইবেন॥ ৪ ॥ তখন পাপমতি মন্থরা রাজমহিষী কৈকেয়ীর এই কথা শ্রবণে আপন বুদ্ধিতে উপায় নিশ্চয় করিয়া বলিতে লাগিল॥ ৫ ॥ যদি তুমি আমায় অনুমতি কর আর আমার কথায় যদি তোম্মার অভিরুচি হয়, তবে আমি এক্ষণে রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতের রাজ্যাভিষেক এই উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারি॥ ৬ ॥

শ্রুত্বৈতন্মন্থরাবাক্যং কৈকেয়ী হৃষ্টমানসা ।
কিঞ্চিদুত্থায় শয়নাৎ স্বাস্তীর্ণাদিদমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥
কথয় ত্বং মহাপ্রজ্ঞে কেনোপায়েন মন্থরে ।
ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্রাজ্যং রামশ্চৈব বনং ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥
এবমুক্তা তয়া দেব্যা মন্থরা পাপনিশ্চয়া ।
বাক্যং দুঃখায় রামস্য কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥ ৯ ॥
শ্রূয়তামভিধাস্যামি শ্রুত্বা চৈব বিমৃশ্যতাং ।
যথা তে ভরতঃ পুত্রো রাজ্যং প্রাপ্স্যত্যসংশয়ং ॥ ১০ ॥
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে যুদ্ধসহ্যঃ পতিস্তব ।
যাচিতো দেবরাজেন যুদ্ধং কর্ত্তুমিতো গতঃ ॥ ১১ ॥
দিশমাস্থায় কৈকেয়ি দক্ষিণাং দণ্ডকাং প্রতি ।
বৈজয়ন্তমিতি খ্যাতং পুরং যত্র তিমিধ্বজঃ ॥ ১২ ॥
স শম্বর ইতি খ্যাতো বহুমায়ো মহাসুরঃ ।
দদৌ শক্রায় সংগ্রামং দেবসংঘৈরনির্জ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।

মন্থরার এই প্রগল্ভ বচন শ্রবণে কৈকেয়ী সানন্দমনে শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিতা হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৭ ॥ মহাবুদ্ধিমতী মন্থরে! তুমি বল দেখি কোন্ উপায়ে আমার ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হয়, আর শ্রীরামচন্দ্রই বা বনে গমন করে ॥ ৮ ॥ কৈকেয়ী দেবী এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর পাপ-মতি মন্থরা শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখের নিমিত্ত কৈকেয়ীকে এই বাক্য বলিল ॥ ৯ ॥ হে রাজমহিষি! আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া পরে বিবেচনা করহ, যে উপায় অবলম্বন করিলে নিঃসংশয় তোমার প্রিয়সন্তান ভরত রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥ ১০ ॥ পূর্ব্বকালে যখন দেবতা ও অসুরগণে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছিল, তখন সংগ্রামনিপুণ তোমার পতি রাজা দশরথ, দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক যাচিত হইয়া এখান হইতে যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ হে কৈকেয়ি! দক্ষিণ ভূভাগে দণ্ডকারণ্য মধ্যে বৈজয়ন্ত নামে অতি বিখ্যাত এক নগর, যেখানে মীনকেতন নিরন্তর অবস্থান করিত ॥ ১২ ॥ সেই মীনধ্বজ মায়াময় মহাবীর শম্বর নামে খ্যাত দানব, দেবগ-ণের অজেয় হইয়া দেবরাজের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৩ ॥

তস্মিন্ মহতি সংগ্রামে রাজা শস্ত্রপরিক্ষতঃ।
বিজিত্যাভ্যাগতো দেবি ত্বয়োপচরিতঃ স্বয়ং॥ ১৪ ॥
ব্রণসংরোহণঞ্চাস্য তত্র দেবি ত্বয়া কৃতং।
পরিতুষ্টেন তে দত্তৌ বরৌ দ্বৌ তত্র ভাবিনি॥ ১৫ ॥
স ত্বয়োক্তঃ পতিস্তত্র যদেচ্ছেয়ং তদা বরৌ।
গৃহ্লীয়ামিতি তচ্চৈব তথেত্যুক্তং মহাত্মনা॥ ১৬ ॥
অনভিজ্ঞা হ্যহং দেবি ত্বয়ৈতৎ কথিতং পুরা।
তৌ বরৌ যাচ ভর্ত্তারং ভরতস্যাভিষেচনং॥ ১৭ ॥
প্রব্রাজনঞ্চ রামস্য বর্ষাণি হি চতুর্দ্দশ।
ক্রোধাগারং প্রবিশ্যাদ্য ক্রুদ্ধা ভূত্বা নৃপাত্মজে॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

মহারাজ দশরথ এই মহা সংগ্রামে বিপক্ষের নানা অস্ত্র শস্ত্রে যখন ক্ষতবিক্ষত হইয়া রণমুখে জয় শ্রীলাভ করতঃ স্বভবনে প্রত্যাগত হয়েন, হে দেবি! তখন তুমি আপনি তাঁহার নানাপ্রকার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলে॥ ১৪ ॥ রাজমহিষি! সেই সময় যখন তুমি মহারাজের গাত্র হইতে শেলফলা সকল উদ্ধৃত করিয়া ব্রণের সেবা করিয়াছিলে,তখন রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুই বর প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন॥ ১৫ ॥ রাজা যখন তোমাকে কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি অভিলষিত বরদ্বয় গ্রহণ করহ, তখন তুমি বলিয়াছিলে যে, মহারাজ তুমি প্রতিশ্রুত থাকিলে, আমার যৎকালে বরগ্রহণের ইচ্ছা হইবে, আমি সেই সময় এই বরদ্বয় গ্রহণ করিব। এতৎ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া মহাত্মা রাজা দশরথ তথাস্তু বলিয়া স্বীকৃত থাকিলেন॥ ১৬ ॥ এ সকল কথার আমি কিছুই জানিতাম না, তুমিই আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, এখন মহারাজার নিকটে সেই দুই বর যাচিঞা করহ, একবরে ভরতের অভিষেক॥ ১৭ ॥ আর দ্বিতীয় বরে রামের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস প্রার্থনা করিহ। কিন্তু প্রিয়তম পতির প্রতি কপট মানিনী হইয়া ক্রোধভাবে শয়নাগারে প্রবেশিয়া মলিনবেশে আলুলায়িতকেশে অপরিষ্কৃত স্থানে শয়ন করিয়া থাকহ। অর্থাৎ রাজা তোমার প্রণয়পাশে দৃঢ়তর আবদ্ধ আছেন তোমাকে মানিনী দেখিলেই মানভঙ্গের প্রার্থনা করিবেন, সুতরাং তুমি তখন সহসা আত্মাভিলাষের পূরণ করিতে পারিবে॥ ১৮ ॥

শেষ্যানন্তর্হিতায়াং ত্বং ভূমৌ মলিনবাসিনী ।
রাজানং মা নিরীক্ষিষ্টা মা ভাষিষ্টাশ্চ কিঞ্চন ॥ ১৯ ॥
সুপ্তা ভূমাবনাথেব দুঃখিতা নাম ভাবিনী ।
তত্র ত্বাং শয়িতাং রাজা স্বয়ং দুঃখসমন্বিতঃ ॥ ২০ ॥
প্রসাদয়িষ্যতি ক্ষিপ্রং প্রেক্ষ্যত্যপি চ নির্ণয়ং ।
দয়িতা ত্বং ভৃশং ভর্ত্তুরত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
ত্বদর্থং হি মহারাজঃ শ্রিয়ং দীপ্তামপি ত্যজেৎ ।
মণিমুক্তাসুবর্ণানি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২২ ॥
যদি দদ্যাচ্চ তে ভর্ত্তা মা স্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ ।
যদা তু তৌ বরৌ দিৎসন্ স্বয়মুত্থাপয়েৎ পতিঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ।

নির্জ্জন ভূপ্রদেশে মলিনবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তুমি শয়ন করিয়া আছহ, তোমার শয়ন সম্বাদ নৃপতির কর্ণগোচর হইলে পর রাজা যখন তোমায় দেখিতে আসিবেন, তখন তুমি রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতই করিও না, অনেক আকিঞ্চনেও কোন কথা কহিও না ॥ ১৯ ॥ তুমি অনাথার ন্যায় দুঃখিতান্তঃকরণে ভূমিশয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিবে, মহারাজা সমাগত হইয়া সেই অবস্থায় ভূমিশয্যাতে শয়ানা তোমাকে দেখিয়া রাজা স্বয়ং অতিশয় দুঃখিত হইবেন ॥ ২০ ॥ রাজা কাতরভাবে শীঘ্র তোমায় প্রসন্ন করিতে যত্ন করিবেন, এবং তোমার শোক কারণও জিজ্ঞাসা করিবেন তাহাতে আমার সংশয় নাই, যেহেতু তুমি তাঁহার সমধিক প্রণয়িনী হও ॥ ২১ ॥ মহারাজাধিরাজ দশরথ তোমার জন্য চিরস্থায়িনী সুদীপ্তা রাজলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন, ও সুবর্ণ মণি মাণিক্য প্রভৃতি বিবিধ রত্নাদিকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু তোমাকে দুঃখিতা দেখিতে কদাচ পারেন না ॥ ২২ ॥ অতএব রাজা তোমাকে প্রসন্ন করিবার মানসে যদি অশেষবিধ মণিময় সম্পত্তি সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায় করেন, তুমি কোনমতেই তাহাতে সম্মত হইও না । যখন দেখিবে যে প্রার্থিত দুই বর প্রদান করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া আপনি রাজা তোমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভূমি হইতে তোমাকে উত্থাপিতা করিবেন ॥ ২৩ ॥

সত্যেন পরিগৃহ্যৈনং যাচেথাস্ত্বং তদা বরৌ।
রামপ্রব্রাজনায়ৈকং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ২৪ ॥
দ্বিতীয়ং যৌবরাজ্যায় ভরতস্য বরং শুভে।
যৌ তু দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো দদৌ ॥ ২৫ ॥
তৌ স্মারয়িত্বা যাচেথাঃ পশ্চাদেতদ্বরদ্বয়ং।
রামপ্রব্রাজনং দেবি রাজ্যপ্রাপ্তিং সুতস্য চ ॥ ২৬ ॥
যাচেথা ভুবি কল্যাণং ধ্রুবং প্রাপ্স্যতি তে সুতঃ।
ধ্রুবং প্রব্রাজিতশ্চৈব রামো ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥
ভোক্ষ্যতে চাপি পুত্রস্তে ধ্রুবং রাজ্যমকণ্টকং।
যেন কালেন কাকুৎস্থো বনাৎ প্রত্যাগমিষ্যতি ॥ ২৮ ॥
ভরতোঽনেন কালেন বদ্ধমূলো ভবিষ্যতি।
সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ কোষবাংশ্চ শ্রিয়া যুতঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।

তখন তুমি রাজাকে সত্যেবদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইবর প্রার্থনা করিবে, তন্মধ্যে প্রথম বরে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্য বাস ॥ ২৪ ॥ ও দ্বিতীয় বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিবে, মহারাজা দশরথ দেবাসুরের যুদ্ধের পর যে দুই বর প্রদান করণের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥ তুমি সেই কথা স্মরণ করিয়া দিয়া পশ্চাৎ শ্রীরামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি এই দুইবর যাচ্ঞা করিও ॥ ২৬ ॥ হে রাজমহিষি! তুমি ইহা যাচ্ঞা করিলে নিশ্চয় তোমার সন্তান পৃথিবীতে কল্যাণভাজন এবং রামচন্দ্রও নিসংশয় বনপ্রস্থাপিত হইবেন ॥ ২৭ ॥ রামচন্দ্র বনে প্রেরিত হইলেই তোমার প্রিয়সন্তান ভরত নিষ্কণ্টকে সসাগরা ধরামণ্ডলের অধিপতি হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্য সুখে সম্ভোগ করিতে পারিবেন। পরে রাম বন হইতে যতকালে প্রত্যাগত হইবেন ॥ ২৮ ॥ ততকালে তোমার ভরত রাজ্যাধিকার করিয়া বদ্ধমূল হইবেন, সে সময়ে ভরত মহতী শ্রীযুক্ত ও প্রভূত ধনবান হইবেন, এবং সৈন্য সামন্ত প্রজাগণ প্রভৃতি ও ভরতের বশীভূত হইবে ॥ ২৯ ॥

ঋজুস্বভাবে বুধ্যস্ব সৌভাগ্যবলমাত্মনঃ।
ন ত্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন চ ক্রুদ্ধামুপেক্ষিতুং॥ ৩০ ॥
তব প্রিয়ার্থে রাজা হি প্রাণানপি পরিত্যজেৎ।
ন হ্যতিক্রমিতুং শক্তস্তব বাক্যং মহীপতিঃ॥ ৩১ ॥
প্রাপ্তকালন্তু তে মন্যে রাজানং জিতসাধ্বসা।
রামাভিষেকসঙ্কল্পান্নিগৃহ্য বিনিবর্ত্তয়॥ ৩২ ॥
অনর্থমর্থরূপেণ সা দদর্শ তয়োদিতা।
ন হি তদ্বুবুধে পাপং শাপদোষেণ মোহিতা॥ ৩৩ ॥
কেকয়েষু হি সা বাল্যে ব্রাহ্মণং মূর্খরূপিণং।
অসূয়িতবতী বালা তেন শপ্তা মহাত্মনা॥ ৩৪ ॥
যস্মাদসূয়সে বিপ্রং ত্বং রূপমদদর্পিতা।
তস্মাদসূয়াং ত্বমপি লোকে প্রাপ্স্যসি কুৎসিতাং॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

হে সরল স্বভাবে কৈকেয়ি! ইহা তোমার যে কত সৌভাগ্য বল, তাহা তুমি আপন বুদ্ধিতে বিবেচনা করহ, মহারাজা কোন মতেই তোমাকে ক্রোধান্বিতা দেখিয়া আত্মচিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিবেন না বা ক্রোধান্বিত দেখিয়া তাচ্ছিল্যক্রমে তোমাকে উপেক্ষা করিতেও শক্ত হইবেন না॥ ৩০ ॥ ভূপাল তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রাণপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন, আমি ইহা নিশ্চয় জানি যে তিনি তোমার কথা কখনই অতিক্রম করিতে শক্ত হন না॥ ৩১ ॥ তোমার অভিলাষ পূরণের এই সময় আমি জানিতেছি, অতএব তুমি ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজা দশরথকে নিগ্রহ করিয়াও রামাভিষেক সংকল্প হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করহ॥ ৩২ ॥ কেকয় কুমারী মন্থরার এই সকল অনর্থ-কর উপদেশ দৈববশতঃ অর্থকর রূপে অবগত হইলেন, অর্থাৎ পূর্ব্ব ব্রহ্মশাপ দোষে বিমোহিত হইয়া কোনমতেই এই অনিষ্টপাতের নিদান বুঝিতে পারিলেন না॥ ৩৩ ॥ পূর্ব্বকালে পিত্রালয়ে কৈকেয়ী বাল্যাবস্থায় এক কুরূপী মূর্খতম ব্রাহ্মণকে দেখিয়া অবমানন করিয়াছিলেন, তাহাতে মহাত্মা ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া অসূয়াবতী কৈকেয়ীকে এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন॥ ৩৪ ॥ অরে পাপীয়সি কৈকেয়ি! তুমি আপন রূপ সৌন্দর্য্যমদে মত্তা হইয়া যেমন ব্রাহ্মণকে অসূয়া করিতেছ, তেমনই তোমার চিরকালের নিমিত্ত ইহলোকে কুৎসা হইবে, এবং তোমার নামোচ্চারণ মাত্রেই সকলে তোমার প্রতি দোষারোপ করিবেক॥ ৩৫ ॥

ইতি শাপসমাচ্ছন্না মন্থরাবশমাগতা।
অতীব হৃষ্টা কৈকেয়ী মন্থরাং পরিষস্বজে ॥ ৩৬ ॥
পরিষ্বজ্য ততো গাঢ়ং কৈকেয়ী হর্ষবিহ্বলা।
উবাচ বচনং ধীরা তাং কুব্জাং পাপদর্শিনীং ॥ ৩৭ ॥
প্রজ্ঞাং তে নাবজানামি শ্রেষ্ঠাং শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি।
অস্যাং পৃথিব্যাং কুব্জেঽন্যা বুদ্ধ্যা নাস্তি সমা ত্বয়া ॥ ৩৮ ॥
ত্বমেব চাপি ভক্তা মে নিত্যযুক্তা হিতৈষিণী।
নাহং জানামি কুটিলং কুব্জে রামচিকীর্ষিতং ॥ ৩৯ ॥
সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জা বিরূপা বিকৃতাননাঃ।
ত্বং পদ্ম ইব বাতে ন সন্নতঃ প্রিয়দর্শনা ॥ ৪০ ॥
উরস্তে নাতিনির্ভগ্নমাকণ্ঠাম্মুখমুত্তমং।
অধস্তাচ্চোদরং শান্তং বিলগ্নঞ্চ স্তনদ্বয়ং ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ।

কৈকেয়ীর বুদ্ধিবৃত্তি শাপে সমাচ্ছন্ন থাকা প্রযুক্ত মন্থরার বশবর্ত্তিনী হইলেন, অর্থাৎ মন্থরার বাক্যে কৈকেয়ী অতিশয় আনন্দিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ কুব্জাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩৬ ॥ এবং পাপদর্শিনী কুব্জাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া ধীরাস্ত্রী কৈকেয়ী হর্ষে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ॥ ৩৭ ॥ কুব্জা তুমি আমার কি শুভানুষ্ঠানপরা? তোমার বুদ্ধির মহত্ত্ব আমি এত দিন জানি নাই, তোমার সমান বুদ্ধিমতী যুবতী পৃথিবীতলে বুঝি আর কেহই নাই ॥ ৩৮ ॥ তুমি আমার সর্ব্বদা কল্যাণ চিন্তায় নিযুক্তা আছ, কিসে আমার মঙ্গল হয় তাহারই অনুসন্ধান কর, হে কুব্জে। রামের যে এরূপ কুটিল চিকীর্ষা তাহা আমি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই অর্থাৎ রামের অভিষেক হইলে পর আমাদিগের প্রতি রাম যে অকল্যাণ চেষ্টা করিবে ইহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই ॥ ৩৯ ॥ ও মন্থরে! এই পৃথিবীতে অনেকানেক কুব্জা আছে, তাহারা বিরূপা বিকৃত বদনা। বায়ুতে সঞ্চালিত পদ্মের ন্যায় তুমি প্রিয়দর্শনা হও, অর্থাৎ তোমার মত সুন্দরী কুব্জা আর কেহই নহে ॥ ৪০ ॥ তোমার বক্ষঃস্থল অতিশয় ভগ্ন নহে, তোমার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত আয়ত শোভনীয় মুখমণ্ডল অধঃ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অথচ লম্বমান তোমার উদর, স্তনদ্বয় বক্ষঃস্থলে এককালেই মগ্ন হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥

জঘনং তে সুনির্ম্মাংসং রসনাদামশোভিতং
জঙ্ঘে দীর্ঘ তনূ চৈব পদৌ চাপ্যায়তৌ কৃশৌ॥ ৪২ ॥
ত্বমায়তাভ্যাং শক্থিভ্যাং মন্থরে নীলবাসিনী।
অগ্রতো মম গচ্ছন্তী টিট্টিভীব বিরাজসে॥ ৪৩ ॥
যচ্চেদং ককুদাকারং কুব্জঞ্চারু শুভাননে।
মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াশ্চাত্র বসন্তি তে॥ ৪৪ ॥
অত্র তে প্রতিমোক্ষ্যামি কুব্জে মালাং হিরণ্ময়ীং।
অভিষিক্তে তু ভরতে রামে চৈব বনং গতে॥ ৪৫ ॥
জাত্যেন তে সুবর্ণেন সুনিষ্টপ্তেন সুন্দরি।
সমৃদ্ধার্থা প্রতীতাহং ভূষয়িষ্যামি তে তনুং॥ ৪৬ ॥
মুখে চ তিলকং চিত্রং কাঞ্চনং কনকপ্রভে।
কারয়িষ্যামি তে কুব্জে শুভান্যাভরণানি চ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ।

কিবা! জঘন নির্ম্মাণ মাংস নাই বলিলেই হয়, তথাপি চন্দ্রহারদ্বারা মনোহারিণী শোভা হইয়াছে, যদিও জানু দুইখানি তনুতর অর্থাৎ শুষ্ক তথাপি কেবল দৈর্ঘ্যগুণেই শোভা পাইতেছে। বিলক্ষণ আয়ত চরণদ্বয় কিন্তু কৃশ, তথাপি তাহার শোভার সীমা নাই॥ ৪২ ॥ সুচিক্কণ সূক্ষ্ম নীলবসন খানি পরিধান করিয়া যখন আয়ত শক্থি সঞ্চালন পূর্ব্বক দীর্ঘ পদদ্বয় প্রক্ষেপ দ্বারা টিট্টিভ চলনের ন্যায় আমার আগে আগে গমন কর, তখন সে শোভা দেখিয়া আমার মনে অসীম আনন্দ উদ্ভব হইতে থাকে॥ ৪৩ ॥ হে শুভাননে হে সুবদনে কুব্জে! বৃষককুদের ন্যায় অর্থাৎ ষাঁড়ের ঝুঁটের ন্যায় এই যে তোমার পৃষ্ঠোপরি কুঁজ দেখা যাইতেছে ওটি সামান্য কুঁজ নয়, নিশ্চয়ই বোধ হয় যাবতীয় বুদ্ধি, ক্ষত্রবিদ্যা ও অশেষবিধ মায়ার বাসস্থান অর্থাৎ ঐ কুঁজের মধ্যে সমস্ত মায়া সমস্ত বুদ্ধি পরিপূর্ণ রহিয়াছে॥ ॥ ৪৪ ॥ হে কুব্জে! যদি আমার ভরত রাজা হন, আর রাম যদি বনে যান, তবে আমি তোমাকে এই মমকণ্ঠস্থা হিরণ্ময়ী মালা পারিতোষিক এখনি প্রদান করিব॥ ॥ ৪৫ ॥ হে সুন্দরি! যদি আমার ইষ্টসিদ্ধি হয়, ও অসীম সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় তবে নানাবিধ মণিময় সুবর্ণের আভরণে তোমার শরীর আমি বিভূষিত করিয়া দিব॥ ॥ ৪৬ ॥ হে কুব্জে! কনকের ন্যায় কমনীয় কান্তিযুক্ত তোমার মুখমণ্ডল কাঞ্চনময় বিচিত্র তিলকদ্বারা ও শরীর যষ্টি বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত করিব॥ ৪৭ ॥

যাবদগ্রনখং লিপ্তা চন্দনেন সুগন্ধিনা।
পরিধায় শুভে বস্ত্রে দেবীব বিচরিষ্যসি॥ ৪৮ ॥
চন্দ্রং বিস্পর্দ্ধমানেন মুখেন চ শুভাননে।
গমিষ্যস্যনবদ্যাঙ্গি গর্ব্বয়ন্তী সুহৃজ্জনং॥ ৪৯ ॥
তবাপি কুব্জে দাস্যোঽন্যাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ।
পাদৌ পরিচরিষ্যন্তি যথৈব মম ভাবিনি॥ ৫০ ॥
এবং প্রশস্তা কৈকেয্যা কুব্জা ভূয়োঽব্রবীদিদং।
শয়ানাং শয়নে দেবীং কৈকেয়ীং ত্বরয়ন্ত্যত॥ ৫১ ॥
গতোদকে সেতুবন্ধো ন কল্যাণি প্রশস্যতে।
উত্তিষ্ঠ কুরু কল্যাণং রাজানং পরিমোহয়॥ ৫২ ॥
তথেত্যথ প্রতিজ্ঞায় মন্থরাবচনাত্তদা।
ভরতস্যাভিষেকায় কৈকেয়ী কৃতনিশ্চয়া॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ।

নখাগ্র হইতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত সুগন্ধ চন্দন দ্বারা লেপন করিয়া দিব, তুমি তখন শুভ পট্টবসন পরিধান পূর্ব্বক রাজপট্টমহিষীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে থাকিবে॥ ৪৮ ॥ হে সুবদনি! সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! তুমি আপন মুখ শোভা দ্বারা সহস্র বিধুমণ্ডলকে তিরস্কার করিয়াছ, সেই শুভসময়ে সম্পদমদে গর্ব্বিত হইয়া স্বজনগণকে স্পর্দ্ধা করতঃ পুরমধ্যে বিচরণ করিতে থাকিবে॥ ৪৯ ॥ হে মন্থরে! অন্যান্য দাসীরা সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া যেমন আমার সেবা পরিচর্য্যা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারা তোমারও পাদযুগল সম্বাহন করিতে নিযুক্ত হইবে॥ ৫০ ॥ কৈকেয়ী প্রণয় বচনে কুব্জাকে এই প্রকার প্রশংসা করিলে পর কুব্জা পুনর্ব্বার কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিল, রাজমহিষি! তুমি এখনও শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলে, ত্বরায় গাত্রোত্থান করতঃ রাজাকে পরিমুগ্ধ করহ॥ ৫১ ॥ হে কল্যাণি! জলের প্রবাহ বহিয়া গেলে পর আর সেতু বন্ধনে কি কার্য্য হইবে, অতএব আপনার মঙ্গল সাধনার্থে যত্ন করহ,॥ ৫২ ॥ অনন্তর কেকয়রাজনন্দিনী তথাস্তু বলিয়া মন্থরার বাক্যে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রাপ্তির আশয়ে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিয়া সজ্জিত হইতে লাগিলেন॥ ৫৩ ॥

মহার্হমণিরত্নাঢ্যং মুক্তাহারং বরাঙ্গনা।
অবমুচ্য তথান্যানি সর্ব্বাণ্যাভরণানি সা॥ ৫৪ ॥
ভৃশং বিভেদিতা দেবী তয়া মন্থরয়া তদা।
ক্রোধাগারং প্রবিশ্যৈকা সৌভাগ্যবলদর্পিতা॥ ৫৫ ॥
তপ্তহেমোপমতনুঃ কুব্জাবাক্যবশানুগা।
সম্বিশ্য ভূমৌ কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ॥ ৫৬ ॥
ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে ভর্ত্তুরাবেদয়িষ্যসি।
বনং বা রাঘবে যাতে ভরতঃ প্রাপ্স্যতি শ্রিয়ং॥ ৫৭ ॥
ন ধনানি ন বস্ত্রাণি নালঙ্কারান্ ন ভোজনং।
নাসেবিষ্যে হ্যহং তাবদ্যাবদ্রামো বনং ব্রজেৎ॥ ৫৮ ॥
ইতীদমুক্ত্বা বচনং সুদারুণং।
নিধায় সর্ব্বাভরণানি ভাবিনী।
অসংস্কৃতাং সংস্তরণেন মেদিনীম্
অথাধিশিষ্যে পতিতেব কিন্নরী॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ।

রাজমহিষীকৈকেয়ী, মহামূল্য মণিমাণিক্য হীরকময় মুক্তাহার পরিহার করিলেন,এবং গাত্র হইতে আর২ সমুদায় অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন॥ ৫৪ ॥ তখন ভরত মাতা মন্থরার উপদেশে অতিশয় অভিমানিনী হইয়া আপনার সৌভাগ্যবলে গর্ব্বিতা একাকিনীমাত্র ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন॥ ৫৫ ॥ কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া উত্তপ্ত কাঞ্চন সমান কমনীয় কলেবরকে ধূলি শয্যায় বিলুণ্ঠিত করিয়া কুব্জাকে বলিলেন॥ ৫৬ ॥ হে কুব্জে! আমি এই অবস্থায় আছি, অথবা মরিয়াছি, এই কথা তুমি মহারাজাকে জানাইও যে রামচন্দ্র বনে গমন করুন, আর আমার প্রিয়সন্তান ভরত রাজশ্রী প্রাপ্ত হউন্॥ ৫৭ ॥ মহারাজা যে পর্য্যন্ত শ্রীরামকে বনে প্রেরণ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত কি ধন কি বস্ত্র কি অলঙ্কার কি ভোজনীয় দ্রব্য আমি কিছুই সেবা করিব না॥ ৫৮ ॥ পরমাসুন্দরী কৈকেয়ী মন্থরাকে এই রূপ মর্ম্মভেদী বাণের ন্যায় দারুণ বচন প্রয়োগ করিয়া সমুদায় আভরণ পরিহার পূর্ব্বক অনাবৃত ভূমি শয্যায় পতিত কিন্নরীর ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন॥ ৫৯ ॥

উদীর্ণসংরম্ভতমোবৃতাননা
তদা বিমুক্তোত্তমদামভূষণা।
নরেন্দ্রপত্নী বিমলা বভুব সা
তমোবৃতা দ্যোরিব নষ্টভাস্করা॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামপ্রবাসনোপায়চিন্তা
নাম অষ্টমঃ সর্গঃ॥ ৮॥

অনুবাদ।

তখন রাজমহিষী মণিময় আভরণ ও সুপট্ট বসন পরিহার করিয়া অভিমানে মলিনা হইয়া রহিলেন, সূর্য্যের অবর্ত্তমানে অন্ধকারাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল॥ ৬০ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
শ্রীরামের বনপ্রবাসের উপায় চিন্তা নামে অষ্টম
সর্গ সমাপন॥ ৭ ॥

নবমঃ সর্গঃ।

আজ্ঞাপ্য তু মহারাজো রাঘবস্যাভিষেচনং।
কৈকেয্যাঃ প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং নৃপঃ॥ ১ ॥
তাং তত্র পতিতাং ভূমৌ শয়ানামতথোচিতাং।
প্রতপ্ত ইব দুঃখেন শুশ্রাব জগতীপতিঃ॥ ২ ॥
স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীং।
অপাপঃ পাপসংকল্পামুপচক্রাম দুঃখিতঃ॥ ৩ ॥
সর্ব্বলোকাপ্রিয়ং মূঢ়া মনর্থং লোকগর্হিতং।
আকাঙ্ক্ষমাণাং সংপ্রাপ্তো দদর্শ পতিতাং ভুবি॥ ৪ ॥
করেণুমিব দিগ্ধেন বিদ্ধাং বাণেন দুঃখিতাং।
মহাগজ ইবাসাদ্য স্নেহাৎ পরিমমর্শ তাং॥ ৫ ॥
স তাং বিমৃজ্য পাণিভ্যামভিসংত্রস্তচেতনঃ।
উবাচ রাজা কৈকেয়ীং শ্বসন্তীমুরগীমিব॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

মহারাজাধিরাজ দশরথ শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে এই সম্বাদ প্রচার করিয়া প্রফুল্লমনে কৈকেয়ীকে প্রিয়সম্বাদ প্রদান করিবার জন্য স্বয়ং রাজা অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ১॥ পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র শুনিলেন, যে কৈকেয়ী অনুপযুক্ত ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া রোষাগারে অবস্থান করিতেছেন, এই কথা শ্রবণমাত্র ভূপাল অতিশয় দুঃখে পরিতাপিত হইলেন॥ ২॥ যে হেতু মহারাজ অতিশয় বৃদ্ধ, কিন্তু তাঁহার কৈকেয়ীরাণী নবীনাযুবতি সুতরাং এই বৃদ্ধ রাজার কৈকেয়ী ভার্য্যা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা হয়েন. ধর্ম্মশীল সর্ব্বদোষ হীন নৃপতি দুঃখিত হইয়া পাপাশয়া মানিনী প্রেয়সী নিকটে অল্পে অল্পে গমন করিলেন॥ ৩॥ মহারাজ তৎ সমীপস্থ হইয়া সর্ব্ব লোকের অপ্রিয় অথচ লোকনিন্দিত, এক অনর্থ বিষয়াভিলাষিণী মুগ্ধা-প্রায় কৈকেয়ীকে ভূমিতলে পতিতা দেখিলেন॥ ৪॥ শরবিদ্ধা হস্তিনীকে দুঃখিতা দেখিয়া মহাযূথপতি মতঙ্গরাজ যেমন স্নেহ বশতঃ করদ্বারা স্পর্শন পূর্ব্বক তাহাকে সান্ত্বনা করে, তদ্রূপ রাজা ঐ প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে সুদুঃখিতা দেখিয়া স্নেহে করদ্বয় দ্বারা তদঙ্গ স্পর্শ করিলেন॥ ৫॥ মহামানিনী কৈকেয়ী প্রণয়ভাবে ক্রোধভরে কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, তদ্দৃষ্টে রাজা অতি কাতর হইয়া স্বকরদ্বয়ে তাঁহার গাত্রমার্জ্জনা করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৬॥

ন তেঽহমভিজানামি ক্রোধমাত্মনি সংশ্রুতং।
দেবি কেনাভিশস্তাসি কেন বাসি বিমানিতা॥ ৭ ॥
যদিদং মম দুঃখায় শেষে কল্যাণি দুঃখিতা।
ভূমৌ পাংশুষ্বনাথেব ময়ি কল্যাণচেতসি॥ ৮ ॥
ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনী।
সন্তি মে কুশলা বৈদ্যাঃ সম্বিভক্তাশ্চ বৃত্তিভিঃ॥ ৯ ॥
অগদং তে করিষ্যন্তি ব্যক্তমাখ্যাহি ভাবিনি।
কস্য বা তেঽপ্রিয়ং কার্য্যংকেন বা তেঽপ্রিয়ং কৃতং॥ ১০ ॥
কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কো বা সুমহদপ্রিয়ং।
অবধ্যো বধ্যতাং কোঽদ্য বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাং॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

হে প্রাণপ্রিয়তমে! কেন তুমি এত অভিমানিনী হইয়াছ? তোমার ক্রোধের কোন কারণ আমি উপলব্ধি করিতেছি না, হে দেবি! কে তোমায় অভিসম্পাৎ করিয়াছে? অর্থাৎ কে তোমাকে গালিদিয়াছে না কে তোমায় অপমান করিয়াছে; নতুবা তোমার মনে এতদ্রূপ ক্রোধ কেন উপস্থিত হইল॥ ৭ ॥ তুমি যে দুঃখিনী হইয়া অনাথিনীর ন্যায় ভূমিতলে ধূলারাশি মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছ, এ কেবল আমার দুঃখের নিমিত্ত হয়, অদ্য আমার চিত্ত আনন্দরসে আপ্লুত রহিয়াছে, আমার প্রতি কি তোমার আজি ক্রোধকরা সম্ভব॥ ৮ ॥ হে প্রেয়সি! ভূতোপহত চিত্তার ন্যায় মম চিত্ত প্রমাথিনী হইয়াছ, অর্থাৎ ভূতে পাওয়ার মত আমার চিত্তকে মথন করিতেছ, আমার বৃত্তিভোগী নিদানজ্ঞ, বৈদ্যগণ সভায় সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছে॥ ৯ ॥ হে ভাবিনি! রোগের স্থূল বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া বল তাঁহারা শ্রুতমাত্র প্রয়োগ দ্বারা নীরোগ করিয়াদিবেন, সন্দেহ নাই। যদি রোগ না হইয়া থাকে, তবে বল তোমার নিমিত্ত কি কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে হইবে, কিম্বা তোমারই বা কেহ কোন অনিষ্টাচরণ করিয়াছে॥ ১০ ॥ বল দেখি আজি কাহার প্রিয় সাধন করিব, বা কাহারই বা সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। কি কোন অবধ্য সাধুবৃত্ত ব্যক্তিকে বধ করিব "না" কোন মানবঘাতী অবশ্য বধ্য দুরাত্মাকে মুক্ত করিয়া দিব অর্থাৎ তোমার আজ্ঞায় আমি এ সকল অকরণীয় কার্য্যও করিতে পারি॥ ১১ ॥

দরিদ্র কো ভবেদ্ধাঢ্যো ধনবান্ কোঽস্ত্বকিঞ্চনঃ।
যদস্তি মে ধনং কিঞ্চিৎ তস্য দেবি ত্বমীশ্বরী॥ ১২ ॥
যাবৎ প্রবর্ত্ততে চক্রং তাবদেষা বসুন্ধরা।
পৃথিব্যাং রাজরাজোঽস্মি সম্রাট্ সর্ব্বমহীক্ষিতাং॥ ১৩ ॥
পৃথিব্যাং বররত্নানাং প্রভুরস্মি শুচিস্মিতে।
দদামি যৎ তেঽভিমতং কোপং মা চ কুথাঃ প্রিয়ে॥ ১৪ ॥
ন তে কিঞ্চিদভিপ্রেতং ন কর্ত্তুমহমুৎসহে।
আত্মনো জীবিতেনাপি করিষ্যে তে প্রিয়ং প্রিয়ে॥ ১৫ ॥
এবমুক্তা সমুত্থায় বিবক্ষুর্ভৃশমপ্রিয়ং।
পরিপীড়য়িতুং ভূয়ো ভর্ত্তারং সাভ্যভাষত॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।

হে প্রাণসমে! অনুমতি কর, তোমার শরণাগত কোন দীন ব্যক্তিকে কুবের সমান ধনাধিপতি করিয়া দিই, আমার যা কিছু ধন সম্পত্তি আছে, হে দেবি! তুমিই সে সকলের অধিশ্বরী॥ ১২ ॥ সূর্য্যদেবের আহ্নিক ও বার্ষিক গতি বশতঃ যে যে ভূমিভাগে কিরণ কলাপ বিকীর্ণ হয়, সেই সেই ভূভাগের সামান্য নাম পৃথিবী, এই পৃথিবীর ভাগবিশেষে এক এক রাজা আছেন, আমি এই পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাগণের উপর অধিরাজ অর্থাৎ সম্রাট হই॥ ১৩ ॥ হে সহাস বদনে হে প্রেয়সি! পৃথিবীতে যাবতীয় মহারত্ন আছে আমি সকলেরই অধীশ্বর, তুমি অনুমতি কর, তোমার যাহা অভিলাষ হয় এক্ষণে প্রদান করিতেছি, হে মৃদুহাসিনি! তুমি আমার প্রতি ক্রোধনভাব পরিহার করিয়া প্রসন্না হও ॥ ১৪ ॥ তোমার মনোমত কোন্ কর্ম্ম আমি সম্পাদন করি নাই, তুমি যখন যাহা বলিয়াছ, তখনই তাহা নিষ্পাদন করিয়াছি, হে প্রিয়ে! আমি আপনার জীবিত ও সর্ব্বস্ব দ্বারাও তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব তুমি আমাতে প্রসন্না হও॥ ১৫ ॥ মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে এই এই রূপে অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিলে পর রাজমহিষী গাত্রোত্থান করিয়া নৃপতির অপ্রীতি জনক কথা বলিবার জন্য অর্থাৎ রাজাকে সমধিক যন্ত্রণা দিবার মানসে পুনর্ব্বার ভূপতিকে বশ্যভর্ত্তা জ্ঞানে বলিতে লাগিলেন॥ ১৬ ॥

নাস্মি বিপ্রকৃতা দেব কেনচিন্ন বিমানিতা।
অভীপ্সিতং তু মে কিঞ্চিৎ প্রিয়ং কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ১৭ ॥
প্রতিজানীহি তাবৎ ত্বং যদি তৎ কর্ত্তুমিচ্ছসি।
প্রতিজ্ঞাতে ততোঽহং ত্বাং বরয়িষ্যামি কাঙ্ক্ষিতং॥ ১৮ ॥
এবমুক্তস্তয়া রাজা প্রিয়য়া স্ত্রীবশঙ্গতঃ।
প্রবিবেশ বিনাশায় মৃগঃ পাশমিবাবুধঃ॥ ১৯ ॥
প্রিয়াং প্রিয়হিতে যুক্তাং ভার্য্যাং নিত্যমনুব্রতাং।
স তাং বিজ্ঞায় সন্তপ্তাং কৈকেয়ীং পার্থিবোঽব্রবীৎ॥ ২০ ॥
অবলিপ্তে ন জানাসি ত্বত্তঃ প্রিয়তরো মম।
রামমেকং বর্জ্জয়িত্বা লোকেষ্বন্যো ন বিদ্যতে॥ ২১ ॥
দদ্যাং তে পরিহৃত্যেদং প্রিয়ে হৃদয়মপ্যহং।
তৎ সমীক্ষ্য কৈকেয়ি ব্রূহি যৎ সাধু মন্যসে॥ ২২ ॥

অনুবাদ।

মহারাজ! কেহই আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করে নাই, বা কেহই আমার অবমাননা করে নাই, কিন্তু আমার মনের মধ্যে এক প্রিয়তর অভিলাষ হইয়াছে অনুগ্রহ সহকারে আপনি সেই আমার প্রিয়াভিলাষ পূরণ করিতে যোগ্য হউন্॥ ১৭ ॥ যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আপনার ইচ্ছা হয়, এবং তদ্বিষয়ে যদি নিশ্চিতরূপে প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট আমার বাঞ্ছিত প্রার্থনা ব্যক্ত করিয়া কহি॥ ১৮ ॥ কৈকেয়ী এই কথা বলিলে পর নির্ব্বিবেক রাজা দশরথ স্ত্রৈণতা প্রযুক্ত আপন বিনাশের জন্য তাহাতেই সম্মত হইলেন, অরণ্যচারী মৃগ মোহবশতঃ মৃগয়ুর পাশে যেরূপে বদ্ধ হয়, সেইরূপ স্ত্রৈণ নৃপতি পত্নীর বচন জালে মোহিত হইয়া সম্মত হইলেন॥ ১৯ ॥ প্রিয়তমা কৈকেয়ী কেবল ভূপতির হিতাভিলাষিণী সতত অভিমত কার্য্যসাধিনী নিত্য অনুব্রতা ভার্য্যা শোকে অভিভূতা ও সন্তপ্তা হইয়াছেন, ইহা জানিয়া নরপতি মানিনীকে বলিলেন॥ ২০ ॥ হে চণ্ডি হে মানিনি! তুমি কি জাননা যে জগতে কেবল শ্রীরাম ব্যতিরেকে তোমা হইতে আমার আর কেহই প্রিয়তর নাই॥ ২১ ॥ হে কৈকেয়ি! তুমি যাহা যাচ্ঞা করিবে আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব, অধিক কি বলিব আমি তোমার প্রার্থনায় প্রাণপর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারি, অতএব হে কৈকেয়ি! তুমি বিবেচনা করিয়া যাহা তোমার উৎকৃষ্ট বোধ হয় তাহা বলহ॥ ২২ ॥

বলমাত্মনি পশ্যন্তী ন বিকাঙ্ক্ষিতুমর্হসি।
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাত্মনঃ শপে॥ ২৩॥
তুষ্টা তেনাথ বাক্যেন হৃষ্টাভিপ্রায়মাত্মনঃ।
ব্যাজহার মহাঘোরং কৈকেয়ী ভৃশমপ্রিয়ং॥ ২৪॥
যথা ধর্ম্মেণ শপসে বরং মহ্যং দদাসি চ।
তচ্ছৃণ্বন্তু সমাগম্য দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ॥ ২৫॥
চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহাশ্চৈব নভো রাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চৈব সহ গন্ধর্ব্বরাক্ষসৈঃ॥ ২৬॥
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি সত্ত্বানি জানীযুর্ভাষিতং বচঃ॥ ২৭॥
সত্যসন্ধো মহারাজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সুসমাহিতঃ।
বরং মহ্যং দদাত্যেষ তস্মৈ শৃণুত দেবতাঃ॥ ২৮॥

অনুবাদ।

হে প্রিয়ে! তুমি ক্ষমতানুসারে যাচ্ঞা করহ, বিকাঙ্ক্ষিত অর্থাৎ অন্যায় প্রার্থনা কিছু করিওনা আমি শপথ করিতেছি যে আমার সুকৃত অর্থাৎ আমার যাবজ্জীবনের উপার্জ্জিত পুণ্য রাশি দিলেও যদি তুমি সুপ্রীতা হও আমি তাহাও দান করিব॥ ২৩॥ কেকয় রাজদুহিতা নৃপবরের এই প্রকার বচন সন্দোহে রোষ পরিহার পূর্ব্বক সন্তোষ লাভ করিলেন, যখন দেখিলেন আপনার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল তখন হর্ষযুক্তা হইয়া ভয়জনক যথোচিত অপ্রিয় কথা বলিতে লাগিলেন॥ ২৪॥ মহারাজা আপনি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া আমায় যে বর প্রদান করিবেন শপথপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ সমাগত হইয়া এই সময় তাহা শ্রবণ করুন্॥ ২৫॥ চন্দ্র সূর্য্যগ্রহগণ নভোমণ্ডল দিবারাত্রি দিক্ সকল জগৎ পৃথিবী গন্ধর্ব্ব সকল ও নিশাচর কুল॥ ২৬॥ পিশিতভোজী যাবতীয় জীব গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও অন্যান্য প্রাণি সকল তোমরা সকলে জানিহ, মহারাজ আমার নিকট অঙ্গীকার করিলেন আমার প্রার্থিত বর প্রদান করিবেন॥ ২৭॥ হে দেবগণ! মহারাজ দশরথ অতি ধর্ম্মশীল কখন মিথ্যাকথা ব্যবহার করেন না, ও পরমজ্ঞানবান্ ইনি আমাকে বর প্রদান করিবেন আপনারা শ্রবণ করুন্॥ ২৮॥

ইতি দেবী মহেষ্বাসং পরিগৃহ্যাভিশাপ্য চ।
ততো বচ উবাচেদং বরদং কামমোহিতং ।। ২৯ ।।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দত্তৌ ত্বয়া নৃপ।
পরিতুষ্টেন চেদানীং তৌ বরৌ ত্বং প্রযচ্ছ মে।। ৩০ ।।
যস্ত্বয়ায়ং সমারম্ভো রামং প্রতি সমাহিতঃ।
অনেনাপ্নোতু ভরতো যৌবরাজ্যেঽভিষেচনং ।। ৩১ ।।
বনং গচ্ছতু রামশ্চ চীরাজিনজটাধরঃ।
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি বরাবেতৌ বৃণোম্যহং ।। ৩২ ।।
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোঽসি বনং রামং বিসর্জ্জয়।
ভরতঞ্চাপি মে পুত্রং যৌবরাজ্যেঽভিষেচয় ।। ৩৩ ।।
এভির্ব্বচোভিঃ কৈকেয্যা হৃদি বিদ্ধো নরাধিপঃ।
ভয়েন হৃষ্টরোমাভূদ্ব্যাঘ্রীং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ।

রাজমহিষী এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর নৃপবরকে বচনে বদ্ধ করিয়া বর দানে উদ্যত, ও কামে মুগ্ধ জানিয়া শপথ করাইয়া কামমুগ্ধ বরপ্রদ ভর্ত্তাকে এই কথা বলিলেন॥ ২৯ ॥ মহারাজ! পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের ঘোরতর সংগ্রামের পর বাণাঘাতে ক্ষত বিক্ষত আপনার শরীরের আমি সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলাম, তাহাতে আপনি আমাকে দুইটী বর প্রদান করিতে সম্মত হয়েন, এক্ষণে আমার প্রার্থনা যে আপনি সন্তুষ্টচিত্তে সেই দুইটী বর আমাকে প্রদান করুন্॥ ৩০ ॥ আপনি রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন বলিয়া যে মহা সমারম্ভ করিয়াছেন, এই আয়োজনেই আমার প্রিয়সন্তান ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন্॥ ৩১ ॥ এবং দ্বিতীয় বরে শ্রীরামচন্দ্র বৃক্ষের বল্কল পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গমন করুক্, এই দুই বর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিলাম॥ ৩২ ॥ যদি আপনি সত্যবাদী হয়েন, ও প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান থাকেন, তাহা হইলে রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনে বাস করিতে বিদায় দেউন্। আর আমার পুত্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন্॥ ৩৩ ॥ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর এইরূপ হৃদয় বিদারণ বচন সন্দর্ভ শ্রবণ করিয়া ভয়ে রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন, ফলতঃ ব্যাঘ্রী দর্শনে মৃগ যেরূপ ব্যাকুল হয়, রাজা দশরথও সেইরূপ কৈকেয়ীর নিকট মহা ভীত হইলেন॥ ৩৪ ॥

সীদন্ দুঃখেন মহতা স তেনাভিহতো নৃপঃ।
অসংবৃতায়াং বিমনা ভূমাবুপবিবেশ হ॥ ৩৫ ॥
অহো ধিগিতি চাপ্যুক্ত্বা শোকার্ত্তঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ।
মোহমভ্যগমৎ সদ্যো বাকশল্যাভিহতো হৃদি॥ ৩৬ ॥
চিরেণ তু পুনঃ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্যার্ত্তমানসঃ।
কৈকেয়ীমব্রবীৎ ক্রুদ্ধো দুঃখশোকসমন্বিতঃ॥ ৩৭ ॥
নৃশংসে দুষ্টচারিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি।
কিং কৃতং তব রামেণ ময়া বা পাপদর্শনে॥ ৩৮ ॥
যদতীত্যাপি কৌশল্যাং রামস্ত্বামনুবর্ত্ততে।
তস্যৈব ত্বমনর্থায় কিমর্থং চৈবমুদ্যতা॥ ৩৯ ॥
ত্বং ময়াত্মবিনাশায় ভবনং স্বং প্রবেশিতা।
রাজপুত্রীতি বিজ্ঞায় ব্যালী তীক্ষ্ণমহাবিষা॥ ৪০ ॥

অনুবাদ।

রাজা কৈকেয়ীর এই কথা শ্রবণ মাত্র অতি দুঃখে ব্যাকুলিত মনে যথোচিত অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিষণ্নমনে অনাবৃত ভূমিতলে ধূলাতে উপবেশন করিলেন॥ ৩৫ ॥ নৃপবর কৈকেয়ীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হৃদয় হইয়া আক্ষেপে আপনাকে ধিক্কার দিয়া শোকে অভিভূত হইয়া পৃথিবীতে পড়িলেন, এবং শোকাতুর হইয়া ধিক্ ধিক্ বলিতে বলিতেই মূর্চ্ছিত হইলেন॥ ॥ ৩৬ ॥ নৃপতি বহুক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়া ক্ষুনমনে দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন হইয়া সক্রোধে কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন॥ ৩৭ ॥ হে নিষ্ঠুর হৃদয়ে! হে দুষ্ট স্বভাবে! হে নৃসাংসে কুলঘাতিনি! হে পাপমানসে! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছে? আর আমিই বা তোমার কি ক্ষতি করিয়াছি?॥ ৩৮ ॥ শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যার অপেক্ষাও তোমার অধিক অনুগত, তুমি কি দোষে সেই রামচন্দ্রের এরূপ অমঙ্গল অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইতেছ?॥ ৩৯ ॥ আমি তোমাকে রাজকন্যা বলিয়াই জানিতাম এখন জানিলাম তুমি কালকূটশালিনী কালভুজঙ্গিনী আপনার বিনাশের জন্য তোমাকে আমি আপন ভবনে আনিয়া প্রবেশ করাইয়াছি॥ ৪০ ॥

জীবলোকো যদা সর্ব্বো রক্তো রামগুণৈরয়ং।
অপরাধং কমুদ্দিশ্য ত্যক্ষ্যামীষ্টমহং সুতং॥ ৪১ ॥
কৌশল্যাং বা সুমিত্রাং বা ত্যজেয়মপি বা শ্রিয়ং।
জীবিতং চাত্মনো রামং ন ত্বেনং পিতৃবৎসলং॥ ৪২ ॥
নন্দামি হি প্রিয়ং পুত্রং দৃষ্ট্বা রামমহং সদা।
অপশ্যতস্তঃ ক্ষণং তং মে ন ভবেদিহ চেতনা॥ ৪৩ ॥
তিষ্ঠেল্লোকো বিনা ভূমিং শস্যং বা সলিলং বিনা।
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেয়ুরসবো মম॥ ৪৪ ॥
তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে।
অপি তে চরণৌ মূর্দ্ধ্না স্পৃশাম্যেব প্রসীদ মে॥ ৪৫ ॥
স তেন বাক্যেন মহাপ্রিয়েণ ঘোরেণ রাজা হৃদয়েঽতিবিদ্ধঃ।
আকৃষ্টকল্পো বিমনা বভুব ব্যাঘ্রাভিপন্নো বলবানিবোক্ষা॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ।

যখন জগতীস্থ যাবতীয় জনগণ শ্রীরামের গুণনিকরে অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে, তখন আমি তাহার কি অপরাধ উদ্ভাবন করিয়া প্রিয়তম সন্তানকে অরণ্যপ্রস্থে পরিত্যাগ করিব?॥ ৪১ ॥ আমি কৌশল্যাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, সুমিত্রাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, মনে করিলে রাজলক্ষ্মীকেও বিসর্জ্জন দিতে পারি, আপন প্রাণও পরিহার করিতে পারি, কিন্তু ঈদৃশ পিতৃবৎসল প্রিয়সন্তান শ্রীরামকে কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না॥ ৪২ ॥ নিশ্চয় বলিতেছি যে প্রিয়তম তনয় শ্রীরামকে সন্দর্শন করিয়া আমি সর্ব্বদা আনন্দিত থাকি, একক্ষণ তাঁহাকে না দেখিলে আমার আর চৈতন্য থাকে না, অর্থাৎ একেবারে আমি চৈতন্য রহিত হই॥ ৪৩ ॥ বরং ভূমি ব্যতিরেকে জীবে অবস্থান করিতে শক্ত হয়, সলিল বিরহে শস্যশ্রেণীও জীবিত থাকে, কিন্তু শ্রীরাম ব্যতিরেকে প্রাণ সকল আমার দেহে অবস্থান করিতে পারে না॥ ৪৪ ॥ অতএব হে পাপনিশ্চয়ে! তুমি আপনার এই অমঙ্গল নিশ্চয় প্রতিজ্ঞাকে পরিত্যাগ কর, আমি তোমার চরণযুগলকে মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও॥ ৪৫ ॥ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ভয়ানক অপ্রিয় এই বাক্যরূপ শেল দ্বারা হৃদয়ে অতিশয় বিদ্ধ হইলেন, বলশালী বৃষভ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ধৃত হইলে বিমনা হইয়া যাদৃশ চিন্তিত হয়, তদ্রূপ রাজা এই নিদারুণ বচন শ্রবণে অতিশয় চিন্তিত হইলেন॥ ৪৬ ॥

লোকস্য নাথোঽপি বিপন্ননাথো
ভৃশং গৃহীতো হৃদয়ে তয়ৈবং।
পপাত ভূমৌ চরণৌ পরিস্পৃশন্
প্রসীদ দেবীতি বচোঽভ্যুদীরয়ন্ ।। ৪৭ ।।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে বরযাচনং
নাম নবমঃ সর্গঃ ।। ৯ ।।

অনুবাদ।

বিপদাপন্ন জনগণের রক্ষাকর্ত্তা এবং সমস্ত ধরামণ্ডলস্থ লোকের পালনকর্ত্তা হইয়াও রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা পাইয়া তাহার চরণ দ্বয় স্পর্শ করত ভুমিতে পতিত হইলেন, এবং হে দেবি তুমি আমায় প্রসন্না হও এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন।। ১৭ ।।

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
কৈকেয়ীর বরযাচন নামে নবম সর্গ সমাপন ।। ৯ ।।

দশম সর্গঃ।

অতদর্হং মহারাজং পতিতং পাদয়োরপি।
যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাৎ পরিচ্যুতং॥ ১ ॥
কৈকেয়ী পুনরপ্যেবং ঘোরং বচনমব্রবীৎ।
অনর্থদুঃখসংবিগ্নমভীতা ভয়দর্শনং॥ ২ ॥
কীর্ত্তসে ত্বং সদা সদ্ভিঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।
মম চেমৌ বরৌ দত্ত্বা কিং বিচারয়সি প্রভো॥ ৩ ॥
এবমুক্তস্তু কৈকেয্যা রাজা দশরথস্তদা।
প্রত্যুবাচ পুনঃ ক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্নতিবিহ্বলঃ॥ ৪ ॥
হন্তানার্য্যে মমামিত্রে সকামা ভব কৈকয়ি।
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজকুঞ্জরে॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

যদিও রাজা দশরথের কৈকেয়ীচরণে নিপতিত হওয়া কোনমতেই উচিত নহে তথাপি তিনি সন্তান বাৎসল্য বশতঃ তাহাও অঙ্গীকার করিলেন, যদ্রূপ যযাতি রাজা আপনার পুণ্য সৌজন্য দাক্ষিণ্যাদি বর্ণন করিয়া পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গলোক হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ নৃপবর রাজা দশরথও আপন ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণক্ষয় বিধায় কৈকেয়ীপদে পতিত হইলেন॥ ১ ॥ দুষ্টচেতা, অভীতা কৈকেয়ী স্বপদে পতিত রাজাকে দেখিয়াও সম্মত না হইয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে লাগিল, নিষ্ঠুরা পাপীয়সীর প্রাণে ভয় নাই, রাজা একে অনর্থ দুঃখে কাতর অতিশয় ভীত হইয়াছেন, তাহা দেখিয়াও দয়া যুক্তা হওয়া দূরে থাকুক্ বরং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর বজ্রসম বাক্য কহিতে লাগিল॥ ২ ॥ হে মহারাজ! সর্ব্বদা সাধুলোকে তোমাকে সত্যবাদী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলিয়া থাকেন। আপনি আনন্দচিত্তে আপনমুখে আমায় দুইবর দিবেন কহিয়াছেন, সে কথার বিচার আর কি আছে, যেহেতু এখন মৌন হইয়া বিবেচনা করিতেছেন॥ ৩ ॥ কৈকেয়ী এই দুর্বিনীত বাক্য কহিলে পর রাজা দশরথ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহ্বল ও সক্রোধ হইয়া কৈকেয়ীর প্রতি পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন॥ ৪ ॥ অরে অনার্য্যে শত্রুরূপিণি কৈকেয়ি! কি আক্ষেপের বিষয়! তোমা হইতেই আমার সর্ব্বনাশ হইল, মানব শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামচন্দ্র বনে গেলে আর আমি মরিলেই তুমি সকামা হইবে, অর্থাৎ তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে, নিরপত্রপে তোমাকে আর কি বলিব?॥৫॥

যদা মাং গুরবো বৃদ্ধা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ ।
পরিপ্রক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি কিমহং তদা ।। ৬ ।।
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামেন রামঃ প্রব্রাজিতো ময়া ।
যদি সত্যং বদিষ্যামি হাস্যং তেষাং ভবিষ্যতি ।। ৭ ।।
বালিশো বত কামাত্মা রাজ্যং দশরথো হন্বশাৎ ।
স্ত্রীজিতো যস্ত্যজেৎ পুত্রং প্রিয়ং জ্যেষ্ঠমকারণে ।। ৮ ।।
ইতি মাং গর্হয়িষ্যন্তি স্ত্রীজিতং সর্ব্বসাধবঃ ।
গর্হিতস্য চ মে শ্রেয়ো নেহ নামুত্র বিদ্যতে ।। ৯ ।।
স্ত্রীজিতেন নৃশংসেন রামঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ ।
ময়া চ পিতৃমান্ পুত্রঃ সুমহাত্মা দুরাত্মনা ।। ১০ ।।

অনুবাদ ।

অরে কর্কশশীলে! গুরুজনেরা ও বৃদ্ধ মহাশয়েরা ও গুণিগণেরা এবং বেদাধ্যায়ি মুনি সকলে যখন শ্রীরামচন্দ্রের কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তাহাদিগকে আমি কি বলিব ? ।। ৬ ।। ও পাপীয়সি, তখন কি আমি এই বলিব, যে কৈকেয়ীর প্রিয় কামনা পূরণ করিবার নিমিত্ত আমি শ্রীরামচন্দ্রকে বিপিনবাসে প্রেরণ করিলাম, যদি আমি তাহাদিগের নিকট এই সত্য কথা বলি, তবে তাঁহারা শুনিবা মাত্র আমাকে উপহাস করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।। ৭ ।। তাঁহারা আমাকে অতিশয় অবজ্ঞা করিয়া বলিবেন, যে রাজা দশরথ কি মূর্খ? কি খেদের বিষয় এমন মূর্খ রাজা কেমন করে রাজ্যশাসন করিতেছেন, এমন কামুক স্ত্রীজিত রাজা, স্ত্রীর প্রার্থনায় বশীভূত হইয়া অকারণে প্রাণ প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ তনয় রামকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন ।। ৮ ।। জগতীতলস্থ যাবতীয় সাধুগণে আমায় স্ত্রীপরতন্ত্র বলিয়া চিরকাল নিন্দাবাদ করিবেন, আমি যাবতীয়লোকের নিকট নিন্দিত হইলাম অতএব ইহলোকে এবং পরলোকে নিন্দিত ব্যক্তির কোথাও কল্যাণ নাই ।। ৯ ।। আমি স্ত্রীজিত নৃশংস পুরুষ, আমি অতি দুরাত্মা আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বগুণান্বিত পিতৃভক্ত সুমহাত্মা পুত্ররাম পরিত্যক্ত হইলেন । কি দুঃখের বিষয়, অর্থাৎ আমি স্ত্রীর কথায় যার পর নাই রামহেন পুত্রকে বনে দিয়া দুরাত্মা জনক নামে পরিচিত হইলাম ? ॥ ১০ ॥

ব্রতৈশ্চ ব্রহ্মচর্য্যৈশ্চ গুরুভিশ্চাতিকর্ষিতঃ।
সুখকালেঽদ্য মে পুত্রো বনে কৃচ্ছ্রমবাপ্স্যতি॥ ১১ ॥
অনিযোজ্যৈব তং কৃচ্ছ্রে যদি মে মরণং ভবেৎ।
অনুগ্রহঃ পরো মে স্যাদিতি চাপ্যভিকাঙ্ক্ষতং॥ ১২ ॥
প্রিয়ার্হঞ্চ সুখার্হঞ্চ প্রিয়ং পুত্রং গুণান্বিতং।
কথং বক্ষ্যাম্যহং পাপে বনং গচ্ছেতি রাঘবং॥ ১৩ ॥
নৃশংসমকৃতাত্মানং ক্লীবসত্ত্বং স্ত্রিয়া জিতং।
নিরামর্ষং নিরুৎসাহমল্পবীর্য্যং ধিগস্তু মাং॥ ১৪ ॥
অকীর্ত্তিরতুলা লোকে ধ্রুবঃ পরিভবশ্চ মে।
সর্ব্বভূতেষু চাবজ্ঞা যথা পাপকৃতস্তথা॥ ১৫ ॥
ইতি রাজ্ঞো বিলপতঃ শোকসংবিগ্নচেতসঃ।
অস্তমভ্যগমৎ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্ত্তত॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।

বিবিধব্রতের অনুষ্ঠানও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ওগুরুতর কষ্টসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা রঘুনাথ কৃশতর হইয়াছেন, অদ্য সুখের সময়ে আমার রাম অরণ্যবাসে কষ্টপ্রাপ্ত হইবেন? ॥ ১১ ॥ হে কৈকেয়ি! রামচন্দ্রকে ঈদৃশ ক্লেশরাশিতে নিয়োজিত না করিয়া যদি তুমি আমাকে প্রাণে বিনাশ কর সেও ভাল, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, কেননা ইহাতে আমার পক্ষে তোমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয় ॥ ১২ ॥ অরে পাপাশয়েও কৈকেয়ি! সমস্ত গুণগণে বিভূষিত আ[illegible] প্রিয়পুত্র রাম এবং সকল সুখার্হ, ও প্রিয়ার্হ, এমন রামকে আমি কেমন করিয়া বলিব যে বনে যাও॥ ১৩ ॥ আমি অতি নৃশংস, আমার দেহে কৃতজ্ঞতার লেশও নাই, আমার বল বীর্য্য কোন কার্য্যেরই নহে, আমি রমণীর অধীন, আমার কোন বিবেচনাই নাই, ও কোন বিষয়ে উৎসাহও নাই, বিশেষতো আমার কোন পরাক্রমও নাই, আমি অতি কাপুরুষ, অতএব আমাকে ধিক্‌থাকুক্॥ ১৪ ॥ ইহলোকে আমার চিরকাল স্থায়িনী অকীর্ত্তি দীপ্তিমতী হইয়া রহিল, নিশ্চিত আমার সর্ব্বত্র পরিভব হইবে, আমার যেমন পাপ তেমনি ফল হইবে, অর্থাৎ স্বকৃত পাপে আমি সর্ব্বলোকেই অবজ্ঞাস্পদ হইলাম? ॥ ১৫ ॥ এইরূপে শোক সংবিগ্নমনা রাজা দশরথের বিলাপেই, ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন, অনন্তর ঘোরতরা বিভাবরী বিষধরী ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল॥১৬॥

ত্রিযামাপি ভৃশার্ত্তস্য সা রাত্রিরভবৎ তদা।
তথা বিলপতস্তস্য রাজ্ঞো বর্ষশতোপমা॥ ১৭ ॥
স দীর্ঘমুষ্ণং নিঃশ্বস্য বৃদ্ধো দশরথো নৃপঃ।
করুণং বিললাপার্ত্তো গগণাসক্তলোচনঃ॥ ১৮ ॥
কৈকেয়ি হা নৃশংসাসি যম্মাং বাধিতুমিচ্ছসি।
রাজ্যলোভাৎ ত্বয়া ত্যক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ং॥ ১৯ ॥
হা পুত্র রাম ধর্ম্মাত্মন্ মদ্ভক্ত গুরুবৎসল।
কথং ত্বামল্পপুণ্যোহং পরিত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ং॥ ২০ ॥
হা রাত্রি সর্ব্বভূতানাং জীবিতার্দ্ধাপহারিণি।
নেচ্ছাম্যদ্য প্রভাতাং ত্বামভিযাচে কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২১ ॥
অথবা গম্যতাং শীঘ্রং নেমামিচ্ছামি নির্ঘৃণাং।
অকৃতজ্ঞাং চিরং দ্রষ্টুং কৈকেয়ীং ভর্ত্তৃঘাতিনীং॥ ২২ ॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ কাতর ভাবে যত বিলাপ করিতে লাগিলেন, দুঃখার্ত্ত রাজার সম্বন্ধে সেই রাত্রি যেন শত বৎসরের ন্যায় বোধ হইল, সে যামিনী যেন প্রভাতা হইবে না॥ ১৭ ॥ বৃদ্ধ নরপতি দশরথ তখন দীর্ঘ উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গগণাশক্ত লোচন হইয়া অর্থাৎ সকল শূন্যময় দেখিয়া কাতরমনে করুণ স্বরে অশেষবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ১৮ ॥ হা! কৈকেয়ি! তুমি কি নিষ্ঠুর স্বভাবা, তুমি কি এখনও আমাকে বাধিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তুমি এই ছার রাজ্যভোগের লোভে আমাকে পরিত্যাগ করিলে? তোমার কি আমার প্রতি কিছু মাত্র দয়া নাই? শ্রীরামচন্দ্র বনে গেলে আমি অশংসয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব॥ ১৯ ॥ হা পুত্র রামচন্দ্র! তুমি অতি ধর্ম্মশীল, আমার প্রতি তোমার প্রিয়তমা ভক্তি দীপ্তিমতী রহিয়াছে, তোমার সমান গুরুবৎসল আর কেহই জগতে নাই, আমি অত্যন্ত হতভাগ্য ও অকৃতপুণ্য, নতুবা কি তোমায় পরিত্যাগ করিতে সম্মত হই॥ ২০ ॥ হে রাত্রি! তুমি যাবতীয় জীবগণের পরমায়ুর অর্দ্ধহারিণী হও, আমি আপনার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিতেছি, যে আজি তুমি প্রভাতা হইও না॥ ২১ ॥ অথবা বলিতেছি, আপনি শীঘ্র প্রভাতা হও কেননা আমি আর এই নির্ঘৃণা অকৃতজ্ঞা পতিঘাতিনী পাপীয়সী কৈকেয়ীকে চিরকাল দেখিতে ইচ্ছা করি না। অর্থাৎ তুমি গমন করিলেই রাম বনে গমন করিবেন, রাম বনে গেলেই তৎক্ষণে আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিব সুতরাং আর কালসর্পিণীকে আমার দেখিতে হইবে না॥ ২২ ॥

বিলপ্যৈবং ততো রাজা কৈকেয়ীমুদ্যতাঞ্জলিঃ।
প্রসাদয়ামাস পুনর্ব্বাক্যং চেদমথাব্রবীৎ॥ ২৩ ॥
সাধ্বি বৃদ্ধস্য দীনস্য ত্বদ্বশস্যাল্পচেতসঃ।
শরণাগতস্য শুভে কুরু ত্রাণং প্রসীদ মে॥ ২৪ ॥
কৃতা তে যদি জিজ্ঞাসা ময়ীয়ং চারুহাসিনি।
সত্যমেষ স্বভাবো মে ত্বদধীনোঽস্মি সর্ব্বথা॥ ২৫ ॥
যদ্যদিচ্ছসি সংপ্রাপ্তুং রামপ্রব্রাজনাদৃতে।
সর্ব্বস্বমপি বা প্রাণাংস্তে দদামি প্রসীদ মে॥ ২৬ ॥
শূন্যেন খলু কৈকেয়ি ময়ৈতদ্বাক্যমীরিতং।
কুরু সাধ্বি প্রসাদং মে ভীতস্য শরণার্থিনঃ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ।

তখন রাজা দশরথ এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার কাতর স্বরে বলিতে নাগিলেন॥ ২৩॥ হে পতিব্রতে শুভদায়িনি কেকয়নন্দিনি! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমি অতি দীন তোমার আজ্ঞাবহ রহিয়াছি, এখন আমার আর কোন বুদ্ধি বা বিবেচনা মাত্র নাই, আমি তোমার শরণাগত, আমার প্রতি তুমি প্রসন্না হইয়া এই বিপৎ সমুদ্রে পতিত আমাকে পরিত্রাণ করহ॥ ২৪॥ হে চারুহাসিনি সুবদনি! যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর যে তুমি কার, তাহা আমি সত্য বলিতেছি, আমার স্বভাবই এই যে চিরকাল সর্ব্বতোভাবে তোমার অধীন হইয়া জীবিত রহিয়াছি॥ ২৫॥ শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস ব্যতিরেকে তুমি আমার নিকট যাহা যাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবে আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব, তুমি যদি যথা সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর অথবা আমার প্রাণ লইতে ইচ্ছা কর আমি তাহাও তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও॥ ২৬ ॥ হে সুচরিত্রে কৈকেয়ি! আমি যখন তোমার নিকট এ কথা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তখন আমার প্রাণে কিছু মাত্র ছিল না আমি শূন্য হৃদয়ে কহিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি যথোচিত ভীত হইয়াছি তোমার শরণাগত হইলাম, শরণার্থির প্রতি প্রসন্নতা ভাব প্রকাশ করহ॥ ২৭ ॥

বিশুদ্ধভাবস্য সুদুষ্টভাবা
ভৃশার্ত্তরূপস্য হি তস্য রাজ্ঞঃ।
কৃতাশ্রুপাতস্য তথাভিযাচিতা
ভর্ত্তুর্নৃশংসা ন চকার সাজ্ঞাং ॥ ২৮ ॥
ততঃ স রাজা পুনরেব মূর্চ্ছিতঃ
প্রিয়াং সুদুষ্টাং প্রতিকূলভাষিণীং।
সমীক্ষ্য পুত্রস্য বিবাসকারণং
ক্ষিতৌ বিষণ্ণো বিললাপ দুঃখিতঃ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথবিলাপো
নাম দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।

অসদভিপ্রায়া, নৃশংসা, দুষ্টভাবা, কৈকেয়ী, বিশুদ্ধ স্বভাব পতির অর্থাৎ অতিকাতর নৃপবরের নয়নযুগল হইতেছে, অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে দেখিয়াও তৎপ্রার্থনার অনাদর করিলেন, কোনমতেই তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সম্মতা হইলেন না ॥ ২৮ ॥ তদনন্তর রাজা দশরথ প্রতিকূলভাষিণী দুষ্টমতি প্রেয়সীর কষ্ট জনক বচন শ্রবণে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন, পরে সন্তানের বিবাস কারণ মনে মনে অবধারণা করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বিষণ্ণবদনে ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি-সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথের বিলাপ নামে দশম সর্গঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গঃ।

পুত্রশোকাতুরং দীনং বিসংজ্ঞং পতিতং ভুবি।
বিচেষ্টমানং ভর্ত্তারং কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ॥ ১ ॥
পাপং কৃত্বেব কিমিদং মম দত্ত্বা বরৌ স্বয়ং।
শেষে ক্ষিতিতলে সন্নঃ স্থাতুং সত্যে ত্বমর্হসি॥ ২ ॥
আহুঃ সত্যং পরং ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
সত্যবাগিতি চ জ্ঞাত্বা ময়া ত্বমভিযাচিতঃ॥ ৩ ॥
কপোতায়াভয়ং দত্ত্বা শিবিঃ কিল মহীপতিঃ।
উৎকৃত্য চ স্বমাংসানি দত্ত্বা স্বর্গমিতো গতঃ॥ ৪ ॥
সরিতাঞ্চ পতিঃ সত্যাং মর্য্যাদাং স্থাপিতঃ পুরা।
সময়ং পালয়ন্ বেলাং ন লঙ্ঘয়তি বেগবান্॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ পুত্রশোকে কাতর প্রাণে দীনমনে অচেতনে ভূমিশয়নে নিপতিত হইয়া ধূলায় ধূষরিত হইতেছেন, অভিমানিনী কেকয়কুমারী মহারাণী স্বামির এতাদৃক্ দুরবস্থা দেখিয়াও বলিতে লাগিলেন॥ ১॥ মহারাজ! একি? আপনি স্বয়ং আমায় দুইটী বর প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে এত অনুতাপ কেন? মিথ্যাবাদী পাপী হইবার জন্য কি আমায় বর দিয়াছিলেন, আপনি বরদিয়া আবার ভূমিশয়নে অবসন্ন হইয়া শয়ন করা কি তোমার উচিত? আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপালন করুন, যেমন সত্যবাদী রূপে পরিগণিত আছেন, তদনুরূপ সত্য কার্য্য করাই কর্ত্তব্য॥ ২ ॥ ধর্ম্মপরায়ণ সত্যবাদী মানবেরা সত্যকেই পরমধর্ম্ম বলিয়া কহিয়াছেন, সত্যবাক্য ব্যতীত ধর্ম্ম আর কি আছে? আপনি সত্যবাদী বলিয়াই আমি আপনকার নিকট বরদ্বয় যাচ্ঞা করিতেছি॥ ৩ ॥ পূর্ব্বকালে শিবি নামে রাজা শ্যেনগ্রস্ত এক বিপন্ন পারাবতকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। কপোত শরণাগত হইলে পর যে শ্যেন কপোতকে আহার করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে আপন দেহের মাংস ছেদন করিয়া দিয়া শরণাপন্নকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সত্য পালন করিয়া তিনি ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন॥ ৪ ॥ পূর্ব্বকালে কল্লোলিনীবল্লভ রত্নাকর মর্য্যাদা প্রতিপালনে সত্যেবদ্ধ হইয়াছেন, এজন্য যখন তাঁহার প্রখরতর জল বেগ উপস্থিত হয়, তখনও সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করেন, অর্থাৎ কখন বেগে বেলা অতিক্রম করেন না॥ ৫ ॥

অলর্কশ্চাপি রাজর্ষির্ব্রাহ্মণেনাভিযাচিতঃ।
প্রদায়োৎকৃত্য নেত্রেস্বে নাকপৃষ্ঠমিতো গতঃ॥ ৬ ॥
সত্যপ্রতিজ্ঞস্তস্মাৎ ত্বং প্রাক্ প্রতিজ্ঞায় মে বরৌ।
ন দদাসি চ কস্মাৎ ত্বং লুব্ধঃ কাপুরুষো যথা॥ ৭ ॥
পরিত্যজ সুতং রামং বনবাসায় রাঘবং।
ন করিষ্যসি চেদদ্য বচনং মম কাঙ্ক্ষিতং॥ ৮ ॥
অগ্রতস্তে ততো রাজন্ পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতং।
ছলপাশেন কৈকেয্যা বদ্ধ এবং নরাধিপঃ॥ ৯ ॥
ন শশাক তদা ছেত্তুং বলিঃ প্রাগিব বিষ্ণুনা।
বিবর্ণবদনশ্চাপি বিভ্রান্তনয়নোঽভবৎ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।

অলর্কনামে রাজর্ষিকে এক ব্রাহ্মণ, বঞ্চনা করণপূর্ব্বক সত্যেবদ্ধ করিয়া তাহার দুইটী চক্ষু প্রার্থনা করিয়াছিলেন, রাজা কি করেন সত্যেবদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং নয়নদুইটী উপাড়িয়া ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলেন, সেইকালে রাজা ভূর্লোক হইতে স্বর্গলোক গত হইয়াছিলেন॥ ৬ ॥ মহারাজ! আপনি যাহা প্রতিজ্ঞা করেন প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন, কিন্তু একি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক আপনি আমায় দুই বর প্রদান করিব কহিয়াছেন, এক্ষণে তাহা কেন দিতে কাতর হইতেছেন, লুব্ধ স্বভাব নীচপ্রকৃতি ক্ষুদ্রাশয় কাপুরুষের ন্যায় আপনি কেন এমন কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন॥ ৭ ॥ আমি প্রার্থনা করিয়াছি, রামের বনবাসের জন্য, অতএব রামচন্দ্রকে আপনি পরিত্যাগ করুন্, যদি আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ আজি রামকে অরণ্যে প্রেরণ না করেন॥ ৮ ॥ মহারাজ! তবে আমি এক্ষণে আপনার সমক্ষে এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, এইরূপ অশেষবিধ মায়াজাল বিস্তার করিয়া কৈকেয়ী রাজা দশরথকে আবদ্ধ করিতে লাগিল॥ ৯ ॥ পূর্ব্বকালে বামনরূপী নারায়ণ কর্ত্তৃক বলিরাজা ছলপাশে বদ্ধ হইয়া সেই বন্ধন ছেদনে যেমন অশক্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা দশরথও কৈকেয়ীর ছলরূপ প্রণয় পাশচ্ছেদন করিতে অশক্ত হইলেন, রাজার বদনকমল একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, বিভ্রান্ত নয়ন হইলেন অর্থাৎ নয়ন যুগল ছল ছল করিতে লাগিল॥ ১০

মহাধুর্য্যঃ শ্রমাযুক্তো যুক্তশ্চক্রান্তরে যথা।
বিভ্রান্তচিত্তনয়নো ভ্রষ্টসংজ্ঞোঽতিদুঃখিতঃ॥ ১১ ॥
কৃচ্ছ্রাদেব স ধৈর্য্যেণ সংস্তভ্যাত্মানমব্রবীৎ।
শোকসংরক্তভাম্রাক্ষঃ কৈকেয়ীমভিবীক্ষ্য তাং॥ ১২ ॥
ধিগস্তু পাপশীলে ত্বাং নৃশংসে পতিঘাতিনি।
ত্যজামি ত্বামহং পাপাং নির্ঘৃণাং নিরপত্রপাং॥ ১৩ ॥
ন মে ত্বয়া কৃত্যমস্তি ক্ষুদ্রয়া রাজ্যলুব্ধয়া।
মন্ত্রবচ্চ ময়া পাণির্গৃহীতো যস্ত্যজাম্যহং॥ ১৪ ॥
ত্বৎকৃতে চাপি ভরতং ত্যজাম্যনপকারিণং।
এবং বিলপতস্তস্য রাজ্ঞো দশরথস্য তু॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।

শকটাকর্ষণে চক্রান্তরে নিযুক্ত অত্যন্ত ভারবাহী অনড্বান ভার বহনে কদাচিৎ অশক্ততাপ্রযুক্ত দণ্ডপ্রাপ্তে বিভ্রান্ত চিত্ত ও বিভ্রান্ত নয়ন হয় অর্থাৎ দুঃখিত ভাবে চঞ্চলিত চিত্তে সংজ্ঞাশূন্যহইয়া সজলনলয়নে যেমন চারিদিক্ নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ রাজা দশরথ নৃপচক্রের ভারবাহী হইয়াও কখন শ্রান্ত হয়েন নাই, কিন্তু অদ্য কৈকেয়ীর প্রার্থনায় চেতনা রহিত হইয়া যথোচিত দুঃখিত মনে চঞ্চল নয়নে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন॥ ১১ ॥ যাহাহউক, রাজা অতিকষ্টে আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শোকের মধ্যে উত্থিত কোপে নয়নযুগলকে রক্তবর্ণ করিয়া কৈকেয়ীর প্রতিদৃষ্টি নিক্ষেপকরত বলিতে লাগিলেন॥১২॥ অরে পাপীয়সি! নিষ্ঠুর হৃদয়ে! পতিঘাতিনী কৈকেয়ি!' তোমায় ধিক্ কেননা তোমার লজ্জা নাই, তোমার হৃদয়ে করুণার লেশও নাই, তুমি অতি পাপাশীলা, আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব॥ ১৩ ॥ তুমি অতি নীচাশয়া রাজ্যলোভে এমন নিদরুণ প্রার্থনা করিতেছ, অতএব তোমাকে আমার আর কোন প্রয়োজন নাই, যদিও আমি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বটে, তথাপি তোমার কার্য্যদৃষ্টে তোমায় আমি পরিত্যাগ করিলাম॥ ১৪ ॥ ভরত আমার কোন অপকার করে নাই, কিন্তু তোমার দৌরাত্ম্যে আমি তাহাকেও পরিত্যাগ করিলাম। রাজা দশরথ এইরূপে করুণারস পরিপূর্ণ নানা কথা বলিতে বলিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ১৫ ॥

জগাম সা নিশা কৃৎস্না দুঃখার্ত্তস্য মহাত্মনঃ।
অথোষসি প্রভাতায়াং শর্ব্বর্য্যাং দ্বারমাগতঃ॥ ১৬ ॥
সুমন্ত্রঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বোধয়ামাস পার্থিবং।
সুপ্রভাতা নিশা রাজংস্তবেয়ং ভদ্রমস্তুতে॥ ১৭ ॥
বুধ্যস্ব নরশার্দ্দূল শ্রিয়ং ভদ্রাণি চাপ্নুহি।
পূর্ণচন্দ্রোদয়ে পূর্ণো বর্দ্ধতে সাগরো যথা॥ ১৮ ॥
সর্ব্বর্দ্ধিবিভবৈঃ পূর্ণস্তথা বর্দ্ধস্ব ভূপতে।
যথা রবির্যথা সোম যথেন্দ্রো বরুণো যথা॥ ১৯ ॥
নন্দন্ত্যৃদ্ধ্যা শ্রিয়া চৈব তথা ত্বং নন্দ ভূপতে।
ততঃ স রাজা সূতস্য প্রতিবোধনমঙ্গলং॥ ২০ ॥
শ্রুত্বাতিদুঃখসংতপ্তস্তমাভাষ্যেদমব্রবীৎ।
সূত কিং দুঃখিতং মাং ত্বং মস্তুত্যং স্তোতুমিচ্ছসি॥ ২১ ॥

অনুবাদ।

মহাত্মা রাজা দশরথ শোকে অত্যন্ত কাতর, তাঁহার পরিতাপেই সেই সমস্তরাত্রি গতবতী হইলেন। অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলেপর প্রত্যুষ সময়ে সুমন্ত্র সারথি দ্বারদেশে সমাগত হইলেন॥ ১৬ ॥ সুমন্ত্র প্রাঞ্জলি হস্তে নৃপতিকে প্রবোধিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে গাত্রোত্থান করুন, আপনার মঙ্গল হউক॥ ১৭ ॥ হে নৃপবর! হে নরশার্দ্দূল দশরথ! আপনি প্রবোধযুক্ত হউন, যেমন সম্পূর্ণ শশধর মণ্ডলের উদয় হইলে রত্নাকর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, আপনি তদ্রূপ অশেষবিধ শ্রীলাভ করতঃ সমস্ত কল্যাণে বৃদ্ধ হউন॥ ১৮ ॥ যেমন সূর্য্য ও চন্দ্র, সম্পূর্ণ বিভব দ্বারা পরিশোভিত এবং দেবরাজ ইন্দ্র ও জলাধিপতি বরুণদেব যেমন নানা সম্পত্তিতে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, মহারাজ! আপনিও অশেষবিধ বিভব ও নানা সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া সেইরূপ বর্দ্ধিত হউন॥ ১৯ ॥ হে ভূপতে! ইঁহারা যেমন অশেষ সম্পত্তি দ্বারা ও শোভা দ্বারা আনন্দিত রহিয়াছেন, আপনিও তেমনি আনন্দিত হইয়া কালযাপনা করুন্। অনন্তর রাজা দশরথ সারথির প্রবোধ জনক মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ করিলেন॥ ২০ ॥ শ্রবণানন্তর অতিশয় দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া মহারাজা দশরথ সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। হে সুমন্ত্র সারথে! এ দুঃখের সময় তুমি আর কেন আমায় স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমি আর কি স্তবের যোগ্য আছি, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি আমায় আর বৃথা স্তব করিহ না॥ ২১ ॥

বচোভিরেভির্ভর্ত্তুং মাং ভূয়স্ত্বমনুকৃন্তসি।
সুমন্ত্রস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভর্ত্তুর্দ্দীনস্য ভাষিতং॥ ২২ ॥
সহসা ব্রীড়িতঃ কিঞ্চিৎ তস্মাদ্দেশাদপাগমৎ।
অত্রান্তরে পাপশীলা কৈকেয়ী পুনরব্রবীৎ॥ ২৩ ॥
ভর্ত্তারং বাক্প্রতোদেন সীদন্তং তুদতীব সা।
কিমেবং ভাষসে দীনং বাক্যং সুপ্রাকৃতো যথা॥ ২৪ ॥
রামমাহূয় বিশ্রব্ধং বনায়াদ্য বিসর্জ্জয়।
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোঽসি কুরু মে বচনং প্রিয়ং॥ ২৫ ॥
নায়ং কালো বিষাদস্য ন মোহস্যোপপদ্যতে।
প্রব্রাজ্য রামং ভরতং যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্য চ॥ ২৬ ॥
নিঃসপত্নাঞ্চ মাং কৃত্বা ভবাদ্য বিগতজ্বরঃ।
স তুন্নো বাক্প্রতোদেন প্রতোদেনেব কুঞ্জরঃ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ।

একে আমি কৈকেয়ীর বাক্যরূপ অস্ত্রাঘাতে কাতর হইয়াছি, পুনর্ব্বার তুমিও এই সকল বাক্য দ্বারা আমার মর্ম্ম নিকৃন্তন করিতেছ, রাজাধিরাজ স্বামীর কাতরতাযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্র সারথি॥ ২২ ॥ সহসা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন, ইতোমধ্যে পাপশীলা কৈকেয়ী পুনর্ব্বার রাজাকে বলিতে লাগিলেন॥ ২৩ ॥ ভর্ত্তাকে বাক্যরূপ প্রতোদ প্রহার করিতে লাগিলেন, রাজাও সেই বাক্প্রহারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তথাপি রাজাকে কৈকেয়ী কহিতেছেন, মহারাজ! একি, তুমি প্রাকৃত লোকের মত দুঃখজনক এত কথা কেন বলিতেছেন॥ ২৪ ॥ আজি রামকে আহ্বান করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে তাঁহাকে বনে বিসর্জ্জন করুন, যদি আপনি সত্য প্রতিজ্ঞ হন, তবে আত্মপ্রতিজ্ঞা প্রতিপাদন করতঃ আমার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে যে কথা আমি বলিতেছি তাহা করুন্॥ ২৫ ॥ হে মহারাজ! এখন বৃথা মোহ ও বৃথা বিষাদ কেন করেন, বিষাদ কি মোহ উৎপাদনের সময় নহে, অতি ত্বরাযুক্ত হইয়া অবিলম্বে রামচন্দ্রকে বনবাসার্থে বিদায় দিয়া আমার প্রিয় সন্তান ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন্॥ ২৬ ॥ এইরূপে আমাকে নিঃসপত্ন করিয়া মহারাজ আপনি আজি বিগত জ্বর হও, অর্থাৎ চিন্তা রহিত নিরাপদ হউন্ গজপতি অঙ্কুশ দ্বারা যেরূপ ব্যথিত হয়, দশরথ রাজা কৈকেয়ীর বাক্যবাণে তদ্রূপ বেদনা পাইতে লাগিলেন॥২৭॥

রাজা শোকাগ্নিসংতপ্তঃ সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ।
সত্যপাশনিবদ্ধোঽস্মি সূত বিভ্রান্তমানসঃ॥ ২৮ ॥
রামং দ্রষ্টুমিহেচ্ছামি তঞ্চ শীঘ্রমিহানয়।
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা কৈকেয়ী তদনন্তরং॥ ২৯ ॥
স্বয়মেবাব্রবীৎ সূতং গচ্ছ ত্বং রামমানয়।
যথা চ শীঘ্রমায়াতি তথৈনং ত্বরয় স্বয়ং॥ ৩০ ॥
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতো বিনির্যয়ৌ
মহীপতীন্ দ্বারগতোঽবলোকয়ন্।
বিনির্গতশ্চাপি দদর্শ বিষ্ঠিতান্
উপাগতান্ মন্ত্রিপুরোহিতাংস্তদা॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়্যুপালম্ভো নাম একাদশ সর্গঃ। ১১ ॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ শোকানলে দহ্যমান হইয়া সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন, অরে সারথে! আমি কৈকেয়ীর নিকট সত্যরূপ রজ্জুতে নিবদ্ধ হইয়াছি, এপ্রযুক্ত আমার মনভ্রম জন্মিয়াছে, অর্থাৎ আমি কি করিব, তাহার কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না॥ ২৮ ॥ যাহা হউক্ এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে আমার অভিলাষ জন্মিতেছে, অতএব তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আমার নিকট এই স্থানে লইয়া আইস। রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে এই অনুমতি করিলে পর কৈকেয়ী শ্রবণ করিয়া তদনন্তর॥ ২৯ ॥ কৈকেয়ী আপনিই সারথিকে বলিলেন, হে সূত! তুমি গমন কর, শীঘ্র রামকে লইয়া আইস, যাহাতে রাম অতি ত্বরায় আগমন করেন, তুমি স্বয়ং এরূপ ত্বরাযুক্ত করিবে॥ ৩০ ॥ অনন্তর সুমন্ত্রসারথি ত্বরিত গমনে তথা হইতে নির্গত হইয়া দ্বারদেশে আগত হইয়া দেখিলেন, যে অন্যান্য রাজাগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, দ্বারদেশের বহির্ভাগে নির্গত হইয়া দেখিলেন কি মন্ত্রীগণ কি পুরোহিত বর্গ সকলেই তখন সমাগত হইয়া রাজদর্শন প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছেন॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ীর তিরস্কার নামে একাদশসর্গ সমাপন॥ ১১॥

দ্বাদশ সর্গঃ।

অথ তাং রাত্রিমুষিত্বাঃ প্রধানা নৃপমন্ত্রিণঃ।
পৌরজানপদাশ্চৈব পুরোহিতপুরোগমাঃ॥ ১ ॥
রাজোপস্থানমাগম্য রাজসন্দর্শনার্থিনঃ।
আভিষেচনিকং সর্ব্বং কৃত্বা তস্থুর্নৃপাজ্ঞয়া ॥ ২ ॥
তস্মিন্নহনি পুষ্যেণ সোমে যোগমুপাগতে।
আভিষেচনিকং দ্রব্যং রামার্থমুপকল্পিতং॥ ৩ ॥
শাতকুম্ভঞ্চ রুচিরং ভদ্রাসনমলঙ্কৃতং।
উপকল্পিতমাস্তীর্য্য মৃগরাজস্য চর্ম্মণা॥ ৪ ॥
গঙ্গাযমুনয়োশ্চৈব সঙ্গমাদাহৃতং জলং।
যাশ্চান্যাঃ সরিতঃ পুণ্যাস্তাভ্যশ্চ জলমাহৃতং॥ ৫ ॥
পূর্ব্বপশ্চান্মুখীভ্যশ্চ তির্য্যগগাভ্যশ্চ সর্ব্বশঃ।
সমুদ্রেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সলিলং সমুপাহৃতং॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর প্রধান প্রধান রাজমন্ত্রীরা ও পুরবাসি জন ও জানপদ বাসিরা এবং বশিষ্ঠ পুরোহিতপ্রভৃতি মুনিগণেরা রাজভবনে সকলে আনন্দিত মনে কথায় কথায় সেই রাত্রি যাপন করিলেন॥ ১ ॥ তাঁহারা নৃপতির আরাধনা জন্য সভায় সমাগমন পূর্ব্বক রাজাজ্ঞানুসারে অভিষেকের দ্রব্যসামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎকরিবেন এই প্রত্যাশায় অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২ ॥ সেই দিন নিশানাথের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের সংযোগ হইলে পর শ্রীরামের অভিষেক হইবে বলিয়া তাঁহারা অভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল সজ্জিত করিয়া রাখিলেন॥৩॥ মনোহর সুবর্ণ নির্ম্মিত ভদ্রাসন নানা উপচারে সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া পাতিয়া তদ্দ্বারা অলংকৃত করিলেন॥ ৪ ॥ মনোহর স্বর্ণ কলস সকলে গঙ্গাজল যমুনার জল ও উভয় সঙ্গমের জল এবং অন্যান্য যে সকল পুণ্যা নদী ছিল তাহারও জল সংগৃহীত হইয়াছিল॥ ৫ ॥ যে সকল নদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া জলধির সলিল পুরে নিপতিত হইয়াছে ও যাহারা পশ্চিমাভিমুখে ধাবমানা হইয়া পরিশেষে যে সকল সাগরে মিলিত হইয়াছে, সেই সকল নদী হইতে ও লবণাদি সপ্তসমুদ্র হইতে আনীত জল এবং তীর্য্যগগামিনী নদী সকলের জল যত্নপূর্ব্বক আনয়ন করাইয়াছেন॥ ৬ ॥

ক্ষীরবৃক্ষপ্রবালৈশ্চ পদ্মোৎপলবিমিশ্রিতৈঃ।
পূর্ণকুম্ভাস্ত্বলঙ্কৃত্য কাঞ্চনা উপকল্পিতাঃ॥ ৭ ॥
রুচকা রোচনাশ্চৈব ঘৃতং মধু পয়ো দধি।
তথৈব পুণ্যতীর্থেভ্যো মৃদাপো মঙ্গলানিচ॥ ৮ ॥
চন্দ্রাংশুবিমলঞ্চাপি মণিদণ্ডমলঙ্কৃতং।
চামরং ব্যজনং শ্রীমদ্রামার্থমুপকল্পিতং॥ ৯ ॥
পূর্ণেন্দুমণ্ডলাভঞ্চ শ্রীমন্মাল্যবিভূষিতং।
রামস্য যৌবরাজ্যার্থমাতপত্রং প্রকল্পিতং॥ ১০ ॥
তথা চ গোবৃষঃ শ্বেতঃ শ্বেতশ্চাশ্বঃ প্রকল্পিতঃ।
মত্তো গজবরশ্চৈব শ্রীমাংস্তত্রোপকল্পিতঃ॥ ১১ ॥
অষ্টৌ কন্যাশ্চ মঙ্গল্যা বরাভরণভূষিতাঃ।
বাদিত্রাণি চ সর্ব্বাণি বন্দিনশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ॥ ১২ ॥

অনুবাদ

মন্ত্রীগণেরা ক্ষীরবৃক্ষের নবপল্লব, ও বিকসিত পঙ্কজ ও ফল দ্বারা স্বর্ণময় পূর্ণকুম্ভ সকল অলঙ্কৃত করিয়া চারিদিকে সংস্থাপিত করিলেন॥ ৭ ॥ গোরোচনা হরিদ্রা ঘৃত মধু দুগ্ধ ও দধি সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন, এবং নানা পবিত্র তীর্থ স্থানের মৃত্তিকা ও জল এবং বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য আহরণ করিয়া সজ্জিত করিলেন॥ ৮ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের নিমিত্ত চন্দ্রকিরণের ন্যায় নির্ম্মল মণিবিনির্ম্মিত দণ্ড শ্বেতচামর, ও অন্যান্য ব্যজনাদি সজ্জিত করিয়া রাখিলেন॥ ৯ ॥ জানকী নাথের যৌবরাজ্যের নিমিত্ত সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা বিশিষ্ট এবং বিচিত্র মণি মুক্তাদি মাল্যদ্বারা সুশোভিত আতপত্র অর্থাৎ ছত্রসংস্থাপন করিলেন॥ ১০ ॥ শ্বেতবর্ণ গাভী ও বৃষ, শুক্লাশ্ব, এবং শ্বেতবর্ণ মত্তমাতঙ্গবরকে নানা পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া রঘুনাথের জন্য উপস্থিত রাখিলেন॥ ১১ ॥ কল্যাণদায়িনী অষ্টজন সৎকুলীন কন্যাকে বরণীয় নানা আভরণে বিভূষিত করিয়া রাখিলেন, ও বাদ্যকরদিগকে আনাইয়া চারিদিকে উপস্থিত রাখিলেন, স্তুতি পাঠকের পঙ্করিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সভায় উপস্থিত থাকিল॥ ১২ ॥

ইক্ষ্বাকুরাজাভ্যুচিতং যচ্চান্যদপি কিঞ্চন।
আভিষেচনিকং দ্রব্যং সর্ব্বং তত্রোপকল্পিতং ॥ ১৩ ॥
অথ তে মন্ত্রিণঃ সূতং সুমন্ত্রং সপুরোহিতাঃ।
উচুরভ্যাগতানস্মান্ রাজ্ঞে ত্বাবেদয়েতি বৈ ॥ ১৪ ॥
পশ্যামো ন হি রাজানমুদিতশ্চ দিবাকরঃ।
যৌবরাজ্যাভিষেকশ্চ কৢপ্তো রামস্য ধীমতঃ ॥ ১৫ ॥
ইতি তৈরেবমাজ্ঞপ্তঃ প্রতীহারো মহীপতেঃ।
অব্রবীৎ তানিদং বাক্যং সুমন্ত্রো মন্ত্রিসত্তমান্ ॥ ১৬ ॥
অয়ং পৃচ্ছামি বচনাৎ সুখমায়ুষ্মতাং নৃপং।
রাজসন্দর্শনার্থিত্বমহমাবেদয়ামিবঃ ॥ ১৭ ॥
ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরদ্বারমাসাদ্য স ত্বরান্বিতঃ।
সুমন্ত্রো নৃপতিং সুপ্তং মত্বা ভূয়ো ব্যবোধয়ৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের অভিষেক উপস্থিত হইলে কুলক্রমাগত যে যে দ্রব্য সংগ্রহ করিবার রীতি আছে, রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের উদ্দেশে তৎ সমুদায় ও তদ্ব্যতীত অন্যান্য যাহা কিছু মাঙ্গল্য দ্রব্য সংগ্রহ করা বিধেয় তাহা সমুদয় সংস্থাপিত করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর মন্ত্রীগণ ও বশিষ্ঠ পুরোহিত প্রভৃতি সকলে সুমন্ত্রসারথিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সুমন্ত্র! আমরা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তুমি মহারাজার সমীপে গমন করিয়া এই কথা বল ॥ ১৪ ॥ আমরা কোন্‌কালে আসিয়াছি, এখনও মহারাজের দর্শন নাই দিবাকর উদিত হইলেন, আজি সুবিনীত ধীমান্ শ্রীরামচন্দ্রের যে যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে তাহা কি রাজার মনে নাই ॥ ১৫ ॥ মন্ত্রীপ্রধান সুমন্ত্র নৃপপতির দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে এই অনুমতি করিবামাত্র সারথি তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ১৬ ॥ মহাশয়রা আমায় অনুমতি করিতেছেন, আমি অনায়াসে মহারাজের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিতেছি আপনারা নৃপতির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ ইচ্ছা করিতেছেন, এই মাত্র রাজার নিকট আমি নিবেদন করিব ॥ ১৭ ॥ সুমন্ত্র এই কথা বলিয়া অতি সত্বর অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন, অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, বুঝি মহারাজ এখনও নিদ্রা যাইতেছেন, এই বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার জাগাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নিপুরোগাস্ত্বাং বিবুধা বিবুধোপম।
শিবায় বোধয়ন্ত্বদ্য কল্যাণায় চ মানদ॥ ১৯ ॥
গতা ভগবতী রাত্রি রহঃ শিবমুপস্থিতং।
প্রতিবুধ্যস্ব রাজর্ষে ধর্ম্মকৃত্যানি কারয়॥ ২০ ॥
পুরোধসো মন্ত্রিণশ্চ পৌরজানপদা জনাঃ।
দর্শনং তেঽভিকাঙ্ক্ষন্তি প্রতিবোদ্ধুং নৃপার্হসি॥ ২১ ॥
তং তথা পুনরভ্যেত্য বোধয়ন্তং নরাধিপঃ।
সুমন্ত্রং দুঃখসন্তপ্তস্ত্বরয়ন্নিদমব্রবীৎ॥ ২২ ॥
সুমন্ত্র নাবসুপ্তোঽস্মি রামস্ত ক্ষিপ্রমানয়।
ইতি রাজা দশরথঃ সুমন্ত্রং পুনরন্বশাৎ॥ ২৩ ॥
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা সুমন্ত্রস্ত্বরিতস্তদা।
নির্জগামাথ সম্ভ্রান্তস্তস্মাদ্রাজনিবেশনাৎ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হে বিবুধোপম রাজা দশরথ! আজি আপনার কল্যাণ উন্নতির নিমিত্ত এবং জগতের মঙ্গলার্থ ব্রহ্মা পুরন্দর হুতাশন প্রভৃতি দেবগণেরা আপনাকে প্রবোধিত করাউন্, অর্থাৎ আপনি জাগ্রত হউন্॥ ১৯ ॥ হে রাজর্ষে! আপনি নির্ব্বিঘ্নে শুভদায়িনী যামিনী যাপন করিয়াছেন, এক্ষণে মঙ্গলদায়ক দিবস উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি প্রবোধিত হইয়া, কর্ত্তব্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল সমাপন করুন্॥ ২০ ॥ হে নৃপবর! পুরোহিত মহাশয়রা ও মন্ত্রীগণেরা ও পুরবাসি মাননীয় মানবেরা সকলেই সমাগত হইয়া আপনার সন্দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব এখন প্রবুদ্ধ হইয়া আপনার গাত্রোত্থান করা আবশ্যক বোধ হইতেছে॥ ২১ ॥ সুমন্ত্র আমায় প্রবোধিত করিবার জন্য পুনর্ব্বার আগত হইয়াছে, দেখিয়া রাজা দশরথ অত্যন্ত শোকে সন্তপ্ত হইয়া রামানয়নে সারথিকে সত্বর হইতে বলিলেন॥ ২২ ॥ হে সারথে! আমি নিদ্রিত হই নাই, তুমি অতি শীঘ্র একবার রঘুনাথকে আমার নিকট আনয়ন করহ। নৃপবর একবার বলিয়াও পুনর্ব্বার সারথিকে এই কথার অনুশাসন করিলেন॥ ২৩ ॥ তখন সুমন্ত্র সারথি মহারাজের এই বাক্য শ্রবণমাত্রতই সত্বর গমনে সেই রাজভবন হইতে সসম্ভ্রমে রামচন্দ্রকে আনয়ন জন্য নির্গত হইলেন॥ ২৪ ॥

নিষ্ক্রম্য চৈব ত্বরিতো রামমানয়িতুং তদা।
রথেন জবনাশ্বেন যযৌ রামগৃহং প্রতি ॥ ২৫ ॥
জনৌঘং রাজমার্গস্থং প্রতিব্যূহন্নুপাগতঃ।
শৃণ্বন্ বাচঃ কথয়তাং রামাভিষেকসংহিতাঃ ॥ ২৬ ॥
অদ্য রামো যৌবরাজ্যং লপ্স্যতে পিতুরাজ্ঞয়া।
অহো মহোৎসবোঽস্মাকমদ্যায়ং ভবিতা পুরে ॥ ২৭ ॥
মৃদুর্দান্তঃ পৌরহিতঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
যুবরাজঃ কিলাস্মাকমদ্য রামো ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥
অহোঽদ্যানুগৃহীতাঃ স্মো যৎ সাধুজনবৎসলঃ।
পালয়িষ্যতি নো রামঃ পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।

সারথি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবং শ্রীরামচন্দ্রকে আনয়ন করিবার জন্য অতি সত্বর দ্রুতগামী তুরঙ্গম সংযুক্ত রথে আরোহণ করতঃ রঘুনাথের গৃহ প্রতি গমন করিলেন॥ ২৫ ॥ পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে দেখিলেন যে যূথে যূথে জনসমূহ দলবদ্ধ হইয়া রাজপথে সমাগত, সকলেই রামচন্দ্রের প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার যৌবরাজ্যাভিষেকসূচক কথোপকথন করিতেছে, সুমন্ত্র তাহাদিগের মুখে সেই সকল মনোহারিণী শুভা কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন॥ ২৬ ॥ প্রজাবর্গে কহিতেছে, আজি আমাদিগের কি আনন্দের দিন, মহারাজাধিরাজ পিতা দশরথের আজ্ঞায় শ্রীরামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, আজি আমাদিগের অযোধ্যানগরে কি মহামহোৎসব হইবে॥ ২৭ ॥ আজি আমারদিগের শ্রীরামচন্দ্র যুবরাজ হইবেন, রঘুনাথের কি চমৎকার স্বভাব; অতি নম্র, পরহিতৈষী, সকলেরই মঙ্গল সাধনে সমুচিত যত্ন করেন, অতি জিতেন্দ্রিয় বিশেষতঃ পুরজনগণের প্রতি দয়ার পরিসীমা নাই॥ ২৮ ॥ আজি আমাদিগের কি শুভ দিন, আমাদিগের কি ভাগ্য, ভগবান্ আজি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়াছেন আমরা ভগবানের অনুগ্রহীত হইলাম, কেননা যাবতীয় সাধুলোক সতত যাঁহার প্রশংসা করেন, সেই রঘুকুলপ্রদীপ জানকীনাথ শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইয়া আমাদিগকে ঔরসসন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিবেন॥ ২৯ ॥

ইতি তত্র জনৌঘস্য শৃণ্বন্ বাচঃ সমন্ততঃ।
যযৌ সুমন্ত্রস্ত্বরিতো রামমানয়িতুং গৃহাৎ॥ ৩০ ॥
অথাসসাদ রামস্য স বেশ্মাভ্রচয়োপমং।
দামভির্বরমাল্যানাং প্রালম্বৈঃ সমলঙ্কৃতং॥ ৩১ ॥
মহাকবাটপিহিতং বিতর্দ্দিশতশোভিতং।
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মণিবিদ্রুমতোরণং॥ ৩২ ॥
রামোপবাহ্যঞ্চ গজং মুক্তাহারবিভূষিতং।
কৃতাঙ্গদং চন্দনেন দদর্শৈরাবতোপমং॥ ৩৩ ॥
স বাজিযুক্তেন রথেন সারথিস্তদাগতঃ পৌরজনং প্রহর্ষয়ন্।
বিবেশ রামস্য গৃহং মহর্দ্ধিমন্মহেন্দ্রবেশ্মপ্রতিমং নৃপাজ্ঞয়া॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।

সুমন্ত্র সারথি রঘুনাথকে তদ্গৃহ হইতে আনয়ন করিবার জন্য যাইতেছেন, পথিমধ্যে চারিদিকে পুরবাসী প্রজাগণের মুখে রামাভিষেকের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন॥ ৩০ ॥ অনন্তর তিনি রামচন্দ্রের শরন্মেঘ সমূহ সদৃশ অত্যুচ্চ অট্টালিকাময় প্রাসাদের চারিধারে মনোহর বিচিত্র মালা প্রলম্বিত তদ্দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে সেই পুরী প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩১ ॥ অতি দীর্ঘ দুই কবাট দ্বারা দ্বারদেশ অবরুদ্ধ রহিয়াছে, স্বর্ণময় মণি মাণিক্যে রচিত মনোহর তোরণ শোভিত হইয়াছে চারিদিকে শত শত উত্তম উপবেশনার্থ আসন সকল পাতিত রহিয়াছে, বহির্দ্বারের শোভার সীমা নাই, উহা প্রবালের দ্বারা গুম্ফিত সুতরাং কাঞ্চনরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ৩২ ॥ পুরোভাগে ঐরাবত হস্তীর ন্যায় অতি প্রকাণ্ড এক মাতঙ্গ রহিয়াছে, তাহার সর্ব্ব শরীর চন্দনে লেপন করিয়া মুক্তামালায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের উপবাহ্য অর্থাৎ এই হস্তী আরোহণে তিনি গমনাগমন করেন॥ ৩৩ ॥ সুমন্ত্র বাজিযুক্ত রথারোহণে তথায় উপস্থিত হইল, পুরবাসীরা সকলে তাঁহাকে দেখিয়া অনেক আহ্লাদ প্রকাশ করিল, তিনি নৃপতির অনুমত্যনুসারে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ইন্দ্রালয়ের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন শ্রীরামের বাসভবনে প্রবেশ করিলেন॥ ৩৪ ॥

স তং সমাসাদ্য মহর্দ্ধিমৎ তদা জহর্ষ সূতো মুমুদেঽভিবীক্ষ্য চ।
অনেক রত্নাচিতমত্যলঙ্কৃতং গৃহং বরার্হস্য শচীপতেরিব॥ ৩৫ ॥
উপস্থিতৈর্ম্মাগধসূতবন্দিভিস্তথৈব বৈতালিকসৌখ্যশায়িকৈঃ।
অভিষ্টুবদ্ভির্গুণতো নৃপাত্মজং সমাবৃতং দ্বারপথং দদর্শ সঃ॥ ৩৬ ॥
স সপ্তকক্ষং পুরুষৈরলঙ্কৃতৈর্বিনীতবেশৈর্বহুভিঃ সুরক্ষিতং।
বিবেশ রামস্য মহাত্মনো গৃহং মহীয়মানং নৃপমন্ত্রিসত্তমঃ॥ ৩৭ ॥
সিতোচ্চশৈলোত্তমশৃঙ্গবর্চসং মহাবিমানপ্রতিমং জনৌঘবৎ।
অবার্য্যমাণঃ প্রবিবেশতদ্গৃহং স রাজপুত্রস্য নরেন্দ্রসারথিঃ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে আভিষেচনিকদ্রব্যোপক্ষেপো নাম দ্বাদশ সর্গঃ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

সারথি সুমন্ত্র শ্রীরামচন্দ্রের বাসভবনে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্পত্তি ও শোভা সন্দর্শন করিয়া যথোচিত হর্ষ লাভ করিলেন, কত স্থানে কত রত্ন নির্ভাত হইতেছে ও কত প্রকার প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, মহোদয় রামের ভবন শোভা দেখিয়া মহেন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের স্মরণ হয়॥ ৩৫ ॥ সুমন্ত্র দ্বারপথে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে মগধদেশীয় ও বৈতালিক এবং স্তুতিপাঠক যাহারা কেবল কুশল প্রশ্ন করিতে নিযুক্ত থাকে, তাহারা সকলে চারিদিগে আবৃত হইয়া গুণ সমূহের উদ্ভাবন করতঃ স্তব করিতেছে, এবম্ভূত শ্রীরামচন্দ্রকে সুমন্ত্র দর্শন করিলেন॥ ৩৬ ॥ বিনয়াবনত বিনীতবেশে বিভুষিত বহু সংখ্যক দ্বারপালেরা নৃপকুমার মহাত্মা শ্রীরামের ভবনের সপ্তকোষ্ঠ রক্ষা করিতেছে, রাজমন্ত্রিবর সুমন্ত্র সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন॥ ৩৭ ॥ নৃপ সারথি সুমন্ত্র, কৈলাসপর্ব্বতের শিখরের ন্যায় ধবলবর্ণ, অত্যুচ্চ মহা বিমানবৎ শোভনীয় রাজনন্দনের ভবনে অবারিত ও সমাদৃত হইয়া প্রবেশ করিলেন॥ ৩৮ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য্যাং বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে অভিষেক দ্রব্য সংগ্রহ নামে দ্বাদশ সর্গঃ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গঃ।

জনৌঘকীর্ণাঃ সোঽতীত্য ষট্ কক্ষাস্তস্য বেশ্মনঃ।
সুবিভক্তাং ততঃ কক্ষাং সপ্তমীমাসসাদ হ॥ ১ ॥
যুবভিঃ পুরুষৈর্গুপ্তাং প্রাসকার্ম্মুকপাণিভিঃ।
অপ্রমাদিভিরেকাগ্রৈর্ভক্তিমদ্ভিরলঙ্কৃতৈঃ॥ ২ ॥
তথা কঞ্চুকিভির্বৃদ্ধৈঃ কাষায়াম্বরধারিভিঃ।
রক্ষিতামনহঙ্কারৈঃ স্ত্র্যধ্যক্ষৈর্বেত্রপাণিভিঃ॥ ৩ ॥
তে দৃষ্ট্বৈবাগতং সূতং রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ।
সহভার্য্যায় রামায় প্রণিপত্যান্যবেদয়ন্॥ ৪ ॥
শ্রুত্বৈবাভ্যাগতং তন্তু সূতমভ্যর্চ্চিতং পিতুঃ।
রামঃ প্রবেশয়ামাস সৎকৃত্যালয়মাত্মনঃ॥ ৫ ॥
স তং ঘনদসঙ্কাশং সূপবিষ্টং স্বলঙ্কৃতং।
দদর্শ সূতঃ সৌবর্ণে পর্য্যঙ্কে রাঙ্কবাস্তৃতে॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর সুমন্ত্র ক্রমে জনসমূহে পরিপূর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের বাস ভবনের ছয় প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে সপ্তমকক্ষে উপস্থিত হইলেন, উহা উৎকৃষ্টরূপে বিভক্ত ও পরিবৃত ছিল॥ ১ ॥ ঐ প্রকোষ্ঠে কতকগুলি নানালঙ্কারে ভূষিত, ধনুর্ব্বাণ প্রাসাদি অস্ত্র শস্ত্রধারি রাজভক্ত যুবাপুরুষ নানালঙ্কার ভূষিত একান্তমনে সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে॥ ২ ॥ অপর কতকগুলি অনহংকৃত বৃদ্ধতম কঞ্চুকী রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া হস্তে বেত্র যষ্টি ধারণ করতঃ নিরহঙ্কারমনে অন্তঃপুরিকাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, শ্রীরামের প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর দ্বারপালেরা সুমন্ত্র সারথি আগত হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র যথা জানকীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন তথা গিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিল, হে রাজনন্দন! নৃপসারথি সুমন্ত্র আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন॥ ৪ ॥ রঘুনাথ পিতৃদূত সুমন্ত্রের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে প্রফুল্ল মনে তাঁহাকে সমাদর করিয়া আপনার বাসভবনের মধ্যে লইয়া প্রবেশিত করিলেন॥ ৫ ॥ সুমন্ত্র দেখিলেন, নবীন নীলনীরদ প্রতিম শ্রীরামচন্দ্র রাঙ্কববস্ত্রে আচ্ছাদিত সুবর্ণনির্ম্মিত মণি মাণিক্য খচিত পর্য্যঙ্কে বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আনন্দিত মনে উপবিষ্ট হিয়াছেন॥ ৬ ॥

বরাহরুধিরাভেন সুশ্লক্ষ্ণেন মহাভুজং।
অনুলিপ্তং মহার্হেণ চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥ ৭ ॥
বালব্যজনধারিণ্যা সীতয়া পার্শ্বসংস্থয়া।
সপদ্ময়া সেব্যমানং শ্রিয়েব মধুসূদনং ॥ ৮ ॥
তরুণাদিত্যসদৃশং প্রজ্বলন্তমিব শ্রিয়া।
ববন্দে রামমভ্যেত্য সুমন্ত্রো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৯ ॥
পৃষ্ট্বা চৈনং সুখং প্রশ্নো বিহারশয়নাসনে।
উবাচানন্তরমিদং সুমন্ত্রো রাজশাসনং ॥ ১০ ॥
কৌশল্যা সুপ্রজ দেবী দেবস্ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
কৈকেয়ীসহিতো রাম গম্যতাং যদি রোচতে ॥ ১১ ॥
এবমুক্তঃ সুমন্ত্রেণ রামো রাজীবলোচনঃ।
শিরসা প্রতিগৃহ্যাজ্ঞাং পিতুঃ সীতামথাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

মহাবাহু রামচন্দ্র শূকররুধিরের ন্যায় রক্তবর্ণ, অতি মসৃণ মহামূল্য সদগন্ধ বিশিষ্ট চন্দনদ্বারা সকল শরীর বিলেপন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ পার্শ্বদেশে জানকী চমরীপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজন ধারণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের সেবা করিতেছেন, যেমন পদ্মালয়া লক্ষ্মী বিকশিত কমল তোরণ হস্তে ধারণ করিয়া নারায়ণের সেবা করেন, জানকীকর্ত্তৃক সেব্যমান শ্রীরামচন্দ্রেরূপ তাদৃশ শোভা হইয়াছে ॥ ৮ ॥ সুমন্ত্র সারথি প্রাতঃকালে নবোদিত দিনমণির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন শ্রীমান্ রামচন্দ্রের সমীপে আগত হইয়া বিনয়াম্বিত সুমন্ত্র সারথি শ্রীরামকে বন্দনা করিলেন ॥ ৯ ॥ পরে সারথি বিনীতবচনে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভো রাজকুমার! আপনি সুখেত আছেন? আপনার ক্রীড়া ও শয়ন ও ভোজনের মঙ্গলত? কোন বিঘ্নত নাই? এইরূপে কুশল প্রশ্নের পর রাজনিদেশ তাঁহার শ্রবণ গোচর করাইলেন ॥ ১০ ॥ হে রামচন্দ্র! হে কৌশল্যাত্মজ! তোমার পিতা দশরথ কৈকেয়ীর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করিতেছেন, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে তথায় শীঘ্র গমন করুন্ ॥ ১১ ॥ পদ্মপলাশনয়ন রঘুনাথ সুমন্ত্রের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জানকীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

সীতে দেবশ্চ দেবী চ সমাগমপ্য পরস্পরং।
মম মন্ত্রয়তো ন্যূনং যৌবরাজ্যাভিষেচনং॥ ১৩ ॥
ধ্রুবং মে যততে মাতা কৈকেয়ী মৎপ্রিয়েচ্ছয়া।
অদ্যৈব মে যৌবরাজ্যং প্রতিপাদয়িতুং স্বয়ং॥ ১৪ ॥
নূনং রহসি রাজানং মৎকৃতে ত্বরয়ত্যসৌ।
অথবা সহিতা রাজ্ঞা মাং প্রিয়ং বক্তুমিচ্ছতি॥ ১৫ ॥
যাদৃশী পরিষৎ সীতে দূতশ্চায়ং তথাবিধঃ।
ধ্রুবমদ্যৈব রাজা মাং যৌবরাজ্যে ঽভিষেক্ষ্যতি॥ ১৬ ॥
তস্মাচ্ছীঘ্রমহং গত্বা পশ্যামি জগতীপতিং।
একং রহসি কৈকেয্যা সহাসীনং গতজ্বরং॥ ১৭ ॥
ইতি ভর্ত্তুর্বচঃ শ্রুত্বা সীতা বচনমব্রবীৎ।
গচ্ছার্য্যপুত্র পিতরং দ্রষ্টুং মাতরমেব চ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

হে জনকনন্দিনি সীতে! যখন দেবী দেব একত্র হইয়াছেন, অর্থাৎ জনক জননী একত্রিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতেছেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে আমারই যৌবরাজ্য লাভের পরামর্শ করিতেছেন অত্র সন্দেহ নাই॥ ১৩ ॥ কৈকেয়ী মাতা আমায় অতিশয় ভালবাসেন, তিনিই আজি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত যৌবরাজ্য প্রদান করিব বলিয়া নিশ্চয় মহারাজের নিকট যত্ন করিতেছেন, ইহাই আমার উপলব্ধি হইতেছে॥ ১৪ ॥ আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, যে মাতা ঠাকুরাণী কৈকেয়ী আমাকে শীঘ্র রাজ্য দিবার জন্যই নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া রাজাকে অনুরোধ করিতেছেন, অথবা মহারাজের সহিত একত্রিত হইয়া কোন প্রিয়কথা বলিবার জন্যই বা আমায় আহ্বান করিয়াছেন॥ ১৫ ॥ হে সীতে! মহারাজার সভা যেমন পারিষদও তদ্রূপ, তদুপযুক্ত দূতও আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতেই বোধ হইতেছে, যে অদ্য মহারাজা আমাকে নিশ্চিত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন॥ ১৬ ॥ অতএব আমার আর বিলম্ব করা কোনমতেই বিধেয় নহে, আমি শীঘ্র তথায় গমন করিয়া জগৎপতি পিতাকে সন্দর্শন করি, তিনি বিগতজ্বর হইয়া একাকী নির্জ্জনে ভরতজননী কৈকেয়ীর সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন॥ ১৭॥ জনকদুহিতা সীতা স্বামীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল মনে শ্রীরামকে বলিলেন, হে আর্য্যপুত্র! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই আপনি শীঘ্র গমন করিয়া জনক জননীকে সন্দর্শন করুন্॥ ১৮ ॥

ইত্যুক্ত্বা সাঞ্জলিষ্কৃত্বা রামং সম্প্রস্থিতং তদা।
আদ্বারমনুবব্রাজ সীতা ভর্ত্তৃবশানুগা॥ ১৯ ॥
তাং নিবর্ত্ত্য ততো রামো নির্জ্জগাম ত্বরান্বিতঃ।
পিতরং দ্রষ্টুমাহূতঃ কৈকেয্যা সহিতং রহঃ॥ ২০ ॥
বিনির্গত্য চ তস্মাৎ স গৃহাদনুপমদ্যুতিঃ।
দদর্শার্থিজনং দ্বারি স্থিতং দর্শনলালসং॥ ২১ ॥
স সর্ব্বানর্থিনো দৃষ্ট্বা সমেত্য প্রতিনন্দ্য চ।
যুক্তমেব রথং রৌপ্যমারুরোহ ত্বরান্বিতঃ॥ ২২ ॥
মুষ্ণন্তমিব চক্ষুংষি প্রভয়া মেঘনাদিনং।
করেণুশিশুকল্পৈশ্চ যুক্তং পরমবাজিভিঃ॥ ২৩ ॥
হর্য্যশ্বযুক্তং ভগবান্ স্বরথং মঘবানিব।
তমারুহ্য যযৌ রামঃ শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

জানকী প্রাঞ্জলি হস্তে রঘুনাথকে এই কথা বলিলে পর তিনি গমন করিলেন, স্বামীবশবর্ত্তিনী সীতাও শ্রীরাম গমন করিলে পর দ্বারদেশপর্য্যন্ত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন॥ ১৯ ॥ তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র জানকীকে পশ্চাদ্গমন হইতে নিবৃত্ত করিয়া পিতার আহ্বানক্রমে ত্বরিত গমনে নির্জ্জন প্রদেশে মাতা কৈকেয়ীর সহিত পিতৃ সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন॥ ২০ ॥ নিরুপমেয়কান্তি বিশিষ্ট রঘুনাথ স্বীয় বাসভবন হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন যে দ্বারদেশে কতিপয় যাচক রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার প্রত্যাশায় সকলে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান্ রহিয়াছে॥ ২১ ॥ তখন রঘুবর সেই সকল যাচকদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন, এবং সমাদর বচনে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ত্বরিত গমনে আপনার উপযুক্ত রৌপ্য নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিলেন॥ ২২ ॥ রথবরের কি প্রভা! এমনি ঝক্মক্ করিতেছে যে কোন প্রকারেই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না, মেঘরবের ন্যায় চক্রধ্বনি হইতেছে, এবং হস্তীশাবকের ন্যায় কয়েকটী অশ্ববর তাহাতে নিযোজিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃত হস্তী বলিলেই হয়॥ ২৩ ॥ ভগবান্ সুরপতি, আপন রথে শ্বেতবর্ণ ঘোটক নিযুক্ত করিয়া গমন করিলে যে রূপ শোভিত হয়েন, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রও আপন শোভমান রথে আরোহণ করিয়া গমন কালীন পরম শোভিত হইলেন॥ ২৪ ॥

স তেন রথমুখ্যেন পর্জন্যসমনাদিনা।
বিনির্যযৌ স্বভবনাৎ সিতাভ্রাদিব চন্দ্রমাঃ॥ ২৫ ॥
ছত্রচামরপাণিস্তং প্রযান্তং লক্ষ্মণস্তদা।
অন্বারুরোহ দেবেন্দ্রমুপেন্দ্র ইব হর্ষয়ন্॥ ২৬ ॥
ততো হলহলাশব্দ স্তুমুলঃ সমপদ্যত।
দৃষ্ট্বৈব রামমায়ান্তং রথেন রথিনাং বরং॥ ২৭ ॥
হর্ষাৎ তেন জনৌঘেন সহসা সমুদীরিতঃ।
স শব্দঃ পুরয়ামাস দিশোঽথ বিদিশস্তথা॥ ২৮ ॥
প্রহর্ষবদ্ভিঃ পুরবাসিভির্জনৈঃ সভাজ্যমানঃ প্রিয়শব্দবাদিভিঃ।
করাগ্রদৃষ্টিস্মিতভাষিতেঙ্গিতৈর্যযৌ জনৌঘং প্রতিপূজয়ন্ শনৈঃ। ২৯।
ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামাহ্বানং
নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।

রঘুনাথ পর্জ্জন্যনাদি রথে অর্থাৎ মেঘের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি বিশিষ্ট সেই রথবরে আরোহণ করিয়া আপন ভবন হইতে নির্গত হইলেন, ফলতঃ শুভ্রমেঘমালা হইতে গমন করিলে চন্দ্রমার যাদৃশ শোভা হয়, শ্রীরাম গমন সময়ে তাহার ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন॥ ২৫ ॥ শ্রীরামচন্দ্র রথে আরোহণ করিলে পর লক্ষ্মণ ছত্র ও চামর হস্তে তাঁহার পশ্চাৎ রথে আরোহণ করিলেন, উপেন্দ্র পশ্চাৎ গমন করিলে দেবেন্দ্র যাদৃশ আনন্দিত হন, লক্ষ্মণকে পশ্চাতে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রও তাদৃশ প্রীতিযুক্ত হইলেন॥ ২৬ ॥ অনন্তর সুরথী রঘুনাথ রথারোহণে আগমন করিতেছেন দেখিয়া আগন্তুক যাবতীয় পুরবাসীরা আনন্দে হলহলা শব্দে মনকে প্রফুল্ল করিতে লাগিল॥ ২৭ ॥ পুরবাসি জন সমূহেরা আনন্দ হেতু সহসা যে শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল, সেই শব্দ দ্বারা দিক্ ও বিদিক্ সমুদায় একেবারে শব্দিত হইয়া গেল॥ ২৮ ॥ পৌরজনেরা আহ্লাদিত চিত্তে প্রিয় বচন উচ্চারণ করতঃ শ্রীরামের কল্যাণ গান করিতে লাগিলেন শ্রীরামও অঙ্গুলি চালন দৃষ্টিপাত স্মিতহসিত ও প্রিয় ভাষিতদ্বারা জনসমূহের সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে অল্পে অল্পে গমন করিতে লাগিলেন॥ ২৯ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
রামের আহ্বান নামে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপন॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ সর্গঃ।

অথ রামো রথগতঃ পূজ্যমানঃ সমন্ততঃ।
পৌরৈরঞ্জলিমালাভিরনুগৈঃ পথি সংস্থিতৈঃ॥ ১ ॥
শুশ্রাব রামঃ শতশো বাচঃ পৌরজনেরিতাঃ।
আশ্মাভিষ্টবসংযুক্তাঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনাঃ॥ ২ ॥
অদ্য রাজ্ঞা স্বয়ং দত্তাং রামো রাজীবলোচনঃ।
স্বগুণোপার্জ্জিতাং ধর্ম্ম্যামতুলাং প্রাপ্স্যতি শ্রিয়ং॥ ৩ ॥
অর্হত্যেষ শ্রিয়ং প্রাপ্তুং পৃথিব্যাং বাসবোপমঃ।
রাজ্ঞঃ সকাশাদ্গুণবান্ মানমর্হতি রাঘবঃ॥ ৪ ॥
যদি নাম ভবেদ্রামো রাজা নঃ পরিরক্ষিতা।
ভুবি মোদামহে তদা যথা স্বর্গনিবাসিনঃ॥ ৫ ॥
যদি নঃ সুকৃতং কিঞ্চিদ্যদি দত্তং হুতং যদি।
ফলেন তেন রাজায়ং রামো ভবতু রক্ষিতা॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, পশ্চাৎগামি পুরবাসি লোকেরা কৃতাঞ্জলিপুটে পথের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া রঘুনাথের গুণানুবাদ গানকরতঃ পূজা করিতে লাগিল॥ ১ ॥ যাহা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে পুণ্য সঞ্চয় হয়, নগরস্থ সমস্ত লোক শ্রীরামের প্রতি এইরূপে স্তুতিগর্ব্ভ বচন সমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিল, রঘুনাথ শত শত প্রকার স্তোত্র কথা শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন॥ ২॥ আজি মহারাজা দশরথ স্বয়ং পদ্মপলাশ লোচন শ্রীরামচন্দ্রকে যুবরাজ করিবেন, রামচন্দ্র আপন গুণগণে ও সৌজন্যে নিরুপমা রাজশ্রী লাভ করিবেন॥ ৩ ॥ ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষমতা সম্পন্ন গুণবান্ শ্রীরামচন্দ্র সসাগর ধরামণ্ডলের ভার গ্রহণে সমর্থ বলিয়াই মহারাজ সমাদর পূর্ব্বক তাহাকে এই সম্মান প্রদান করিবেন॥ ৪ ॥ যদি আমাদিগের ভাগ্যক্রমে শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইয়া পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে আমরা স্বর্গবাসি অমরগণের ন্যায় এই অবনিমণ্ডলে বাস করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতালাভ করিব॥ ৫ ॥ যদি আমরা কখন কোন পুণ্যকর্ম্ম করিয়া থাকি, অথবা কখন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, তবে আমাদিগের সেই পুণ্যফলে যেন পরম দয়ালু শ্রীরামচন্দ্র রাজা হইয়া আমাদিগের রক্ষা কর্ত্তা হউন॥ ৬ ॥

ন কৃচ্ছ্রজীবী ভবিতা ন দুঃখী ভুবি কশ্চন।
যদি রাজা যৌবরাজ্যে রামমদ্যাভিষেক্ষ্যতি ॥ ৭ ॥
ইতি রামঃ শুভা বাচঃ শৃণ্বন্ পৌরজনেরিতাঃ।
রাজমার্গে সুসংহৃষ্টো জগাম ভবনং পিতুঃ ॥ ৮ ॥
বাতায়নগতাশ্চৈনং যান্তং পৌরজনস্ত্রিয়ঃ।
দদৃশুঃ প্রশশংসুশ্চ স্বগুণৈরনুরঞ্জিতাঃ ॥ ৯ ॥
পিতামহৈরাচরিতং তথৈব প্রপিতামহৈঃ।
অনুবর্ত্তিষ্যতে বৃত্তং রামো গুণগণান্বিতঃ ॥ ১০ ॥
যথা পিতামহেনাস্য বয়ং পিত্রা চ পালিতাঃ।
তথাধিকতরং রামঃ পালয়িষ্যতি নো ধ্রুবং ॥ ১১ ॥
অলঞ্চ নোঽদ্য ভুক্তেন প্রিয়ৈরর্থৈরলঞ্চ নঃ।
তাবদ্যাবদ্যৌবরাজ্যং রামোঽয়ং প্রাপ্তবানিতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

আজি যদি রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত করেন তবে জগতে আর কেহই কষ্টে জীবিকা করিবেক না, কাহার কোন দুঃখ থাকিবেক না সকলেই মনের সুখে পরম কৌতুকে কালযাপনা করিতে পারিবেক ॥ ৭ ॥ জানকীনাথ পথিমধ্যে পুরবাসি প্রজার এইপ্রকার শুভসূচক প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পরম পুলকিত মনে রাজভবনে জনকের সন্নিধানে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥ পুরবাসিনী কামিনীগণেরা বাতায়নতলে দণ্ডায়মানা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, শ্রীরাম সময়োচিত বিনীত ভাবে গমন করিতেছেন দেখিয়া তাহারা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৯ ॥ পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা যাহা আচরণ করিয়াছেন, গুণনিধান শ্রীরামচন্দ্র আপন গুণে তাঁহাদিগের অনুগমন করিতেছেন ॥ ১০ ॥ যেমন ইঁহার পিতামহ মহাশয় আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন ইহার পিতা দশরথ যে রূপে প্রতিপালন করিতেছেন, ইনিও সেইরূপ বা তাহা হইতেও অধিকতররূপে প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিবেন ॥ ১১ ॥ আজি শ্রীরামচন্দ্র যে পর্য্যন্ত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত না হয়েন, তদবধি আমাদিগের আহারের প্রয়োজন নাই, এবং অলংকারাদি পরিধানাদিরও আস্থা নাই, কেবল এই চিন্তা হইতেছে, যে কতক্ষণে রঘুনাথ যুবরাজা হইবেন, আমরা দেখিয়া নয়নকে সুতৃপ্ত করিব ॥ ১২ ॥

অহো হি নঃ প্রিয়তরং কার্য্যমন্যন্নবিদ্যতে।
রামাভিষেকাদন্যত্র জীবিতাদপি চ প্রিয়াৎ॥ ১৩ ॥
ত্বয়া পুত্রেণ কৌশল্যা দেবী নন্দতু রাঘব।
প্রিয়মৃদ্ধামবাপ্নোতু সীতা রাম সহ ত্বয়া॥ ১৪ ॥
যৌবরাজ্যমবাপ্য ত্বং পিতৃদায়াদ্যমীপ্সিতং।
জিতামিত্রঃ সুখী রাম দীর্ঘমায়ুরবাপ্নু হি॥ ১৫ ॥
ইতি রামং তদা দৃষ্ট্বা যান্তং পিতৃনিবেশনং।
জালবাতায়নগতা ঊচুঃ পৌরজনস্ত্রিয়ঃ॥ ১৬ ॥
এতাশ্চান্যাশ্চ বিবিধা স্তূদাসীনকথাঃ শুভাঃ।
শৃণ্বন্ রামো যযৌ শ্রীমাংস্তদা রাজনিবেশনং॥ ১৭ ॥
ন তস্মাৎ পুরুষঃ কশ্চি ন্নারী নরকুঞ্জরাৎ।
দৃষ্টিং শক্নোত্যপাক্রষ্টুং ন মনস্তদ্গুণৈর্হৃতং॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক কার্য্য ব্যতিরেকে আমাদিগের আর প্রিয়তর কার্য্য কি আছে, রামাভিষেক ব্যতিকে জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করি না॥ ১৩ ॥ হে রঘুকুলাবতার শ্রীরাম! কৌশল্যা দেবী তোমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার ঈদৃশ সন্তান তিনি সর্ব্বদাই আনন্দিত থাকুন্, হে রাম! জনকদুহিতা সীতা তোমার সহিত অতুল্য সম্পত্তি লাভ করুন্॥ ১৪ ॥ হে রামচন্দ্র! তুমি পিতৃ পিতামহাদির ক্রমাগত প্রার্থিত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া যুবরাজ হও, তুমি রাজা হইলে জগতে কাহারও শত্রুভাব থাকিবে না, আমরা সকলেই পরম সুখে কাল যাপন করিব, এবং তুমি চিরজীবী হইয়া পরম আনন্দ লাভ কর॥ ১৫ ॥ রঘুনাথ পিতৃভবনে গমন করিতেছেন, দেখিয়া গবাক্ষ দেশে উপবিষ্টা পুরনারীগণেরা তাঁহার প্রতি এই প্রকার সন্তোষজনক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন॥ ১৬ ॥ তখন শ্রীমান্ রামচন্দ্র এই সকল ও এতদ্ব্যতিরিক্ত নানা লোকের নানা প্রকার শুভসূচক কথা শ্রবণ করিতে করিতে প্রীত মনে রাজ ভবনে প্রবেশ করিলেন॥ ১৭ ॥ কি নর কি নারী কেহই সেই নরোত্তম শ্রীরামের মুখমণ্ডল হইতে আপন আপন নয়নকে অপকর্ষণ করিতে শক্ত হইলেন না, এবং তাঁহার গুণগণ দ্বারা সকলেরই মন অপহৃত হইয়াছিল, সেই মনকেও কেহ রামের নিকট হইতে প্রত্যাকৃষ্ট করিতে পারিলেন না॥ ১৮ ॥

স সর্ব্বেষাং হি বর্ণানাং চতুর্ণামপি রাঘবঃ।
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরো বভূব গুণসাগরঃ॥ ১৯ ॥
স রাজকুলমাসাদ্য মহেন্দ্রভবনোপমং।
অবতীর্য্য রথাত্তস্মাৎ প্রবিবেশ শ্রিয়া জ্বলন্॥ ২০ ॥
স সর্ব্বাঃ সমতিক্রম্য কক্ষা দশরথাত্মজঃ।
সন্নিবার্য্য জনং সর্ব্বং রামোঽন্তঃপুরমাবিশৎ॥ ২১ ॥
ততঃ প্রবিষ্টে পিতুরন্তিকং তদা
জনঃ স সর্ব্বোঽনুগতো নৃপাত্মজে।
চকাঙ্ক্ষ তস্যৈব বিনির্গমং পুন
র্যথোদয়ঞ্চন্দ্রমসো মহোদধিঃ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামোপযানং নাম
চতুর্দ্দশ সর্গঃ॥ ১৪॥

অনুবাদ।

অশেষ গুণনিধান শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কি শূদ্র এই চারি বর্ণেরই প্রাণ হইতেও প্রিয়তর হইয়াছিলেন॥ ১৯ ॥ অনন্তর তেজঃ পুঞ্জ কলেবর রঘুবর ইন্দ্রালয়ের ন্যায় রাজভবনে উপস্থিত হইয়া সেই রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সুবেশে তথায় প্রবেশ করিলেন॥ ২০ ॥ নৃপকুমার শ্রীরামচন্দ্র ক্রমে রাজবাটীর সকল কক্ষাকে অতিক্রম করিয়া তথা হইতে সকল লোককে অপসৃত করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ২১ ॥ অনন্তর শ্রীরাম-চন্দ্র জনকের সন্নিধানে প্রবেশ করিলে পর সকল লোকেই রাজকুমারের প্রতি অনুগত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার বিনির্গমন আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন, যেমন মহা সমুদ্র চন্দ্রমার উদয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন তদ্রূপ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
রামের আগমন নামে চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপন॥ ১৪॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

স দদর্শাসনে রাম আসীনং পিতরং তদা।
কৈকেয়ীসহিতং দীনং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥ ১ ॥
স তস্য চরণৌ পূর্ব্বং প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
ততো ববন্দে প্রণতঃ কৈকেয্যাস্তদনন্তরং ॥ ২ ॥
সৌমিত্রিরপি চাভ্যেত্য পিতুঃ পাদাবনন্তরং।
ববন্দে পরমপ্রীতঃ কৈকেয্যা বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩ ॥
স্থিতং সংপ্রশ্রিতং দৃষ্ট্বা রামং দশরথো নৃপঃ।
নাশক্নোদপ্রিয়ং বক্তুং প্রিয়ং পুত্রমনাগসং ॥ ৪ ॥
রামেত্যুক্ত্বা তু বচনং বাস্পবেগজড়ীকৃতঃ।
নাশক্নোৎ পরতো বক্তুং নেক্ষিতুং দয়িতং সুতং ॥ ৫ ॥
তমপূর্ব্বং পিতুর্দৃষ্ট্বা বিকারং পরিশঙ্কিতঃ।
রামোঽপ্যুদ্বেগমাপেদে পদা স্পৃষ্টেব পন্নগং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র তখন পিতৃ সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন যে পিতা দশরথ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, বিমাতা কৈকেয়ী সমীপে অধোমুখে রহিয়াছেন, অত্যন্ত দীন সকাতর মন, ম্লানবদন সজলনয়ন এবং বাগ্যুত আছেন ॥ ১ ॥ রঘুনাথ প্রথমেই পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া, অনন্তর বিমাতৃ সন্নিধানে গমন করত প্রণাম বন্দনা করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণও অতি বিনীতভাবে প্রসন্ন মনে আগত হইয়া প্রথমে পিতৃ চরণদ্বয়, পরে বিমাতৃ চরণ যুগল বন্দনা করিলেন ॥ ৩ ॥ রাজা দশরথ প্রিয়পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া কোনমতে বিনা কারণে সহসা অপ্রিয় কথা বলিতে সাহস করিতে পারিলেন না ॥ ৪ ॥ হা রাম! এই কথা বলিয়াই রাজা শোকাবেশে জড়ীভূত হইয়া গেলেন, আর অন্য শুভাশুভ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, এবং প্রাণ সমান প্রিয়সন্তানের প্রতি নেত্রপাত করিতেও পারিলেন না ॥ ৫ ॥ শ্রীরামচন্দ্র পিতার এই অভূত পূর্ব্ব অদ্ভুত বিকার দর্শনে মনে মনে অতিশয় শঙ্কিত কেমন হইলেন, না পদদ্বারা সর্প আঘাতিত হইলে মনুষ্যের মনে সর্পের প্রতি যেমন ক্ষোভ জন্মে, রঘুনাথের তাদৃশ মনে উদ্বেগ জন্মিল ॥ ৬ ॥

অপ্রসন্নেন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা শোকসন্তাপবিহ্বলং।
নিঃশ্বসন্তং যথা নাগং দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বসন্॥ ৭ ॥
উর্ম্মিমালিনমক্ষোভ্যং ক্ষোভিতং সাগরং যথা।
উপপ্লুতমিবাদিত্যমুক্তানৃতমৃষিং যথা॥ ৮ ॥
অনিমিত্তং বিকারং তং দৃষ্ট্বা রামঃ পিতুস্তদা।
বভুবঃ সংক্ষুব্ধতরঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি॥ ৯ ॥
চিন্তয়ামাস চ তদা রামঃ পিতৃহিতে রতঃ।
কিংনিমিত্তময়ং রাজা মাং ন শক্নোতি বীক্ষিতুং॥ ১০ ॥
উক্ত্বা রামেতি কস্মাচ্চ নোত্তরং প্রতিপদ্যতে।
কচ্চিন্ময়া নাপকৃতমজ্ঞানাদ্রাঘবেন বা॥ ১১ ॥
অন্যদা স্বেষ মাং দৃষ্ট্বা কুপিতোঽপি প্রসীদতি।
অস্যাদ্যৈব তু মাং দৃষ্ট্বা কেনায়াসোঽয়মীদৃশঃ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র পিতা দশরথকে অবসন্ন ইন্দ্রিয় দেখিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্ফূর্ত্তি রহিত এবং শোকে অভিভূত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ এবং উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন॥ ৭ ॥ অক্ষোভ্য অগাধ গম্ভীর জলনিধি ক্ষোভিত হইয়া তরঙ্গিত হইলে যেমন হয়, দিবাকরের গ্রহণ দশা উপস্থিত হইলে যেমন স্তব্ধ হন, সত্যবাদী ঋষিরা মিথ্যা কথা উচ্চারণ করিলে যেমন ক্ষোভিত হন॥ ৮ ॥ শ্রীরামচন্দ্রও নিষ্কারণে পিতার এইরূপ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া বিচলিত মন হইলেন, অর্থাৎ পর্ব্বদিবসে সমুদ্র যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া যায় রামও তাদৃশ ক্ষোভিততর হইলেন॥ ৯ ॥ পিতৃবৎসল অর্থাৎ পিতৃভক্তিপরায়ণ রঘুনাথ তখন আপনার মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে এ কি? কি নিমিত্ত পিতা আমার এমত অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, এবং আমার প্রতি নয়নপাত করিতেও শক্ত হইতেছেন না॥ ১০ ॥ একবার মাত্র আমাকে রাম বলিয়াই বাগ্যত হইয়া থাকিলেন, দ্বিতীয়বার আর শুভাশুভ কোন কথাই বলিলেন না, আমি পিতার নিকট অজ্ঞান বশতও কোন দিন কোন কিছু অপরাধ করি নাই?॥ ১১ ॥ অন্যান্য সময়ে পিতা রোষান্বিত থাকিলেও আমাকে দেখিলে প্রসন্ন হইতেন, অদ্য পিতার এমন বিকৃতি দশা উপস্থিত কেন হইল যে আমাকে দেখিয়াও প্রসন্ন হইতেছেন না॥ ১২ ॥

স তদা পিতুরায়াসমপূর্ব্বং পিতৃবৎসলঃ।
দৃষ্ট্বা সঞ্চিন্তয়ামাস তৎতদুদ্বিগ্নমানসঃ॥ ১৩ ॥
স দীন ইব শোকার্ত্তো বিষণ্ণবদনস্ততঃ।
কৈকেয়ীমভিবীক্ষ্যৈবং রামো বচনমব্রবীৎ॥ ১৪ ॥
দেবি কিন্নু ময়াজ্ঞানাদপরাদ্ধং মহীপতেঃ।
বিবর্ণবদনো দীনো যেন মাং নাভিভাষতে॥ ১৫ ॥
শারীরো মানসো বাপি কচ্চিদেনং ন বাধতে।
সন্তাপো বাভিঘাতো বা দুর্লভং হি সদাসুখং॥ ১৬ ॥
কচ্চিন্ন ভরতে কিঞ্চিৎ কুমারে পিতৃনন্দনে।
শত্রুঘ্নে বাপ্যকুশলং দেবি মাতৃষু বা পুনঃ॥ ১৭ ॥
কচ্চিন্ময়া নাপকৃতমজ্ঞানাদ্যেন বা পিতা।
কুপিতস্তন্মমাচক্ষ্ব ত্বঞ্চৈনম্মে প্রসাদয়॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

পিতৃভক্ত রঘুনাথ পিতা দশরথের অপূর্ব্বায়াস অর্থাৎ অপূর্ব্বা চেষ্টা অবলোকন করিয়া উৎকণ্ঠিত মনে তাঁহার উদ্বেগ কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন॥ ১৩ ॥ অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র শোকে অভিভূতের ন্যায় হইয়া দীনমনে বিষণ্ণ বদনে বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন॥ ১৪ ॥ হে মাত! আমি অজ্ঞান বশতঃ পিতার নিকট কি কোন বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি? তাহা না হইলেই বা কেন পিতার মুখপদ্ম এমন বিবর্ণ হইয়া গেল, হা পুত্রবৎসল পিতা পুত্র প্রতি এমন ম্লান ভাব অবলম্বন কেন করিলেন, আমায় একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না?॥ ১৫ ॥ পিতার শারীরিক জ্বর জ্বালা বা মনের কোন ক্লেশ অথবা কোন সন্তাপতো উপস্থিত হয় নাই! কোনরূপে অভিঘাতিভত হয়েন নাই? সর্ব্বদা সুখ লাভ দুর্ল্লভ কি জানি আজি পিতার কি হইয়াছে?॥ ১৬ ॥ হে মাতঃ পিতার আনন্দ বর্দ্ধন ভরত শত্রুঘ্নের কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয়ত নাই? আমাদিগের জননীগণের মধ্যে কোন অনিষ্টপাতত হয় নাই॥ ১৭ ॥ আমি অজ্ঞান বশতঃ পিতার নিকট যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি কি মাতৃ ভ্রাতৃদিগের কোন অকুশল চেষ্টা করিয়া থাকি, আর তজ্জন্য পিতা আমার প্রতি ক্রোধন হইয়া থাকেন, তাহা আপনি আমায় বলুন, এবং আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য আপনি পিতাকে অনুরোধ করুন্॥ ১৮ ॥

পিতর্য্যপরিতুষ্টে হি কৃত্বা বা কিঞ্চিদপ্রিয়ং।
নোৎসহে জীবিতুং দেবি সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে॥ ১৯ ॥
যতঃ শরীরস্যোৎপত্তিরস্য মে জীবিতস্য চ।
কথং নামাপ্রিয়ং তস্য কৃত্বা জীবিতুমুৎসহে॥ ২০ ॥
প্রভুঃ শরীরপ্রভবঃ প্রিয়ঙ্কৃদ্দৃত্তিদো বরঃ।
হিতানামুপদেষ্টা চ প্রত্যক্ষং দৈবতং পিতা॥ ২১ ॥
আয়ুর্যশো বলং বিত্তমাকাঙ্ক্ষদ্ভিঃ প্রিয়াণি চ।
পিতৈবারাধনীয়োঽগ্রে দৈবতং হি পিতা মহৎ॥ ২২ ॥
নিন্দ্যশ্চ স্যাৎ কৃতঘ্নশ্চ পাপো নিরয়লোকভাক্।
মনসাপ্যপ্রিয়ং কৃত্বা পিতুরস্য মহাত্মনঃ॥ ২৩ ॥
ন কিঞ্চিৎ পরুষং কচ্চিদভিমানাৎ পিতা মম।
ক্রুদ্ধযোক্তো ভবত্যায়ং যেনাস্যাকুলিতং মনঃ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

যদি পিতার নিকট আমার অল্প পরিমাণেও দোষ প্রকাশ হইয়া থাকে আর তজ্জন্য তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আমি সত্য বলিতেছি তাহা হইলে আর আমি এ জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না॥ ১৯ ॥ যে পিতা হইতে এই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে ও যাহা হইতে আমি জীবন লাভ করিয়াছি, সেই পিতার অপকার করিয়া আবার কি রূপে প্রাণ ধারণ করিতে উৎসাহ করিব॥ ২০ ॥ তিনি আমাদিগের প্রভু, তাঁহার শরীর হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি, কায় মনো বাক্যে এমন প্রিয় কর্ত্তা আর কেহই নাই, আমাদিগের উপজীবিকা প্রদান করিতেছেন, সকল হইতে পিতাই শ্রেষ্ঠ, তিনি আমাদিগকে যাবতীয় হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, অতএব অধিক কি কহিব, পিতা সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ ॥ ২১ ॥ পরমায়ু, যশঃ, সামর্থ্য, সম্পত্তি বা অন্য কোন প্রিয় বস্তু ইচ্ছা করিলে অগ্রে পিতারই আরাধনা করিতে হইবেক, কেননা পিতাই জীবলোকের পরম দেবতা॥ ২২ ॥ এমন জন্মদাতা পিতার অপ্রিয় করিতে যেব্যক্তি মনেতেও কল্পনা করে, সেব্যক্তি সর্ব্বত্রনিন্দনীয় হয়, এবং কৃতঘ্নরূপে পরিগণিত হয় ও সেই পাপাত্মা অন্তে নিরয়লোকে গমন করে॥ ২৩ ॥ হে মাতঃ কৈকেয়ি! আপনি কি অভিমানিনী হইয়া পিতাকে কোন নিষ্ঠুরবাক্য কহিয়াছেন না? ক্রোধ ভরে কি কোন তিরস্কার করিয়াছেন? অনুমান করি তাই করিয়াছ, নচেৎ পিতার মন কেন এমন বিচলিত হইয়াছে?॥ ২৪ ॥

এতদাচক্ষ্ব মে দেবি যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ।
যন্নিমিত্তো বিকারোহয়মপূর্ব্বোহদ্য মহীপতেঃ।। ২৫ ।।
অহং হ্যস্য কৃতে রাজ্ঞো বিশেয়মপি পাবকং।
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি সাগরে।। ২৬ ।।
ধর্ম্মাত্মনা নিযুক্তোহদ্য পিত্রানেন ত্বয়াপিবা।
তবৈব বচনাদ্দেবি নাস্ত্যকার্য্যং বিদ্যতে মম।। ২৭ ।।
যথৈব মে পিতা পূজ্যস্ত্বমপ্যম্ব তথৈব মে।
তস্মাৎ ত্বমেব মাং ব্রূহি যদ্রাজ্ঞোহস্য চিকীর্ষিতং।। ২৮ ।।
কর্ত্তব্যং প্রতিজানীহি ন হি বক্ষ্যাম্যহং মৃষা।
পতেদ্দ্যৌ পৃথিবী শীর্য্যেচ্ছোষং জলনিধির্ব্রজেৎ।। ২৯ ।।

অনুবাদ।

হে দেবি! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমায় সত্য করিয়া বলুন, আজি পিতা মহারাজের অভূত পূর্ব্ব বিকার দেখিতেছি অর্থাৎ পূর্ব্বে কখন এমত ভাব দেখি নাই ইহার নিদান কি?॥ ২৫ ॥ মহারাজাধিরাজ পিতা দশরথের নিমিত্তে আমি অনলেও প্রবিষ্ট হইতে ভীত নহি, তীক্ষ্ণ হলাহল বিষ পানেও পরাংমুখ নহি, এবং অপার সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেও শঙ্কা করি না ॥ ২৬ ॥ ধর্ম্মাত্মা পিতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে, অথবা তুমি মাতা, তোমা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে অদ্য আমি অসাধ্য কি সাধ্য সকল কার্য্যই করিতে পারি, হে মাতঃ! হে দেবি! তুমি যদি আজ্ঞা কর, তবে তোমার বাক্যেতেও সদসৎ কোন কার্য্য আমার অকরণীয় নহে। অর্থাৎ আপনারা যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব।। ২৭ ।। হে মাতঃ! আমার পিতা যেমন পূজনীয়, আপনিও তেমনি মাননীয়া বটেন, অতএব আপনিই আমাকে আজ্ঞা করুন্না কেন, মহারাজার অভিপ্রায় কি?।। ২৮ ।। আপনি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুমতি করিলে আমি সেই কার্য্য অবশ্যই করিব জানিবেন, স্বর্গও যদি ভূমিতলে পতিত হয়, যদি পৃথিবীও বিশীর্ণা হইয়া যায়, ও অগাধ জলধির জল যদিও শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি আমি মিথ্যা কথা বলিব না, অর্থাৎ আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না।। ২৯ ।।

স্বৈরেষ্বপি ন তু ব্রূয়ামনৃতং ক্বচিদপ্যহং।
তমার্জ্জবমনার্য্যা সা বিদিত্বা সত্যবাদিনং॥ ৩০ ॥
উবাচ বাক্যং কৈকেয়ী মন্থরাবাক্যদূষিতা।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে পিত্রা তে রঘুনন্দন॥ ৩১ ॥
শুশ্রূষিতেন প্রীতেন মহ্যং দত্তং বরদ্বয়ং।
ময়ায়ং যাচিতস্তত্র ভরতস্যাভিষেচনং॥ ৩২ ॥
তব নির্ব্বাসনঞ্চৈব বর্ষাণি হি চতুর্দ্দশ।
অদ্যৈব চ ত্বয়া রাম গন্তব্যং বচনাৎ পিতুঃ॥ ৩৩ ॥
বনবাসং সমুদ্দিশ্য নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞং ত্বং পিতরং কর্ত্তুমিচ্ছসি॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।

মাতঃ কৈকেয়ি! আমি কখন কোন বিষয়ে মিথ্যা কথা বলি নাই, বলা থাকুক্ মিথ্যা কাণ্ড মনেও স্মরণ করি নাই। দুর্ম্মতি অনার্য্যশীলা কৈকেয়ী! সরল স্বভাব নৃপকুমার শ্রীরামচন্দ্রকে সত্যবাদী নিশ্চয় জানিয়া॥ ৩০ ॥ মন্থরার বাক্যে যেমন বুদ্ধি কলুষিত হইয়া ছিল, সেই বুদ্ধির অনুসারে সকল কথা রামকে বলিতে লাগিলেন॥ ৩১ ॥ হে রঘুনন্দন! পূর্ব্বকালে তোমার পিতা দেবাসুর সংগ্রামে গিয়াছিলেন, সেইকালে আমি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিলে পর আমা কর্তৃক শুশ্রূষিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে বরদ্বয় প্রদানের অনুমতি করেন, সংপ্রতি তাঁহার নিকট আমি সেই বরদ্বয় যাচঞা করিতেছি এক বর, এই অভিষেক সম্ভারে ভরতের যৌবরাজ্যাভিসেচন॥ ৩২ ॥ আর দ্বিতীয় বরে তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস যাচঞা করিয়াছি, অতএব হে রামচন্দ্র! তোমার আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, সত্যপ্রতিজ্ঞ তোমার পিতা দশরথ, তাঁহার সত্যপ্রতিপালনার্থ তদাজ্ঞাদায় অদ্যই তুমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গমন করহ॥ ৩৩ ॥ যদি তোমার পিতাকে সত্য প্রতিজ্ঞ করিতে তুমি ইচ্ছা কর, তবে নবপঞ্চবর্ষ অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বৎসর উদ্দিশ্য বনবাস করিবার অবধারণ করহ॥ ৩৪ ॥

আত্মানমপি বা কর্ত্তুং যদি সত্যং ব্যবস্যসি।
সপ্ত সপ্ত চ বর্ষাণি ততো বনচরো ভব।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং দিশং হেত্বাঞ্চীরাজিনজটাধরঃ॥ ৩৫ ॥
অসুকরমপি তদ্বচস্তদানীং
ধৃতিমতি সত্ত্ববলব্যপাশ্রয়াৎ।
পিতৃবচননিয়োগযন্ত্রিতোঽসৌ
বনগমনং স তদাধ্যবাস্যত॥ ৩৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামবনগমনাদেশো নাম
পঞ্চদশঃ সর্গঃ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।

যদি তুমি আপনাকেও যথার্থ সত্যবাদী করিয়া জানাইতে ইচ্ছা কর, তথাপি তুমি সপ্ত সপ্তবর্ষের নিমিত্ত অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনচারী হও, তুমি সম্যক্ রাজ্য লালসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃগচর্ম্ম বা গাছের বাকল পরিধান করতঃ জটাধারী হইয়া এ দিক পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করহ॥ ৩৫ ॥ যদিও কৈকেয়ীর এই প্রার্থনা বাক্য তখন অনুপযুক্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ অসুখকর হইয়াছিল, সত্যবটে, কিন্তু ধৃতিমান্ অর্থাৎ ধীর স্বভাব শ্রীরামচন্দ্র আত্ম বল বীর্য্যের সমাশ্রয় করিয়া পিতৃবাক্য নিয়োগরূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া বন গমনকেই নিশ্চয় করিলেন॥ ৩৬ ॥

ইতি চতুর্বিংশতিসাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্রের বনগমনের আদেশ নামে পঞ্চদশ সর্গ সমাপন॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

অথৈতদ্বচনং শ্রুত্বা কৈকেয্যা সমুদাহৃতং।
স্মিতং কৃত্বা ততো রাম ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
এবমস্তু নিবৎস্যামি বনে চীরজটাধরঃ।
চতুর্দ্দশৈব বর্ষাণি প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্ পিতুঃ ॥ ২ ॥
ইদন্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি কিমর্থং মাং স্বয়ং গুরুঃ।
নাজ্ঞাপয়তি বিশ্রব্ধং প্রেষ্যমাত্মবশানুগং ॥ ৩ ॥
মহাননুগ্রহো মে স্যাদাজ্ঞাপ্তস্য মহাত্মনা।
ময়ি ভৃত্যে চ পুত্রে চ কিং রাজ্ঞো দেবি গৌরবং ॥ ৪ ॥
দৈবতং হি প্রভুশ্চৈব পিতা রাজা গুরুশ্চ মে।
অস্যাজ্ঞাং শিরসা গৃহ্য করিষ্যামি যথাত্থ মাং ॥ ৫ ॥
ন চ মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যস্তথ্যং মে বদতো বচঃ।
যাস্যামি ভব সুপ্রীতা বনঞ্চীরজটাধরঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

সমস্ত উদাহরণের সহিত কৈকেয়ী যে কথা বলিলেন, তাহা সমুদয় শ্রবণ করত অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ হে মাতঃ! আপনি যাহা অনুমতি করিলেন, তাহাই হইবে, আমি পিতার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য জটা বল্কলধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর অবশ্য বনে বাস করিব ॥ ২ ॥ হে মাতঃ! কিন্তু আমার এই এক কথা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, যে আমি পিতার অতিশয় বশীভূত এবং বিশ্বাসী, অনুগত প্রেষ্য সন্তান, আমার প্রতি স্বয়ং পিতা কি জন্য বনে গমন করিতে আজ্ঞা করিতেছেন না? ॥ ৩ ॥ মহাত্মা পিতা কর্ত্তৃক আমি আজ্ঞপ্ত হইলে আমার প্রতি তাহার যথোচিত অনুগ্রহ করা হইত, হে মাতঃ! আমি ভৃত্যাধিকও প্রেষ্যপুত্র, আমাকে স্বয়ং অনুমতি করিতে তাঁহার কি সঙ্কোচ আছে? ॥ ৪ ॥ মহারাজা পিতা আমার সাক্ষাৎ দেবতা ও নিয়ন্তা এবং আমার পরম গুরু; আমাকে পিতা যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি সেই পিতৃ আজ্ঞা শিরোপরি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম সম্পাদন করিব ॥ ৫ ॥ হে মাতঃ! আপনি কোনমতে মনস্বিনী হইবেন না অর্থাৎ এ জন্য কিছু খেদ করিবেন না, আমি যথার্থই কহিতেছি, অবশ্য জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিব, আপনি সুপ্রীতা হউন্ অর্থাৎ সন্তুষ্ট চিত্তা হউন্ ॥ ৬ ॥

গুরোরিষ্টস্য বিদুষো ধর্ম্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
পিতুঃ পুত্রঃ কথং নাম ন কুর্য্যান্মদ্বিধো বচঃ॥ ৭ ।
ব্যলীকন্তু মমাস্ত্যেকং হৃদয়ং দহতীব যৎ।
ভরতাভিষেকং রাজা যন্নাজ্ঞাপয়তি স্বয়ং॥ ৮ ॥
অহং হি রাজ্যং দারাংশ্চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ।
স্বয়মেবং প্রযচ্ছেয়ং ভরতায়াভিযাচিতঃ॥ ৯ ॥
ভ্রাত্রে গুণবতে তস্মৈ ভরতায় মহাত্মনে।
ন মেঽস্ত্যদেয়ং কৈকেয়ি পাদৌ সত্যেন তে শপে॥ ১০ ॥
কিং পুনর্ম্মনুজেন্দ্রেণ স্বয়ং পিত্রা নিযোজিতঃ।
প্রদদ্যাং ভরতায়াহমপি জীবিতমাত্মনঃ॥ ১১ ॥
তদাশ্বাসয় রাজানমাত্মানমপি চ স্বয়ং।
গমিষ্যাম্যহমদ্যৈব সুখী ভবতু মে পিতা॥ ১২ ॥
গচ্ছন্তুদ্য পুরাদস্মাৎ শীঘ্রং প্রজবিতৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদুপাবর্ত্তয়িতুং নরাঃ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।

পিতা পরম গুরু ও প্রিয়তম বিদ্বান্ বিচক্ষণ ধর্ম্মশীল এবং মহাত্মা, এবম্ভুত পিতার বাক্য মদ্বিধ পুত্রেরা কেন প্রতিপালন না করিবেক?॥ ৭ ॥ আর এই এক অলীক বাক্যে আমার বড় খেদ হইতেছে, ও তন্নিমিত্ত আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, যেহেতু ভরতের রাজ্যাভিষেকের জন্য আমাকে রাজা স্বয়ং আপনি কেননা আজ্ঞা করিলেন, পিতার আজ্ঞা হইলে রাজ্য ভার্য্যা প্রাণ ও মনোমত ধন সকলি আমি ভরতকে প্রদান করিতাম, কোনমতে অন্যথা করিতাম না॥ ৯ ॥ হে মাতঃ কৈকেয়ি! আপনার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, যে অশেষ গুণগণ মণ্ডিত প্রাণ সমান ভ্রাতা মহাত্মা ভরত, তাঁহাকে আমার কিছুমাত্র অদেয় নাই॥ ১০ ॥ অধিক আর কি বলিব মহারাজাধিরাজ পিতা নিয়োগ করিলে রাজ্য কোন্ ছার, আমি আপনার জীবন পর্য্যন্তও ভরতকে প্রদান করিতে পারি॥ ১১ ॥ অতএব আপনি মহারাজাকে আশ্বাসিত করুন্, এবং আপনিও আশ্বাসযুক্তা হউন্, আমি অবশ্যই বন গমন করিব, পিতা আমার সুখী হউন্॥ ১২ ॥ এই অযোধ্যা নগরী হইতে কতকগুলি বার্ত্তাবহ দূতেরা দ্রুতগামী তুরঙ্গম আরোহণ করিয়া মাতুলালয় হতে ভরতকে আনয়নের জন্য কেকয়দেশে অদ্যই গমন করুক্॥ ১৩ ॥

এষোঽহমদ্য গচ্ছামি বনবাসং কৃতক্ষণঃ।
পিতুর্নিয়োগাৎ কৈকেয়ি তব বা হৃষ্টমানসঃ॥ ১৪ ॥
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা কৈকেয়ী হৃষ্টমানসা।
অশ্রদ্দধানা প্রস্থানে ত্বরয়ামাস রাঘবং॥ ১৫ ॥
এবং ভবতু যাস্যন্তি শীঘ্রং প্রজবিতৈর্হয়ৈঃ।
ভরতং মাতুলকুলাদুপাবর্ত্তয়িতুং নরাঃ॥ ১৬ ॥
তব ত্বহং ক্ষমং মন্যে নোৎসুকস্য বিলম্বনং।
রাম তস্মাদিতোঽদ্যৈব বনং ত্বং গন্তুমর্হসি॥ ১৭ ॥
ন ত্বাম্নৎসহতে বক্তুং স্বয়ং ব্রীড়ান্বিতো নৃপঃ।
মা তেঽত্র সংশয়োঽস্ত্বন্যো মা মন্যুং কুরু রাঘব॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

হে মাতঃ কৈকেয়ি! পিতার আজ্ঞাক্রমেই হউক, আর আপনারই অনুমতি ক্রমে হউক, অর্থাৎ উভয়েরই আজ্ঞা আমার পক্ষে সমান, অতএব অদ্যই সময়ের অবধারণ করতঃ প্রফুল্লান্তঃকরণে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনে গমন করিতেছি॥ ১৪ ॥ ভরত জননী কৈকয়ী শ্রীরামচন্দ্রের চন্দ্রবদন বিগলিত এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু নিশ্চিতই যে শ্রীরাম বনে যাইবেন, তাহাতেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, কি জানি যদি রাম বনে না যান তবে আমার সমস্ত উদ্যোগ বিফল হইবে, এই হেতু সন্দিগ্ধমনা হইয়া বন গমনার্থ শ্রীরামচন্দ্রকে অতিশয় ত্বরা করিতে লাগিলেন॥ ১৫ ॥ হে রামচন্দ্র! তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই হইবে, মাতুল কুল হইতে ভরতকে আনয়ন করিবার জন্য বেগবান অশ্বদ্বারা অতি সত্বরেই দূত প্রেরণ করা যাইবেক॥ ১৬ ॥ রাম তুমি অতি নিপুণ ক্ষমবান আমি মনে করি তুমি পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনে পরম উৎসুক আছ, ইহা সৎপুত্রের কার্য্যই বটে, অতএব অদ্যই তোমার বন গমন করা কর্ত্তব্য হয়, আর কোন মতে বিলম্ব করা উচিত হয় না॥ ১৭ ॥ হে রাম! মহারাজ; লজ্জান্বিত হইয়াছেন একারণ স্বয়ং তোমাকে এ সকল কথা বলিতে উৎসাহ অর্থাৎ সাহস করিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য তুমি মনে অন্য কোন সন্দেহ করিহ না, এবং কোপিত বা দুঃখিতও হইও না॥ ১৮ ॥

যাবৎ ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদ্ভবিষ্যসি।
তাবন্ন তে পিতা রাম স্বাস্থ্যং প্রাপ্স্যতি দুঃখিতঃ॥ ১৯ ॥
নিমীলিতেক্ষণো রাজা শ্রুত্বৈতদ্দারুণং বচঃ।
কৈকেয্যাঃ শঙ্কমানায়া লুব্ধায়া রামনিশ্চয়ং॥ ২০ ॥
সুদীর্ঘং হা হতোঽস্মীতি বাক্যমুক্ত্বা সুদুঃখিতঃ।
মূর্চ্ছামুপাগমদ্ভূয়ঃ শোকবাষ্পপরিপ্লুতঃ॥ ২১ ॥
রামোঽপ্যেবং বাক্কশয়া কৈকেয্যা পরিপীড়িতঃ।
কশয়েব হয়ঃ সাধুস্ত্বরাবান্ বনমুদ্যতঃ॥ ২২ ॥
তদপ্রিয়মতিক্রূরং বাক্যং হৃদয়দারণং।
শ্রুত্বা ন বিব্যথে রামো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ২৩ ॥
নাহমর্থপরো দেবি ন রাজ্যেপ্সুর্ন চানৃতী।
সত্যবাক্ শুদ্ধভাবোঽস্মি কস্মান্মাং পরিশঙ্কসে॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হে রামচন্দ্র! তুমি যে পর্য্যন্ত এই অযোধ্যানগর হইতে বনে গমন না করিবে সে পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবেন না, এবং দুঃখিত হইয়াই কাল যাপনা করিবেন॥ ১৯ ॥ রাজা দশরথ নিমীলিত নয়নে অর্থাৎ মুদ্রিত নয়নে পাপীয়সী লুব্ধ স্বভাবা এবং শ্রীরামের নিশ্চয় বন গমন প্রতিও শঙ্কমানা কৈকেয়ীর এই সকল নিদারুণ হৃদয় বিদারণ বাক্য শ্রবণ করিয়া॥ ২০ ॥ রাজা দশরথ সুদুঃখিত মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হায়! আমি চিরকালের নিমিত্ত একেবারে প্রাণে মরিলাম এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মোহ প্রাপ্ত হইলেন॥ ২১ ॥ সুশিক্ষিত অশ্ববরকে কশাঘাত করিলে সে যেমন গমনবিষয়ে সত্বর হয়, সেইরূপ শ্রীরামচন্দ্রও কৈকেয়ীর বাক্যরূপ কশাঘাতে পরিপীড়িত হইয়া বন গমনের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন॥ ২২ ॥ রঘুনাথ কৈকেয়ীর এই হৃদয় বিদারণ অতিনিষ্ঠুর পরম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে মনের মধ্যে কিছু মাত্র বেদনা বোধ করিলেন না, বরং হাস্যমুখে তাঁহাকে এই প্রকার কথা বলিতে লাগিলেন॥ ২৩ ॥ হে মাতঃ! হে দেবি! আমি ধনাভিলাষী নহি, রাজ্যেরও লালসা করি না, আমি সত্যবাক্যকেই অতিপ্রিয় বোধ করি, প্রাণান্তেও আমি কখন মিথ্যা কথা বলিতে সম্মত নহি, সর্ব্বদা সত্য কথাই কহিয়া থাকি, এবং আমার মনে কোন মলা নাই, আপনি কিজন্য আমার কথায় এখনও অবিশ্বাস করিতেছেন॥ ২৪॥

যত্তত্রাপি ভবেৎ কিঞ্চিচ্ছক্যং কর্ত্তুং হিতং ময়া।
কৃতং তদিতি বিদ্ধি ত্বং ত্যক্ত্বা প্রাণানপি প্রিয়ান্॥ ২৫ ॥
ন হ্যতো ধর্ম্মচরণাদন্যদস্ত্যধিকং ভুবি।
পিতুর্নিয়োগকরণাৎ তস্মাদ্দেবি ব্রজাম্যহং॥ ২৬ ॥
অনুক্তোঽপ্যত্র গুরুণা ভবত্যা বচনাদহং।
বনে বৎস্যামি বিজনে নব বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ২৭ ॥
নূনং ময়ি ন কল্যাণং সংভাবয়সি কিঞ্চন।
যৎ ত্বয়া ভরতস্যার্থে রাজা বিজ্ঞাপিতঃ স্বয়ং॥ ২৮ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ প্রিয়ান্ দারানপিবা জীবিতং প্রিয়ং।
তবৈব বচনাদ্দদ্যাং ভরতায় মহাত্মনে॥ ২৯ ॥
রাজানং দুঃখিতং কৃত্বা পুত্রার্থং রাজ্যলুব্ধয়া।
অম্ব কিং নাম সম্প্রাপ্তুং ত্বয়া ফলমভীপ্সিতং॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

আমি নিবিড় গহন চারি হইয়াও যদি আপনাদিগের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারি বরং তদ্বিষয়েও প্রাণ পণে যত্নবান থাকিব, আমার দ্বারা আপনার সেই অভিলষিত কর্ম্ম, যাহাকে মাঙ্গল্যকর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে ইহা নিশ্চিত অবধারণ করুন, অর্থাৎ যারপর নাই প্রিয় প্রাণ, সেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াও যদি তোমাদিগের হিত হয়, আমি তাহাও করিব॥ ২৫ ॥ হে দেবি! পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন ব্যতিরেকে পৃথিবীতলে আর গুরুতর ধর্ম্মকর্ম্ম কি আছে? অতএব আমি অশংসয় অদ্যই বনে গমন করিতেছি॥ ২৬ ॥ যদি ও বনগমন বিষয়ে পিতা আমাকে স্বয়ং আদেশ করেন নাই, তথাপি আমি আপনার অনুমত্যনুসারেই চতুর্দ্দশ বৎসর নির্জ্জন বনে অবস্থান করিব॥ ২৭ ॥ আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে আপনি আমার অমঙ্গল কিঞ্চিৎও কখন মনে মনে সম্ভাবনা করেন নাই বটে কিন্তু সংপ্রতি আমার রাজ্যাভিষেকের কথা শ্রবণে দুঃখিতমনে স্বয়ং মহারাজা তোমার দ্বারা ভরতের রাজ্য জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন অথবা রাজা তোমাকর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিতই বা হইয়া থাকিবেন॥ ২৮ ॥ আপনি অনুমতি করুন, কি মনোমত রাজ্যভোগ, কি প্রাণ সম প্রিয়তমা পত্নী, অথবা জীবন পর্য্যন্তও আমি এক্ষণে আপনার বাক্যে মহাত্মা ভরতকে সমর্পণ করিতেছি॥ ২৯ ॥ হে মাতঃ কৈকেয়ি! আপনি স্বপুত্র ভরতের রাজ্য লালসায় মহারাজাকে দুঃখিত করিয়া কি মনোমত ফল লাভ করিবেন?॥ ৩০ ॥

স্বয়ং মাতরমাপৃচ্ছ্য বৈদেহীং পরিহায় চ।
অদ্যৈব বনবাসায় গচ্ছামি সুখিনী ভব॥ ৩১ ॥
ভরতঃ পালয়েদ্রাজ্যং শুশ্রূষেচ্চ যথা নৃপং।
তথা ভবত্যা কর্ত্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৩২ ॥
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা শোকবাষ্পপরিপ্লুতঃ।
ঈষৎ সংজ্ঞোঽপি নৃপতির্ভুয়ো মোহমুপাগমৎ॥ ৩৩ ॥
শ্রুত্বা চৈবাপ্রিয়াখ্যানং রামমাতুস্তদপ্রিয়ং।
অন্তঃপুরচরা নার্য্যঃ প্রদ্বেষভয়শঙ্কিতাঃ॥ ৩৪ ॥
অতো নাভ্যাগমংস্তত্র কৌশল্যায়া নিবেদিতুং।
কৈকেয়ীবচনাদ্রামং প্রতিবিদ্ধং যতব্রতং॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

আমি গর্ব্ভধারিণী কৌশল্যা জননীকে একবার বিজ্ঞাপন করত জনক নন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অদ্যই স্বয়ং বনবাসের জন্য গমন করি, আপনি সুখে কালযাপনা করুন্॥ ৩১ ॥ আমি এই এক কথা আপনাকে নিবেদন করিতেছি, ভরত যাহাতে এই ধরামণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, ও সম্যক্ যত্ন পূর্ব্বক পিতার সেবা শুশ্রূষা করেন, আপনি তদ্বিষয়ে সতত যত্ন করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম হয়॥ ৩২ ॥ রাজা দশরথের কিঞ্চিৎ চৈতন্যের উদয় হইয়াছিল কিন্তু প্রিয় সন্তান শ্রীরামের এই সকল ঔদার্য্য বাক্য শ্রবণে শোকাশ্রু পরিপ্লুত হইয়া পুনর্ব্বার অচেতন হইলেন॥ ৩৩ ॥ অন্তঃপুরচারিণী নারীগণেরা এই হৃদয় বিদারণীয়া অপ্রিয় কথা শ্রবণে মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন কিন্তু প্রদ্বেষভয়ে শঙ্কিতা হইয়া এই নিদারুণ কথা রাম মাতা কৌশল্যা দেবীকে কেহই নিবেদন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন যে দুষ্টমতি কৈকেয়ী বাক্যেতে রাজা জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম চন্দ্রকে রাজ্যলাভে বঞ্চনা করিলেন, এ কথা কৌশল্যা দেবীর কর্ণগোচর করিলে তিনি আমাদিগের প্রতি অবশ্যই দ্বেষ ভাব প্রকাশ করিবেন সুতরাং তাহারা রাণীর নিকটে গমন করিয়া এই অপ্রিয় কথা নিবেদন করিতে পারিলেন না॥ ৩৪। ৩৫ ॥

নিঃসংজ্ঞস্য পিতুঃ পাদৌ শিরসা সোঽভিবাদ্য হি।
অনার্য্যায়াশ্চ কৈকেয্যাঃ কৃত্বা পাদাভিবন্দনং॥ ৩৬ ॥
কৃতাঞ্জলির্দ্দশরথং কৈকেয়ীঞ্চ প্রদক্ষিণং।
কৃত্বা রামস্ততস্তস্মান্নির্জগাম গৃহাৎ পিতুঃ॥ ৩৭ ॥
তং বাষ্পপরিরুদ্ধাক্ষো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ।
নির্গচ্ছন্তং সুদুর্দ্ধর্ষমনুবব্রাজ পৃষ্ঠতঃ॥ ৩৮ ॥
সন্নিবর্ত্তয়িতুং রামং বনবাসকৃতোদ্যমং।
নিশ্চয়েনানুগচ্ছৎ তং লক্ষ্মণঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ॥ ৩৯ ॥
আভিষেচনিকং দ্রব্যং কৃত্বা রামঃ প্রদক্ষিণং।
শনৈর্জগাম সাপেক্ষো দৃষ্টিং তত্রাপি বারয়ন্॥ ৪০ ॥
তৎ তদ্বিগণয়ন্ দুঃখং পিতুরাত্মবিয়োগজং।
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাত্তস্মাৎ তং দদর্শ পুনর্জনং॥ ৪১ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র অজ্ঞানদশায় বর্ত্তমান পিতার চরণযুগল মস্তকস্পর্শনদ্বারা অভিবাদন করিয়া এবং অপ্রিয়কারিণী অসদাচারিণী বিমাতা কৈকেয়ীরও পদদ্বয় বন্দনা করিয়া॥ ৩৬ ॥ তদনন্তর রঘুনাথ কৃতাঞ্জলিপুটে পিতা দশরথকেও কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ করতঃ পিতৃভবন হইতে নির্গত হইলেন॥ ৩৭ ॥ সুলক্ষণাক্রান্ত কলেবর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের নয়নযুগলে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল, রোদন করিতে করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ রঘুনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন॥ ৩৮ ॥ শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গমন করিবেন ইহাতে কৃতোদ্যম হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে নিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহার পশ্চাৎভাগে অনুগমন করিতে লাগিলেন॥ ৩৯ ॥ অভিষেকের জন্য যে সকল দ্রব্য সামগ্রী সমাহৃত হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সকল দ্রব্যকে প্রদক্ষিণ করিলেন, কিন্তু উপেক্ষা পূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্যের প্রতি সম্যকরূপে দৃষ্টিপাত না করিয়া অল্পে অল্পে গমন করিতেছেন॥ ৪০ ॥ আপনার সহিত বিচ্ছেদে পিতার যে দুঃখ হইবে এবং বনবাসে আপনাকে যে কত স্থানে কত ক্লেশ পাইতে হইবে এই সকল দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্র সেই অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার বহিঃস্থিত সেই সকল লোককে নিরীক্ষণ করিলেন॥ ৪১ ॥

দৃষ্ট্বা চ সস্মিতমুখঃ প্রতিপূজ্য যথার্হতঃ।
জগাম ত্বরিতো দ্রষ্টুং মাতরং স্বনিবেশনে॥ ৪২ ॥
দুঃখমন্তর্গতং তস্য ন কশ্চিদ্বুবুধে জনঃ।
লক্ষ্মণং বর্জয়িত্বৈকং ধৃতিসংযতচেতসঃ॥ ৪৩ ॥
ন হ্যস্য রাজলক্ষ্মীং তাং রাজ্যনাশোঽপকর্ষতি।
লোককান্তস্য সৌম্যত্বাচ্ছীতরশ্মেরিব ক্ষপা॥ ৪৪ ॥
ন চাপি ধনসংপূর্ণাং ত্যজতোঽস্য বসুন্ধরাং।
যতেরিব বিমুক্তস্য লক্ষ্যতে চিত্তবিক্রিয়া॥ ৪৫ ॥
মনসৈব মহদ্দুঃখমুদ্বহন্ ধৃতিমাশ্রিতঃ।
জগাম মাতুস্তদ্দুঃখং স্বয়ং বেদয়িতুং গৃহং॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র সহাস্যবদনে তাহাদিগকে দেখিয়া যিনি যেমন যোগ্য তাহাকে তদনুরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়া ত্বরিতগমনে আপনভবনে জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন॥ ৪২ ॥ শ্রীরামচন্দ্র এমত অদ্ভুত ধৈর্য্যসম্পন্ন ছিলেন, যে কেবল লক্ষ্মণ ব্যতিরিক্ত কোন ব্যক্তিই তাঁহার ঈদৃশ অন্তর্গত দুঃখভাব বুঝিতে পারিলেন না॥ ৪৩ ॥ কৌশল্যানন্দন, শ্রীরামচন্দ্র এরূপ কমনীয় কান্তি বিশিষ্ট ছিলেন যে যদিও রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইলেন তথাপি বাহ্যে তাঁহার রাজশ্রীর কিছু মাত্র হানি হইল না, অর্থাৎ শর্ব্বরী কি কখন সুদর্শন পূর্ণ শশধরের শোভার হানি করিতে পারে?॥ ৪৪ ॥ জীবন্মুক্ত জিতেন্দ্রিয় পুরুষের ন্যায় শ্রীরাম চন্দ্র ধনসম্পূর্ণ সসাগর ধরামণ্ডলের আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়াও কোন রূপে মনের বিকার প্রকাশ করিলেন না॥ ৪৫ ॥ যদিও শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন বটে, তথাপি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মায়ের নিকট মনের দুঃখ নিবেদন করিবার জন্য স্বয়ং মাতৃ সন্নিধানে গমন করিলেন॥ ৪৬ ॥

তথৈব রামঃ স্বজনান্ সমাগমে
প্রহর্ষয়ংস্তুষ্টমনা রঘূদ্বহঃ।
জগাম তামর্থবিপত্তিমাত্মনো
বিচিন্তয়ন্ মাতুরথো নিবেশনং॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামবনবাসপ্রতিজ্ঞা
নাম ষোড়শঃ সর্গঃ।

অনুবাদ।

রঘুনাথ পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বজনগণের সহিত সন্তুষ্টমনে যেরূপ সম্ভাষণাদি করিতেন, উপস্থিত দুঃখ সময়েও সেইরূপ ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে আনন্দিত করিলেন, পরে আপনার উপস্থিত রাজ্যহানি রূপ বিপত্তি চিন্তা করিতে করিতে জননীর বাসভবনে গমন করিতে লাগিলেন॥ ৪৭ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
রামের বনবাস প্রতিজ্ঞা নামে ষোড়শ সর্গ সমাপন॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

রামোঽথ দুঃখসন্তপ্তঃ শ্বসন্নিব ভুজঙ্গমঃ।
জগাম সহিতো ভ্রাত্রা কৌশল্যায়া নিবেশনং॥ ১ ॥
সোঽপশ্যৎ পুরুষাংস্তত্র বৃদ্ধান্ বর্ষবরাংস্তথা।
দ্বাঃস্থান্ বিনয়সম্পন্নান্ বিষ্ঠিতান্ মাতুরাজ্ঞয়া॥ ২ ॥
তৈঃ কৃতাঞ্জলিভিস্তত্র বিবেশাপ্রতিবারিতঃ।
প্রথমাং রাঘবঃ কক্ষাং মাতরং দ্রষ্টুমাতুরঃ॥ ৩ ॥
প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষো বৃদ্ধান্ রাজপুরস্কৃতান্॥ ৪ ॥
অভিবাদ্য স তান্ সর্ব্বান্ দীনেনৈব তু চেতসা।
বিবেশ মাতুর্ভবনং রামস্ত্বরিতমানসঃ॥ ৫ ॥
কৌশল্যাপি তদা দেবী পরং নিয়মমাস্থিতা।
অকরোৎ প্রযতা পূজাং দেবানাং নিয়তব্রতা। ৬ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র মনস্তাপে তাপিত হইয়া ভুজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করণ পূর্ব্বক প্রিয়ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কৌশল্যা জননীর বাসভবনে গমন করিলেন॥ ১ ॥ মাতৃভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে কতকগুলি স্থবির পুরুষ দ্বার রক্ষকও কতিপয় বর্ষবর শরীর রক্ষক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কৌশল্যা মাতার অনুমতিক্রমে তাহারা বিনীতবেশে দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছে॥ ২ ॥ দ্বারপালেরা তথায় শ্রীরামচন্দ্র আসিতেছেন দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল, পরে আধিসম্পন্ন রঘুনাথ জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অবারিতরূপে প্রথম কক্ষায় প্রবেশ করিলেন॥ ৩ ॥ রঘুনাথ প্রথম কক্ষায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে নৃপতির সমাদৃত বেদ বেদান্তবেত্তা বৃদ্ধতম ব্রাহ্মণেরা দ্বিতীয় কক্ষায় অবস্থান করিতেছেন॥ ৪ ॥ রাজীবলোচন রাম অতি দীনমনে তাঁহাদিগের সকলকে প্রণাম বন্দনা করিয়া অতিসত্বর গমনে মাতৃভবনে যখন প্রবেশ করিলেন॥ ৫ ॥ তখন কৌশল্যা দেবী উত্তম নিয়ম অবলম্বন করিয়া পবিত্রভাবে সংযতমনে দেবগণের পূজা করিতেছিলেন॥ ৬ ॥

আশংসন্তী চ পুত্রস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনং।
সা শুক্লাম্বরসংবীতা তৎপরা নান্যমানসা॥ ৭ ॥
প্রবিশ্য চৈব ত্বরিতো রামো মাতুর্নিবেশনং।
দদর্শ মাতরং তত্র দেবাগারে যতব্রতাং॥ ৮ ॥
কৃতাঞ্জলিং দেবপরাং স্থিতাং মঙ্গলবাদিনীং।
অর্চ্চয়ন্তীং পিতৃংশ্চৈব দেবাংশ্চাননমানসাং॥ ৯ ॥
তামবেক্ষ্য ততো রামো ববন্দে বিনয়ান্বিতঃ।
উবাচ চৈনামভ্যেত্য রামোঽহমিতি নন্দয়ন্॥ ১০ ॥
সাথ দৃষ্ট্বৈব তনয়ং মাতৃনন্দনমাগতং।
অভ্যনন্দচ্চ বাৎসল্যাদ্বৎসং গৌরিব বৎসলা॥ ১১ ॥
স মাত্রা সমভিপ্রেত্য পরিষ্বক্তোঽভিনন্দিতঃ।
পূজয়ামাস তাং দেবীমদিতিং মঘবানিব॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

কৌশল্যা দেবী শ্বেতবসন পরিধানপূর্ব্বক অনন্যমনে এই অভিপ্রায়ে দেবগণের আরাধনা করিয়া কহিতেছিলেন, যে আমার সন্তান শ্রীরাম যেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন॥ ৭ ॥ এই সময় রঘুনাথ ত্বরিতগমনে মাতৃভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জননী তথায় সংযতমনে দেবসদনে অবস্থান করিতেছেন॥ ॥ ৮ ॥ শ্রীরামমাতা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা থাকিয়া দেবগণ সন্নিধানে শ্রীরামের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, ও অনন্যমনা হইয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিতেছেন॥ ৯ ॥ অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র জননীকে সন্দর্শন করিয়া বিনীতবচনে বন্দনা করিলেন, এবং সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মাত! আমি শ্রীরাম, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, কৌশল্যা দেবী রাম, এই নামটি শ্রবণমাত্র বাক্‌পথাতীত আনন্দ লাভ করিলেন॥ ১০ ॥ পরে বৎসানুরক্তা গাভী বৎসকে দেখিয়া যেমন বাৎসল্যরসে পূর্ণ হয়, তেমনি কৌশল্যা দেবী হৃদয়ের আনন্দদায়ক প্রিয় সন্তানকে সমাগত দেখিয়া বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দ্বারা ক্রোড়ে লইয়া আনন্দিত করিলেন॥ ১১ ॥ মহারাণী আস্তেব্যস্তে প্রিয়সন্তানের নিকট গমন করিয়া আহ্লাদিতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গনও মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ লইলে পর শ্রীরাম আনন্দিত হইয়া সুরপতি আপন প্রসূতি অদিতিকে যেরূপ পূজা করেন তদ্রূপ রঘুনাথও স্বজননী কৌশল্যা দেবীর চরণযুগল বন্দনা করিলেন॥ ১২ ॥

তমুবাচ ততো হৃষ্টা কৌশল্যা প্রিয়মাত্মজং।
প্রযোজয়ন্তী পুত্রস্য শিববৃদ্ধ্যর্থমাশিষঃ॥ ১৩ ॥
বৃদ্ধানাং পুত্র সর্ব্বেষাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাং।
প্রাপ্নুহ্যায়ুশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ স্বকুলোচিতং॥ ১৪ ॥
পিত্রাভিসৃষ্টামচলামব্যগ্নাং শ্রিয়মাপ্নুহি।
হতামিত্রঃ শ্রিয়া যুক্তঃ পিতৃন্ নন্দয় পুত্রক॥ ১৫ ॥
সত্যপ্রতিজ্ঞং পিতরং পশ্য রাঘব মাচিরং।
অদ্য হি ত্বাং পিতা রাম যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ১৬ ॥
এবং ব্রুবাণাং কৌশল্যাং রামো বচনমব্রবীৎ।
কৈকেয়ীবাক্যসন্তপ্ত ঈষদাকুলচেতনঃ॥ ১৭ ॥
অম্ব ন ত্বং প্রজানাসি মহদ্ব্যসনমাগতং।
তব দুঃখায় মহতে বৈদেহ্যা লক্ষ্মণস্য চ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর রাজমহিষী কৌশল্যা দেবী রামচন্দ্রের প্রতি কল্যাণজনক আশীর্ব্বাদ পরম্পরা প্রয়োগ করিয়া প্রমুদিত মনে প্রিয়সন্তানকে বলিলেন, হে পুত্রক! তুমি যাবতীয় মহাত্মা বৃদ্ধদিগের ও সমুদয় রাজর্ষিদিগেরতুল্য পরমায়ু লাভ কর, এবং আপনাদিগের কুলোচিত কীর্ত্তি ও ধর্ম্মলাভ কর॥ ১৪ ॥ হে বৎস রাম! তোমার জনক তোমাকে যে চিরস্থায়িনী নিশ্চলা রাজলক্ষ্মী প্রদান করিতেছেন, তুমি শত্রুকুল সমূলে উন্মূলন করতঃ শ্রীযুক্ত হইয়া পিতৃকুলকে আনন্দিত করহ॥ ১৫ ॥ হে রঘুবংশবর্দ্ধন শ্রীরামচন্দ্র! দেখ দেখি তোমার পিতা কেমন সত্যবাদী, তিনি নিশ্চয় আজি তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন॥ ১৬ ॥ শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা জননীর মুখে এই কথা শ্রবণে কৈকেয়ীর বাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলেন, এবং ঈষৎ ব্যাকুলিতমনে মাতাকে বলিতে লাগিলেন॥ ১৭ ॥ হে মাতঃ! আপনার ও বিদেহনন্দিনী সীতার এবং লক্ষ্মণের যথোচিত দুঃখের জন্য সংপ্রতি এক ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি কি তাহা এখনও জানিতে পারেন নাই॥ ১৮ ॥

কৈকেয্যা ভরতস্যার্থে রাজ্যং রাজাভিযাচিতঃ।
সত্যেন পরিগৃহ্যাদৌ তেন চাস্মৈ প্রতিশ্রুতং ॥ ১৯ ॥
ভরতায় মহারাজো যৌবরাজ্যং প্রদাস্যতি।
মাং পুনর্ব্বনবাসায় নিযোজয়তি সাম্প্রতং ॥ ২০ ॥
সোঽহং বৎস্যামি বর্ষাণি বনে দেবি চতুর্দ্দশ।
স্বাদূনি হিত্বা ভোজ্যানি ফলমূলকৃতাশনঃ॥ ২১ ॥
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা সা পপাত তপস্বিনী।
কৌশল্যা দুঃখসন্তপ্তা নিকৃত্তা কদলী যথা॥ ২২ ॥
স তাং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ভূমৌ মাতরমাতুরাং।
রাম উত্থাপয়ামাস দুঃখিতাং গতচেতনাং॥ ২৩ ॥
উপাবৃত্যোত্থিতাং দীনাং বড়বামিব বিহ্বলাং।
মমার্জ্জ পাণিনা রামঃ পাংশুনা পরিগুণ্ঠিতাং॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

মাতা কৈকেয়ী দেবী ভরতকে রাজ্য দিবার জন্য পিতা মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, মহারাজ ভরতকে রাজ্য দিব বলিয়া অগ্রে তাঁহার নিকট সত্যে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন॥ ১৯ ॥ সুতরাং মহারাজা নিঃসন্দেহ ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন, সংপ্রতি আমাকে বনে গমন করিবার জন্য অনুমতি করিলেন॥ ২০ ॥ অতএব হে মাতঃ! হে দেবি! আমি পিতার অনুমতি ক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব, সুস্বাদুমিষ্টান্ন প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ফল মূল ভোজনে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকি। ॥ ২১ ॥ নিরপরাধিনী তপোনিষ্ঠা কৌশল্যা দেবী প্রাণ প্রিয়তম সন্তান শ্রীরামের মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র অতিশয় দুঃখ সন্তপ্তা হইয়া ছিন্নমূল কদলীতরু যেমন পতিত হয় কৌশল্যাদেবীও সেইরূপ ভূমিতলে নিপতিতা হইলেন॥ ২২ ॥ শ্রীরামচন্দ্র জননীকে দুঃখিতা এবং সুকাতরা বিগত চেতনা ভূমিতলে নিপতিতা দেখিয়া প্রযত্ন সহকারে কৌশল্যা মাতাকে উঠাইয়া বসাইলেন॥ ২৩ ॥ সকাতরা কৌশল্যা দেবী ভূমি হইতে উত্থিতা বিহ্বলা হইয়া বড়বার ন্যায় দীন বেশে বিনতাননে উপবেশন করিলেন, শ্রীরাম হস্ত দ্বারা তাঁহার গাত্র হইতে ধূলি সকল মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন॥ ২৪ ॥

অথ কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্য কৌশল্যা দুঃখমোহিতা।
উদীক্ষ্য রামং প্রোবাচ বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ২৫ ॥
নৈব রাম যদি ত্বং মে জায়েথাঃ শোকবৰ্দ্ধনঃ।
নৈব চাহমিদং দুঃখং প্রাপ্নুয়াং ত্বদ্বিযোগজং ॥ ২৬ ॥
একমেব হি বন্ধ্যায়া দুঃখং ভবতি পুত্রক।
অপ্রজাস্মীতি ন ত্বীদৃগিষ্টাপত্যবিয়োগজং ॥ ২৬ ॥
ন প্রাপ্তপূর্ব্বং কল্যাণং ময়া পতিপরিগ্রহাৎ।
আশংসিতং মে সুচিরং ত্বত্তোঽপি প্রাপ্নুয়ামিতি ॥ ২৮ ॥
তদদ্য কিঙ্কর্লীভূতং ময়া রাম বিচিন্তিতং।
দুঃখানামেব পুত্রাহং বিহিতাত্যন্তভাগিনী ॥ ২৯ ॥
সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাচশ্চ হৃদয়চ্ছিদঃ।
সহিষ্যেঽহং সপত্নীনামবরাণাং বরা সতী ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

কৌশল্যা দেবী প্রথমতঃ দুঃখে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে শ্রীরামের বদনারবিন্দে দৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাসিতা হইয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে প্রিয় সন্তান রামকে বলিতে লাগিলেন॥ ২৫ ॥ রে বৎস রাম! যদি তুমি আমাকে শোক সাগরে মগ্ন করিবার জন্য না জন্মিতে, তাহা হইলে আর আমাকে তোমার বিয়োগ জন্য এই দুঃখ ভোগ করিতে হইত না॥ ২৬ ॥ হে পুত্রক! বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদিগের কেবল এক মাত্র দুঃখ হয়, যে আমার সন্তান হইল না, কিন্তু রাম! প্রিয়সন্তান বিচ্ছেদ রূপ এমন বিষম দুঃখ যন্ত্রণা তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না॥ ২৭ ॥ আমার বিবাহ হইয়া অবধি আমি স্বামী হইতে পূর্ব্বে কখন কোন সুখ প্রাপ্ত হই নাই, এক্ষণে তুমি জন্মিলে পর মনে করিয়াছিলাম এবং সকলের কাছে কহিয়াছিলাম যে, তোমা হইতেই আমি সুচির সুখ সম্ভোগ করিব॥ ২৮ ॥ আমার সেই প্রত্যাশা রাম! আজি সম্যক্ বিফলা হইল। হে পুত্র হে শ্রীরামচন্দ্র! অনুমান করি, এক্ষণে চিরকালের জন্য অশেষ ক্লেশ ভাগিনী হইলাম॥ ২৯ ॥ যদিও সপত্নীরা সকলেই আমা হইতে অবরা, আমিই সকলের শ্রেষ্ঠা বটি তথাপি এক্ষণে আমাকে সেই সকল সপত্নিদিগের অমনোজ্ঞ বহুতর হৃদয় মর্ম্মভেদী বাক্য সকল সহ্য করিতে হইবে॥৩০॥

ইতোঽপি চ দুঃখতরং মম রাম ভবিষ্যতি।
ত্বয়ি সন্নিহিতে তাবদিয়ং মে রাম বিক্রিয়া॥ ৩১ ॥
প্রোষিতে তু ত্বয়ি ব্যক্তং নৈব শক্যামি জীবিতুং।
যা হি মাং প্রীয়তে কাচিৎ সম্যক্ চ পরিবর্ত্ততে॥ ৩২ ॥
সর্ব্বা এব তু তা দ্বেষ্টি কৈকেয়ী বীক্ষ্য মৎকৃতে।
সাহং বহূন্যনিষ্টানি বাচশ্চ হৃদয়চ্ছিদঃ॥ ৩৩ ॥
সহিষ্যে খলু কৈকেয্যাস্ত্বয়ি রাম বনং গতে।
তদসহ্যমিদং দুঃখং সোঢ়ুং পুত্রক নোৎসহে॥ ৩৪ ॥
অদ্যৈব মরণং মেঽস্তু কো বার্থো জীবিতেন মে।
অদ্য জাতস্য বর্ষাণি দশ চাষ্টৌ চ তেঽনঘ॥ ৩৫ ॥
ক্ষপিতানীহ কাঙ্ক্ষন্ত্যা ত্বত্তো দুঃখপরিক্ষয়ং।
নিয়মৈরুপবাসৈশ্চ কর্ষয়ন্ত্যা কলেবরম্॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ।

হে রামচন্দ্র! আজি অবধি আমার আরও অধিকতর দুঃখ হইবে, কেননা তুমি এখানে উপস্থিত থাকিতেই যখন আমার এই ঘোরতর বিপৎ উপস্থিত হইল॥ ৩১ ॥ তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে তুমি এখান হইতে গমন করিলে আমি জীবন ধারণ করিতেও শক্ত হইব না, কেননা পুরবাসিদিগের মধ্যে যিনি যিনি ভাল বাসেন, ও স্নেহ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে আমার বশীভূত আছেন॥ ৩২ ॥ কৈকেয়ী আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে বলিয়া যাহারা আমাকে স্নেহ করে, এক্ষণে সেই সকল পুরবাসী প্রতি কৈকেয়ী অবশ্যই দ্বেষ ভাব প্রকাশ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হে বৎস রামচন্দ্র! তুমি বন গমন করিলে অপরিমিত কষ্ট ও কৈকেয়ীর অশেষবিধ হৃদয় মর্ম্মভেদী বচন সমূহ যে আমাকে সহ্য করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? যাহা হউক বৎস এই অসহ্য দুঃখ জনক নিদারুণ সপত্নী বাক্য আমি কোনমতেই সহ্য করিতে পারিব না॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ অতএব রাম! এখন আমার মরণই মঙ্গল আর জীবনধারণে কি প্রয়োজন আছে, জন্মদিনাবধি অদ্যপর্য্যন্ত তোমার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে॥ ৩৫ ॥ অরে শ্রীরাম! আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমা হইতেই আমার সমুদয় ক্লেশ নিবারণ হইবে, এই প্রত্যাশায় কত নিয়ম ও কত ব্রতোপবাস করিয়া কলেবরকে কৃশতর করিয়াছি॥ ৩৬ ॥

দুঃখসম্বর্দ্ধিতো রাম ময়া দুঃখিতয়া হ্যসি।
নিয়মাশ্চোপবাসাশ্চ যে ময়া ত্বৎকৃতে কৃতাঃ॥ ৩৭ ॥
তে মেহদ্য বিফলীভূতা বনং সম্প্রস্থিতে ত্বয়ি।
দুঃখৌঘেন পরিক্লিন্নং হৃদয়ং সীদতীব মে।
দুর্ব্বলং বৈ পরিক্লিন্নং নদীকূলমিবাম্ভসা॥ ৩৮ ॥

মমৈব নূনং মরণং ন বিদ্যতে ন চাবকাশোহস্তি যমক্ষয়ে ক্বচিৎ।
প্রসহ্য শোকাশনিকৃত্তজীবিতাং যদন্তকোহদ্যৈব ন মাং প্রকর্ষতি॥ ৩৯ ॥
যদি হ্যকালে মরণং স্বয়েচ্ছয়া লভেত কশ্চিদ্বহুদুঃখকর্ষিতঃ।
ভবেয়মদ্যৈব বিজীবিতা ধ্রুবং সুদুঃখিতা রাম বিনাকৃতা ত্বয়া॥ ৪০ ॥
দৃঢ়ঞ্চ নূনং হৃদয়ং সুসংহিতং মমায়সং যচ্ছতধা ন দীর্য্যতে।
ত্বয়ৈবমুক্তা চ ন মৃতা হ্যহং ধ্রুবং হি মৃত্যুর্ম্মম নৈব বিদ্যতে॥ ৪১ ॥

অনুবা।

বৎস রাম! আমি অভাগিনী কত যন্ত্রণা পাইয়া কত দুঃখ সহিয়া তোমাকে এত বড় করিয়াছি, তোমার জন্য আমি কত দীর্ঘকাল সাধ্য নিয়মেতেও পরাঙ্মুখ হই নাই, অধিক সময়ব্যাপি উপবাসেও ক্লেশ বোধ করি নাই॥ ৩৭ ॥ হে রাম! অদ্য আমার সেই সকল ব্রতোপবাস জন্য দুঃখ যাহা ভোগ করিয়াছিলাম, তাহা সকলিই বিফল হইল কোন কর্ম্মেরই ফলদর্শিল না, প্রবল বেগে প্রবাহিত নদীজল দুর্ব্বলকূল প্রদেশকে যেমন বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ এই সকল দুঃখ রাশি মনে উদিত হইয়া বিদীর্ণ করতঃ আমায় অবসন্ন করিতেছে॥ ৩৮ ॥ আমি এমনি অভাগিনী আমার কি মরণও নাই? এবং যমালয়েও কি আমার বিশ্রাম স্থান নাই, শোক রূপ বজ্রেতে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে তথাপি এখনও যম কেন আমাকে আকর্ষণ করিল না॥ ৩৯ ॥ অরে রাম! যদি কোন ব্যক্তি অশেষবিধ দুঃখজালে বেষ্টিত হইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে অকালে মরণ লাভ করিতে পারে, তবে আমিও নিশ্চিত বলিতেছি, যে যেন এই ক্ষণেই আমি প্রাণ হীনা হই, তোমা ব্যতিরেকে এমন মনের ক্লেশে একক্ষণও জীবনের প্রয়োজন নাই॥ ৪০ ॥ রে বৎস শ্রীরাম! আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, যে আমার এই হৃদয় লৌহদ্বারা কঠিনরূপে গঠিত হইয়াছে, নতুবা তুমি বনে চলিলাম বলিলে এ কথা শুনিয়াও কেন এখন শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া গেল না, এখনও আমি জীবিত রহিলাম, অতএবনিশ্চয় বলিতেছি যে কখন আমার মরণ নাই॥ ৪১॥

ইদং হি দুঃখং তদতীব যন্ময়া সুদুশ্চরং তপ্তমনর্থকং তপঃ।
প্রমাদিতা যচ্চ কৃতাশয়া ময়া নিরর্থকং পুত্র সুরদ্বিজর্ষভাঃ॥ ৪২॥
ভৃশমসুখমবাপ্য তৎ তু সা নৃপমহিষী বিললাপ দুঃখিতা।
ব্যসনিনমভিবীক্ষ্য রাঘবং সুতমিব বদ্ধমবেক্ষ্য কিন্নরী॥ ৪৩॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাবিলাপো
নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ॥ ১৭॥

অনুবাদ।

এও আমার এক বড় দুঃখের কথা যে আমি তোমার মঙ্গল হবে মনে ভাবিয়া তোমার জন্য এত কাল দুঃসাধ্য তপস্যা সকল সাধন করিলাম, দেবগণ ব্রাহ্মণগণও ঋষিগণকে প্রসন্ন করিলাম, আমার সে সকল কর্ম্মই বিফল হইল, কোন কর্ম্মেরই কিছু ফল হইল না॥ ৪৩ ॥ কৌশল্যা দেবী প্রাণসমান প্রিয়সন্তান শ্রীরামের এই বিপৎ উপস্থিত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন, এবং অসুখে করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন যেমন কিন্নরী অর্থাৎ বানরী আপনার সন্তানের বন্ধন বিপদ দেখিয়া বিলাপ করিয়া থাকে॥ ৪৪ ॥

ইতি চতুর্বিংশতিসাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
কৌশল্যার বিলাপ নামে সপ্তদশ সর্গ সমাপন॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

পুনরেব তু দুঃখার্ত্তা কৌশল্যা রামমব্রবীৎ।
ন শ্রোতব্যং ত্বয়া রাম পিতুঃ কামবতো বচঃ॥ ১ ॥
ইহৈব বস কিং তেঽসৌ রাজা বৃদ্ধঃ করিষ্যতি।
ন গন্তব্যং ত্বয়া রাম জীবন্তীং মাং যদীচ্ছসি॥ ২ ॥
তথা তামাতুরাং দৃষ্ট্বা কৌশল্যাং রামমাতরং।
উবাচ লক্ষ্মণঃ শ্রীমাংস্তৎ কালসদৃশং বচঃ॥ ৩ ॥
ন রোচতে মমাপ্যেতদার্য্যে যদ্রাঘবো বনং।
ত্যক্ত্বা রাজ্যমিতো গচ্ছেৎ স্ত্রীবাক্যেন প্রচোদিতঃ॥ ৪ ॥
বিপরীতমতির্বৃদ্ধঃ স্ত্রীজিতঃ কামলালসঃ।
রাজা কিমিতি ন ব্রূয়াৎ কৈকেয্যা বশমাগতঃ॥ ৫ ॥
নাপরাধং হি পশ্যামি ন দোষমণুমপ্যহং।
রামস্য যেন রাজায়ং রাষ্ট্রান্নির্ব্বাস্যতে বনং॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর কৌশল্যা দেবী অতিশয় কাতরা হইয়া পুনর্ব্বার রঘুনাথকে বলিলেন, হে রাম! তোমার পিতা স্ত্রীপরতন্ত্র, অতি কামুক, স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত তোমাকে বনে যাইতে বলিয়াছেন, অতএব তাঁহার কথা তোমার কোনক্রমেই শ্রোতব্য নহে॥ ১ ॥ তুমি বনগমন করিলে আমি কদাচ জীবনধারণ করিতে পারিব না, যদি আমায় বাঁচাইতে তোমার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি বনে গমন করিহ না॥ ২ ॥ শ্রীলক্ষ্মণ রামজননী কৌশল্যা দেবীকে এই প্রকার অতিশয় কাতরা দেখিয়া তাঁহাকে তৎ কালোচিত কতকগুলি কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৩ ॥ হে আর্য্যে হে মাতঃ! রঘুনাথ স্ত্রীলোকের কথায় প্রেরিত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করতঃ এখান হইতে যে বনে গমন করিবেন ইহাতে কোনমতেই আমার ইচ্ছা নাই॥ ৪ ॥ আমাদিগের পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি একে স্ত্রীপরতন্ত্র তাহাতে আবার কামুক প্রকৃতি, সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি বিপরীত হইয়া গিয়াছে, অতএব তিনি কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া কি না করিতে পারেন আর কি না কহিতে পারেন॥ ৫ ॥ সত্য বলিতেছি শ্রীরামচন্দ্রের কোন অপরাধ অথবা অল্প পরিমাণেও দোষ আমরা কখন দেখি নাই, যদ্দ্বারা মহারাজ রঘুনাথকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া বনে প্রেরণ করিতে পারেন॥ ৬ ॥

ন চ পশ্যামি তং লোকে যোঽস্য দোষমুদাহরেৎ।
অমিত্রোঽপ্যনভিষ্বঙ্গো নিরমিত্রস্য ধীমতঃ॥ ৭ ॥
দেবসত্ত্বং মৃদুং দান্তং রিপূণামপি বৎসলং।
অবেক্ষমাণঃ কো ধর্ম্মংত্যজেৎ পুত্রমকারণং॥ ৮ ॥
পুনর্ব্বালস্য বৃদ্ধস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ।
কঃ কুর্য্যাদ্বচনং তস্য রাজধর্ম্মার্থবিদ্বুধঃ॥ ৯ ॥
যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নরঃ।
তাবদেব ময়া সার্দ্ধমাত্মস্থং কুরু শাসনং॥ ১০ ॥
ভৃত্যো তে ময়ি পার্শ্বস্থে রাজ্যপ্রাপ্ত্যর্থমুদ্যতে।
যৌবরাজ্যাভিষেকস্য বিঘাতং কঃ করিষ্যতি॥ ১১ ॥
নির্ম্মনুষ্যাময়োধ্যাং হি কুর্য্যাং রাম শিতৈঃ শরৈঃ।
যৌবরাজ্যবিঘাতং তে যঃ কুর্বীত নৃপাজ্ঞয়া॥ ১২ ॥
ভরতস্যাপিবা পক্ষং যো গৃহ্ণীয়াদচেতনঃ।
তং পাপমহমদ্যৈব প্রেষয়ামি যমক্ষয়ং॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।

জগতে এমন লোক দেখি না, যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দোষারোপণ করে, ইনি এমন সুবুদ্ধিসম্পন্ন যে কেহই ইহাঁর শত্রু নাই, সকলেই ইহাঁর প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন॥ ৭॥ দেবগণের ন্যায় সামর্থ্যসম্পন্ন, মৃদুস্বভাব, শত্রুদিগেরও প্রিয়তম অর্থাৎ প্রতিপালক, ধার্ম্মিকবর জ্যেষ্ঠকুমার প্রিয়সন্তানকে উপেক্ষা করিয়া কোন্ব্যক্তি অকারণে অরণ্যে প্রেরণ করিয়া থাকে? ॥ ৮॥ যে সকল পণ্ডিতলোকেরা রাজধর্ম্ম বিলক্ষণ বিদিত আছেন, তাঁহারা কি কখন বালক, ও বৃদ্ধ, কি স্ত্রীপরতন্ত্র লোকের কথায় সম্মত হইয়া অনর্থপাতে সম্মত হয়েন?॥ ৯ ॥ হে রঘুনাথ! এই অনর্থপতনের কথা পুরমধ্যে প্রচার হইতে না হইতেই, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার ভার আপন হস্তে গ্রহণ করুন্, আমি আপনার সহচর হইলাম॥ ১০ ॥ হে প্রভো! আমি আপনার ভৃত্য পার্শ্বচর রহিয়াছি, আমার প্রাণপণে যত্ন আছে যাহাতে আপনি যুবরাজ হয়েন, অতএব আপনার এই রাজ্যাভিষেকে কে ব্যাঘাত করিতে পারে?॥ ১১ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! আমি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা অযোধ্যা নগরীকে মনুষ্য শূন্যা করিব, মহারাজের আজ্ঞায় যে ব্যক্তি আপনার যৌবরাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত করিবে সেও আমার হন্তব্য হইবে॥ ১২ ॥ যে নির্ব্বোধ ভরতের পক্ষ অবলম্বন করিবে, সেই দুরাচারকে আমি অদ্যই যমালয়ে প্রেরণ করিব॥ ১৩॥

নায়মদ্য ক্ষমাকালস্তেজো দর্শয় রাঘব।
ক্ষমী হ্যেকরসো রাম লোকেন পরিভূয়তে॥ ১৪ ॥
কৈকেয্যা নিয়তং রাজা ভেদিতোঽদ্য ভবিষ্যতি।
ত্বয়া তস্য বিভিন্নস্য শ্রোতব্যং ন কথঞ্চন॥ ১৫ ॥
কং হি ধর্ম্মং সমাশ্রিত্য ত্বামসৌ ত্যক্তুমিচ্ছতি।
বিগ্রহোঽয়ং কৃতোঽনেন ত্বয়া সহ ময়াপি চ॥ ১৬ ॥
কাস্য শক্তিঃ শ্রিয়ং দাতুং ভরতায় বলাদিব।
প্রবিবিক্ষতি রামোঽয়ং যদি দীপ্তং হুতাশনং॥ ১৭ ॥
পূর্ব্বমেব ততো দেবি প্রবিষ্টং বিদ্ধি মামপি।
সর্ব্বভাবানুরক্তোঽস্মি রামং ভ্রাতরমগ্রজং॥ ১৮ ॥
আয়ুধং তেন সত্যেন পাদৌ চৈবালভে তব।
অদ্য পশ্যন্তু মে বীর্য্যং সর্ব্বশো যুধি মানবাঃ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।

হে প্রভো রঘুনাথ! এখন ক্ষমা করিবার সময় নহে, আপনি পরাক্রম প্রকাশ করুন্, কেননা কেবল এক ক্ষমাগুণে বিভূষিত পুরুষকে সকলেই অবজ্ঞা করিয়া থাকেন॥ ১৪ ॥ অদ্য কৈকেয়ী নানাপ্রকার মায়াজাল বিস্তার করিয়া মহারাজাকে ভেদ করিয়া দিয়াছে তাহাতে রাজা ভেদিত হইয়াছেন সেই ভেদে বিভিন্ন রাজার বাক্য তোমার কখনই শ্রবণযোগ্য হইতে পারে না॥ ১৫ ॥ হে রাম! পিতা মহারাজ কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? এই কথার বিচার অদ্য তোমার সহিত আমার হউক্॥ ১৬ ॥ হে মাতঃ কৌশল্যে! বল প্রকাশ করিয়া ভরতকে রাজশ্রী সম্প্রদানে কি সামর্থ্য আছে, মহারাজ অবিবেকীর ন্যায় ঈদৃশ কর্ম্ম করিলেই কি করিতে পারেন? যদি শ্রীরামচন্দ্র অনলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি অগ্রেই অনলে প্রবিষ্ট হইয়াছি ইহা অবধারণ করিবেন্, কেননা আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যে কায়মনোবাক্যে চির অনুরক্ত আছি ইহা আপনি বিদিত আছেন॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া অদ্য ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলাম ও আপনার পদ যুগল স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, আমি কতদূরপর্য্যন্ত বলিষ্ঠ ও আমি কিরূপ পরাক্রম সম্পন্ন, তাহা সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইলেই সকলে জানিতে পারিবেন॥ ১৯ ॥

রামাজ্ঞয়া দুঃখশল্যমিমমদ্যোদ্ধরামি তে।
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।। ২০ ।।
উবাচ রামং কৌশল্যা দুঃখশোকপরিপ্লুতা।
ভ্রাতুস্তে বচনং রাম শ্রুতং ভক্তিমতো হিতং।। ২১ ।।
এতদেব বিমৃশ্যাশু ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
ন মে সপত্ন্যা বচনাদ্বনং গন্তুমিহার্হসি।। ২২ ।।
শোকপাবকসন্তপ্তাং মামুৎসৃজ্যারিকর্ষণ।
ধর্ম্মঞ্চ যদি ধর্ম্মজ্ঞ পৌরাণমনুবর্ত্তসে।। ২৩ ।।
শুশ্রূষ মামিহস্থস্ত্বঞ্চর ধর্ম্মমনুত্তমং।
পুরা মাতুর্নিযোগাদ্ধি শক্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।। ২৪ ।।
ভ্রাতৄন্ জঘ্নান সাপত্ন্যান্ রাজ্যঞ্চাপ দিবৌকসাং।
শুশ্রূষন্ জননীং পুত্র স্বগৃহে নিয়তো বসন্।। ২৫ ।।

অনুবাদ।

হে মাত রাম জননি! রঘুনাথ আমায় অনুমতি করুন্ আমি এইক্ষণে আপনার মনের দুঃখ শেল উদ্ধৃত করিতেছি, দুঃখ ও শোক সন্তপ্তা কৌশল্যা দেবী মহাত্মা লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন।॥ ২০ ॥ অরে বৎস শ্রীরাম! তোমার পরাক্রমশালী ভক্তিমান্ অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের হিতকর বাক্য সকল শ্রবণ করিলে?॥ ২১ ॥ এই সকল কথা বিচার করিয়া যদি তোমার করিতে রুচি হয়, তবে লক্ষ্মণ যাহা বলিল তাহা তুমি শীঘ্র করহ, আমি সপত্নীর কথায় কোনমতেই তোমাকে বনে গমন করিতে দিবনা॥ ২২ ॥ হে শত্রুতাপন রাম! তুমি পরম ধর্ম্মশীল, শোকানলে আমার কলেবর সন্তপ্ত হইয়াছে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে তোমার কোন্ ধর্ম্ম হইবে, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ যদি প্রাচীন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হও॥ ২৩ ॥ তবে তুমি এই স্থানে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা করহ, তাহা হইতে তোমার আর গুরুতর ধর্ম্ম নাই। অতএব এই অনুত্তম ধর্ম্মের আচরণ কর যেমন পূর্ব্বকালে মাতৃ নিয়োগ প্রতিপালন করিয়া দেবরাজ শত্রুদিগকে পরাজয় করেন॥ ২৪ ॥ ইন্দ্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদিগকে নিহত করিয়া স্বর্গীয় অমর রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, হে পুত্র! চিরকাল আপন আলয়ে বাস করতঃ জননীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন॥ ২৫ ॥

পরেণ তপসা যুক্তঃ কাশ্যপস্ত্রিদিবঙ্গতঃ।
যথৈব রাজা পূজ্যস্তে তথাহমপি পুত্রক॥ ২৬ ॥
মমাপ্যতস্তে বচনান্ন গন্তব্যমিতো বনং।
ন চৈব ত্বদ্বিহীনাহং জীবেয়মিতি মে মতিঃ॥ ২৭ ॥
মমাপ্যপেক্ষয়া রাম ন বনং গন্তুমর্হসি।
গন্তব্যং যদি চাবশ্যং ময়ৈব সহিতো ব্রজ॥ ২৮ ॥
ত্বয়া হি সহ মে শ্রেয়স্তৃণানামপি ভক্ষণং।
যদিবা মাং পরিত্যজ্য বনং যাস্যসি পুত্রক॥ ২৯ ॥
ততোহহং প্রায়মাশিষ্যে ন হি শক্ষ্যামি জীবিতুং।
মাতৃহা নিরয়ঞ্ঘোরং তেনাবাপ্স্যসি কল্মষং॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মশাপমিবাকস্মাৎ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
বিলপন্তীং তথা দীনাং কৌশল্যাং দুঃখমূর্চ্ছিতাং॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।

এই রূপে কশ্যপতনয় দেবরাজ ইন্দ্র মাতৃসেবা রূপ উৎকৃষ্ট তপঃদ্বারা স্বর্গলাভ করেন, হে শ্রীরাম! যেমন মহারাজা তোমার পিতা বলিয়া পূজনীয় আমিও তোমার জননী বলিয়া তদ্রূপ পূজনীয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে॥ ২৬ ॥ অতএব আমি তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ভবন হইতে কোনমতে বনে যাইতে পারিবে না, কেননা আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে তোমা ছাড়া হইয়া এক ক্ষণও আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না॥ ২৭ ॥ হে রাম! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার বনে গমন করা কোনমতেই উচিত নহে; আর যদি একান্তই বন গমনে তোমার মত হয়, তবে আমাকেও সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া চল॥ ২৮ ॥ তোমার সহিত অরণ্যে যদি তৃণ ভোজন করিতে হয় তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, হে পুত্রক! যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন কর?॥ ২৯ ॥ তাহা হইলে নিশ্চিত ধরাশায়িনী হইব, কখনই এ প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থা হইব না, আমি মরিলে মাতৃহত্যা রূপ ঘোরতর পাপ তুমি প্রাপ্ত হইবে॥ ৩০ ॥ সরিৎপতি সাগর অকস্মাৎ উপস্থিত ব্রহ্মশাপকে যে রূপে প্রবোধ দিয়া ছিলেন, তাহার ন্যায় ধর্ম্মশীল শ্রীরাম বিলপমানা দীনা দুঃখে মূর্চ্ছিতা ও ক্লান্তা আপন জননী কৌশল্যাদেবীকে প্রবোধ দিতেছেন, ইহা উত্তর শ্লোকাভিপ্রায়ে বর্ণিত হইল॥ ৩১ ॥

উবাচ রামো ধর্ম্মাত্মা বচনং ধর্ম্মসংহিতং।
নাস্তি শক্তিঃ পিতুর্ব্বাক্যং সমতিক্রমিতুং মম॥ ৩২ ॥
প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা করিষ্যে বচনং পিতুঃ।
ন খল্বেতন্ময়ৈকেন ক্রিয়তে পিতৃশাসনং॥ ৩৩ ॥
অরণ্যবাসঃ সাধূনাং বিশেষেণ প্রশস্যতে।
ইদঞ্চ মে কথয়তাং ব্রাহ্মণানাং পরিশ্রুতং॥ ৩৪ ॥
পুরা কৃতং পিতৃবচো যথান্যৈরপি সাধুভিঃ।
জামদগ্ন্যেন রামেণ জনন্যাঃ কিল ধীমতা॥ ৩৫ ॥
শিরশ্ছিন্নং পরশুনা ক্রুদ্ধস্য পিতুরাজ্ঞয়া।
কণ্ডুনাপি চ সিদ্ধেন বনাশ্রমনিবাসিনা॥ ৩৬ ॥
মহর্ষিণা গৌর্বিশস্তা তথৈব পিতুরাজ্ঞয়া।
অস্মাকং পূর্ব্বকৈশ্চাপি খনদ্ভিঃ পিতুরাজ্ঞয়া॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ।

মাতাকে শোকমূর্চ্ছিতা দেখিয়া, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ রাম, ধর্ম্মজনক উপদেশ কথা বলিতে লাগিলেন, হে জননি! পিতার অনুমতি উল্লঙ্ঘন করিবার আমার কোন সামর্থ্য নাই॥ ৩২ ॥ হে মাতঃ! আপনার পাদপদ্মে প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, আমার পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতেই হইবে, আমিই একা যে পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উদ্যত হইয়াছি এমত নহে, এরূপ পিতৃ শাসনকে অনেকেই প্রতিপালন করিয়া থাকে॥ ৩৩ ॥ বিশেষতঃ সাধুলোকেরা বনবাসের অতিশয় প্রশংসা করেন, এ কথা ব্রাহ্মণগণে পরস্পর বলিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগেরই মুখে শ্রবণ করিয়াছি॥ ৩৪ ॥ পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে জগতীতলস্থ সমস্ত সাধুলোকেরাই পিতৃবাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন, সুবুদ্ধি সম্পন্ন জমদগ্নিকুমার পরশুরাম ক্রোধ পরবশ পিতার অনুমতিক্রমে পরশুদ্বারা জননীর মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন. এবং বর্ণাশ্রমি কণ্ডু নামক সিদ্ধ ঋষি দ্বারাও এই রূপ নিষ্ঠুর ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ পিতার অনুমতিক্রমে মহর্ষি গাধিনন্দন গোবধ করিয়াছিলেন, আরও দেখুন, আমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ সগর সন্তানেরা জনকের অনুজ্ঞানুসারে ধরাতল খনন করিতে করিতে কত কত মহাবল প্রাণিবধ করিয়াছেন,॥ ৩৭ ॥

ভূতলং সগরাপত্যৈর্ম্মহান্‌সত্ত্ববধঃ কৃতঃ।
তদেতন্ন ময়ৈকেন ক্রিয়তে পিতৃশাসনং ॥ ৩৮ ॥
প্রায়শো হি নৃভিঃ সদ্ভির্গতো মার্গোঽনুগম্যতে।
করিষ্যে বচনং তস্মাৎ পিতুরম্ব প্রসীদ মে ॥ ৩৯ ॥
পিতুর্হি বচনং কুর্ব্বন্ ন কশ্চিন্ন প্রশস্যতে।
ইত্যেবমুক্ত্বা কৌশল্যাং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥
জানামি লক্ষ্মণাহং তে ভক্তিভাবমনুত্তমং।
মদর্থমপি তে প্রাণা অপি জানামি লক্ষ্মণ ॥ ৪১ ॥
দুঃখশল্যং ত্ববিজ্ঞানাৎ সঙ্ঘট্টয়সি মে পুনঃ।
তদেব তাবদ্দুঃখং মে যদসৌ মৎকৃতে নৃপঃ ॥ ৪২ ॥
দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ শেতে মোহমুপাগতঃ।
কৈকেয্যা স্ত্রীস্বভাবেন পাতিতো ধর্ম্মসঙ্কটে ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ।

অতএব হে জননি! আমি কেবল একাই যে পিতৃ শাসন প্রতিপালন করিতে যত্ন করিতেছি এমন নহে॥ ৩৮ ॥ প্রায় যাবতীয় সাধুলোকেরাই এই পথে গমন করিয়াছেন অতএব, আমিও নিশ্চয় করিয়াছি যে পিতা যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা অবশ্য প্রতিপালন করিব, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্॥ ৩৯ ॥ যে ব্যক্তি পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করে তাহার প্রশংসা কে না করিয়া থাকে? শ্রীরামচন্দ্র, জননী কৌশল্যা দেবীকে এই সকল কথা বলিয়া লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন॥ ৪০ ॥ ভ্রাতর্লক্ষ্মণ! আমার প্রতি তোমার যে দৃঢ় ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ আছে, তাহা আমি জানি, আর আমার জন্যই যে তুমি প্রাণ ধারণ করিতেছ আমি ইহাও অবগত আছি॥ ॥ ৪১ ॥ হে ভ্রাতঃ! তুমি জানিয়াও অজ্ঞানের ন্যায় কেন আর আমাতে দুঃখশেলের ঘটনা করিতেছ, ভ্রাতর্লক্ষ্মণ! এক্ষণে আমার এই বড় দুঃখ হইতেছে যে মহারাজা পিতা আমার জন্য॥ ৪২ ॥ যথোচিত দুঃখিত হইয়া অচেতনে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন পিতার কোন দোষ নাই তিনি কি করিবেন, আমাদিগের বিমাতা কৈকেয়ী স্ত্রীস্বভাব বশতঃ মায়াজাল বিস্তার করিয়া পিতাকে ধর্ম্মসঙ্কটে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন॥ ৪৩ ॥

অহো কৃচ্ছ্রমহো দুঃখং যৎ পাপং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
ধার্ম্মিকস্য পিতুঃ কোঽন্যো মাদৃশো রাজ্যলিপ্সয়া॥ ৪৪ ॥
উৎক্রম্য শাসনং জীবেৎ সর্ব্বলোকবিগর্হিতঃ।
মাভূৎ স কালঃ সৌমিত্রে যদহং শাসনং পিতুঃ॥ ৪৫ ॥
ইচ্ছেয়ং সমতিক্রম্য মুহূর্ত্তমপি জীবিতুং।
নাভিপ্রায়মভিজ্ঞায় মমৈবং বক্তুমর্হসি॥ ৪৬ ॥
সাধু লক্ষ্মণ সংশাম্য মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ং।
ধর্ম্মে স্থিতিঃ পরো লাভো ধর্ম্মে ধারয়তে ধৃতঃ॥ ৪৭ ॥
ন চ ধর্ম্মো ধৃতো মেঽদ্য পিতুরারাধনাদৃতে।
করিষ্যামীতি সংশ্রুত্য তদহং পিতৃশাসনং॥ ৪৮ ॥
ন কুর্য্যাং যদি সৌমিত্রে সর্ব্বথৈব ধিগস্তু মাং।
সোঽহং ন শক্নোমি পিতুর্নিয়োগং নানুবর্ত্তিতুং॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ।

লক্ষ্মণ! তুমি ক্রোধভরে যে কুৎসিতব্যাপারে প্রবর্ত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে বড় ক্লেশদায়ক কর্ম্ম, সে বড় দুঃখের বিষয়, কেননা এমন ব্যবহার করিলে অতিশয় পাপ জন্মিবে, ভাল, বল দেখি লক্ষ্মণ! রাজ্য লালসায় ধর্ম্মশীল পিতার শাসন অন্য কে অবহেলা করিয়াছে॥ ৪৪॥ এবং পিতৃ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য কোন্ ব্যক্তিই বা জগতের মধ্যে নিন্দনীয় হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে? অতএব হে সৌমিত্রে! এমন কাল যেন উপস্থিত না হয়, যে আমরা পিতার অনুমতিকে অবহেলা করিয়া এক মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি, আমি বোধ করি তুমি আমার অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়াই আমাকে এমন কথা বলিয়াছ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ হে লক্ষ্মণ! তুমি সাধু, যদি আমার প্রিয় প্রার্থনা কর, অর্থাৎ মম প্রিয়েচ্ছু হও, তবে ক্ষন্ত হও, কেননা ধর্ম্মপথে থাকাই পরম লাভ, যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকে, ধর্ম্মও তাহাকে ধারণা করেন॥ ৪৭॥ এক্ষণে পিতার আরাধনা ব্যতিরেকে আমি আর অন্য কোন ধর্ম্মকেই ধারণা করিব না। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে অবশ্য সেই পিতৃ শাসন প্রতিপালন করিব; কোন মতে অন্যথা করিব না॥ ৪৮ ॥ হে ভ্রাতঃ সুমিত্রানন্দন! যদি আমি অবহেলাক্রমে পিতার অনুমতি প্রতিপালন না করি, কিম্বা পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সক্ষম না হই, অথবা তাচ্ছিল্য করিয়া পিতৃ নিয়োগ অনুবর্ত্তিত হইতে ইচ্ছুক না হই, তবে আমাকে ধিক্ থাকুক্॥ ৪৯ ॥

পিতুর্হ্যনুমতং তস্মৈ কৈকেয়্যাং সমুদীরিতং।
তদেতামুৎসৃজানার্য্যাং ক্ষত্রবিদ্যাকুলাং মতিং।। ৫০ ।।
ধর্ম্মমাশ্রিত্য সদ্বুদ্ধিমনুবর্ত্তিতুমর্হসি।
ইত্যুক্ত্বা বচনং রামো লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনং।। ৫১ ।।
উবাচ ভুয়ঃ কৌশল্যাং প্রাঞ্জলিঃ শিরসা নতঃ:
অনুজানীহি মাং দেবি করিষ্যে শাসনং পিতুঃ॥ ৫২ ।।
শাপিতাসি মম প্রাণৈঃ পুনরাগমনেন চ।
তীর্ণপ্রতিজ্ঞঃ কুশলী পাদৌ দ্রক্ষ্যামি তে পুনঃ।। ৫৩ ।।
গচ্ছেয়ং ত্বদনুজ্ঞাতো নির্ব্যলীকেন চেতসা।
যশো হ্যহং দেবি ন রাজ্যকারণাৎ পরিত্যজেয়ং সুকৃতেন তে শপে।
অদীর্ঘকালে নরলোকজীবিতে বৃণোমি ধর্ম্মং ন মহীমধর্ম্মতঃ।। ৫৪ ।।

অনুবাদ।

যদিও পিতা স্বয়ং আমাকে বনে গমন করিতে অনুমতি করেন নাই, তথাপি বন গমনে তাঁহার সম্মতি ছিল বলিয়াই কৈকেয়ী আমাকে বনে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, যাহা হউক্ ভ্রাতঃ তোমাতে যে এই অনিষ্টকারিণী বুদ্ধি উপস্থিতা হইয়াছে অর্থাৎ ধনুর্ব্বাণ ধারণ পুর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে বলিতেছ, এ বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করহ ॥ ৫০ ॥ ধর্ম্মের আশ্রিত হও ও সুবুদ্ধির অনুগামী হও। শ্রীরামচন্দ্র অনুজ ভ্রাতা সুলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার প্রাঞ্জলিহস্তে আনতকন্ধরে জননী কৌশল্যাদেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মাতঃ! আমি পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, আপনি আমাকে অনুমতি করুন্ ॥৫১॥৫২॥ আমি প্রাণপণে আপনার নিকট শপথ করিতেছি যে আপনার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই প্রতিজ্ঞা নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া পুনরায় আপনার পাদপদ্ম সন্দর্শন করিব, তবে আপনি এই অনুমতি করুন্ যে পথে গমন করিতে করিতে মনোমধ্যে যেন কখন কোন অনিষ্ট শঙ্কা উপস্থিত না হয়॥ ৫৩ ॥ হে জননি! আমি সঞ্চিত পুণ্যদ্বারা আপনকার নিকট শপথ করিতেছি যে রাজ্যভোগের লোভে কখনই যশঃ পরিত্যাগ করিতে পারিব না, কে কত কাল জীবিত থাকিবে? ধর্ম্মেই রত হইলাম, ধর্ম্মই উপাসনীয়, অধর্ম্মে সসাগরা ধরামণ্ডলও যদি লাভ হয়, তাহাও আমি প্রার্থনা করি না॥ ৫৪ ॥

প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা যতব্রতে
প্রসীদ মে়্‌ কর্ত্তুমবিঘ্নমর্হসি।
বনং গমিষ্যামি নৃপাজ্ঞয়া হ্যহং
প্রদেহ্যনুজ্ঞাং শিরসা নতস্য মে॥ ৫৫ ॥
প্রসাদয়ন্ নরবৃষভঃ স মাতরং
বহূক্তবান্ জিগমিষুরেব দণ্ডকং।
অথাত্মজং ভৃশমিতি বাদিনং তদা
চকার সা হৃদি জননী পুনঃ পুনঃ॥ ৫৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যানুনয়ো
নাম অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

হে ব্রতপরায়ণে! হে জননি! আমি মস্তকদ্বারা অর্থাৎ ভুয়োভূয়ঃ প্রণামদ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন্, এবং নির্ব্বিঘ্নে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন্, মহারাজার অনুমতিক্রমে আমি বনে গমন করিব, অতএব আমি প্রণতভাবে নিবেদন করিতেছি, আপনি অনুমতি প্রদান করুন্॥ ৫৫ ॥ নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে গমন করিবার মানসে জননীকে প্রসন্ন করিবার জন্যে নানা প্রকার উপদেশ বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম মাতা কৌশল্যাদেবী আপন সন্তান বনে গমন করিবার নিমিত্ত দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন ইহা আপনার মনে মনে বার বার চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৫৬ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
কৌশল্যার অনুনয় নামে অষ্টাদশঃ সর্গঃ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশতি সর্গঃ।

ইত্যুক্ত্বা মাতরং রামো ভূয়ো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
দৃষ্ট্বা তথৈব সামর্ষং নিঃশ্বসন্তমিবোরগং॥ ১ ॥
যোঽয়ং মদভিষেকার্থং তব লক্ষ্মণ সংভ্রমঃ।
তমেবার্হসি কর্ত্তুং ত্বং মৎপ্রস্থানায় সংভ্রমং॥ ২ ॥
যস্যা মমাভিষেকার্থং মনো বিপরিতপ্যতে।
মাতা মে সা যথা ভূয়ঃ শঙ্কেত ন তথা কুরু॥ ৩ ॥
ন বুদ্ধিপূর্ব্বং নাজ্ঞানাম্মাতৃণাং মাতৃনন্দন।
কৃতপূর্ব্বমহং বীর স্মরামি ক্বচিদপ্রিয়ং॥ ৪ ॥
তস্মাচ্ছঙ্কাকৃতং দুঃখং মুহূর্ত্তমপি লক্ষ্মণ।
উপেক্ষিতুমশক্তোঽস্মি জীবিতেন হি তে শপে॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র এই রূপে জননীকে কতিপয় প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করিয়া নয়ন যুগল রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধন ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন লক্ষ্মণকে দেখিয়া বিনয় বচনে তাঁহাকেও বলিতে লাগিলেন॥ ১ ॥ ভ্রাত-লক্ষ্মণ! আমার রাজ্যলাভ হইবে মনে ভাবিয়া তুমি যেমন আনন্দে প্রমুদিত হইয়াছিলে, আমার বন গমন বিষয়েও তুমি তেমনি আনন্দ প্রকাশ করহ॥ ২ ॥ আমার অভিষেক হইল না বলিয়া মাতা বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, তুমি মাতাকে এমনি সকল সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দাও যেন আমার বন গমনে তাঁহার মনে কোনক্রমে এ কথা আর উদিত না হয়॥ ৩ ॥ সুমিত্রা জননীর প্রিয়তম পুত্র তুমি, হে লক্ষ্মণ! কি জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ জননীগণের নিকট কখন যে কোন অপরাধ করিয়াছি? কোন সময় তাঁহাদিগের কোন অমনোনীত কর্ম্ম করিয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হয় না॥ ৪ ॥ তথাপিও যখন তাহারা আমার প্রতি দুঃখিত হইয়াছেন, তখন তাহাদিগের মনে কোন এক অসন্তোষের কারণ সমুদিত হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব লক্ষ্মণ! আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি যে তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালনে এক ক্ষণও অপেক্ষা করিতে পারি না॥ ৫ ॥

মিথ্যাবচনভীরুশ্চ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
পিতা মে নির্ভয়স্ত্বস্তু ময়ি লক্ষ্মণ নির্গতে॥ ৬ ॥
তস্যাপি চ ভবেচ্ছঙ্কা কদাচিন্ময়ি লক্ষ্মণ।
গচ্ছেন্ন বেতি সা চাপি শঙ্কা মাভূন্মহীপতেঃ॥ ৭ ॥
অভিষেকাভিলাষঞ্চ মুঞ্চেমং মম লক্ষ্মণ।
সম্প্রত্যেবাহমিচ্ছামি বনং গন্তুমিতঃ পুরাৎ॥ ৮ ॥
ময়ি চীরাজিনধরে জটামণ্ডলধারিণি।
গতেঽরণ্যঞ্চ কৈকেয্যা ভবিষ্যতি মনঃ সুখং॥ ৯ ॥
ময়ি প্রব্রজিতে দেবী কৃতকৃত্যং সুনির্বৃতং।
আত্মানমভিজানাতু পিতুশ্চানৃণ্যমস্তু মে॥ ১০ ॥
এবং মে নিশ্চিতা বুদ্ধির্মনশ্চাপি সমাহিতং।
ন বিলম্বিতুমিচ্ছামি মুহূর্ত্তমপি কর্হিচিৎ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

আমাদিগের পিতা মহারাজা দশরথ সত্যধর্ম্ম পরায়ণ, মিথ্যা কথাকে বড় ভয় করেন, অর্থাৎ প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা কহেন না, সর্ব্বদাই সত্যকথা ব্যবহার করেন, অতএব আমি ভবন হইতে বন গমন করিলেই পিতা নির্ভয় হইবেন, অর্থাৎ আর তাঁহার সে ভয় থাকিবে না॥ ৬ ॥ হে লক্ষ্মণ! পিতা আমার প্রতি কদাচিৎ এমন শঙ্কা ও করিতে পারেন, যে আমি বনে গমন করি কি না? অতএব আমার অতি সত্বর ইহাই করা কর্ত্তব্য, যাহাতে মহারাজের মনে আর সেই শঙ্কা উপস্থিত হইতে না পারে॥ ৭ ॥ হে লক্ষ্মণ! তুমি মনে মনে এই অভিলাষ করিয়াছিলে যে আমার অভিষেক হইবে, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ কর, যেহেতু সংপ্রতি আমি এই অযোধ্যা হইতে অবিলম্বে বনে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি॥ ৮ ॥ আমি মস্তকে জটাভার ধারণ ও বৃক্ষের বল্কল পরিধানপূর্ব্বক বনগত হইলে পর কৈকেয়ীর মনে অসীম সুখের উদয় হইবে॥ ৯ ॥ আমি অরণ্যবাসী হইলেই বিমাতা কৈকেয়ী নিশ্চিন্তান্তঃকরণে মনে মনে আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে কৃতকার্য্য বলিয়া জানিবেন, এবং পিতা দশরথেরও অনৃণ্য হইবে অর্থাৎ তাহারও আপনাকে অঋণী বলিয়া বোধ হইতে পারিবে॥ ১০ ॥ হে লক্ষ্মণ! বনগমন বিষয়ে আমার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মিয়াছে, এবং মনও তাহাতেই যথোচিত সমাহিত হইয়াছে, অতএব আমি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করি না॥ ১১ ॥

কারণং তু কৃতান্তোঽত্র দ্রষ্টব্যো মদ্বিবাসনে।
যৌবরাজ্যাভিষেকস্য তথৈবাস্য বিনিগ্রহে॥ ১২ ॥
কৈকেয়ী তু প্রকৃত্যৈব সদা মাং প্রতি বৎসলা।
সত্যং মৎপরিপীড়ার্থং বলাদ্দৈবেন মোহিতা॥ ১৩ ॥
তদুক্তং পরুষং যচ্চ তৎ কৃতান্তকৃতং স্মর।
নিত্যং মাতৃষু মে প্রীতিরবিশেষেণ লক্ষ্মণ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বাসামবিশেষেণ তাসামপি তথা ময়ি।
অনুক্তপূর্ব্বং কৈকেয্যা যদুক্তং পরুষং রুষা॥ ১৫ ॥
কথং প্রকৃতিকল্যাণী রাজর্ষিকুলজা সতী।
ব্রূয়াদ্ধি প্রাকৃতস্ত্রীব মাং তথা পিতৃসন্নিধৌ॥ ১৬ ॥
দৈবং স্বভাবসংসিদ্ধমচিন্ত্যমিতি মে মতিঃ।
তন্নূনং পতিতং মূর্দ্ধ্নি মম ভাগ্যপরিক্ষয়াৎ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

পিতা আমার যৌবরাজ্যের ব্যাঘাত করিয়া আমাকে বনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন, ইহাতে এই বোধ হয় যে মদ্বিয়োগজন্য পিতাকে কৃতান্তদর্শন করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার আয়ুর ইয়ত্তা হইয়াছে, সেই কারণেই আমাকে বনবাস দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন॥ ১২ ॥ হে লক্ষ্মণ! বিমাতা কৈকেয়ীদেবী স্বাভাবিক সর্ব্বদাই আমার প্রতি সদয়া ছিলেন, তবে যে তিনি আমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত এক্ষণে প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন, সে শুদ্ধ দৈববশতঃ মোহগ্রস্তা হইয়াছেন, ইহাই নিশ্চয় উলব্ধি হয়॥ ১৩ ॥ ভ্রাতর্লক্ষ্মণ! তদুক্ত যে কিছু নিষ্ঠুর বাক্য, সে সমস্তই কৃতান্তের কল্পনা অবধারণ কর, কেননা মাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বদা সকলের প্রতিই আমার সমান প্রগাঢ়রূপ অনুরাগ রহিয়াছে॥ ১৪ ॥ জননীগণের প্রতি আমার যেমন সম্পূর্ণ অনুরাগ আমার প্রতিও তাঁহাদিগের তেমনি স্নেহ বর্ত্তমান আছে, তবে কৈকেয়ী ক্রোধ পরবশ হইয়া আমার প্রতি যে সকল নিষ্ঠুর কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে কখন তেমন কথা আমাকে বলেন নাই॥ ১৫ ॥ কেকয় রাজদুহিতা রাজর্ষিবংশ প্রসূতা সৎস্বভাবা যেহেতু বিমাতা হইয়াও চিরকাল আমাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন, এক্ষণে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় পিতার নিকট কেমন করে আমাকে সেই সকল কঠিন কথা বলিলেন॥ ১৬ ॥ সুতরাং আমার এই বোধ হইতেছে যে অভাবনীয় স্বভাবজাত প্রতিকূলতা দৈববশতই হইয়াছে, অর্থাৎ আমার দুর্ভাগ্য ক্ষয়ার্থ মম শিরোপরি এই বিপৎ সংপ্রতি পতিত

কশ্চ দৈবেন সৌমিত্রে যোদ্ধুমুৎসহতে সহ।
যস্যেহ নিগ্রহোপায়ো ন কথঞ্চন বিদ্যতে।। ১৮ ।।
সুখদুঃখভয়োদ্বেগলাভালাভভবাভবাঃ।
নৃণাং ভবন্তি দৈবেন ন ভবন্তি চ লক্ষ্মণ।। ১৯ ।।
অবশ্যং ভাবি ব্যসনং মমৈতদিতি পশ্যতঃ।
ব্যাহতেঽপ্যভিষেকে মে পরিতাপো ন বিদ্যতে।। ২০ ।।
তস্মাৎ ত্বমপি মে বুদ্ধিমনুবর্ত্তিতুমর্হসি।
প্রতিসংস্তম্ভয়াত্মানং মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।। ২১ ।।
ন লক্ষ্মণাস্মিন্ মম রাজ্যবিঘ্নে মাতা যবীয়স্যভিশঙ্কনীয়া।
ন চৈব রাজাত্র বিশঙ্কনীয়ো দৈবং হি কোঽতিক্রমিতুং সমর্থং।।২২।।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লক্ষ্মণানুনয়ো নাম
একোনবিংশঃ সর্গঃ।। ১৯ ।।

অনুবাদ।

হে সুমিত্রানন্দন! বল দেখি দৈবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে কাহারও কি উৎসাহ হইতে পারে? কি দৈবশক্তির নিগ্রহ করিবার অন্য কোন উপায় আছে? অর্থাৎ প্রতিকুল দৈব সমাধানের কোন উপায় নাই॥ ১৮ ॥ হে লক্ষ্মণ! মনুষ্য দিগের কি সুখ, কি দুঃখ, কি ভয়, কি উৎকণ্ঠা, কি লাভ, কি ক্ষতি, কি জন্ম কি মরণ সকলই দৈববশতঃ হইতেছে, তাহার কোন অন্যথা নাই॥ ১৯ ॥ দেখিতে দেখিতে আমার এই যে বিপৎ উপস্থিত হইল, ইহা কোনক্রমেই অন্যথা হইবার নহে, আমার অভিষেকের ব্যাঘাত হইল বলিয়া তাহাতে কোন খেদ বা পরিতাপ নাই॥ ২০ ॥ অতএব লক্ষ্মণ! তুমিও আমার বুদ্ধির অনুগামী হও, যে রূপ ক্রোধে কলেবর পরিপূর্ণ করিয়াছ, সে ক্রোধ পরিহার কর, শোকে অভিভূত হইও না॥ ২১ ॥ হে লক্ষ্মণ! আমার রাজ্যলাভের এই ব্যাঘাত বিষয়ে পতিপরায়ণা সতী কৈকেয়ী মাতাই যে কারণ হইয়াছেন, এমন আশঙ্কাও করিহ না, অথবা মহারাজা পিতা দশরথও যে ইহার কারণ তাহাও ভাবিহ না, ইহার বলবৎ কারণ দৈব, বল দেখি দৈব কে কে কোথায় অতিক্রম করিতে পারে?॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্যাং বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
লক্ষ্মণের প্রতি অনুনয় নামে উনবিংশতি সর্গঃ॥ ১৯ ॥

বিংশতিঃ সর্গঃ।

ইতি ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণোঽধোমুখঃ স্থিতঃ।
দুঃখামর্ষপরীতাত্মা দধ্যৌ বিপ্লুতলোচনঃ॥ ১ ॥
স বদ্ধা ভ্রূকুটীং রোষাদ্ভ্রুবোর্ম্মধ্যে নরর্ষভঃ।
নিঃশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ॥ ২ ॥
রুষিতস্য চ তস্যাসীদ্ভ্রূকুটীকুটিলং মুখং।
ক্রুদ্ধস্যেব মৃগেন্দ্রস্য দুর্দ্ধর্ষং ভূরিতেজসঃ॥ ৩ ॥
বিনির্দ্ধুয়াগ্রহস্তঞ্চ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য শিরঃ সংকম্প্য চাসকৃৎ॥ ৪ ॥
খড়্গং পরিস্পৃশন্ রোষাচ্ছত্রুমর্ম্মবিদারণং।
সংরম্ভমর্ষতাম্রাক্ষস্ততো ভ্রাতরমব্রবীৎ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

যখন শ্রীরামচন্দ্র এবম্বিধ বিবিধপ্রকার বনগমনেরপ্রতি অনুকূলবচন লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, তখন লক্ষ্মণ অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাঁহার নয়নে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল, সেই জলে লক্ষ্মণের হৃদয় ভাসিয়া গেল, এবং দুঃখে তাঁহার কলেবর বিবর্ণ হইল ও ক্রোধে অন্তরাত্মা কম্পিত হইয়া উঠিল; অপরসীম ক্রোধের অধীন হইয়া মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন॥ ১ ॥ বীরবর নৃপকুমারের নয়নদ্বয় তখন নবোদিত অরুণের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ভ্রূকুটী ভঙ্গী বিস্তার করিয়া ক্রোধে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সে সময়ে বোধ হইল যেন রোষ পরবশ করাল বিষধর বিবর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতেছে॥ ২ ॥ এবং ক্রোধন্ মৃগেন্দ্রের ন্যায় লক্ষ্মণ বীর ভ্রূকুটী কুটিল মুখে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন, দর্শন মাত্রেই বোধ হইল যে ইনি অসীম তেজস্বী দুর্দ্ধর্ষ্য মহাপুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৩ ॥ অঙ্কুশের দ্বারা আহত মত্ত মাতঙ্গ যে রূপ শুণ্ড সঞ্চালন করে, তাহার ন্যায় লক্ষ্মণবীর আজানুলম্বিত ভুজযুগল আস্ফালন করিয়া ইতস্তত উদ্ধ দৃষ্টি করিতে করিতে বার বার মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন॥ ৪ ॥ তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া সম্মুখস্থিত অতি শাণিত অসিবর যাহারদ্বারা অরাতি মণ্ডলের মর্ম্ম চ্ছেদন হইয়া থাকে, দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া ঘূর্ণিত নয়নে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন॥ ৫ ॥

অস্থানে সংভ্রমো যস্য যাতোহয়ং গমনং প্রতি।
ধর্ম্মলোপভয়াদেব লোকবাদভয়েন চ ॥ ৬ ॥
কথং হীদৃশসংভ্রান্তস্ত্বদ্বিধো বক্তুমর্হতি।
ক্লীবং বাক্যমশৌটীরং শৌটীরঃ ক্ষত্রিয়াম্বয়ঃ ॥ ৭ ॥
তেজঃ ক্ষাত্রং সমালম্ব্য সংভ্রমং ত্যক্তুমর্হসি।
ক্লীবা হি দৈবমেবৈকং প্রশংসন্তি ন পৌরুষং ॥ ৮ ॥
প্রতীপমপি শক্নোমি ব্যসনায়াভ্যুপাগতং।
দৈবং পুরুষকারেণ প্রতিরোদ্ধুমরিন্দম ॥ ৯ ॥
কৈকেয়ীঞ্চ নরেন্দ্রঞ্চ কস্মাচ্ছক্তো ন শঙ্কসে।
তয়োর্ন প্রতিকর্ত্তব্যং কস্মাৎ পাপানুবন্ধয়োঃ ১০ ॥

অনুবাদ।

হে রঘুনাথ! বনে গমন না করিলে প্রাক্তন পুণ্য সকল নষ্ট হইয়া যাইবে, ও লোকে অপযশ করিবে এই হেতু আপনি বনে গমন করিতে যে এত উৎসাহী হইয়াছেন, এ আপনার উচিত বিবেচনা করা হয় নাই ॥ ৬ ॥ আপনি কেন এমন ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছেন, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয়কুলজাত কোন মহানুভাব ব্যক্তি কি এমন অনর্থকর নিষ্ফলকথা প্রয়োগ করিতে পারেন? ॥ ৭ ॥ আপনি ক্ষত্রিয় তেজ অবলম্বন করুন, এবং বনগমনার্থ মনোমধ্যে যে প্রকার উৎসাহ সমুদিত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করুন, কেননা অকর্ম্মণ্য অক্ষম ব্যক্তিরাই দৈবে যাহা করে তাহাই হয় কহিয়া থাকে, কিন্তু সাধু পুরুষেরা সকলেই পৌরুষের অতিশয় প্রশংসা করেন ॥ ৮ ॥ অতএব হে শত্রুতাপন রঘুবীর! আপনার অমঙ্গলের জন্য যে বিপৎ উপস্থিত হইতেছে, ইহা অতিশয় ক্লেশকর, আপনি অনুমতি করিলে পুরুষকারকে অবলম্বন করিয়া আমি সেই সকল দৈব দুর্ব্বিপাককে এক্ষণে সমতা করিতে পারি ॥ ৯ ॥ দেখুন্ কৈকেয়ী ও মহারাজ ইহারা উভয়ে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত করিতেছেন? আপনি ইহাদিগকে কিজন্য শঙ্কা করিতেছেন না? আর কি জন্যই বা এমন দুরাচার পাপমতি দম্পতির সমুচিত প্রতীকার বিধানে পরাঙ্মুখ হইতেছেন ॥ ১০ ॥

ধর্ম্মাভ্যুপায়াঃ সন্ত্যন্যে কুশলৈঃ পরিচিন্তিতাঃ।
তৈরুপায়ৈরর্থসিদ্ধৌ ধর্ম্মে যত্তিতুমর্হসি ॥ ১১ ॥
যদিবার্য্য স্বয়ং কর্ত্তুং ত্বমেবং ন ব্যবস্যসি।
মাং নিযুঙ্ক্ষ্ব করিষ্যেঽহং বচনং যদনন্তরং ॥ ১২ ॥
লোকবিদ্বিষ্টমুৎসৃজ্য তস্মাল্লোকপ্রিয়ং কুরু।
যদর্থং বুদ্ধিমোহোঽয়মীদৃশস্ত্বামুপাগত ॥ ১৩ ॥
সোঽপি ধর্ম্মো মম দ্বেষ্যো যৎপ্রসঙ্গাদ্বিমুহ্যসে।
লোকস্যাপ্রিয়মারব্ধং কৈকেয্যাঃ কেবলং প্রিয়ং ॥ ১৪ ॥
এতৎ কার্য্যং নরেন্দ্রেণ কামতো ন তু ধর্ম্মতঃ।
অভিসৃজ্যাভিষেকং তে পুনঃ প্রত্যবগৃহ্নতা ॥ ১৫ ॥
তৎপ্রতীপে কৃতে হ্যত্র কিল্বিষং নোপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রায়াঃ পাপভাবায়াঃ প্রদ্বিষন্ত্যা বিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।

ধর্ম্ম সঞ্চয়ের নানা উপায় আছে, চিরন্তন লোকেরা ধর্ম্ম সংগ্রহের নানা পথ অবধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, আপন প্রয়োজন সাধন করিয়া সেই সেই উদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে যত্নবান্ হউন্॥ ১১ ॥ হে মহাভাগ! আপনি স্বয়ং যদি এপ্রকার ব্যবহার করিতে অসম্মত হয়েন, তাহা হইলে আমাকে অনুমতি করুন্, ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য ও যাহা বক্তব্য আমি তাহা সমাপন করিতেছি॥ ১২ ॥ যে বিষয়কে সকলেই নিন্দা করিয়া থাকে এমন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাবতীয় লোকের প্রিয়কর্ম্ম সাধন করুন্, আপনার একি বিপরীত বুদ্ধিতে মোহ উপস্থিত হইয়াছে? ॥ ১৩ ॥ যে ধর্ম্ম কথার উল্লেখে আপনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, আপনার সে কথায় আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছি, কি আশ্চর্য্য! আপনি যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইতেছেন, তাহা যাবতীয় লোকের অপ্রিয় কেবল একা কৈকেয়ী দেবীরই প্রিয়রূপে পরিগণিত হইবে॥ ১৪ ॥ মহারাজ আপনাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিব বলিয়া পুনর্ব্বার রাজ্যভার অপহরণ করিতেছেন, ইহাও কি তাঁহার ধর্ম্ম হইতেছে? না ইহাতেও তিনি অসত্যবাদী হইতেছেন না? ইহা যে তাঁহার স্ত্রৈণতার কার্য্য তাহা অবশ্য বলিতে হইবে॥ ১৫॥ অতএব এ বিষয়ে যদি আমরা পিতার প্রতি প্রতিকূলতাচরণ করি তাহা হইলে কখনই আমাদিগের অধর্ম্ম হইবেনা, বিশেষতঃ নীচাশয়া পাপীয়সী কৈকেয়ীর প্রতি দ্বেষ করিলে আমাদিগের কোন অধর্ম্ম নাই॥ ১৬ ॥

কৈকেয্যা বচনং ক্ষুদ্রং নৈব ত্বং কর্ত্তু মর্হসি ।
যৌবরাজ্যাভিষেকে চ ত্বামুপামন্ত্র্য ধর্ম্মতঃ ।। ১৭ ।।
কথং নাম স্থিতো ধর্ম্মে কুর্য্যাৎ তদনৃতং নৃপঃ ।
পাপা বুদ্ধিরিয়ং রাজ্ঞো দৈবেনাপি কৃতা যদি ।। ১৮ ।।
তথাপি মোক্ষণীয়োঽর্থো নৈব বুদ্ধিমতাং ভবেৎ ।
বিক্লবো হীনবীর্য্যো যঃ স দৈবমনুবর্ত্ততে ।। ১৯ ।।
অবিক্লবস্তু তেজস্বী ন দৈবমনুবর্ত্ততে ।
দৈবং পুরুষকারেণ যততে যোঽতিবর্ত্তিতুং ।। ২০ ।।
ন স দৈববিপন্নাত্মা কদাচিদপি সীদতি ।
লোকঃ পশ্যতু কৃৎস্নোহদ্য দৈবপৌরুষয়োরিদং ।। ২১ ।।
অন্তরং কার্য্যসংসিদ্ধৌ যদ্যুত্থাতুং ত্বমিচ্ছসি ।
অদ্য মৎপৌরুষহতং দৈবং পশ্যন্তু মানবাঃ ।। ২২ ।।

অনুবাদ ।

হে রাম ! কৈকেয়ীর এরূপ নিকৃষ্ট বচনের বশীভূত হইয়া আপনার বনগমন করা কোন মতেই উচিত নহে, যেহেতু মহারাজা আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া বিধানানুসারে আমন্ত্রণ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ মহারাজা অতি ধর্ম্মশীল হইয়া কেমন করে এরূপ অধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সম্মত হইবেন, অর্থাৎ কেমন করিয়া স্ববাক্যকে মিথ্যা করিবেন, যদিও দৈব বশতঃ নৃপতির এ প্রকার পাপবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে হউক্ ॥ ১৮ ॥ তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের এ বিষয় ক্ষমার যোগ্য হয় না, কেবল যে ব্যক্তি বিকলাঙ্গ অথবা হীন বীর্য্য সেই ব্যক্তিই দৈবের অনুবর্ত্তী হয় ॥ ১৯ ॥ আর যাহার কোন অঙ্গের ব্যাঘাত নাই অথচ তেজস্বী তিনি কখন কেবল দৈবের উপর নির্ভর করেন না, বরং আপন পৌরুষ প্রকাশ করিয়া দৈবকে অতিক্রম করিতেই যত্নবান হয়েন ॥ ২০ ॥ সেই ব্যক্তি কখন দৈব দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া আপনি অবসন্ন হয়েন না, অদ্য অত্রত্য যাবতীয় লোক সকল অবলোকন করুক্ দৈব ও পৌরুষের কি বিশেষ আছে ॥ ২১ ॥ আপনি যদি স্বকার্য্য সাধন করিবার জন্য অভ্যুত্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মানবেরা এখনি দেখিতে পাইবেন যে আমার পুরুষকার দ্বারা এক্ষণেই দৈবের বল পরাভূত হইবে ॥ ২২ ॥

তব রাজ্যবিঘাতায় প্রতীপং সমুপাগতং।
নিরঙ্কুশমিবোদ্দামং গজং মদবলোৎকটং।। ২৩ ।।
প্রতীপমাগতং দৈবং পৌরুষেণ নিবর্ত্তয়ে।
লোকপালাঃ সহেন্দ্রেণ যৌবরাজ্যাভিষেচনং।। ২৪ ।।
প্রতিহন্তুং ন শক্তাস্তে কিমুতৈকো নরাধিপঃ।
অহং ছেৎস্যামি পাপাশাং কৈকেয্যাশ্চ নৃপস্য চ।। ২৫ ।।
অভিষেকবিঘাতেন পুত্ররাজ্যাপবর্ত্তনে।
যৈর্ব্বিবাসস্তবারণ্যে মিথো রাম সমর্থিতঃ।। ২৬ ।।
অহং বিবাসয়িষ্যামি তানেবাদ্য বলাদিতঃ।
প্রতীপমপি দুঃখায়নেদং দৈবমুপাগতং।। ২৭ ।।
প্রভবিষ্যতি রাম ত্বাং মৎপৌরুষপরাহতং।
বহুবর্ষসহস্রান্তে প্রজাপালমনুত্তমং।। ২৮ ।।

অনুবাদ।

যেমন মদ বলে গর্ব্বিত উন্মত্ত মাতঙ্গপতি শাণিত অঙ্কুশ আঘাতের অবধারণা না করিয়া উদ্ধতরূপে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আপনার রাজ্যলাভের প্রত্যূহস্বরূপ এই দৈব দুর্ব্বিপাক মহাবিঘ্ন রূপে উপস্থিত হইয়াছে॥ ২৩ ॥ হে রাম! আপনার এই প্রতিকূল দৈব আমি পরাক্রম দ্বারা নিবর্ত্তিত করিতেছি, দেবরাজ দিক্‌পালদিগের সহিত মিলিত হইয়া আপনার যৌবরাজ্যাভিষেকের॥ ২৪ ॥ ব্যাঘাত জন্মাইতেপারেন না, তাহাতে মহারাজা দশরথ একাকী মাত্র কি করিতে পারিবেন, আমি কৈকেয়ীর ও নৃপতির পাপাশার সমূলে উন্মূলন করিতেছি॥ ২৫ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! যে যে ব্যক্তি আপনার যৌবরাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত জন্মাইয়া বিজন প্রদেশে উপবেশন পূর্ব্বক পরস্পর ভরতকে রাজ্য প্রদান ও আপনাকে অরণ্যে প্রেরণের কল্পনা অবধারণ করিয়াছে॥ ২৬ ॥ আমি বল প্রকাশ করিয়া অদ্য সেই সেই ব্যক্তিদিগকে এখান হইতে অরণ্যে বিবাসন করিতেছি, যদিও আপনার এই প্রতিকূল দৈব উপস্থিত হইয়াছে তথাপি ইহা কোন মতে আপনাকে দুঃখিত করিতে পারিবে না॥ ২৭ ॥ হে রঘুনাথ! আমি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া আপনার উপস্থিত দুর্দ্দৈবকে দূরীকরণ করিতেছি, মৎ পৌরুষ পরাহত দৈব আপনাকে কোনক্রমে ক্লেশ দিতে সমর্থ হইবে না, হে রঘুবীর! অনেক সহস্র বৎসর সুচারুরূপে সাম্রাজ্য প্রতি পালনের পর॥ ২৮ ॥

আর্য্যপুত্রাঃ করিষ্যন্তি বনবাসং গতে ত্বয়ি।
পূর্ব্বরাজর্ষিবৃত্তেন বনবাসো বিধীয়তে॥ ২৯ ॥
পুত্রেষ্বস্তে বিনিক্ষিপ্য রাজ্যং বয়সি নির্গতে।
স ত্বং কিমর্থং ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মলোপাবিশঙ্কয়া॥ ৩০ ॥
কৈকেয্যা বচনাদ্ধর্ম্ম্যং স্বরাজ্যং ত্যক্তুমিচ্ছসি।
প্রতিজানামি তে সত্যং মা ভূবং বীরলোকভাক॥ ৩১ ॥
যদি প্রতীপং দৈবং তে ন বিহন্যামুপাগতং।
ফলমেবাস্য দৈবাস্য প্রতীপস্য নিবর্ত্ততে॥ ৩২ ॥
তবৈব তেজসেচ্ছামি দৈবং লোকান্নিবর্ত্তিতুং।
অবিষহ্যতমং লোকে বিদ্যতে মে ন কিঞ্চন॥ ৩৩ ॥
ত্বদর্থমুৎসহে হ্যেকঃ পরিবর্ত্তয়িতুং জগৎ।
মঙ্গলৈরভিষিচ্যস্ব ততস্ত্বং নির্বৃতো ভব॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।

আপনার সন্তানেরা যখন রাজ্যপালন করিবেন তখন পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রথানুসারে আপনার বনবাসে গমন বিধেয় হইবে॥ ২৯ ॥ আপনি যখন অতি প্রাচীন হইবেন, তখন পরিণামে সন্তানগণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনবাসে গমন করিবেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি এখন কেন অনর্থ ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা করিতেছেন॥ ৩০ ॥ কি জন্যই বা পাপীয়সী কৈকেয়ীর বচনানুসারে আপনার যথার্থ প্রাপ্য রাজ্যভার পরিহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আমি যথার্থ জানিতেছি যে আপনি কোনক্রমেই বীরপুরুষের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না॥ ৩১ ॥ আপনার অমঙ্গলের জন্য উপস্থিত প্রতিকূল যে দৈব যদি আমি সেই দৈবের উপশম করি তবে সুতরাং সেই দুর্দ্দৈবের বিপরীত ফলও আপনি নিবর্ত্ত হইয়া যাইবে॥ ৩২॥ হে রঘুবীর! আমি আপন তেজোবলে নহে, শুদ্ধ আপনারই তেজোবলে ভূর্লোক হইতে দুর্দ্দৈবকে এককালে নিবর্ত্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনার অনুগ্রহ বলে ইহলোকে আমার অসহ্য এবং অসাধ্য কিছুই নাই॥ ৩৩ ॥ আপনার জন্য আমি একাকী এই জগতের পরিবর্ত্তন করিতে পারি, যাহা হউক্ আপনি মাঙ্গল্য দ্রব্যদ্বারা আপনাকে অভিষিক্ত করিয়া বন গমনে নিবৃত্ত হউন্॥ ৩৪ ॥

অলমেকো মহীপাল মহীং ধারয়িতুং বলাৎ।
ন শোভার্থমিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে॥ ৩৫ ॥
নাসির্ব্বা বন্ধনার্থং মে ন শরাঃ স্তম্ভহেতবঃ।
অমিত্রদমনার্থং মে সর্ব্বমেতচ্চতুষ্টয়ং॥ ৩৬ ॥
ন চার্থমভিকাঙ্ক্ষেয়ং যশঃ শত্রুবধে মম।
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বিদ্যুচ্চলিতবর্চ্চসা॥ ৩৭ ॥
প্রগৃহীতেন কঃ শক্তো বজ্রেণাপি সহাহবে।
খড়্গধারাহতা মেঽদ্য পতন্তু নররাশয়ঃ॥ ২৮ ॥
প্রাবৃট্‌কালে সমাগম্য বিদ্যুতেব সমাহতাঃ।
খড়্গনিষ্পেষনিষ্পিষ্টৈর্গহনা দুশ্চরাবহা॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ।

হে শ্রীরামচন্দ্র! আমি একাই বল প্রকাশদ্বারা এই সসাগরা ধরার আধিপত্য বিস্তার করিতে শক্ত হইতে পারি, কেননা আমার এই ভুজদ্বয় কেবল শোভার জন্য নহে ও এই ধনুর্ব্বাণও কেবল ভুষণের নিমিত্ত নহে॥ ৩৫ ॥ এই খড়্গ ও কেবল কোমরে বন্ধন করিবার জন্য নহে, এবং বাণ সকলও হস্তে করিয়া স্তম্ভিত প্রায় থাকিবার নহে, হে শ্রীরামচন্দ্র! হে মহীপতে! এই ভুজদ্বয় এই ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ এই চারি বস্তু কেবল শত্রুনিরাকরণের জন্য ধারণ করিতেছি ॥ ৩৬ ॥ এই তীক্ষ্ণধার শাণিত খড়্গের শোভা দেখুন, এই খড়্গ চঞ্চল বিদ্যুত জ্যোতির ন্যায় আপন শোভা বিস্তার করিতেছে, ইহার তীক্ষ্ণধার দ্বারা আমি অর্থের আকাংক্ষা করি না কিন্তু শত্রুকুল বিনাশ করিয়া যশোলাভের বিস্তর প্রত্যাশা করি ॥ ৩৭ ॥ আমি এই খড়্গ ধারণ করিলে পর সমরভূমিতে বজ্রধারণ করিয়াও আমার সহিত কেহ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে না, অদ্য এই খড়্গধারায় নিহত হইয়া মনুষ্য সকলকে ভূমিতলে নিপতিত হইতে আপনি দেখুন্॥ ৩৮ ॥ বর্ষাকালে একত্র সঙ্গত জন সমূহ বিদ্যুৎপাতে বিনষ্ট হইয়া যে রূপ নিপতিত হয়, সেই প্রকার আমার এই খড়্গধারায় ক্ষত বিক্ষত ও নিহত শত শত লোক সমর ভূমিতে শয়ন করিবে তাহাতে এই পৃথিবী দুশ্চরা হইবে অর্থাৎ দুর্গম্যা হইবে॥ ৩৯ ॥

পত্ত্যশ্বরথমাতঙ্গৈর্ম্মহীভবতু সর্ব্বশঃ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণে প্রগৃহীতশরাসনে।। ৪০ ।।
স্থিতে ময়ি ধনুষ্পাণৌ কোঽপ্রিয়ং তে করিষ্যতি।
অভ্যস্তান্ বিবিধান্ কালে নিশিতান্ রুধিরাশনান্।। ৪১ ।।
বিপ্রমোক্ষ্যাম্যহং বাণান্ নৃবাজিগজমর্ম্মসু।
অদ্য মেঽস্ত্রপ্রভাবস্য প্রভাবঃ প্রভবিষ্যতি।। ৪২ ।।
রাজ্ঞশ্চাপ্রভুতাং কর্ত্তুং প্রভুত্বঞ্চ তব প্রভো।
অদ্য চন্দনসারাণাং কেয়ূরামোচনস্য চ।। ৪৩ ।।
বসূনাঞ্চ বিমোক্ষস্য সুহৃদাং পূজনস্য চ।
অভিরূপাবিমৌ বাহূ রাজন্ কর্ম্ম করিষ্যতঃ।। ৪৪ ।।
তদ্ব্রূহি কোঽদ্যৈব নিযুজ্যতাং ময়া তবাসুহৃৎ প্রাণযশঃ সুহৃজ্জনৈঃ।
যথা তবেয়ং বসুধা বশে ভবেত্তথাদ্য মাং শাধি তবাস্মি কিঙ্করঃ।। ৪৫ ।।

অনুবাদ।

হে রঘুনাথ! আমি গোধাচর্ম্মের অঙ্গুলিত্রাণ পরিধান করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলে পর চারিদিকে নিহত পদাতি অশ্ব মাতঙ্গ ও ভগ্নরথবরে একেবারে পৃথিবী পরিপূর্ণা হইবে॥ ৪০ ॥ হে রঘুবীর! আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অবস্থান করিলে পর কোন্ ব্যক্তি আপনার অপ্রিয় অর্থাৎ অমঙ্গল সাধন করিতে পারিবে? আপনিও জানেন? যে অভ্যাসের সময় আমি শোণিতভোজী কত মত বিবিধ শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ অভ্যাস করিয়াছি॥ ৪১ ॥ আমি কি মনুষ্য, কি হস্তী, সকলেরই মর্ম্মস্থানে শাণিত বাণ সমূহ প্রক্ষেপ করিতেছি, অদ্য আপনি আমার অস্ত্রবলের প্রভাব অবলোকন করুন্॥ ৪২ ॥ হে প্রভো! আমার এই ভুজ যুগল অদ্য মহারাজের প্রভুত্ব বিনাশ নিমিত্ত এবং আপনার প্রভুত্ব প্রদানার্থ ও চন্দনানুলিপ্ত বাহু হইতে শত্রু কামিনীগণের কেয়ূর বিসর্জ্জনার্থ, আর মহারাজার সম্পত্তি বিনাশার্থ এবং বন্ধু বান্ধবগণের পূজা করণার্থ বিলক্ষণ পারগ, হে রাজন্! আমার এই অভিরূপ ভুজযুগল অদ্য সমুচিত কর্ম্ম অবশ্য সম্পাদন করিবে॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ হে রঘুনাথ! আমি আপনার দাসানুদাস ভৃত্য বর্ত্তমান রহিয়াছি আমাকে অনুমতি করুন্, আপনার কোন অপ্রিয় অসদ্বান্ধবকে এইক্ষণে এ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব, যাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিলে পর রাজ্যাধিকার আপনার হস্তগত হইবে, তাহা আমার আজ্ঞা করুন্, আমি এখনি তাহা সাধন করিব॥ ৪৫ ॥

ইতি স্ম মন্যুং পরিগৃহ্য পৌরুষং
স লক্ষ্মণো রামমভিপ্রসাদয়ন্।
উবাচ ভূয়োঽপি পিতুর্বিনিগ্রহে
যতস্ব রামৈষ মমাদ্য নিশ্চয়ঃ॥ ৪৬ ॥
ইতি বচনমুদারমর্থযুক্তং
তদভিসমীক্ষ্য তু লক্ষ্মণস্য রামঃ।
মধুরতরমুবাচ শান্তিযুক্তং
পরিকুপিতং পিতরং প্রতি প্রতীতঃ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লক্ষ্মণসংরম্ভো
নাম বিংশঃ সর্গঃ॥ ২০ ॥

অনুবাদ।

লক্ষ্মণ বীর এই রূপ ক্রোধন হইয়া রঘুনাথকে পৌরুষ প্রকাশের পরামর্শ প্রদান করিলেন, পুনর্ব্বার পিতার নিগ্রহ জন্য ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে শ্রীরামচন্দ্র! অদ্য আমি নিশ্চয় করিয়াছি নিষ্ঠুর পিতাকে পরাভূত করিতে যত্নবান হউন্॥ ৪৬ ॥ রঘুনাথ অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের অর্থ পূর্ণ উদার বাক্যব্যূহ শ্রবণ করিয়া ও তাঁহাকে পিতার প্রতি যথোচিত কুপিত দেখিয়া প্রমুদিত মনে সুমধুর বচনে শান্তিযুক্ত কথা সকল বলিতে লাগিলেন॥ ৪৭ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
লক্ষ্মণের সংরম্ভ নামে বিংশতি সর্গঃ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ সর্গঃ ।

ভক্ত্যা রামস্য সংরব্ধং লক্ষ্মণং পিতরং প্রতি ।
শ্লক্ষ্ণৈঃ সান্ত্বনৈর্ব্বাক্যৈঃ শময়ামাস রাঘবঃ ॥
সৌমিত্রে নৈতদাশ্চর্য্যং মদ্ভক্ত্যা যৎ ত্বমিচ্ছসি ।
ব্যসনার্ণবসংমগ্নমুদ্ধর্ত্তুং মাং বলাদিব ॥ ২ ॥
পুণ্যশীলস্তু ধর্ম্মাত্মা সত্যব্রতপরায়ণঃ ।
পার্থিবো নানৃতীকর্ত্তুং ন্যায্যো লোকগুরুর্ম্ময়া ॥ ৩ ॥
সত্যপ্রতিজ্ঞং কৃত্বা তু পিতরং ধর্ম্মবৎসলং ।
পুণ্যাং কীর্ত্তিমবাপ্স্যামি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতীং ॥ ৪ ॥
যদি ত্বয়ি ময়ি স্নেহো ভক্তির্ব্বা তব লক্ষ্মণ ।
ততো নিবর্ত্তয়ৈতাং ত্বং পাপবুদ্ধিং সমুত্থিতাং ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।

রঘুনাথ দেখিলেন যে লক্ষ্মণ আমার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত, আমার এই ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় পিতার প্রতি যথোচিত ক্রোধিত হইয়াছে, তখন শ্রীরাম বিনয় গর্ভ সুমধুর বচন সমূহদ্বারা লক্ষ্মণের ক্রোধের সমতা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ভ্রাতঃ সৌমিত্রে ! ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তুমি আমাতে যাদৃশী ভক্তি ও আমাতে অতিশয় প্রীতি করিয়া থাক, তন্নিমিত্তই আমাকে এই বিপৎসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া তুমি বল পূর্ব্বক উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিতেছ ॥ ২ ॥ কিন্তু দেখ পিতা জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু, বিশেষতঃ তিনি অতিশয় পুণ্যশীল, পরম-ধার্ম্মিক, একান্ত সত্যব্রতাবলম্বী, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণাবলম্বী লোক জগতে নাই, অতএব ঈদৃশ পিতাকে আমি কি রূপে মিথ্যাবাদী করিতে সক্ষম হইব? ॥ ৩ ॥ তিনি অতিশয় ধর্ম্মভীরু, তাঁহার প্রতিজ্ঞা আমাকে পূরণ করিতেই হইবে, পিতার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিলে পর কি ইহলোকে কি পর-লোকে পবিত্র যশোরাশি লাভ করিতে পারিব ॥ ৪ ॥ হে লক্ষ্মণ ! যদি আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় স্নেহ ও উৎকৃষ্টা ভক্তি থাকে, তবে তোমার উপস্থিত এই পাপমতিকে এক্ষণেই পরিত্যাগ কর ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মাত্মনঃ শ্রুতবতঃ কৃতজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
পিতুরস্যাপ্রিয়ং কর্ত্তুং নেচ্ছামি মনসাপ্যহং॥ ৬ ॥
যদীচ্ছসি প্রিয়ং কর্ত্তুং মম নিত্যমভীপ্সিতং।
ততো ময়ি গতে ভক্ত্যা শুশ্রূষ্যো নৃপতিস্ত্বয়া॥ ৭ ॥
নির্ব্ব্যলীকেন মনসা প্রত্যক্ষং দৈবতং যথা।
এবমেব পরং কামং শক্তিতঃ কর্ত্তুমর্হসি॥ ৮ ॥
যথা মাং প্রতি নোৎকণ্ঠাং করোতি বসুধাধিপঃ।
তথা শুশ্রূষিতব্যোঽসৌ ত্বয়া ময়ি বিনির্গতে॥ ৯ ॥
যথা তথা ন তপ্যেয়ুর্ব্বনবাসঙ্গতে ময়ি।
মাতরশ্চাবিশেষেণ শুশ্রূষ্যাঃ সর্ব্বশস্ত্বয়া॥ ১০ ॥
ভরতশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা দ্রষ্টব্যোঽহমিব ত্বয়া।
পরিপাল্যশ্চ যত্নেন মম প্রিয়চিকীর্ষুণা॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

আমাদিগের পিতা মহাশয় অতিশয় ধর্ম্মাত্মা, বেদ বেদান্ত বেত্তা, কৃতজ্ঞ স্বভাব, ও মহানুভাব, আমি এখন পিতার অপ্রিয় কার্য্য করিতে মনেও ইচ্ছা করি না॥ ৬ ॥ যদি তুমি সর্ব্বদা আমার অভিমত প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে আমি এই আদেশ করিতেছি যে আমি বনে গমন করিলে পর তুমি ভক্তিযোগ সহকারে পিতার সেবা শুশ্রূষা করিবে॥ ॥ ৭ ॥ যদি শক্তিমত আপনার হিত সাধন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি অকপট হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় পিতার সেবা করিও॥ ৮ ॥ মহারাজা যেমন আমার প্রতি কখন উৎকণ্ঠিত মনে কোন অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করেন না, তেমনি আমি বন গমন করিলে পর তুমিও রীতিমত তাঁহার সেবা করিও, যেন তাহার মনে কোন খেদ উপস্থিত না হয়॥ ৯ ॥ হে লক্ষ্মণ! আমি বনবাসে গমন করিলে পর মাতৃগণেরা যেখানে সেখানে বসিয়া আমার নিমিত্ত যেন বিলাপ ও পরিতাপ না করেন, তুমি অবিশেষে মাতৃগণের এ রূপ সান্ত্বনা ও সেবা করিবে॥ ১০ ॥ আর তুমি প্রাণাধিক ভ্রাতা মহাত্মা ভরতকে আমার ন্যায় দেখিবে, আমার মঙ্গল চিন্তা যেমন সর্ব্বদা করিয়া থাক, তেমনি ভরতেরও মঙ্গল চিন্তা করিবে ও যত্নপূর্ব্বক তদাজ্ঞা প্রতিপালনও করিবে॥ ১১ ॥

ইমাং ধর্ম্মধুরং গুর্ব্বীমহং বক্ষ্যামি লক্ষ্মণ।
ভরতেন সহেমাং ত্বং গুর্ব্বীং রাজ্যধুরং বহ॥ ১২ ॥
ইত্যুক্তবচনং রামং বভাষে লক্ষ্মণস্তদা।
অপ্রকম্পং স্থিতং ধর্ম্মে পুরন্দরমিবানুজঃ॥ ১৩ ॥
লোকনাথ গতির্যা তে সা মমাপি ভবিষ্যতি।
বনে বৎস্যাম্যহমপি শুশ্রূষাদিরতস্তব॥ ১৪ ॥
ত্বয়া ত্যক্তামহমপি পরিত্যক্ষ্যে পুরীমিমাং।
ত্বদৃতে ন হি বস্তুং মে স্বর্গেঽপি রমতে মনঃ॥ ১৫ ॥
যদ্যস্তি ময়ি তে স্নেহো ভক্তোঽহং বীর মামিতি।
ততো মামনুগচ্ছন্তং ন নিষেদ্ধুমিহার্হসি॥ ১৬ ॥
বনে নিবসতস্তেঽহং নানাবনবিচারিণঃ।
আহরিষ্যামি পুষ্পাণি স্বাদূন্যপি ফলান্যহং॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

হে প্রাণাধিক প্রিয় লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে এই এক গুরুতর ধর্ম্মভার প্রদান করিয়া কহিতেছি যে তুমি ভরতের সহিত ঐকমত্য সহকারে এই গুরুতর রাজ্যভার বহন করিবে, যেন কোন রূপে কাহার ক্লেশ না হয়॥ ১২ ॥ পূর্ব্বকালে সুরপতি অকপট মনে ধর্ম্মপথের পথিক হইলে পর যেমন তদনুজ উপেন্দ্র তাঁহাকে প্রণয় সম্ভাষণে বলিয়া ছিলেন তেমনি রঘুনাথ এই সকল উপদেশ কথা লক্ষ্মণকে বলিলে পর লক্ষ্মণ সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ১৩ ॥ হে লোকনাথ! হে রঘুপতে! আপনি আমায় কি বলিতেছেন? আপনারও যে গতি আমারও সেই গতি, আমি আপনার সহ অনুবর্ত্তি হইয়া বনবাসে গমন করিব ও আপনার সেবা শুশ্রূষা করিব॥ ১৪ ॥ আপনি, এ অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিলে আমিও পরিত্যাগ করিব, আমি তোমা বই জানিনা, হে রঘুনাথ! আপনার সহিত সহবাস ব্যতিরেকে আমার স্বর্গপুরেও বাস করিতে মনসুখী হয় না॥ ১৫ ॥ হে বীরপুরুষ! আমি আপনার অতি ভক্ত, যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে তবে আমি এখান হইতে আপনার সহিত অনুগমন করিতে ইচ্ছুক হইতেছি আমাকে নিষেধ করিবেন না॥ ১৬ ॥ আপনি যখন বনে বাস করিবেন, তখন আমি আপনার জন্য নানা বন ভ্রমণ করিয়া সুগন্ধপুষ্প সুস্বাদু ফল ও সুশীতল জল আহরণ করিয়া দিব॥ ১৭ ॥

সহায়স্তে ভবিষ্যামি দুর্গেষু বিষমেষু চ।
আজ্ঞাকরস্তে ভৃত্যোঽহং ভবিষ্যামি মহাবনে।। ১৮ ।।
সর্ব্বভাবানুরক্তং মাং ন পরিত্যক্তুমর্হসি।
পশ্য মামার্য্যপুত্র ত্বং পূজ্যশ্চাসি গুরুশ্চ মে।। ১৯ ।।
পানীয়মাহরিষ্যামি পুষ্পমূলফলানি চ।।
সাধয়িষ্যামি চাহারং বনেষু বসতঃ প্রভো।। ২০ ।।
অনুজানীহি মামার্য্য নিশ্চিতং ধর্ম্মবৎসল।
অনুগন্তুং কৃতমতিং কৃতজ্ঞং শরণাগতং।। ২১ ।।
ন নিবর্ত্তয়িতব্যোঽহং সর্ব্বথা রঘুনন্দন।
ন হি রাম ত্বয়া ত্যক্তো জীবেযমিতি মে মতিঃ।। ২২ ।।
ন নিবর্ত্তয়িতুং শক্যা বুদ্ধিরেষা মম স্থিরা।
স ভবাননুজানাতু মমানুগমনং বনে।। ২৩ ।।

অনুবাদ।

হে রঘুনাথ! মহাবনে ভ্রমণ সময়ে কি দুর্গম প্রদেশ কি উন্নতানত স্থান সর্ব্বত্রে আপনার সহায় হইব, এবং আজ্ঞাকারী এই ভৃত্যকে যখন যাহা আদেশ করিবেন তখনি তাহা সম্পাদন করিব॥ ১৮ ॥ হে সাধুচরিত! আমি সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্বতোভাবে আপনার অনুগত, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা কোনমতেই আপনার উচিত হইবে না, বিবেচনা করিয়া দেখুন্, আপনি আমার কেমন মাননীয়, একে পিতার জ্যেষ্ঠসন্তান, সুতরাং জ্যেষ্ঠভ্রাতা আমার বিশেষরূপে পূজনীয় গুরু।। ১৯ ।। অতএব হে প্রভো! বিজনবনে অবস্থানের সময় আপনার জন্য নানাবিধ পুষ্প সুস্বাদু ফল মূল ও শীতল জল আহরণ করিয়া দিব, যাহাতে আপনার আহার ক্রিয়া সম্পাদন হয় তাহা সাধন করিব।। ২০ ॥ হে আর্য্য হে ধর্ম্মশীল! আপনার সহিত আমি বনে গমন করিব নিশ্চয় করিয়াছি, অনুগ্রহসহকারে আমাকে নিশ্চিত অনুমতি প্রদান করুন্, আমি এ উপকার কখন বিস্মৃত হইব না এই শরণাগত ভৃত্যের প্রার্থনা স্বীকার করুন্।। ২১ ।। হে রঘুকুলপ্রদীপ! আপনি কোনমতেই আমাকে নিবর্ত্ত করিবেন না, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আপনার সঙ্গ ব্যতিরিক্ত একক্ষণও জীবন ধারণ করিতে পারিব না ইহা আমি মনে নিশ্চয় জানিয়াছি।। ২২ ।। আপনার অনুগমনে আমার এমনি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবার নহে, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার সহিত বনগমনে আমাকে অনুমতি করুন্।। ২৩ ।।

সোঽনুনীতো বহুবিধং লক্ষ্মণেন যশস্বিনা।
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্রামো লক্ষ্মণং ভ্রাতৃবৎসলং ॥ ২৪ ॥
সহ যাস্যামি সৌমিত্রে ত্বয়াহং গহনং বনং।
ভবান্ হি পরমো বন্ধুঃ সখা ভক্তঃ প্রিয়শ্চ মে ॥ ২৫ ॥
তথা তু রামং গমনে ধৃতব্রতং
সমীক্ষ্য দেবী রুদতী ভৃশাতুরা।
উবাচ ভূয়ো হৃদয়েন তপ্যতা
সুখোচিতা দুঃখপরিপ্লুতা ভৃশং ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লক্ষ্মণানুনয়ো
নাম একবিংশতিঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।

যশস্বী লক্ষ্মণ এই রূপ অশেষবিধ বিনয় করিলে পর ভ্রাতৃবৎসল শ্রীরাম লক্ষ্মণ কর্তৃক অনুনীত হইয়া আপনার সহিত লক্ষ্মণের অনুগমন অঙ্গীকার করিলেন ॥ ২৪ ॥ এবং লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে সৌমিত্রে! তুমি আমার পরমবন্ধু ও প্রিয়সখা আমার প্রতি অতি ভক্তিমান ও আমার পরম প্রণয়াস্পদ, অতএব আমি অবশ্য তোমাকে সঙ্গে লইয়া গহনবনে গমন করিব ॥ ২৫ ॥ রাজমহিষী কৌশল্যা দেবী প্রাণ সমান প্রিয়সন্তান শ্রীরামকে বনগমন বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় দেখিয়া অতি কাতরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, মহারাজ্ঞী চিরকাল উচিত সুখভোগ করিয়াছেন, কিন্তু সে সময় গাঢ়রূপ পরিতাপিতা অতিশয় দুঃখে নিমগ্না হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
লক্ষ্মণের অনুনয় নামে এক বিংশতি সর্গ সমাপন ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতিঃ সর্গঃ।

যদি ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য পুত্র বর্ত্তিতুমিচ্ছসি।
ততো মে বচনং ধর্ম্ম্যং শৃণু ধর্ম্মভৃতাম্বর ॥ ১ ॥
ত্বং হি লব্ধো ময়া কৃচ্ছ্রৈস্তপোভির্নিয়মৈস্তথা।
বচনং মে ত্বয়া কার্য্যমতঃ পুত্র বিশেষতঃ ॥ ২ ॥
আশয়া পরয়া রাম শিশুস্ত্বং পরিপালিতঃ।
তৎ সমর্থোঽদ্য মাং দীনাং পরিরক্ষিতুমর্হসি ॥ ৩ ॥
পশ্য মামদ্য পুত্র ত্বং জীবিতেন বিযোজিতাং।
ন সকামাং সপত্নীং মে কৈকেয়ীং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥
ন চাপি রাম শক্তাহং বিপ্রকারান্ পৃথগ্বিধান্।
সোঢ়ুং সকাশাৎ কৈকেয্যাঃ পরিভূতা বিশেষতঃ ॥ ৫ ॥
নিত্যকালং সপত্নীভির্ভৃশং বিপ্রকৃতা সতী।
পুত্রচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য ভবামি সুস্থমানসা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

হে পুত্র শ্রীরাম! যদি তুমি ধর্ম্মকে অগ্রতঃকরতঃ দিন যাপন করিতে ইচ্ছু হও, হে ধর্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তবে আমার নিকটে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মোপদেশযুক্ত বাক্য তুমি শ্রবণ করহ ॥ ১ ॥ হে রাম! আমি কত উপবাস কত তপস্যা কত যাগযজ্ঞ করিয়া তবে তোমাকে লাভ করিয়াছি, এই জন্য আমি তোমাকে যাহা বলিব, বিশেষ রূপে তোমার তাহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হইবে ॥ ২ ॥ অরে বৎস রাম! আমি মনে মনে কত আশা ভরসা করিয়া তোমাকে শিশুকালাবধি প্রতিপালন করিয়াছি, তুমিও মৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া প্রাপ্ত বয়সে সমর্থ হইয়াছ, এক্ষণে দুর্দ্দশাপন্না দীনা জননীকে দুঃখজাল হইতে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও ॥ ৩ ॥ অরে বৎস! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ অদ্য তোমার বিচ্ছেদে আমার প্রাণ বিয়োগ হইয়া যাইবে, অতএব তুমি আমার সপত্নী কৈকেয়ীর চিরাভিলাষিত এই মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতে যোগ্য হইও না ॥ ৪ ॥ আমি কৈকেয়ীর নিকট পরাভূত হইয়া থাকিতে শক্তা হইব না, অরে বৎস! বিশেষতঃ তৎকৃত বিবিধ অপকার সহ্য করিয়া কোনক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না ॥ ৫ ॥ বৎস রাম! চিরকাল সপত্নীগণেরা আমাকে প্রাণে জ্বালাতন করিয়াছে, এক্ষণে পুত্ররূপ কল্পপাদপ ছায়াকে আশ্রয় করিয়া কিছু দিন সুস্থমনা হইব প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছি ॥ ৬ ॥

সাহমদ্য ন শক্নোমি জীবিতুং শর্ব্বরীমিমাং ।
ফলিনা পাদপেনেব ফলকালে বিযোজিতা ॥ ৭ ॥
মা পুত্রক বচঃ কার্ষীঃ স্ত্রীবিধেয়স্য ভূপতেঃ ।
কামকারপ্রবৃত্তস্য দুষ্কৃতেরশুচেরিব ॥ ৮ ॥
যোঽতীত্য ধর্ম্মং পৌরাণমিক্ষ্বাকূণাং কুলোচিতং ।
ত্বামতিক্রম্য ভরতমভিষেক্তুমিহেচ্ছতি ॥ ৯ ॥
অপি চেয়ং পুরা গীতা গাথা সর্ব্বত্র বিশ্রুতা ।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ তাং শ্রুত্বা মে বচঃ কুরু ॥ ১০ ॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ ।
কামকারপ্রবৃত্তস্য ন কার্য্যং ব্রুবতো বচঃ ॥ ১১ ॥
দশ বিপ্রানুপাধ্যায়ো গৌরবেণাতিরিচ্যতে ।
উপাধ্যায়ান্ দশ পিতা তথৈব ব্যতিরিচ্যতে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।

অরে বৎস ! তোমাকে বনগমনে উদ্যত দেখিয়া আমার সেই আশা এককালে ছিন্নভিন্না হইয়া গেল । আমার চিরাভিলষিত আশাপাদপ ফলিবার কালে বিনষ্ট হইল, অতএব রাম তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি, আমি এই রজনীকে সজীবনে ক্ষেপ করিতে সক্ষমা হইব না ॥ ৭ ॥ রে পুত্র হে রাম ! তুমি স্ত্রী পরতন্ত্র ভূপতির কথায় কখনই ভুলিহনা তাঁহার কথা প্রতিপালন করিবার কোন প্রয়োজন করে না। কেননা মহারাজ একান্ত কামাসক্ত, তাঁহার ন্যায় দুষ্কর্ম্মী আর জগতে নাই, এবং তিনি সর্ব্বদা অশুচি ॥ ৮ ॥ অরে শ্রীরাম ! দেখদেখি তোমার পিতা কেমন ধার্ম্মিক ? তিনি ইক্ষ্বাকুলের কুলোচিত আচার ব্যবহার রীতি নীতি কিছুই প্রতিপালন করিলেন না, তুমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান অশেষ গুণনিধান, তোমাকে বনে দিয়া ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন ইহাই ইচ্ছা করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ রে বৎস ! এই এক চিরন্তনী বাণী সর্ব্বত্র প্রচারিতা রহিয়াছে, মানবেন্দ্র মনু মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, আমি সেই বচনের যথার্থ মর্ম্মানুসারে তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি তাহাই করহ ॥ ১০ ॥ মনু লিখিয়াছেন, সদসদ্বিবেক শূন্য ও গর্ব্বিত ও কামমোহিত ব্যক্তি যদিও গুরুতর মাননীয় হন্ তথাপি তাঁহার বাক্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১১ ॥ যেমন অধ্যাপয়িতা গুরু দশজন ব্রাহ্মণ হইতে গৌরবে অধিক হন্, তেমনি দশ জন উপাধ্যায় হইতেও পিতার গৌরব সমধিক হয় ॥ ১২ ॥

পিতৄন্ দশ চ মাতৈকা সর্ব্বাম্বা পৃথিবীং বিভো।
গুরুত্বেনাভিভবতি কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥ ১৩ ॥
পতিতা গুরুবস্ত্যাজ্যা মাতা তু ন কথঞ্চন।
গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী॥ ১৪ ॥
সাহং তে পিতৃতো রাম ধর্ম্মতো গৌরবাধিকা।
মাননীয়া বিশেষেণ যথা ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥ ১৫ ॥
অতো মমাপি তে কার্য্যং শাসনং গুরুবৎসল।
অভিষেচ্যস্ব ধর্ম্মেণ রাজ্যে রাজীবলোচন॥ ১৬ ॥
যদি ত্বমেতন্মম ভাষিতং হিতং কুলোচিতং সৎপুরুষৈরনুষ্ঠিতং।
যথাবদুক্তং ন করিষ্যসে ততশ্চিরায় যাস্যামি যমক্ষয়ং মৃতা॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাবাক্যং
নাম দ্বাবিংশঃ সর্গঃ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।

সসাগরা ধরামণ্ডল তুল্যা গর্ভধারিণী মাতা দশগুণে পিতা হইতে গুরুশ্রেষ্ঠ জানিবে, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা মাতার গুরুতা হয়। অতএব জননীর সমান গুরু আর জগতে কে আছে? অর্থাৎ মাতার তুল্য গুরু কেহই নাই॥ ১৩ ॥ অন্যান্য গুরুগণেরা পতিত হইলে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু মাতা তাদৃশী পতিতা হইলেও তাঁহাকে কোন মতে পরিত্যাগ করা যায় না, যে হেতু তিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন ও ভূমিষ্ঠ হইবার পর লালন পালন করিয়াছেন, অতএব জননীই সকল অপেক্ষা সমধিক গৌরববতী হয়েন॥ ১৪ ॥ বৎস শ্রীরাম! ধর্ম্মতঃ বিচার করিলে, আমি তোমার পিতা হইতে অধিক গৌরবশালিনী এবং বিশেষরূপে মাননীয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মবিৎ সাধুরা এই কথা বলিয়া গিয়াছেন॥ ১৫ ॥ হে গুরু বৎসল! হে ধর্ম্ম বৎসল শ্রীরাম! অতএব আমারও অনুমতি তোমায় অবশ্য প্রতি পালন করিতে হইবে, তুমি বেদ বিধানানুসারে অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার আপন হস্তে গ্রহণ করহ॥ ১৬ ॥ রে বৎস শ্রীরাম! আমি যে সকল হিত-কথা তোমাকে উপদেশ করিলাম, ইহা এই বংশের কুলক্রমাগত রীতি, পূর্ব্বতন সৎপুরুষেরা ইহাই অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, যাহা যাহা তোমাকে বলিলাম যদি তুমি সে সকল কথার প্রতিপালন না কর তবে আমি চিরকালের নিমিত্ত মৃতা হইয়া যমালয়ে গমন করিব॥ ১৭ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
কৌশল্যা বাক্য নাম দ্বাবিংশতিঃ সর্গঃ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশতিঃ সর্গঃ।

অথানুনেতুং প্রচক্রেহসৌ মাতরং যত্নম[illegible]হতঃ।
প্রশ্রিতৈর্ম্মধুরৈর্ব্বাক্যৈর্হেতুমদ্ভিশ্চ রাঘবঃ॥ ১ ॥
মম চৈব ভবত্যাশ্চ রাজা প্রভবতি প্রভুঃ।
ন প্রভুত্বমতস্তেহস্তি মম দেবি নিবর্ত্তনে॥ ২ ॥
দাতুমর্হসি মেহনুজ্ঞাং দেবি ধর্ম্মভৃতাম্বরে।
বনবাসায় বর্ষাণি নব পঞ্চ চ সুব্রতে॥ ৩ ॥
ভর্ত্তা হি দৈবতং স্ত্রীণাং ভর্ত্তা চেশ্বর উচ্যতে।
অতস্তে শাসনং ভর্ত্তুর্ন ব্যাহন্তব্যমেব হি॥ ৪ ॥
পুনরাগমনং মে ত্বমদ্যাশংসিতুমর্হসি।
যতব্রতা নিত্যমেব ভর্ত্তুরারাধনে স্থিতা॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র প্রযত্ন সহকারে সকরুণ এবং সুমধুর অথচ সহেতুক বচন বিন্যাস দ্বারা জননীর নিকট অশেষবিধ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন॥ ১ ॥ হে জননি কৌশল্যা দেবি! মহারাজা আপনার এবং আমার উভয়েরই প্রভু হয়েন, আমাদিগকে যাহা অনুমতি করিবেন তাহা আমাদিগকে অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, অতএব হে দেবি! আমার বনগমন নিবারণ করিবার প্রভুতা আপনার নাই॥ ২ ॥ হে সুব্রতে হে জননি! কি রূপে ধর্ম্মরক্ষা করিতে হয় আপনি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন, পিতার অনুমতিক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আমাকে বনবাসে গমন করিতে হইবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন্॥ ৩ ॥ হে মাতঃ! স্বামীই স্ত্রীলোকের গুরু স্বামীই ঈশ্বর অতএব আপনার পরমগুরু ভর্ত্তার শাসন কি আপনি অন্যথা করিতে পারেন? ইহা কোন মতেই অন্যথা করিতে পারেন না॥ ৪ ॥ তবে তাহাতে আপনি আমার পুনরাগমনের সময় অবধারণ করিয়া দিতে পারেন কিন্তু গমনের প্রতি রোধ করিতে পারেন না, কেননা পতিব্রতা কুলকামিনীগণেরা প্রাণপণে স্বামির আরাধনাতেই নিয়ত অবস্থান করেন॥ ৫

তীর্ণপ্রতিজ্ঞ এষ্যামিত্বৎপ্রসাদাদহং পুনঃ।
অরিষ্টঃ কুশলী চেহং তস্মাৎ সংশাম্য মা শুচঃ ॥ ৬ ॥
কুলে জাতাসি বিস্তীর্ণে রাজ্ঞামমিততেজসাং।
সদ্গুণাখ্যাতযশসাং কোশলানাং মহাত্মনাং ॥ ৭ ॥
কুলশীলগুণাচারধর্ম্মজ্ঞাসি যতব্রতে।
সা কথং শাসনং ভর্ত্তুরতিবর্ত্তিতুমর্হসি ॥ ৮ ॥
দৈবতং তে গুরুশ্চৈব ভর্ত্তা দেবি প্রসীদ মে।
মৎস্নেহান্নার্হসে তস্য মতমুৎক্রম্য বর্ত্তিতুং ॥ ৯ ॥
নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ।
শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥
কার্কশ্যাদ্বালভাবাদ্বা ন কুর্য্যাং চেৎ পিতুর্ব্বচঃ।
ততোহহং প্রতিষিদ্ধঃ স্যাং ভবত্যা বিনয়েপ্সয়া ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

অতএব হে জননি! আমি আপনার পাদপদ্ম প্রসাদাৎ প্রতিজ্ঞা ভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার গৃহে আগমন করিব, অর্থাৎ পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করণানন্তর আমি গৃহে আগত হইলে পর তবে আমার সমস্তমঙ্গল হইবে ইহা আমি নিশ্চয় অবধারণা করিয়াছি এ জন্য আপনি কোন রূপে শোক করিবেননা শীতল হউন্ ॥ ৬ ॥ আপনি যে অপরিমিত পরাক্রান্ত মহাত্মা কোশলরাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশ অতি বিস্তীর্ণ, এবং তাহাদিগের গুণগণে ও যশোরাশিতে ভুবন ভরিয়া রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ যতিব্রতাবলম্বিনি হে জননি! আপনি কুল শীল গুণ আচার ধর্ম্মপ্রভৃতি সকলি বিদিত আছেন, অতএব স্বামির অনুমতি অতিক্রম করা আপনার পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে ॥ ৮ ॥ হে দেবি! ভর্ত্তাই আপনার দেবতা ও ভর্ত্তাই আপনার গুরু, আপনি প্রসন্ন হউন্, আমার প্রতি স্নেহবশতঃ স্বামীর মত অতিক্রম করিয়া আপনার অবস্থান করা হইতে পারেনা ॥ ৯ ॥ হে মাতঃ! আমি মহাত্মা পিতা পরমগুরু তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, তাহাতে কোন বিচার করিব না, ইহাতে আমার এবং আপনার উভয়েরই মঙ্গল জানিবেন, বিশেষতঃ আমার পক্ষে অতিশয় মঙ্গলকর হয় ॥ ১০ ॥ পিতা অতি নিষ্ঠুর আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই হউক, অথবা আমার বাল্যাবস্থা বলিয়াই হউক্ যদি পিতার বাক্য প্রতিপালন না করি, তাহা হইলে পরে আপনিই বিনয় স্পৃহায় আমাকে তিরস্কার করিবেন ॥ ১১ ॥

কিং পুনর্য্যস্য মে দেবি স্বভাবনিয়তা মতিঃ।
ভূয়োঽপি বর্দ্ধনীয়ৈব ভবত্যা বিনয়[illegible]॥ ১২ ॥
ন মে রাজা কিঞ্চিদপি বক্তব্যো মদপেক্ষয়া।
প্রতীপমপ্রিয়ং বাপি ন চ কার্য্যং প্রসীদ মে ॥ ১৩ ॥
কৈকেয়ী বা মহাভাগা ভরতো বা মহাযশাঃ।
অল্পমপ্যপ্রিয়ং বাক্যং ন বক্তব্যৌ প্রসীদ মে ॥ ১৪ ॥
যথাহমেব দ্রষ্টব্যো ভরতঃ সর্ব্বথা ত্বয়া।
কৈকেয়ী ভগিনীবচ্চ দ্রষ্টব্যা স্নেহতস্ত্বয়া ॥ ১৫ ॥
বিরুধ্যন্তে ন বলিভির্বুদ্ধিমন্তঃ কথঞ্চন।
বলহীনৈরপি তথা বিরুধ্যন্তে ন সংহতৈঃ ॥ ১৬ ॥
তৎকথং সহ পিত্রাহং বিরুধ্যেয়ং মহাত্মনা।
ভ্রাত্রা বা ভরতেনাপি ভক্তেনানপকারিণা ॥ ১৭ ॥
ধর্ম্মাত্মনা বিনীতেন প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়েণ চ।
কথং নাম বিরুধ্যেয়ং সহ তেন মহাত্মনা ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

হে দেবি! আমি আর অধিক কি বলিব, পিতার নিদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য আমার বুদ্ধি স্বাভাবিক নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে, ইহার পর আবার বিনয়জ্ঞা আপনিই বিনীতভাবে আমার বুদ্ধি বৃত্তি করিয়া দিবেন॥ ১২ ॥ আমার জন্য আপনি মহারাজাকে কোন কথা অনুরোধ করিবেন না, এবং বনগমনের প্রতিকূলাচরণ বা অন্য কোন অহিত অনুষ্ঠানও করিবেন না, আমি এই প্রার্থনা করিতেছি আমার প্রতি প্রসন্না হউন্॥ ১৩ ॥ মহাভাগা বিমাতা কৈকেয়ী দেবীকে অথবা মহাযশস্বী ভরতকেও কখন কোন অপ্রিয় কথা বলিবেন না, আপনি প্রসন্না হইয়া আমাকে এই আজ্ঞা করুন্॥ ১৪ ॥ হে মাতঃ! আপনি আমাকে যে রূপ স্নেহে দেখিয়া থাকেন ভরতকেও সর্ব্বদা তেমনি স্নেহে দেখিবেন, কৈকেয়ী দেবীকে স্নেহবশতঃ ভগিনীর ন্যায় দেখিবেন॥ ১৫ ॥ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যেমন বলিষ্ঠদিগের সহিত কখন কোনমতে বিরুদ্ধাচরণ করেন না, তেমনি মিলিত দুর্ব্বল দিগের ও সহিত বিরোধ করেন না॥ ১৬ ॥ তবে আমি কি রূপে মহাত্মা পিতার সহিত বিরোধ ও অনপকারী প্রিয়তম ভক্ত ভ্রাতা ভরতের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিব?॥ ১৭ ॥ ভরত অতি ধর্ম্মশীল, বিনীত স্বভাব, এবং প্রাণ হইতেও আমার প্রিয়তম, ঈদৃশ ভরতের সহিত আমি কেমন করে বিরোধ করিব?॥ ১৮ ॥

পিত্রা দত্তং যৌবরাজ্যং ভরতো যদ্যবাপ্স্যতি।
তত্র দো[illegible]স্তি কস্তস্য ভরতস্য মহাত্মনঃ॥ ১৯ ॥
অভিসৃষ্টং পুরা রাজ্ঞো কৈকেয়ী ভর্ত্তৃতো বরং।
যদি গৃহ্লাতি কস্তস্যা দোষস্তত্র ব্রবীহি মে॥ ২০ ॥
রাজা চ প্রাক্ প্রতিশ্রুত্য দদাত্যস্যৈ যদা বরং।
ভীতোঽনৃতাৎ তত্র দোষঃ কো রাজ্ঞঃ সত্যবাদিনঃ॥ ২১ ॥
ব্যক্তমেতৎ পরং ধর্ম্মং ভর্ত্তা তে দেবি মন্যতে।
চলেদ্ধি ধর্ম্মাদ্রাজেতি ন স কালো ভবিষ্যতি॥ ২২ ॥
শ্রুতধর্ম্মার্থতত্ত্বো হি সাধুঃ সদ্বৃত্তমাশ্রিতঃ।
সত্যজ্ঞঃ সত্যবাগ্রাজা ন হি ধর্ম্মাচ্চলিষ্যতি॥ ২৩ ॥
সা ত্বং সদ্বৃত্তকুশলা চ্ছিন্নধর্ম্মার্থসংশয়া।
ন ধর্ম্মজ্ঞং নরপতিং দোষতো গন্তুমর্হসি॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

যদি পিতা ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করেন, ও ভরত তাহা গ্রহণ করিলে তাহাতে মহাত্মা ভরত কিরূপে দোষী হইতে পারে?॥ ১৯ ॥ পূর্ব্বকালে মহারাজা আপন প্রিয়পত্নী কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে যদি কৈকেয়ী প্রতিশ্রুত রাজার নিকট হইতে সেই বরই চাহিয়া লয়েন তাহাতে রাজার প্রতি কি দোষ দেওয়া যাইতে পারে॥ ২০ ॥ রাজা পূর্ব্বে বর প্রদান করিবেন কৈকেয়ীর নিকট এই মাত্র প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এক্ষণে মিথ্যা কথার ভয়ে সেই বর যদি তাহাকে দিয়াছেন তাহাতে সত্যবাদী নৃপবরের কি দোষ হইতে পারে?॥ ২১ ॥ হে দেবি! আপনার ভর্ত্তা মহারাজা সত্য পালনই পরমধর্ম্ম অবধারণ করিয়াছেন, অতএব তিনি যেধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবেন এমন কাল কখনই হইবে না॥ ২২ ॥ মহারাজ অতি সাধুস্বভাব সর্ব্বদা বেদার্থ ও ধর্ম্মার্থের তত্ত্বানুসন্ধানে রত, সচ্চরিত্র, সত্যের মর্ম্মজ্ঞ, এবং সত্যবাদী, তিনি যে ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবেন কোন মতে ইহা সঙ্গত হইতে পারে না॥ ২৩ ॥ হে জননি! আপনি এমন সদাশয়া ও সুচরিতা ধর্ম্মার্থ বিষয়ক ছিন্ন সংশয়া অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে তোমার কোন সংশয় নাই, অতএব ধার্ম্মিক নরপতিকে দোষে লিপ্ত করা আপনকার পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে॥ ২৪ ॥

প্রসীদানুনয়ামি ত্বাং নানুশাস্মি কথঞ্চন।
অনুজানীহি মাং মাতর্ব্বনবাসায় দীক্ষিতং ।। ২৫ ।।
এবং স রামো গত বুদ্ধিভাবো
বনং প্রবেষ্টুং সহ লক্ষ্মণেন।
ভুয়ো বচঃ সানুনয়ং বভাষে
তাং মাতরং ধর্ম্মভূতাং বরিষ্টঃ ।। ২৬ ।।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যানুনয়ো নাম
ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ।। ২৩ ।।

অনুবাদ।

হে মাতঃ! আপনি প্রসন্না হউন্ আমি আপনকার নিকট বিনয় বচনে প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে কোন মতে ইহার অন্য মত অনুমতি করিবেন না আমি বন-বাসে গমন করিব বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই অনু-মতি করুন ।। ২৫ ।। এইরূপে ধার্ম্মিকবর শ্রীরামচন্দ্র দ্বেষভাব পরিহার পূর্ব্বক অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ করিবার মানসে সবিনয় বচনে পুনর্ব্বার জননীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
কৌশল্যার নিকট অনুনয় নামে ত্রয়োবিংশতিঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ।

ইত্যুক্ত্বা জননীং রামো ধর্ম্মাত্মানুনয়ং বচঃ।
স্থিতাং ধ্যানপরাং দীনাং পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥ ১ ॥
ত্বয়া দেবি ময়া চৈব স্থেয়ং নৃপতিশাসনে।
রাজা ভর্ত্তা গুরুশ্চৈব সর্ব্বেষামীশ্বরশ্চ নঃ॥ ২ ॥
ইমানি তু বিহৃত্যাহং বর্ষাণি নব পঞ্চ চ।
বনে পুনরুপাবৃত্তঃ স্থাস্যামি তব শাসনে॥ ৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা প্রিয়ং পুত্রং বাষ্পপর্য্যাকুলং বচঃ।
উবাচেদং সপত্নীনাং বস্তুং মধ্যে ন মে ক্ষমং॥ ৪ ॥
নয় মামপি পুত্র ত্বং বনং বন্যমৃগাকুলং।
যদি তে গমনে বুদ্ধিঃ কৃতা পিতুরপেক্ষয়া॥ ৫ ॥

অনুবাদ

ধর্ম্মশীল শ্রীরামচন্দ্র জননীকে এইরূপে সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেপর তাঁহাকে অতি দীনা ও ধ্যান নিমীলিত নয়না দেখিয়া পুনর্ব্বার অত্যুদার বাক্যে প্রবোধ দিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১ ॥ হে মাতঃ! আপনাকে ও আমাকে মহারাজার আজ্ঞামতই অবস্থান করিতে হইবে, কেননা তিনি সকলের রাজা, এবং প্রতিপালয়িতা প্রভু বটেন, তথাপি আমাদিগের সর্ব্ব প্রকারে গুরু এবং ঈশ্বর হয়েন॥ ২ ॥ আমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র বনেবিহরণ করতঃ ত্বরায় পুনরাগমন করিয়া আপনার শাসনে অবস্থান করিব॥ ৩ ॥ প্রিয়সন্তান শ্রীরামের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কৌশল্যা দেবীর নয়নে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল, নেত্রজলে পরিপ্লুতা হইয়া প্রিয়তনয়কে বলিলেন, হে বৎস! আমি তোমাকে বনে পাঠাইয়া সপত্নীদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে পারিব না॥ ৪ ॥ হে পুত্র! যদি তুমি পিতার অনুমতিক্রমে একান্তই মৃগকুল সঙ্কুল কাননে গমন করিবে নিশ্চয় করিয়াছ, তবে আমাকেও সমভিব্যাহারে

তাং তথা ব্রুবতীং রামঃ পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ ।
জীবৎপত্যাঃ স্ত্রিয়া ভর্ত্তা দৈবতং ন পুনঃ সুতঃ ॥ ৬ ॥
ভবত্যা মম চৈবাদ্য রাজা প্রভবতি প্রভুঃ ।
অতো নার্হাম্যহং নেতুং ত্বামিতো নগরাদ্বনং ॥ ৭ ॥
ন চানুগন্তুং ন্যায্যোঽহং জীবৎপত্যা ত্বয়াপিচ ।
মহাত্মা বা দুরাত্মা বা পতিরেব গতিঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥
কিং পুনর্নৃপতির্দেবি মহাত্মা দয়িতশ্চ তে ।
ভরতশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা বিনীতো গুরুবৎসলঃ ॥ ৯ ॥
অসংশয়ং যথৈবাহং পুত্রস্তে ধর্ম্মতস্তথা ।
সত্তোঽধিকতরাং পূজাং ভরতাদপ্যবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ

কৌশল্যা যখন সমভিব্যাহারে গমনের উল্লেখ করিলেন তখন রঘুনাথ পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! যেস্ত্রীর পতি জীবিত থাকে, তাঁহার উপর সন্তানের প্রভুতা করিবার কোন ক্ষমতা নাই, পতিই স্ত্রীদিগের অধিদেবতা যাহা করিবেন তাহাই হইবে ॥ ৬ ॥ এক্ষণে মহারাজাই আপনার ও আমার উপর একান্ত প্রভু, তিনি আমাদিগকে যাহা বলিবেন অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিতে হইবে, অতএব আপনাকে ভবন হইতে বনে লইয়া যাইবার ক্ষমতা আমার নাই ॥ ৭ ॥ আপনার পতি জীবিত আছেন, পুত্রবলিয়া আমার সহিত অনুগমন করা আপনার কোনমতেই উচিত নহে, কেন না পতি মহাত্মাই হউন্, আর দুরাত্মাই বা হউন্, স্ত্রীলোকদিগের পতি ছাড়া অন্য গতি নাই ॥ ৮ ॥ হে মাতঃ! বারবার আপনাকে আর কি বলিব? ভূপতি অতি মহোদয় উদার স্বভাব, অথচ আপনার প্রিয়তম ও মাননীয়, আর মহাত্মা ভরতও অতি বিনয়সম্পন্ন এবং গুরুলোকের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ॥ ৯ ॥ আমি যেমন নিঃসন্দেহ আপনার গর্ভজাত সন্তান, ধর্ম্মতঃ ভরতও আপনার তেমনি সন্তান, তাহাতে সন্দেহ করিবেন না, অতএব আমি আপনার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকি আমার অপেক্ষাও সমধিক ভক্তি ও প্রীতি সহকারে ভরতও আপনার পূজা করিবে ॥ ১০ ॥

ন হি কিঞ্চিদকল্যাণং তস্মাদামর্ষয়াম্যহং।
যথা তু ময়ি নিষ্ক্রান্তে পুত্রশোকেন মে পিতা॥ ১১ ॥
অতিমাত্রং ন সন্তপ্যেৎ তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
কার্য্যঃ প্রত্যগ্রবয়সি ন তথা ময্যপহ্নবঃ॥ ১২ ॥
পত্যৌ বৃদ্ধে তথা কার্য্যস্ত্বয়া মচ্ছোককর্ষিতে।
যা ধর্ম্মচারিণী নারী পতিং পতিপরায়ণা॥ ১৩ ॥
নানুবর্ত্তেত যত্নেন ন সা সদ্ভিঃ প্রশস্যতে।
ভর্ত্তৃব্রতা ভর্ত্তৃপরা নারী ভর্ত্তৃবশা সতী॥ ১৪ ॥
ইহ কীর্ত্তিং পরাং প্রাপ্য প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে।
তস্মাৎ সদৈব ভর্ত্তুস্ত্বং শুশ্রূষানিরতা গৃহে॥ ১৫ ॥
স্থাতুমর্হসি ধর্ম্মো হি সৎস্ত্রীণামেষ শাশ্বতঃ।
গার্হস্থ্যধর্ম্মপরতয়া দেবারাধনশীলয়া॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।

অতএব আমি অরণ্যচারী হইলে আপনাদিগের কোন অমঙ্গল হইবে না, ইহা আমি নিশ্চয় অবধারণা করিতেছি আমার বনগমনে পুত্রশোকে পিতা যেন কোন মতে অতিশয় পরিতাপ প্রাপ্ত না হয়েন, আপনার এইরূপ কর্ম্ম করা উচিত হয়, এক্ষণে আমার যৌবনাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, আমি বালক নহি, আমার নিমিত্তে আপনাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না॥ ১১ ॥ ১২ ॥ আপনার পতি বৃদ্ধ নরপতি যখন আমার শোকে অতিশয় কাতর হইবেন তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবেন ইহাই আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেননা পতি পরায়ণা সধর্ম্মচারিণী স্ত্রী প্রযত্ন সহকারে স্বামীর অনুমতিতে অবস্থান যে না করে, সৎ লোকেরা কখনই তাঁহার প্রশংসা করেন না। সতী স্ত্রী ভর্ত্তৃব্রতাবলম্বিনী, স্বামী পরায়ণা, ও পতির বশবর্ত্তিনী যে হয়॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ সেই স্ত্রী ইহলোকে যশস্বিনী হইয়া উত্তম কীর্ত্তি স্থাপন করতঃ মরণান্তে সুরলোকে পরম সুখভোগ করে। অতএব আপনি গৃহে অবস্থান করতঃ সর্ব্বদা স্বামির সেবা ও শুশ্রূষা করুন, যেহেতু ইহাকেই পতি পরায়ণা স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া সতত দেব সেবায় কালযাপন করা আপনার উচিত॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ভর্ত্তৃচিন্তানুবর্ত্তিন্যা ভর্ত্তা সেব্য ইহ ত্বয়া।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষঃ পূজয়ন্তী যতব্রতে॥ ১৭ ॥
বসেহ ভর্ত্তৃসহিতা মমাগমনকাংক্ষিণী।
দ্রক্ষ্যসে ভর্ত্তৃসহিতা মমাভ্যাগমনং পুনঃ॥ ১৮ ॥
যদি রাজা মদ্বিহীনো ধারয়িষ্যতি জীবিতং।
ইতি সানুনয়ং বাক্যং শ্রুত্বা ধর্ম্মার্থসংহিতং॥ ১৯ ॥
রামেণোক্তং বভাষেঽথ কৌশল্যা সাশ্রুলোচনা।
পুত্র গচ্ছ শিবং তেঽস্তু কুরু ত্বং পিতৃশাসনং॥ ২০ ॥
স্বস্তিমন্তমরিষ্টং ত্বাং দ্রক্ষ্যামি পুনরাগতং।
শুশ্রূষানিরতা ভর্ত্তু র্ভবিষ্যামি যথাত্থ মাং।
যচ্চান্যদপি কর্ত্তব্যং করিষ্যে তৎ সুখী ব্রজ॥ ২১ ॥

অনুবাদ

স্বামি চিন্তানুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার সেবা করিতে নিযুক্ত থাকুন্, হে যতব্রতে ধৃতাচার সম্পন্নে ভর্ত্তৃদেব পরায়ণা হইয়া বেদ বেত্তা ব্রাহ্মণগণের পূজা করুন্ ॥ ১৭ এবং আমার আগমনসময় প্রতীক্ষা করতঃ স্বামি সহবাসে গৃহে অবস্থিতা হউন্, পুনর্ব্বার যখন আমি প্রত্যাগত হইব তখন পিতা দশরথ আমার বিয়োগে যদি জীবন ধারণ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার সহিত আমাকে আপনি নয়ন গোচর করিবেন॥ ১৮ ॥ কৌশল্যাদেবী শ্রীরামের এই প্রকার ধর্ম্মার্থ পরিপূর্ণ বিনয় বাক্য বিন্যাস শ্রবণ করিয়া॥ ১৯ ॥ অশ্রু পরিপূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন হে পুত্র! আমি তোমার বাক্যে পরিসান্ত্বিতা হইলাম এখন তুমি পিতৃ শাসন প্রতিপালন করিতে স্বচ্ছন্দে বনে গমন করহ, তোমার মঙ্গল হইবেক॥ ২০॥ তুমি কুশল সম্পন্ন হইয়া যখন নিরাপদে পুনরাগত হইবে আমি তখন সমস্ত জন চিত্তরঞ্জক তোমার মুখচন্দ্র পুনর্ব্বার অবলোকন করিব, তুমি আমাকে যেরূপ রাজার সেবা করিতে কহিলে আমি সেইরূপ স্বামীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিব এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত ও যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও সমুদায় করিব, তুমি সুখে গমন করহ॥ ২১ ॥

তথা তু রামং বনবাসনিশ্চিতং
সমীক্ষ্য দেবী গতসত্ত্বচেতনা।
বভূব ভূয়ঃ সহসৈব দুঃখিতা
সগদ্গদা বাষ্পকলং প্রলাপিনী॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামবনগমনাভ্যনুজ্ঞা
নাম চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

অনুবাদ।

কৌশল্যাদেবী আপন প্রাণ হইতেও প্রিয়তম সন্তান শ্রীরাম বনগমনে একান্ত অবধারণ করিয়াছেন, দেখিয়া মূর্চ্ছিত প্রায় গত চেতনা হইয়া বাষ্প পূর্ণ নয়নে গদ্গদ স্বরে দুঃখিতান্তঃকরণে পুনর্ব্বার অশেষ বিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
রামের বনগমনের অভ্যনুজ্ঞা নামে চতুর্ব্বিংশতিঃ সর্গঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

সমাশ্বস্য ততো ভূয়ঃ কৌশল্যা রামমব্রবীৎ।
ব্যক্তাক্ষরমিদং বাক্যং দীনা সাস্রাবিলেক্ষণা॥ ১ ॥
অদৃষ্টদুঃখ ধর্ম্মাত্মন্ লোকপ্রিয় হিতে রত।
ময়ি দশরথাজ্জাতঃ কথং দুঃখমবাপ্স্যসি॥ ২ ॥
যস্য প্রেষ্যাশ্চ দাস্যশ্চ স্বাদূন্যন্নানি ভুঞ্জতে।
তস্য পুত্রঃ প্রিয়ো বন্যং ভোক্ষ্যতে মুনিভোজনং॥ ৩ ॥
কঃ শ্রদ্দধ্যাদিদং শ্রুত্বা কস্য বা ন ভয়ং ভবেৎ।
রাজ্ঞা নির্ব্বাসিতঃ পুত্রঃ প্রিয়োঽতিগুণবানিতি॥ ৪ ॥
অয়ং ধক্ষ্যতি মাং পুত্র লোকবাদহুতাশনঃ।
বিয়োগার্ত্তিসমুদ্ভূতস্ত্বদ্বিয়োগানিলেরিতঃ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

কৌশল্যা দেবী আশ্বাসিতা হইয়া অথবা শ্রীরামচন্দ্রকে বনগমনে আশ্বাস করিয়া পুনর্ব্বার দীন ভাবে স্বজলনয়না হইয়া কতকগুলি ব্যক্তাক্ষরযুক্ত বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন॥ ১ ॥ হে লোকপ্রিয় হিতেরত! ধর্ম্মাত্মা রাম! তুমি আত্ম দুঃখ দেখিতেছনা হা? আমার গর্ব্ভে দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেন দুঃখপ্রাপ্ত হইবে, অতএব বুঝিলাম তোমার প্রাক্‌কর্ম্ম ফলেই এ দুঃখের ঘটনা হইতেছে। নতুবা তোমার ক্লেশ পাইবার আর অন্য কোন কারণ নাই॥ ২ ॥ যাহার অগণনীয় দাসদাসীরা অশেষবিধ সুস্বাদু অন্ন ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা উদর পরিপূর্ণ করে, তাহার সন্তানকে কেন বনে বনে মুনিগণের আহার ক্লেশ লভ্য ফল মূল ভোজনে প্রাণধারণ করিতে হইল॥ ৩ ॥ বৎস রঘুনাথ! দশরথ রাজা অশেষ গুণসাগর প্রিয়তর তনয়কে অকারণে অথবা অল্প কারণে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, এ কথা শ্রবণে কে বিশ্বাস করিবে? আর বিশ্বাস জন্মিলে পরই বা কাহার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার না হইবে?॥ ৪ ॥ হে রাম! এই অসহ্য লোকাপবাদ প্রজ্জ্বলিত অনলের ন্যায় আমাকে অনবরত দগ্ধ করিবে ইহা তোমারই বিয়োগ ব্যাধি হইতে উদ্ভূত হইয়া তোমারই বিচ্ছেদ বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইবে॥ ৫ ॥

চিন্তাবাষ্পমহাধূমস্ত্বদ্‌গুণৌঘমহেন্ধনঃ।
মাং প্রধক্ষ্যত্যয়ং নূনং নিঃশ্বাসায়াসপাবকঃ॥ ৬ ॥
ত্বয়া বিহীনামবশাং শোকাগ্নিরনিশং জ্বলন্।
শুষ্কং কক্ষমিবাসাদ্য চিত্রভানুর্হিমাত্যয়ে॥ ৭ ॥
বৎসলত্বাদ্যথা ধেনুঃ স্বপুত্রমনুধাবতি।
তথাঽহং ত্বামনুযাস্যামি বাৎসল্যাদিতি মে মতিঃ॥ ৮ ॥
ইতি মাতুর্নিগদিতং বাক্যং সকরুণাক্ষরং।
শ্রুত্বা রামোঽব্রবীদ্বাক্যং কৌশল্যাং শোকবিহ্বলাং॥ ৯ ॥
কৈকেয্যা বঞ্চিতো রাজা ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে।
ভবত্যা চ পরিত্যক্তো ন মন্যে বর্ত্তয়িষ্যতি॥ ১০ ॥
ভর্ত্তুশ্চৈব পরিত্যাগঃ শস্যতে ন কথঞ্চন।
স ভবত্যা ন কর্ত্তব্যো মনসাপি বিগর্হিতঃ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

ইহাতে তোমার জন্য অনবরত ধারাবাহিক চিন্তা বাষ্প ধূমরূপে পরিণত হইবে, তোমারই অসীম মহৎ গুণগণ সকল ইন্ধন স্বরূপ হইয়া এই অনলকে প্রজ্জ্বলিত করিবে ঈদৃশ নিঃশ্বাসরূপ বিষম পাবক আমাকে নিশ্চিত দগ্ধ করিতে থাকিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই॥ ৬॥ হে রঘুনাথ! হেমন্তের অপগমে তৃণ সকল শুষ্ক হইলে পর তাহা প্রাপ্ত হইয়া যেমন কৃশানু প্রজ্জ্বলিত হয় তেমনি আমি তোমা ছাড়া হইলে তদ্বিরহ জাত শোকানল প্রবল হইয়া নিরন্তর আমাকে দগ্ধ করিবে॥ ৭ ॥ নবপ্রসূতা ধেনু যেমন বাৎসল্য রসের বশবর্ত্তি হইয়া বৎসের প্রতিধাবন মানা হয়, আমিও তেমনি বাৎসল্য বশতঃ তোমার অনুগমন করিব ইহা নিশ্চয় বুদ্ধিতে অবধারণা করিতেছি॥ ৮॥ রঘুনাথ জননীর এইরূপ সকরুণ বচন শ্রবণে কাতর মনে কৌশল্যাদেবীকে শোকে অভিভূতা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৯॥ হে জননি! কৈকেয়ী দেবী মহারাজাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, আমি বনপ্রস্থিত হইলে আপনিও রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত বনগমনে মতি করিতেছেন, সুতরাং রাজার আর কোনমতে কল্যাণ নাই, একে কৈকেয়ী কর্ত্তৃক বঞ্চিত, দ্বিতীয় প্রিয় পুত্র বিচ্ছেদ, তৃতীয় পট্টমহিষী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, ইহাতে নিশ্চয় আমার অবধারণা হইতেছে যে রাজা দশরথ কোনক্রমেই জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন না॥ ১০ ॥ স্বামি সহবাস পরিহার করা আপনার কোন মতেই প্রশংসনীয় কর্ম্ম নহে, অতএব এই নিন্দনীয় কর্ম্ম আপনার কখনই কর্ত্তব্য হয় না, একর্ম্ম করা থাকুক্ মানসে চিন্তা করাও বিবেচনা সিদ্ধ নহে॥ ১১ ॥

যাবজ্জীবতি তে ভর্ত্তা লোকেঽস্মিন্ প্রভুরীশ্বরঃ।
ত্বয়াপি দেববৎ তাবচ্ছুশ্রূষ্যোঽনন্যভক্তয়া ॥ ১২ ॥
নাহং ত্বয়ানুগন্তব্যো ভর্ত্তা হি তব দৈবতং।
তমিহৈব বসন্তী ত্বমারাধয়িতুমর্হসি ॥ ১৩ ॥
রাজা হি তে প্রভবতি প্রাণানাং জীবিতস্য চ।
অনুগন্তুমতো দেবি ন মামর্হসি সর্ব্বথা ॥ ১৪ ॥
ইত্যেবমুক্তা রামেণ কৌশল্যা ধর্ম্মদর্শিনী।
তথেত্যুবাচ দুঃখার্ত্তা রামং সংপ্রস্থিতং বনং ॥ ১৫ ॥
নিশ্চিতঞ্চ তথা রামং বিজ্ঞায় গমনোৎসুকং।
প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং কর্ত্তুং সমুপচক্রমে ॥ ১৬ ॥
সা নিগৃহ্য ততো বাষ্পমুপস্পৃশ্য জলং শুচি।
চকার দেবী রামস্য ততঃ স্বস্ত্যয়নক্রিয়াং ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

ইহলোকের প্রভু ও পরিপালনকর্ত্তা পতি তোমার যাবৎ জীবিত থাকেন তাবৎকাল একান্ত মনে দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করা তোমার কর্ত্তব্য ॥ ॥ ১২ ॥ সুতরাং আপনার সহিত আমি অনুগমন করিতে পারি না আপনার ভর্ত্তাই সাক্ষাৎ দেবতা অতএব আপনি গৃহে অবস্থান করিয়া মহারাজার আরাধনা করুন্ ॥ ১৩ ॥ হে মাতঃ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনকার প্রাণ ও জীবনের এক মাত্র অধীশ্বর রাজা, অতএব আপনি কোনমতেই আমার সহিত অরণ্য প্রস্থানে সম্মত হইতে পারিবেন না ॥ ১৪ ॥ ধর্ম্মপরায়ণা কৌশল্যাদেবী শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণে অতি দুঃখিতা হইয়া বনগমনোন্মুখ রামকে বলিতে লাগিলেন, ॥ ১৫ ॥ এবং নিশ্চিত বনগমনোৎসুক শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া কৌশল্যা দেবী প্রস্থান কালোচিত স্বস্ত্যয়ন করিবার উপক্রম করিলেন ॥ ১৬ ॥ অনন্তর মহাদেবী কৌশল্যা নেত্রজল পরিত্যাগে বিরত হইয়া জলস্পর্শ পূর্ব্বক শুচিমনে আচমন করতঃ শ্রীরামের সময়োচিত স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন ॥ ১৭ ॥

সুমনোভিশ্চ গন্ধৈশ্চ মনোজ্ঞৈর্বলিভিস্তথা।
দেবানভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ প্রণম্য চ শুভব্রতা॥ ১৮ ॥
গন্ধমাল্যং হবিঃশেষং রামায় প্রতিপাদ্য চ।
মূর্দ্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য চ পীড়িতং॥ ১৯ ॥
রক্ষোঘ্নীমৌষধীং পাণৌ দক্ষিণেঽস্য ববন্ধ সা।
রামস্বস্ত্যয়নার্থং হি মন্ত্রমেতং জজাপ চ॥ ২০ ॥
স্বস্তি কুর্ব্বন্তু তে সাধ্যা মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ।
স্বস্তি ধাতা বিধাতাচ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্য্যমা॥ ২১॥
বরুণঃ স্বস্তি রাজা চ করোতু বসুভিঃ সহ।
স্বস্তি মিত্রঃ সহাদিত্যৈঃ স্বস্তি রুদ্রা দিশন্তু তে॥ ২২ ॥
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব মাসাঃ সম্বৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহুর্ত্তাশ্চ স্বস্তি পুত্র দিশন্তু তে॥ ২৩ ॥
যন্মঙ্গলং মহেন্দ্রস্য সর্ব্বদেবৈঃ পুরা কৃতং।
বৃত্রং হন্তুপ্রযাতস্য বৎস তৎ তেঽস্তু মঙ্গলং॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

শুভব্রত ধারিণী শ্রীরামজননী অশেষবিধ মলয়জ সুগন্ধ চন্দন ও পুষ্প এবং মনোজ্ঞ নানাবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা যথা বিধানক্রমে দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন॥ ১৮ ॥ তিনি প্রাণ সম প্রিয় সন্তানের অঙ্গে দেব-নির্ম্মাল্য গন্ধমাল্য প্রদান পূর্ব্বক হুত শেষ অর্থাৎ যজ্ঞাবশিষ্ট হবিপ্রাশন করাইলেন, মস্তকের আঘ্রাণ লইলেন এবং মুখচুম্বন করতঃ গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন॥ ১৯ ॥ রামমাতা কৌশল্যা প্রিয়তনয়ের দক্ষিণহস্তে রক্ষঘ্নী ঔষধি বন্ধন করিয়া দিলেন, এবং রঘুনাথের স্বস্ত্যয়ন জন্য এই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন॥ ২০ ॥ হে শ্রীরাম! সকল সাধ্যগণ ও মহর্ষিগণের সহিত মরুতগণ তোমার স্বস্তি বিধান করুন্, বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা ধাতা বিধাতা ও প্রখর কিরণ দিবাকর তোমার স্বস্তি বিধান করুন্॥ ২১॥ জলাধিপতি রাজা বরুণ বসুগণের সহিত তোমার মঙ্গল করুন্, দ্বাদশ আদিত্যসহ দিনমণি মিত্র ও একদাশরুদ্র তোমার মঙ্গলবিধান করুন্॥ ২২॥ হে পুত্র! দিক্ ও বিদিক্ ও দ্বাদশ মাস, ও সম্বৎসর, রজনী দিবস ও মুহূর্ত্ত ইহারা সর্ব্বদা তোমার স্বস্তি বিধান করুন্॥ ২৩॥ হে রাম! পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের সংগ্রাম গমন কালে সমস্ত দেবগণ কর্ত্তৃক যে মঙ্গলবিধান হইয়াছিল তোমার সেই মঙ্গল হউক্॥ ২৪॥

যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পযৎ পুরা।
অমৃতার্থে প্রযাতস্য তৎ তে ভবতু মঙ্গলং ॥ ২৫ ॥
বেদাঃ সাঙ্গাস্তথা বিদ্যা মন্ত্রাশ্চাথর্ব্বণাশ্চ যে।
ধৃতিঃ স্মৃতিশ্চ মেধা চ পান্তু ত্বাং পুত্র সর্ব্বশঃ॥ ২৬ ॥
সিদ্ধা দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ।
নাগাঃ সুপর্ণাঃ পিতরো রক্ষন্তু ত্বাং সমন্ততঃ॥ ২৭ ॥
স্কন্দশ্চ সুরসেনানীস্তথৈব চ মহেশ্বরঃ।
সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ সোমঃ শুক্রো বৃহস্পতিঃ॥ ২৮ ॥
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চান্যে তথা নক্ষত্রদেবতাঃ।
জ্যোতীংষি চৈব দিব্যানি পান্তু ত্বাং পুত্র সর্ব্বশঃ॥ ২৯ ॥
মহাবনে বিচরতো মুনিবেশধরস্য তে।
উগ্ররূপবিষা নাগাঃ সৌম্যরূপা ভবন্তু তে॥ ৩০ ॥
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ যক্ষাশ্চ পিশিতাশনাঃ।
শিবা ভবন্তু তে পুত্র ব্যাড়াশ্চারণ্যবাসিনঃ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বকালে বিনতা দেবী আপন সন্তান গরুড় অমৃত আনয়ন জন্য গমন করিলে পর তাহার রক্ষার্থ যে মঙ্গল কল্পনা করিয়াছিলেন, তোমার সেই মঙ্গল হউক্॥ ॥ ২৫ ॥ হে পুত্র! সাঙ্গোপাঙ্গ সকল বেদ, যাবতীয় বিদ্যা ও অথর্ব্ব বেদানুযায়ী মন্ত্র সকল এবং ধৃতি স্মৃতি ও মেধা সকলেই সর্ব্বতোভাবে তোমায় রক্ষা করুন্॥ ২৬ ॥ পবিত্রস্বভাব সিদ্ধগণ দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি সকলে, অনন্তাদি অষ্টনাগ ও গরুড়াদি পক্ষীগণ এবং পিতৃলোক সকলে সর্ব্ব দিকে তোমাকে রক্ষা করুন্॥ ২৭॥ দেবতা-দিগের সেনাপতি কার্ত্তিকেয় ওদেবাধিদেব মহাদেব,ও সপ্তর্ষিগণ,ওনারদঋষি,চন্দ্রমা শুক্রাচার্য্য,ও দেবগুরু বৃহস্পতি॥ ২৮॥ সপ্তবিংশতিনক্ষত্র ও গ্রহগণ নক্ষত্রের অধি-নায়ক দেবতা সকল; এবং স্বর্গীয় জ্যোতিঃপদার্থ সকল তোমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করুন্॥ ২৯॥ হে শ্রীরাম। তুমি যখন মুনি বেশ ধারণে মহাবনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে তখন তোমার সমক্ষে নিপতিত করাল খরতর বিষধর নাগ সকলও শীতল স্বভাব অবলম্বন করিবে॥ ৩০॥ হে পুত্র! রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, যক্ষগণ, মাংসভোজী যাবতীয় প্রাণিগণ ও কুণ্ডলী সরীসৃপগণ ও আরং অরণ্যবাসি হিংস্রক জীবগণ সকলে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তোমার মঙ্গল করিবেন॥ ৩১॥

পতঙ্গা বৃশ্চিকাঃ কীটা দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।
সরীসৃপাশ্চোগ্রবিষাঃ শিবায় বিচরন্তু তে॥ ৩২ ॥
মহাগজা বরাহাশ্চ খড়্গিসিংহাস্তথৈব চ।
ঋক্ষাশ্চ মহিষাশ্চৈব শিবাস্তে সন্তু পুত্রক॥ ৩৩ ॥
যে চামিষাশিনো রৌদ্রা নানারূপা মৃগদ্বিজাঃ।
ময়াভিযাচিতাস্তে তে শিবাঃ সন্তু বনে চরাঃ॥ ৩৪ ॥
স্বস্তি তেঽস্ত্বান্তরীক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ সর্ব্বশঃ।
দিব্যেভ্যশ্চৈব সত্ত্বেভ্যো জলচারিভ্য এব চ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা বৃষভাঙ্কস্তথৈব চ।
ত্রৈলোক্যনাথশ্চ বনে রক্ষন্তু ত্বাং জনার্দ্দনঃ॥ ৩৬ ॥
আগমাস্তে শিবাঃ সন্তু সিদ্ধন্তু চ মনোরথাঃ।
সুখেন যাতু কালস্তে স্বস্তি প্রাপ্নুহি রাঘব॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ।

পতঙ্গগণ, বৃশ্চিকগণ, কীটগণ, দংশগণ, মশকগণ এবং কঠোর বিষধর সরীসৃপগণ ইহারা সকলে কেবল তোমার মঙ্গলের জন্য বিচরণ করিয়া বেড়াইবে অর্থাৎ কেহই তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিবেক না॥ ৩২ ॥ হে পুত্রক! অতি প্রকাণ্ড মাতঙ্গ সকল, ও ভয়ঙ্কর শূকর সকল ও প্রকাণ্ড গণ্ডার নিবহ, ও মহাবল প্রচণ্ড বিক্রম সিংহগণ, ও ভল্লূকব্যূহ, এবং মহিষ সন্দোহ সকলে তোমার সহায় হইয়া মঙ্গল বিধান করিবেক॥ ৩৩ ॥ যে সকল মৃগকুল অতি ভয়ানক নানারূপ ধারী ও আমিষ ভোজী তাঁহাদিগের নিকট আমি যাচঞা করিতেছি যেন তাঁহারা বনে পরিভ্রমণ করতঃ সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল বিধান করেন॥ ৩৪ ॥ কি আকাশচর কি স্থলচর কি জলচর কি সুরলোকবাসি দেবগণ সকল হইতে সর্ব্ব দিকে তোমার মঙ্গল হইবেক॥ ৩৫ ॥ সর্ব্বলোক পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা, ও বৃষারূঢ় ভগবান্ ভবানীপতি, এবং ত্রিলোকের অধিপতি ভগবান্ নারায়ণ ইহাঁরা সদয় হইয়া বনে তোমাকে রক্ষা করিবেন॥ ৩৬ ॥ আগম শাস্ত্র সকল তোমার মঙ্গল বিধান্ করুন্, এবং তোমার মনোরথ সকল পরিপূর্ণ হউক, হে রঘুনাথ! তোমার গমনের জন্যে এই শুভ সময় উপস্থিত হইল, তুমি সুখে গমন কর, কালে কালে তোমার মঙ্গল হইবে॥ ৩৭ ॥

সংসিদ্ধার্থমরোগং ত্বামযোধ্যাং পুনরাগতং ।
দ্রক্ষ্যামি চ কদা পুত্র জুষ্টং রাজশ্রিয়া পুনঃ ॥ ৩৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্যাভিনন্দ্য চ ।
পুনরাগমনায়েহ গচ্ছ পুত্রেত্যুবাচ তং ॥ ৩৯ ॥
শীঘ্রং ত্বাং পুনরায়াতং পশ্যেয়ং সহলক্ষ্মণং ।
বনবাসসমুত্তীর্ণং পূর্ণচন্দ্র মিবোদিতং ॥ ৪০ ॥
ময়ার্চ্চিতা দেবগণাঃ শিবাদয়ো মহর্ষয়শ্চৈব পিতামহৈঃ সহ ।
ইতঃ প্রযাতস্য বনং চিরায় তে হিতৈষিণঃ সন্তু ময়াভিযাচিতাঃ ॥ ৪১
অথৈবমশ্রুপরিপূর্ণলোচনা সমাপ্য সা স্বস্ত্যয়নং কৃতাঞ্জলিঃ ।
প্রদক্ষিণং চৈব চকার রাঘবং পুনঃ পুনশ্চৈব নিপীড্য সস্বজে ॥৪২॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে স্বস্ত্যয়নক্রিয়া
নাম পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ।

হে পুত্র ! তুমি আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পাদন করিয়া সুস্থশরীরে অযোধ্যানগরে পুনরাগমন করিবে আমি কত দিনে তোমাকে রাজশ্রীযুক্ত নয়নে দেখিব ॥ ৩৮ ॥ কৌশল্যা দেবী শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া ও শির-চুম্বন, আলিঙ্গন দ্বারা রামকে হর্ষযুক্ত করিয়া বলিলেন, বৎস ! এক্ষণে গমন কর, পুনরাগমনে যত্নবান থাকিও ॥ ৩৯ ॥ হে রাম ! আমি অচিরকাল মধ্যেই বনবাস হইতে উত্তীর্ণ লক্ষ্মণের সহিত পুনরাগত,সমুদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় তোমাকে নয়নে অবলোকন করিব ॥ ৪০ ॥ হে পুত্র রঘুনাথ ! আমি চিরকাল দেবাধিদেব মহাদেব প্রভৃতি দেবগণের অর্চ্চনা করিয়াছি, ব্রহ্মার সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণের ও আরাধনা করিয়াছি, অতএব তাঁহাদিগের সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছি, যে তুমি এই অযোধ্যানগরী হইতে অরণ্য বিচরণে বহির্গত হইলে পর যেন তাহারা সর্ব্বদা তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর কৌশল্যা জননী অশ্রু পরিপূর্ণ নয়নে রামকে এই কথা বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বস্ত্যয়ন সমাপন করিলেন, এবং রামকে বারবার গাঢ়তর আলিঙ্গন করতঃ প্রদক্ষিণও করিলেন ॥ ৪২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া নামে পঞ্চবিংশ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশঃ সর্গঃ।

কৌশল্যামভিবাদ্যৈবমনুমান্য চ রাঘবঃ।
কৃতস্বস্ত্যয়নো মাত্রা প্রতস্থে সহলক্ষ্মণঃ॥ ১ ॥
বিরাজয়ন্ রাজসুতো রাজমার্গং জনৈর্বৃতং।
হরন্নিব জনৌঘস্য হৃদয়ানি জগাম সঃ॥ ২ ॥
বৈদেহ্যপি চ তৎকালে তৎপরানন্যমানসা।
আশংসন্ত্যেব সা ভর্ত্তুর্যৌবরাজ্যাভিষেচনং॥ ৩ ॥
দেবান্ পিতৄংশ্চ শরণং গত্বা নিয়তমানসা।
অভিজ্ঞা রাজধর্ম্মাণাং রাজপুত্রী যতব্রতা॥ ৪ ॥
পূর্ব্বদ্বারাসক্তনয়না ভর্ত্তৃদর্শনলালসা।
তস্থৌ স্ববেশ্মমধ্যে সা রামাগমনকাঙ্ক্ষিণী॥ ৫ ॥
প্রবিবেশাথ সহসা রামো বেশ্মাত্মনস্তদা।
ভক্তিমদ্ভির্জনৈঃ কীর্ণং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

মঙ্গল স্বস্ত্যয়ন সমাপন করিলে পর শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা জননীকে অভিবাদন ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন॥ ১ ॥ রাজকুমার রঘুনাথ যখন রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনোহর গমনদ্বারা জন সমূহের অন্তঃকরণ পুলকিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র আপনার মনোহররূপ দর্শন করাইয়া যেন তাহাদিগের মনকে হরণকরিয়া লইয়া চলিলেন, তাহারা সকলে চিত্রপুতলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল॥ ২ ॥ এখানে বিদেহ রাজনন্দিনী সীতাদেবী তৎকাল পর্য্যন্ত একান্ত মনে স্বামীর যৌবরাজ্যাভিষেক মাত্র কাংক্ষমাণা হইয়া ঐ কথাই জল্পনা করিতেছেন॥ ৩ ॥ রাজধর্ম্মজ্ঞাতা জনক রাজদুহিতা সীতা সংযমন ব্রত ধারিণী হইয়া কেবল নিয়ত মনে দেবলোক ও পিতৃলোকের শরণাগত হইয়া রহিয়াছেন॥ ৪ ॥ জানকী দেবী আপন ভবন মধ্যে অবস্থান করিয়া কতক্ষণে প্রাণ সমান পরিণেতা প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্র সমাগত হইবেন, আমি তাঁহাকে যুগল নয়নে সন্দর্শন করিব, এই প্রত্যাশায় পুনঃ পুনর্দ্বারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন॥ ৫ ॥ অনন্তর যে সময়ে স্বীয় অনুগত ভক্তগণে ভবন পরিপূর্ণ ছিল সেই সময়ে সহসা শ্রীরামচন্দ্র আপনার বাস ভবনে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইলেন॥ ৬ ॥

ঈষদ্দীনমুখঃ শ্রীমান্ মনোদুঃখসমন্বিতঃ।
নাতিহৃষ্টমনাঃ সীতাং দদর্শাথ প্রবিশ্য সঃ॥ ৭ ॥
তৎপরাং বেশ্মমধ্যস্থাং বিনয়াবনতাং স্থিতাং।
বিনয়াচারসম্পন্নাং প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়াং প্রিয়াং॥ ৮ ॥
সা তু দৃষ্টৈব ভর্ত্তারং প্রত্যুদ্গম্য প্রণম্য চ।
রামপার্শ্বে স্থিতা দেবী রামং দীনমুখং তদা॥ ৯ ॥
অভিবীক্ষ্য বরারোহা বেপমানেদমব্রবীৎ।
দৃষ্ট্বান্তর্গতদুঃখার্ত্তং কিমেতদিতি বিহ্বলা॥ ১০ ॥
কিন্নু বার্হস্পতো যোগো যুক্তঃ পুষ্যেণ রাঘব।
প্রোচ্যতে ব্রাহ্মণৈস্তজ্জ্ঞৈর্যেন ত্বমসি দুর্ম্মনাঃ॥ ১১ ॥
কস্মাচ্ছতশলাকেন পূর্ণেন্দুপ্রতিমেন তে।
আবৃতং বদনং চারু ছত্রেণ ন বিরাজসে॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

যখন শ্রীরামচন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার মুখকমল ঈষৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং কাতর চিত্ত দুঃখ সমন্বিত অতি দীনভাবে পুর প্রবিষ্ট হইয়া অসন্তুষ্ট মনা হইয়া প্রিয়তমা জানকীকে দেখিতে লাগিলেন॥ ৭ ॥ সীতা কিম্ভূতা না পতিপরায়ণা সদাচার রতা বিনয়াবনতা ভবন মধ্যগতা রামপ্রেয়সী সীতাদেবী রঘুনাথের প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী প্রিয়া॥ ৮ ॥ সীতাদেবী প্রিয়তম শ্রীরাম-চন্দ্রকে ম্লানবদন সন্দর্শন করিয়া সমীপে গমন করতঃ প্রণাম পুরঃসর তাঁহার পার্শ্বদেশে অবস্থান করিলেন॥ ৯ ॥ বরবর্ণিনী কামিনী জানকী শ্রীরামকে আন্তরিক দুঃখে দুঃখিত ও অতিশয় কাতর দেখিয়া কেন এমন হইল এই ভাবিতে ভাবিতে ব্যাকুলিত চিত্তে কম্পিত কলেবরে শ্রীরামকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি-লেন॥ ১০ ॥ হে রঘুকুলপ্রদীপ! যোগবেত্তা বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলেন, যে পুষ্যা-নক্ষত্রের সহিত বৃহস্পতির যোগ হইলে দুঃখ উপস্থিত হয়, আপনার কি সেই যোগঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা না হইলেই বা আপনি কেন এত অন্যমনা হইয়া বসিলেন॥ ১১ ॥ কি জন্য সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মনোহর শত শত শলাকাতে পরিশোভিত আতপত্র দ্বারা আপনার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া বিরাজিত হয় নাই॥ ১২ ॥

চামর ব্যজনাভ্যঞ্চ চারুপদ্মদলেক্ষণ।
ন বীজ্যতে তেহদ্য মুখং কস্মাৎ পুর্ণেন্দুসপ্রভং॥ ১৩॥
যৌবরাজ্যাভিষিক্তঞ্চ সুতমাগধবন্দিনঃ।
বাগ্মিনো ন স্তুবন্তি ত্বামদ্য রাঘব শংস মে॥ ১৪॥
ন তে ক্ষৌদ্রঞ্চ দধি চ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
মূর্ধ্নি মূর্ধ্ন্যাভিষেকার্থং দদতে বিধিবচ্চ কিং॥ ১৫॥
কস্মাৎ প্রকৃতিমুখ্যাস্তে শ্রেণিমুখ্যাশ্চ রাঘব।
কিঙ্করা নাদ্য তিষ্ঠন্তি যৌবরাজ্যাভিষেচনে॥ ১৬॥
অষ্টাশ্ববরযুক্তস্তে মণিকাঞ্চনভূষণঃ।
নাদ্য পুষ্পরথঃ কণ্ঠঃ কস্মাদ্রিপুনিসূদন॥ ১৭॥
ত্রিপ্রশ্রুতো গজবৃষঃ শুভলক্ষণলক্ষিতঃ।
পৃষ্ঠতো নানুযাতি ত্বাং কস্মাদদ্যাভিষেচনে॥ ১৮॥
শুভলক্ষণসম্পন্নঃ শ্বেতশ্চ তুরগোত্তমঃ।
ন তেহদ্য যাতি পুরতঃ কস্মাচ্ছ্রীবিজয়াবহঃ॥ ১৯॥

অনুবাদ।

হে রাজীবলোচন! সম্পুর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় আপনার বদনকমল আজি কি জন্য এ পর্য্যন্ত চামর ব্যজন দ্বারা সবীজিত হয় নাই॥ ১৩॥ হে রঘুনাথ! আপনি যুবরাজ হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিবেন সূতমাগধ বন্দিপ্রভৃতি সদ্বক্তা স্তুতি-পাঠকেরা আপনার স্তুতিবাদ করিবে তাহা কি জন্য হয় নাই আমায় বলুন॥ ১৪॥ হে স্বামিন্! আপনার মস্তকে অভিষেক করিবার জন্য বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ বিধা-নক্রমে এখনও কি জন্য উত্তমাঙ্গে মধু দধি প্রদান করেন নাই?॥ ১৫॥ হে রঘুবর! বৃত্তিভোগী প্রধান২ কর্ম্মকারকেরা ও শ্রেণীমুখ্যা স্ত্রীগণেরা এবং বর্ণ প্রধান ব্রাহ্মণ-গণেরা অন্য আপনার যৌবরাজ্য অভিষেকের উদ্যোগে কেন অবস্থান করিতেছে না॥ ১৬॥ হে শত্রুনাশন! অন্য অশেষবিধ মণি মাণিক্য বিভূষিত, অষ্ট প্রজবন তুরঙ্গমদ্বারা পুষ্পকরথ কি জন্য দ্বারদেশে সুরক্ষিত হয় নাই॥ ১৭॥ যে সকল মাতঙ্গবরের গণ্ডস্থল হইতে অনবরত ত্রিধার মদবারি বিগলিত হইতেছে, তাহারা উত্তম পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া অভিষেকের উদ্দেশে কি জন্য আপনার পশ্চাৎ২ গমন করিতেছে না॥ ১৮॥ নানা মণি মাণিক্য বিভুষিত সুলক্ষণ সম্পন্ন শ্বেত-বর্ণের অশ্ববর কি জন্য আজি আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করে নাই, যে তুরঙ্গম অগ্রভাগে নিরীক্ষিত হইবামাত্র রাজশ্রী ও সমর বিজয় শ্রী প্রকাশ করিয়া দেয়॥১৯॥

এবং ব্রুবাণাং তাং রামো জাতশঙ্কাং স মৈথিলীং।
উবাচেদং বচো ধীরঃ সত্ত্ব গাম্ভীর্য্যমাশ্রিতঃ ॥ ২০ ॥
রাজর্ষিকুলসংভূতে ধর্ম্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।
শৃণু মৈথিলি ধীরা ত্বং ভূত্বা বাক্যমিদং মম ॥ ২১ ॥
রাজ্ঞা সত্যপ্রতিজ্ঞেন পিত্রা দশরথেন বৈ।
কৈকেয্যৈ প্রীতমনসা দত্তৌ কিল পুরা বরৌ ॥ ২২ ॥
মমোপকল্পিতে চাদ্য যৌবরাজ্যেঽভিষেচনে।
প্রচোদিতেন সহসা ধর্ম্মজ্ঞেনাপবর্জ্জিতৌ ॥ ২৩ ॥
ময়া বর্ষাণি বস্তব্যঞ্চতুর্দ্দশ বনে প্রিয়ে।
ভরতেনাপ্যযোধ্যায়াং রাজ্ঞা ভাব্যমনিন্দিতে ॥ ২৪ ॥
সোঽহং ত্বামাগতো দ্রষ্টুং প্রস্থিতো বিজনং বনং।
আপৃচ্ছে ধৈর্য্যমালম্ব্য মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।

মিথিলরাজ তনয়া সীতা অতি শঙ্কিত মনা হইয়া এই কথা বলিলে পর ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য স্বভাবসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ হে রাজর্ষি কুল জাতে! হে ধর্ম্মশীলে! হে সত্যবাদিনি! মৈথিলি তুমি অতি ধীরস্বভাবা হইয়া আমার এই বাক্য শ্রবণ করহ ॥ ২১ ॥ পিতা দশরথ সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা তিনি কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বকালে তাঁহাকে দুইটী বর প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ অদ্য আমার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা হইলে পর ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজা কৈকেয়ীর প্রার্থনানুসারে সহসা সেই দুইবর তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ হে প্রিয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! এক বরে অমার চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে, আর দ্বিতীয় বরে অযোধ্যা নগরে ভরতরাজ্য ভার গ্রহণ করতঃ যুবরাজ হইবেন ॥ ২৪ ॥ সেই জন্য আমি নির্জ্জনবনে গমনোদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি, এবং তোমাকে বলিতেছি যে তুমি স্বীয়া ধীরতাকে অবলম্বন করিয়া আমাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করহ ॥ ২৫ ॥

শ্বশ্রুঞ্চ শ্বশুরঞ্চৈব বস ত্বং সমুপাশ্রিতা।
শুশ্রূষাপরয়া ভূত্বা যাবদাগমনং মম॥ ২৬॥
মদ্ব্যপাশ্রয়জং মানমাশ্রিত্য বরবর্ণিনি।
ভরতস্য সমীপেঽহং ন তে স্তুত্যঃ কদাচন॥ ২৭॥
ঐশ্বর্য্যমদমত্তা হি ন সহন্তে পরস্তবং।
তস্মাৎ ত্বয়া গুণাঃ স্তুত্যা ভরতস্যাগ্রতো ন মে॥ ২৮॥
অহং হি পিতরং সত্যং চিকীর্ষুস্তন্নিযোগতঃ।
বনমদ্যৈব যাস্যামি কুরু ত্বং হৃদয়ং স্থিরং॥ ২৯॥
ময়ি যাতে তু কল্যাণি বনং মুনিজনপ্রিয়ং।
ব্রতোপবাসরতয়া ভবিতব্যং ত্বয়া প্রিয়ে॥ ৩০॥
কল্যমুত্থায় দেবানাং কৃত্বা পূজাভিবাদনং।
বন্দিতব্যো দশরথঃ পিতা মে দৈবতং যথা॥ ৩১॥

অনুবাদ।

যে পর্য্যন্ত আমার পুনরাগমন না হয় সেপর্য্যন্ত তুমি শ্বশুর ও শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করণপূর্ব্বক পরমসুখে গৃহে অবস্থান করিহ॥ ২৬॥ হে বরর্ণিনি! আমার সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইল. বলিয়া মানিনী হইয়া ভরতের সমক্ষে যেন কখন আমার স্তুতিবাদ করিহ না, ভরতের সমীপে আমি এসময় তোমার স্তুত্য হইতে কদাচ পারি না॥ ২৭॥ যাহারা ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হয় তাহারা কখনই পরের প্রশংসাবাদ সহ্য করিতে পারেনা, এই জন্য ভরতের নিকট আমার গুণ সকল তোমার কদাচ স্তুত্য নহে॥ ২৮॥ আমি পিতাকে সত্যে স্থির রাখিব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাঁহার আজ্ঞায় অদ্যই বনে যাইব, হে সীতে! তুমি আপন চিত্তকে স্থির করহ॥ ২৯॥ হে প্রিয়ে কল্যাণি! মুনিজনেরা যে বনবাসকে প্রিয়বোধ করিয়া থাকেন, আমি সেই বনে গমন করিলে পর, তুমি ব্রত নিয়ম উপবাসাদিতে রত হইয়া কালাতিপাত করিহ॥ ৩০॥ তুমি অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চাকে নতি ও স্তুতি পূজাদি করিয়া পিতা দশরথকে দেবতার ন্যায় বন্দনা করিবে॥ ৩১॥

মাতরশ্চৈব মে সর্ব্বা যথাক্রমমশেষতঃ।
ত্বয়ার্চ্চনীয়াঃ সততং সমা হি মম মাতরঃ॥ ৩২॥
ভ্রাতরৌ চাপি মে সীতে প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়াবুভৌ।
ত্বয়া ভরতশত্রুঘ্নৌ দ্রষ্টব্যৌ ভ্রাতৃপুত্রবৎ॥ ৩৩॥
ন বক্তব্যোঽপ্রিয়ং সীতে মৎপ্রীত্যা ভরতস্ত্বয়া।
স হি রাজা গুরুশ্চৈব দেশস্যাস্য প্রিয়শ্চ মে॥ ৩৪॥
আরাধিতা হি রাজানো দেববচ্চোপসেবিতাঃ।
অনুগ্রহৈর্যোজয়ন্তি ভক্তান্ ঘ্নন্তি বিপর্য্যয়ে॥ ৩৫॥
ঔরসানপিপুত্রাংশ্চ বিহিংসন্ত্যপকারিণঃ।
অনুগৃহ্নন্তি চ প্রীতাঃ পরানপ্যুপকারিণঃ॥ ৩৬॥
ত্বঞ্চ তেনেহ ভর্ত্তব্যা বনং বিপ্রোষিতে ময়ি।
তস্মাৎ সান্ত্বৈব লিপ্সেথাশ্চেলপিণ্ডভৃতিস্ততঃ॥ ৩৭॥

অনুবাদ।

এবং আমার জননীদিগকে যথাক্রমে অশেষ প্রকারে তুমি সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিবে, কোনমতে ইতর বিশেষ করিবে না যেহেতু আমার মাতা সকলেই তোমার সমানরূপে মাননীয়া হয়েন॥ ৩২॥ হে দেবি সীতে! আমার ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই ভাই প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর হয়, অতএব তাহাদিগকে তুমি সর্ব্বদা ভ্রাতা কিম্বা পুত্রের ন্যায় দেখিবে॥ ৩৩॥ হে জনকনন্দিনি! আমার প্রতি তোমার সমধিক প্রণয় আছে বলিয়া প্রণয় প্রকাশ করতঃ ভরতকে কখন কোন অপ্রিয় কথা বলিহ না, ভরত এখন এই দেশের গুরু ও রাজা হইবেন, এবং আমার অতি প্রিয় ভ্রাতা॥ ৩৪॥ যাহারা ভূপতিদিগকে দেবতার ন্যায় সেবা করতঃ আরাধনা করে, রাজারা তাহাদিগকে প্রিয়তমভক্ত দেখিয়া অনুগ্রহ ভাজন করিয়া থাকেন, ইহার বিপরীতাচরণ করিলে পর তাহাদিগকে রাজা নষ্ট করেন॥ ৩৫॥ রাজাদিগের এই নীতি যে ঔরস পুত্রেরাও অপকারী হইলে তাহাদিগের অনিষ্ট করিয়া থাকেন, এবং উপকারী শত্রুর প্রতিও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন॥ ৩৬॥ এই জন্য সীতে তোমাকে উপদেশ দিতেছি, যে আমি বনে গমন করিলে অবশ্য ভরত ভক্তাচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক তোমার ভরণ পোষণ করিবেন, অর্থাৎ শান্ত স্বভাবে তাঁহার নিকট হইতে অশন বসনাদি তুমি প্রাপ্ত হইতে পারিবে॥ ৩৭॥

মম মাতা চ কৌশল্যা বৃদ্ধা মচ্ছোককর্ষিতা।
মৎপ্রিয়ার্থং প্রিয়ে সীতে শুশ্রূষ্যানন্যচিত্তয়া॥ ৩৮॥
অহং গমিষ্যামি মহাবনং প্রিয়ে
ত্বয়াপি বস্তব্যমিহাজ্ঞয়া মম।
যথা ব্যলীকং ন করোষি কস্যচিৎ
তথা ত্বয়া কার্য্যমিতো গতে ময়ি॥ ৩৯॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সীতোপমন্ত্রণং নাম
ষড়্বিংশঃ সর্গঃ।

অনুবাদ।

হে প্রিয়ে সীতে! আমার জননী কৌশল্যা দেবী অতি প্রাচীনা হইয়াছেন, আমার শোকে তিনি অতিশয় কৃশতরা হইবেন, অতএব তুমি আমার প্রিয়সাধন জন্য অনন্য মনা হইয়া জননীর সেবা করিবে॥ ৩৮ ॥ হে প্রিয়সি চারুশীলে! আমি মহাবনে গমন করিব, তোমায় এই আদেশ করিতেছি যে তুমি আমার আজ্ঞানুসারে গৃহে অবস্থান কর, আমি বনে গমন করিলে পর তুমি এই করিবে যেন কোনরূপে কাহারও নিকট তোমার অসদ্ব্যবহার প্রকাশ না হয়, তুমি সাবধান পূর্ব্বক ইহাই করিবে॥ ৩৯ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
সীতার প্রতি উপদেশ নামে ষড়্বিংশতি সর্গঃ।

সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

ইত্যপ্রিয়মিদং বাক্যং শ্রুত্বা সা প্রিয়ভাষিণী।
সাসূয়মিব ভর্ত্তারং সীতা বচনমব্রবীৎ॥ ১॥
আর্য্যপুত্র পিতা মাতা ভ্রাতরো বান্ধবাঃ সুতাঃ।
প্রেত্য চৈবেহ চাশ্নন্তি স্বং স্বং কর্ম্মফলং পৃথক্॥ ২॥
ন পিতুঃ কর্ম্মণা পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকর্ম্মণা।
সুখমাপ্নোতি দুঃখং বা স্বং তু কর্ম্মাভিজায়তে॥ ৩॥
ভার্য্যৈকা পতিভাগ্যানি ভুঙ্‌ক্তে পতিপরায়ণা।
সাহং ত্বামনুযাস্যামি যত্র যত্র গমিষ্যসি॥ ৪॥
শপেঽহং তে প্রসাদেন জীবিতেন চ রাঘব।
যথা নেচ্ছাম্যহং বস্তুং স্বর্গেঽপি রহিতা ত্বয়া॥ ৫॥
ত্বং মে নাথো গুরুশ্চৈব গতির্দৈবতমেব চ।
গমিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধমেষ মে নিশ্চয়ঃ পরঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

প্রিয়ংবদিনী বিদেহ রাজনন্দিনী সীতাদেবী শ্রীরামের মুখে এইরূপ অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া অসূয়ার সহিত স্বামিকে বলিতে লাগিলেন অর্থাৎ সংসার দোষ দর্শক বাক্য কহিতে লাগিলেন॥ ১॥ হে আর্য্যপুত্র! কি পিতা কি মাতা কি ভ্রাতা কি বন্ধুবান্ধব কি সন্তান সকলেই ইহলোক ও পরলোকে আপন আপন পৃথক্২ কর্ম্ম ফলভোগ করিয়া থাকে॥ ২॥ পিতার সৎ ও অসৎ কর্ম্মদ্বারা পুত্র ও পুত্রের সৎ ও অসৎ কর্ম্মদ্বারা পিতা কখন সুখ দুঃখ ভাগী হয়েন না, সকলেই আপন আপন কর্ম্মানুসারে ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৩॥ কেবল পতিব্রতা ভার্য্যাই স্বামির শুভাশুভ ভাগ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে, অতএব আপনি যেখানে সেখানে গমন করুন না কেন আমি আপনার অনুগমন করিব॥ ৪॥ হে রঘুবীর! আপনার অনুগ্রহের আর আমার জীবনের সহিত শপথ করিতেছি যে আপনার সহিত বিরহিত হইয়া যথা স্বর্গেও আমার বাস করিতে ইচ্ছা হয় না॥ ৫॥ আপনিই আমার প্রাণের রক্ষাকর্ত্তা আপনিই আমার গুরু, আপনিই আমার গতি আপনিই আমার দেবতা, অতএব আমি নিশ্চয় আপনার সহিত গমন করিব ইহা স্থির করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না॥ ৬॥

যদি ত্বমুদ্যতো গন্তুং দুর্গং কণ্টকিতং বনং।
অহং তবাগ্রে যাস্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকং॥ ৭॥
ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সুহৃজ্জনঃ।
গতির্ভবতি সংস্ত্রীণাং পতিস্তে কঃ পরা গতিঃ॥ ৮॥
ঈর্ষাদোষং সমুৎসৃজ্য পীতশেষমিবোদকং।
নয় মাং বীর বিশ্রব্ধং পাপং ন ময়ি বিদ্যতে॥ ৯॥
হর্ম্ম্যপ্রাসাদভবনবিমানেভ্যোঽপি মে প্রভো।
তব পাদাশ্রয়ঃ শ্রেয়ান্ স্বর্গাদপি সুদুর্লভঃ॥ ১০॥
কুরু প্রসাদং গচ্ছেয়ং ত্বয়াহং সহিতা বনং।
সিংহকুঞ্জরশার্দ্দূলবরাহর্ক্ষনিষেবিতং॥ ১১॥
সুখং বনেঽপি বৎস্যামি তব পাদব্যপাশ্রয়াৎ।
বিহরন্তী ত্বয়া সার্দ্ধং যথেন্দ্রভবনে তথা॥ ১২॥

অনুবাদ।

যদি আপনি কণ্টকাবৃত অরণ্য মধ্যে গমন করিবার নিশ্চয় করিয়া বন গমনোদ্যত হইয়াছেন, তবে আমিও আপনার অগ্রে অগ্রে কুশমূল ও কণ্টকাদি সকল মর্দ্দিত করিয়া গমন করিব যাহাতে আপনার পাদদ্বয়ে বেদনা না জন্মে॥ ৭॥ কি সন্তান কি আপনি কি জনকজননী কি বন্ধুলোক সুচরিতা কামিনীদিগের সম্বন্ধে কেহই গতি নহে, তাহাদিগের একমাত্র পতিই পরমা গতি হয়েন॥ ৮॥ পীতাবশিষ্ট জলের ন্যায় ঈর্ষাদোষ পরীহার করিয়া হে বীর পুরুষ! আপনি যথাইচ্ছা আমায় লইয়া চলুন, আমাতে কোন পাপাশঙ্কা করিবেন না॥ ৯॥ কি অট্টালিকা কি দেবালয় কি অন্তঃপুর, কি সুসজ্জিত রথ সকল আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে, হে প্রভো! তোমার দুর্লভ পাদপদ্মাশ্রয় আমার স্বর্গাপেক্ষাও শুভকর হয়॥ ১০॥ হে রঘুনাথ! আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করুন্ আমি আপনার সমভিব্যাহারে সিংহব্যাঘ্র বরাহ ভল্লূক কুঞ্জর প্রভৃতি প্রাণিগণে পরিবৃত অরণ্যতে গমন করিব॥ ১১॥ আমি তব পাদপদ্ম সেবা করিয়া সুখে বাস করিব, ইন্দ্র ভবনে বাসকরতঃ যেমন সুখহয়, নির্জ্জন বনস্থলে আমি তোমার সহিত বিহার করিয়া সুখী হইব॥ ১২॥

শুশ্রূষমাণা বৎস্যামি পাদৌ তে নিয়তব্রতা।
রমমাণা ত্বয়া সার্দ্ধং কাননেষু সুগন্ধিষু॥ ১৩॥
শতক্রতুসমঃ শৌর্য্যে বিষ্ণোস্তুল্যপরাক্রমঃ।
ত্বং হি লোকত্রয়স্যাস্য সমর্থঃ প্রতিপালনে॥ ১৪॥
ন মমাভিভবে শক্তো মহেন্দ্রোঽপি ত্বদাশ্রয়াৎ।
অতো নার্হসি মাং ভক্তাং নিবর্ত্তয়িতুমাতুরাং॥ ১৫॥
ত্বয়া সহ ভবিষ্যামি ফলমূলকৃতাশনা।
দুর্ভরা ন ভবিষ্যামি বনে তেঽহং কথঞ্চন॥ ১৬॥
ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান্ সরাংসি চ বনানি চ।
দ্রষ্টুং বল্কলসংবীতা ত্বয়া নাথেন রক্ষিতা॥ ১৭॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীর্ব্বিমলোদকাঃ।
অবগাহ্যাভিরংস্যেঽহং ত্বয়ৈব সহ রাঘব॥ ১৮॥

অনুবাদ।

আমি তথায় আপনার পাদসরোজের শুশ্রূষায় নিয়মব্রত ধারণী হইয়া সুগন্ধ গন্ধবহে আমোদিত বন সমূহ মধ্যে বিহার করতঃ পরম সুখে কাল হরণ করিব ॥ ১৩ ॥ আপনি শূরতায় পাকশাসনের তুল্য ও পরাক্রমে নারায়ণের তুল্য, আপনি এই ত্রিলোকের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হয়েন ॥ ১৪ ॥ আমি তোমার সহিত থাকিলে অমরপতি মহেন্দ্রও আমার পরাভব করিতে পারিবেন না, অতএব হে নাথ! আমি সুকাতরা এবং ভক্তা তোমাকে ভক্তিভাবে সকাতরে নিবেদিতেছি যে আপনি আমাকে বনগমন বিষয়ে নিবর্ত্ত করিবেন না॥ ১৫ ॥ বনবাসে আমি আপনার সমভিব্যবহারে ফলমূল ভোজনেই দিনপাত করিব, তথায় আমার ভরণ পোষণ জন্য কোনমতে আপনাকে কষ্ট পাইতে হইবেক না অর্থাৎ আমি অপনার দুর্ভরা হইবনা॥ ১৬ ॥ হে নাথ! আমার ইচ্ছা হয় যে আপনার আশ্রয়ে গাছের বাকল পরিধান কররিয়া নদনদী ও পর্ব্বত সরোবরএবং দুর্গম অরণ্য সকল নিরীক্ষণ করিব॥ ১৭ ॥ হে রঘুনাথ! যে সকল সরোবরের জল অতি নির্ম্মল যাহাতে হংস কারণ্ডব চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ অনবরত বিচরণ করিতেছে, পদ্ম সকল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে, আমি তাহাতে অবগাহন করিয়া, আপনার সহিত বিহার করতঃ সুখে কালাতিপাতকরিব ॥ ১৮

বনোদ্দেশেষু রম্যেষু নানাকুসুমগন্ধিষু।
বস্তুমিচ্ছামি মুদিতা ত্বয়াহং সহ কাননে॥ ১৯॥
সহস্রাণ্যপি বর্ষাণাং বহূনি সহিতা ত্বয়া।
সমতীতানি মন্যেহহং যথৈকং দিবসং তথা॥ ২০॥
স্বর্গেহপি বাসং রহিতা ত্বয়া বীর ন কাময়ে।
নরকং বাপি মে স্বর্গো বিশিষ্টঃ স্যাৎ ত্বয়া সহ॥ ২১॥
পিত্রা চাপ্যনুশিষ্টাস্মি মাত্রা বন্ধুজনেন চ।
বিনা ভর্ত্তা ন বস্তব্যং ত্বয়েতি রঘুনন্দন॥ ২২॥
অতঃ প্রণম্য যাচে ত্বাং গমনে কৃতনিশ্চয়া।
ন মামর্হসি সন্দেষ্টুমিতি কর্ত্তব্যতাং প্রতি॥ ২৩॥
বনং গমিষ্যামি সহ ত্বয়াহং
ন মাং নৃবীর প্রতিষেদ্ধুমর্হসি।
বনে নিবৎস্যামি যথা পিতুর্গৃহে
তথৈব পত্যামভিরক্ষিতা তব॥ ২৪॥

অনুবাদ।

হে প্রাণেশ! তথায় অশেষবিধ কুসুমসমূহের পরিমলে পরিপূর্ণ রমণীয় কানন মধ্যে আপনার সহবাসে আনন্দরসে বাস করিতে ইচ্ছা করি॥ ১৯॥ হে স্বামিন্! আপনার সহিত বহুসহস্র বৎসর বাস করিলেও আমার আর্থির নিবারণ হয় না, অর্থাৎ সমতীত বহু সংখ্যক বৎসরকেও এক দিবস বলিয়া জ্ঞান হয়॥ ২০॥ হে বীর! আমি আপনার সঙ্গছাড়া হইয়া স্বর্গেও বাস করিতে কামনা করি না, আপনার সহিত নরক বাসেও আমার স্বর্গ অপেক্ষা অধিক সুখ॥ ২১॥ হে রঘুনন্দন! পিতা মাতা বন্ধুজন প্রভৃতি সকলেই আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে স্বামীর সঙ্গ পরীহার করিয়া অন্যত্র একক্ষণও বাস করিহনা॥ ২২॥ একারণ তোমার সহিত গমন করিতে একান্ত অবধারণা করিয়াছি, এবং প্রণতি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি; যে আমার গমনের অন্যথা আদেশ করিতে আপনি কোনক্রমেই যোগ্য হইবেন না॥ ২৩॥ হে নরবর! আমি একান্তই আপনার সহিত বন গমন করিব, কোন মতেই আমাকে নিষেধ করিবেননা আমি শ্বশুর ভবনে কি পিতৃ ভবনে যেমন আপনার অধীনে অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ তোমাকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া, বনেও অবস্থান করিব॥ ২৪॥

অনন্যভাবামনুরক্তচেতসাং
ত্বয়া বিমুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাং।
নয়স্ব মাং সাধু কুরু প্রিয়ঞ্চ মে
ময়া ন ভারো গুরুতাম্নৈপেষ্যতি ॥ ২৫ ॥
ইতি ব্রুবাণামপি ধর্ম্মবাদিনীং
নেতুং ন রামো দয়িতাং ব্যবস্যতি।
নিবর্ত্তয়িষ্যন্ হি সতাং তদা প্রিয়াম্
উবাচ দোষান্ বনোবাসিনামথ ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সীতাবাক্যং নাম
সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

অনুবাদ।

হে প্রিয়পতিরাম! তোমা ব্যতিরেকে আমার আর অন্য কোন ভাব নাই, আমার মন আপনার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত রহিয়াছে, যদি আপনি আমায় না লইয়া যান তাহা হইলে আমি নিশ্চয় মরণাবধারণ করিব, অতএব আপনি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন, এই আমার প্রিয় কার্য্য সাধন করুন, আমি সঙ্গে থাকিলে আপনাকে গুরুতর ভারাক্রান্ত হইতে হইবেকনা॥ ২৫ ॥ ধর্ম্ম পরায়ণা প্রিয়তমা জানকী এই প্রকার কথা বলিলেও শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না, তখন তিনি প্রিয়াভার্য্যা সীতাকে বনগমন অধ্যবসায় হইতে নিবর্ত্ত করিয়া বনবাসিদিগের দোষোদ্ঘোষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশ সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা কাণ্ডে
সীতাবাক্য নামে সপ্তবিংশতি সর্গ সমাপন।

অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

তান্তথা ব্রুবতীং রামঃ প্রিয়াং ভার্য্যামনুব্রতাং।
উবাচেদং বহূন্ দোষান্ বনবাস উদাহরন্॥ ১॥
সীতে মহাকুলীনাসি ধর্ম্মজ্ঞাসি যশস্বিনী।
সত্যং মে বচনং কার্য্যং শ্রোতুমর্হস্যনিন্দিতে॥ ২॥
মনো হি ত্বয়ি নিক্ষিপ্য শরীরেণৈব কেবলং।
গমিষ্যাম্যবশঃ সীতে কাননং পিতুরাজ্ঞয়া॥ ৩॥
তস্মাদ্যথা বদামি ত্বাং তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
বনবাসে হি বহব ইমে দোষা মহাত্যয়াঃ॥ ৪॥
তান্ শ্রুত্বা ত্যজ্যতাং ভীরু বনবাসকৃতা মতিঃ।
বহুদোষং হি কান্তারং বনমিত্যভিধীয়তে॥ ৫॥

অনুবাদ।

অনুগমনে একান্ত অনুরাগিণী প্রিয়তমা সীমন্তিনীর সেইরূপ বাক্যশ্রবণ করিয়া বনবাসে যে অশেষ দোষ আছে, তাহার উদাহরন্ দিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ১॥ হে সীতে! তুমি মহাকুল সমুদ্ভূতা ও ধর্ম্মজ্ঞানবতী তোমার যশে ভুবন ভরিয়া রহিয়াছে, হে অনিন্দিতে, আমি যে যথার্থ সত্যবাক্য তোমায় উপদেশ দিতেছি তুমি তাহা শ্রবণ কর এবং শ্রবণানন্তর তাহাই তোমার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য॥ ২॥ হে প্রিয়সি! আমি স্বাধীন নহি কেবল পিতার অনুমতি প্রতিপালন করিতে বনে গমন করিব, কিন্তু নিশ্চয় কহিতেছি যে আমার মন সম্পূর্ণরূপে তোমাতে সমর্পণ করিয়া আমি কেবল শরীর লইয়া বনে চলিলাম॥ ৩॥ অতএব আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি তাহাই তোমার অনুষ্ঠান করা উচিত হয়, কেন না তুমি নিশ্চয় জানিবে বনবাসে অনর্থকর ভুরি ভুরি মহান্ দোষ আছে॥ ৪॥ হে ভীরু! তথায় যে সকল ক্লেশ ঘটিতে পারে আমি সমুদয় বর্ণন করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ করিয়া বনবাস গমনে যে একান্ত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি করিয়াছ তাহা পরিত্যাগ করহ, যেহেতু দুর্গম অরণ্যে বহুবিধ দোষ আছে বলিয়া সকলে তাহার নাম কান্তার এবং বন রাখিয়াছেন॥ ৫॥

তবানুকম্পয়ৈবাহং বনদোষান্ সুদারুণান্।
জানানস্ত্বামহং নেতুং বনং নৈব সমুৎসহে॥ ৬॥
বনে বসন্তি শার্দ্দূলা আসন্নজনঘাতিনঃ।
ভেতব্যঞ্চ সদা তেভ্যস্তেন দুঃখং প্রিয়ে বনং॥ ৭॥
প্রভিন্নকরটা নাগা বহবঃ সন্তি কাননে।
আসাদ্য যে বিনিঘ্নন্তি তেন দুঃখং বনং প্রিয়ে॥ ৮॥
অত্যুষ্ণমতিশীতঞ্চ তৃড্বুভুক্ষে তথৈব চ।
ভয়ানি চ বহূন্যত্র তেন দুঃখং প্রিয়ে বনং॥ ৯॥
সর্পাঃ সরীসৃপাশ্চান্যে বৃশ্চিকাশ্চ মহাবিষাঃ।
চরন্তি গহনেঽরণ্যে তেন দুঃখং প্রিয়ে বনং॥ ১০॥
গিরিকন্দরজাতানাং মহারণ্যনিবাসিনাং।
উদ্বেজনীয়াঃ সিংহানাং শ্রূয়ন্তে নিনদা বনে॥ ১১॥

অনুবাদ।

তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ আছে বলিয়া বনবাসের নিদারুণ দোষ সকল অবগত হইয়া তোমাকে বনে লইয়া যাইতে উৎসাহী হইতেছি না। ॥ ৬ ॥ বনমধ্যে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সকল আছে তাহারা নিকটে মনুষ্য দেখিলেই বধ করে, তুমি তাহা দেখিলেই সর্ব্বদা অতিশয় ভয় পাইবে, হে প্রিয়ে! এই জন্য বলিতেছি বনেতে বড় ক্লেশ॥ ৭ ॥ বনে যে সকল মাতঙ্গ আছে তাহাদিগের গণ্ডস্থল হইতে অনবরত মদধারা নির্গত হইয়া থাকে, তাহারা মনুষ্যগণকে নিকটে পাইলেই বিনাশ করে হে প্রিয়ে এই জন্য বলিতেছি বনে বড় ক্লেশ॥ ৮ ॥ কানন মধ্যে অতিশয় উষ্ণ ও অতিশয় শীতল সময়যাপন করিতে হইবে, তন্মধ্যে আবার বহুবিধ ভয়ানক ব্যাপারও উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং কোন সময় ফল মূলাদি পাওয়া যায় না এজন্য ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইতে হয় অতএব প্রিয়ে বনে অতিশয় ক্লেশ॥ ৯ ॥ নিবিড় কানন-মধ্যে মহাবিষ কত২ সর্প, কত২ সরীসৃপ ও কতই বা বৃশ্চিক বিচরণ করে, হে প্রিয়ে এই জন্য বলিতেছি বনবাসে বড় ক্লেশ॥ ১০ ॥ হে জনকনন্দিনি! পর্ব্বতের গুহায় জাত এবং নিবিড় অরণ্য মধ্যে অবস্থিত যে সকল অতি ভয়ানক সিংহ আছে, তাহারা বনমধ্যে এমনি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করে যাহা শুনিবামাত্র মনে মহা উদ্বেগের সঞ্চার হয়॥ ১১ ॥

প্রত্যাসন্নাশ্চ সহসা দৃশ্যন্তে বহবো বনে।
সিংহর্ক্ষমৃগশার্দ্দূলবরাহোরগবারণাঃ ॥ ১২ ॥
প্রাণাভিঘাতিনো ঘোরাস্তথান্যা মৃগযাতয়ঃ।
সন্তি দুর্গে বনে তস্মান্ন গন্তব্যং ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥
নদীকুটিলগা নাগা মহীবিবরশায়িনঃ।
দৃশ্যন্তে বনমার্গেষু দৃষ্টিশ্বাসমহাবিষাঃ ॥ ১৪ ॥
অগাধাঃ পঙ্কবত্যশ্চ মহানক্রসমাকুলাঃ।
সরিতস্তরণীয়াশ্চ দূরপারা দুরাসদাঃ ॥ ১৫ ॥
কুশকণ্টকবন্তশ্চ লতাগুল্মতৃণাবৃতাঃ।
দুর্গমাঃ সন্তি পন্থানঃ সীতে দুঃখমতো বনং ॥ ১৬ ॥
নির্ম্মনুষ্যাণ্যরণ্যানি তথা দুঃসত্ত্ববন্তি চ।
কক্ষবৃক্ষক্ষুপলতাগহনানি শুচিস্মিতে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

বনমধ্যে সর্ব্বদা অনেকানেক সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লূক মৃগ মাতঙ্গ শূকর ভুজঙ্গ প্রভৃতি হিংস্রক জীবগণকে নিকটে নিকটে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১২ ॥ হে প্রিয়সি সীতে! এতদ্ব্যতীত প্রাণহারক ঘোরতর ভয়ানক নানা প্রকার মৃগজাতি দুর্গম অরণ্যমধ্যে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, এই জন্য বলিতেছি যে বন তোমার পক্ষে গন্তব্য নহে ॥ ১৩ ॥ অরণ্যের পথিমধ্যে সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে নদীর ন্যায় বক্রগামী করাল দর্ব্বীকরদল অর্থাৎ নাগ সকল পৃথিবীর বিবরমধ্যে শয়ন করিয়া থাকে তাহাদিগের দর্শনে ও শ্বাস প্রশ্বাসে মহাবিষ সমূহ নির্গত হয় ॥ ১৪ ॥ বনে গমন করিতে হইলে পথিমধ্যে বহুসংখ্যক ভয়ঙ্কর অপার নদী সকল পার হইতে হইবে, কোন কোন নদীতে অতলস্পর্শ জল, কোন নদী পঙ্কে পরিপূর্ণ, কোন কোন নদী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রচণ্ড কুম্ভীরাদিতে সমাকুলা ॥ ১৫ ॥ হে সীতে! অরণ্যে যাইবার পথ সকল অতি দুর্গম, পথিমধ্যে কুশকণ্টকে চরণ ক্ষত বিক্ষত হইবে, কোন কোন পথ লতাগুল্ম তৃণপ্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, অতি কষ্টে তাহা পার হইতে হইবে হে প্রিয়ে! এই জন্য বলিতেছি যে বনেতে বাস করিতে হইলে বড় ক্লেশ হয় ॥ ১৬ ॥ হে মৃদুহাসিনি! সেই বিজন গহনকানন মধ্যে মনুষ্য মাত্র নাই, কেবল হিংস্রক প্রকৃতি ভয়ানক জন্তু সমূহে পরিপূর্ণ, শুষ্ক তৃণগুল্ম কণ্টকী লতা ও বৃক্ষে অগম্য হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥

সন্ত্যটব্যশ্চ বৈদেহি দুর্গমা বহুযোজনাঃ।
পুষ্পোদকফলৈর্হীনা ঘোরসত্ত্বসমাকুলাঃ॥ ১৮॥
গিরিকন্দরদুর্গাণি পল্বলোদকবন্তি চ।
তথানুপানি বৈদেহি সন্ত্যগম্যানি কাননে॥ ১৯॥
সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু তৃণশয্যাসু চাবলে।
স্বয়ংকৃতাসু দুঃখাসু ভূতলে নির্জ্জনে বনে॥ ২০॥
আহারৈশ্চৈব কর্ত্তব্যো বদরামলকেঙ্গুদৈঃ।
তথা শ্যামাকনীবারকষায়কটুতিক্তকৈঃ॥ ২১॥
বনেষ্বলভ্যমানে চ বন্য মূলফলে পুনঃ।
বহূন্যহানি বস্তব্যং নিরাহারৈর্বনাশ্রয়ৈঃ॥ ২২॥
বল্কলাজিনবস্ত্রাণি বসিতব্যানি কাননে।
বনেষু ভবিতব্যঞ্চ দীর্ঘশ্মশ্রুজটাধরৈঃ॥ ২৩॥

অনুবাদ।

হে বিদেহতনয়ে জানকি! বহুযোজন বিস্তীর্ণ অতি দুর্গম্য অনেক ভয়ানক অরণ্য আছে, ফুল ফল জলাদি কিছুই পাওয়া যায় না অথচ ভয়ঙ্কর বনচর শ্বাপদ সমূহে পরিপূর্ণ॥ ১৮ ॥ হে সীতে! কাননমধ্যে কোথাও বা পর্ব্বত ও গহ্বরে পথ অগম্য হইয়া রহিয়াছে কোন স্থানে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় সকল জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কোন স্থান বা জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে সে সকল স্থান দর্শনমাত্রে মনে অগম্য রূপে প্রতীয়মান হয়॥ ১৯ ॥ হে অবলে বৈদেহি! নির্জন বনমধ্যে আপনাকে ভূমিতলে ক্লেশকর পর্ণশয্যা অথবা তৃণশয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিতে হইবে॥ ২০ ॥ কুল আমলকী ইঙ্গুদী প্রভৃতি ফল কখন বা শ্যামাকতৃণ বীজ আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে, কষায় কটু ও তিক্ত ব্যতিরিক্ত খাদ্য প্রায় তথায় নাই॥ ২১ ॥ অরণ্যমধ্যে ফলমূলাদি কিছুই পাওয়া যাইবে না, এমন অবস্থায় অনশনে প্রাণপণে বনে বনে বহুদিন বাস করিতে হইবে॥ ২২ ॥ কাননমধ্যে গাছের ছাল ও মৃগচর্ম্মের বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, এবং চিবুকে দীর্ঘ শ্মশ্রু ও শিরোভাগে জটাভার ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে॥ ২৩ ॥

দীর্ঘরোমধরৈশ্চৈব মলপঙ্কসমাচিতৈঃ।
বাতাতপবিশুষ্কাঙ্গৈঃ প্রিয়ে দুঃখমতো বনং॥ ২৪॥
স্থানং বীরাসনং সেব্যমুপবাসশ্চ মৈথিলি।
কর্ত্তব্যা দুশ্চরাশ্চৈব নিয়মা বনবাসিভিঃ॥ ২৫॥
গ্রীষ্মে পঞ্চতপোভিশ্চ বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকৈঃ।
জলবাসৈশ্চ শিশিরে ভাব্যং বনচরৈঃ প্রিয়ে॥ ২৬॥
ত্বগস্থিমাত্রশেষেণ তপসা কর্ষিতেন চ।
ময়া তে তত্র কা প্রীতিঃ কা রতির্ব্বা ভবিষ্যতি॥ ২৭॥
মাম্বা সমনুগচ্ছন্ত্যা নিয়মব্রতশীলয়া।
ত্বয়াপি হি বনে তত্র কা রতির্ম্মে ভবিষ্যতি॥ ২৮॥
বাতাতপবিবর্ণাঙ্গীং তপোনিয়মকর্ষিতাং।
দুঃখিতাং ত্বাং বনে দৃষ্ট্বা ভবিষ্যাম্যতিদুঃখিতঃ॥ ২৯॥

অনুবাদ।

সর্ব্ব শরীরে দীর্ঘ লোম ঝুলিয়া পড়িবে, সর্ব্বাঙ্গ মলপঙ্কে আবৃত হইবে, খরবাতে ও প্রচণ্ড আতপে কলেবর শুষ্ক হইয়া যাইবে, হে প্রিয়সি! এই জন্য বলিতেছি বন বাসে বড় দুঃখ॥ ২৪॥ হে মৈথিলি! অরণ্যমধ্যে যে স্থানে বীরপুরুষেরা অবস্থান করেন, এমন স্থানের সেবা করিতে হইবে, সর্ব্বদা ব্রত উপবাস করিতে হইবে, এবং বনবাসী ঋষিদিগের সহিত কষ্টসাধ্য নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে হইবে॥ ২৫॥ হে প্রেয়সি! যাঁহারা বনচারী হয়েন, তাঁহাদিগকে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সময়ে পঞ্চতপা করিতে হয়, অর্থাৎ চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড করিয়া সূর্য্যদেবের অভি-মুখে অবস্থান করিতে হয়, বর্ষা সময়ে অনাবৃত স্থানে থাকিতে হয়, এবং শীত কালে জলমধ্যে কলেবর নিমগ্ন করিয়া রহিতে হয়॥ ২৬॥ অরণ্যমধ্যে আমি তপস্যা দ্বারা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া কৃশতর হইব, অতএব তথায় আমার সহিত বাসে তোমার কি রূপে প্রীতি বা রতির উদয় হইবে॥ ২৭॥ আর তুমিও নিয়ত ব্রতধারিণী হইয়া আমার অনুগমন করিবে, অতএব তথায় তোমার প্রতি আমার কি রূপে রতির উদয় হইবে॥ ২৮॥ একে বনমধ্যে তুমি কদর্য্য বায়ু ও আতপদ্বারা বিবর্ণ হইয়া যাইবে তাহাতে আবার তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা কৃশতরা হইবে অতএব তোমাকে বনে এতাদৃশ দুঃখিতা দেখিয়া আমিও অতিশয় দুঃখিত হইব॥ ২৯॥

ন ত্বামিচ্ছামি বৈদেহি মৎকৃতে শোককর্ষিতাং।
দ্রষ্টুং প্রতিভয়েঽরণ্যে ভৃশং হি দয়িতাসি মে ॥৩০॥
তদলন্তে বনে গত্বা বনচর্য্যা ন তে ক্ষমা।
বিমৃশন্ বহুদোষং হি পশ্যামি দয়িতে বনং ॥ ৩১ ॥
ত্বত্রস্থস্যাপি মে নিত্যং হৃদয়ে ত্বং নিবৎস্যসি।
ইহস্থাপি ন দূরে ত্বং প্রিয়া হি ভবতী মম ॥ ৩২ ॥
এবং বনং নেতুমনিশ্চিতোঽসা বুক্ত্বা প্রিয়ান্তাং বিররাম রামঃ।
অথোত্তরং সা রুদতী সুদীনা সীতা পুনর্বাক্যমিদং জগাদ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সীতাবনদোষদর্শনং নাম
অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।

হে বৈদেহি! একে তুমি আমার জন্য শোকে কৃশতরা হইবে, অতএব যেখানে পদে পদে ভয়ের আশঙ্কা তথায় তোমায় লইয়া যাইতে আমি কোনমতেই ইচ্ছা করি না, যেহেতু তুমি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা হও ॥ ৩০ ॥ এই জন্য বলিতেছি যে তোমার বনে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই, বনে বনে ভ্রমণ করা তোমার পক্ষে উচিত নহে, হে প্রিয়সি! আমি অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম তোমার বনে যাওয়ায় অনেক দোষ আছে ॥ ৩১ ॥ আমি সেখানে থাকিলেও তুমি সর্ব্বদা আমার হৃদয় মধ্যে অবস্থান করিবে এখানে থাকিলেও তুমি আমার দূরে নও যেহেতু তুমি আমার প্রাণপ্রিয়তমা হও ॥ ৩২ ॥ রঘুনাথ জানকীকে বনে লইয়া যাইতে অসম্মত হইয়া এই প্রকার কথা সকল বলিয়া বিরত হইলেন, অনন্তর সীতাদেবী অশ্রুমুখে দীনবচনে পুনর্ব্বার শ্রীরামের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে সীতার প্রতি বনদোষ দর্শন নামে অষ্টাবিংশতি সর্গ সমাপন ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ।

অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা সীতা রামস্য দুঃখিতা।
প্রসক্তাশ্রুমুখী বাক্যমিদং ভর্ত্তারমব্রবীৎ॥ ১ ॥
বনবাসে ত্বয়া দোষা য এতে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তানার্য্যপুত্র মন্যেঽহং ত্বদ্ভক্ত্যা সর্ব্বশো গুণান্॥ ২ ॥
ত্বদ্বাহুগুপ্তান্ন চ মা মপি দেবঃ শতক্রতুঃ।
শক্তোঽভিভবিতুং লোকে কুতোঽন্যো বনচারিণঃ॥ ৩ ॥
সিংহব্যাঘ্রবরাহাদীনুক্তবানসি যান্ বনে।
দুরাসদান্ ন মে তত্তো ভয়ং কিঞ্চন বিদ্যতে॥ ৪ ॥
ত্বদ্বাহুবলগুপ্তায়াঃ কুতো মে বিদ্যতে ভয়ং।
বিপত্তিরপিবা তত্র শ্রেয়ো মে নেহ জীবিতং॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর সীতাদেবী প্রিয়তমের হৃদয় বিদারণ বচন সমূহ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন, তাঁহার নয়ন যুগলে দরদরিত অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল তিনি বিষণ্ণ বদনে স্বামিকে এই কথা বলিলেন॥ ১ ॥ হে আর্য্যপুত্র ! আপনি বনবাস বিষয়ে যে২ দোষের উদ্ভাবন ও কীর্ত্তন করিলেন, আপনার প্রতি আমার এমনি প্রগাঢ় ভক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে বোধ হয় যে সেই সমুদায় দোষই আমার পক্ষে তদ্ভক্তিবলে সর্ব্বতোভাবে গুণ বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে॥ ২ ॥ আমি আপনার ভুজ যুগল দ্বারা রক্ষিতা হইব অতএব দেবরাজ শতক্রতু মহাশয় ও ইহলোকে আমার পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন না, অন্যান্য বন্য প্রাণিদিগের কথা আর কি বলিব॥ ৩ ॥ আপনি অরণ্য মধ্যে যে সকল সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষাদি ভয়ানক প্রাণির কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাদিগের হইতে কোন রূপে আমার কোন ভয় নাই॥ ৪ ॥ কেননা সেখানে আমি আপনার আজানুলম্বিত ভুজবলে সুরক্ষিতা হইব সেখানে আমার কাহাকেও ভয় নাই, ও তথায় আমার কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই, হে প্রভো! এখানে তোমা ছাড়া হইয়া জীবিত থাকাও আমার পক্ষে কোনমতে শ্রেয়স্কর নহে॥ ৫ ॥

ত্বয়া বা সহ গন্তব্যং ত্বদনুজ্ঞাতয়া বনং ।
ত্বৎপরিত্যক্তয়া বাপি ত্যক্তব্যং জীবিতং ময়া ॥ ৬ ॥
নারী ভর্ত্তৃপরিত্যক্তা জীবন্ত্যপি সুদুঃখিতা ।
মৃতা ভবত্যার্য্যপুত্র তস্মাচ্ছ্রেয়োহদ্য মে মৃতং ॥ ৭ ॥
অপি চৈবাহমাদিষ্টা লক্ষণজ্ঞৈর্দ্বিজাতিভিঃ ।
বনে তে বিজনে সীতে বস্তব্যমিতি রাঘব ॥ ৮ ॥
তেষাং লক্ষণিনাং শ্রুত্বা বচস্তৎ সত্যবাদিনাং ।
বনবাসস্পৃহা নিত্যং হৃদি মে পরিবর্ত্ততে ॥ ৯ ॥
স চেদবশ্যং প্রাপ্তব্যঃ সিদ্ধাদেশস্তথা ময়া ।
সহ ত্বয়া ভবতু মে ন হীচ্ছামি তমন্যথা ॥ ১০ ॥
প্রাপ্তাদেশা ভবিষ্যামি গত্বাহং সহিতা ত্বয়া ।
কালশ্চায়ং সমুৎপন্নঃ সত্যাস্তে সন্তু বৈ দ্বিজাঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।

হে রাম! ভবাজ্ঞানুসারে তোমার সমভিব্যাহারে আমার বন গমন যোগ্য হইয়াছে, যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও তবে তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে আমারও জীবন ত্যাগ যোগ্য হইবে॥ ৬ ॥ হে আর্য্যপুত্র! যে মহিলাকে পরিণেতা পরিত্যাগ করে সে স্ত্রী দুঃখে মৃত প্রায় হইয়া জীবিত থাকে, অতএব হে নাথ! যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে অদ্য আমার মরণই মঙ্গল॥ ৭ ॥ হে রঘুনাথ! যে সকল ব্রাহ্মণেরা শুভাশুভ লক্ষণ বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাঁহারা আমাকে এই আদেশ করিয়াছিলেন, যে হে সীতে!' তোমাকে নির্জ্জনবনে বাস করিতে হইবে॥ ৮ ॥ লক্ষণজ্ঞ সত্যবাদি ব্রাহ্মণগণের সেই কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে বনবাসের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে॥ ৯ ॥ হে রাম! সিদ্ধ পুরুষদিগের সেই আদেশ অবশ্য সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই, অতএব আমি আপনার সহিত গমন করিব তাঁহাদিগের সেই আদেশ যে অন্যথা হইবে আমি এমত ইচ্ছা করি না॥ ১০॥ আমি আপনার সহিত অনুগমন করিয়া যে তাঁহাদিগের সেই আদেশ প্রাপ্তা হইব, অদ্য তাহারই সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে সেই সকল বিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণের আদিষ্ট বাক্য সত্য হউক॥ ১১ ॥

বনবাসে চ জানামি দুঃখানি বিবিধান্যহং।
প্রাপ্যন্তে যানি মুনিভির্বনবাসে কৃতাত্মভিঃ ॥ ১২ ॥
কন্যয়ৈব ময়া সর্ব্বে বনদোষাঃ শ্রুতাঃ পুরা।
ভিক্ষুক্যাঃ সাধুবৃত্তায়াঃ কথয়ন্ত্যাঃ পিতুর্গৃহে ॥ ১৩ ॥
প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা নয় মামপি রাঘব।
বনবাসো হি সুভৃশং কাঙ্ক্ষিতো মে ত্বয়া সহ ॥ ১৪ ॥
কৃতক্ষণাস্মি ভদ্রং তে গমনং প্রতি রাঘব।
পুণ্যা হি বনচর্য্যেয়ং ত্বয়া মে সহ কাঙ্ক্ষিতা ॥ ১৫ ॥
পূতানয়া ভবিষ্যামি পুণ্যয়া বনচর্য্যয়া।
বিহরন্তী ত্বয়া সার্দ্ধং হৃদয়োৎসবভূতয়া ॥ ১৬ ॥
স্পৃহণীয়া ভবিষ্যামি লোকেঽমুষ্মিন্নিহৈব চ।
ভর্ত্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্ত্তা স্ত্রীণাং হি দৈবতং ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

হে নাথ! আত্মতত্ত্বজ্ঞানী মুনিরা বনবাসে যাদৃশ বিবিধ যন্ত্রণা পাইয়া থাকেন অর্থাৎ বনবাসে যে অশেষবিধ ক্লেশ হয় তাহা আমি বিলক্ষণ জানি ॥ ১২ ॥ পূর্ব্বে কন্যাকালে আমি যখন পিতার আলয়ে ছিলাম, তখন সাধুশীলা কোন এক সন্ন্যাসিনী স্ত্রী আমাকে কহিয়াছিলেন, আমি তাঁহার নিকট বনবাসের দোষ সকল শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ১৩ ॥ হে রঘুনাথ! আমি আপনার পাদ-পদ্মকে মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিয়া সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, যে আপনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন, কেননা আপনার সমভিব্যাহারে বনে বনে বিচরণ করিতে আমার অতিশয় আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে॥ ১৪ ॥ হে রাঘব! আমি আপনার গমন সময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি যেহেতু আপনার সমভিব্যাহারে অরণ্য মধ্যেপুণ্যবন চর্য্যাকর্ম্ম সম্পাদন করিব এই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে॥ ১৫ ॥ আমি আপনার অন্তঃকরণে আনন্দ বিস্তার করতঃ তব সমভিব্যাহারে বিহারে কাল হরণ করিব, এবং এই বিশুদ্ধ বন পরি-চর্য্যাদ্বারা পবিত্রা হইব॥ ১৬ ॥ পতির অনুগামিনী হইয়া আমি ইহ-লোকে ও পরলোকে সকলের আদরণীয়া হইব, কেননা পতিব্রতা স্ত্রীদিগের একমাত্র স্বামীই অধিদেব হয়েন॥ ১৭ ॥

ত্বয়া হি সহ সংযোগঃ প্রেতভাবেঽপি মে ভবেৎ।
ইত্যতোঽনুগমিষ্যামি ত্বামহং কৃতনিশ্চয়া ॥ ১৮ ॥
ময়া কথয়তাং পূর্ব্বং শ্রুতং প্রত্যক্ষদর্শিনাং।
ব্রাহ্মণানাং নিসর্গেণ ধর্ম্মনির্ণয়বাদিনাং ॥ ১৯ ॥
ভর্ত্তারং কিল যা নারী ছায়েবানুগতা সদা।
অনুগচ্ছতি গচ্ছন্তং তিষ্ঠন্তং চানুতিষ্ঠতি ॥ ২০ ॥
তদ্ভাবভাবনিরতা তৎসংযোগপরায়ণা।
তমেবং ভূয়ো ভর্ত্তারং সা প্রেত্যাপ্যনুগচ্ছতি ॥ ২১ ॥
অনুরক্তাং প্রিয়াং ভার্য্যাং সুব্রতাং পতিদেবতাং।
ন ত্বং রোচয়সে নেতুং মামিতঃ কেন হেতুনা ॥ ২২ ॥
তুল্যশীলব্রতাচারাং ছায়ামনুগতামিব।
নেতুমর্হসি মাং বীর বনং মুনিজনপ্রিয়ং ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

মরণানন্তরও তোমার সহিত আমার সংমিলিন হইবে এই জন্যই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে একান্তই আপনার সহিত অনুগমন করিব ॥ ১৮ ॥ যাঁহারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কারণের বিষয় সকল প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের নির্ণেতা ব্রহ্মবাদি ব্রাহ্মণগণ যদৃচ্ছাক্রমে পূর্ব্বকালে আমাকে বলিয়াছিলেন আমি তাঁহাদিগের মুখেই ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৯ ॥ যে সতী স্ত্রীগণেরা সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হয়েন, তাঁহারা ভর্ত্তা গমন করিলে গমন করেন অবস্থিতি করিলে অবস্থিতা হয়েন ॥ ২০ ॥ যে স্ত্রী একান্ত স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন, এবং স্বামীর সহবাসেই সময়াতিপাত করেন, সেই স্ত্রী মৃতা হইলেও পুনর্ব্বার সেই স্বামীকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২১ ॥ হে নাথ! আমি আপনার একান্ত অনুরক্তা ও প্রিয়া এবং পতিব্রতা জায়া, সর্ব্বদাই সদনুষ্ঠানে কাল যাপন করিতেছি, পতিবিনা গতিনাই ইহা নিশ্চয় জানি অতএব আমাকে এখান হইতে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে কি জন্য অপনার অভিরুচি হইতেছে না তাহা বলিতে পারি না ॥ ২২ ॥ আমি ও আপনার ন্যায় আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকি, ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা অনুচরী রহিয়াছি, অতএব হে বীরাবতার রাম! মুনিজনেরা প্রিয় বোধে যথায় স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন, আপনি তাদৃশবনে আমায় সঙ্গে লইয়া যাইতে যোগ্য হউন ॥ ২৩ ॥

যদি মাং নিশ্চিতাং গন্তুং ন নেতুং ত্বমিহেচ্ছসি।
সত্যেনালভ্য পাদৌ তে ন ভবিষ্যাম্যসংশয়ং ॥ ২৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা প্ররুরোদার্ত্তা মৈথিলী শোককর্ষিতা।
শোকোষ্ণৈরভিবর্ষন্তী দুঃখজৈরশ্রুবিন্দুভিঃ ॥ ২৫ ॥
পীনোন্নতাবপতিতৌ স্নপয়ন্তী পয়োধরৌ।
দুঃখামর্ষপরীতাঙ্গী সুস্বরং কলভাষিণী ॥ ২৬ ॥
এবমার্ত্তামপি তু তাং বিলপন্তীং সুদুঃখিতাং।
রামঃ প্রিয়ামনুগতাং নেতুং নৈবাধ্যবস্যতি ॥ ২৭ ॥
দধ্যৌ চাধোমুখঃ কিঞ্চিদ্রুদন্তীমভিবীক্ষ্য তাং।
বনবাসকৃতান্ দোষান্ বহুধাভিবিচারয়ন্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।

আমি আপনার সহিত গমন করিব এই নিশ্চয় অবধারণা করিয়াছি, যদি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তুমি ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে আমি আপনার পাদপদ্ম যুগলের দর্শনাভাবে নিঃসংশয় প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, ইহা আপনাকে সত্যই কহিতেছি ॥ ২৪ ॥ জনকনন্দিনী সীতাদেবী রঘুনাথকে এই সকল কথা বলিয়া শোকে অভিভূতা হইয়া কাতরস্বরে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, মহাদুঃখ জনিত এবং শোকাগ্নিতে উত্তপ্ত নেত্রজল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ সুমধুরভাষিণী জানকীদেবী সুস্বরে অশেষ বিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে২ দুঃখে ও রোষে পূরিত কলেবরা হইয়া নেত্রজলদ্বারা অপতিত উত্তুঙ্গ পীন পয়োধর যুগলকে অভিষেক করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ জনকতনয়া এইরূপ দুঃখিত মনে কাতরস্বরে যদিও বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন তথাপি শ্রীরামচন্দ্র অনুগতা প্রিয়তমা কামিনী সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিতেছেন না ॥ ২৭ ॥ শ্রীরাম প্রাণসমা জানকীকে রোদন করিতে দেখিয়া অবশেষে অধোমুখ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং বনবাসে যে যে সকল দোষ ঘটনার সম্ভাবনা আছে, রঘুনাথ মনে২ সেই সকল দোষের বহুশ বিচার ও করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিমনসমভিবীক্ষ্য চিন্তয়ন্তং
জনকসুতা পতিমপ্রতিমস্বরূপং ।
ভৃশতরমতিরোষতাম্রনেত্রা
বচনমুবাচ পুনর্নিগৃহ্য বাষ্পং ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামানুনয়ো নাম
একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ।

জানকীদেবী অতুল্য কমনীয় কান্তি সম্পন্ন প্রাণ সমান পতিকে অতিশয় অন্যমনস্ক ও চিন্তাকুল দেখিয়া অশ্রুধারার পরিহার করতঃ অতিশয় ক্রোধে নয়ন যুগলকে রক্তবর্ণ করিয়া রামকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ।
রামের অনুনয় নামে উনত্রিংশ সর্গ সমাপন ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশঃ সর্গঃ।

রামস্তু তাং মতিং বুদ্ধা মৈথিলী কৃতনিশ্চয়া।
রোষাৎ প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠী পুনর্বচনমব্রবীৎ॥ ১॥
উন্মত্তোবাভিপশ্যন্তী ভর্ত্তারং বিপুলেক্ষণা।
রোষবেগাৎ ক্ষিপন্তীব প্রণয়াদভিমানিনী॥ ২॥
কৃতার্থং মন্যতে মূঢ়ঃ স আত্মানং পিতা মম।
রামং জামাতরং লব্ধ্বা ক্লীবং পুরুষমানিনং॥ ৩॥
অনৃতং বত লোকোঽয়মজ্ঞানাদনুপশ্যতি।
তেজস্বী রাম এবৈকঃ সূর্য্যবদ্দ্যুতিমানিতি॥ ৪॥
কিং বা পশ্যন্ বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে।
ত্যক্তুমিচ্ছসি মাং যেন প্রিয়াং নান্যপরায়ণাং॥ ৫॥

অনুবাদ।

মিথিলা দেশসম্ভূতা মৈথিলী জানকী যখন দেখিলেন যে শ্রীরামচন্দ্র আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে অসম্মত হইলেন, তখন তিনি যথা বক্তব্য কথা বলিব ইহা নিশ্চয় করিলেন, সুতরাং ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল অতি কোপভরে পুনর্ব্বার রঘুবরকে কতকগুলি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১ ॥ জানকী একেবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া বিস্ফারিত লোচনে স্বামিকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রণয়াভিমানে মনে মনে প্রিয়তমের প্রতি প্রগাঢ় রোষ প্রকাশ করিলেন॥ ২ ॥ হা? আমার পিতা কি? নির্ব্বিবেক, পুরুষাভিমানী পশুপ্রায় মহামূর্খ, নতুবা পুরুষাভিমানী কাপুরুষ রামকে জামাতা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন?॥ ৩ ॥ হে রামচন্দ্র! কি খেদের বিষয়, লোকে যে তোমাকে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান দেখে ও অপ্রতিম তেজস্বী বলে সে সকলি মিথ্যা, অর্থাৎ অজ্ঞানতাপ্রযুক্তই মূঢ়েরা তোমাকে তেজস্বী দেখে, যদি তোমার স্বরূপ স্বভাব জানিতে পারিত তবে কখনই এমন মিথ্যা কথা বলিতে সম্মত হইত না॥ ৪ ॥ তুমি কি দেখিয়া এত বিষণ্ণ হইতেছ, কোথা হইতেই বা তোমার এমন ভয় উপস্থিত হইল, যে হেতু অনন্য গতিকা প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছ॥ ৫ ॥

দ্যুমৎসেনসুতং বীর সত্যবন্তমনুব্রতাং।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ভর্ত্তুর্গতিপরায়ণাং॥ ৬॥
অন্যাং গতিমহং গন্তুং মনসাপি ন কাময়ে।
ত্বয়া নাথ পরিত্যক্তা নেচ্ছামি ভরতাদ্ধৃতিং॥ ৭॥
কৌমারীং দয়িতাং ভার্য্যাং স্বয়মাহৃত্য মাং কথং।
শৈলূষ ইব যোষাং ত্বমন্যস্মৈ দাতুমর্হসি॥ ৮॥
ন তেঽহমপরাধ্যামি কর্ম্মণা মনসাপি বা।
বাচা বা তৎ কথং মাং ত্বং ত্যক্তুমিচ্ছস্যকারণং॥ ৯॥
যদিবাপ্যপরাধস্তে ময়া কশ্চিৎ পুরা কৃতঃ।
অজ্ঞানাদ্যদিবা জ্ঞানাৎ ক্ষময়ে ত্বাং প্রসীদ মে॥ ১০॥
আর্য্যপুত্র পরিত্যজ্য ন মাং ত্বং গন্তুমর্হসি।
বাসঃ স মে স্বঙ্গভূতস্ত্বয়া সহ ভবিষ্যতি॥ ১১॥

অনুবাদ।

হে বীরাবতার রাম! যেমন সাবিত্রী দেবী দ্যুমৎসেন নৃপতির সন্তান সত্যবানের অনুচারিণী হইয়া ছিলেন, বনে গিয়া আপনি আমাকেও তদ্রূপ ভর্ত্তায় গতি পরায়ণা বলিয়া জানিবেন, অর্থাৎ সাবিত্রী যেমন বিপিন মধ্যে ভর্ত্তার প্রাণ দান দিয়াছিলেন, আমিও বনমধ্যে তোমার তদ্রূপ উপকার করিব জানিবেন। ॥ ৬ ॥ হে নাথ! অন্য কোন প্রকারে আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে ইহা আমি কখন মনেও কামনা করি না, তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ভরত হইতে ভরণ পোষণ হইবে ইহা কোনমতেই আমার ইচ্ছা নহে॥ ৭ ॥ হে রঘুনাথ! আপনি স্বয়ং প্রিয়তমা কুমারী জায়াকে আনয়ন করিয়া কিরূপে নটের ন্যায় অন্যের হস্তে প্রেয়সীকে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন। ॥ ৮ ॥ হে জীবিতেশ্বর! আমি কায়মনো বাক্যে কখনত আপনার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, আপনি কি জন্য অকারণে আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন॥ ৯ ॥ হে নাথ! যদি আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট অজ্ঞান অথবা জ্ঞান বশতঃ কখন কোন অপরাধ করিয়া থাকি, এখন তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি আমাকে প্রসন্ন হউন॥ ১০ ॥ হে আর্য্যপুত্র! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার কোন মতেই বনে যাওয়া উচিত নহে, যেহেতু চিরকাল আপনার সহিত আমাকে একত্রে বাস করিতে হইবে, ইহা অন্যথা হইবার নহে॥ ১১ ॥

পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব।
ন ভবিষ্যতি মে রাম মার্গে চাধ্বপরিশ্রমঃ॥ ১২॥
কুশকাশশরেষীকাস্তথৈব বনকণ্টকাঃ।
মার্গে মম ভবিষ্যন্তি স্পর্শে কৌশেয়সন্নিভাঃ॥ ১৩॥
শয্যাশ্চ বনবাসে মে নবপর্ণতৃণাস্তৃতাঃ।
রাঙ্কবাজিনসংস্পর্শা ভবিষ্যন্তি সহ ত্বয়া॥ ১৪॥
মহাবাতসমুদ্ভূতং যন্মামবকরিষ্যতি।
রজো রমণ তন্মেঽঙ্গে পরার্ঘ্যমিব চন্দনং॥ ১৫॥
শাদ্বলেষু যদাশিষ্যে বিবিক্তেষু চ রাঘব।
কুশাস্তরণতল্পেষু কিং মে সুখতরং ততঃ॥ ১৬॥
যন্মে মূলফলং বন্যং বনে দাস্যসি রাঘব।
স্বাদু বা যদিবাস্বাদু ভবিষ্যত্যমৃতোপমং॥ ১৭॥

অনুবাদ।

হে শ্রীরামচন্দ্র! আমি বনে বনে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বেড়াইব। বিহারশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে যেমন কোন ক্লেশ বোধ হয় না, সেইরূপ বনপথেও তোমার সঙ্গে আমার কোনমতে পথিপর্য্যটন ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই॥ ১২ ॥ যে সকল কুশ কাশ শর ও অন্যান্য তৃণ এবং বন কণ্টক পাদদ্বারা স্পর্শ করিব, তাহারা স্পর্শমাত্রেই ক্ষৌম বসনের ন্যায় আমার মৃদুস্পর্শ বোধ হইবে॥ ১৩ ॥ হে রঘুনাথ! অরণ্য মধ্যে নব পল্লব ও তৃণদ্বারা যে শয্যা প্রস্তুত করিব আপনার সহবাসে তাহা রাঙ্কব ও রোম পূর্ণ চর্ম্মনির্ম্মিত সুখস্পর্শ ন্যায় আমার বোধ হইবে॥ ১৪ ॥ হে প্রাণেশ! অরণ্য মধ্যে প্রবল বাত্যাসহকারে রেণু সকল উড্ডীন হইয়া শরীরকে যে ধূষরিত করিবে, আমি তাহা সুবাসিত বিলেপন চন্দন অপেক্ষাও অধিক প্রিয় বোধ করিব॥ ১৫ ॥ হে রঘুবীর! বনবাসে বিজন প্রদেশে দূর্ব্বাময় হরিদ্বর্ণ ভূমিতে কুশময় আস্তরণে আপনার সমভিব্যাহারে অবস্থান করিব, ইহার অপেক্ষা আমার পক্ষে সুখের বিষয় আর কি আছে?॥ ১৬ ॥ হে রঘুবর! আপনি অরণ্য মধ্যে আমার আহারের জন্য যে সকল ফলমূল প্রদান করিবেন, তাহা সুস্বাদুই হউক আর বিস্বাদুই বা হউক কিন্তু আমার পক্ষে অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ১৭ ॥

ন বন্ধূনাং স্মরিষ্যামি ন মাতুর্ন পিতুর্বনে।
বসন্তী ভবতা সার্দ্ধং স্বাতুমূলফলাশিনী॥ ১৮ ॥
ন মৎকৃতে ব্যলীকং তে তত্র কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি।
ভবিষ্যামি ন চৈবাহং তত্র ভারস্তবানঘ॥ ১৯ ॥
যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নরকো যস্ত্বয়া বিনা।
কুরু মে দয়িতং কামং গচ্ছেয়ং সহিতা ত্বয়া॥ ২০ ॥
ত্বয়া ত্যক্তা ন শক্তাস্মি জীবিতুং রঘুনন্দন।
ত্বদ্বিয়োগভয়োদ্বিগ্নাং ত্রায়স্ব শরণাগতাং॥ ২১ ॥
অথ নেচ্ছসি চেন্নেতুং মামেবং ত্বদনুব্রতাং।
বিষমদ্যৈব পাস্যামি পশ্যতস্তে নৃপাত্মজ॥ ২২ ॥
ইদং হি দুঃখং সংসোঢুং মুহূর্ত্তমপি নোৎসহে।
কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকঞ্চ রাঘব॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

বনমধ্যে সুস্বাদ ফলমূল ভোজনে আপনার সহিত আমি সুখে বাস করিব, তখন কি মাতা কি পিতা কি স্বজন বন্ধু বান্ধব কাহাকেও মনে স্মরণ করিব না॥ ১৮॥ হে পুণ্যশীল! অরণ্যমধ্যে আমার জন্য আপনাকে কোন মতেকিছুই ক্লেশ পাইতে হইবেনা, তথায় আমার প্রতিপালন জন্য আপনার ভার বোধ হই-বেকনা॥ ১৯॥ আপনার সহ যে খানে অবস্থান করিব সেই স্থানই আমার স্বর্গ আর তোমা ছাড়া যে খানে থাকিব সেই আমার নরক, অতএব আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণার্থে এই অনুমতিকরুন যে আমি আপনার সমভিব্যাহারে গমন করি॥ ২০॥ হে রঘুকুল প্রদীপ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আর আমি একক্ষণও জীবিতা থাকিতে পারিব না, আমি আপনার শরণাগতা এবং তববিরহ ভয়ে অতিশয় কাতর হইয়াছি আমায় পরিত্রাণ করুন্॥ ২১॥ হেনৃপ-কুমার! আমি আপনার একান্ত অনুগতা যদি আমাকে নিতান্তই সমভিব্যাহারে না লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর তবে আমি অদ্যই আপনার সমক্ষে বিষপানে এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব॥ ২২॥ হে রঘুনাথ! আপনি চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা কি বলিতেছেন আমি এক মুহূর্ত্ত তদ্বিয়োগদুঃখ সহ্য করিতে পারিব না॥ ২৩॥

ইতি শোকাগ্নিসন্তপ্তা বিলপ্য জনকাত্মজা।
পাদয়োর্নিপপাতার্ত্তা ভর্ত্তুর্গমনলালসা।। ২৪ ।।
উক্তা বাক্যং সকরুণং ত্রায়স্ব নয় মামিতি।
রুরোদ পতিতা তত্র সুস্বরং মৃদুভাষিণী।। ২৫ ।।
স তস্যাঃ করুণৈর্বাক্যৈর্হৃদি ক্ষত ইবাতুরঃ।
মুমোচ বাষ্পং শোকোষ্ণং ধৈর্য্যসংরুদ্ধমানসঃ।। ২৬ ।।
তস্য শোকাশ্রুপূর্ণাভ্যাং প্রিয়াকারুণ্যজং তদা।
শুশ্রাব বারি নেত্রাভ্যাং পুষ্করাভ্যামিবোদকং।। ২৭ ।।
স তামুত্থাপ্য শনকৈঃ পাদয়োঃ পতিতাং প্রিয়াং।
উবাচ বচনং রামো মধুরং পরিসান্ত্বয়ন্।। ২৮ ।।
ন কাময়ে স্বর্গমপি ত্বদৃতেঽহং বরাননে।
ন চ মেঽস্তি ভয়ং কিঞ্চিদপি সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।। ২৯ ।।

অনুবাদ।

জনক নন্দিনী শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে এই প্রকার বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্বামীর অনুগমন লালসায় অতি কাতর ভাবে রঘুনাথের পাদ যুগলে নিপতিতা হইলেন ।। ২৪ ।। মৈথিলীশ্রীরামের পাদপদ্মে পতিত হইয়া অশেষ বিধ সকরুণ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, হে স্বামিন্! আমাকে রক্ষা করুন্ এস্থান হইতে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন্, সুমধুর বচনে সুস্বরে এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।। ২৫ ।। শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়তমার এই প্রকার সকরুণ বচন বাণে হৃদি ক্ষত কাতর ন্যায় শোক সংতপ্ত নয়ন নীরে পরিপ্লুত হইলেন, কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্ব্বক মনকে স্থির করিয়া রাখিলেন।। ২৬ ।। প্রেয়সীর সকরুণ বচন শ্রবণে তাঁহার নয়ন যুগল শোকাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল এবং কমল নয়ন হইতে বারিধারা পড়িতে লাগিল তাহাতে এই রূপ শোভা হইল যেন পুণ্ডরীক যুগল হইতে জলধারা বহিতেছে ।। ২৭ ।। পাদপদ্মে নিপতিতা প্রেয়সীকে শ্রীরামচন্দ্র অল্পে অল্পে উত্থাপিতা করিয়া সান্ত্বনা করতঃ মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন ।।২৮।। হে সুবদনি! তোমা ব্যতিরেকে আমি স্বর্গবাসেরও কামনা করিনা তুমি ভয়ের কথা আমকে কি বলিতেছ, সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ত্ত ব্রহ্মা হইতেও আমার কিঞ্চিৎ ভয় নাই।। ২৯ ।।

ধর্ম্মং তু নাগনাসোরু সদ্ভিরাচরিতং জনৈঃ।
নাতিবর্ত্তিতুমিচ্ছামি বেলামিব মহোদধিঃ॥ ৩০॥
তথা গুরুনিয়োগঞ্চ পরং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ।
তং চাতিক্রমিতুং নালমহং শক্তঃ কথঞ্চন॥ ৩১॥
স যথৈবানুশিষ্টোঽস্মি পিত্রাহয মহাত্মনা।
তথা বর্ত্তিতু মিচ্ছামি সহিধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৩২॥
তথা চ তব জিজ্ঞাসুর্নিশ্চয়ং শুভলক্ষণে।
উক্তবান্ ন নয়িষ্যেঽহমিতি শক্তোঽপি রক্ষিতুং॥ ৩৩॥
যদর্থঞ্চৈব তে সীতে নেচ্ছামি শুভদর্শনে।
বনবাসভবৈর্দুঃখৈর্যোক্তুং ত্বাং সুখভাগিনীং॥ ৩৪॥
যা নিস্পৃষ্টানপেক্ষা চ বনায় মদপেক্ষয়া।
ন হি হাতুং ময়া শক্যা কীর্ত্তিরাত্মবতা যথা॥ ৩৫॥

অনুবাদ।

হে নাগনাসোরু! অর্থাৎ করিকর সদৃশ উরু। যেমন জলনিধি বেলাকে অতিক্রম করেন না আমিও সেইরূপ সাধুলোকদিগের আচরিত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করি না॥ ৩০॥ বিশেষতঃ গুরুলোকের অনুমতি প্রতিপালন করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া সাধুরা বর্ণন করিয়াছেন, আমি তাহাকে অতিক্রম করিতে কোন মতেই শক্ত হইবনা॥ ৩১॥ মহাত্মা পিতা আমাকে যাহা অনুমতি করিয়াছেন, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব, কোন মতে অন্যথা করিব না, কেননা আমি তাহাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছি॥ ৩২॥ হে শুভ লক্ষণে! আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণে শক্ত হইয়াও তোমার মনোগত নিশ্চিত বৃত্তান্ত জানিবার মানসেই তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব না বলিয়াছিলাম এই মাত্র॥ ৩৩॥ হে সুরূপবতি সীতে! তোমাকে বনে এই জন্য আমি লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিনাই, তুমি সর্ব্বদা সুখে কালাতিপাত করিতেছ নিরর্থ তোমাকে বনবাসে অশেষ ক্লেশ ভোগে নিযুক্ত করিব॥ ৩৪॥ যখন তুমি বনবাসেও আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহ তখন আত্মবান্ ব্যক্তিদিগের মহতী কীর্ত্তির ন্যায় ঈদৃশ পতি পরায়ণা কামিনীকে আমি জীবিত থাকিয়া আর কিরূপে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি অর্থাৎ কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তিরা যেমন কীর্ত্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, আমিও সেইরূপ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না॥ ৩৫॥

এহি গচ্ছ ময়া সার্দ্ধং যথা তে রুচিতং প্রিয়ে।
ইচ্ছামি হি প্রিয়ং কর্ত্তুং নিত্যং তেঽহমনিন্দিতে।। ৩৬ ।।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তু সাধুভ্যো বাসাংস্যাভরণানিচ।
সংশ্রিতেভ্যস্তথান্যেভ্যো দেহি দানানি জানকি।। ৩৭ ।।
গুরূংশ্চামন্ত্র্য সুভগে ততো ব্রজ ময়া সহ।
ইতি ভর্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতা মত্বা গমনমাত্মনঃ।। ৩৮ ।।
ততঃ প্রহৃষ্টা পরিপূর্ণমানসা
যশস্বিনী ভর্ত্তুরবেক্ষ্য শাসনং।
প্রচক্রমে দাতুমথো মনীষিণাং।
ধনানি বাসাংসি চ ভূষণানি সা।। ৩৯ ।।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সীতাভিপ্রায়জিজ্ঞাসা
নাম ত্রিংশঃ সর্গঃ।। ৩০ ।।

অনুবাদ।

অতএব হে প্রেয়সি! আইসহ আমার সহিত বনবাসে গমন করহ, তোমার যাহা অভিরুচি হইয়াছে কোন মতেই তাহার অন্যথা হইবে না হে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! আমি সর্ব্বদাই তোমার হিতানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি।। ৩৬ ।। হে জনকনন্দিনি! অনন্তর তুমি ব্রাহ্মণগণকে ও সাধুদিগকে ও আশ্রিত লোককে এবং অন্যান্য ব্যক্তি সকলকে বস্ত্র অলঙ্কার ও ধনধান্যাদি সুখে দান করহ।। ৩৭ ।। হে সুচরিতে! তুমি অগ্রে মাননীয় গুরুগণের অনুমতি লইয়া অনন্তর আমার সহিত অরণ্যে গমন করহ। জানকী প্রাণনাথের এই অনুমতি প্রাপ্তে আপনার বনগমন নিশ্চয় অবধারণ করিলেন।। ৩৮ ।। তদনন্তর যশস্বিনী জানকী স্বামীর অনুগমনে অনুমতি প্রাপ্তে তাঁহার মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল তিনি বিদ্বানপণ্ডিতগণকে ও অন্যান্য যাচকগণকে ধন আচ্ছাদন ও নানা আভরণ বিতরণ করিবার উপক্রম করিলেন।। ৩৯ ।।

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
সীতার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা নামে ত্রিংশসর্গ সমাপন।। ৩০ ।।

—00—

একত্রিংশঃ সর্গঃ।

ইত্যুক্তা রাঘবঃ সীতাং সমাহুয়াথ লক্ষ্মণং।
উবাচেদং বচঃ শ্রীমানবেক্ষ্য প্রশ্রয়ানতং॥ ১।
প্রিয়ঃ প্রাণসমো ভ্রাতা সহায়শ্চ সখা চ মে।
তস্মাৎ প্রণয়তোঽহং ত্বাং যদ্ব্রবীমি কুরুষ্ব তৎ॥ ২॥
বনং ত্বয়া ন গন্তব্যং ময়া সহ কথঞ্চন।
ইহৈব হি মহান্ ভারো বোঢ়ব্যো ভবতানঘ॥ ৩॥
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণো দীনমানসঃ।
বাষ্পপর্য্যাকুলমুখঃ সোঢুং শোকমশক্নুবন্॥ ৪॥
প্রণম্য চরণৌ ভ্রাতুঃ পরিষ্বজ্য চ পীড়িতং।
সীতায়াশ্চ মহাপ্রাজ্ঞস্ততো রাঘবমব্রবীৎ॥ ৫॥
অনুজ্ঞাতোঽস্মি ভবতা পূর্ব্বমেব বনং প্রতি।
সহ গন্তুমিতঃ কস্মান্নিবর্ত্তয়সি মাং পুনঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীমান্ রামচন্দ্র জানকীকে এই রূপ আশ্বাস বচন প্রদানের পর লক্ষ্মণকে অতিবিনীত ও উৎসাহ সম্পন্ন দেখিয়া আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১ ॥ হে ভ্রাত লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রাণের সমান ভ্রাতা তুমি আমার সহায় আমার সখা এই জন্য প্রণয় সহকারে তোমাকে যাহাবলিতেছি তুমি তাহা সম্পাদন করহ ॥ ২ ॥ হে নিষ্পাপপ্রকৃতে! আমার সহিত বনে যাওয়া তোমার কোন ক্রমেই উচিত নহে, কেননা তোমাকে এই খানেই অনেক প্রকার ভার বহন করিতে হইবে॥ ৩ ॥ সুমিত্রা কুমার লক্ষ্মণ শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইয়া মুখমণ্ডলকে স্নান করিতে লাগিল, তখন তিনি তাদৃশ শোক সমূহ সহনে অসমর্থ হইয়া॥ ৪ ॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ কমলে নিপতিত হইলেন ক্রমে রামমহিষীরও চরণ যুগলে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রঘুনাথকে বলিতে লাগিলেন॥ ৫ ॥ হেমহাভাগ! আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে বন গমনের অনুমতি করিয়াছিলেন এক্ষণে পুনর্ব্বার কি জন্য তাহা নিবারণ করিতেছেন॥ ৬ ॥

ন নিবর্ত্তয়িতব্যোঽহং জীবন্তং মাং যদীচ্ছসি।
শরণং ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি প্রসীদার্য্য নয়স্ব মাং॥ ৭ ॥
তমব্রবীত্ততো রামঃ স্থিতং লক্ষ্মণমগ্রতঃ।
প্রহ্বং নতেন শিরসা বেপমানং কৃতাঞ্জলিং॥ ৮ ॥
গতে ত্বয়ি ময়া সার্দ্ধমিতো লক্ষ্মণ কাননং।
কো ভবিষ্যতি কৌশল্যাং সুমিত্রাঞ্চ যশস্বিনীং॥ ৯ ॥
অভিবর্ষতি কামৈর্যো মাতরৌ নৌ নরাধিপঃ।
স কামবশগো ব্যক্তং ন দ্রক্ষ্যতি যথা পুরা॥ ১০ ॥
স কামবশমাপন্নো মহারাজঃ পিতাবয়োঃ।
ভরতে রাজ্য সাম্রাজ্য কৈকেয্যা বশমাগতঃ॥ ১১ ॥
রাজ্যৈশ্বর্য্যমদান্ধা হি কদাচিদপি কৈকেয়ী।
অসাধু প্রতিপদ্যেত সপত্নীনামচেতনা॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে আর্য্য! আমাকে জীবিত রাখিতে যদি আপনার অভিলাষ থাকে তবে আপনার সমভিব্যাহারে বন গমনে আমাকে নিবারণ করিবেন না, আপনার শরণ লইয়াছি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ এবং সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন্॥ ৭ ॥ অনন্তর রামচন্দ্র অতিবিনীত কৃতাঞ্জলি পুট কম্পমান কলেবরে অধোমুখে পুরোভাগে দণ্ডায়মান লক্ষ্মণকে অবলোকন করিয়া বলিলেন॥ ৮ ॥ হে লক্ষ্মণ! তুমি এখান হইতে আমার সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিলে পর যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রা জননীদিগের কি অবস্থা ঘটিবে॥ ৯ ॥ মহারাজা পূর্ব্ব পূর্ব্বে আমাদিগের জননী দ্বয়কে যে প্রকার দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেন, এক্ষণে তিনি কাম বশম্বদ হইয়া নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে তাদৃশ সকরুণ নয়নে সন্দর্শন করিবেননা॥ ১০ ॥ তোমার ও আমার পিতা মহারাজা দশরথ কামের বশীভূত কৈকেয়ীর বচনানুরোধে ভরতকে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন॥ ১১ ॥ কৈকেয়ী স্বপুত্রের রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভে গর্ব্বে অন্ধ হইয়া অচেতনতা বশতঃ কখন্ সপত্নীদিগের প্রতি অসাধু ব্যবহার করিবেন॥ ১২ ॥

তে মাতরাবিহস্তেন সমাশ্বাস্যে বিশেষতঃ ।
পরিপাল্যে চ সৌমিত্রে যাবদাগমনং মম ॥ ১৩ ॥
যথৈবাহং তথৈব ত্বং তয়োরিহ ভবিষ্যসি ।
বন্ধুরাপ্যায়নং চৈব দুঃখেভ্যশ্চৈব রক্ষিতা ॥ ১৪ ॥
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শ্রীমতাম্বরঃ ।
কৃতাঞ্জলিরিদং ভূয়ো রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥
মদ্বিধানাং সহস্রাণি কৌশল্যা বিভূযাদ্বিভো ।
যস্যাঃ সহস্রং গ্রামাণাং নিসৃষ্টমুপজীবনং ॥ ১৬ ॥
ত্বদপেক্ষশ্চ ভরতঃ পূজয়িষ্যত্যসংশয়ং ।
কৌশল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ পরমং যত্নমাস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥
নয় মামনপেক্ষস্ত্বং বনবাসকৃতোদ্যমং ।
শিষ্যঃ প্রেষ্যঃ সহায়শ্চ ভবিষ্যামি বনে তব ॥ ১৮ ॥
খনিত্রপিটকে বিভ্রন্ খড়্গবাণধনুর্দ্ধরঃ ।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি পন্থানাং পরিশোধয়ন্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ।

অতএব যে পর্য্যন্ত আমি ভবনে প্রত্যাগত না হই যেপর্য্যন্ত তুমি এখানে থাকিয়া আমদিগের উভয় জননীকে বিশেষরূপে আশ্বাস প্রদান করিবে, ও তাঁহাদিগের প্রতিপালন করিবে ॥ ১৩ ॥ তাঁহারদিগের পক্ষে আমিও যেমন তুমিও তেমন, পরম প্রিয়মাত্র হইয়া অশেষ বিধ ক্লেশ হইতে রক্ষণাপবেক্ষণ করিবে ॥ ১৪ ॥ শ্রীমান লক্ষ্মণ রঘুনাথের এই বাক্য শ্রবণে কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া পুনর্ব্বার শ্রীরামকে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ হে প্রভো ! কৌশল্যা জননী আমার ন্যায় সহস্র সহস্র লোকের প্রতি পালন করিতেছেন যে হেতু তাঁহার উপজীবিকার জন্য সহস্র সহস্র গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥ এবং ভরত আপনার মুখাপেক্ষায় অবশ্যই প্রযত্ন সহকারে কৌশল্যা ও সুমিত্রার সেবাশুশ্রূষা করিবেন । ১৭ ॥ হে রঘুবীর ; আপনি নিরপেক্ষ হইয়া আমাকে লইয়া চলুন, আমি বনবাসে গমন করিব নিশ্চয় করিয়াছি, বনে আমি আপনার প্রেষ্য ও দূত এবং সহায় হইয়া থাকিব ॥ ১৮ ॥ আমি খনিত্র ও পিটক হস্ত ও খড়্গ বাণ ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব, পথি মধ্যে যে সকল বিঘ্ন থাকিবে তাহা সংশোধন করিব ॥ ১৯ ॥

বন্যানি চাহরিষ্যামি পুষ্পমূলফলানি চ।
শয্যোপকরণার্থঞ্চ দ্রুমপর্ণতৃণানি তে॥ ২০ ॥
ত্বমার্য্য সহ বৈদেহ্যা বনবাসেপি রংস্যসে।
রক্ষতস্ত্বাং গমিষ্যন্তি রাত্রয়ো মম জাগ্রতঃ॥ ২১ ॥
আর্য্য শিষ্যোহস্মি দাসোহস্মি ভক্তোহস্ম্যনুগতস্তথা।
তবাহং সর্ব্বথা সাধো প্রসীদ নয় মামপি॥ ২২ ॥
বাক্যেনানেন তু প্রীতো রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
আগচ্ছ ব্রজ সৌমিত্রে আপৃচ্ছস্ব সুহৃজ্জনং॥ ২৩ ॥
যে চ রাজ্ঞে দদৌ দিব্যে মহাত্মা বরুণঃ স্বয়ং।
ধনুষী তে গৃহাণ ত্বমক্ষয়ানিষুধীংশ্চ তান্॥ ২৪ ॥
অভেদ্যে চ তনুত্রাণে গৃহাণ লঘুনী শুভে।
খড়্গৌ চ বিমলাকাশবর্চ্চসৌ বিমলৎসরু॥ ২৫ ॥

অনুবাদ।

হে শ্রীরামচন্দ্র! আমি আপনার জন্য অরণ্য হইতে পুষ্প ও ফলমূল আহরণ করিব, এবং শয্যা প্রস্তুত করিবার জন্য বৃক্ষ হইতে পত্র ও তৃণ সকল সংগ্রহ করিব॥ ২০ ॥ হে আর্য্য! আপনি বনবাস কালে যখন বিদেহ নন্দিনীর সমভিব্যাহারে বিহারে কাল হরণ করিবেন, আমি তখন জাগ্রদবস্থায় থাকিয়া সকল রাত্রিতে আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিব॥ ২১ ॥ হে সাধো মহাভাগ! আমি আপনার শিষ্য ও ভৃত্য এবং অনুগত ভক্ত অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এখান হইতে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন্॥ ২২ ॥ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই সকল কথায় অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন হে সুমিত্রা নন্দন! আইসহ আমার সহিত গমন করাই তোমার স্থির হইল, বন্ধু বান্ধব স্বজনগণকে গমনের কথা জিজ্ঞাসা করহ॥ ২৩ ॥ পূর্ব্বকালে মহাত্মা বরুণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং পিতা দশরথকে যে দুইখানি স্বর্গীয় ধনুক ও যে সকল অক্ষয় তূণীর প্রদান করিয়াছেন, সেই দুইখানি ধনুক ও সেই সকল তূণীর গ্রহণ করহ॥ ২৪ ॥ যে দুই অভেদ্য শুভ লক্ষ্মণ সূক্ষ্ম তনুত্রাণ আছে তাহাও গ্রহণ করহ, এবং নির্ম্মল আকাশের ন্যায় জ্যোতি ও পরিষ্কৃত মুষ্টিদেশ যে দুইখানি খড়্গ আছে তাহাও আনয়ন করহ॥ ২৫ ॥

যচ্চাচার্য্যগৃহে দিব্যং ধনুস্তিষ্ঠতি মেহর্চ্চিতং।
তদানয়স্ব গত্বা ত্বং ত্বরাবানিহ লক্ষ্মণ ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণঃ শীঘ্রং সমাপৃচ্ছ্য সুহৃজ্জনং।
আচার্য্যকুলমাগম্য তে জগ্রাহায়ুধোত্তমে ॥ ২৭ ॥
তে সমাদায় ধনুষো সখড়্গেষুনিবন্ধনে।
দর্শয়ামাস রামায় নিববন্ধ চ যত্নবান্ ॥ ২৮ ॥
তমুবাচাগতং রামো লক্ষ্মণং প্রিয়দর্শনং।
কালে ত্বমাগতঃ শীঘ্রং কাঙ্ক্ষিতে মম লক্ষ্মণ ॥ ২৯ ॥
দাতুমিচ্ছামি বিপ্রেভ্যো ধনরত্নার্থসঞ্চয়ং।
বহুমূল্যানল্পধনাংস্তস্মাদানয় তান্ দ্বিজান্ ॥ ৩০ ॥
যে চাস্মৎসুহৃদো ভক্তা নিবসন্তীহ লক্ষ্মণ।
তেষাঞ্চাপি প্রদাস্যামি সর্ব্বেষামুপজীবনং ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।

হে লক্ষ্মণ! গুরুগৃহে আমার পূজিত যে স্বর্গীয় ধনু খানি বর্ত্তমান রহিয়াছে তুমি তথায় গমন করতঃ অতি সত্বর তথাহইতে তাহা এখানে আনয়ন করহ ॥ ২৬ ॥ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা অনুমতি করিবা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বন্ধু স্বজনগণকে বনগমনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং গুরুভবনে উপস্থিত হইয়া উল্লেখিত শরাসন দ্বয়ও গ্রহণ করিলেন ॥ ২৭ ॥ লক্ষ্মণ বীর খড়্গ ও বাণ বন্ধন তূণদ্বয় ও দুই খানি ধনু লইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শাইলেন, এবং প্রযত্ন সহকারে তাহা আপনি কটিতটে বন্ধনও করিলেন ॥ ২৮ ॥ জানকীনাথ অনুজভ্রাতা লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন, হে লক্ষ্মণ! আমি যেমন শীঘ্র তোমার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া ছিলাম, তুমি তেমনি শীঘ্র কালের মধ্যে আসিয়াছ ॥ ২৯ ॥ এক্ষণে যে সকল ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ সম্পত্তি নাই অথচ অনেকের ভরণ পোষণ করিতে হয় সেই সকল ভুদেব দিগকে আনয়ন কর, এবং অল্প ভার অথচ বহুমূল্যবান্ ধন সকল আনয়ন করহ, আমি তাঁহাদিগকে সেই ধন রত্ন ও অর্থ সম্পত্তি সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৩০ ॥ হে লক্ষ্মণ! এই অযোধ্যা নগরে আমাদিগের যে সকল স্বজন ও ভক্তগণ বাসকরে, তাহাদিগকেও আনয়ন কর, তাহাদিগকেও উপজীবিকা জন্য বৃত্তি প্রদান করিব ॥ ৩১ ॥

বশিষ্ঠপুত্রং তু সুযজ্ঞমার্য্যং
তমানয়াশু প্রবরং দ্বিজানাং।
প্রিয়ং সখায়ং মম বীর্য্যবন্তং
তং তর্পয়িষ্যেপ্রথমং প্রদানৈঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লক্ষ্মণাভ্যনুজ্ঞা
নাম একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ।

যাবতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমার প্রিয়সুহৃৎ সুযজ্ঞ নামে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই বশিষ্ঠকুমারকে শীঘ্র আনয়ন কর, তিনি আমার অতিশয় প্রিয়তম সখা তাঁহাকে অশেষবিধ ধন রত্নাদি দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিব।। ৩২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা কাণ্ডে
লক্ষ্মণের প্রতি অনুজ্ঞা নামে একত্রিংশসর্গ সমাপন।।

—oo—

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ।

ভ্রাতুঃ শাসনমাজ্ঞায় লক্ষ্মণস্ত্বরিতঃ স্বয়ং ।
সুযজ্ঞগৃহমাগত্য প্রবিশ্য চ বিনীত বৎ ॥ ১ ॥
অগ্ন্যাগারস্থমভ্যেত্য সুযজ্ঞং লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ ।
হে সুযজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সখা তে দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ২ ॥
শ্রুত্বৈতল্লক্ষ্মণবচঃ সুযজ্ঞোঽথ ত্বরান্বিতঃ ।
প্রবিবেশাভ্যুপাগম্য রামবেশ্ম সলক্ষ্মণঃ ॥ ৩ ॥
তমাগতং বেদবিদং সীতয়া সহ রাঘবঃ ।
অভ্যুত্থায়ার্চয়ামাস প্রদানৈরভিকাঙ্ক্ষিতৈঃ ॥ ৪ ॥
কুণ্ডলাঙ্গদকেয়ূরমুক্তাহারবিভূষণৈঃ ।
মহার্হৈশ্চৈব বাসোভির্ধনধান্যৈশ্চ পুষ্কলৈঃ ॥ ৫ ॥
তমুবাচ ততো রামঃ সীতয়াভিপ্রদেশিতঃ ।
সখায়ং দর্শিতং কালে সুযজ্ঞং বেদপারগং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।

মহাত্মা লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং বিনীত ভাবে সুযজ্ঞ নাম মুনির ভবনে অতি সত্বর প্রতি গমন করিলেন ॥ ১ ॥ সুযজ্ঞ তখন হোম-গৃহে উপবিষ্ট রহিয়াছেন লক্ষ্মণ তথায় তৎ সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর সুযজ্ঞ! আপনার প্রিয় সখা রঘুনাথ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ২ ॥ অনন্তর সুযজ্ঞ লক্ষ্মণের বচন শ্রবণমাত্র অতি মাত্র ত্বরান্বিত হইয়া তথাহইতে উত্থিত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণ সমভিব্যা-হারে শ্রীরামের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্র বেদবিৎ সুযজ্ঞ দ্বিজ-বরকে ভবনে সমাগত দেখিয়া সীতার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া অর্চনা করিলেন, পরে ব্রাহ্মণ আপনার মনোভিমত যাহা যাহা প্রার্থনা করিলেন, রঘুবর তাহাই দিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি জন্মাইলেন ॥ ৪ ॥ কর্ণভূষণ কুণ্ডল বলয় কেয়ুর মুক্তাহার প্রভৃতি বিবিধ ভূষণ দ্বারা মহামূল্য মৃদুল নিবিড় সুবর্ণ বাস ও অপরিমিত বিপুল ধন ধান্য গবাদি দ্বারা শ্রীরাম তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর রঘুনাথ জানকীর অভিপ্রায়ানুসারে আদেশমতে সুযজ্ঞকে বলিলেন, হে সুযজ্ঞ! উপযুক্ত সময়েই বেদ পারগ প্রিয়বয়স্য তোমাকে সীতা দেবী সন্দর্শন করিলেন ॥ ৬ ॥

হারঞ্চ হেমসূত্রঞ্চ শুভান্যাভরণানি চ।
বাসাংসি চৈব দিব্যানি ব্রাহ্মণ্যৈ তে প্রযচ্ছতি ॥ ৭ ॥
রাঙ্কবাস্তরণঞ্চৈব পর্য্যঙ্কং সর্ব্বকাঞ্চনং।
সপাদপীঠং ভার্য্যায়ৈ সখে সীতা দদাতি তে ॥ ৮ ॥
নাগং শত্রুঞ্জয়ং নাম মহ্যং যং মাতুলো দদৌ।
তং তে দদাম্যলঙ্কৃত্য সহস্রেণ গবাং সহ ॥ ৮ ॥
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্ব্বং সুযজ্ঞো মন্ত্রবদ্ধনং।
রামায় সহ বৈদেহ্যা স প্রাযুঙ্ক্তাশিষঃ শুভাঃ ॥ ১০ ॥
সুযজ্ঞং সম্বিভজ্যৈবমন্যাংশ্চৈবার্হতো দ্বিজান্।
অন্যেভ্যোঽপি দদৌ রামঃ সুহৃদ্ভ্যঃ কামতো ধনং ॥ ১১ ॥
ভৃত্যপ্রেষ্যজনেভ্যশ্চ বিভবস্যানুরূপতঃ।
শিল্পিভ্যশ্চোপকারিভ্যো দদৌ রামো মহাযশঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে দ্বিজবর সুযজ্ঞ! জানকী আপনার ব্রাহ্মণীর জন্য হার ও স্বর্ণসূত্র প্রভৃতি অশেষবিধ শুভ আভরণ ও মনোহর বিচিত্র বসন সমূহ প্রদান করিতেছেন ॥ ৭ ॥ হে সখে! জনকদুহিতা বিবিধ শয্যা উপধান প্রভৃতি রাঙ্কব আস্তরণে অর্থাৎ সালে আচ্ছাদিত কাঞ্চনময় পর্য্যঙ্ক, ও মণিময় পাদপীঠ সহিত তোমার পত্নীকে প্রদান করিতেছেন ॥ ৮ ॥ হে সখে সুযজ্ঞ! আমার মাতুল মহাশয় আমাকে শত্রুঞ্জয় নামে যে কুঞ্জরবর প্রদান করিয়াছেন, অশেষবিধ মণিময় আভরণে তাহাকে সজ্জিত করিয়া সহস্র সহস্র গোধনের সহিত তোমাকে সেই বরকুঞ্জর প্রদান করিলাম ॥ ৯ ॥ সুযজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচারণ পূর্ব্বক সেই সমুদয় সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকে ও জানকীকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন ॥ ১০ ॥ রঘুনাথ সুযজ্ঞকে কতিপয় সম্পত্তি প্রদান করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকে যিনি যেমন যোগ্য তদনুসারে তাহাদিগের প্রার্থনামত ধন দান করিলেন ॥ ১১ ॥ মহাযশস্বী রামচন্দ্র ভৃত্যবর্গ, প্রেষ্ঠজন শিল্পনিপুণ ও অন্যান্য উপকারী লোকদিগকে আপনার বিভবানু রূপ সম্পত্তি প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

ততো ভ্রাতরমাভাষ্য লক্ষ্মণং রাঘবোঽব্রবীৎ।
দদস্ব ত্বমপি ক্ষিপ্রং দ্বিজাগ্রেভ্যোঽর্হতো ধনং॥ ১৩॥
সুহৃদ্ভ্যশ্চাত্মনঃ কামানীপ্সিতানপবর্জ্জয়।
গোভি র্ধনৈশ্চ ধান্যৈশ্চ ভোজনাচ্ছাদনেন চ॥ ১৪॥
ইষ্টাংস্তর্পয় সৌমিত্রে ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
সুহৃদশ্চার্হতঃ সর্ব্বান্ কামৈঃ সম্বিভজেপ্সিতৈঃ॥ ১৫॥
অগস্ত্যং কৌশিকঞ্চৈব গার্গ্যং শাণ্ডিল্যমেব চ।
সমাহূযাভিবর্ষ ত্বং ধনরত্নৌঘবৃষ্টিভিঃ॥ ১৬॥
সুহৃন্মাং পরয়া ভক্ত্যা য উপাস্তে তু দেবলঃ।
আচার্য্যস্তৈত্তিরীয়াণাং তমানয় যতব্রতং॥ ১৭॥
তস্মৈ দানানি দাস্যামি রত্নানি বিবিধানি চ।
রুচিরাণি চ বাসাংসি যাবন্মত্তোঽভিকাংক্ষতি॥ ১৮॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হেভ্রাতঃ তুমিও অতিসত্বর যিনি যেমন মাননীয় তদনুরূপ ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করহ॥১৩॥ তুমি আপনার বশম্বদ বন্ধু বান্ধবগণকে যাহা মনে কামনা হয় তাহা প্রদান কর, গোধন ধান্য ও গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা তাহা দিগকে সন্তুষ্ট করহ॥ ১৪॥ হে সৌমিত্রে; পূজনীয় বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে ও প্রিয়বয়স্য বর্গকে যিনি যেমন পাত্র তদনুসারে বিভাগ করিয়া মনোমত সম্পত্তি প্রদান করহ॥ ১৫॥ তুমি অগস্ত্য বিশ্বামিত্র গার্গ্য শাণ্ডিল্যপ্রভৃতি মহর্ষিগণকে আহ্বান করিয়া বিপুল ধন রত্ন মণি মাণিক্যাদি বিতরণ করহ॥ ১৬॥ তৈত্তিরীয় উপনিষদধ্যায়ীদিগের অধ্যাপয়ীতা গুরু দেবল, আমার প্রিয়সুহৃৎ সেই দেবলঋষি অপরিমিত ভক্তিসহকারে আমার আরাধনা করিয়া থাকেন তাঁহাকে আনয়ন করহ॥ ১৭॥ আমি মণি মাণিক্যপ্রভৃতি বিবিধ রত্ন ধন ধান্যাদি সম্পত্তি ও মনোহর বিচিত্র বসন ভূষণ তাঁহাকে প্রদান করিব, তিনি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবেন আমি তাহাই দিব॥ ১৮॥

সূতং চিত্ররথং নাম সখায়ং মে সমানয়।
তস্মৈ দাস্যামি বিভবান্ মহার্হানপি কাংক্ষিতান্॥ ১৯॥
যে চ মে বন্দিনঃ সন্তি যে চাপি পরিচারকাঃ।
সর্ব্বাংস্তর্পয় কামৈস্তান্ সমাহূয়াশু লক্ষ্মণ॥ ২০॥
চেলপ্রেক্ষালকা যে নো যে চ নঃ শ্মশ্রুকর্ত্তকাঃ।
সেবকা হাসকাশ্চৈব স্নাপকাশ্চানুলেপকাঃ॥ ২১॥
সম্বাহকাঃ সলিলদাঃ পুরতো ধাবকাশ্চ যে।
তেষাং নিষ্কসহস্রং ত্বং বৃত্ত্যর্থমুপকল্পয়॥ ২২॥
ভোজনার্থং দশ শতং শালীনাং পৃথগুৎসৃজ।
ব্যঞ্জনার্থঞ্চ সামিত্রে গোসহস্রমুপাকুরু॥ ২৩॥

অনুবাদ।

হে সুমিত্রানন্দন। আমার প্রিয় সখা চিত্ররথ নামা সারথিকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করহ, তাঁহাকে আমার অভিলষিত মহামূল্য সম্পত্তি সকল প্রদান করিব,॥ ১৯ ॥ হে লক্ষ্মণ। আমার বন্দনা করিবার জন্য যে সকল স্তুতি পাঠক নিযুক্ত আছে,এবং যাহারা আমার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে, শীঘ্র তাহাদিগের সকলকে আহ্বান করিয়া অশেষবিধ কামনার দ্বারা সে সকলকে পরিতৃপ্ত করহ॥ ২০॥ যাহারা আমার বস্ত্র প্রক্ষালন করিয়া থাকে, যাহারা শ্মশ্রু কর্ত্তন করে, যাহারা নিরন্তর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত আছে, যাহারা মনোহর কথায় আমাকে সর্ব্বদা হাসাইয়া থাকে, যাহারা আমাকে স্নান করায় ও গাত্রে উদ্বর্ত্তন বিলেপন করিয়া দেয় ॥ ২১ ॥ যাহারা স্নানসহকারে আমাকে বহিয়া লইয়া যায়, যাহারা জলের প্রয়োজন হইলে তৎক্ষণাৎ সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেয়, এবং যাহারা আমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয়, তাহাদিগের বৃত্তির জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করহ॥ ২২ ॥ হে সৌমিত্রে! তুমি সকলের ভোজনোপযুক্ত সহস্র শস্য শালা উৎসর্গ করহ, ঘৃত দুগ্ধাদি দ্বারা ব্যঞ্জন কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য সহস্র সহস্র গাভী উপস্থিত করিয়া দাও ॥ ২৩ ॥

মল্লানাং যোধকানাঞ্চ তথোদ্বর্ত্তনশীলিনাং
ক্রীড়কানাঞ্চ নিষ্কাণাং সহস্রমপবর্জ্জয় ॥ ২৪ ॥
কৌশল্যাং প্রেষ্যবর্গশ্চ যঃ শুশ্রূষতি লক্ষ্মণ।
সুমিত্রাঞ্চৈব তস্মৈ ত্বং সহস্রে দ্বে সমুৎসৃজ ॥ ২৫ ॥
ভিক্ষাভুজো দ্বিজা যে চ কৌশল্যাং মম মাতরং।
পর্য্যুপাসত এতেভ্যো দ্বে সহস্রে সমুৎসৃজ ॥ ২৬ ॥
তথৈব চ সুমিত্রাং যে ভিক্ষবঃ সমুপাসতে।
তেভ্যোঽপি চ দ্বিজাতিভ্যঃ সহস্রমপবর্জ্জয় ॥ ২৭ ॥
ন সীদতি যথা কশ্চিন্ময়ি বিপ্রোষিতে বনং।
অনুজীবিজনঃ সৌম্য তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৮ ॥
ন মেঽস্ত্যদেয়ং সাধুভ্যো মন্ত্রবিদ্ভ্যো হি লক্ষ্মণ।
যো মেঽস্তি বিভবঃ কশ্চিৎ তং বিশ্রাণয় সর্ব্বশঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।

বাহুযুদ্ধ কুশল মল্লদিগকে ও অস্ত্র কুশল যোদ্ধাদিগকে উলটিয়া পালটিয়া পড়িতে পারে এমন বাজীকর দিগকে ও দুরোদরোপজীবিদিগকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করহ ॥ ২৪ ॥ হে লক্ষ্মণ! যে সকল দাসগণ কৌশল্যা জননীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে ও যাহারা সুমিত্রা মাতার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে, তাহা দিগের প্রত্যেককে তুমি দুই সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করহ ॥ ২৫ ॥ যে সকল ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণগণ অন্নের নিমিত্ত আমার কৌশল্যা মাতার উপাসনা করিয়া থাকে তাহা দিগকে তুমি দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করহ ॥ ২৬ ॥ যে সকল ভিক্ষুকেরা ভোজন প্রত্যাশয়ে সুমিত্রা জননীর উপাসনা করিয়া থাকে সেই সকল ব্রাহ্মণগণকেও সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা সংপ্রদান করহ ॥ ২৭ ॥ হে প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ! আমি অরণ্যবাসী হইলে পর অনুজীবি লোকেরা আহার ব্যতিরেকে কেহই অবসন্ন যাহাতে না হয়, তুমি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করহ ॥ ২৮ ॥ হে সৌমিত্রে! আমি নিশ্চয় বলিতেছি সুমন্ত্রবেত্তা সাধুদিগকে আমার অদেয় কিছুই নাই, আমি তোমাকে বলিতেছি আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তুমি তাহা এই সকল লোককে বিভাগ করিয়া দাও ॥ ২৯ ॥

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভ্রাত্রা ধনং রামস্য সর্ব্বশঃ।
যথোদ্দিষ্টং দদৌ তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য উপজীবনং ॥ ৩০ ॥
সম্বিভজ্য ততো রামঃ সর্ব্বানাহূয় সোঽব্রবীৎ।
কার্য্যা ভবদ্ভির্নোৎকণ্ঠা রক্ষ্যঞ্চেদং গৃহং মম ॥ ৩১ ॥
লক্ষ্মণস্য চ যত্নেন যাবদাগমনং মম।
অনুজীবিজনং রাম ইত্যুক্ত্বা শোককর্ষিতং ॥ ৩২ ॥
ধনাধ্যক্ষানুবাচেদং সমাহূয় পুনর্ব্বচঃ।
যদস্তি বিত্তশেষং মে তদিহানবশেষতঃ ॥ ৩৩ ॥
আনয়ধ্বং প্রদাস্যামি তদপ্যহমতন্দ্রিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা সমুপাজহ্রুর্ধনশেষমশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।

রামানুজ লক্ষ্মণ, ভ্রাতা রামচন্দ্রের এই প্রকার নিদেশ শ্রবণ করিয়া রঘুনাথের অনুমতিতে সকল লোকের উপজীবিকার জন্য রাম ভাণ্ডার হইতে ধন সকল বিভাগ করিয়া দিতে লাগিলেন॥ ৩০ ॥ অনন্তর সকলকে ধনদানকরা হইলে পর শ্রীরামচন্দ্র তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে অনুজীবিগণ! আমি অরণ্যে গমন করিলে পর তোমরা কোনমতে উৎকণ্ঠিত হইবেনা, সর্ব্বদা আমার গৃহাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে॥ ৩১ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের এই বচন শ্রবণে অনুজীবিগণ যখন অতিশয় শোকাকুল হইল তখন তিনি তাহাদিগকে প্রবোধ বচনে বলিলেন লক্ষ্মণের যত্নে যে পর্য্যন্ত আমার পুনরাগমন না হয় ততদিন তোমাদিগকে এই প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে॥ ৩২ ॥ অনন্তর রঘুনাথপুনর্ব্বার কোষাধ্যক্ষ-দিগকে আহ্বান করিয়াএই কথা বলিলেন। হে ধনরক্ষকগণ! দানাববিশিষ্ট যাহা কিছুসম্পত্তি ভাণ্ডারে উপস্থিত আছে সে সমুদয় এই স্থানে আনয়ন করহ॥ ৩৩ ॥ হে ভাণ্ডারিসকল! অবশিষ্ট যে কিছু বিভব ধনাগারে আছে সমুদয় আনয়ন কর আমি তাহাও নিরপক্ষরূপে বিতরণ করিব, এই কথা শ্রবণে ধনাক্ষেরা সমস্ত ধন শেষ আহরণ পূর্ব্বক রামাগ্রে আনয়ন করিলেন॥ ৩৪ ॥

রামাজ্ঞয়া ধনাধ্যক্ষাঃ সমুপাদায় সর্ব্বশঃ।
তদ্ধনং কৃপণানাথবিকলেভ্যশ্চ রাঘবঃ ॥ ৩৫ ॥
দরিদ্রেভ্যশ্চ সাধুভ্যো দদৌ সর্ব্বমশেষতঃ।
অথ বৃদ্ধো দরিদ্রশ্চ বহুভৃত্যজনো দ্বিজঃ ॥ ৩৬ ॥
উপায়াদ্ভিক্ষিতুং রামং ত্রিজটো নাম বিশ্রুতঃ।
স রামভবনং প্রাপ্য প্রবিশ্যাপ্রতিবারিতঃ ॥ ৩৭ ॥
উবাচ রামমাসাদ্য বেপমান ইদং বচঃ।
দরিদ্রোঽস্ম্যসমর্থশ্চ বালপুত্রশ্চ রাঘব ॥ ৩৮ ॥
ত্বং মামর্হসি বিত্তেন সম্বিভক্তুং যথার্হতঃ।
তমুবাচ ততো রামো বৃদ্ধং পরিহসন্নিব ॥ ৩৯ ॥
বিপ্রমাঙ্গিরসং দীনং বিত্তার্থিসমুপাগতং।
গবাং সহস্রমস্ত্যেকং যদবিশ্রাণিতং ময়া ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ।

ধনাধ্যক্ষেরা শ্রীরামের অনুমতি ক্রমে ভাণ্ডার হইতে অবশিষ্ট সমস্তধন তাঁহার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল, শ্রীরামচন্দ্র সেই সমস্ত ধন কৃপণ অনাথ বিকলেন্দ্রিয় অর্থাৎ অন্ধ কুব্জ খঞ্জাদিকে এবং দরিদ্র ও সাধুদিগকে সংপ্রদান করিলেন, অনন্তর ত্রিজট নামে বিখ্যাত অতি প্রাচীন দীনহীন বহু পরিবারের প্রতিপালয়িতা এক ব্রাহ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট ভিক্ষা করিবার অভিলাষে দ্বারদেশে সমাগত হইয়া দেখিলেন যে রামভবনে যাচকের পক্ষে অবারিত দ্বার, অর্থাৎ যাইতে কোন বাধা নাই তদ্দৃষ্টে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ॥ ৩৭ ॥ ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীরামের সমীপে গিয়া এই বাক্য কহিলেন, হে রঘুনাথ? আমি অতি দরিদ্র, অর্থাৎ পুত্র অতি বালক, পরিবারাদির ভরণ পোষণে অসমর্থ যথোচিত আক্রান্ত হইয়াছি॥ ৩৮ ॥ অতএব আপনি যথাযোগ্য ধন দিয়া আমার এই ক্লেশ দূরীকরণে সমর্থ হউন্, তদনন্তর শ্রীরাম সেই ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ পরিহাস চ্ছলে সেই বৃদ্ধকে বলিলেন॥ ৩৯ ॥ হে মহাভাগ; আপনি বিপ্রকুল জাত, অঙ্গিরার সন্তান অতি দীন, ধন প্রত্যাশায় সমাগত হইয়াছেন, কিন্তু আর আমার অন্য সম্পত্তি কিছু নাই, কেবল এক সহস্র গোধন মাত্র বিদ্যমান আছে তাহা আমি এ পর্য্যন্তও কাহাকে দান করি নাই॥ ৪০ ॥

ততো গৃহাণ যাবৎ ত্বং স্বয়ং শক্তোঽসি রক্ষিতুং।
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা ত্রিজটো রামসন্নিধৌ ॥ ৪১ ॥
স আত্মনো দৃঢ়াং কক্ষাং বদ্ধা সম্ভ্রান্তমানসঃ।
দণ্ডমুদ্যম্য সহসা প্রতস্থে গোধনং প্রতি ॥ ৪২ ॥
বৃদ্ধভাবাদ্বেপমানো গাঃ সঞ্চালয়িতুং স্বয়ং।
তমুবাচ ততো রামস্ত্রিজটং দ্বিজসত্তমং ॥ ৪৩ ॥
পরিহাসঃ কৃতো ব্রহ্মন্ নিবর্ত্তস্ব কিমিচ্ছসি।
এতচ্চৈব সহস্রং তে গবাং গোপৈরহং সহ ॥ ৪৪ ॥
ধনং দদামি ভূয়শ্চ যাবদিচ্ছসি শাধি মাং।
ইত্যুক্তস্ত্রিজটো বব্রে যজেয়মিতি রাঘবং।
তস্মৈ রামো দদৌ দ্রব্যং প্রভূতং যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ।

যদি আপনি এই যাবৎ গোযূথের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হয়েন, তবে ইহা গ্রহণ করুন্, ত্রিজট ব্রাহ্মণ শ্রীরামের এই কথা শ্রবণমাত্র রামচন্দ্রের সমক্ষে ॥ ৪১ ॥ সসম্ভ্রমে দৃঢ় রূপে আপনার কক্ষালি বন্ধন করিলেন, পরে হস্তস্থিত দণ্ডকে উদ্যত করিয়া ত্রিজট তৎক্ষণাৎ গোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন ॥ ৪২ ॥ কিন্তু অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন এপ্রযুক্ত স্বয়ং গোসমূহের সঞ্চালনে সমর্থ না হইয়া অবশেষে কাঁপিতে লাগিলেন, তদবলোকনে রঘুনাথ দ্বিজবর ত্রিজট মহাশয়কে বলিলেন ॥ ৪৩ ॥ হে দ্বিজ পুঙ্গব! আমি পরিহাস করিয়া আপনাকে স্বয়ং গোরক্ষণের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে আপনি ক্ষান্ত হউন্, গাবি সঞ্চালন করায় আর আপনার আবশ্যক নাই, আমি গোপসহস্রের সহিত গোসহস্র মহাশয়কে প্রদান করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ এতদ্ব্যতিরিক্ত পুনর্ব্বার আরও পরিমিত ধন আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনার যেমন ইচ্ছা হয় তাহা অনুমতি করুন্। রঘুনাথ এই কথা বলিলে পর ত্রিজট ব্রাহ্মণ রঘুনাথের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে আমি যজ্ঞ করিব, তদুপযুক্ত বিত্ত প্রদান করুন্, শ্রীরাম এই কথা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞ সমাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাকে অপরিমিত অর্থ প্রদান করিবেন ॥ ৪৫ ॥

স তং সভার্য্যস্ত্রিজটো যথেপ্সিতং
প্রতিগ্রহং প্রাপ্য সমৃদ্ধমানসঃ।
প্রশস্য রামং মুদিতো জগাম চ
প্রজাসু রামস্য যশঃ প্রকাশয়ন্ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে বিত্তবিশ্রাণনং নাম
দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ।

তখন সস্ত্রীক ত্রিজট মহাশয় শ্রীরামের নিকট আপনার মনোমত প্রার্থিত প্রতিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া মানস পরিপূর্ণ করিলেন, এবং প্রফুল্লহৃদয়ে শ্রীরামের প্রশংসা করতঃ ও প্রজামণ্ডলে তাঁহার যশোরাশি প্রকাশ করিতে করিতে স্বভবনে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
বিত্তবিতরণ নামে দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপন।

——00——

ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

দত্ত্বা তু সহ বৈদেহ্যা ব্রাহ্মণেভ্যো ধনানি সঃ।
জগাম পিতরং দ্রষ্টুং সীতয়া সহ রাঘবঃ॥ ১॥
আয়ুধানি গৃহীত্বাসৌ সর্ব্বোপকরণানি চ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা তস্মান্নিঃসৃত্য বেশ্মনঃ॥ ২॥
তৌ গৃহীতায়ুধৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
রাজমার্গং সমেয়াতাং সীতয়ানুগতৌ তদা॥ ৩॥
ততশ্চ বেশ্মশৃঙ্গাণি হর্ম্ম্যাণি চ সমন্ততঃ।
দদৃশুস্তাংস্তদারুহ্য পৌরজানপদস্ত্রিয়ঃ॥ ৪॥
অন্তরং রাজমার্গে চ নাসীজ্জনপদাবৃতে।
তদানুরাগাৎ প্রস্থানে রামস্যামিততেজসঃ॥ ৫॥
পদাতিং তং সমায়ান্তং সভার্য্যং সহলক্ষ্মণং।
ঊচুর্দৃষ্ট্বা বহুবিধা বাচো দুঃখসমন্বিতাঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে ধন বিতরণ করিয়া জনকনন্দিনীর সহিত পিতৃ সন্দর্শনার্থে গমন করিলেন॥ ১॥ গমন সময়ে অশেষ বিধ অস্ত্রজাত ও বীর পুরুষের যাহা যাহা আবশ্যক হয় সেই সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত স্বগৃহ হইতে নির্গত হইলেন॥ ২॥ যুগল ভ্রাতা রাম লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক রাজপথে সমাগত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জনকনন্দিনীও বিনীত ভাবে চলিলেন॥ ৩॥ অনন্তর রাজপথের উভয়পার্শ্বস্থিত অতি বিস্তৃত ধবলবর্ণ অত্যুন্নত বেশ্ম সকল অর্থাৎ প্রাসাদ অট্টালিকাদি তৎসৌধোপরি পুরজন কামিনীরা আরোহণ করিয়া জানকীর মনোহর চরণসঞ্চালন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৪॥ অপরিমিত তেজস্বী রামচন্দ্রের প্রস্থান সন্দর্শন করিবার অভিলাষে সমাগত মানবগণের গমনাগমনে রাজপথে আর অবকাশ মাত্র ছিল না॥ ৫॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে পদব্রজে আগমন করিতেছেন দেখিয়া সমুদয় লোকেই মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং দুঃখসমন্বিত নানা প্রকার কথাও বলিতে লাগিলেন॥ ৬॥

অনুপ্রয়াতি যং যান্তং চতুরঙ্গং মহদ্বলং।
তমিমং সীতয়া সার্দ্ধমনুগচ্ছতি লক্ষ্মণঃ॥ ৭॥
সুখৈশ্বর্য্যরসজ্ঞো হি ভক্তিমানপি বীর্য্যবান্।
অনৃতং পিতরং কর্ত্তুং ধর্ম্মাত্মা নায়মিচ্ছতি॥ ৮॥
যাং ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং দেবৈরাকাশগৈরপি।
সীতাং তামপি পশ্যন্তি রাজমার্গে পৃথগ্জনাঃ॥ ৯॥
সহজেনাঙ্গরাগেণ ভূষিতাং বরবর্ণিনীং।
বিবর্ণতাং নয়িষ্যন্তি সীতাং শীতোষ্ণবায়বঃ॥ ১০॥
নূনং দশরথোঽন্যেন সত্ত্বেনাবিষ্টচেতনঃ।
যথা বিবাসয়ত্যদ্য প্রিয়ং পুত্রমকারণে॥ ১১॥
যদি হি স্যাদনাবিষ্টঃ সত্ত্বেনান্যেন কেনচিৎ।
কথং বিবাসয়েদেনমকস্মাদ্গুণসাগরং॥ ১২॥

অনুবাদ।

কি আশ্চর্য্য! যে শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বে গমন করিলে পর চতুরঙ্গিণী সেনা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিত, অদ্য সেই সীতা রামের পশ্চাতে একমাত্র লক্ষ্মণ অনুগমন করিতেছেন॥ ৭॥ রামচন্দ্র যে সুখ ও ঐশ্বর্য্যের রসজ্ঞ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ও অপরিমিত পরাক্রম সম্পন্ন বটেন, কিন্তু অতিশয় পিতৃ ভক্তি পরায়ণতাপ্রযুক্ত ধর্ম্মাত্মা রঘুবর পিতাকে মিথ্যাবাদী করিতে অভিলাষী নহেন, এই জন্যই এই অবস্থার পরিগ্রহ করিলেন॥ ৮॥ পূর্ব্বে সুরপুরবিহারি অমর গণ গগণেচর হইয়াও যে সীতাকে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হইতেন না, অদ্য সেই সীতা রাজপথে পদচারিণী হওয়াতে সামান্য পথিক লোকেরাও পৃথক্ ২ তাঁহাকে অবলোকন করিতেছে॥ ৯॥ এই বরারোহা বিদেহ রাজদুহিতা সতত স্বাভাবিক স্বীয় অঙ্গরাগেই ভূষিত রহিয়াছেন, এক্ষণে শীতল ও উত্তপ্ত বায়ু ইহাঁকে বিবর্ণ করিয়া তুলিবে॥ ১০॥ আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে রাজা দশরথ ভূতাদি কোন অন্য বিধ প্রাণিদ্বারা আবিষ্টচেতা হইয়াছেন, তাহা না হইলে আজি অকারণে প্রিয় সন্তানকে কেন বনবাস প্রদান করিতেছেন॥ ১১॥ যদি তিনি ভূতাদি অন্য কোন সত্বদ্বারা আবিষ্ট না হইতেন তবে কোনক্রমেই অশেষ গুণ নিধান জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীমান্ রামকে অকারণে অরণ্য বাসী করিতে পারিতেন না॥ ১২॥

কো হ্যার্য্যো নির্গুণমপি ত্যজেৎ পুত্রং সচেতনঃ।
কিমু যস্য গুণৈঃ কৃৎস্নো লোকোঽয়মনুরঞ্জিতঃ॥ ১৩॥
আনৃশংস্যং ক্ষমা শীলং শ্রুতং সত্যং পরাক্রমঃ।
শোভয়ন্তি গুণা রামমেতে ষট্ প্রথিতা ভুবি। ১৪॥
বিবাসেনাস্য তেনায়ং দুঃখিতোঽদ্য মহাজনঃ।
ঔদকানীব সত্ত্বানি সলিলস্য পরিক্ষয়াৎ॥ ১৫॥
লোকনাথস্য রামস্য পীড়য়া পীড়িতং জগৎ।
অপর্ব্বণীব সোমস্য রাহুগ্রহণপীড়য়া॥ ১৬॥
অয়ং স দাতা ভোগানাং পরিত্রাণসুখস্য চ।
তথাভয়প্রদানস্য দাতা গচ্ছতি নো বনং॥ ১৭॥
সাধুলক্ষ্মণবৎ সর্ব্বে ত্যক্তভোগপরিগ্রহাঃ।
রামমেবানুগচ্ছামঃ কিং নো দারৈর্দ্ধনেন বা॥ ১৮॥

অনুবাদ।

বল দেখি মহানুভাব সচেতন কোন্ ব্যক্তি স্বসন্তান নির্গুণ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে? যখন গুণহীন সন্তানের প্রতি পিতার পরিত্যাগের বিধি নাই, তখন যে রামের গুণে পৃথিবীস্থ সমস্তলোক অনুরক্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করা দশরথের কি রূপে সম্ভব হইতে পারে?॥ ১২॥ দয়া ক্ষমা সুশীলতা শ্রুত সত্য ও পরাক্রম এই যে ছয়টী গুণ পৃথিবীতে উত্তম বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই ছয়টী গুণ শ্রীরামের দেহেতে থাকিয়া তাঁহাকে অতিশয়রূপে শোভিত করিতেছে॥ ১৪॥ বারিপূর শুষ্ক হইয়া গেলে জলচর প্রাণিদিগের যেমন দুঃখ উপস্থিত হয়, শ্রীরামের বনবাস গমনে এই সমস্ত সাধুলোকদিগেরও অদ্য সেইরূপ দুঃখ উপস্থিত হইল॥ ১৫॥ সমস্ত লোকনাথ রঘুনাথের পীড়ায় সমুদয় জগৎ পীড়িত হইল পর্ব্বদিন ব্যতিরেকে নিশানাথের রাহুগ্রহপীড়া সন্দর্শনে সকল লোক যেমন কাতর হইয়া থাকে, রামবিবাসেও সেইরূপ লোক সকল কাতর হইতেছে॥ ১৬॥ যে রাম হইতে অশেষবিধ সম্ভোগ লাভ হয় ও নিস্তার সুখপ্রদাতা রাম, এবং যিনি আমাদিগকে সতত অভয় প্রদান করেন, অদ্য সেই রঘুনাথ বনে গমন করিলেন॥ ১৭॥ বিনীত স্বভাব লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া শ্রীরামচন্দ্র অদ্য বনবাসে গমন করিলেন, আর আমরা এখানে থাকিয়া কি করিব? ভোগ প্রতিগ্রহ প্রভৃতি পরিহার করিয়া তাঁহার সহিত অনুগমন করাই বিধেয়, আর আমাদিগের পত্নীতেই বা কি কার্য্য ও ধনেই বা কার্য্য কি? অতএব সাধু লক্ষ্মণের ন্যায় ভোগ পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারাও শ্রীরামের সহিত বনগমন করিব॥ ১৮।

সপুত্রধনদারা বা সপশুদ্রব্যসঞ্চয়াঃ।
গচ্ছামস্তত্র যত্রায়ং সাধুর্গচ্ছতি রাঘবঃ॥ ১৯॥
বিহারোদ্যানশয়নশরণাসনসাধনং।
পরিত্যজ্যানুগচ্ছামস্তুল্যদুঃখা নৃপাত্মজং॥ ২০॥
সমুদ্ধৃতনিধানানি শীর্ণধ্বস্তোচ্ছ্রয়ানি চ।
প্রক্ষীণধান্যকোষাণি হীনসংমার্জনানি চ॥ ২১॥
পিশাচপ্রেতরক্ষোভিজুষ্টান্যুচ্ছিষ্টভোজনৈঃ।
অলক্ষ্মীণ্যমনোজ্ঞানি পরিত্যক্তানি দৈবতৈঃ॥ ২২॥
অস্মত্ত্যক্তানি বেশ্মানি কৈকেয়ী প্রতিপদ্যতাং।
বনং নগরমেধাস্তু যত্র গচ্ছতি রাঘবঃ॥ ২৩॥
অরণ্যতাং পরিত্যক্তমস্মাভির্যাত্বিদং পুরং।
যত্র বৎস্যতি রামোঽয়ং পুরং তত্র ভবিষ্যতি॥ ২৪॥

অনুবাদ।

অথবা এই শ্রীরামচন্দ্র যেখানে গমন করিবেন আমরাও স্ত্রীপুত্র পরিবারে পরিবৃত হইয়া গৃহপালিত পশুগণ ও চিরসঞ্চিত বহুধন সংগ্রহ করতঃ সেইখানেই গমন করিব॥ ১৯॥ আমরা শ্রীরামের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিহারোদ্যান শয়ন ভবন ও উপবেশন স্থানপ্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজনন্দনের সহিত অনুগমন করিব॥ ২০॥ আমারদিগের ভবনে যে সকল নিধি ভূগর্ত্তে নিহিত আছে, তাহাও লইব, গৃহ সকল শীর্ণ হইয়া গিয়াছে সুতরাং উন্নত ভাগ সকল নিপতিত হইয়া যাইবে, ভবন মধ্যে আর ধান্য মরাই রহিবে না এবং কখন সম্মার্জনি দ্বারা মার্জ্জিতও হইবে না॥ ২১॥ অন্তঃপুরের এইরূপ দুরবস্থা হইলেই তাহা উচ্ছিষ্ট ভোজী পিশাচ প্রেত যাতুধানদিগের বসতি স্থান হইবে, কোন ক্রমেই তাহাতে লক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকিবেক না, সুতরাং শ্রীহীনা পুরীকে দেবতারাও পরিত্যাগ করিবেন॥ ২২॥ এইরূপে আমরা গৃহ সকলকে এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়া যাই, সেইসকল স্থানে কেবল কৈকেয়ী এখন অবস্থান করুক, শ্রীরাম যেখানে গমন করিবেন তাহা বন হইলেও আমরা নগর বোধে সুখে বাস করিব॥ ২৩॥ আমরা এই নগরী পরিত্যাগ করিলেই নিঃসংশয় ইহা অরণ্য হইবে এবং যেখানে শ্রীরামচন্দ্র বাস করিবেন তাহা বন হইলেও নগর হইবে॥ ২৪॥

বিলানি দংষ্ট্রিণঃ সর্পা বনানি মৃগপক্ষিণঃ।
অস্মত্ত্যক্তং প্রপদ্যন্তাং সেব্যমানং ত্যজন্তু চ॥ ২৫॥
এতাশ্চান্যাশ্চ বিবিধা বাচঃ পৌরজনেরিতাঃ।
শৃণ্বন্ রামো যযৌ মার্গে বনবাসকৃতোদ্যমঃ॥ ২৬॥
অবেক্ষমাণোঽপি জনং তদার্ত্তং অনার্ত্তরূপঃ প্রহসন্নিবার্ত্তঃ।
জগাম রামঃ পিতরং দিদৃক্ষুঃ সত্যপ্রতিজ্ঞং নৃপতিং চিকীর্ষুঃ॥ ২৭॥
আসাদ্য চেক্ষ্বাকুকুলপ্রদীপো রামঃ পিতুর্ব্বেশ্ম তদার্য্যবৃত্তঃ।
ব্যতিষ্ঠত প্রেক্ষ্য ততো নিয়োগে স্থিতং সুমন্ত্রং প্রতিহারমিষ্টং॥২৮॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে উদাসীনবাক্যং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৩॥

অনুবাদ।

আমরা যে সকল গৃহ পরিত্যাগ করিব দন্তায়ুধ শূকর অথবা দর্ব্বীকরেরা অর্থাৎ ক্রূর সর্পেরা তথায় অবস্থান করুক, শ্রীরামের সহিত আমরা যে সকল অরণ্যে বাস করিব তথায় মৃগ এবং পক্ষিরা বাস করিবে, অর্থাৎ আমরা যে সকল গহ্বর সেবা করিব শূকর ও সর্পেরা তাহা পরিত্যাগ করিবেক, আর যে কানন সেবা করিব মৃগ পক্ষিরা তাহার সেবা করুক্॥ ২৫॥ শ্রীরামচন্দ্র বন গমনে উৎসাহী হইয়া পুরবাসি লোকদিগের মুখে এই সকল কথা ও অন্যান্য নানামত কথা শ্রবণ করিতে করিতে রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন॥ ২৬॥ সে সময় রঘুনাথ এই প্রকার সকল লোককে কাতর দেখিয়া ও আপনি কাতর হইয়াও অকাতর ন্যায় সহাস্যবদনে পিতাকে সত্যবাদী করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাকে সন্দর্শন করিবার জন্য রাজভবন প্রতিগমন করিলেন॥ ২৭॥ ইক্ষ্বাকুকুল ভূষণ সৎস্বভাব শ্রীরামচন্দ্র পিতৃভবন প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, পুরদ্বারে সুমন্ত্র দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছে, তদবলোকনে তখন তিনি তন্নিয়োগে অবস্থিতি করিলেন॥ ২৮॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
উদাসীন বাক্য নামে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপনঃ॥ ৩৩॥

——oo——

চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

প্রাগথানাগতে রামে সভার্য্যে সহলক্ষ্মণে।
তদন্তরমতীবার্ত্তো বিললাপাকুলো নৃপঃ॥ ১॥
হন্তানার্য্যে মমামিত্রে সকামা ভব কৈকেয়ি।
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজকুঞ্জরে॥ ২॥
ত্যজামি ভরতং ত্বাঞ্চ জীবিতঞ্চেদমাত্মনঃ।
প্রশাধি বিধবা রাজ্যং নির্ঘৃণে নিরপত্রপে॥ ৩॥
অহং হি হীনো রামেণ ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ।
ন ভবিষ্যামি তে পাপে ভূয়োঽপ্যেব বশানুগঃ॥ ৪॥
কেন মন্ত্রয়সে মূঢ়ে কং সমন্বয়সেঽশুভং।
মম জীবিতনাশায় কস্যেদং মতমীদৃশং॥ ৫॥
অরণ্যং ভজতাং রামো ভরতশ্চাভিষিচ্যতাং।
ইতি কস্য মতং পাপং মোঘাশস্য দুরাত্মনঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

জানকী ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রাজসদনে শ্রীরামচন্দ্রের সমাগত হইবার পূর্ব্বে রাজা দশরথ অতিশয় কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বলিতেছেন॥ ১॥ রে কৈকেয়ি! হে অপ্রিয়কারিণি, অনার্য্যশীলে মনুজকুঞ্জর রঘুনাথ বনে গমন করিলে ও আমি মরিলে তুমি সকামা হইবে অর্থাৎ তোমার সম্যক্ অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে॥ ২॥ আমি ভরতকে ও তোমাকে এবং আপনার জীবিতকেও পরিত্যাগ করিতেছি হে নির্ঘৃণে নির্লজ্জে! তুমি বিধবা হইয়া স্বয়ং রাজ্য শাসন করহ॥ ৩॥ রে পাপীয়সি! আমি নিঃসংশয় রাম শূন্য হইয়া আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তুমি কখন এমন মনে করিহ না যে জীবিত থাকিয়া পুনর্ব্বার তোমার বশীভূত হইব, অর্থাৎ রামহীন প্রাণধারণে আর তোমার বশীভূত হইয়া থাকিব না॥ ৪॥ রে মূঢ়ে তুমি কাহার সহিত পরামর্শ করিয়া আমার প্রাণনাশের নিমিত্ত এই অশুভ সূচনা করিতেছ, এমন অসৎপরামর্শ তুমি কোথা হইতে পাইলে এবং কাহার বুদ্ধি শুনিয়া তোমার এমন মত হইল, কেবা তোমাকে এমন মন্ত্রণা দিলে তাহা বল॥ ৫॥ শ্রীরাম অরণ্যে গমন করুক,ও তোমার সন্তান ভরত রাজ্যাধিকারে অভিষিক্ত হউক, কোন অজ্ঞান অকৃত কর্ম্মা দুরাত্মা তোমায় এই পাপমত উপদেশ করিয়াছে॥ ৬॥

বালো হ্যসৌ কথং রাজ্যং ভরতঃ কারয়িষ্যতি।
জ্যেষ্ঠে তিষ্ঠতি রাজ্যার্হে রামে রাজীবলোচনে ॥ ৭ ॥
অজ্ঞাতা কালরাত্রীব ভার্য্যারূপেণ কেকয়ি।
কথং ত্বং ক্ষীণপুণ্যেন ময়োঢ়া মন্দবুদ্ধিনা ॥ ৮ ॥
ব্যালী ঘোরবিষেব ত্বং ময়াবুদ্ধ্যা নিষেবিতা।
যয়া দষ্টো বিমোক্ষ্যেঽহং প্রাণৈরিষ্টৈঃ সুতেন চ ॥ ৯ ॥
স্ত্রীণাং ধিগস্তুনার্য্যাণাং কৃতঘ্নীনাং বিশেষতঃ।
ত্যজন্তি বশগান্ ভর্তৄন্ যা লুব্ধা ধনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১০ ॥
নির্ঘৃণে নিরনুক্রোশে কীদৃশং হৃদয়ং তব।
শরণাগতং যাচমানং যন্মাং ত্বং ত্যক্তুমিচ্ছসি ॥ ১১ ॥
মাভূন্নৃশংসে তে লোকঃ পরোঽপ্যেষ সুখাবহঃ।
যন্মাং প্রিয়েণ পুত্রেণ বিযোজয়সি দুঃখিতং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

জ্যেষ্ঠ রাজ্যার্হ রাজীবলোচন রামচন্দ্র বর্ত্তমান থাকিতে অতি বালক ভরত কি প্রকারে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৭ ॥ হে কৈকেয়ি! আমি অতি অল্পবুদ্ধি ও অকৃত পুণ্য মনুষ্য যেহেতু পূর্ব্বে না জানিয়া কালরাত্রির ন্যায় ভার্য্যাবোধে তোমার পাণিগ্রহণ কেন করিয়াছি ॥ ৮ ॥ আমি তোমাকে করাল কালকূটধারিণী সর্পিনীর ন্যায় জানিয়াও বুদ্ধিপূর্ব্বক সেবা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে এমনি দংশন করিয়াছ যে সেই দংশনেই প্রিয়পুত্র রামের সহিত প্রাণে বিযুক্ত হইতে হইল ॥ ৯ ॥ সেই সকল অনার্য্যশীলা স্ত্রীকে ধিক, আর কৃতঘ্নী অকৃতজ্ঞা উপকারহন্ত্রী যুবতিগণকে বিশেষতঃ ধিক, যাহারা ক্ষুদ্রা ধনলুব্ধা, সামান্য ধনাকাঙ্ক্ষায় নিতান্ত বশ্য পতিগণকে পরিত্যাগ করে ॥ ১০ ॥ রে নির্ঘৃণে! নির্দ্দয়ে কৈকেয়ি! তোমার প্রাণ কি কঠিন, যেহেতু আমি তোমার একান্ত শরণাগত এবং যাচমান অর্থাৎ পুত্রার্থ প্রার্থনা করিতেছি, তুমি মৎপ্রার্থনার সাফল্য না করিয়া এককালে আমাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ১১ ॥ রে নিষ্ঠুরে নিন্দ্যশীলে! তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রের সহিত যেমন বিচ্ছেদ করিয়া আমাকে দুঃখিত করিলে তেমন তোমার ইহলোকের কথা কি? পরলোকেও যেন কোন সুখলাভ না হয় ॥ ১২ ॥

উচিতঃ শিবিকাযানং রথযানঞ্চ মে সুতঃ।
কান্তারবনদুর্গাণি কথং পদ্ভ্যাং গমিষ্যতি॥ ১৩॥
স্বাদূনামন্নপানানামুচিতোঽয়ং মমাত্মজঃ।
সুকুমারো বিলাসী চ মৃষ্টাভরণভূষিতঃ॥ ১৪॥
কটুতিক্তকষায়াণি মূলানি চ ফলানি চ।
বল্কলাজিনসম্বীতঃ স কথং ভক্ষয়িষ্যতি॥ ১৫॥
অপি রামঃ স ধর্ম্মাত্মা মমাতিক্রম্য শাসনং।
নেচ্ছেদ্বনমিতো গন্তুং ন তু বৎসঃ করিষ্যতি॥ ১৬॥
হা শুদ্ধভাব ধর্ম্মাত্মন্ বিনীত গুরুবৎসল।
ময়াসি পিতৃমান্ পুত্র স্ত্রীবশ্যেনাকৃতাত্মনা॥ ১৭॥
শালবৃত্তগুণজ্যেষ্ঠং প্রণেভ্যোঽপি প্রিয়ং সুতং।
কথং ত্যক্তুং গুণারামং রামং মে ধীয়তে মতিঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

আমার সন্তান রাম শিবিকা আরাহণে অথবা রথারোহণে গমনাগমন করিয়া থাকে সে রামচন্দ্র আমার সুদুর্গম নিবিড় অরণ্যমধ্যে পাদদ্বারা কি রূপে গতায়াত করিবে॥ ১৩॥ যে শ্রীরাম আমার সর্ব্বদা সুস্বাদু অন্ন পানে প্রতি-পালিত, সুকুমার কলেবর, বিলাস লোলুপ এবং বিশুদ্ধ মণিময় আভরণে বিভূষিত॥ ১৪॥ সে রাম আমার কি রূপে বৃক্ষের ছাল পরিধান করিয়া কটু তিক্ত কষায় ফলমূল ভোজনে জীবন ধারণ করিতে পারিবে॥ ১৫॥ আমার রাম অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ আমি তাঁরে অনুরোধ করিলে আমার কথা অবহেলা করিয়া বনে যাইতে বাসনা করিবেন না, অথবা বৎস রাম পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে এ কথা শুনিবেন না॥ ১৬॥ হা রাম তুমি বিশুদ্ধ কুলে উৎপন্ন একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ, বিনয় সম্পন্ন এবং গুরুজনের অনুগত স্ত্রী পারতন্ত্র অকৃত পুণ্য দুরাত্মা আমি আমা কর্ত্তৃক পিতৃভক্ত সন্তান রূপে তুমি জন্মিয়াছ॥ ১৭॥ অতি সুশীল সুচরিত গুণ-নিধান প্রাণাধিক প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীরামকে বনে যাইবার জন্য পরিত্যাগ করিতে কি রূপে আমার বুদ্ধিতে ধারণা হয়॥ ১৮॥

নৃশংসোঽহমনার্য্যোঽহং সর্ব্বথৈব ধিগস্তু মাং।
শুশ্রূষুং দয়িতং পুত্রং স্ত্রীজিতো যস্ত্যজাম্যহং ॥ ১৯ ॥
কিং মাং বক্ষ্যতি লোকোঽয়ং নৃশংসং পাপকারিণং।
যঃ পুত্রং স্ত্রীকৃতে মূঢ়স্ত্যজাম্যনপকারিণং ॥ ২০ ॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিঃ কাশ্যপস্তথা।
কিং মাং বক্ষ্যন্তি শ্রুত্বেদং তথান্যে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২১ ॥
বিশ্বামিত্রাদয়ঃ সিদ্ধাস্তপোবননিবাসিনঃ।
পৃথিব্যাং পৃথিবীপালাঃ কিঞ্চ বক্ষ্যন্তি সাধবঃ ॥ ২২ ॥
যুক্তোঽস্ম্যযশসা লোকে পতিতশ্চাস্মি সর্ব্বথা।
কৈকেয্যৈ রাজ্যলুব্ধায়াযতিস্সৃজ্য বরদ্বয়ং ॥ ২৩ ॥
হা হতোঽস্মি বিনষ্টোঽস্মি দগ্ধোঽস্মি চপলেন্দ্রিয়ঃ।
কৈকেয্যা বশমাপন্নঃ পাপায়াঃ পাপমোহিতঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হা? আমি অতি নিষ্ঠুর ও কদাচারী সুতরাং সর্ব্বদাই আমাকে ধিক্ কেননা আমি জীবিত থাকিয়া পিতৃ সেবাকাঙ্ক্ষী প্রিয়পুত্র শ্রীরামকে স্ত্রীর কথায় বনে পরিত্যাগ করিতেছি ॥ ১৯ ॥ লোকে আমাকে কি বলিবে? আমি কি নিষ্ঠুর কি পাপচারী কি মূঢ় প্রকৃতি যেহেতু স্ত্রীর কথা শুনিয়া নিরপরাধী ও অনপকারী জ্যেষ্ঠ সন্তান গুণনিধান শ্রীরামকে পরিত্যাগ করিলাম ॥ ২০ ॥ একথা শুনিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠ ও বামদেব জাবালি কাশ্যপ প্রমুখ ব্রহ্মবাদি মহর্ষি বর্গ ও অন্যান্য ঋষিবর্গ আমাকে কি বলিবেন ॥ ২১ ॥ তপোবননিবাসী বিশ্বামিত্র ঋষি প্রভৃতি সিদ্ধলোক সকল ও জগতীস্থ যাবতীয় নৃপগণ এবং সৎলোকেরা একথা শ্রবণ করিয়া আমাকে কি বলিবেন ॥ ২২ ॥ অতএব আমি রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ীকে দুই বর প্রদান করিয়াই আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি তাহাতেই আমার অযশে ইহলোক পরিপূর্ণ হইল, আমিও পতিত রহিলাম ॥ ২৩ ॥ আমি হত হইলাম ও নষ্ট হইলাম এবং দগ্ধ হইলাম, আমি এমনি চপল ইন্দ্রিয়বান্ ও এমনি কামের পরবশ যে পাপাশয়া কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া পাপে মোহিত হইলাম ॥ ২৪ ॥

গুরুভির্ব্রহ্মচর্য্যৈশ্চ কৃচ্ছ্রৈর্বাল্যেঽতিকর্ষিতঃ।
সুখকালেঽদ্য মে পুত্রো দুঃখমেবোপভোক্ষ্যতে ॥ ২৫ ॥
অনিযোজ্যৈব দুঃখেষু রামং রাজীবলোচনং।
তদৈব মরণং মে স্যাদ্যদি পাপং ন চাপ্নুয়াং ॥ ২৬ ॥
ইতি রাজা দশরথঃ পুত্রশোকাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
অনিন্দদাত্মনাত্মানং সুরাং পীত্বেব বেদবিৎ ॥ ২৭ ॥
এবং বিলপতস্তস্য দুঃখার্ত্তস্য মহীপতেঃ।
উপেত্যাবেদয়ামাস সুমন্ত্রো রামমাগতং ॥ ২৮ ॥
ততঃ স রাজা সমুপাগতং সুতং সুমন্ত্রতো বেদ্য ভৃশার্ত্তমানসঃ।
প্রবেশ্যতামাশ্বিতি গদ্গদং বচঃ সুমন্ত্রমুদ্বীক্ষ্য তদাভ্যধাৎ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথবিলাপো নাম
চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।

গুরুতর ব্রহ্মচর্য্য ও কষ্টসাধ্য ব্রতোপবাসে বাল্যকালে রঘুনাথ কৃষাবস্থাতে কাল হরণ করিয়াছেন, অদ্য এই সুখের দিন উপস্থিত হইয়াছিল, এমত সুখকালেও আমার রাম পুনর্ব্বার দুঃখ সাগরে নিপতিত হইল ॥ ২৫ ॥ আমি পদ্মপলাশ-লোচন রামচন্দ্রকে দুঃখরাশিতে নিঃক্ষেপ করিয়া আমাকে চিরকাল যন্ত্রণা ভোগ না করিতে হয় যদি আমার এমত সুকৃতি থাকে তবে রামকে বনে দিয়া তখনই আমার মরণ হইবে ॥ ২৬ ॥ বেদবিদ্ব্রাহ্মণ সুরাপান করিয়া আপনি যে রূপ আপনার নিন্দা করিয়া থাকেন রাজা দশরথ পুত্রশোকে ব্যাকুলিত হইয়া, তদ্রূপ তিনিও আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥২৭॥ অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ যৎ-পরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সুমন্ত্র সারথি সমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, ভো মহারাজ! শ্রীরামচন্দ্র দ্বারে সমাগত হই-য়াছেন ॥ ২৮ ॥ তদনন্তর রাজা দশরথ সুমন্ত্রের মুখে রামচন্দ্রের সমাগত বার্ত্তা শ্রবণে যথোচিত কাতরমনে সুমন্ত্রের প্রতি অবলোকন করিয়া গদগদ বচনে বলি-লেন হে সুমন্ত্র, তুমি অতি সত্বর মৎসন্নিধানে তাঁহাকে আনয়ন করহ ॥ ২৯ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথের বিলাপ নামে চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপন ॥ ৩৪ ॥

——00——

পঞ্চস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

প্রবেশ্যতাং রাম ইতি বাক্যমুক্ত্বা নরাধিপঃ।
তীব্রশোকসমাবিষ্টো ভূয়ো মোহমুপাগমৎ ॥ ১ ॥
মুহূর্ত্তমিব নিশ্চেষ্টো ভূত্বা মোহপরায়ণঃ।
প্রতিলেভে ততঃ সংজ্ঞাং সিংহাসনগতো নৃপঃ ॥ ২ ॥
লব্ধসংজ্ঞঞ্চ তং ভূয়ঃ সুমন্ত্রঃ পৃথিবীপতিং।
উপেত্য প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচেদং সুদুঃখিতঃ ॥ ৩ ॥
দত্ত্বা দ্বিজেভ্যঃ স্বধনং ভৃত্যেভ্যশ্চোপজীবনং।
স্বরশ্মিভিরিবাদিত্যঃ খ্যাতো লোকে গুণাংশুভিঃ ॥ ৪ ॥
আজ্ঞাং তে শিরসাদায় বনং গন্তুং কৃতক্ষণঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ নরাধিপ ॥ ৫ ॥
দ্রষ্টুং তেঽভ্যাগতঃ পাদৌ তং পশ্য যদি মন্যসে।
ইতি রাজা সুমন্ত্রস্য শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ শ্রীরামকে আমার নিকট লইয়া আইস, এই কথা বলিয়া ভীষণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার মোহ প্রাপ্ত হইলেন॥ ১ ॥ রাজা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল সিংহাসনে নিশ্চলভাবে অবস্থান করতঃ পরে কিয়ৎ সময়াবসানে পুনর্ব্বার চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন॥ ২ ॥ সুমন্ত্র সারথি যখন দেখিলেন ভুপাল পুনর্ব্বার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি প্রাঞ্জলি হস্তে সম্মুখে সমাগত হইয়া যথোচিত ক্ষুন্নমনে রাজাকে এই কথা বলিলেন॥ ৩ ॥ আপন রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া দিবাকর যে রূপ বিখ্যাত রহিয়াছেন, হে ভূপাল! আপনার প্রিয় সন্তান রঘুনাথ ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত স্বধন বিতরণ করিয়া ও ভৃত্যবর্গকে জীবিকোপযুক্ত বৃত্তি দিয়া তদ্রূপ আপন গুণকিরণ বিস্তার করতঃ ইহলোকে সুখ্যাতি লাভ করিয়া উদ্দীপ্ত হইয়াছেন॥ ৪ ॥ হে নৃপবর! শ্রীরামচন্দ্র আপনার অনুশাসন মস্তকে ধারণ করিয়া লক্ষ্মণ ভ্রাতার সহিত ও জানকী সমভিব্যাহারে বনে গমন করিবার সময় অবধারণ করিয়াছেন॥ ৫ ॥ এক্ষণে শ্রীরাম শুদ্ধ আপনার পাদপদ্ম যুগল দর্শন করিবার মানসে সমাগত হইয়াছেন, যদি আপনার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয় তবে অনুমতি করুন, রাজা দশরথ সুমন্ত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন॥ ৬॥

আকাশ ইব শুদ্ধাত্মা নিঃশ্বস্যোষ্ণং সুদুঃখিতঃ।
সুমন্ত্রানয় মে ক্ষিপ্রং যাবন্ত ইহ মামকাঃ॥ ৭॥
দারাঃ পরিবৃতস্তৈর্হি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবং।
ইত্যুক্তোঽন্তঃপুরং গত্বা সুমন্ত্রো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৮॥
আর্য্যাঃ ক্রন্দতি বো রাজা মা চিরং তত্র গম্যতাং।
এবমুক্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ সুমন্ত্রেণ ত্বরান্বিতাঃ॥ ৯॥
তত্রাজগ্মুর্নৃপং দ্রষ্টুং ভর্ত্তুরাজ্ঞায় শাসনং।
অথসপ্তশতা নার্য্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ॥ ১০॥
উপেযুস্তাঃ পতিং দ্রষ্টুং কৈকেয্যা সহিতং তদা।
সমবেক্ষ্যাগতান্ দারানশেষেণ ততো নৃপঃ॥ ১১॥
সুমন্ত্রানয় মে ক্ষিপ্রং পুত্রমিত্যভ্যভাষত।
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতো রামং লক্ষ্মণমেব চ॥ ১২॥

অনুবাদ।

আকাশের ন্যায় অতি বিষদাত্মা রাজা, দুঃখিতমনে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, হে সুমন্ত্র। তুমি অতি সত্বর আমার যাবতীয় অন্তঃপুরিকা পত্নীগণকে এই স্থানে আনয়ন করহ॥ ৭॥ আমি সেই সকল পত্নীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীরামকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, সুমন্ত্র সারথি রাজার এই কথা শ্রবণ মাত্র অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৮॥ হে মাতরঃ রাজমহিষ্যঃ! আপনাদিগের প্রভু মহারাজা দশরথ অতিশয় কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন, আপনারা অবিলম্বে তাঁহার নিকট আগমন করুন্, সুমন্ত্র এই কথা বলিলে পর যাবতীয় রাজপত্নীরা দ্রুততর গমনে তথায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন॥ ৯॥ সাতশত পঞ্চাশৎ রূপবতী রাজরমণী সকলে মণিময় আভরণে বিভুষিতা স্বামীর অনুমতি অবগত হইয়া মহারাজাকে সন্দর্শন করিবার মানসে তাঁহার নিকট গমন করিলেন॥ ১০॥ যখন পতিকে দেখিবার জন্য সকল রাজমহিষী কৈকেয়ী সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং নৃপবর আপনার নিকট সমুদয় পত্নীগণ সমাগতা হইয়াছেন দেখিলেন॥ ১১॥ তখন সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, হে সুমন্ত্র! তুমি অতি সত্বর প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে আমার নিকট আনয়ন করহ, রাজাজ্ঞামতে সুমন্ত্র অবিলম্বে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে॥ ১২॥

প্রবেশয়ামাস গৃহং রাজ্ঞস্তাং চাপি মৈথিলীং।
দৃষ্ট্বৈব চ তমায়ান্তং দূরাদ্রামং কৃতাঞ্জলিং॥ ১৩॥
উৎপপাতাসনাদার্ত্তো রাজা স্ত্রীজনসংবৃতঃ।
আগচ্ছ পুত্র রামেতি পরিষ্বক্তুমুপাগতঃ॥ ১৪॥
অপ্রাপ্যৈব চ সম্ভ্রান্তঃ পপাত নৃপতিঃ সুতং।
সীদন্তং তং সমভ্যেত্য রামঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ॥ ১৫॥
অপ্রাপ্তমেব ধরণীং পরিগৃহ্যার্ত্তমানসঃ।
শনৈরুত্থাপ্য সংমূঢ়ং তস্মিন্নেবাসনে পুনঃ॥ ১৬॥
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চান্ববেশয়ৎ।
ব্যজনেনোপবেশ্যৈনং বীজয়ামাস মূর্চ্ছিতং॥ ১৭॥
ততঃ স্ত্রীণাং মহানাদঃ সংযজ্ঞে রাজবেশ্মনি।
মুহূর্ত্তাদিব তং রামো লব্ধসংজ্ঞং মহীপতিং॥ ১৮॥

অনুবাদ।

ও জানকীকে রাজভবনে লইয়া গেলেন, রাজা দশরথ দূর হইতে দেখিলেন যে শ্রীরাম কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপে আগমন করিতেছেন॥ ১৩ ॥ তখন রাজা দশরথ স্ত্রীবর্গে পরিবৃত ছিলেন, রামকে আগমন করিতে দেখিয়া অতি কাতর হইয়া সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং আলিঙ্গন করিবার মানসে সমাগত রঘুনাথকে বলিলেন হা পুত্র! এস এস আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিব॥ ১৪ ॥ রাজা দশরথ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া নিকটে না পাইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন, শ্রীরামচন্দ্র ভূতলে পতিত হইতেছেন পিতাকে অবসন্ন দেখিয়া সসম্ভ্রমে ত্বরিত গমনে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন॥ ১৫ ॥ এবং পিতা ভূমিতে পতিত হইতে না হইতে শ্রীরাম অতি সম্ভ্রান্ত মানসে তাঁহাকে ধারণ করিয়া অচেতনাবস্থাতেই অল্পে অল্পে পুনর্ব্বার সেই আসনেই লক্ষ্মণও সীতার সহিত ধরিয়া উপবিষ্ট করাইলেন॥ ১৬ ॥ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে মূর্চ্ছিত মহারাজার পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া হস্তে ব্যজন দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক রাজাকে বীজন করিতে লাগিলেন॥ ১৭ ॥ রাজভবনে তখন স্ত্রীলোকদিগের ক্রন্দনে সুমহান কলরব সমুদিত হইল, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে রাজা চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে পর শ্রীরাম প্রাঞ্জলিহস্তে শোকসাগরে নিমগ্ন পিতা মহারাজকে বলিতে লাগিলেন॥ ১৮ ॥

উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা শোকার্ণবপরিপ্লুতং।
আপৃচ্ছে ত্বাং মহারাজ ঈশ্বরোহসি হি নঃ প্রভো ॥ ১৯ ॥
প্রস্থিতং বনবাসায় সম্পশ্য কুশলেন মাং।
লক্ষ্মণঞ্চানুজানীহি বৈদেহীঞ্চ মহীপতে ॥ ২০ ॥
নিবর্ত্ত্যমানাবপি হি ন নিবৃত্তাবিমৌ ময়া।
অতো নো বনবাসায় গমনে কৃতনিশ্চয়ান্ ॥ ২১ ॥
লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ সমনুজ্ঞাতুমর্হসি।
অনুজ্ঞাকাঙ্ক্ষিণং রামমিতি জ্ঞাত্বা মহীপতিঃ ॥ ২২ ॥
উবাচ প্রেক্ষ্য দীনাত্মা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
বরপ্রদানাৎ কৈকেয্যাঃ পুরাহং রাম বঞ্চিতঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র নৃপবর দশরথকে বলিতে লাগিলেন হে প্রভো হে তাতঃ হে মহারাজ! আপনি আমাদিগের ঈশ্বর, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ১৯ ॥ হে পিতঃ! আমি আপনার অনুমতিক্রমে বনবাসে গমন করিব নিশ্চয় করিয়াছি, আপনি সকরুণ নয়নে আমার প্রতি একবার নিরীক্ষণ করুন, হে মহীপতে! অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও মমভার্য্যা বিদেহ নন্দিনীও আমার সহিত অনুগমন করিবেন অবধারণ করিয়াছেন ইহা জানিয়া আপনি তাহাদিগকেও অবলোকন করুন্ ॥ ২০ ॥ আমি ইহাদিগকে অশেষ বিধ উপদেশ দিয়া নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহারা কোন মতেই নিবৃত্ত হইলেন না, সুতরাং আমরা সকলেই বনবাস গমনের অবধারণা করিয়াছি ॥ ২১ ॥ হে পিতঃ! আপনি লক্ষ্মণকে ও আমাকে এবং সীতাকে বন গমনের অনুজ্ঞা প্রদান করেন, রাজা দশরথ শ্রীরাম বন গমনের নিমিত্ত আমার অনুজ্ঞাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন জানিয়া ॥ ২২ ॥ রাজা দশরথ শ্রীরামকে দেখিয়া দুঃখিতের ন্যায় সজল নয়ন হইয়া, বলিতে লাগিলেন, হে রাম! আমি পূর্ব্বে কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিব এই প্রতিশ্রুত থাকাতেই এখন বঞ্চিত হইলাম ॥ ২৩ ॥

তস্মান্নিগৃহ্য মাং মূঢ়ং রাজা ভবিতুমর্হসি।
এবমুক্তো নৃপতিনা রামো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ॥ ২৪ ॥
পিতরং প্রণিপত্যেদ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
ভবান্ পিতা গুরুশ্চৈব রাজা ভর্ত্তা প্রভুশ্চ মে ॥ ২৫ ॥
দৈবতং পূজনীয়শ্চ গরীয়ান্ ধর্ম্ম এব চ।
ভবন্নিযোগে স্থাতব্যং ময়া রাজন্ প্রসীদ মে ॥ ২৬ ॥
ন নিবর্ত্তয়িতব্যোঽহং ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ।
রাজা বর্ষসহস্রায়ুর্ভবানেবাস্তু নঃ প্রভুঃ ॥ ২৭ ॥২৭ ॥
যথা ত্বয়া প্রতিজ্ঞাতং কৈকেয্যাস্তৎ তথা কুরু।
ত্বাঞ্চ কৃত্বাহমনৃতং রাজ্যমিচ্ছেয়মিত্যুত ॥ ২৮ ॥
ত্রৈলোক্যস্যাপি কৃৎস্নস্য ন স কালো ভবিষ্যতি।
শ্রুত্বা তু বচনং রামাৎ সত্যপাশসিতো নৃপঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।

যাহা হউক এক্ষণে যেমন আমি মহামূঢ়ের ন্যায় কর্ম্ম করিয়া মূঢ়পদের বাচ্য হইয়াছি, অতএব রাম তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র অদ্য আমাকে তেমনি নিগ্রহ করিয়া রাজা হও। রাজা দশরথ এই বাক্য বলিলে পর ধার্ম্মিকবর শ্রীরাম পিতাকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুট হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আপনি আমার পিতা ও গুরু এবং রাজা ও পালয়িতা প্রভু॥ ২৫ ॥ এবং আমার সাক্ষাৎ দেবতা পূজনীয় গুরুতর পরম ধর্ম্ম, অতএব হে রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন্ আপনি আমাকে যাহাতে নিযুক্ত করিয়াছেন আমার সেই নিয়োগেই থাকা কর্ত্তব্য অর্থাৎ আমি অবশ্য আপনার আজ্ঞাতেই অবস্থান করিব॥ ২৬ ॥ আপনি সত্য প্রতিজ্ঞ হউন্, আমাকে আর নিবর্ত্ত করিবেন না, সহস্র বৎসর আপনার পরমায়ু দীর্ঘজীবী ও ভূস্বামী অতএব আপনি আরো দীর্ঘজীবি হইয়া থাকুন্, যেহেতু আমার সর্ব্বোতোভাবে আপনি প্রভু॥ ২৭ ॥ আপনি কৈকেয়ীর নিকট যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন্, আমি কি আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়া রাজ্যভার গ্রহণের ইচ্ছা করিব? ইহাও কি সম্ভবিত হইতে পারে?॥ ২৮ ॥ সমুদয় ত্রিলোক মধ্যেও যেন এমন কাল না হয়, সত্য পাশে পাশিত রাজা দশরথ শ্রীরামের মুখে হইতে এই কথা শ্রবণ করিলেন॥ ২৯ ॥

উবাচ করুণং বাক্যং বাষ্পগদ্গদয়া গিরা।
নিশ্চিতং যদি তে রাম মৎপ্রিয়ার্থমিতো বনং॥ ৩০॥
গন্তুং পুরাদিতঃ পুত্র ততো গচ্ছ ময়া সহ।
ন হি ত্বয়া বিরহিতো রাম জীবিতুমুৎসহে॥ ৩১॥
ত্বয়া ময়া বিরহিতে রাজাস্তু ভরতঃ পুরে।
ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং রামো বচনমব্রবীৎ॥ ৩২॥
নার্হসি ত্বমিতো গন্তুং ময়া সহ বনং প্রভো।
নানুবৃত্তিস্ত্বয়া কার্য্যা মম রাজন্ কথঞ্চন॥ ৩৩॥
প্রসীদ তাত ধর্ম্মেণ যোক্তুমর্হতি নো ভবান্।
সত্যপ্রতিজ্ঞমাত্মানং কর্ত্তুমর্হসি মানদ॥ ৩৪॥
স্বধর্ম্মং স্মারয়ামি ত্বাং রাজন্ নোপদিশামি তে।
স্বধর্ম্মতোহদ্য মৎস্নেহান্ন ত্বঞ্চলিতুমর্হসি॥ ৩৫॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গদগদ স্বরে সকরুণ বচনে বলিলেন হে রাম! আমার প্রিয় সাধন জন্য যদি এখান হইতে তোমার বনগমনই নিশ্চয় হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ তবে আমি অযোধ্যায় কি করিব, হে পুত্র! এই পুরী হইতে আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তুমি বন গমন কর, হে রাম! তোমার বিরহে যে আমি জীবিত থাকিব কোনমতেই ইহার সম্ভাবনা নাই॥ ৩১ ॥ চল তোমায় আমায় অযোধ্যানগর হইতে বাহির হইয়া যাই, আমরা গেলে পর ভরত অযোধ্যাপুরে রাজা হইয়া থাকুক, মহারাজা এই কথা বলিলে পর রাম বলিলেন॥ ৩২ ॥ হে প্রভো। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত বনে যাওয়া আপনার কোনমতেই সম্ভবিতে পারে না, যেহেতু আপনি আমার প্রভু, আমার অনুবৃত্তি করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে॥ ৩৩ ॥ হে পিতঃ হে মানদ! আপনি প্রসন্ন হউন্, আমাদিগকে পিতৃ সত্য পালন রূপ ধর্ম্মে নিযুক্ত করিবার যোগ্য হউন্, এবং আপনাকেও সত্য প্রতিজ্ঞ করিতে যত্ন করুন্॥ ৩৪ ॥ হে মহারাজ! আমি আপনাকে স্বধর্ম্ম স্মরণ করাইয়াদিতেছি, কিন্তু আপনাকে উপদেশ করিতেছি না, আমার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ আছে বলিয়া মৎ স্নেহানুরোধে স্বধর্ম্ম হইতে কদাচ বিচলিত হইবেন না॥ ৩৫ ।

এবমুক্তো দশরথো রামং বচনমব্রবীৎ।
কীর্ত্তিমায়ুর্বলং শৌর্য্যং ধর্ম্মং চাপ্নুহি শাশ্বতং॥ ৩৬॥
যশসো বৃদ্ধয়ে ভুয়ঃ পুনরাগমনায় চ।
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং মৎসত্যং পরিপালয়ন্॥ ৩৭॥
ইমাং তু রজনীমেকামিহ ত্বং বস্তুমর্হসি।
অদ্য ভুক্ত্বা ময়া সার্দ্ধং ভোগানিষ্টান্ ধনানি চ॥ ৩৮॥
সমাশ্বাস্য সুদুঃখার্ত্তাং মাতরঞ্চ গমিষ্যসি।
ইতি রামো বচঃ শ্রুত্বা পিতুরার্ত্তস্য ধীমতঃ॥ ৩৯॥
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাজানং শোকবিহ্বলং।
সমুৎসৃজ্য সুখং ভুয়ো নানুবর্ত্তিতুমুৎসহে॥ ৪০॥
যানদ্য ভোগান্ প্রাপ্স্যামি কো মে শ্বস্তান্ প্রদাস্যতি।
তস্মাদ্গমনমেবাহং বৃণোমি ন নিবর্ত্তনং॥ ৪১॥

অনুবাদ।

রামচন্দ্র পিতাকে এই কথা বলিলে পর রাজা বলিলেন, রে বৎস। তুমি সর্ব্বদা কীর্ত্তি আয়ু শৌর্য্য বীর্য্য ও ধর্ম্ম লাভ কর॥ ৩৬॥ হে রঘুনাথ। তুমি আমার সত্য প্রতিপালন জন্য যত্ন করিতেছ অতএব তোমার যশোবৃদ্ধি ও পুনরাগমন জন্য পদবী কল্যাণ দায়িনী হউক, অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে গমন কর এবং নিরাপদে পুনরাগমন করিহ॥ ৩৭॥ হে রাম! গমন কর কিন্তু আজিকার এই যামিনী তুমি এখানে থাকিয়া আমার সহিত অশেষ বিধ ভোজ্য ও নানা সম্পত্তি ভোগ করিয়া॥ ৩৮॥ এবং তোমার জননী অতিশয় কাতরা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কল্য গমন করিহ। শ্রীরাম অতি বিচক্ষণ পিতার এই কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া॥ ৩৯॥ প্রাঞ্জলি হস্ত হইয়া শোক কাতর নৃপবরকে বলিলেন মহারাজ! আমি সুখ সেবা পরিত্যাগ করিয়াছি, আর আমাকে পুনর্ব্বার সুখের অনুবর্ত্তী হইতে অনুমতি করিবেন না॥ ৪০॥ হে পিতঃ! অদ্য আমি যে সকল ভোগ্য ভোজ্য প্রাপ্ত হইব, কল্য আমাকে সে সকল ভোগকে প্রদান করিবে, অতএব আমি কেবল বন গমনই গণনা করিয়া ব্রত হইতেছি, অর্থাৎ আপনার নিকট বন গমনে অনিবর্ত্তন রূপ বর যাচ্ঞা করিতেছি॥ ৪১॥

ধনরত্নাচিতা ভূমিরিয়ং সদ্রব্যসঞ্চয়া।
সহস্ত্যশ্বরথগ্রামা ভরতায় প্রদীয়তাং॥ ৪২॥
ত্যজেয়ং দয়িতান্ প্রাণানিষ্টান্ ভোগান্ ধনানিচ।
ভবন্তমনৃতং কর্ত্তুং ন ত্বিচ্ছেয়ং কথঞ্চন॥ ৪৩॥
অপগচ্ছতু তে দুঃখং নৃপতে মদ্বিয়োগজং।
ক্ষুভ্যন্তি ত্বদ্বিধা নৈব সাধবঃ সাগরোপমাঃ॥ ৪৪॥
ন রাজ্যপ্রাপ্তিমিচ্ছামি ন সুখানি মহীপতে।
ত্বৎপ্রতিজ্ঞাতমিচ্ছামি কর্ত্তুং সত্যং প্রশাধি মাং॥ ৪৫॥
অনুজানীহি মাং শীঘ্রং বনবাসকৃতোদ্যমং।
অনুগ্রহং পরং মন্যে ত্বৎসত্যপরিপালনং॥ ৪৬॥
ইয়ং সরাষ্ট্রা সপুরা চ মেদিনী ময়া নিসৃষ্টা ভরতায় দীয়তাং।
অহঞ্চ সত্যং ভবতোহনুপালয়ন বনং গমিষ্যামি তপো নিষেবিতুং।৪৭।

অনুবাদ।

হে তাতঃ! নানা সম্পত্তি ও বিবিধ রত্ন পরিপূর্ণ দ্রব্য সমূহে বিভূষিতা ও হস্ত্যশ্ব রথে সুশোভিতা এবং গ্রাম ও নগরে পরিবৃতা এই পৃথিবী ভরতকে প্রদান করুন্॥ ৪২ ॥ হে জনক! আমি প্রিয়তম প্রাণ ও অভিমত ভোগ এবং বিবিধ সম্পত্তি সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারিব, কিন্তু আপনাকে মিথ্যাবাদী করিতে কোনমতেই ইচ্ছা করিতে পারি না॥ ৪৩॥ হে রাজন্! আমার বিয়োগ জন্য দুঃখে আপনি অভিভূত হইবেন না, কেননা ভবাদৃশ মহানুভাবেরা সাগরের ন্যায় অক্ষোভ্য অর্থাৎ কিছুতেই ক্ষুভিত হয়েন না॥ ৪৪ ॥ হে মহীপাল! আমি রাজ্যলাভও ইচ্ছা করি না, ও সুখসম্পত্তিও অভিলাষ করি না, কেবল আপনার প্রতিজ্ঞাত সত্য প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন্॥ ৪৫ ॥ হে পিতঃ! আমি বনবাস গমনে উদ্যুক্ত হইয়াছি আপনি আমাকে শীঘ্র অনুমতি করুন্, আমি আপনার সত্য প্রতিপালনকেই উৎকৃষ্ট অনুগ্রহ এক্ষণে বোধ করিতেছি॥ ৪৬॥ হে তাতঃ! অশেষ জনপদ পরিপূর্ণ ও নানা নগর সুশোভিত মেদিনীমণ্ডল আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, আপনি এ সমস্তই ভরতকে প্রদান করুন্, আমি কেবল আপনার সত্য প্রতিপালন জন্য তপস্যা করিবার মানসে বনে গমন করিব॥ ৪৭ ॥

ময়াভিসৃষ্টাং ভরতো মহীমিমাং সগণ্ডশৈলাং সপুরীং সকাননাং।
শিবাং সুসীমামনুশাস্তু বীর্য্যবাং স্তয়া যদুক্তং নৃপতে তথাস্তু তৎ। ৪৮।
তথা ন মে পার্থিব ধীয়তে মনো মহৎস্বপি প্রাতিসুখেষু বর্ত্তিতুং।
যথা নিদেশে তব শিষ্টসম্মতে ব্যপৈতু দুঃখং তব মদ্বিয়োগজং। ৪৯।
ইদং হি নৈবানঘ রাজ্যগব্যয়ং ন চাপি ভোগান্ ন সুখানি কাময়ে।
ন জীবিতং ত্বামনৃতেন যোজয়ন্ বৃণোমি রাজন্ সুকৃতেন তে শপে।৫০।
ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনে নিবৎস্যামি সুখা গতজ্বরো ব্যপৈতু দুঃখং তব মদ্বিয়োগজং। ৫১।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথাশ্বাসনং নাম
পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

হে মহারাজ! আমি পৃথিবীর লালসা পরিত্যাগ করিয়াছি, আমা কর্ত্তৃক অভিসৃষ্টা গণ্ডশৈলের সহিত ও নগরের সহিত ও কাননের সহিত শুভদায়িনী সীমাবদ্ধা সসাগরা ধরণীকে এক্ষণে ভরত শাসন করুক, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই রক্ষা হউক্॥ ৪৮ ॥ হে ভূপাল! অত্যুদার প্রীতি সুখে অবস্থান করিতে আমার মন তাদৃশ সুস্থ হইতেছে না, শিষ্ট সংপ্রদায় প্রশংসিত আপনার আদেশে অবস্থান করিয়া মন যেমন সুখী হইতেছে, কিন্তু এক্ষণে আমার বিয়োগ জন্য দুঃখ আপনার মন হইতে দূরীকৃত হউক্॥ ৪৯ ॥ হে নিষ্পাপ! এই অক্ষয় রাজ্যভার, ও অশেষবিধ ভোগ ও নানাপ্রকার সুখ আমি কিছুই কামনা করি না, এবং আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়া জীবিত থাকিতেও প্রার্থনা করি না, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আপনার নিকট শপথ করিতেছি॥ ৫০ ॥ হে পিতঃ! আমি বনে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, ও পর্ব্বত নদী ও সরোবর সকল সন্দর্শন করিয়া সুস্থশরীরে পরমসুখে বনমধ্যে অবস্থান করিব, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে আমার বিয়োগ জন্য দুঃখ আপনার চিত্তকে যেন আবৃত করিতে না পারে॥ ৫১ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথের আশ্বাসন নামে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপন॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ সুমন্ত্রং নৃপতিঃ পীড়িতঃ স্বপ্রতিজ্ঞয়া।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য শশাসাহূয় মন্ত্রিণং ॥ ১ ॥
চতুরঙ্গবলং ভূরি শস্ত্রাবরণসংবৃতং।
রাঘবস্যানুযাত্রার্থং ক্ষিপ্রমেবোপকল্প্যতাং ॥ ২ ॥
রূপযৌবনশালিন্যো বিলাসিন্যো মহাধনাঃ।
অনুযান্তু কুমারস্য রত্যর্থং রুচিরাননাঃ ॥ ৩ ॥
সুহৃদো যেহনুরক্তাশ্চ রামং রাজীবলোচনং।
তে চৈনমনুগচ্ছন্তু সম্বিভক্তা মহাধনৈঃ ॥ ৪ ॥
কোষাধ্যক্ষাশ্চ যে সর্ব্বে কোষমাদায় সর্ব্বশঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তু রামং রাজীবলোচনং ॥ ৫ ॥
মৃগয়াং বিহরন্ ভোগান্ ভুঞ্জানশ্চাপ্যভীপ্সিতান্।
বনেম্বপি বসন্ রামো ভোক্তা রাজ্যসুখানি বৈ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর নৃপবর দশরথ কেবল আপনার প্রতিজ্ঞা বচনে ব্যাকুলিত মনে অত্যুষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ মন্ত্রি প্রধান সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন ॥ ১ ॥ হে সুমন্ত্র! রঘুনাথের অনুগমনের জন্য বর্ম্মিত দেহ অস্ত্র শস্ত্রধারী চতুরঙ্গ বল অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে অনুমতি কর ॥ ২ ॥ আঢ্যবংশীয় রূপ যৌবনশালিনী বিমল নয়না বিলাসিনীগণকে রঘুনাথের রঞ্জনার্থে সেবা করিবার জন্য অনুগমনের আদেশ করহ ॥ ৩ ॥ যে সকল বন্ধুবান্ধব অথবা অনুগত জন আছেন, তাঁহাদিগকে উপজীবিকার জন্য অশেষ সম্পত্তি প্রদান করিয়া আমার পদ্মপলাশলোচন রামের সহিত অনুগমন করিতে আদেশ কর, তাহারা আর এখানে থাকিয়া কি করিবে? ॥ ৪ ॥ কোষাধ্যক্ষদিগকে এই কথা বল, যে তাহারা যাবতীয় সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমার কমল নয়ন প্রিয় সন্তান রামের সমভিব্যারে অনুগমন করুক্ ॥ ৫ ॥ এমনি আয়োজন করিয়া দাও যে শ্রীরাম অরণ্যমধ্যে অবস্থান করতঃ মৃগয়া বিহার, ও বিবিধ মনোমত ভোজ্য ও ভোগ্য সম্ভোগ করিয়া যেন রাজবৎ সুখে কালযাপন করিতে পারেন ॥ ৬ ॥

যাবন্মে বিভবঃ কশ্চিদ্যাবদস্ত্যুপজীবনং।
অশেষেণৈব তৎ সর্ব্বং রামমেবানুগচ্ছতু ॥ ৭ ॥
দদন্ দানানি তীর্থেষু বিসৃজংশ্চ ধনানি বৈ।
রামোঽয়ং বনবাসেঽপি রাজ্যধর্ম্মং সমশ্নুতাং ॥ ৮ ॥
ভরতোঽপ্যুদ্ধৃতধনামযোধ্যাং পালয়ত্বিমাং।
সর্ব্বকামৈঃ পুনঃ শ্রীমান্ রামঃ সংসিধ্যতাং বনে ॥ ৯ ॥
ব্রুবত্যেবং দশরথে কৈকেয়ীং ভয়মস্পৃশৎ।
আস্যং শুশোষ চৈবাস্যাঃ স্বরশ্চৈব ব্যভিদ্যত ॥ ১০ ॥
সা বিবর্ণমুখা দীনা ততো রাজানমব্রবীৎ।
সংরম্ভামর্ষতাম্রাক্ষী ক্রোধসংরক্তলোচনা ॥ ১১ ॥
হৃতসারমিদং রাজ্যং পীতমণ্ডাং যথা সুরাং।
দত্ত্বাপ্যশ্রদ্ধয়া মে ত্বং ভবিষ্যস্যনৃতী নৃপ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে ও যে কেহ উপজীবী আছে নিঃশেষে সে সকল শ্রীরামের সমভিব্যাহারে অনুগত হউক্ ॥ ৭ ॥ রামচন্দ্র বনবাসে থাকিয়াও তীর্থস্থানে নানা ধন প্রদান করুন্, দীনদুঃখী অনাথদিগকে প্রার্থনানুরূপ ধন দান করুন্, ফলতঃ অরণ্যেও যেন রাম রাজধর্ম্মের ন্যায় সুখভোগী হয়েন ॥ ৮ ॥ অযোধ্যাকে সম্পত্তি হীনা করিয়া দাও, ভরত রাজা হইয়া ইহার প্রতিপালন করুক্, এবং বনে থাকিয়াও শ্রীমান্ শ্রীরামচন্দ্র সকল কামনায় পরিপূর্ণ হইয়া মনের সুখে অবস্থান করুন্ ॥ ৯ ॥ রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলে পর কৈকেয়ীর মনে অতিশয় শঙ্কা জন্মিল, তখন তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, ও কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া গেল ॥ ১০ ॥ অনন্তর কৈকেয়ী বিবর্ণমুখে দীনবচনে রাজা দশরথকে বলিতে লাগিলেন, ক্রোধে তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইল ॥ ১১ ॥ কৈকেয়ী নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন মহারাজ! মণ্ডপান করিলে সুরার যে রূপ অবস্থা হয় তাহার ন্যায় রাজ্যের সারাংশ গ্রহণপূর্ব্বক অশ্রদ্ধায় যদি এই রাজ্য আমাকে প্রদান করেন তবে রাজ্য দিয়াও আমার নিকট আপনাকে মিথ্যাবাদী হইতে হইবে ! ॥ ১২ ॥

এবং নৃশংসয়া ভূয়ো বাক্‌শরৈরভিতাড়িতঃ।
কৈকেয্যা দুঃখিতো রাজা তামিদং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৩॥
বহন্তং মাং ধুরং গুর্ব্বীমসহ্যাং সাধুগর্হিতে।
নৃশংসে কিন্নু তুদসি বাক্‌প্রতোদৈঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১৪॥
এবং ব্রুবন্তং রাজানং কৈকেয়ী পুনরব্রবীৎ।
পাপস্বভাববচনং পরুষং ঘোরনিশ্চয়া॥ ১৫॥
তবৈব পূর্ব্বঃ সগরো জ্যেষ্ঠং পুত্রং কিলাত্যজৎ।
অসমঞ্জসমব্যগ্রস্তথা ত্বং রাঘবং ত্যজ॥ ১৬॥
এবমুক্তো ধিগিত্যুক্ত্বা রাজা দশরথস্তদা।
দধ্যৌ ব্রীড়ান্বিতঃ কিঞ্চিৎ শিরঃ সঙ্কম্পয়ন্নিব॥ ১৭॥
ততো বৃদ্ধো মহামাত্যঃ সিদ্ধার্থো নাম বিশ্রুতঃ।
ভৃশং বহুমতো রাজ্ঞঃ কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ নিষ্ঠুর স্বভাবা কৈকেয়ীর এই রূপ বাক্যবাণে আঘাতিত যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া সেই পাপীয়সীকে এই কথা বলিলেন॥ ১৩ ॥ হে সজ্জন বিনিন্দিতে নিষ্ঠুরে কৈকেয়ি! এই সসাগরা ধরামণ্ডলের গুরুতর ভার, যাহা অন্যে কোনমতেই সহ্য করিতে পারে না, আমি তাহা বহন করিতেছি, তাহার উপর তুমি আবার বার বার আমাকে বচনরূপ কশাঘাত দ্বারা কেন বেদনা দিতেছ॥ ১৪ ॥ রাজা এই প্রকার বলিতে লাগিলেন, দুরাচারা ক্রূরাশয়া কৈকেয়ী তাহা শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে পুনর্ব্বার আপনার পাপ স্বভাবের অনুরূপ নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন॥ ১৫ ॥ হে মহারাজ! পূর্ব্বকালে আপনার পূর্ব্বপুরুষ সগর মহাশয়, অকাতর মনে যেমন আপন জ্যেষ্ঠ সন্তান অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করহ॥ ১৬ ॥ কৈকেয়ী এই কথা বলিলে পর রাজা দশরথ ধিক্ থাকুক বলিয়া যথোচিত লজ্জিত হইলেন, এবং মস্তক কিঞ্চিৎ কম্পিত করিয়া মৌনী হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ১৭ ॥ অনন্তর অতি প্রাচীন সুবিখ্যাত রাজার অত্যন্ত প্রিয়তম প্রধান অমাত্য সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে এই কথা বলিলেন॥ ১৮॥

পুরাসমঞ্জসং দেবি সগরঃ পৃথিবীপতিঃ।
হেতুনা ত্যক্তবান্ যেন ব্রুবতস্তন্নিবোধ মে॥ ১৯॥
অসমঞ্জাঃ কিলাদায় পৌরাণাং দারকান্ গলে।
শরয্বা অপ্সু চিক্ষেপ দৌঃশীল্যাদিতি নঃ শ্রুতং॥ ২০॥
তেন বিপ্রকৃতাঃ ক্রুদ্ধাঃ পৌরা রাজানমব্রুবন্।
অসমঞ্জসমেকং বা ত্যজাস্মান্ বা মহীপতে॥ ২১॥
তানুবাচ ততো রাজা কিং কারণমিতি প্রভুঃ।
তং তদা রুষিতাঃ পৌরাস্তত্র রাজানমব্রুবন্॥ ২২॥
পুত্রস্তবৈষ দৌঃশীল্যাদস্মাকং কিল দারকান্।
গলে ক্রোশত আদায় শরয্বাং ক্ষিপতি স্বয়ং॥ ২৩॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা পৌরাণাং সগরো নৃপঃ।
তত্যাজ পতিতং পুত্রং তেষাং বৈ প্রিয়কাম্যয়া॥ ২৪॥

অনুবাদ।

হে দেবি! পূর্ব্বকালে অসমঞ্জা নামে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে সগর রাজা যে কারণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ করহ॥ ১৯॥ আমারদিগের শুনা আছে যে অসমঞ্জা অতিশয় দুঃশীল ও দুর্ব্বিনীত ছিলেন, তিনি বলপূর্ব্বক পুরবাসিদিগের বালকগণের গলদেশে ধারণ করতঃ শরযূর জলে নিক্ষেপ করিতেন॥ ২০॥ প্রজাদিগের প্রতি এইরূপ অসমঞ্জা অত্যাচার করিলে পর সমস্ত প্রজাগণ একত্রিত হইয়া ক্রোধভরে মহারাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! আপনি এক অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করুন, না হয় আমাদিগের সকলকেই পরিত্যাগ করুন॥ ২১॥ এই কথা শ্রবণে যখন নৃপবর তাহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পৌরেরা রোষভরে নৃপগোচরে নিবেদন করিল॥ ২২॥ হে ভূপাল! আপনার দুর্ব্বিনীত অসমঞ্জা পুত্রের দৌরাত্ম্যের কথা কি বলিব, ইনি আমাদিগের সন্তানগণের গল দেশ ধারণ করিয়া প্রহার করে তাহাতে তাহারা চীৎকার করিতে থাকে তথাপি পরিত্যাগ না করিয়া অমনি শরযূর জলে নিক্ষেপ করেন॥ ২৩॥ সগররাজা পুরবাসি প্রজাদিগের এই কথা শ্রবণ মাত্র অতি মাত্র দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রকে পতিত বোধে প্রজাদিগের হিত সাধন জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন॥ ২৪॥

অনীতমেবং নৃপতিঃ সগরস্ত্যক্তবান্ সুতং।
গুণবন্তং সুতং রাজা রামং ত্যক্ষ্যত্যয়ং কথং ॥ ২৫ ॥
ইতি সিদ্ধার্থবচনং শ্রুত্বা দশরথো নৃপঃ।
শোকব্যাকুলয়া বাচা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥
অনুব্রজামি স্বয়মেব রামং
রাজ্যং পরিত্যজ্য সুখানি চৈব।
ত্বমপ্যনার্য্যে ভরতেন সার্দ্ধম্
এতৎ সুখং ভুঙ্ক্ষ চিরায় রাষ্ট্রং ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সিদ্ধার্থবাক্যং নাম
ষটত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ।

ইহা নীতিসিদ্ধ অবশ্য বলিতে হইবে এতাদৃশ অবিনীত দুষ্ট পুত্রকে পরিত্যাগ করা নৃপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং সগর অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বল দেখি রাজা দশরথ কি জন্য অকারণে এই গুণবান সন্তান শ্রীরামকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২৫ ॥ রাজা দশরথ এই সিদ্ধার্থের সমুচিত বচন শ্রবণে শোকে বিহ্বল হইয়া কৈকেয়ীকে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ রে অপ্রিয় কারিণি! আমি সমস্ত সাম্রাজ্য ও সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করিব, তুমি চিরকালের মত ভরতের সহিত পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিহ ॥ ২৭ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা কাণ্ডে
সিদ্ধার্থোপদেশ নামে ষটত্রিংশ সর্গ সমাপন। ৩৬

——০০——

সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা পিতুর্দ্দশরথস্য চ।
অন্বভাষত ধর্ম্মাত্মা রামস্তত্র মহাযশাঃ॥ ১॥
ত্যক্তসর্ব্বস্বভোগস্য বন্যাহারনিষেবিণঃ।
অনুযাত্রেণ মে রাজন্ কিং কার্য্যং বিজনে বনে॥ ২॥
যো হি হিত্বা দ্বিপশ্রেষ্ঠং গজকক্ষাং বহেন্নৃপ।
কিং কার্য্যং কক্ষয়া তস্য ত্যজতঃ কুঞ্জরোত্তমং॥ ৩॥
তথা মম বিমুক্তস্য ধ্বজিন্যা কিং প্রয়োজনং।
সর্ব্বমেবানুজানামি চীরাণ্যেব তু কেবলং॥ ৪॥
খনিত্রপিটকে চোভে সশিক্যে বরয়ে নৃপ।
চতুর্দ্দশ চ বর্ষাণি বনে বৎস্যামি নির্জ্জনে॥ ৫॥
অথ চীরাণি কৈকেয়ী স্বয়মাহৃত্য রাঘবং।
উবাচ পরিধৎস্বেতি নির্লজ্জা জনসংসদি॥ ৬॥

অনুবাদ।

পরম ধার্ম্মিক যশস্বী রামচন্দ্র কৈকেয়ীর ও জনকের পরস্পর বচন শ্রবণ করিয়া বিনম্র বচনে রাজাকে বলিলেন॥ ১॥ হে মহারাজ! আমি সমস্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করিলাম, এখন বন্য ফলমূল ভোজনেই কালযাপন করিব, অতএব আমার বিজন বনে অনুচর লোক জনের প্রয়োজন কি?॥ ২॥ হে নৃপতে! যে ব্যক্তি মাতঙ্গ পতিকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার গজকক্ষা বহনের ফল কি? অর্থাৎ কুঞ্জর ত্যাগী জনের অঙ্কুশ দ্বারা আর কি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে॥ ৩॥ তদ্রূপ আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, আবার আমার রক্ষার্থে সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন কি? আমি সম্যক্রূপে জানিতেছি যে তাহাদিগকে আমার প্রয়োজন নাই, কেবল আপনার নিকট আমি এই প্রার্থনা করিতেছি, যে কাষায় বস্ত্র খণ্ড ও এক খানি খনিত্র, ও শিকা বিশিষ্ট একটী পেটক আমাকে প্রদান করুন্ এই গুলি লইয়া আমি চতুর্দ্দশ বৎসর নির্জ্জন বনে অবস্থান করিব॥ ৪॥ ৫॥ অনন্তর নির্লজ্জা কৈকেয়ী জন সমাকীর্ণ রাজ সভায় কয়েকখানি খণ্ড বস্ত্র আনয়ন করিয়া অক্ষোভে রামচন্দ্রকে বলিলেন হে রাম! তুমি এই বস্ত্র খণ্ড দ্বয় পরিধান করহ॥

প্রতিগৃহ্য চ তে চীরে কৈকেয্যা হস্ততস্ততঃ।
বিহায় বাসসী সূক্ষ্মে রামঃ পরিদধে স্বয়ং ॥ ৭ ॥
অন্বেবং লক্ষ্মণশ্চাপি বিহায় বসনে শুভে।
চীরে পরিদধে বীরস্তথৈব পিতুরগ্রতঃ ॥ ৮ ॥
অথাত্মপরিধানায় পীতকৌশেয়বাসিনী।
দৃষ্ট্বা সমুদ্যতে চীরে কৈকেয্যা জনকাত্মজা ॥ ৯ ॥
লজ্জমানা স্থিতা পার্শ্বে রামস্য শুভদর্শনা।
জগ্রাহ ভৃশমুদ্বিগ্না মৃগী দৃষ্ট্বেব বাগুরাং ॥ ১০ ॥
পরিগৃহ্য চ তে চীরে সীতা সাস্রাবিলেক্ষণা।
গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিমং ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
আর্য্যপুত্র কথং চীরমহং বধ্নামি শংস মে।
ইত্যুক্ত্বা চীরমেকং সা স্বস্মিন্ স্কন্ধে সমাসজৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

এই কথা বলিলে পর শ্রীরাম স্বয়ং কৈকেয়ীর হস্ত হইতে দুই খণ্ড বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরিহিত সূক্ষ্ম বসন ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিধান করিলেন ॥ ৭ ॥ তাহার পর লক্ষ্মণ যে দুই খানি উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া পিতার সমক্ষেতেই রামানুরূপ দুই খণ্ড কৌপীন গ্রহণ পূর্ব্বক পরিধান করিলেন ॥ ৮ ॥ জনকনন্দিনী এক খানি পীতবর্ণের পট্টবসন পরিধান করিয়াছিলেন, দেখিলেন কৈকেয়ীর আমার পরিধানের জন্য দুই খানি বস্ত্র খণ্ড প্রদানার্থ সম্যক্ উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥ পরমা সুন্দরী সীতাদেবী স্বামীর বাম পার্শ্বে অবস্থিতা তাহা দেখিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইলেন, মৃগী যেরূপ বাগুরা অর্থাৎ মৃগবন্ধন পাশ দর্শন করিলে উদ্বিগ্না হয় সীতাও সেইরূপ চীরবসন দেখিয়া উদ্বেগযুক্তা হইলেন, অর্থাৎ দুই খণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্রে কি রূপে শরীর আচ্ছাদন করিবেন, ইহা ভাবিয়া অনেক চিন্তিয়া পরিশেষে কৈকেয়ীর হস্ত হইতে চীর গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥ জনক দুহিতা দুই খণ্ড বস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া সজল নয়না হইয়া গন্ধর্ব্ব রাজ সদৃশ আপন পতি রামকে এই কথা বলিলেন ॥ ১১ ॥ হে স্বামিন্! আমি কি রূপে এই বস্ত্র খণ্ড পরিধান করিব তাহা বল, এই কথা বলিয়া তাহার একখণ্ড আপনার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২ ॥

দ্বিতীয়ঞ্চ পরিদধ্যৌ চীরমাদায় মৈথিলী।
চীরস্যাকুশলা দেবী সম্যগ্নিবসনে শুভা ॥ ১৩ ॥
তাঞ্চীরবসনাং দৃষ্ট্বা ভর্ত্তৃনাথামনাথবৎ।
প্রচুক্রুশুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা ধিগ্ধিগিত্যেব চাব্রুবন্ ॥ ১৪ ॥
তং ধিক্‌শব্দং নৃপঃ শ্রুত্বা স্বস্ত্রীভিঃ সমুদাহৃতং।
চিচ্ছেদ জীবিতশ্রদ্ধাং সুখশ্রদ্ধাঞ্চ দুঃখিতঃ ॥ ১৫ ॥
নিঃশ্বস্যোষ্ণং স ইক্ষ্বাকুর্ভার্য্যাং তামিদমব্রবীৎ।
রামস্যৈকস্য গমনে বরং যাচিতবত্যসি ॥ ১৬ ॥
ন সৌমিত্রে র্ন জানক্যা নৃশংসে দুষ্টচারিণি।
কিমর্থমনয়োশ্চীরে দদাস্যশুভদর্শনে ॥ ১৭ ॥
পাপে পাপসমাচারে নৃশংসে কুলপাংসনে।
কৈকেয়ি কুশচারে নো সীতা বসিতুমর্হতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

জনকরাজ দুহিতা দ্বিতীয় খণ্ড গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলেন, সীতা দেবী অতি সুখময়ী কৌপীন পরিধানের রীতি কখনই জানিতেন না তথাপি পরিধান করিলেন ॥ ১৩ ॥ পুরবাসি রমণীগণ পতিমতী জানকীকে অনাথার ন্যায় কৌপীন ধারিণী দেখিয়া সকলেই অশেষ প্রকার আক্রোশ প্রকাশ করতঃ বার বার কেবল ধিক্ ধিক্ শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ রাজা দশরথ আপন ভুজিষ্টাদিগের মুখে এবম্ভূত ধিক্ শব্দ প্রয়োগ শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে একেবারে জীবনের শ্রদ্ধা ও সুখের অভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৫ ॥ অনন্তর রাজা দশরথ অতি উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যা কৈকেয়ীকে এই কথা বলিলেন, রে নিষ্ঠুর হৃদয়ে! দুষ্ট চারিত্রে! ও অশুভ দর্শনে! কৈকেয়ি! তুমি কেবল রামচন্দ্রের বনগমনের নিমিত্ত আমার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছ, লক্ষ্মণ বা জানকীর বনগমন প্রার্থনা কর নাই, তবে তাহাদিগকে কেন তুমি চীরখণ্ড যুগল প্রদান করিতেছ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ রে পাপাশয়ে! পাপকারিণি! রে নিষ্ঠুরে! কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! আমার বধূ সীতাদেবী ইনি কি কখন কুশচীর পরিধান করিতে পারেন? ॥ ১৮ ॥

ন নু পর্য্যাপ্তমেতাবৎ পাপে রামবিবাসনং।
কিং তে ভূয় ইদং কর্ত্তুং মতির্নিরয়গামিনি ॥ ১৯ ॥
ইতি ব্রুবাণং পিতরং রামঃ সংপ্রস্থিতো বনং।
অবাক্‌শিরাঃ সমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২০ ॥
ইয়ং ধর্ম্মজ্ঞ কৌশল্যা মম মাতা তপস্বিনী।
বৃদ্ধা চাক্ষুদ্রশীলা চ সুভৃশং ত্বামনুব্রতা ॥ ২১ ॥
মদ্বিয়োগাদ্ভৃশং রাজন্ নিমগ্না শোকসাগরে।
অনুগ্রহার্থং কৃপণা ত্বত্তোঽবেক্ষণমর্হতি ॥ ২২ ॥
যথা ন দুঃখিতেয়ং স্যাৎ ত্বয়া নাথেন নাথিনী।
মদপেক্ষয়া তথা রাজন্ সদেমাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ

রে পাপশীলে! রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াও কি তোমার তৃপ্তির পরিশেষ হইল না, হা? নরকগামিনি! লক্ষ্মণ ও জানকীকেও কি পুনর্ব্বার বনে পাঠাইতে তোমার ইচ্ছা হইল ॥ ১৯ ॥ পিতা দশরথ কৈকেয়ীকে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন শুনিয়া বনপ্রস্থানে উদযুক্ত রামচন্দ্র অধোবদনে অবস্থিত পিতাকে সবিনয়ে এই কথা বলিলেন ॥ ২০ ॥ হে ধর্ম্মাবতার জনক! আমার জননী এই কৌশল্যা দেবী ইনি অতি সদাশয়া নিরপরাধিনী, বৃদ্ধা ও অত্যুদার স্বভাবা এবং আপনার অত্যন্ত অনুগামিনী এবং ত্বদ্ভক্তি পরায়ণা ॥ ২১ ॥ হে রাজন্! আমার বিয়োগে জননী আমার অপার শোকসাগরে নিমগ্না হইবেন, মাতা আমার অতি দুঃখিনী অতএব প্রার্থনা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মম মাতার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ॥ ২২ ॥ হে মহারাজ! আপনি আমার জননীর নাথ, আপনার দ্বারা তিনি নাথিনী হইয়াছেন, যাহাতে মাতা আমার দুঃখিতা না হয়েন, আমার প্রতি দয়া করিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবেন, অর্থাৎ আপনি সদয়ান্তঃকরণে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবেন ॥ ২৩ ॥

ইমাং মহেন্দ্রোপম জাতদুঃখিতাম্
অবেক্ষিতুং ত্বং জননীং মমার্হসি।
যথা বনস্থে ময়ি শোককর্ষিতা
ন জীবহীনা যমসাদনং প্রজেৎ॥ ২৪॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে চীরপরিগ্রহো নাম
সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৭॥

অনুবাদ।

আপনি দেবরাজের তুল্য হে রাজন্! আমার এই কৌশল্যা জননী মম বিয়োগে অতিশয় কাতরা হইবেন, অতএব আপনি আমার গর্ব্ভধারিণীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, দেখিবেন যেন আমি বনগমন করিলে পর শোকে অতিশয় কাতরা হইয়া প্রাণ পরিহার পূর্ব্বক যমসদনে গমন না করেন?॥ ২৪॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
চীরপরিগ্রহ নামে সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপন॥ ৩৭॥

——oo——

অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

মুনিবেশধরং রামং দৃষ্টেবং বাদিনং নৃপঃ।
ভার্য্যাভিঃ সহ সর্ব্বাভিঃ শুশোচ প্ররুরোদ চ ॥ ১ ॥
ন চৈনং শোকদুঃখার্ত্তঃ শশাকাভিনিরীক্ষিতুং।
ন চাভিভাষিতুং রাজা শশাকৈনং ত্রপান্বিতঃ ॥ ২ ॥
স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা দুঃখামীলিতলোচনঃ।
বিললাপাতুরো রাজা কৃতান্তবলমোহিতঃ ॥ ৩ ॥
নূনং ময়া কৃতাঃ পূর্ব্বং বিপুত্রাঃ পুত্রবৎসলাঃ।
যথা পুত্র বিযুজ্যেহহং ত্বয়াতিকৃপণোহবশঃ ॥ ৪ ॥
অকালে দেঁহিনাং মৃত্যুস্তাত নূনং ন বিদ্যতে।
বিযুজ্যমানো যন্মৃত্যুং নাধিগচ্ছাম্যহং ত্বয়া ॥ ৫ ॥
লোককান্তং প্রিয়ং পুত্রং কুশচীরাম্বরং বনং।
প্রস্থিতং পশ্যতো মেহদ্য হৃদয়ং কিং ন দীর্য্যতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র মুনিবেশ ধারণ করিয়া এই রূপ কথা বলিতে লাগিলেন তদবলোকনে রাজা দশরথ তখন যাবতীয় ভার্য্যার সহিত পরিতাপ ও বিলাপ করতঃ শ্রীরামকেবলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ তিনি শোকে অভিভূত ও দুঃখে পীড়িত হইয়াও লজ্জায় রঘুনাথের প্রতি নেত্রপাৎ বা তাঁহার সহিত কোন আলাপ করিতে শক্ত হইলেন না ॥ ২ ॥ মহা দুঃখেরাজা দশরথ নয়ন যুগল নিমীলিত করিয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে সমনের ভীষণ বলে মুগ্ধ হইয়া অতি কাতর স্বরে বিলাপ এইরূপ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হে পুত্র হে শ্রীরাম! পূর্ব্বে আমি কত পুত্রবৎসল লোকদিগের সন্তান বিনাশ করিয়াছি, তাহা না হইলে কি আমি এমন দুর্ভাগ্য ও ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইয়া তোমা হেন পুত্র ছাড়া হইলাম ॥ ৪ ॥ রে বৎস! ইহা নিশ্চয়ই আছে যে অকালে কাহারই মৃত্যু হয় না, যেহেতু তোমার বিচ্ছেদ হইল তথাপি এখনও আমার মৃত্যু হইল না ॥ ৫ ॥ সমস্ত জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন প্রিয়তম সন্তান তুমি কুশময় বসন পরিধান করিয়া অদ্য অরণ্যে গমন করিতেছ ইহা দেখিয়াও আমার হৃদয় কি জন্য এখনও বিদীর্ণ হইলনা ॥ ৬ ॥

যত্র পুত্র ময়া কালে লালনীয়োঽসি সর্ব্বথা।
দুঃখে মহতি তত্র ত্বাং যোজয়ামি ধিগস্তু মাং ॥ ৭ ॥
একস্যাঃ খলু কৈকেয্যাঃ কৃতোঽয়ং দুঃখিতো জনঃ।
ইত্যুক্ত্বা নিপপাতোর্ব্যাং রাজা মূর্চ্ছাং জগাম চ ॥ ৮ ॥
সংজ্ঞাঞ্চ প্রতিলভ্যাথ মুহূর্ত্তাৎ স মহীপতিঃ।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণো বাক্যং সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ ॥ ৯ ॥
যুক্ত্বা রথং মদীয়ং ত্বং শীঘ্রমানয় বাজিভিঃ।
তেন প্রাপয় মে পুত্রং বনং মুনিজনপ্রিয়ং ॥ ১০ ॥
ইতি রাজ্ঞা সমাজ্ঞপ্তঃ সুমন্ত্রস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
আজগাম রথং রাজ্ঞো যুক্ত্বা পরমবাজিভিঃ ॥ ১১ ॥
উপনীয় চ তং যুক্তং রথং রত্নবিভূষিতং।
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস রথোঽয়ং যুক্ত ইত্যুত ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে বৎস! যে সময় সর্ব্বতোভাবে তোমার লালন পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য সেই সময় আমি তোমাকে মহৎ দুঃখে নিক্ষেপ করিলাম আমাকে ধিক্ থাকুক্ ॥ ৭ ॥ হা! কেবল একাকিনী কৈকেয়ী এই সমস্ত লোককে দুঃখ সাগরে নিপাতন করিল, এই কথা বলিতে বলিতে রাজা দশরথ ভূমিতে পতিত হইয়া মুর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলে পর রাজা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন ॥ ৯ ॥ হে সারথে! আমার রথোত্তমে অশ্ব সকল যোজনা করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর, সেই রথে প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে আরোহণ করাইয়া মুনিজন সমাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে লইয়া যাও ॥ ১০ ॥ রাজা দশরথ এই অনুমতি করিবা মাত্র সুমন্ত্র সারথি অতি সত্বর গমন করিয়া রাজ রথে প্রজবন ঘোটক সকল নিযোজন পূর্ব্বক আনয়ন করিলেন ॥ ১১ ॥ নানা বিধ মনি মাণিক্যাদি বিভূষিত সেই রথবর আনয়ন করিয়া মহারাজার নিকট সমাগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন মহারাজ! এই রথ সুসজ্জিত হইয়াছে, ॥ ১২ ॥

কোষাধ্যক্ষমথাহূয় স্বমমাত্যং নরাধিপঃ।
উবাচেদং বচো ধর্ম্ম্যং শোকব্যাকুলিতাক্ষরং ॥ ১৩ ॥
বাসাংসি ত্বং মহার্হাণি ভূষণানি বরাণি চ।
বর্ষাণ্যেতানি সংখ্যায় বৈদেহ্যৈ প্রতিপাদয় ॥ ১৪ ॥
ইতি রাজ্ঞা সমাদিষ্টো গত্বা কোষগৃহং তু সঃ।
প্রাযচ্ছচ্ছীঘ্রমাদায় বৈদেহ্যৈ সর্ব্বমেব তৎ ॥ ১৫ ॥
ততো নিবাসয়ামাস তানি বাসাংসি মৈথিলী।
ভূষয়ামাস চাত্মানং ভূষণৈস্তৈর্ব্বরাননা ॥ ১৬ ॥
ততো বিরাজয়ামাস সা তদ্বেশ্ম বিভূষিতা।
বিমলেব প্রভা সৌরী বিভ্রষ্টতিমিরং নভঃ ॥ ১৭ ॥
তাং ভূষিতাং পরিষ্বজ্য শ্বশ্রুর্বচনমব্রবীৎ।
স্নেহান্মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় সীতাং দুহিতরং যথা ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর! ভূপতি স্বীয় অমাত্য ও ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া শোক গদ্গদ বচেন এই ন্যায্য কথা বলিলেন ॥ ১৩ ॥ হে কোষপতে! তুমি এই চতুর্দ্দশ বৎসরের সংখ্যা করিয়া মহামূল্য বস্ত্র সকল ও মণিময় ভূষণ জানকীকে প্রদান কর, যেন ইহার মধ্যে বৈদেহীর বসন ভূষণের অনাটন না হয় ॥ ১৪ ॥ কোষাধ্যক্ষ মহারাজার এই অনুমতি প্রাপ্তি মাত্র কোষগৃহে গমন করিয়া মহার্হ বস্ত্রালঙ্কার সত্বর আনয়ন পূর্ব্বক সমুদয় জানকীকে প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥ অনন্তর বিদেহনন্দিনী সুবদনী সীতাদেবী সেই চীরবসন পরিত্যাগ করতঃ শোভন বস্ত্র পরিধান করিলেন ও সেই সমুদয় ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃতা হইলেন ॥ ১৬ ॥ দিবাকারের নির্ম্মল প্রভা প্রকাশ পাইলে অন্ধকার নষ্ট হইয়া আকাশ মণ্ডলকে যেরূপ শোভিত করে তাহার ন্যায় জানকী সেই সকল মহার্হ বসন ভূষণে বিভূষিতা হইয়া যে গৃহে ছিলেন সেই গৃহের অভ্যন্তরাকাশের শোভা সম্পাদন করিলেন ॥ ১৭ ॥ জানকী বিভূষিতা হইলে পর তাঁহার শ্বশ্রু কৌশল্যা দেবী আপন কন্যার ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ স্নেহ বশতঃ মস্তক ঘ্রাণ লইয়া বলিলেন ॥ ১৮ ॥

সৎকৃতা লালিতাশ্চৈব বৈদেহি প্রাকৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
দরিদ্রমবমন্যন্তে ভর্ত্তারং ন তু সৎস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥
তত্ত্বয়া নাবমন্তব্যো ভর্ত্তা পুত্রি ধনচ্যুতঃ।
দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রীণাং সধনো নির্দ্ধনোঽপি বা ॥ ২০ ॥
ইতি শ্বশ্রা সমাদিষ্টা সীতা ভর্ত্তৃপরায়ণা।
কৃতাঞ্জলিঃ স্থিতা প্রহ্বা কৌশল্যামিদমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
আর্য্যে করিষ্যেঽভ্যধিকং শাসনং তে যথাত্থ মাং।
অভিজ্ঞা হ্যস্মি সৎস্ত্রীণাং ধর্ম্মাচারস্তু সর্ব্বশঃ ॥ ২২ ॥
পৃথগ্‌জনসমামার্য্যে ন মাং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতুং নালমহং সূর্য্যাদিব প্রভা ॥ ২৩ ॥
নাতন্ত্রী বাদ্যতে বীণা নাচক্রো বর্ত্ততে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমাপ্নোতি নারী যদ্যপি সুপ্রজা ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হে বৎসে জানকি! সামান্য কামীনিরা পতিকর্ত্তৃক লালিত পালিত ও সমাদৃত হইলেই পতিকে সমাদর করে, কিন্তু স্বামী দরিদ্র হইলে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু পতিপরায়ণা ললনারা কখনই ভর্ত্তাকে অশ্রদ্ধা করেন না ॥ ১৯ ॥ অতএব বৎসে! তোমার স্বামী নির্ধন হইলেন বলিয়া যেন ইহাঁকে তুমি অবজ্ঞা করিহ না, স্বামী ধনীই হউক্ আর নির্ধনই বা হউক্ স্ত্রীলোকদিগের পরম দেবতা অবশ্য বলিতে হইবে? ॥ ২০ ॥ পতি পরায়ণা সীতাদেবী শ্বশ্রুর উপদেশ বাক্য শ্রবণে নম্রবেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া অতি বিনীত বচনে কৌশল্যা দেবীকে এই কথা বলিলেন ॥ ২১ ॥ হে আর্য্যে! সামান্যা নারীর ন্যায় আপনি আমাকে বিবেচনা করিবেন না, আমি কি কখন ধর্ম্ম পথ হইতে বিচলিত হইতে পারি, সূর্য্য হইতে কি প্রভা গলিয়া যায়, অর্থাৎ সূর্য্যের প্রভা সূর্য্যেই থাকে ॥ ২২ ॥ হে মাতঃ! আপনি আমাকে যাহা অনুমতি করিলেন আমি তাহার অপেক্ষা আরও ভক্তি শ্রদ্ধা ও সেবা শুশ্রূষা করিব, আমি উত্তমা স্ত্রী দিগের ধর্ম্ম জনক আচার ব্যবহার সমুদয় কি জানিনা এমন নহে ॥ ২৩ ॥ বীণায় তার না থাকিলে কি কখন বাজিয়া থাকে? রথে চক্র না থাকিলে কি কখন চলিতে পারে? তেমনি পুত্রবতী কামিনীর কি পতি বিনা কখন সুখ হইয়া থাকে? ॥ ২৪ ॥

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং মাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য হি দাতৈকঃ সুখস্যার্য্যে পতি স্ত্রিয়াঃ ॥ ২৫ ॥
সাহং সুখানাং সর্ব্বেষাং দাতারং দৈবতং পতিং।
কথমার্য্যেহবমন্যেহহং যথান্যাঃ প্রাকৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥
ভর্ত্তুঃ প্রিয়নিমিত্তং হি ত্যজেয়মপি জীবিতং।
পাণিপ্রদানসময়াৎ প্রভৃত্যেবং ব্রতং মম ॥ ২৭ ॥
দেবতানামহং নূনমনুগ্রাহ্যাস্মি সাম্প্রতং।
যন্মে প্রকৃতিকল্যাণীং বুদ্ধিং বর্দ্ধয়সে পুনঃ ॥ ২৮ ॥
ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্ম্যং হৃদয়নন্দনং।
শুদ্ধসত্ত্বা মুমোচাশ্রু কৌশল্যা দুঃখহর্ষজং ॥ ২৯ ॥
পরিষ্বজ্য চ কৌশল্যা তাং বধূং জনকাত্মজাং।
উবাচ পরমপ্রীতা গদ্গদগ্রথিতাক্ষরং ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

হে আর্য্যে! মাতা কি পিতা কি পুত্র সকলেই স্ত্রীলোককে পরিমিত দান করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বামীই কেবল কামিনীদিগকে অপরিমিত সুখদান করেন, অর্থাৎ ভর্ত্তাই কেবল ভার্য্যার পক্ষে অপরিমিত দাতা হয়েন॥ ২৫ ॥ হে আর্য্যে! অন্যান্য সামান্য প্রাকৃত নারীদিগের ন্যায় আমি কি সর্ব্বসুখদাতা অধিদেবতা পরিণেতা পতিকে অবজ্ঞা করিতে পারি?॥ ২৬ ॥ আমি ভর্ত্তার প্রিয়কার্য্য সাধন জন্য আত্ম প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, পাণি গ্রহণ সময়াবধি আমার এই ব্রত অবলম্বন করা হইয়াছে॥ ২৭ ॥ হে মাতঃ! এক্ষণে আমার প্রতি দেবতারা অনুকূল হইয়াছেন বলিতে হইবে, যেহেতু আমার স্বভাবতঃ মঙ্গলপ্রদায়িনী বুদ্ধিকে আপনি পুনর্ব্বার মঙ্গলার্থে বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছেন॥ ২৮ ॥ বিশুদ্ধ স্বভাবা কৌশল্যাদেবী মনের প্রীতিকর সীতার ধর্ম্ম্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার যে আনন্দ জন্মিল তাহাতে এবং রাম-বিবাসন দুঃখে নেত্র হইতে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল॥ ২৯ ॥ কৌশল্যা দেবী স্নুষা জনক নন্দিনীকে আলিঙ্গন করতঃ পরম প্রীতমনা হইয়া সমাদরে গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন॥ ৩০ ॥

অনাশ্চর্য্যমিদং পুত্রি বচনং তব মৈথিলি।
যা ত্বং বিদার্য্য বসুধাং শুভং সস্তমিবোত্থিতা ॥ ৩১ ॥
জনকস্য নরেন্দ্রস্য মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
যশসশ্চ গুণানাঞ্চ সদৃশী ত্বং বিভূষণং ॥ ৩২ ॥
অহং যশস্ব্যা ধন্যা চ যস্মাত্ত্বং সমুপস্থিতা।
গুণজ্ঞা চ কৃতজ্ঞা চ ধর্ম্মজ্ঞা চ যশস্বিনী ॥ ৩৩ ॥
নির্বৃতাহং ভবিষ্যামি ত্বয়া সহ বনং গতে।
রামে রাজীবতাম্রাক্ষে সাকেতং পুনরাগতে ॥ ৩৪ ॥
বনেষু খলু তে পুত্রি ভাব্যমস্যাপ্রমত্তয়া।
লক্ষ্মণস্য চ বীরস্য ত্বদ্ভক্তস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥
এবং সন্দিশ্য সীতাং তু প্রশস্য চ যশস্বিনীং।
মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় সস্নেহং কৌশল্যা রামমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ।

হে পুত্রি মৈথিলি! তুমি ধরাতল ভেদ করিয়া শুভ সস্তের ন্যায় পৃথিবী হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার যে এই প্রকার বিনীত বচন হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে॥ ৩১ ॥ মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের যেমন যশ ও যেমন গুণ, তুমিও সেই বংশের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছ॥ ৩২ ॥ আমি আপনাকে যশস্বিনী ও কৃত পুণ্যা বোধ করিতেছি, যেহেতু তুমি আমার পুত্রবধূ রূপে উপস্থিতা হইয়াছ, তুমি যেমন গুণ গ্রাহিণী ও কৃতজ্ঞ স্বভাবা তেমনিই ধর্ম্মশীলা ও যশস্বিনী দেখিতেছি॥ ৩২ ॥ আমার প্রিয় সন্তান পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র তোমার সহিত বনে গমন করিলেন যে পর্য্যন্ত অযোধ্যা নগরে পুনরাগত না হয়েন তত দিন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম॥ ৩৪ ॥ হে পুত্রি! বনমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষতঃ তোমার পরম ভক্ত বীরবর লক্ষ্মণের প্রতি সর্ব্বদা সাবধানা থাকিবে॥ ৩৫ ॥ কৌশল্যা দেবী যশস্বিনী জানকীকে এই সকল বাচিক কথা উপদেশ দিয়া তাঁহার অশেষবিধ প্রশংসা করিলেন, পরে শ্রীরামের মস্তক আঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিতে করিতে বলিলেন॥ ৩৬ ॥

নিত্যং রাঘব সীতায়া ভবিতব্যং সমীপতঃ।
লক্ষ্মণস্য চ বীরস্য ত্বয়ি ভক্তস্য মানদ॥ ৩৭॥
কর্ত্তব্যশ্চাপ্রমাদস্তে বনে প্রচুরপাদপে।
তান্তু প্রাঞ্জলিরভ্যেত্য মাতৃমধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥ ৩৮॥
রামঃ স ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মজ্ঞো মাতরং বাক্যমব্রবীৎ।
অম্ব সীতাং সমাশ্রিত্য ত্বং হি মামনুশাস্তি কিং॥ ৩৯॥
লক্ষ্মণো দক্ষিণো বাহুশ্ছায়েব মম মৈথিলী।
ন হি হাতুং ময়া শক্যা কীর্ত্তিরাত্মবতা যথা॥ ৪০॥
গৃহীতশরচাপস্য কুতোহস্তি হি ভয়ং মম।
অপি ত্রয়াণাং লোকানামীশ্বরাদ্বা শতক্রতোঃ॥ ৪১॥
অম্ব মা দুঃখিতা ভূস্ত্বং শুশ্রূষ পিতরং মম।
ক্ষয়োহস্য বনবাসস্য ভবিষ্যতি শিবেন মে॥ ৪২॥

অনুবাদ।

হে ভক্তমানদাতা রঘুকুলনন্দন! তুমি সর্ব্বদাই সীতার সমীপে অবস্থান করিবে এবং তোমার প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত বীরাবতার ভক্তিমান লক্ষ্মণকেও সর্ব্বদা সমভিব্যাহারে রাখিবে॥ ৩৭॥ রে বৎস! বনমধ্যে যে সমুদয় স্থান তাহা নানা বিধ মহীরুহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, অতএব তথায় সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে, শ্রীরাম জননীর এই কথা শ্রবণে জানকীকে প্রাঞ্জলিহস্তে ধারণ করিয়া মাতৃ মধ্যে অবস্থান করিলেন॥ ৩৮॥ তখন ধর্ম্মশীল রামচন্দ্র জননীকে ধর্ম্মযুক্ত কথা বলিলেন হে অম্ব! আপনি সীতাকে উপদেশ করিয়া আমাকে আর কি উপদেশ প্রদান করিতেছেন॥ ৩৯॥ লক্ষ্মণ আমার দক্ষিণ বাহু ও সীতা আমার ছায়ার ন্যায় বলিলেই হয়, জীবিত সাধু ব্যক্তি যেমন আপনার কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন না তাহার ন্যায় আমিও সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না॥ ৪০॥ হে জননি! আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলে পর আর আমার কাহাকে ভয়? স্বর্গ মর্ত্য পাতালের অধিপতি পুরন্দর হইতেও আমার ভয় বোধ হয় না॥ ৪১॥ হে মাতঃ। আপনি দুঃখিতা হইবেন না, কেবল আমার পিতার সেবা করুন্ সেই পুণ্যফলে আমার বনবাসের ফল অল্প দুঃখ হইয়া যাইবে এবং সুখে থাকিব॥ ৪২॥

অস্য রাজ্ঞঃ প্রসাদেন বর্ষাণ্যেতানি মে শুভে।
সুখেনৈব গমিষ্যন্তি যথৈকদিবসং তথা ॥ ৪৩ ॥
স্বস্তিমন্তমরোগং মাং পুনরভ্যাগতং বনাৎ।
স্বৈরেব সুকৃতৈর্দ্দেবি ধ্রুবং দ্রক্ষ্যসি মা শুচঃ ॥ ৪৪ ॥
এতাবদভিনীতার্থমুক্ত্বা স জননীং বচঃ।
দদর্শোৎপত্য মাতৃণামর্দ্ধসপ্তশতানি সঃ ॥ ৪৫ ॥
সমুপেত্য চ মাতৃস্তাঃ কৃতাঞ্জলিরিদং বচঃ।
উবাচ রামো ধর্ম্মাত্মা প্রশ্রয়াবনতস্তদা ॥ ৪৬ ॥
সম্বাসাৎ পরুষঃ কশ্চিদ্বিশ্বাসাদ্বাপরাধ্যতি।
ততোঽপরাধঃ ক্ষন্তব্যঃ সর্ব্বা আমন্ত্রয়ামি বঃ ॥ ৪৭ ॥
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা ময়া বো যদি কিঞ্চন।
অপরাদ্ধং তদদ্যাহং সর্ব্বশঃ ক্ষময়ামি বঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ।

হে শুভ শংসিনি! জননি রাজাধিরাজ মহারাজ জনক মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রতিজ্ঞাত এই চতুর্দ্দশ বৎসর পরম সুখে এক দিনের ন্যায় অতি বাহিত হইবে ॥ ৪৩ ॥ হে মাতঃ! পুনরায় আপনার পুণ্যবলে বন হইতে সুস্থ শরীরে প্রফুল্ল অন্তরে তব পাদপদ্ম গোচরে সমাগত হইব, অতি শীঘ্রই আপনি আমাকে পুনরাগত হইতে দেখিবেন, অতএব আপনি আর শোক করিবেন না ॥ ৪৪ ॥ রামচন্দ্র জননীকে এই সকল অর্থযুক্ত হিতকর বচন উপদেশ দিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন যে সাতশত পঞ্চাশত জননী তথায় উপস্থিতা হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ শ্রীরাম কৃতাঞ্জলিপুটে মাতাগণ সন্নিধানে গমন করিয়া অতি বিনীতবচনে তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬ ॥ হে জননীগণ! আপনাদিগের নিকট সর্ব্বদা অবস্থান জন্য অথবা আপনারা আমাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন তজ্জন্যই বা হউক যদি আমি কোন প্রকারে আপনাদিগের নিকট অপরাধী হইয়া থাকি, এক্ষণে প্রার্থনা করি আপনারা আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন্ ॥ ৪৭ ॥ আমি অজ্ঞান বশতঃ অথবা অনবধানতা সহকারে যদি আপনাদিগের নিকট কোন রূপে অপরাধী হইয়া থাকি, এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে সেই অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪৮ ॥

অথ জজ্ঞে মহাংস্তত্র তাসাং নৃপতিযোষিতাং।
ক্রৌঞ্চীনামিব সংক্রন্দ এবং ব্রুবতি রাঘবে ॥ ৪৯ ॥
মুরজপণববেণুনাদিতং
দশরথবেশ্ম বভূব যৎ পুরা।
বিলপিতপরিবেদিতস্বনৈ
র্ব্যসনভবৈস্তদভূদ্বিনাদিতং ॥ ৫০ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সীতাসমাদেশো নাম
অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ

অনন্তর রঘুনাথ এই কথা বলিলে পর তথায় সেই সকল রাজরাণীদিগের বকীর ন্যায় সুমহান ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল॥ ৪৯ ॥ মুরজপণব বেণু প্রভৃতি বাদ্যের নিনাদে রাজা দশরথের যে রাজভবন শব্দিত হইত, এক্ষণে সেই রাজভবনে বিপৎবিলাপ ও পরিতাপ শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল॥ ৫০ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
সীতার প্রতি আদেশ নামে অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপন।

——oo——

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

কৃতাঞ্জলিস্ততো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ।
বৈদেহী চৈব রাজানং পরিজগ্মুঃ প্রদক্ষিণং॥ ১॥
কৃত্বা প্রদক্ষিণং চৈব প্রণিপত্যানুমান্য চ।
রামঃ শোকপরিম্লানাং জননীমভ্যবাদয়ৎ॥ ২॥
ততো মাতুঃ সুমিত্রায়াঃ পাদৌ জগ্রাহ লক্ষ্মণঃ।
তং বন্দমানঞ্চরণৌ সুমিত্রা পুত্রমব্রবীৎ॥ ৩॥
স্নেহান্মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় পরিরভ্য চ পীড়িতং।
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং সহ রামেণ লক্ষ্মণ॥ ৪॥
শুশ্রূষ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং রামং লোকহিতেরতং।
সৎপুত্রেণ ত্বয়া বৎস তারিতাহং সবান্ধবা॥ ৫॥
যস্ত্বং ত্যক্ত্বা প্রিয়ান্ দারান্ মাঞ্চ রামমনুব্রতঃ।
সমস্থো বিষমস্থো বা রামস্তে পরমা গতিঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর জানকী সমভিব্যারে মহাযশস্বী রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজা দশরথকে পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন॥ ১॥ রঘুনাথ প্রদক্ষিণ প্রণাম ও স্তুতি মিনতি করিয়া পরে শোকানলে ম্লানবদনা কৌশল্যা জননীকে অভিবাদন করিলেন॥ ২॥ তদনন্তর লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার পাদযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন, সুমিত্রাদেবীও চরণদ্বয় বন্দনা করিতেছেন প্রিয় তনয় যে লক্ষ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন॥ ৩॥ স্নেহ বশতঃ লক্ষ্মণের মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, রে বৎস লক্ষ্মণ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত গমন কর, পথি মধ্যে তোমার কোন অমঙ্গল হইবেনা॥ ৪॥ রে পুত্র! তুমি সকললোকের হিতকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের সেবা শুশ্রূষা করিহ, তুমি আমার এমনি সুসন্তান যে তোমার দ্বারা আমি বন্ধুবান্ধব স্বজনগণের সহিত সুখ্যাতি লাভ করিয়া নিস্তীর্ণা হইলাম॥ ৫॥ রে বৎস? যখন প্রিয়তমা জায়াকে ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি রামচন্দ্রের অনুগমন করিতেছ, তখন তুমি অতি সুবোধের ন্যায় কর্ম্ম করিলে, এক্ষণে শ্রীরাম তোমার প্রতি সদয় হউন্, এবং রাম সম্পন্ন বা বিপন্ন হইলেও তোমার পরমাগতি, রাম ব্যতীত তোমার আর অন্য উপায় নাই॥ ৬॥

প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা গুরুশ্চ তে।
তস্মাদস্য প্রযত্নেন্তুং শরীরং প্রতিপালয় ॥ ৭ ॥
বিজনে বসতোঽরণ্যে সীতয়া সহিতস্য চ।
এষ পুত্র সতাং ধর্ম্মো যত্ত্বমিচ্ছসি সেবিতুং ॥ ৮ ॥
তস্মাত্ত্বয়া তৎপরেণ শুশ্রূষ্যোঽয়ং গুণাকরঃ।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠোঽপ্রমত্তেন রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৯ ॥
ত্বয়া পুত্র বনে সেব্যঃ পরিপাল্যশ্চ সর্ব্বথা।
উচিতং বঃ কুলে বৎস জ্যেষ্ঠভ্রাত্রনুপালনং ॥ ১০ ॥
দানং দীক্ষা তপশ্চৈব তনুত্যাগো মৃধেষু চ।
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাং ॥ ১১ ॥
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ বৎস যথাসুখং।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং পুত্রং সুমিত্রা রামমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র তোমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুরু, অতএব প্রযত্ন সহকারে তুমি তাঁহার দেহ প্রতিপালন করিহ ॥ ৭ ॥ যখন শ্রীরাম জানকী সমভিব্যাহারে বিজন অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিবেন, তখন তুমি প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিবে, হে বৎস লক্ষ্মণ ? তুমি রঘুনাথের যে সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাই তোমার সাধুসম্মত ধর্ম্ম রক্ষা করা হইয়াছে ॥ ৮ ॥ অতএব তুমি অতিশয় সাবধানে অশেষ গুণাকর পদ্মপলাশলোচন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র অতি যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে ॥ ৯ ॥ রে লক্ষ্মণ ? তুমি সর্ব্বদা বনে শ্রীরামের সেবা করিবে এবং প্রাণপণে তাঁহার রক্ষা করিবে, যেহেতু রাম তোমার সেব্য এবং পরিপালনীয় হয়েন, আমাদিগের রঘুকুলজাত পুরুষদিগের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার অনুগত হওয়াই প্রধান কর্ম্ম ও পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় পরিগণিত আছে ॥ ১০ ॥ কি সম্পত্তি বিতরণ, কি দীক্ষা, কি তপস্যা কি সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করা ইত্যাদি সকল কর্ম্মই জ্যেষ্ঠের অনুমতিতে সম্পন্ন হয়, অতএব তুমি শ্রীরামকে রাজা দশরথ জ্ঞান করিবে, এবং জানকীকে আমার ন্যায় জননী বোধ করিবে ॥ ॥ ১১ ॥ অরণ্যানীকে অযোধ্যা মনে করিয়া তুমি মনের সুখে শ্রীরামের সহিত যথা ইচ্ছা তথা গমন করহ, সুমিত্রাদেবী স্বপুত্র লক্ষ্মণকে এই উপদেশ দিয়া অনন্তর শ্রীরামকে বলিলেন ॥ ১২ ॥

ত্বয়াপি রাম রক্ষ্যোঽয়ং লক্ষ্মণঃ শত্রুকর্ষণঃ।
ভক্তোঽনুরক্তোঽনুগতো ভ্রাতা ভৃত্যঃ সুহৃচ্চ তে॥ ১৩॥
ত্বয়ায়ং সর্ব্বথা রক্ষ্যস্ত্বং চৈবানেন রাঘব।
এবমস্ত্বিতি রামস্তাং সুমিত্রামভ্যভাষত॥ ১৪॥
চক্রে কৃতাঞ্জলিশ্চৈনামভিবাদ্য প্রদক্ষিণং।
ততঃ সুমন্ত্রঃ কাকুৎস্থং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৫॥
বিনীতবদুপাগম্য মাতলির্বাসবং যথা।
রাজপুত্র নমস্তেঽস্তু যুক্তোঽয়ং তে মহারথঃ॥ ১৬॥
অনেন ত্বাং নয়িষ্যামি যত্র তে গন্তুমীহিতং।
চতুর্দ্দশ চ বর্ষাণি বস্তব্যানি ত্বয়া বনে॥ ১৭॥
রাজ্যার্থিন্যা পিতা তেঽয়ং কৈকেয্যা যানি যাচিতঃ।
সুমন্ত্রবচনং শ্রুত্বা ততো রামঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

হে বৎস শ্রীরামচন্দ্র! এই শত্রুনাশন অনুজ লক্ষ্মণ ও তোমার রক্ষণীয় হইবে লক্ষ্মণ ভ্রাতা তোমার পরম ভক্ত, ও অনুরক্ত ও অনুগত ভৃত্য এবং প্রিয়বন্ধু॥ ১৩॥ হে রঘুনাথ! সর্ব্বদা তুমিও লক্ষ্মণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে লক্ষ্মণও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, সুমিত্রা জননীর এই অনুমতি শ্রবণে শ্রীরাম যেআজ্ঞা বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ১৪॥ কৃতাঞ্জলিপুটে সুমিত্রা জননীকে শ্রীরাম প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর সুমন্ত্রসারথি প্রাঞ্জলি হস্তে রঘুনাথকে বলিলেন॥ ১৫॥ ইন্দ্রসারথি মাতলি যেমন বিনীতভাবে দেবরাজের নিকট গমন করেন, তদ্রূপ সুমন্ত্র শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন করিয়া বলিলেন, হে রাজপুত্র! আমি অভিবাদন করিতেছি, আপনার জন্য মহারথ সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে॥ ১৬॥ আপনার যথায় গমন করিতে ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা করুন, আমি এই রথদ্বারা আপনাকে তথায় লইয়া যাইতেছি, এক্ষণে চতুর্দ্দশবৎসর আপনাকে কাননমধ্যে অবস্থান করিতে হইবে॥ ১৭॥ যেহেতু রাজ্যার্থিনী কৈকেয়ী পিতা দশরথের নিকট যে সকল বর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, সুমন্ত্র তাহা কহিলেন, সুমন্ত্র সারথির মুখে শ্রীরাম সেই সকল কথা তখন স্পষ্টাক্ষরেশ্রবণ করিলেন, অর্থাৎ রাজা রামকে স্পষ্ট কহেন নাই যে তুমি বনে যাও॥ ১৮

সীতয়া চাপি সহিত আরুরোহ রথোত্তমং।
তথৈবায়ুধজাতানি তূণাংশ্চ কবচানি চ॥ ১৯॥
রথোপস্থে প্রতিন্যস্থ খনিত্রং পিটকঞ্চ তৎ।
ততঃ কঠিনমারোপ্য সুমন্ত্রো রামশাসনাৎ॥ ২০॥
তানারোপ্য ততঃ পশ্চাদাত্মনাপ্যারুরোহ সঃ।
তাং স্তূতীয়ানারূঢান্ দৃষ্ট্বা ক্লিষ্টেন চেতসা॥ ২১॥
চোদয়ামাস তানশ্বান্ সুমন্ত্রো রাঘবাজ্ঞয়া।
তস্মিন্ প্রযাতে সহসা বনবাসায় রাঘবে॥ ২২॥
হা রাম ইতি বিক্রুষ্টং জনৌঘেন সমন্ততঃ।
আর্ত্তনারীনরগণং তৎ সম্ভ্রান্তজনাকুলং॥ ২৩॥
পুরমাসীদতোবার্ত্তং রামপ্রব্রাজনে তদা।
সবৃদ্ধবালা হি পুরী শোকসন্তাপবিহ্বলা॥ ২৪

অনুবাদ।

পরে জানকী সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সুসজ্জিত রথবরে আরোহণ করিলেন, শ্রীরাম রথারোহণ করিলে পর শ্রীরামের অনুমতিক্রমে সুমন্ত্র ও অশেষবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ তূণীর তনুত্রাণ, খনিত্র ও পিটক রথের উপরিভাগে দৃঢ় রূপে সংস্থাপন করিলেন॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ সুমন্ত্র সেই সমুদয় দ্রব্যজাত রথে আরোপণ করিয়া পশ্চাৎ আপনিও তাহাতে আরোহণ করিলেন, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও জানকী এই তিন জনকে রথারূঢ় দেখিয়া সারথি অতিশয় কাতর মনে॥ ২১ ॥ শ্রীরামের অনুমতিক্রমে রথে যোজিত অশ্বসমূহের প্রেরণা করিতে লাগিলেন, শ্রীরাম বনবাসের জন্য গমন করিলে পর চারিদিগের লোক সকল একেবারে সেই সময়ে হঠাৎ হা রাম হা রাম বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তখন অযোধ্যানগরীতে কি নর কি নারী সকলেই কাতরস্বরে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল, রঘুনাথ প্রব্রজ্যায় যাত্রা করিলে পর অযোধ্যানগরী সম্ভ্রান্ত কাতর জনগণে পরিপূর্ণ হইল, সকলেরই মুখে শোকচিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল, কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেই শোকে ও মোহে অবিভূত হইল॥ ২২।২৩।২৪॥

রামমেবাভিদুদ্রাব ঘর্ম্মার্ত্তাঃ সলিলং যথা।
তদোচুরনুগচ্ছন্তো বাহূনুদ্ধৃত্য দুঃখিতাঃ ॥ ২৫ ॥
সংযচ্ছ বাজিনঃ সূত শনৈর্যাহীতি বাদিনঃ।
রামস্য দ্রষ্টুমিচ্ছামো মুখচন্দ্রং মহাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥
মনাংসি নো হরত্যেষ সর্ব্বেষাং নরচন্দ্রমাঃ।
পশ্যামস্তাবদেবৈনং দ্রক্ষ্যামো হি কদা পুনঃ ॥ ২৭ ॥
প্রস্থিতো দূরমধ্বানং নাথো নো ধর্ম্মবৎসলঃ।
কদৈনং বনকান্তারাদ্দ্রক্ষ্যামঃ পুনরাগতং ॥ ২৮ ॥
আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুঃ সুসংহতং।
যন্ন দীর্ণং প্রিয়ে পুত্রে বনবাসায় নির্গতে ॥ ২৯ ॥
একৈব কৃতপুণ্যেয়ং বৈদেহী তনুমধ্যমা।
যানুগচ্ছতি গচ্ছন্তং চ্ছায়েবানুগতা পতিং ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

গ্রীষ্ম সময়ে দিবাকরের প্রচণ্ড কর নিকরে উত্তপ্ত হইয়া যেমন জলাশয়ের প্রতি প্রাণীবর্গ ধাবমান্ হয়, তাহার ন্যায় তখন সকলে অতি ব্যাকুলিতমনে ভুজদ্বয় উদ্যত করিয়া শ্রীরামের প্রতি ব্যগ্ররূপে গমন করতঃ সারথিকে বলিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ হে সারথে! ঘোটকদিগকে সংযত করতঃ অল্পে অল্পে রথ চালনা করহ, আমরা মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিবার অভিলাষ করিতেছি ॥ ২৬ ॥ এই নরচন্দ্র রামচন্দ্র আমাদিগের সকলের মনকে অপহরণ করিয়া বন প্রস্থান করিতেছেন, আমরা কিয়ৎক্ষণ শ্রীরঘুনাথকে নিরীক্ষণ করি, কেন না আর আমরা পুনর্ব্বার রঘুবীরকে কবে দেখিতে পাইব? ॥ ২৭ ॥ ধর্ম্মবৎসল আমাদিগের নাথ শ্রীরঘুনাথ আজি দূরদেশে [গমন করিতেছেন আবার কতদিনে দুর্গম গহন কানন হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইবেন, আমরা পুনর্ব্বার ইহাঁকে আর কবে সন্দর্শন করিব ॥ ২৮ ॥ আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে শ্রীরাম জননী কৌশল্যা দেবীর হৃদয় লৌহময়, ও দৃঢ়রূপে সুগটিত, নতুবা এমন প্রিয় সন্তান বনবাসে যাত্রা করিতেছেন এখনও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইলনা? ॥ ২৯ ॥ ভূমণ্ডলে কেবল জনকনন্দিনীই যথার্থ পুণ্যশীলা, যেহেতু বনগমন পরায়ণ পতির সহিত ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

ত্বঞ্চ লক্ষ্মণ সিদ্ধার্থঃ কৃতপুণ্যশ্চ যঃ প্রিয়ং।
ভক্ত্যানুগচ্ছসি জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং ধর্ম্মবৎসলং॥ ৩১॥
এষা তে মহতী সিদ্ধিরেষ চাভ্যুদয়ো মহান্।
এষ স্বর্গস্য পন্থাস্তে যদ্রামমনুগচ্ছসি॥ ৩২॥
এবং ব্রুবন্তস্তে পৌরা বাষ্পবেগমুপাগতং।
যদা ন শেকুঃ সংসোঢ়ুং দুঃখার্ত্তা রুরুদুস্তদা॥ ৩৩॥
ক্বনু গচ্ছসি দুঃখার্ত্তানস্মানুৎসৃজ্য রাঘব।
নয়াস্মানপি যত্র ত্বং গন্তুং রাম সমুদ্যতঃ॥ ৩৪॥
অথ রাজা বৃতঃ স্ত্রীভির্বিক্লবো দীনমানসঃ।
নির্জ্জগাম প্রিয়ং পুত্রং দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ স্বয়ং গৃহাৎ॥ ৩৫॥
ক্রন্দন্তীনাং নৃপস্ত্রীণাং শুশ্রুবে তত্র নিস্বনঃ॥
করেণূনামিবাক্রন্দো বদ্ধে যূথপতৌ বনে॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

সর্ব্বলোকই লক্ষ্মণকে ধন্যবাদ দিয়া কহিতেছেন, হে লক্ষ্মণ! তুমিই যথার্থ কৃতকার্য্য হইলে, তোমারই পুণ্যসঞ্চয় ফলদ হইল, যেহেতু তুমি ভক্তিযোগসহকারে ধর্ম্মপরায়ণ প্রিয়তম জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত অনুগমন করিতেছ॥ ॥ ৩১ ॥ হে লক্ষ্মণ! তুমি শ্রীরামের সহিত যে অনুগমন করিতেছ ইহাতেই তোমার মনোগত পরমাভিলাষ সুসিদ্ধ হইল, ইহাই তোমার পরম অভ্যুদয় ও ইহাই তোমার সুরলোক গমনের বিস্তৃত পথ॥ ৩২ ॥ এই প্রকার নানা কথা বলিতে বলিতে পুরবাসি লোকদিগের যখন প্রবলতর শোক বেগ উপস্থিত হইয়া কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল তখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা দুঃখে ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল॥ ৩৩ ॥ হে রঘুবর? আমরা তোমার শোকে যথোচিত দুঃখিত হইতেছি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় যাইতেছ, হে শ্রীরাম? আপনি যেখানে গমন করিতে উদ্‌যোগ করিয়াছ, আমাদিগকেও সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া চলহ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর রাজা দশরথ অতিশয় কাতর দীনমনা পত্নীগণে পরিবৃত হইয়া প্রিয় সন্তানকে সন্দর্শন করিবার মানসে গৃহ হইতে স্বয়ং বহির্গত হইলেন॥ ৩৫ ॥ অরণ্যমধ্যে যূথপতি সংযত হইলে পর হস্তিনীরা যেমন আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিয়া থাকে, পুরমধ্যে রাজমহিষীদিগের তাদৃশ ক্রন্দনধ্বনি তখন শ্রবণগোচর হইতে লাগিল॥ ৩৬ ॥

স চ রাজা দশরথো গতশ্রীর্ন বভৌ তদা।
বিরশ্মিঃ পর্ব্বণীবেন্দুগ্র্হেণোপহতদ্যুতিঃ॥ ৩৭॥
ততো হা হেতি করুণঃ শব্দঃ সমভবন্মহান্।
দুঃখিতং প্রেক্ষ্য রাজানং সদারং নির্গতং গৃহাৎ॥ ৩৮॥
হা রামেতি নরাঃ কেচিদ্ধা রাজন্নিতি চাপরে।
ক্রোশন্তো নৃপতিং তত্র পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ॥ ৩৯॥
সমবেক্ষ্য ততো রামঃ পিতরং শোককর্ষিতং।
পদাতিমনুগচ্ছন্তং দারৈঃ পরিবৃতং তদা॥ ৪০॥
দেব্যা কৌশল্যয়া সার্দ্ধং বিলপন্তং পদে পদে।
ধর্ম্মপাশসিতো দীনো নাশক্নোদভিবীক্ষিতুং॥ ৪১॥
পদাতৌ তাবদুঃখার্হৌ দৃষ্ট্বা দুঃখসমন্বিতৌ।
পিতরৌ চোদয়ামাস রামো যাহীতি সারথিং॥ ৪২॥

অনুবাদ।

তখন রাজা দশরথ এমনি বিগতশ্রী ও বিবর্ণ হইলেন যে তাঁহার শরীরের আর কোন প্রভা রহিলনা, পূর্ণিমাতিথিতে সংপূর্ণচন্দ্রমণ্ডল উপরাগগ্রস্ত হইলে পর যেমন কিরণ মলিন হয় ও কিছুমাত্র দীপ্তি থাকেনা, রাজা দশরথের মুখচন্দ্রও সেই রূপ বিবর্ণ হইয়া গেল॥ ৩৭॥ অনন্তর নৃপতিবর পত্নীগণে পরিবৃত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন দেখিয়া চারিদিক হইতে একেবারে সকলের মুখে হাহাকার শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল॥ ৩৮॥ কেহ বা হা রাম বলিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ বা হা রাজন্ কি হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ফলতঃ সমস্ত লোক বিলাপ করিতে করিতে তথায় চারিদিকে মহারাজাকে বেষ্টন করিল॥ ৩৯॥ তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন যে পিতা শোকে কৃশতর কলেবরে পাদচারে পত্নীগণ সমবিভব্যহারে আমার সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতেছেন॥ ৪০॥ প্রতিপদে কৌশল্যাদেবীর সহিত বিলাপ করিতেছেন, ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া এমন দীনভাব অবলম্বন করিয়াছেন, যে তখন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে রাম সমর্থ হইলেন না॥ ৪১॥ কোনকালে দুঃখলেশ জানেন না, এমন জনকজননী পদব্রজে সঙ্গে২ আসিতেছেন দেখিয়া যখন শ্রীরামচন্দ্র মহাদুঃখে সারথিকে বলিলেন, হে সুমন্ত্র! আমি আর সহ্য করিতে পারি না, তুমি অতি সত্বর অশ্ব চালনা করহ, যেহেতু আমার পিতা মাতা কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, ইহাঁরা দুঃখিতমনে অশ্রুপূর্ণনয়নে ম্লানবদনে আমার সহিত আগমন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে॥ ৪২॥

ন হি তদ্দর্শনং রামস্তয়োর্দুঃখপরীতয়োঃ।
শশাক পিত্রোঃ সংসোঢ়ুং তোত্রার্দ্দিত ইব দ্বিপঃ॥ ৪৩॥
হা পুত্র রাম হা সীতে হা হা লক্ষ্মণ পশ্য মাং।
ইতি রাজা চ দেবী চ ক্রোশন্তাবভ্যধাবতাং॥ ৪৪॥
উচ্ছ্রিত্য বাহু করুণং ক্রোশন্তীং কুররীমিব।
অপশ্যৎ স তদা রামো নৃত্যন্তীমিব মাতরং॥ ৪৫॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চুক্রোশ রাজা যাহীতি রাঘবঃ।
সুমন্ত্রস্যাভবৎ তত্র গাঞ্চ খঞ্চান্তর স্থিতিঃ॥ ৪৬॥

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ সন্তপ্তজনক জননীর তাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে সেইরূপ অসমর্থ হইতেছেন, যেমন অঙ্কুশাহত পীড়িত হস্তী বেদনা সহ্য করিতে অশক্ত হয়॥ ৪৩॥ রাজাদশরথ ও কৌশল্যাদেবী উভয়েই হা বৎস রাম! হা পুত্রি সীতে! হা তাত লক্ষ্মণ! একবার কমলনয়ন বিস্তার করিয়া তোমরা আমাকে দেখহ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন॥ ৪৪॥ তখন শ্রীরাম প্রত্যারক্ত হইয়া সন্দর্শন করিলেন যে কৌশল্যাজননী বাহুযুগল উচ্ছ্রিত করিয়া কুররীর ন্যায় করুণস্বরে চীৎকার করিতে২ মনের দুঃখে নর্ত্তন ন্যায় উল্লম্ফন দ্বারা রথ পশ্চাতে বেগে ধাবমানা হইতেছেন॥ ৪৫॥ মহারাজা দশরথ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, রে সুমন্ত্র! রথ স্থাপন কর, রথস্থাপন কর, কিঞ্চিৎকাল স্থির হও অর্থাৎ আমি আরো ক্ষণেক কাল শ্রীরামের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করি। কিন্তু রামচন্দ্র বলিতেছেন, হেসুমন্ত্র! আর বিলম্ব করিহ না, এখন তোমার রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের সময় নহে, এক্ষণে তুমি আমাকে লইয়া অতিশয় দ্রুতবেগে রথ চালনা করহ, রামাজ্ঞানুসারে সারথি এমনি বেগে রথ চালনা করিলেন যে কিয়ৎকাল পৃথিবীর মধ্যে কি আকাশমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার অবস্থান হইতেছে ইহার কিছুই উপলব্ধি হইল না॥ ৪৬॥

নাশ্রৌষমিতি রাজানং সূত বক্ষ্যসি সঙ্গমে।
চিরং দুঃখস্য পাপীয় ইতি রামস্তমব্রবীৎ॥ ৪৭॥
স রামস্য মতং বুদ্ধা সুমন্ত্র দীনমানসঃ।
অঞ্জলিং নৃপতেঃ কৃত্বা চোদয়ামাস তান্ হয়ান্॥ ৪৮॥
শীঘ্রং প্রজবিতৈরশ্বৈঃ প্রযান্তমথ রাঘবং।
যদা ন শেকুরন্বেতুং পৌরাণাং তাস্ততঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৪৯॥
ন্যবর্ত্তন্ত সুদুঃখার্ত্তা নিরাশা রামদর্শনাৎ।
মনোভিস্তুগ্র্যাবেগৈশ্চ ন ন্যবর্ত্তন্ত সর্ব্বশঃ॥ ৫০॥
যমিচ্ছেচ্ছ পুনর্দ্রষ্টুং ন তং দূরমনুব্রজেৎ।
বশিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা ইত্যূচুস্তং নৃপং তদা॥ ৫১॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্রকে বলিলেন হে সুমন্ত্র! মহারাজার সহিত তোমার যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন তুমি আজ্ঞা হেলন দোষ পরিহারার্থ তাঁহাকে বলিবে যে মহারাজ! রথঝঙ্কারে আপনি আপনার কথা শুনিতে পাই নাই, আপনি যে আমাকে কি আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহার কিছুই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই, এদদুপদেশ দানের পর শ্রীরাম সুমন্ত্রকে কহিতেছেন, হে সুমন্ত্র! এক্ষণে আমি আর পিতার চিরদুঃখের কারণ পাপভাগী হইতে পারি না॥ ৪৭॥ সুমন্ত্র শ্রীরামের এইরূপ মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অতি দুঃখিতমনে মহারাজা দশরথের প্রতি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া নমস্কার করতঃ রথযোজিত অশ্ব সকলকে চালনা করিলেন॥ ৪৮॥ অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র যখন দ্রুতগামী অশ্বসমূহযোজিত রথারোহণে অতি সত্বর গমন করিলেন তখন পুরবাসিদিগের মহিলারা আর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে সমর্থা হইলেন না॥ ৪৯॥ যৎপরোনাস্তি দুঃখিতমনে শ্রীরাম দর্শনে হতাশ হইয়া নিবর্ত্ত হইলেন, কিন্তু শীঘ্রগামিতা প্রযুক্ত তাহাদিগের সকলের মন কোনমতে শ্রীরামের নিকট হইতে নিবৃত্ত হইল না॥ ৫০॥ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ঋষিগণ মহারাজাকে তখন এই কথা বলিলেন, হে মহারাজ! যাহাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিতে ইচ্ছা থাকে তাহার স্থানান্তর গমনকালে, তাহার সহিত বহুদূর পর্য্যন্ত অনুগমন করা কোনমতে উচিত নহে॥ ৫১॥

তেষাং তদা তদ্বচনং নিশম্য
　রাজা গুরূণাং বিনিগৃহ্য বাষ্পং ।
তস্থৌ প্রযান্তং সুতমীক্ষমাণো
　বিষাদশোকব্যথিতান্তরাত্মা ॥ ৫২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামনির্যাণং নাম
একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ

রাজা দশরথ তখন মুনিগণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া নেত্রজল নিবারণ পূর্ব্বক বিষাদ ও শোকে পরম ব্যথিতান্তরাত্মা হইয়া সেইখানেই দণ্ডায়মান থাকিয়া বনগমনশীল সন্তান বনে গমন করিতেছেন তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
শ্রীরামের বন প্রযাণ নামে ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপন ॥ ৩৯ ॥

——০০——

চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তস্মিন্ প্রযাতে ত্বরিতং বনং রামে কৃতাঞ্জলৌ।
আর্ত্তশব্দো হি সংজজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে তদা ॥ ১ ॥
অনাথস্য জনস্যাস্য দুর্ব্বলস্য তপস্বিনঃ।
যো গতিঃ শরণ শ্চাসীৎ স নাথঃ কুত্র গচ্ছতি ॥ ২ ॥
ন যঃ ক্রুধ্যতি শপ্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জ্জয়ন্।
ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্ব্বান্ স রামঃ ক্ব নু গচ্ছতি ॥ ৩ ॥
কৌশল্যায়াং মহাতেজা যথা মাতরি বর্ত্ততে।
তথা যো বর্ত্ততেঽস্মাসু স মহাত্মা ক্ব গচ্ছতি ॥ ৪ ॥
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানানাং রাজ্ঞা চ কুপিতেন যঃ।
পরিত্রাতা চ গোপ্তা চ রক্ষিতা চ ক্ব গচ্ছতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুট দ্রুতগমনে বনে প্রস্থান করিলে পর অন্তঃপুরে রাজমহিষী বর কামিনীগণের সকরুণ রোদনধ্বনি সম্ভূত হইল ॥ ১ ॥ যে রাম অনাথ দুর্ব্বল দীনহীন জনগণের ও তপস্বীগণের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা যিনি শরণাগত প্রতিপালক, সেই সর্ব্বরক্ষক রাম আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিল ॥ ২ ॥ যে রামচন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেও অর্থাৎ কটুবাক্যে গালাগালি দিলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন না, যিনি ক্রোধের কারণ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি ক্রোধিদিগকে বিনয়দ্বারা প্রসন্ন করিতেন, সেই রাম আমাদিগের কোথায় গমন করিতেছেন ॥ ৩ ॥ মহাতেজা যে রামচন্দ্র কৌশল্যাজননীর প্রতি যেমন ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই তেজস্বী পুরুষ রাম আমাদিগের প্রতিও সেই রূপ ভাব প্রকাশ করিতেন, অদ্য আমাদিগের সেই মহাত্মা রামচন্দ্র কোথায় গমন করিতেছেন ॥ ৪ ॥ কৈকেয়ী কর্ত্তৃক ক্লিশ্যমানা রাজমহিষীগণের প্রতি রাজাও ক্লেশ দিতেন, সেই সকল রাজমহিষীদিগের পরিত্রাণ কর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, যে শ্রীরাম, সেই রাম অদ্য কোথায় গমন করিতেছেন, অর্থাৎ আমাদিগকে আর প্রবোধ দিয়া কে রাখিবে ? ইতি ভাব ॥ ৫ ॥

অবুদ্ধির্বত কিং রাজা বিপরীতমতির্নু কিং।
যো নাথং সর্ব্বভূতানাং পরিত্যজতি রাঘবং॥ ৬॥
ইতি রাজমহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ।
চুক্রুশুশ্চৈব দুঃখার্ত্তাঃ স্তুবন্ত্যো রুরুদুশ্চ তং॥ ৭॥
স তমন্তঃপুরে নাদং শ্রুত্বা তাসাং মহীপতিঃ।
পুত্রশোকাগ্নিসন্তপ্তঃ সসাদ গতচেতনঃ॥ ৮॥
নাগ্নিহোত্রাণি হূয়ন্তে তমঃ সূর্য্যং সমাবৃণোৎ।
তত্যজুঃ কবলং নাগা জহুর্ব্বৎসাংশ্চ ধেনবঃ॥ ৯॥
বৃহস্পতিবুধার্কেন্দুশনাঙ্গারকভার্গবাঃ।
দারুণাঃ সমবর্ত্তন্ত গ্রহাঃ সর্ব্বে প্রদক্ষিণাঃ॥ ১০॥
নক্ষত্রাণি হতার্চীংষি গ্রহাশ্চোপহতত্বিষঃ।
বিশিখাশ্চ সধূমাশ্চ নাগ্নয়ঃ প্রচকাশিরে॥ ১১॥

অনুবাদ।

কি আক্ষেপের বিষয়! কি নির্ব্বোধ রাজা দশরথ, তাঁহার কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে বিপরীত হইয়া গিয়াছে, তাহা না হইলেই বা কেন সর্ব্ব জীবের পরিপালন কর্ত্তা রাম হেন পুত্রকে বনে পরিত্যাগ করিবেন॥ ৬॥ রাজমহিষীগণেরা বৎসহারা ধেনুদিগের ন্যায় এইরূপে দুঃখে কাতরা হইয়া বহু আবিষ্কার ও শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৭॥ সমস্ত পৃথিবী পতিরাজা দশরথ, অন্তঃপুরে পত্নীগণের এইরূপ বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পুত্র শোক রূপ পাবকে পরিতপ্ত হইয়া অচেতনভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন॥ ৮॥ শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাপুরী ত্যাগ করিলে পর অগ্নিহোত্রের অনলে কেহ আর আহুতি প্রদান করিতেছেন না, মহা অন্ধকারে সূর্য্যকে আবরণ করিল, অর্থাৎ সূর্য্যের প্রভা মলিন হইয়া গেল। হস্তী সকল আপনাদিগের আহার ত্যাগ করিল, এবং গাভীগণ আপন আপন বৎসদিগকে পরিত্যাগ করিল॥ ৯॥ বৃহস্পতি বুধ রবি সোম শনি মঙ্গল শুক্রপ্রভৃতি সমুদয় অনুকূল গ্রহগণ ভীষণ হইয়া উঠিল অর্থাৎ দারুণ উগ্র রূপে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল॥ ১০॥ নক্ষত্রগণের জ্যোতি নষ্ট হইয়া গেল, গ্রহগণে দীপ্তি হীন হইল এবং অগ্নি সকল শিখারহিত ও ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশ হীন হইল॥ ১১॥

একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

যাবত্তু গচ্ছতস্তস্য রাজা রূপমপশ্যত।
নৈবেক্ষ্বাকুবরস্তাবৎ সঞ্জহারাত্মচক্ষুষা॥ ১॥
যাবদ্রাজা প্রিয়ং পুত্রং পশ্যতি স্ম স চক্ষুষা।
উৎসসর্জ্জ মহীতাবত্তদা দূরমিবাস্তরং॥ ২॥
যাবদ্রাজা প্রিয়ং পুত্রমপশ্যৎ তং তু ধার্ম্মিকং।
তাবৎ প্রাবর্ত্ততাং তস্য চক্ষুষী পশ্যতঃ সুতং॥ ৩॥
নাপশ্যচ্চ রজোঽপ্যস্য যদা রামস্য ভূমিপঃ।
তদার্ত্তঃ স বিবর্ণশ্চ ধরণ্যাং নিপপাত হ॥ ৪॥
তস্য দক্ষিণমন্বঙ্গং কৌশল্যাভবদাকুলা।
বামঞ্চ সান্বগাদঙ্গং কৈকেয়ী ভরতপ্রিয়া॥ ৫॥
তাং নয়েন চ সম্পন্নো ধর্ম্মেণ বিনয়েন চ।
উবাচ রাজা কৈকেয়ীং সমীক্ষ্য পাপনিশ্চয়াং॥ ৬॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র যতক্ষণ পথে গমন করিতে লাগিলেন, রাজাদশরথ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার চক্ষুদ্বয়কে শ্রীরামের গমনপথ নিরীক্ষণে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। যখন রামরূপ অদর্শন হইল অর্থাৎ দৃষ্টিপথ ছাড়াইয়া রথ গমন করিল তখন রাজা আপনার চক্ষুদ্বয়কে পথ নিরীক্ষণ কার্য্য হইতে অবহার করিলেন॥ ১॥ রাজা যখন প্রিয়সন্তান শ্রীরামকে রথস্থ নয়নদ্বারা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার এমনি জ্ঞান হইল যে পৃথিবী যেন শ্রীরামকে সুদূর অন্তরে নিক্ষেপ করিতেছেন॥ ২॥ রাজাদশরথ যদবধি ধার্ম্মিক প্রিয় পুত্রকে দেখিতে পাইলেন তদবধি সন্তানের গমন পথ প্রতি তাঁহার নয়নযুগল প্রবর্ত্তিত রহিল॥ ৩॥ ভূপাল পাল দশরথ যখন রামচন্দ্রের রথগমনের রেণুও আর দেখিতে পাইলেন না তখন অতিশয় কাতর ও বিবর্ণ হইয়া হা রাম বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন॥ ৪॥ কাতরা কৌশল্যাদেবী আকুলা হইয়া মহারাজার দক্ষিণ অঙ্গের দিকে উপবিষ্টা হইলেন, এবং ভরতজননী কৈকেয়ী দেবী ভূপতির বামভাগে আসিয়া বসিলেন॥ ৫॥ নীতিমান্ ও ধার্ম্মিক ও অতি বিনয়ী রাজাদশরথ অশেষ বিধ উপদেশদ্বারা কৈকেয়ীর অসদভিপ্রায় কোন রূপে অন্যথা হইবার নহে ইহা অবধারণ করিয়া তখন তাঁহাকে বলিলেন॥ ৬॥

কৈকেয়ী মা মমাঙ্গানি স্প্রাক্ষীস্ত্বং দুষ্টচারিণি।
ন হি ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ন ভার্য্যা মম সম্মতা ॥ ৭ ॥
যে চ ত্বামনুজীবন্তি নাহং তেষাং ন তে মম।
কেবলার্থপরাং হি ত্বাং ত্যক্তধর্ম্মাং ত্যজাম্যহং ॥ ৮ ॥
অগৃহ্নাং যচ্চ তে পাণিমগ্নিপর্য্যক্ষণঞ্চ যৎ।
অনুজানামি তৎ সর্ব্বমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৯ ॥
ভরতশ্চেৎ প্রতীতঃ স্যাদ্রাজ্যং প্রাপ্যৈদমীদৃশং।
প্রেতার্থং যৎ স মে দদ্যান্মা মাং তৎ সমুপাগমৎ ॥ ১০ ॥
অথ রেণুপরিধ্বস্তং তমুত্থাপ্য মহীপতিং।
ন্যবর্ত্তয় ত্তদা দেবী কৌশল্যা শোককর্ষিতা ॥ ১১ ॥
হত্বেব ব্রাহ্মণং রাজা পদা স্পৃষ্টেব বাপি গাং।
অন্বতপ্যত ধর্ম্মাত্মা পুত্রং সংস্মৃত্বা তাপসং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

রে দুষ্টচরিত্রে কৈকেয়ি! তুমি আর আমার অঙ্গপর্শ করিহওনা আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে তোমাকে আর দেখিতেও আমার ইচ্ছা হয় না, তুমি আমার সম্মত ভার্য্যা নহ অর্থাৎ ভার্য্যাপদের যোগ্যাই নও॥ ৭ ॥ যাহারা তোমার আশ্রয় লইয়া অনুজীবী আছে আমিও তাহাদিগের নহি, তাহারাও আমার নহে, তোমার কোন ধর্ম্মভয় নাই, কেবল অর্থলোভে অনর্থপাত করিলে এই জন্য তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিব॥ ৮ ॥ আমি তোমার পাণিগ্রহণ যে করিয়াছি, ও তোমাকে লইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ যে করিয়াছি, তজ্জন্য ইহলোকে ও পরলোকের নিমিত্ত সকলকে জানাইতেছি॥ ৯ ॥ যদি ভরত ঈদৃশ মহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজশাসনে প্রতিপন্ন হয়, তবে সে আমার মৃত্যুরপর প্রেতোদ্দেশে যে পিণ্ডাদি প্রদান করিবে যেন তাহা আমাতে প্রাপ্ত না হয়॥ ১০ ॥ অনন্তর শোক বিহ্বলা কৌশল্যাদেবী ধূলিধূষরিত কলেবর নৃপবরকে তখন উত্থাপিত করিয়া শোকে নিবর্ত্ত করিলেন ॥ ১১ ॥ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া এবং গাবিকে পদাঘাত করিয়া যেমন পরিতাপিত হয়, রাজা দশরথও তাপস বেশধারী ধর্ম্মাত্মা পুত্র শ্রীরামকে অনুস্মরণ করিয়া তদ্রূপ পরিতাপ করিতে লাগিলেন॥ ১২ ॥

তন্নিবর্ত্ত্য নিবর্ত্ত্যাস্য সীদতো রথবর্ত্মনি।
রাজ্ঞস্তত্র বভৌ রূপং গ্রস্তস্যাংশুমতো যথা॥ ১৩॥
বিললাপ চ দুঃখার্ত্তঃ প্রিয়ং পুত্রমনুস্মরন্।
নগরীং তামনুপ্রাপ্য জগন্নাথোঽপ্যনাথবৎ॥ ১৪॥
ইমানি হয়মুখ্যানাং বহতাং তং মমাত্মজং।
পদানি ভুবি দৃশ্যন্তে স মহাত্মা ন দৃশ্যতে॥ ১৫॥
স নূনং কিঞ্চিদেবাদ্য বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ।
কাষ্ঠং বা যদিবাশ্মানমুপধায় শয়িষ্যতে॥ ১৬॥
উত্থাস্যতি চ মেদিন্যাঃ কৃপণঃ পাংশুগুণ্ঠিতঃ।
বিনিঃশ্বসন্ প্রস্রবণাৎ করেণূনামিবর্ষভঃ॥ ১৭॥

অনুবাদ।

যৎকালে রাজা দশরথ নিরস্ত হইয়া আগমন করেন তখন শ্রীরামচন্দ্রের রথ যে পথে গমন করিয়াছে সেই পথ নিরীক্ষণ করিয়া আসিতে আসিতে রাজা অবসন্ন হইতে লাগিলেন, সেই অবসন্ন রাজার রূপ রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ হইল॥ ১৩॥ মহারাজা দশরথ, জগতীনাথ হইয়া অনাথের ন্যায় রাজনগরী অযোধ্যায় আসিয়া প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে অনুস্মরণ করতঃ দুঃখে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লগিলেন॥ ১৪॥ শ্রীরামচন্দ্র যে রথে গমন করিয়াছেন, সেই রথযোজিত অশ্বের খুর চিহ্ন রাজমার্গে দেখিয়া রাজা আরও বিলাপ করিতে লাগিলেন। যথা। হা? এই সকল অশ্ববরেরা আমার প্রাণ সম প্রিয়তম পুত্র মহাত্মা রামচন্দ্রকে বহন করিয়াছে, এখন সেই সকল অশ্বের পদচিহ্ন ভূমিতলে দর্শন হইতেছে কেবল সেই মহাত্মা রামই অদর্শন হইয়াছেন॥ ১৫॥ শ্রীরাম বনে গিয়া কি রূপ কোন স্থানে শয়নোপবেশন করিয়া থাকিবেন, তদনুস্মরণ করতঃ কাতর হইয়া রাজা বিলাপ করিতেছেন। যথা হা? বিধাতঃ। অদ্য মমাত্মজ কোমলাঙ্গ রামচন্দ্র নিশ্চয় কোন এক বৃক্ষমূল সমাশ্রিত হইয়া থাকিবেন, রাত্রিকালে মৃদুলোপধানের অভাবে কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডকেই উপধান করিয়া তরুমূলেই অবশ্য শয়িত হইবেন॥ ১৬॥ যূথপতি প্রিয়াসহ প্রস্রবণ হইতে যেমন ধূলি কর্দ্দম মৃক্ষিত কলেবরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করে, তদ্রূপ শ্রীরামও অতি দুঃখিত ধূলি ধূষরিত কলেবর হইয়া ধরণী হইতে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিবেন॥ ১৭॥

দ্রক্ষ্যন্তি চৈব পুরুষা দীর্ঘবাহুং বনে চরাঃ ।
রামমুত্থায় গচ্ছন্তং লোকনাথমনাথবৎ ॥ ১৮ ॥
সকামা ভব কৈকেয়ি বিধবা রাজ্যমাবিশ ।
ন হ্যহং পুরুষব্যাঘ্রাদৃতে জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৯ ॥
ইত্যসৌ বিলপন্ রাজা জনৌঘেনাভিসংবৃতঃ ।
অপস্নাত ইবাক্রন্দন্ প্রবিবেশ পুরীং তদা ॥ ২০ ॥
শূন্যচত্বরবেশ্মান্তাং সংবৃতাপণবীথিকাং ।
জনৈরত্যন্তদুঃখার্ত্তৈর্বাত্যাকীর্ণমহাপথাং ॥ ২১ ॥
তং সংপশ্যন্ জনং সর্ব্বং রামং সর্ব্বাত্মনা গতং ।
বিলপন্ প্রাবিশদ্রাজা গৃহং সূর্য্য ইবাম্বুদং ॥ ২২ ॥
তদ্ধ্রদং গরুড়েনেব সমালোক্য হৃতোরগং ।
রামেণ রহিতং বেশ্ম বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ।

কি দুঃখের বিষয় ! আজানুলম্বিত দীর্ঘবাহু সর্ব্বলোকনাথ শ্রীরামচন্দ্র গাত্রো- থ্থান করতঃ অনাথের ন্যায় বনে বনে গমন করিবেন, তাঁহাকে বনচারী পুরুষেরাই অবলোকন করিবে ॥ ১৮ ॥ অনন্তর রাজা দশরথ সাক্ষেপ বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিতেছেন, রে মূঢ়ে কৈকেয়ি ! তুমি সকামা হও অর্থাৎ আপন অভিলাষ পূরণ করিয়া বিধবা হইয়া এইরাজ্যে প্রবেশ করহ, পুরুষবর রামচন্দ্র বিনা আমি জীবন ধারণে সক্ষম হইব না ॥ ১৯ ॥ জন সমূহে পরিবৃত হইয়া রাজা দশরথ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে নয়ন জলে আত্মকলেবরকে অভিষিক্ত করিয়া তখন অযোধ্যা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২০ ॥ জনশূন্য বিপণ গৃহ, ও পথ, এবং জনশূন্য চাতর বিশিষ্টা অযোধ্যা পুরী, কেবল রামবিরহে অত্যন্ত দুঃখিত জনগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ আকীর্ণ মহাপথ বিশিষ্টা এই অযোধ্যাকে দেখিয়া ॥ ২১ ॥ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের সহিত রামগত অযোধ্যাবাসি জন সকলেকে দেখিয়া মহারাজা দশরথ বহুশঃ বিলাপ করিতে করিতে স্বগৃহে প্রবেশ করি- লেন, যদ্রূপ জ্যোতিষাং পতি সূর্য্যদেব মহামেঘ পুঞ্জে প্রবিষ্ট হয়েন ॥ ২২ ॥ যেমন গরুড় কর্ত্তৃক আহৃত ভুজঙ্গম শূন্য হ্রদ, তদ্রূপ রাজা দশরথ রাম লক্ষ্মণ সীতা রহিত গৃহ সকল অবলোকন করিয়া পার্শ্বদ সকলকে কহিতে লাগিলেন ইহা উত্তরান্বয় ॥ ২৩ ॥

ইদংপ্রোবাচ বচনং রাজা শোকসমন্বিতঃ।
কৌশল্যায়া গৃহং শীঘ্রং রামমাতুর্নয়ন্তু মাং ॥ ২৪ ॥
ইতি ব্রুবন্তং রাজানমনয়ন্ দ্বারদর্শিনঃ।
তস্য তত্র প্রবিষ্টস্য কৌশল্যায়া নিবেশনং ॥ ২৫ ॥
অধিরুহ্যাথ শয়নং বভূবাকুলিতং মনঃ।
তত্র স্ম রাজা শোকার্তো ভুজাবুদ্যম্য দুঃখিতঃ ॥ ২৬ ॥
উচ্চৈশ্চ ক্রোশ করুণং হা রাঘব জহাসি মাং।
সুখিনঃ খলু তং কালং জীবিষ্যন্তি নরোত্তমাঃ ॥ ২৭ ॥
প্রতিশ্রবন্তে যে রামং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতং।
ন ত্বাং পশ্যামি কৌশল্যে পাণিনা সাধি মাং স্পৃশ।
রামং মেঽনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।

রাম বিচ্ছেদ জন্য তীব্র শোকারত চিত্ত হইয়া রাজা দশরথ এই বাক্য কহিতে লাগিলেন। শীঘ্র আমাকে লইয়া রাম মাতা কৌশল্যার গৃহে প্রাপ্ত করাও ॥ ২৪ ॥ এই বাক্য বদনশীল রাজাকে লইয়া দ্বারপালেরা কৌশল্যার নিকেতনে প্রবিষ্ট করাইলেন, অনন্তর রাম মাতার গৃহাভ্যন্তর প্রবিষ্ট পর্য্যঙ্কশয্যায় আরোহণ করিয়া রাম শোকে তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইল, এবং তথায় অত্যন্ত শোকে আতুর হইয়া বাহু দ্বয়কে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করতঃ দুঃখিত হইলেন ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ এবং উচ্চৈস্বরে করুণ বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হা রাম! হা রাঘব! তুমি কি আমাকে একেবারে নিতান্তই পরিত্যাগ করিলে। এই অযোধ্যা নগরে যে সকল ব্যক্তি শ্রীরামের প্রত্যাগমন কালপর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে তাহারাই নরোত্তম, সত্য প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হইয়া অযোধ্যায় পুনরাগত হইলে শ্রীরামচন্দ্রকে তাহারাই দর্শন করিয়া সুখী হইবে ॥ ২৭ ॥ অনন্তর শোকাভিভূত মহারাজা কৌশল্যাদেবীকে কহিতেছেন, হে কৌশল্যে! হে রাম জননি! আমি তোমাকে আর চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি হস্ত দ্বারা আমাকে স্পর্শ করহ, আমার দৃষ্টি রামানুগতা হইয়াছে, অদ্যাপিও তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই ॥ ২৮ ॥

তং রামমেবানুবিচিন্তয়ন্তং
সমীক্ষ্য দেবী শয়নে নরেন্দ্রং।
অথোপবিশ্যাধিকমার্ত্তরূপা
বিনিঃশ্বসন্তী বিললাপ কৃচ্ছ্রং॥ ২৯॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথবিলাপো নাম
একচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥

অনুবাদ।

কেবল শ্রীরাম মাত্রই যাঁহার অনুচিন্তনীয়, সেই রাজা দশরথকে শয্যাতলে ক্লিষ্টরূপ নিরীক্ষণ করিয়া কৌশল্যা দেবী তন্নিকটে উপবেশন করিয়া অনন্তর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধিকতর বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২৯॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথ বিলাপ নামে এক চত্বারিংশঃ সর্গ সমাপন॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ সমীক্ষ্য শয়নে সন্নং শোকেন কর্ষিতং।
কৌশল্যা পুত্রশোকার্ত্তা তমুবাচ মহীপতিং ॥ ১ ॥
রাঘবে নৃপশার্দ্দূল বিষং মুক্ত্বা দ্বিজিহ্ববৎ।
বিহরিষ্যতি কৈকেয়ী সুখং প্রাপ্তমনোরথা ॥ ২ ॥
বিবাস্য রামং সুভগা লব্ধকামা মনস্বিনী।
ত্রাসয়িষ্যতি মাং ভূয়ো দুষ্টাহিরিব বেশ্মনি ॥ ৩ ॥
অথাস্মিন্ নগরে রামশ্চরন্ ভৈক্ষ্যং গৃহে বসেৎ।
কামকারাদলং দাতুমপি দাসং মমাত্মজং ॥ ৪ ॥
পাতিতঃ স তু কৈকেয্যা স্থানাদিষ্টাদ্যথেষ্টতঃ।
প্রদিষ্টো রক্ষসাং ভাগঃ পর্ব্বণীবাহিতাগ্নিনা ॥ ৫ ॥
গজরাজগতির্বীরো মহাবাহুর্ম্মহাধনুঃ।
বিশত্যরণ্যং নূনং স সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শোককর্ষিত শয্যাতলশায়ী রাজাকে দেখিয়া পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যাদেবী সেই অবনীপতি রাজা দশরথকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ হে নৃপশার্দ্দূল দশরথ! সম্যক্‌রূপ মনোভিলাষ প্রাপ্তবতী কৈকেয়ী মহাবিষধরী ভুজঙ্গীর ন্যায় শ্রীরাম প্রতি উল্বণ বিষ বমন করতঃ এখন মহাসুখে বিহরণ করিবে ॥ ২ ॥ মনস্বিনী তব সুভগা কৈকেয়ী রামকে বনবাস দিয়া স্বীয় মনোরথ পূরণ করতঃ, এখন গৃহে থাকিয়া পুনর্ব্বার দুষ্ট সর্পিণীর ন্যায় আমাকে নিরন্তর ত্রাসযুক্ত করিবে ॥ ৩ ॥ অভিলষিত ফল প্রদাতা শ্রীরাম এতন্নগরচারী হইয়া গৃহে বাস করতঃ ভৈক্ষ্য ভোগ করুক্, এই রাজ্য ভরতের হউক, কিন্তু তুমি এমনি কামের বশ যে তোমা হইতে রাম আমার তাহাতেও বঞ্চিৎ হইল ॥ ৪ ॥ হা রাজন্! কৈকেয়ী কর্ত্তৃক অভিলষিত স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শ্রীরাম তদভিলাষ পূরণার্থ পুরুষাদ মুখে পতিত হইল, হা! আহিতাগ্নি অর্থাৎ অগ্নি হোত্রীদিগের পর্ব্বেতে রাক্ষস বলি প্রদানবৎ কৈকেয়ী আমার রামকে দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে আদেশ করিল ॥ ৫ ॥ হে মহারাজ! গজেন্দ্র সমন আজানু-লম্বিত দীর্ঘবাহু মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণের সহিত নিশ্চিতই ঘোর বনে প্রবিষ্ট হইবেন ॥ ৬ ॥

বনেষু দৃষ্টদুঃখানাং কৈকেয্যা বচনাৎ ত্বয়া।
ত্যক্তানাং বনবাসায় কা ন্ববস্থা ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥
তে ভোগহীনাস্তরুণাঃ ফলকালে বিবাসিতাঃ।
বনে বৎস্যন্তি কৃপণা মম বৎসাঃ সুখোচিতাঃ ॥ ৮ ॥
গজৈর্যথা বিভগ্নস্য যা শাখা সংস্থিতা তরোঃ।
অকৃত্বা ফলনিষ্পত্তিং সাপি দগ্ধা দবাগ্নিনা ॥ ৯ ॥
অপীদানীং স কালঃ স্যান্মম শোকক্ষয়ে শিবঃ।
সভার্য্যং সহিতং ভ্রাত্রা পশ্যেয়ং যত্র তং সুতং ॥ ১০ ॥
কদাযোধ্যাং মহাবাহুঃ পুরীং রামঃ প্রবেক্ষ্যতি।
পুরস্কৃত্য রথে সীতাং বৃষভো গোকুলমিব ॥ ১১ ॥
শ্রুত্বেহোপস্থিতং রাম কদাযোধ্যা ভবিষ্যতি।
যশস্বিনী হৃষ্টজনা পতাকাধ্বজমালিনী ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে ভূপ! আপনি বনদোষ সকল বিলক্ষণ রূপ জানেন, তথাপি কৈকেয়ীর বাক্যে তাঁহাদিগকে কোন্ প্রাণে বনবাস দিলেন, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই অনাথ দিগের বনে যে কোন্ গতি লাভ হইবে তাহা বুঝিতে পারি না ॥ ৭ ॥ তাহারা অত্যন্ত তরুণ বয়সে ভোগহীন হইয়া সুখের অনুভব করিবার কালে বিবাসিত হইল। হা! চিরকাল সুখে প্রতি পালিত আমার বৎসেরা এখন অতি দুঃখী হইয়া বনে গিয়া বাস করিবে ॥ ৮ ॥ গজ বিভগ্ন তরুবরের যে শাখা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে কল নিষ্পত্তি না হইতে হইতেই দবাগ্নি দ্বারা সে শাখা দগ্ধ হইয়া গেল ॥ ৯ ॥ এক্ষণে আমার শোকোপনয়নের কারণ ও কল্যাণ কারণ সেই সময় হউক্, যে যাহাতে সীতা লক্ষ্মণের সহিত রামকে আমি সন্দর্শন করি ॥ ১০ ॥ আমার সেই সময় কবে হইবে? গোষ্ঠাবসানে গাবি সহিত বৃষভ গোকুল প্রবেশ ন্যায়, মহাবাহু রাম অগ্রে সীতাকে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যা পুরী প্রবেশন করিবেন ॥ ১১ ॥ আমার এমন দিন কবে হবে যে শ্রীরাম দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন শুনিয়া অতি যশস্বিনী হৃষ্ট পুষ্ট জনাবৃতা অযোধ্যা পুরী পতাকিনী ও ধ্বজমালিনী হই বেন ॥ ১২ ॥

কদা প্রেক্ষ্য নরব্যাঘ্রমরণ্যাৎ পুনরাগতং।
নন্দিষ্যতি পুরী রম্যা সমুদ্র ইব পর্বণি ॥ ১৩ ॥
কদা প্রাণিসহস্রাণি রাঘবৌ পুনরাগতৌ।
লাজৈরবাকরিষ্যন্তি প্রবিশন্তাবরিন্দমৌ ॥ ১৪ ॥
কদা পরিণতো বুদ্ধ্যা বয়সা চামরপ্রভঃ।
অভ্যুপৈষ্যতি ধর্ম্মজ্ঞঃ স বৎস ইব মাং ললন্ ॥ ১৫ ॥
কদা সুমনসঃ কন্যা দ্বিজাংশ্চৈব ফলানি চ।
প্রবিশন্তৌ পুরং হৃষ্টৌ করিষ্যেতে প্রদক্ষিণং ॥ ১৬ ॥
নিঃসংশয়ং ময়া মন্যে পূর্ব্বজন্মনি মূঢয়া।
পাতুকামেষু বৎসেষু মাতৃণাং পাতিতাঃ স্তনাঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব্বদিবসে যেমন সমুদ্রের আনন্দোদয় হয়, অরণ্য বাস হইতে পুনর্ব্বার নগরে প্রত্যাগত নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া মনোহররূপে সুসজ্জিতা অযোধ্যা নগরী কবে সেইরূপ পরমানন্দযুক্তা হইবে ॥ ১৩ ॥ সহস্র সহস্র নগরবাসি লোকে শত্রু নাশন রঘুনন্দন শ্রীরাম লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার ভবনে প্রবেশ করিবেন দেখিয়া তাঁহাদিগের উপরি মঙ্গল সূচক কবে লাজা বর্ষণ করিবে ॥ ১৪ ॥ দেব রূপ নবীন বয়স অথচ প্রবীণতম বুদ্ধি সম্পন্ন ধার্ম্মিকবর বৎস রামচন্দ্র কবে আমাকে প্রণাম করিতে করিতে আমার নিকট সমাগত হইবেন ॥ ১৫ ॥ আমার এমন দিন কবে হইবে যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ আহ্লাদ সাগরে মগ্ন পুর-কামিনীগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে এবং ফল পল্লব শোভিত জলপূর্ণ কলসকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রমুদিত মনে রাজ ভবনে প্রবেশ করিবেন ॥ ১৬ ॥ নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে পূর্ব্ব জন্মে এই অভাগিনী পাপীয়সী আমি মূঢ়বুদ্ধি প্রযুক্ত মাতৃ স্তনপানে অভিলাষুক গোবৎসের মুখ হইতে গাবির স্তন অন্তর করিয়া দিয়াছিলাম ॥ ১৭ ॥ হে পুরুষোত্তম নৃপতে! অনুমান্ করি যে সেই অপরাধেই আমি বৎসলা হইয়াও কৈকেয়ীকর্ত্তৃক বিবৎসলা গাবির ন্যায় বৎসহারা হইলাম ॥ ১৭ ॥

সাহং গৌরিব বৎসেন বিবৎসা বৎসলা সতী।
কৈকেয্যা পুরুষব্যাঘ্র বালবৎসা বলাৎ কৃতা॥ ১৮॥
তমহং সদ্গুণৈর্যুক্তং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদং।
একপুত্রা বিনা পুত্রং জীবিতুং নোৎসহে চিরং॥ ১৯॥
ন হি মে জীবিতে কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমিহ কল্প্যতে।
অপশ্যন্ত্যাঃ প্রিয়ং পুত্রং লোককান্তং মহাভুজং॥ ২০॥
অয়ং হি মাং তাপয়তে সুদারুণং
তনূজশোকপ্রভবো হুতাশনঃ।
মহীরুহং রশ্মিভিরুত্তমং প্রভো
যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ॥ ২১॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাবিলাপো নাম দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অনুবাদ।

যেমন এক বৎসা গাবি বৎস বিয়োগে বিবৎসা হইয়া কাতরা হয়, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! আমিও সেইরূপ বৎস সত্ত্বে কৈকেয়ী কর্ত্তৃক বলদ্বারা বিবৎসা হইয়াছি॥ ॥ ১৮ ॥ আমি এক পুত্রা আমার রামবই দ্বিতীয় আর সন্তান নাই অতএব অশেষ বিধ সদ্গুণ সম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্ববেত্তা প্রিয়পুত্র ব্যতিরেকে আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না॥ ১৯॥ যাবতীয় জনগণের প্রিয়তম আজানুলম্বিত মহাবাহু প্রাণ সমান সন্তান রামকে না দেখিয়া আমি আর একক্ষণও বাঁচিতে কামনা করি না॥ ২০॥ হে প্রভো হে স্বামিন্! প্রিয় সন্তান রামের বিচ্ছেদ রূপ এই প্রজ্বলিত ভীষণ হুতাশন আমাকে নিয়ত সন্তাপিতা করিতেছে, যেমন গ্রীষ্ম সময়ে ভগবান্ তীগ্মাংশুরবি প্রচণ্ড কিরণকলাপদ্বারা বৃক্ষ সকলকে তাপ প্রদান করেন॥ ২১॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাবিলাপ নামে দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপন॥ ৪২॥

——oo——

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অনুরক্তা মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমং।
অনুজগ্মুঃ প্রযান্তং তং বনবাসায় মানবাঃ॥ ১॥
নিবর্ত্তিতেঽপ্যতিবলে সুহৃদ্বর্গেণ রাজনি।
ন তে স্ম সংনিবর্ত্তন্তে রামস্যানুগতাঃ পথি॥ ২॥
অযোধ্যানিলয়ানাং হি জনানাং স মহায়শাঃ।
বভূব গুণসংপন্নঃ পূর্ণচন্দ্র ইব প্রিয়ঃ॥ ৩॥
যাচ্যমানোঽপি কাকুৎস্থঃ স্বাভিঃ প্রকৃতিভির্ব্বশী।
কুর্ব্বাণঃ পিতরং সত্যং বনমেবাভ্যবর্ত্তত॥ ৪॥
অবেক্ষমাণঃ স স্নেহং চক্ষুষা স পিবন্নিব।
উবাচ রামো ধর্ম্মাত্মা তাঃ প্রজাঃ স্বা ইব প্রজাঃ॥ ৫॥
যা প্রীতির্বহুমানশ্চ ময্যযোধ্যানিবাসিনাং।
মৎপ্রিয়ার্থমশেষেণ ভরতে সা নিবেশ্যতাং॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর সত্যধর্ম্ম পরায়ণ মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের জন্য গমন করিলেন দেখিয়া তাঁহার একান্ত অনুগত যে সকল মনুষ্য ছিল তাহারাও তৎপশ্চাৎ২ চলিলেন। আত্মীয় স্বজনবন্ধু বান্ধব সদলবলে নৃপবরকে নিবর্ত্তিত করিলেন কিন্তু প্রজাবর্গেরা পথে হইতে আর কোন ক্রমেই শ্রীরামের অনুগমনে বিরত হইলেন না॥ ২॥ কেননা সেই অশেষ গুণনিধান মহাযশস্বী শ্রীরাম সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অযোধ্যা বাসি জনগণের প্রিয়তম হয়েন॥ ৩॥ সকল প্রজাই শ্রীরামচন্দ্রকে বন গমনে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত যাচ্ঞা করিতেছেন, কিন্তু স্বীয় প্রজামণ্ডল বার বার প্রার্থনা করিলেও জিতেন্দ্রিয় রঘুনাথ পিতৃ সত্য প্রতিপালন করিবার জন্য তাহাদিগের বাক্যের আদর করিলেন না, বনগমনকেই নিশ্চিত অবধারণ করিলেন॥ ৪॥ ধর্ম্মশীল রঘুনাথ সাতিশয় স্নেহ সহকারে আপন সন্তানের ন্যায় প্রজাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে এমন বোধ হইল যেন চক্ষুদ্বারা তাহাদিগকে পান করিতে লাগিলেন, এবং প্রিয়ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন॥ ৫॥ হে প্রজাগণ! অযোধ্যাবাসি লোকদিগের আমার প্রতি যে অনুরাগ ও অসাধারণ প্রণয় ও বহুমান আছে, এবং আমার মঙ্গলের জন্য যে যত্ন আছে, সেই সমুদয় প্রণয় এক্ষণে ভরতের প্রতি সমর্পণ করুক॥ ৬॥

স হি কল্যাণচারিত্রঃ কৈকেয্যা নন্দিবর্দ্ধনঃ।
করিষ্যতি যথাহং বঃ প্রিয়াণি চ হিতানি চ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানবিনয়ৈর্বৃদ্ধঃ শীলগুণান্বিতঃ।
অনুরূপঃ স বো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি সুখাবহঃ ॥ ৮ ॥
স হি রাজগুণৈর্যুক্তো যুবরাজঃ পরীক্ষিতঃ।
অবিচার্য্য সদা তথ্যং কার্য্যং বো ভর্ত্তৃশাসনং ॥ ৯ ॥
জ্ঞানবৃদ্ধো বয়োবালো মৃদুর্বীর্য্যসমন্বিতঃ।
প্রগল্ভঃ প্রিয়বাদী চ নিত্যং বন্ধুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥
সন্তপ্যেত যথা নাসৌ বনবাসং গতে ময়ি।
মহারাজস্তথা কার্য্যং মম প্রিয়চিকীর্ষুভিঃ ॥ ১১ ॥
যথা যথা দাশরথির্ধর্ম্মমেবমকীর্ত্তয়ৎ।
তথা তথা প্রকৃতয়ো রামমেবানুবব্রিরে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

কৈকয়ীর নয়নানন্দ প্রদাতা ভরত, অতি বিশুদ্ধ চরিত্র তাঁহাতে কোন দোষ নাই আমি যেমন তোমাদিগের প্রিয় সাধনে ও হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলাম, তিনিও তেমনি তোমাদিগের হিত সাধন করিবেন ॥ ৭ ॥ ভরত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন বিনয়ে পণ্ডিত সদৃশ স্বভাব, ও অশেষ গুণনিধান সৎচরিত্র সকল বিষয়েই বিলক্ষণ, নিপুণ তোমরা যেমন অনুরক্ত প্রজা তোমাদিগের অনুরূপ তিনি ও সুখাবহ প্রতি পালন কর্ত্তা হইবেন ॥ ৮ ॥ অশেষ রাজনীতি সম্পন্ন রাজা কর্ত্তৃক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভরত যুবরাজ হইবেন, তিনি তোমাদিগের প্রতি যাহা অনুমতি করিবেন তাহা তোমরা বিচারের অপেক্ষা না করিয়া যথার্থ জ্ঞানে সম্পাদন করিবে ॥ ৯ ॥ মহাত্মা ভরত যদিও বয়সে বালক বটেন, কিন্তু জ্ঞান বিষয়ে বিলক্ষণ প্রাচীন, যদিও মৃদুস্বভাব, কিন্তু রাজ্য রক্ষা বিষয়ে অপরিমিত পরাক্রম সম্পন্ন, যদিও প্রগল্ভ স্বভাব কিন্তু সকলের প্রতি প্রিয়বাদী এবং সতত বন্ধুবান্ধব স্বজনগণের প্রিয়তম হয়েন ॥ ১০ ॥ আমি বনবাসে গমন করিলে পর যাহাতে সেই ভরত ও মহারাজ দশরথ যেন কোন রূপে মনস্তাপ প্রাপ্ত না হয়েন, তোমরা তাহাই করিহ, যদি আমার মঙ্গল চিন্তা করিবার বাঞ্ছা হয় তবে এইরূপ অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১১ ॥ নৃপনন্দন শ্রীরাম যেমন যেমন প্রজাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন প্রজাদিগের তেমন তেমন শ্রীরামের প্রতিই চিত্ত অগমন করিতে লাগিল ॥ ১২

বাষ্পেণ পিহিতং দীনং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
সঞ্চকর্ষ গুণৈর্বদ্ধা পৌরজানপদং জনং॥ ১৩॥
তথা দ্বিজাতয়ঃ শীলবয়োরূপগুণান্বিতাঃ।
তপসা দীপিতাত্মানো বয়সা যশসৌজসা॥ ১৪॥
বয়ঃপ্রকম্পশিরসো দূরাদূচুরিদং বচঃ।
বহন্তো জবনা রামং ভো ভো জাত্যাস্তুরঙ্গমাঃ॥ ১৫॥
ন গন্তব্যং ন গন্তব্যং হিতা ভবত ভর্ত্তরি।
কর্ণবন্তি হি ভূতানি বিশেষেণ তুরঙ্গমাঃ॥ ১৬॥
উপবাহ্যো হি নো ভর্ত্তা নাপবাহ্যঃ পুরাদ্বনং।
নিবর্ত্তধ্বং ন গন্তব্যং ভর্ত্তুরেতদ্ধি বো হিতং॥ ১৭॥
এবমার্ত্তপ্রলাপাংস্তান্ ব্রাহ্মণানাং নিশম্য চ।
অবেক্ষ্য সহসা রামো রথাদবততার সঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

রঘুনাথ রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বাষ্প পরিপূর্ণ নয়ন দীনভাবাপন্ন পুরবাসি জন সকলকে স্বীয় গুণগণ দ্বারা বদ্ধ করত তাহাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন॥ ১৩॥ তখন সুরূপ সুশীল প্রাপ্ত বয়স্ক ও অশেষ গুণালঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণ, তপস্যার প্রভাবে ও বয়সের আধিক্যে যশো বাহুল্যে ও তেজের ঔৎকর্ষে যাঁহাদিগের আত্মা অতি দীপিত হইয়াছে॥ ১৪॥ তাঁহারা বয়সের আধিক্যবশতঃ কম্পিত মস্তক, দূরহইতে উর্চ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন। হে সুজাতি তুরঙ্গম সকল, তোমরা অতিবেগে শ্রীরামচন্দ্রকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ॥ ১৫॥ রঘুনাথ আমাদিগের ভরণপোষণ কর্ত্তা, অতএব তোমরা তাহাকে লইয়া যাইও না যাইও না। প্রাণি মাত্রেরই শ্রবণেন্দ্রিয় আছে বিশেষতঃ অশ্বজাতি অতিশয় শ্রবণেন্দ্রিয় সম্পন্ন, একারণ বলিতেছি তোমরা এই কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের হিত সাধন করহ॥ ১৬॥ আমাদিগের হিতৈষী ভরণ কর্ত্তা শ্রীরামচন্দ্রকে তোমরা বহন করিয়া থাক, এবং চিরকালও বহন করিবে, কিন্তু নগরী হইবে বনে লইয়া যাওয়া তোমাদিগের উচিত নহে, এক্ষণে আমাদিগের বাক্যে তোমরা গমনে নিবর্ত্ত হও শ্রীরামের বনগমন প্রতি তোমরা এই প্রকার ব্যবহার করিলেই আমাদিগের পরম মঙ্গল হইবে॥ ১৭॥

পদ্ভ্যামেব জগামাথ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ।
সন্নিকৃষ্টপদন্যাসো রামো বনপরায়ণঃ ॥ ১৯ ॥
দ্বিজাতীন্ হি পদাতীংস্তান্ রামশ্চারিত্র্যবৎসলঃ।
ন শশাক ঘৃণাচক্ষুঃ পরিগন্তুং রথেন সঃ ॥ ২০ ॥
গচ্ছন্তমেবং তং দৃষ্ট্বা বনং সম্ভ্রান্তমানসাঃ।
ঊচুঃ পরমসংত্রস্তা রামং বাক্যমিদং দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥
অয়ং ব্রাহ্মণসঙ্ঘস্তু গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
দ্বিজস্কন্ধাধিরূঢ়াস্ত্বামগ্নয়োঽপ্যনুযান্তি হি ॥ ২২ ॥
বাজপেয়সমুত্থানি চ্ছত্রাণ্যেতানি পশ্য নঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুপ্রযাতানি হংসানামিব পঙ্ক্তয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র বৃদ্ধতম ব্রাহ্মণগণের এই প্রকার সকাতর প্রলাপ বচন সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহারদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে রঘুনাথ পাদ-চারেই গমন করিলেন, বনগমনে তাঁহার একান্ত অনুরাগ সুতরাং অল্পে অল্পে পাদচারেই চলিলেন ॥ ১৯ ॥ যেহেতু তিনি অতি সৎস্বভাব ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন, শ্রীরাম তাহা দেখিয়া লজ্জায় রথারোহণে গমন করিতে শক্ত হইলেন না ॥ ২০ ॥ রঘুনন্দন এই প্রকারে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া ভূদেবগণ অতিশয় সভয়-মনে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২১ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! তুমি বনে গমন করিতেছ দেখিয়া এই ব্রাহ্মণ সকল তোমার অনুগমন করিতে-ছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের স্কন্ধে অধিরূঢ় অগ্নি সকল ও তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন ॥ ২২ ॥ হে রঘুনাথ! বাজপেয় যজ্ঞ হইতে সমাসাদিত আমা-দিগর এই সকল আতপত্র দেখুন, ইহা আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হংস শ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ২৩ ॥

অনবাপ্তাতপত্রস্য রশ্মিসন্তাপিতস্য তে।
এভিশ্ছায়াং করিষ্যামঃ স্বৈশ্ছত্রৈর্বাজপেয়িকৈঃ॥ ২৪॥
যা হি নঃ সততং বুদ্ধির্বেদতত্ত্বানুসারিণী।
ত্বৎকৃতে সা কৃতা বুদ্ধির্বনবাসানুসারিণী॥ ২৫॥
হৃদয়েষু হি তিষ্ঠন্তি বেদা যে নঃ পরং ধনং।
তে যাস্যন্তি বনান্যেব ত্বদ্বাহুবলরক্ষিতাঃ॥ ২৬॥
ন পুনর্নিশ্চয়ঃ কার্য্যস্তৎকৃতে নিশ্চিতা বয়ং।
নিবৎস্যন্তি গৃহেম্বব দারাশ্চারিত্র্যরক্ষিতাঃ॥ ২৭॥
ত্বয়ি ধর্ম্মব্যপেক্ষেতু ন্যায্যং ধর্ম্মং ব্যপেক্ষিতুং।
যদি ধর্ম্মং বিজানাসি প্রজানাং রক্ষণোদ্ভবং॥ ২৮॥
ব্রাহ্মণা মাননীয়াস্তে প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
যাচিতোঽসি নিবর্ত্তস্ব হংসশুক্লশিরোরুহৈঃ॥ ২৯॥

অনুবাদ।

আপনার ছত্র নাই সুতরাং দিবাকরের প্রচণ্ডতাপে সন্তাপ প্রাপ্ত হইতেছেন, আমরা রাজপেয় যজ্ঞে এই যে সকল ছত্রপ্রাপ্ত হইয়াছি ইহার দ্বারা আপনাকে ছায়া করিতেছি॥ ২৪ ॥ আমাদিগের যে বুদ্ধি নিরন্তর বেদশাস্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্তা ছিল, এক্ষণে তত্ত্বলক্ষণা সেই বুদ্ধিকে আপনার জন্য বনবাসের অনুগামিনী করিলাম॥ ২৫ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! পরম ধন যে বেদ শাস্ত্র সকল আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহারা আপনার ভুজবলে সুরক্ষিত, সুতরাং আমাদিগের সেই অন্তঃকরণস্থিত বেদ সকল আপনার সহিত অরণ্য গমনে ইচ্ছা করিতেছে॥ ২৬ ॥ এ বিষয়ে আর কিছু নিশ্চয় করিতে হইবে না তোমার জন্য আমাদিগের বন গমনই এখন নিশ্চয় হইয়াছে, কেবল আমাদিগের স্ত্রীরাই আপন চরিত্র রক্ষা করতঃ গৃহেতে অবস্থান করিবেন॥ ২৭ ॥ যদি তুমি নিতান্তই ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিলে তবে আমাদিগেরও এধর্ম্মকে উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য, আর যদি তুমি প্রজা প্রতিপালন জন্য ধর্ম্ম অবগত থাক॥ ২৮ ॥ তবে সকল প্রজার মধ্যে ব্রাহ্মণেরা তোমার অতিশয় মাননীয়া প্রজা বোধ করতঃ আমাদিগের হিতানুষ্ঠানের জন্য হংসের ন্যা শুক্লবর্ণ কেশপার্শে মণ্ডিত মস্তক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তোমার নিকট এই যাচ্ঞা করিতেছেন যে তুমি বনবাসে নিবর্ত্ত হও॥ ২৯ ॥

শিরোভির্বিনয়াচারমহীপতনপাংশুলৈঃ।
বহূনাং বিততা যজ্ঞা দ্বিজানাং য ইহাগতাঃ ॥ ৩০ ॥
তেষাং সমাপ্তিরাপন্না তবরাম নিবর্ত্তনে।
ভক্তিমন্তি হি ভূতানি জঙ্গমাজঙ্গমানি চ ॥ ৩১ ॥
যাবন্তি ত্বং ভূশার্ত্তানি তেষাং কুরু দয়াং বিভো।
যাচমানেষু তেষু ত্বং ভক্তিং ভক্তেষু দর্শয় ॥ ৩২ ॥
অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুর্বীনিবন্ধনৈঃ।
ঊর্দ্ধশাখাঃ সকরুণা বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ ॥ ৩৩ ॥
নিবৃত্তাহারসঞ্চারা বৃক্ষস্কন্ধেষু বিষ্ঠিতাঃ।
ত্বামপ্রগল্‌ভৈর্বিরুতৈর্যাচন্ত ইব পক্ষিণঃ ॥ ৩৪ ॥
বিক্রোশতামেবমপি দ্বিজানাং ন ন্যবর্ত্তত।
তূষ্ণীমেব যযৌ বাগ্মী রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

যে সকল ব্রাহ্মণেরা এখানে আসিয়াছেন, বিনয় ব্যবহার সম্পন্ন ও মহীতলে পতন নিমিত্ত তাহাঁদিগের মস্তক সকল ধূলি ধূষরিত হইয়াছে, ইহাঁরা অনেকেই অতি বিস্তৃত যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন॥ ৩০ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! যদি আপনি বনগমনে নিবর্ত্ত হয়েন তবে ঐ সকল ব্রাহ্মণগণের সেই সমুদয় আরম্ভিত যজ্ঞ কর্ম্ম সমাপন হইতে পারে?। হে প্রভো! কি জঙ্গম কি স্থাবর যাবতীয় প্রাণি তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমন্ত ও অনুগত, আপনার বিরহে যাহারা অতিশয় কাতর তাহাদিগের প্রতি আপনি দয়াবিতরণ করহ, তাহারা ভক্তিযোগ সহকারে আপনার নিকট যাচ্ঞা করিতেছে, অতএব সেই সকল ভক্তের প্রতি আপনিও ভক্তি প্রদর্শন করুন্॥ ৩১ ॥ ৩২ । বৃক্ষ সকল ভূমিতে বদ্ধ মূল রহিয়াছে, এজন্য তাহারা আপনার অনুগমনে অশক্ত, সুতরাং ঊর্দ্ধশাখ হইয়া সকরুণস্বরে যেন তাহারা চীৎকার করিতেছে॥ ৩৩ ॥ বিহঙ্গমগণ মহীরুহের স্কন্ধদেশে উপবিষ্ট হইয়া আহার বিহার ও গমনাগমন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কণ্ঠবিলীনস্বরে আপনার বনগমন নিবর্ত্তন প্রার্থনা করিতেছে॥ ৩৪ ॥ শ্রীরামচন্দ্র অনুরক্ত ব্রাহ্মণগণের এই প্রকার আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়াও নিবর্ত্ত হইলেন না বরং মৌনাবলম্বন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন॥ ৩৫ ॥

গচ্ছন্নেবাথ সহসা রাঘবো ধর্ম্মবৎসলঃ।
দদর্শ তমসাং তত্র বারয়ন্তীমিবাগ্রতঃ।। ৩৬ ।।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ব্রাহ্মণবিলাপো
নাম ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ।

অনন্তর ধর্ম্মবৎসল রঘুনাথ গমন করিতে করিতে সহসা সম্মুখে তমসানদী নিরীক্ষণ করিলেন, বোধ হইল তমসানদী শ্রীরামচন্দ্রকে অগ্রে থাকিয়া যেন বন গমনে নিষেধ করিতেছেন।। ৩৬ ।।

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ব্রাহ্মণগণের বিলাপ নামে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপন ॥ ৪৩ ॥

——00——

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ততঃ স তমসাতীরে বাসমুদ্দিশ্য রাঘবঃ।
নদীমুদ্বীক্ষ্য সৌমিত্রিমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১॥
প্রথমেয়ং নিশা সৌম্য সৌমিত্রে পর্য্যুপস্থিতা।
বনবাসস্য ভদ্রং তে ত্বং নোৎকাণ্ঠিতুমর্হসি॥ ২॥
পশ্য শূন্যান্যরণ্যানি রুদন্তীব সমন্ততঃ।
যথা নিলয়সংলীনৈর্হীনানি মৃগপক্ষিভিঃ॥ ৩॥
অযোধ্যা সৌম্য নগরী রাজধানী পিতুর্ম্মম।
সবালবৃদ্ধা নিয়তমস্মান্ শোচতি লক্ষ্মণ॥ ৪॥
অনুরক্তা হি মনুজা রাজানং বহুভির্গুণৈঃ।
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ মহাবাহো শত্রুঘ্নভরতৌ তথা॥ ৫॥
পিতরং ত্বনুশাচামি মাতরঞ্চ তপস্বিনীং।
অপি নান্ধৌ ভবেতাং তৌ রুদন্তাবতিমাত্রতঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র তমসানদী তীরে বাসস্থান নির্ণয় করিয়া নদীর প্রতি দৃষ্টি-পাত করতঃ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন॥ ১॥ হে লক্ষ্মণ! অদ্য আমাদি-গের বনবাসের এই প্রথমা রাত্রি উপস্থিতা, অতএব আমরা তমসাতীরে এই রাত্রি অতিবাহন করিব, হে সুমিত্রানন্দন! তোমার কল্যাণ হউক্, হে সৌম্য! তুমি কোনমতে উৎকণ্ঠিত হইওনা॥ ২॥ হে লক্ষ্মণ! মৃগকুল ও বিহঙ্গমকুল সকলে যার যে বাসস্থানে নীরবে অবস্থান করিতেছে, দেখ জনশূন্য বন সকল যেন রোরুদ্যমান হইতেছে॥ ৩॥ হে প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণ! আমাদিগের পিতার রাজ-ধানী অযোধ্যানগরীতে মনের দুঃখে বালক বৃদ্ধ জনসকল নিয়ত আমাদিগকে স্মরণ করিয়া শোক করিতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৪॥ হে মহাবাহো হে লক্ষ্মণ! নগরবাসী যাবতীয় লোক অশেষ গুণগণে বিভূষিত মহারাজা দশরথের যেমন একান্ত অনুগত, তেমনি তোমার কি আমার ও ভরত শত্রুঘ্নেরও প্রতি অনুরক্ত বটে॥ ৫॥ হে সৌমিত্রে! মহারাজা পিতা দশরথ ও নিরপরাধিনী মৎশোক সন্তপ্তা মাতা কৌশল্যা, ইহাঁদিগকে স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় অনুতাপিত হইতেছি, কেন না আমাদিগের জন্য অনবরত রোদন করিয়া কি তাঁহারা অন্ধ হইবেন না? নিঃসংশয় অন্ধ হইবেন॥ ৬॥

ভরতঃ খলু ধর্ম্মাত্মা পিতরং মাতরঞ্চ মে।
ধর্ম্মকামার্থসহিতৈর্বাক্যৈরাশ্বাসয়িষ্যতি ॥ ৭ ॥
ভরতস্যানৃশংস্যং হি সঞ্চিন্ত্যাহং পুনঃ পুনঃ।
নানুশোচামি পিতরং মাতরঞ্চাপি লক্ষ্মণ ॥ ৮ ॥
ত্বয়ার্য্যত্বং নরব্যাঘ্র মামনুব্রজতা কৃতং।
ইপ্সিতব্যা হি বৈদেহ্যা রক্ষণার্থে সহায়তা ॥ ৯ ॥
অদ্ভিরেব তু সৌমিত্রে বসামোঽত্র নিশামিমাং।
এতদ্ধি রোচতে মহ্যং বন্যেঽপি বিবিধে সতি ॥ ১০ ॥
এবমুক্ত্বা তু সৌমিত্রিং সুমন্ত্রমপি রাঘবঃ।
অপ্রমত্তস্তুরঙ্গেষু ভব সৌম্যেত্যুবাচ হ ॥ ১১ ॥
সোঽশ্বান্ সুমন্ত্রঃ সংযম্য সূর্য্যেঽস্তং সমুপাগতে।
প্রভূতং যবসং দত্ত্বা বভুব প্রত্যনন্তরঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

কিন্তু ভ্রাতা ভরত ধর্ম্মশীল, ধর্ম্মকামার্থ সমন্বিত অশেষবিধ হিতকর বাক্য দ্বারা আমাদিগের জনক জননীকে অবশ্যই আশ্বাসিত করিবেন এমন অনুমান হয় ॥ ৭ ॥ হে লক্ষ্মণ! আমি ভরতের নিরপরাধিতা স্বভাবের বার বার চিন্তা করিয়া পিতা মাতার প্রতি আর কোন শোক করিতে বাধিত হইতেছি না ॥ ৮ ॥ হে নরোত্তম! তুমি আমার সহিত অনুগমন করিয়া অতি সরলতা ভাব,ও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছ, এক্ষণে বিদেহনন্দিনীর রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে তোমার সহায়তাই আমার প্রার্থনীয়া হইয়াছে ॥ ৯ ॥ হে সৌমিত্রে! যদিও এখানে নানাপ্রকার বন্যফল মূল আছে তথাপি অদ্য রাত্রি কেবল জলপান করিয়া আমরা এই স্থানে অবস্থান করিব, ইহাই আমার অভিরুচি হইতেছে ॥ ১০ ॥ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া অনন্তর সুমন্ত্রকে বলিলেন, হে সারথে! তুমি অপ্রমাদে সাবধানে অশ্বদিগের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নপর হও ॥ ১১ ॥ ভগবান্ কমলিনীকান্ত অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে পর সুমন্ত্র অশ্বদিগকে বৃক্ষমূলে বন্ধন করিয়া অপরিমিত ঘাস দিয়া রামসন্নিধানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা রাত্রিমুপস্থিতাং।
রামস্য শয্যাঞ্চক্রে বৈ সূতঃ সৌমিত্রিণা সহ॥ ১৩॥
তাং শয্যাং তমসাতীরে বৃক্ষপর্ণৈঃ কৃতাং তদা।
রামঃ সৌমিত্রিমামন্ত্র্য সভার্য্যঃ সংবিবেশ হ॥ ১৪॥
সভার্য্যং সম্প্রসুপ্তং তু ভ্রাতরং বীক্ষ্য লক্ষ্মণঃ।
কথয়ামাস সূতায় রামস্য বিদিতান্ গুণান্॥ ১৫॥
গোকুলাকুলতীর্থং তু তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
অবসৎ তত্র তাং রাত্রিং রামঃ প্রকৃতিভিঃ সহ॥ ১৬॥
জাগ্রতোরেব সা রাত্রিঃ সারথের্লক্ষ্মণস্য চ।
জগাম তমসাতীরে রামস্য ব্রুবতোর্গুণান্॥ ১৭॥
উত্থায়াথার্দ্ধরাত্রে তু প্রজাঃ সুপ্তা নিশম্য চ।
অব্রবীদ্ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণং॥ ১৮॥

অনুবাদ।

অনন্তর শুভদায়িনী সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করতঃ রজনী সমাগতা হইল, দেখিয়া সুমন্ত্র লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের শয়নের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতে যত্ন করিলেন॥ ১৩ ॥ তমসাতীরস্থিত তরুদিগের নবপল্লব দ্বারা তাঁহারা উভয়ে শয্যা প্রস্তুত করিলে পর আমি শয়ন করি বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া পত্নী সমভিব্যাহারে শয্যায় প্রবেশ করিলেন॥ ১৪॥ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরাম পর্ণশয্যায় সীতার সহিত নিদ্রিত হইলেন দেখিয়া সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ শ্রীরামের যে সকল প্রভূতগুণগ্রাম বিদিত ছিলেন, তাহা সুমন্ত্রসারথিকে সমুদয় বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ১৫ ॥ সমভিব্যাহারি প্রকৃতিমণ্ডলের সহিত তথায় গোকুলাকুল তীর্থ নামে তমসানদীতীর আশ্রয় করিয়া রঘুনাথ সেই রাত্রি অতিবাহন করিতে লাগিলেন॥ ১৬ ॥ সুমন্ত্র সারথি ও লক্ষ্মণ উভয়ে তমসাতীরে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগণ বর্ণন করিতে করিতে জাগ্রদবস্থাতেই তাঁহাদিগের রজনী অতি বাহিত হইতে লাগিল॥ ১৭ ॥ অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র অর্দ্ধরাত্রি সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে প্রজারা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে সকলেই নিঃশব্দ, কেবল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনিয়া শুভলক্ষণ অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন॥ ১৮ ॥

অস্মদ্ব্যপেক্ষয়া ভ্রাতর্নিরপেক্ষান্ গৃহেষ্বিমান্।
বৃক্ষমূলেষু সংসুপ্তান্ পশ্য পৌরান্ গৃহেষ্বিব ॥ ১৯ ॥
যথৈতে নিশ্চিতাঃ সর্ব্বে যতন্তেঽস্মন্নিবর্ত্তনে।
ত্যক্ষন্তি হি তথা দেহান্ মৎকৃতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
যাবদেব তু সংসুপ্তাস্তাবদেব বয়ং লঘু।
রথমারুহ্য গচ্ছামঃ পথানেন তপোবনং ॥ ২১ ॥
ইতি ভূয়োঽপি নেদানীমিক্ষ্বাকুপুরবাসিনঃ।
অপেযুরনুরক্তা মে বৃক্ষমূলান্যুপাশ্রিতাঃ ॥ ২২ ॥
পৌরা হ্যনুগতা দুঃখাদ্বিপ্রমোচ্যা নরাধিপৈঃ।
ন তু খল্বাত্মনা যোজ্যা দুঃখেন পুরবাসিনঃ ॥ ২৩ ॥
অথাহ লক্ষ্মণো রামং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিব স্থিতং।
রোচতে মে মহাপ্রাজ্ঞ ক্ষিপ্রমারুহ্যতামিতি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হে ভ্রাতঃ হে লক্ষ্মণ! এই পুরবাসিগণেরা আমার নিমিত্ত গৃহধন জনে নিরপেক্ষ হইয়া গৃহে শয়ন করিয়া যেমন কালাতিপাত করে আমার সহিত সেইরূপ বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া মহাসুখে রাত্রিযাপনা করিতেছে ॥ ১৯ ॥ যেমন এই সকল পুরবাসিরা আমাকে বন হইতে নিবর্ত্ত করিবার জন্য নিশ্চিতরূপে একান্ত যত্ন করিতেছে, তাহাতে বোধ হয় আমার জন্য ইহারা প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবে ইহার আর কোন সংশয় নাই ॥ ২০ ॥ অতএব ইহরা যে পর্য্যন্ত নিদ্রিত রহিয়াছে জাগ্রত না হয় সেইকাল মধ্যে রথে আরোহণ করিয়া আমরা সংগোপনে এই পথে তপোবনে গমন করিব ॥ ২১ ॥ এরূপে আমরা গমন করিলে পর ইক্ষ্বাকু বংশীয় পুরবাসিগণেরা ও বৃক্ষমূলশায়ী অনুগত প্রজারা আমাদিগকে না দেখিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভবনাভিমুখে যাত্রা করিবেক ॥ ২২ ॥ নৃপতিদিগের এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে অনুরক্ত প্রজারা যাহাতে দুঃখ না পায় তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ যত্নবান হইবেন, অতএব পুরবাসিদিগকে অনর্থক দুঃখে নিযুক্ত করা কোন প্রকারেই আমার উচিত নহে ॥ ২৩ ॥ সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপ শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ রঘুবরকে বলিলেন, হে বিচক্ষণ হে মহাভাগ! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন তাহা আমার অভিপ্রেত বটে, অতএব আপনি সত্বর হইয়া রথে আরোহণ করুন্ ॥ ২৪ ॥

সূতমাহ ততো রামস্ত্বরিতস্ত্বরগোত্তমৈঃ।
উদঙ্মুখঃ প্রযাহি ত্বং রথমাস্থায় সারথে॥ ২৫॥
মুহূর্ত্তং ত্বরিতং গত্বা নিবর্ত্তয় রথং পুনঃ।
যথা ন বিদ্যুঃ পৌরা মাং তথা কুরু সমাহিতঃ॥ ২৬॥
রামস্য বচনং শ্রুত্বা তথা চক্রে স সারথিঃ।
প্রত্যাগম্য চ রামায় স্যন্দনং প্রত্যবেদয়ৎ॥ ২৭॥
তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
শীঘ্রং তামাকুলাবর্ত্তামতরৎ তমসানদীং॥ ২৮॥
সংতীর্য্য চ মহাবাহুঃ শ্রীমচ্ছিবমকণ্টকং।
প্রপেদে তমসামার্গমভয়ং ক্ষেমদর্শনং॥ ২৯॥

অনুবাদ

তদনন্তর রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে বলিলেন হে সারথে! তুমি অতিশীঘ্র রথে অশ্ব সকল যোজনা করিয়া নীড়ারূঢ় হইয়া তুমি উত্তরাভিমুখে গমন করহ॥ ২৫॥ মুহূর্ত্তকাল অতি বেগে গমন করিয়া পুনর্ব্বার রথকে নিবর্ত্ত করিহ, যাহাতে পুরবাসিরা আমাদিগের গমনের বিষয় অবগত হইতে না পারে, সাবধানে তদনুরূপ চেষ্টা করহ॥ ২৬॥ সুমন্ত্রসারথি শ্রীরামের এই অনুমতি বাক্য শ্রবণ মাত্র অতি মাত্র ত্বরান্বিত হইয়া রথসজ্জিত করিলেন, এবং প্রত্যাগত হইয়া শ্রীরামকে বলিতে লাগিলেন, হে রঘুনাথ! রথ প্রস্তুত হইয়াছে॥ ২৭॥ তখন শ্রীরামচন্দ্র সপরিচ্ছদ সপরিবারে রথবরে আরোহণ করতঃ অতি সত্বরে ভয়ানক আবর্ত্ত সঙ্কুলযুক্তা তমসা নদী পার হইয়া গেলেন॥ ২৮॥ মহাবাহু রঘুবীর তমসা পারে যাইয়া বৃক্ষছায়া সুশোভিত শুভদায়ক নিষ্কণ্টক ভয় শূন্য এবং শুভদর্শন তমসার পথ প্রাপ্ত হইলেন॥ ২৯॥

প্রবুধ্য পৌরাস্তু ততো নিশাক্ষয়ে
রথস্য বৈ সন্দদৃশুর্নিবর্ত্তনং।

নৃপাত্মজঃ সোঽনুগতঃ পুরীমিতি
ব্যপেক্ষয়া তে নগরীং পুনর্যযুঃ ।। ৩০ ।।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে তমসাতীরনিবাসো
নাম চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।। ৪৪ ।।

অনুবাদ।

অনন্তর পুরবাসি প্রজারা নিশাবসানে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া দেখিল যে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জানকী সমভিব্যাহারে নৃপকুমার শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ অযোধ্যানগরীতে পুনর্গমন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া তাহারাও পুনর্ব্বার রাজধানীতে প্রত্যাগত হইল ।। ৩০ ।।

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে তমসা তীর নিবাস নামে চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপন।। ৪৪ ।।

——00——

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অনুগম্য নিবৃত্তানাং রামং নগরবাসিনাং।
উদ্ধাতানীব সত্ত্বানি বভূবুর্গতচেতসাং॥ ১॥
স্বং স্বং শরণমাগম্য পুত্রদারৈঃ সমাবৃতাঃ।
অশ্রূণি মুমুচুঃ সর্ব্বে সুস্বরং শোকবিক্লবাঃ॥ ২॥
ন স্ম সদ্যো মৃতান্ কশ্চিৎ সুপ্রিয়ানপি বান্ধবান্।
তথা শোচত্যযোধ্যায়াং যথা রামবিবাসনে॥ ৩॥
ন পৌরাশ্চাবিশন্ কেচিন্ন জুহুবুর্দ্ধিজাতয়ঃ।
ব্রহ্ম ন প্রাবদৎ কশ্চিন্ন চ ধর্ম্মোঽভ্যবর্ত্তত॥ ৪॥
ব্যনদন্ বাষ্পমুৎসৃজ্য কেচিৎ তত্র সুদুঃখিতাঃ।
শয়নেম্বপতংশ্চান্যে নিকৃত্তা ইব পাদপাঃ॥ ৫॥
ন প্রাহৃষ্যন্ ন চামজ্জন্ বণিজো নাপ্রসারয়ন্।
ন চাশোভন্ত পণ্যানি নাযজন্ গৃহমেধিনঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

রামচন্দ্রের অনুগমন করিয়া যে সকল নগরবাসি প্রজা নিবৃত্ত হইল তাহারা শোকে এমনি বিচেতন হইয়াছিল যে তাহাতে তাহাদিগের প্রাণ বিগতপ্রায় হইয়া গেল॥ ১॥ তাহারা সকলে আপন আপন ভবনে সমাগমন পূর্ব্বক শোকে অভিভূত হইয়া পুত্রকলত্রাদি সমভিব্যাহারে সুস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করতঃ অনবরত নেত্রজল পরিত্যাগ করিতে লাগিল॥ ২॥ তৎক্ষণাৎ অতি প্রিয় বন্ধু বান্ধব মৃত হইলেও কেহ তাদৃশ শোকাভিভূত হয় না, শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে অযোধ্যাবাসি প্রজারা যাদৃশ শোকে রোদন করিতে লাগিল॥ ৩॥ পুরবাসিরা কেহই শয়ন ভোজন জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করে না, ব্রাহ্মণেরা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন না, বেদাদিও অধ্যয়ন করেন না, কাহারও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না॥ ৪॥ কেহ কেহ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ভূতলশায়ী হইয়া দরদরিত নেত্রজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, কেহ বা ছিন্ন মূল পাদপের ন্যায় শয্যাতলেনিপতিত হইল॥ ৫॥ বণিক্ লোকেরা কেহই আনন্দ প্রকাশ করে না, স্নান ভোজন করে না, পণ্য দ্রব্য ও সুসজ্জিত করিয়া পণ্য গৃহে সংস্থাপন করে না, এবং বিক্রেয় দ্রব্যাদিও শোভিত করিয়া রাখে না, অযোধ্যা বাসী লোকে গৃহমেধীয় কর্ম্মের কিছুমাত্র অনুষ্ঠান করে না, অর্থাৎ কেবল রাম মাত্রই তাহাদিগের সংশোচনীয় হইয়াছে॥ ৬॥

লব্ধং দৃষ্ট্বা ন চাহৃষ্যন্ বিপুলং বা ধনাগমং।
ন চাভ্যনন্দজ্জননী দৃষ্ট্বা প্রথমজং সুতং॥ ৭॥
কুলে কুলে রুদন্ত্যশ্চ ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।
ব্যগর্হয়ন্ত দুঃখার্ত্তা বাগ্ভিস্তোত্রৈরিব দ্বিপান্॥ ৮॥
কিন্নু তেষাং গৃহৈঃ কার্য্যং দারৈরপি ধনেন বা।
প্রাণৈর্বাপি সুখৈর্বাপি যে ন পশ্যন্তি রাঘবং॥ ৯॥
একঃ সৎপুরুষো লোকে লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।
যোহনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং রামং পরিচরন্ বনে॥ ১০॥
আপগাঃ কৃতপুণ্যাস্তাঃ পদ্মিন্যশ্চ বনে শুভাঃ।
যাসু পাস্যতি কাকুৎস্থো বিগাহ্য সলিলং শুচি॥ ১১॥
বিচিত্রকুসুমাপীড়া মঞ্জরীমধুধারিণঃ।
পাদপাঃ পর্ব্বতাগ্রস্থা রময়িষ্যন্তি রাঘবং॥ ১২॥

অনুবাদ।

বণিকেরা অসীম সম্পত্তি লাভ দেখিয়াও আহ্লাদিত হয় না। জননীরা প্রথম জাত সন্তানকে সন্দর্শন করিয়াও আনন্দিতা হয় না এবং আলিঙ্গন করে না॥ ৭॥ অঙ্কুশাঘাতে হস্তিদিগের যেমন নির্যাতন করিতে হয়তদ্রূপ অযোধ্যানগরের ঘরে ঘরে মহিলারা রোদন করিতে২ দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহাগত পতিকে সন্দর্শন করিয়া রুক্ষবাক্য প্রয়োগে নিন্দা করিতে লাগিল অর্থাৎ কি করিতেছ রামকে আনিতে পারিলে না॥ ৮॥ যাহারা রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে না পাইল, তাহাদিগের গৃহেতেই বা কি কায, স্ত্রীতেই বা কি কায,ধনেতেই বা কি কায, প্রাণেতেই বা কায কি? আর সুখেইবা কি কায আছে॥ ৯॥ ইহলোকে সীতা দেবীর সহিত কেবল লক্ষ্মণই সাধু পুরুষ, কেননা যিনি বনেও পরিচর্য্যা করিবার জন্য রামচন্দ্রের অনুগমন করিয়াছেন॥ ১০॥ অরণ্যমধ্যে বিকশিত পঙ্কজ সমূহে সুশোভিত সেই সকল জলাশয় কতই বা পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে শ্রীরামচন্দ্র অবগাহন করিয়া তাহাদিগের সুশীতল স্বচ্ছ জলপান করিবেন॥ ১১॥ কাননবিভাগে পর্ব্বতের শিখরস্থিত পাদপেরাই সুজাত ও কৃতপুণ্য, যেহেতু তাহারা বিচিত্র কুসুম সমূহে সুশোভিত হইয়া ও মঞ্জরী হস্তে মধু ধারণ পূর্ব্বক রঘুনাথের মনোরঞ্জন করিবে॥ ১২॥

অকালে হ্যপি মুখ্যানি মূলানি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্তি সানূনি গিরীণাং রামমাগতং ॥ ১৩ ॥
কাননং বাপি শৈলং বা যং রামোঽভিগমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যতি নার্চ্চিতুং ॥ ১৪ ॥
লোকয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যশ্চিত্রকাননাঃ।
আপগাশ্চ মহানূপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্ব্বতাঃ ॥ ১৫ ॥
স হি ভর্ত্তা সশৈলায়া বসুমত্যা মহাযশাঃ।
ধর্ম্মপালশ্চ লোকস্য বীরো দশরথাত্মজঃ ॥ ১৬ ॥
যত্র রামোঽভয়ং তত্র নাস্তি তত্র পরাভবঃ।
স হি নাথোঽস্য জগতঃ স গতিঃ স পরায়ণঃ ॥ ১৭ ॥
পুরাদ্ভবতি নো দূরাদনুগচ্ছাম রাঘবং।
পাদচ্ছায়াং গতাস্তস্য নিবৎস্যামোঽকুতোভয়াঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

এক্ষণে পর্ব্বতসানু সকল শ্রীরামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া তাহারা অকালেও সুস্বাদু সমুচিত ফল ও মূল দর্শন করাইবেক ॥ ১৩ ॥ কাননেই হউক্ আর পর্ব্বতেই বা হউক্ শ্রীরামচন্দ্র যেখানে গমন করিবেন সমাগত প্রিয়তম অতিথি জ্ঞানে কি তাহারা সমাদরে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে শক্ত হইবে না? অবশ্যই হইবে ॥ ১৪ ॥ কি বিচিত্র কাননে সুশোভিত অটবী সকল, ও জলসঙ্কুল মহা জলাশয়াদি নদী সকল, সমাগত সসানু পর্ব্বতাদি সকলেই শ্রীরঘুনাথকে সন্দর্শন করিবে ॥ ১৫ ॥ যেহেতু সেই মহাযশস্বী বীরাবতার দশরথ কুমার শ্রীরামচন্দ্র, পর্ব্বত সমাকীর্ণ সসাগরাধরা মণ্ডলের পতি ও সর্ব্ব লোকের ধর্ম্মতঃ প্রতিপালন কর্ত্তা হয়েন ॥ ১৬ ॥ শ্রীরামচন্দ্র যেখানে থাকেন তথায় কোন ভয় থাকিতে পারে না, এবং কাহারও সেখানে পরাভব নাই, যেহেতু তিনি এই জগতের পতি ও গতি এবং পরিত্রাণ কারণ ও জগৎ পরায়ণ হয়েন ॥ ১৭ ॥ শ্রীরামচন্দ্র এখনও আমাদিগের ভবন হইতে অধিক দুর গমন করিতে পারেন নাই, চল আমরা তাঁহার সঙ্গে অনুগমন করিব, যদি তাঁহার পাদচ্ছায়াকে অবলম্বন করিতে পারি তবে নিঃসংশয় অকুতোভয় হইয়া আমরা বাস করিতে পারিব ॥ ১৮ ॥

বয়ং পরিচরিষ্যামঃ সীতাং যূয়ঞ্চ রাঘবং।
ইতি পৌরস্ত্রিয়ো ভর্ত্তৄন্ দুঃখার্ত্তাস্তাস্তদাব্রুবন্ ॥ ১৯ ॥
যুষ্মাকং রাঘবো নাথো যোগক্ষেমং করিষ্যতি।
সীতা নারীজনস্যাস্য যোগক্ষেমং করিষ্যতি ॥ ২০ ॥
যত্র রামো ন তত্রাস্তি ভয়ং ন চ পরাভবঃ।
স হি শূরো মহাবাহুঃ পুত্রো দশরথস্য বৈ ॥ ২১ ॥
কো হ্যনেনাপ্রতীতেন বাসেনোদ্বিগ্নচেতসা।
সংপ্রাতেতামনোজ্ঞেন সূৎকণ্ঠিতজনেন চ ॥ ২২ ॥
কৈকেয্যাশ্চেদিদং রাজ্যং স্যাদধর্ম্মমনাথবৎ।
নাত্র নো জীবিতেনার্থঃ কুতঃ পুত্রৈঃ কুতো ধনৈঃ ॥ ২৩ ॥
যা পুত্রং পার্থিবেন্দ্রস্য প্রব্রাজয়তি নির্ঘৃণা।
ইচ্ছেদ্যদি মহারাজস্তং রাজ্যে চাভিষেচিতুং ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

আমরা সকলে জানকীদেবীর পরিচর্য্যা করিব, এবং তোমরা শ্রীরঘুনাথের সেবা করিবে আপন আপন পতিদিগকে পুরকামিনীগণেরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১৯ ॥ রামচন্দ্র তোমাদিগের নাথ হইবেন অতএব তিনিই তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিবেন এবং সীতাদেবী স্ত্রীলোকদিগের লালন পালন করিবেন॥ ২০ ॥ যেস্থানে শ্রীরামচন্দ্র অবস্থান করিবেন সেস্থানে কাহারও কোন ভয় নাই ও পরাজয়ও নাই, কেননা সেই মহাবাহু দশরথ কুমার মহাবল পরাক্রান্ত হয়েন॥ ২১ ॥ কোন ব্যক্তি এমন উৎকণ্ঠিত মনে অর্থাৎ অসন্তুষ্ট চিত্তে অমনোনীত গৃহবাসে প্রীতিলাভ করিবে? এনগরে যাবতীয় লোকই উৎকণ্ঠিতভাবে কালাতিপাত করিতেছে, অতএব কখনই ইহারা এ গৃহবাসে সংপ্রীত হইবে না॥ ২২ ॥ যদি অহিতাচারদ্বারা এই অরাজক রাজ্য কৈকেয়ীর হয় তবে আমাদিগের আর জীবিতের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ রামবিয়োগে পুত্র ও ধনাদি লইয়া কি কবিব, তাহাদিগের দ্বারা আর কি সুখ লাভ হইবে?॥ ২৩ ॥ কৈকেয়ী এমনি দয়া বিহীনা, নির্ঘৃণা যে মহারাজার প্রাণ সমান প্রিয় সন্তানকে অরণ্যে প্রেরণ করাইল, যদি তাহাকে রাজ্য প্রদান করিতে রাজা ইচ্ছা করেন॥ ২৪ ॥

ন হি জাতু চিরং জীবেদ্রাজা পরমদুঃখিতঃ।
গতে দশরথে স্বর্গমধর্ম্মঃ প্রতিপৎস্যতে ॥ ২৫ ॥
যয়া পুত্রশ্চ ভর্ত্তা চ ত্যক্তাবৈশ্বর্য্যকারণাৎ।
কথং সা রক্ষিতুং শক্তা কৈকেয়ী কুলপাংসনা ॥ ২৬ ॥
কৈকেয্যা ন বয়ং রাজ্যে ভৃতা অপি বসেম বৈ।
জীবন্ত্যা জাতু জীবন্ত্যঃ পুত্রৈরপি শপামহে ॥ ২৭ ॥
ন হি প্রব্রজিতে রামে জীবিষ্যতি মহীপতিঃ।
মৃতে দশরথে ব্যক্তং বিলোপস্তদনন্তরং ॥ ২৮ ॥
মিথ্যা প্রব্রজিতো রামঃ সীতা লক্ষ্মণ এব চ।
ভরতায়াভিসৃষ্টাঃ স্ম যোত্রায় পশবো যথা ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।

আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে তবে মহারাজা ইষ্টপুত্র বিয়োগে যৎ-পরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না, অতএব দশরথ রাজা স্বর্গে গমন করিলে পর এ রাজ্যে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইবে ॥ ২৫ ॥ পাপাশয়া কৈকেয়ী যে ঐশ্বর্য্য লোভে পতি পুত্র পরিত্যাগ করিল সেই কুলপাংসনী অর্থাৎ কুলাঙ্গারী কি প্রকারে আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষমা হইবে? ॥ ২৬ ॥ অথবা সম্যকরূপে প্রতিপালিত হইলেও যত দিন কৈকেয়ী জীবিতা থাকিবে ও আমরাও জীবিত থাকিব কিন্তু ততদিন উহার রাজ্যে কোন ক্রমেই বাস করিব না, ইহা 'আমরা পুত্র মস্তকস্পর্শন পূর্ব্বক শপথ করিতেছি ॥ ২৭ ॥ যখন রামচন্দ্র অরণ্যবাসে গমন করিয়াছেন তখন মহারাজা প্রাণে বিনষ্ট হইবেন কখনই জীবিত থাকিবেন না। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে সুতরাং রাজ্য খণ্ড বিলোপ হইয়া যাইবেক॥ ২৮ ॥ নৃপবর অনর্থক শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ও জানকীকে অরণ্যবাসে প্রেরণ করিয়া লাঙ্গল বন্ধন রজ্জুতে যেমন পশু সকলকে বন্ধন করিয়া কার্য্য করায় তদ্রূপ আমাদিগকে ভরতের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

রাঘবঞ্চানুগচ্ছধ্বং প্রণাশং বাপি গচ্ছত।
বিষং বাপি বতালোড্য ক্ষীণপুণ্যাশ্চ দুর্গতাঃ॥ ৩০॥
অনুগচ্ছত বা রামং প্রণাশং বাপি গচ্ছত।
বিলেপুরেবমার্ত্তাস্তা নগরে নাগরস্ত্রিয়ঃ॥ ৩১॥
তথা স্ত্রিয়ো রামনিমিত্তমাতুরা
যথা সুতে ভ্রাতরি বা নিপাতিতে।
বিলপ্য দীনা রুরুদুর্বিচেতনাঃ
তাসাং সুতেভ্যোঽপ্যধিকো হি রাঘবঃ॥ ৩২॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে নাগরস্ত্রীবিলাপো
নাম পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৫॥

অনুবাদ।

আমরা সকলে কি অভাগ্য বিশিষ্ট কি ক্ষীণ পুণ্য, চল এক্ষণে আমরা শ্রীরামের সহিত অনুগমন করি, অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করি, সকলের পক্ষে ইহাই ভাল, তথাপি কৈকেয়ীর অধীনে থাকিতে ইচ্ছা করি না॥ ৩০॥ তোমরাও শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া না হয়, বিষ পান করিয়া মর এক্ষণে এই উচিত হয়, ইহা বলিয়া আর্ত্তস্বরে নগরবাসিনী কামিনীগণেরা নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥ আপন সন্তান অথবা সহোদর ভ্রাতা মরিলে পর লোকে যে প্রকার বিলাপ করিয়া থাকে, পুরনারীগণেরা বিচেতন প্রায় শ্রীরামের জন্য কাতর হইয়া তদ্রূপ বিলাপ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন, যেহেতু রামচন্দ্র তাহাদিগের সন্তান অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তম হয়েন॥ ৩২॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে নাগর স্ত্রী বিলাপ নামে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপন॥ ৪৫॥

ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

রামোঽপি রাত্রিশেষেণ তেনৈব মহদন্তরং।
জগাম পুরুষব্যাঘ্রঃ পিতুরাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥ ১ ॥
তথৈব গচ্ছতস্তস্য প্রভাতা রজনী শুভা।
উপাস্যাথ শিবাং সন্ধ্যাং প্রযযৌ রাঘবঃ পুনঃ ॥ ২ ॥
তং স্যন্দনমধিষ্টায় সভার্য্যঃ সপরিচ্ছদঃ।
শ্রীমতীমাকুলাবর্ত্তামতরৎ তাং মহানদীং ॥ ৩ ॥
তামুত্তীর্য্য মহাবাহুঃ শ্রীমচ্ছিবমকণ্টকং।
প্রপেদে স মহামার্গমনুরূপং শিবং শুভং ॥ ৪ ॥
গ্রামান্ সুকৃষ্টসীমাংশ্চ পুষ্পিতানি বনানি চ।
পশ্যন্নপি যযৌ শীঘ্রং শ্যেনৈরিব হয়োত্তমৈঃ ॥ ৫ ॥
শৃণ্বন্ বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসম্বাসিনাং তদা।
রাজানং ধিগ্ দশরথং কামস্য বশবর্ত্তিনং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

পুরুষ প্রধান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ নিদেশ স্মরণ করিয়া সেই যামিনী শেষ হইতে হইতেই অতিশয় দূরে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ রঘুনাথ সেইরূপে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে শুভা রজনী সুপ্রভাতা হইল, তখন তিনি কল্যাণ দায়িনী প্রাতঃ সন্ধ্যার আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ শ্রীরাম ও সীতা ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি পরিবার সমভিব্যাহারে সেই রথারোহণে সুশোভিত ভীষণ জলাবর্ত্ত সঙ্কুলা সেই মহানদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ৩ ॥ মহাবাহু রঘুবীর সেই মহানদী পার হইয়া সুশ্রীক শুভদায়ক কণ্টক শূন্য মনোহর অতিপ্রশস্ত এক উত্তম পথ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪ ॥ শয়চান পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে গমন করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্র হলকর্ষিত ক্ষেত্র পরিবৃত কত কত গ্রাম ও অশেষবিধ সুশোভন পুষ্পিত বন সকল দেখিয়া চলিলেন ॥ ৫ ॥ এবং স্থানং গ্রামবাসি মনুষ্যদিগেরও নানা প্রকার বাক্য তাঁহার শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তাহারা পরস্পর বলিতেছে যে রাজা দশরথকে ধিক্ থাকুক্ তিনি একান্ত কামের পরবশ ॥ ৬ ॥

ধিঙ্‌নৃশংসাঞ্চ কৈকেয়ীং পাপাং পাপানুবর্ত্তিনীং।
তীক্ষ্ণাং সম্ভিন্নমর্য্যাদাং ক্রূরকর্ম্মানুসারিণীং॥ ৭॥
যা পুত্রমীদৃশং রাজ্ঞো বিবাসয়তি ধার্ম্মিকং।
অরণ্যায় মহাত্মানং সানুক্রোশমতন্দ্রিতং॥ ৮॥
এতা বাচো মনুষ্যাণাং শৃণ্বন্নধ্বনি রাঘবঃ।
অচিরেণাভ্যগাদ্বীরঃ কোশলান্ কোশলেশ্বরঃ॥ ৯॥
ততো বেদশ্রুতিং নাম শিবাবর্ত্তাং মহানদীং।
উত্তীর্য্যাভিমুখঃ প্রায়াদগস্ত্যাধ্যুষিতাং দিশং॥ ১০॥
গত্বা চ সুচিরং কালং ততঃ শীতজলাং নদীং।
গোমতীং গোকুলাকীর্ণামতরৎ স ত্বরন্নিব॥ ১১॥
গোমতীং সমতিক্রম্য ততঃ প্রজবিতৈর্হয়ৈঃ।
ময়ূরহংসাভিরুতাং ততার সর্পিকাং নদীং॥ ১২॥

অনুবাদ।

নিষ্ঠুর স্বভাবা পাপীয়সী পাপ কর্ম্ম কারিণী কৈকেয়ী অতিতীক্ষ্ণা তাহাকে ধিক্ সে কাহারই মর্য্যাদা রক্ষা করেনা, কি ক্রূর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে॥ ৭॥ যে কৈকেয়ী মহারাজের ঈদৃশ অশেষ গুণনিধান মহাত্মা পিতৃবৎসল অনলস ধার্ম্মিক পুত্রকে অকারণ অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছে তাহাকে ধিক্?॥ ৮॥ অযোধ্যাপতি বীরাবতার রঘুনাথ পথিমধ্যে গ্রাম্য লোকদিগের এই প্রকার বিবিধ আক্ষেপ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিতে২ অল্পকাল মধ্যেই কোশলদেশকে অতিক্রম করিলেন॥ ৯॥ অনন্তর অতি বিশাল আবর্ত্ত সঙ্কুলা বেদশ্রুতি নামে মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া যেদিকে অগস্ত্যমুনি অধিবাস করিতেছেন তদভিমুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন॥ ১০॥ তদনন্তর বহুকাল দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া অতিশয় সুশীতল জলা গোসমূহে সমাকীর্ণা গোমতী নামে নদী উত্তীর্ণ হইলেন॥ ১১॥ শ্রীরামচন্দ্র অতিদ্রুতগামী তুরঙ্গমে গোমতী নদী পার হইয়া সর্পিকা নামে নদীর পর পারে গেলেন, ঐ নদীতে হংসকারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ মধুরস্বরে গান করিতেছে এবং ময়ূর ময়ূরীরা চারিদিকে তত্তীরে নৃত্য করিতেছে॥ ১২॥

স মহীং মনুনা রাজ্ঞা দত্তামিক্ষ্বাকবে পুরা।
স্ফীতরাষ্ট্রাঞ্চ তাং রামো বৈদেহ্যৈ সমদর্শয়ৎ ॥ ১৩ ॥
সূত ইত্যেব চাভাষ্য সারথিং তমভীক্ষ্ণশঃ।
মত্তহংসস্বনঃ শ্রীমানুবাচ পুরুষর্ষভঃ ॥ ১৪ ॥
কদাহং পুনরাগম্য শরয্যাঃ পুষ্পিতে বনে।
মৃগয়াং পর্য্যটিষ্যামি পিত্রা মাত্রা চ সঙ্গতঃ ॥ ১৫ ॥
রাজর্ষীণাঞ্চ লোকেঽস্মিন্নত্যন্তা মৃগয়া বনে।
কালে বৃতানাং মনুজৈর্দ্ধন্বিনামভিকাঙ্ক্ষিণাং ॥ ১৬ ॥
অত্যর্থমভিকাঙ্ক্ষামি মৃগয়াং শরযূবনে।
ইতিহ্যেষা সদা লোকে রাজর্ষিগণসেবিতা ॥ ১৭ ॥
স তমধ্বানমিক্ষ্বাকুঃ সর্ব্বং মধুরজল্পকঃ।
তং তমর্থমভিপ্রেক্ষ্য যযৌ বাক্যমুদীরয়ন্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বকালে রাজাধিরাজ মনুমহাশয় ইক্ষ্বাকুদিগকে যে প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এক্ষণে তত্রত্য জনপদ বাসীগণেরা আনন্দে কালযাপন করিতেছেন, রঘুনাথ তাহা দেখিয়া আহ্লাদিত চিত্তে বিদেহ নন্দিনীকে দর্শন করাইলেন॥ ১৩ ॥ মত্ত হংসেরন্যায় সুমধুর স্বর সম্পন্ন পুরুষোত্তম শ্রীমান্ রামচন্দ্র সুমন্ত্র সারথিকে বারম্বার সূত সূত বলিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন ॥ ১৪ ॥ হে সারথে! আমি পুনর্ব্বার কবে পিতা মাতার সহিত একত্রে নানাবিধ বিকশিত পুষ্প পরিপূর্ণ সরযূর কানন প্রদেশে সমাগত হইয়া মৃগয়ার জন্য পর্য্যটন করিয়া বেড়াইব?॥ ১৫ ॥ ইহলোকে যে সকল রাজর্ষিদিগের মৃগয়া করিবার অভিলাষ আছে, ধনুর্দ্ধর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া শিকার সময় এই বনে আসিয়া তাঁহাদিগের মৃগয়া শিক্ষা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥ অতএব হে সারথে! ইহলোকে সকল রাজর্ষিরাই সর্ব্বদা যেখানে মৃগয়া শিক্ষা করিয়া থাকেন, এমন সরযূ বনে সর্ব্বদা আমার মৃগয়া করিবার অভিলাষ হয় ॥ ১৭ ॥ ইক্ষ্বাকু বংশ প্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র সেই সমুদয় পথে এই প্রকার সুমধুর আলাপ করিতে করিতে এবং পূর্ব্বতন সেই সকল বিষয় সন্দর্শন করিয়া সারথির সহিত মনোহর বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে করিতে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

যাত্বা চামরসঙ্কাশঃ শীঘ্রং শীঘ্রপরাক্রমঃ।
আসসাদ স সায়াহ্নে শৃঙ্গবেরপুরং মহৎ ॥ ১৯ ॥
তং বদ্ধনিস্ত্রিংশমুদারসত্ত্বং
চীরোত্তরাসঙ্গধরং যুবানং।
প্রত্যুদ্যযৌ তত্র নিষাদরাজো
গুহঃ সনীলাম্বুদতুল্যবর্ণঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে শৃঙ্গবেরপুরাভিগমনং
নাম ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অনুবাদ।

দেবরূপী অসীম পরাক্রমসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্র রথারোহণে দ্রুতবেগে গমন করিয়া সায়ংকালে অতিবিশাল ও অতি মহান শৃঙ্গবের পুর প্রাপ্ত হইলেন॥ ১৯ ॥ বৃহৎ শ্রী বল্কল পরিধান যুবা পুরুষ কটিদেশে বদ্ধ করবাল শ্রীরামচন্দ্র আগমন করিতেছেন এইকথা শ্রবণ করিয়া তথায় নবীন নীলাম্বুদ কান্তি চণ্ডালেশ্বর অতি প্রকাণ্ড শরীরী ধনুর্ব্বাণ ধারী গুহ মহাবল পরাক্রান্ত, শ্রীরামচন্দ্রের সমাদর করিবার জন্য প্রত্যুদ্গমন করিল॥ ২০ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
সৃঙ্গবের পুরাভিগমন নামে ষট্ চত্বারিংশ সর্গ সমাপন॥ ৪৬ ॥

——00——

সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।

ততস্ত্রিপথগাং তত্র শীততোয়ামশৈবলাং ।
দদর্শ রাঘবো দিব্যাং সুপুণ্যামৃষিসেবিতাং ॥ ১ ॥
পবিত্রসলিলস্পর্শাং হিমবচ্ছৈলসম্ভবাং ।
স্বর্গতোরণনিঃশ্রেণীং গঙ্গাং ভাগীরথীং নদীং ॥ ২ ॥
শিশুমারৈশ্চ নক্রৈশ্চ মকরৈশ্চ নিষেবিতাং ।
হংসসারসসঙ্ঘৈশ্চ বারণৈশ্চ নিষেবিতাং ॥ ৩ ॥
তামূর্ম্মিসলিলাবর্ত্তামন্ববেক্ষ্য মহারথঃ ।
সুমন্ত্রমব্রবীদ্রামো নিবসাম ইহাদ্য বৈ ॥ ৪ ॥
অবিদূরে হ্যয়ং নদ্যা বহুপুষ্পপ্রবালবান্ ।
সুমহানিঙ্গুদীবৃক্ষো বসামোঽত্রৈব সারথে ॥ ৫ ॥
লক্ষ্মণশ্চ সুমন্ত্রশ্চ বাঢ়মিত্যেব রাঘবং ।
উক্ত্বা তমিঙ্গুদীবৃক্ষং সুমন্ত্রোঽভিযযৌ হয়ৈঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র তথায় সুশীতলজলা শৈবাল রহিতা স্রোতস্বতী স্বর্গ সুখদায়িনী পুণ্যজননী ঋষিগণ পরিষেবিতা ভাগীরথী মহানদী গঙ্গাকে সন্দর্শন করিলেন ॥ ১ ॥ যে জল স্পর্শে জীব লোক পবিত্র হয়, যিনি হিমালয় পর্ব্বতের শিখর হইতে সম্ভূতা হইয়াছেন, যিনি সুরলোকের বহির্দ্বার গমনের সোপান স্বরূপা, ও ভগীরথের কীর্ত্তিপতাকা গঙ্গানদী শোভা পাইতেছেন ॥ ২ ॥ শিশুমার কুম্ভীর মকর প্রভৃতি জল জীবিজন্তুগণ ও হংস সারস কারণ্ডবপ্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ খেলিয়া বেড়াইতেছে, এবং জলবিহারি হস্তিযূথ কর্ত্তৃক পরিসেবিত ॥ ৩ ॥ মহারথী রঘুকুলপ্রদীপ রামচন্দ্র সেইতরঙ্গাকুলা ও ভীষণ জলাবর্ত্তময়ী জহ্নুতনয়াকে সন্দর্শন করিয়া সুমন্ত্রকেবলিলেন, হে সারথে! অদ্য আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিব ॥ ৪ ॥ হে সুমন্ত্র! এই গঙ্গানদীর অনতিদূরে প্রবাল পুঞ্জে পরিবেষ্টিত বিকশিত পুষ্প গুচ্ছে পরিশোভিত অতি মহান্ ইঙ্গুদী বৃক্ষ অর্থাৎ জীবোৎপত্রিকা বৃক্ষ যাহাকে জিয়াপুতা বলে, চল আমরা ঐ বৃক্ষমূলে অদ্য বাস করিব ॥ ৫ ॥ শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র সারথি রঘুনাথকে উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন এই কথা বলিয়া সুমন্ত্র অশ্বচালনা করতঃ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষমূলে সমাগত হইলেন ॥ ৬ ॥

রামোঽথ গত্বা তং রম্যং বৃক্ষমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
রথাদবাতরৎ তস্মাৎ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৭ ॥
সুমন্ত্রোঽথাবতীর্য্যৈব মোচয়িত্বা হয়োত্তমান্।
বৃক্ষমূলগতং রামমুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৮ ॥
তত্র রাজা নিষাদানাং রামস্য দয়িতঃ সখা।
ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী চ গুহো নাম মহাবলঃ ॥ ৯ ॥
স শ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রং রামং বিষয়মাগতং।
বৃদ্ধৈঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈর্জ্ঞাতিভিশ্চাভ্যুপাগমৎ ॥ ১০ ॥
ততো নিষাদাধিপতিং দৃষ্ট্বা দূরাদুপস্থিতং।
সহ সৌমিত্রিণা রামঃ সমাগচ্ছদ্গুহেন সঃ ॥ ১১ ॥
তমার্ত্তং সংপরিষ্বজ্য গুহো রাঘবমব্রবীৎ।
যথাযোধ্যা তথেদং তে পুরং কিঙ্করবাণি তে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর ইক্ষ্বাকু কুলনন্দন শ্রীরামচন্দ্র সেই রমণীয় বৃক্ষ মূলে উপস্থিত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রথে হইতে অবতীর্ণ হইলেন॥ ৭ ॥ তদনন্তর সুমন্ত্র সারথিও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই সকল অশ্ববরকে রথ হইতে মোচন করিয়া বৃক্ষ মূলে অবস্থিত শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন ॥ ৮ ॥ রামচন্দ্রের প্রিয়সখা, অতি ধর্ম্মশীল সত্যবাদী মহাবল পরাক্রান্ত গুহনামে নিষাদরাজ, পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র সন্নিকটে সমাগত হইয়াছেন শ্রবণ মাত্র অতি সত্বর বৃদ্ধ বৃদ্ধ মন্ত্রিবর্গ ও জ্ঞাতিকুলে পরি-বেষ্টিত হইয়া তথায় তাঁহার নিকট আগমন করিলেন॥ ৯ ॥ ১০ ॥ অনন্তর শ্রীরঘুনাথ দূর হইতে চণ্ডাল রাজাকে সমাগত দেখিয়া লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে গুহের সহিত মিলিত হইলেন॥ ১১ ॥ নিষাদরাজ গুহ শ্রীরামচন্দ্রকে অতি কাতর দেখিয়া আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন, হে সখে! যেমন আপনার অযোধ্যা নগরী তেমনিই এই পুরী জানিবেন, কোনমতে ভিন্ন বোধ করিবেন না, আমাকে অনুমতি করুন, কি করিব। ১২ ॥

স শুচীন্যন্নপানানি গুণবন্তি চ রাঘবে ।
অর্ঘ্যঞ্চোপানয়ৎ ক্ষিপ্রং বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ১৩ ॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যঞ্চেদমুপস্থিতং ।
শয়নানি চ মুখ্যানি বাজিনাং যবসন্তথা ॥ ১৪ ॥
স্বাগতং তে মহাবাহো তবেয়মখিলা মহী ।
বয়ং প্রেষ্যা ভবান্ ভর্ত্তা সাধু রাম প্রশাধি নঃ ॥ ১৫ ॥
আজ্ঞাপয় মহাবাহো যথেষ্টং রঘুনন্দন ।
যথা স্বকং তথেদং তে পুরং কিঙ্করবাণি তে ॥ ১৬ ॥
গুহমেবং ব্রুবাণং তু রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ ।
অর্চ্চিতা মানিতাশ্চৈব সর্ব্বথা ভবতাবয়ং ॥ ১৭ ॥
পদ্ভ্যামভিগতঞ্চৈনং স্নেহাদাঘ্রায় মূর্দ্ধনি ।
ভুজাভ্যাং সাধুবৃত্তাভ্যাং পীড়য়ন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ ।

গুহ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বিশুদ্ধ ও গুণযুক্ত অন্ন পানাদি আনয়ন করতঃ অতি সত্বর অর্ঘ্য প্রদানার্থ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১৩ ॥ হে জানকীনাথ! চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্ব্বিধ খাদ্য উপস্থিত হইয়াছে, উৎকৃষ্ট শয্যা সকল প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, এবং অশ্বদিগের আহারের জন্য অপরিমিত তৃণ সকল সংগ্রহ হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ স্বাগত সম্ভাষা করণানন্তর গুহ বলিলেন, হে মহাবাহো শ্রীরামচন্দ্র! এই সমগ্রা পৃথিবীই আপনার, আমরা সকলে আপনার আজ্ঞাকারি রহিয়াছি, আপনি আমাদিগের ভর্ত্তা, আমাদিগকে অনুমতি করুন, কি করিব ॥ ১৫ ॥ হে মহাবাহো রঘুপতে! আপনার যাহা অভিরুচি হয় আজ্ঞা করুন, যেমন আপনার অযোধ্যা নগরী তেমনিই এই পুরী জানিবেন, আজ্ঞা করুন আপনার কি করিতে হইবে ॥ ১৬ ॥ যখন গুহ এই প্রকার কথা বলিতে লাগিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে বলি লেন, হে সখে! আপনি আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে সমাদর করিতেছেন, আমরা তোমা কর্ত্তৃক পূজিত ও সম্মানিত হইলাম ॥ ১৭ ॥ পাদচারে সমাগত গুহকে স্নেহপ্রযুক্ত রামচন্দ্র তাহার মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া অতি সুবৃত্ত গোলাকার স্ববাহুযুগল দ্বারা গাঢ়তর আলিঙ্গন করতঃ তাহাকে এই কথা কহিলেন ॥ ১৮ ॥

দিষ্ট্যোহ গুহ পশ্যামি ত্বামরোগং সবান্ধবং।
অপি তে কুশলং রাষ্ট্রে মিত্রেষু চ ধনেষু চ ॥ ১৯ ॥
যদিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রাত্যর্থমুপকল্পিতং।
সর্ব্বং তদনুজানামি ন হি বর্ত্তে প্রতিগ্রহে ॥ ২০ ॥
কুশচীরাম্বরধরং ফলমূলাশনঞ্চ মাং।
বিদ্ধি প্রণিহিতং ধর্ম্মে তাপসং বনগোচরং ॥ ২১ ॥
অশ্বানাং যবসেনাহমর্থী নান্যেন কেনচিৎ।
এতাবতাহং ভবতা ভবিষ্যামি সুপূজিতঃ ॥ ২২ ॥
এতে হি দয়িতা রাজ্ঞঃ পিতুর্দ্দশরথস্য মে।
এতৈশ্চ পূজিতৈরশ্বৈর্ভবিষ্যাম্যহমর্চ্চিতঃ ॥ ২৩ ॥
অশ্বানাং প্রতিপানঞ্চ যবসঞ্চৈব সোঽন্বশাৎ।
গুহস্তত্রৈব পুরুষাংস্ত্বরিতং দীয়তামিতি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হে সখে গুহ! অদ্য এখানে আসিয়া আমি বন্ধুবান্ধবের সহিত তোমাকে অরোগী দেখিয়া সুখী হইলাম, তোমার রাজ্যের ও মিত্রের ও সম্পত্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ের কেমন মঙ্গল বলহ ?॥ ১৯ ॥ আমার প্রীতির জন্য তুমি যাহা কিছু উপস্থিত করিয়াছ, সেই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি করিতেছি, হে সখে! আমি এই বলিতেছি যে তোমার নিকটে প্রতিগ্রহ স্বীকার করিব না ॥ ২০ ॥ আমি কুশচীরের বস্ত্র পরিধান করিয়া ফলমূল ভোজনে কালযাপন করিতেছি, অতএব এক্ষণে আমাকে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পথাবলম্বী তাপস বলিয়া জ্ঞান করহ ॥ ২১ ॥ কেবল অশ্বদিগের আহারের জন্য তোমার নিকট ঘাসের প্রার্থী হইলাম অন্য কোন দ্রব্য আমার প্রার্থনা নাই, এই অশ্বগণকে তৃণ দানেই আমি তোমার নিকট সম্যক্‌রূপে সুপূজিত হইব ॥ ২২ ॥ এই কয়েকটী অশ্ব মহারাজা পিতা দশরথের অতিশয় প্রিয় ও আদরণীয়, অতএব এই অশ্বগুলি পূজিত হইলেই আমার পূজিত হওয়া হইল ॥ ২৩ ॥ শ্রীরামচন্দ্র অশ্বগণের জন্য ঘাসও জল দানের অনুমতি করিলেন, গুহ রাজাও আত্মীয় পুরুষদিগকে তথায় সত্বর আদেশ করিলেন যে অশ্বদিগকে তৃণ ও পানীয় জল আনিয়া দাও ॥ ২৪ ॥

ততশ্চীরোত্তরাসঙ্গঃ সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাং।
জলমেবাদদে রামো লক্ষ্মণেনাহৃতং স্বয়ং॥ ২৫॥
তস্য ভূমৌ শয়ানস্য পাদৌ প্রক্ষাল্য লক্ষ্মণঃ।
সভার্য্যস্য ততঃ পশ্চাৎ তস্থৌ বৃক্ষমুপাশ্রিতঃ॥ ২৬॥
গুহোঽপি সহ সূতেন সৌমিত্রিমনুভাষ্য চ।
অন্বজাগ্রৎ ততো রামমপ্রমত্তো ধনুর্দ্ধরঃ॥ ২৭॥
তথা শয়ানস্য তু তস্য ধীমতো যশস্বিনোদাশরথের্মহাত্মনঃ।
অদৃষ্টদুঃখস্য সুখোচিতস্য সা তদা ব্যতীযায় সুখেন শর্ব্বরী॥ ২৮॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ইঙ্গুদীমূলনিবাসো
নাম সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৭॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র কুশময় বসনের উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিয়া সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিলেন, লক্ষ্মণ স্বয়ং জল আহরণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলে পর রাম তাহা গ্রহণ করিলেন॥ ২৫॥ পরে রঘুনাথ জানকী সমভিব্যাহারে ভূমি শয্যায় শয়ন করিলে পর লক্ষ্মণ পাদপদ্মদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ আসিয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিলেন॥ ২৬॥ তদনন্তর গুহ রাজা সুমন্ত্র সারথির সহিত একত্রিত হইয়া লক্ষ্মণের সম্ভাষণ করতঃ সাবধানে ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক রঘুনাথের রক্ষণাবেক্ষণে জাগরূক থাকিলেন॥ ২৭॥ সুবুদ্ধি সম্পন্ন, মহা যশস্বী, অতি মহাত্মা, দশরথ নন্দন শ্রীরামচন্দ্র কখন দুঃখ দর্শন করেন নাই চিরসুখেই কালাতিপাত করিয়াছেন, তথাপি এইরূপে শয়ন করিয়া তখন সেই রাত্রিকে পরমসুখবোধে অতিবাহন করিতে লাগিলেন॥ ২৮॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ইঙ্গুদীমূলে নিবসতি নামে সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপন॥ ৪৭॥

——oo——

অষ্টাচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তং জাগ্রতমদম্ভেন ভ্রাতুরর্থায় লক্ষ্মণং।
গুহঃ শোকাভিসন্তপ্তো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১ ॥
ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা।
প্রত্যাশ্বসিহি সাধ্বস্যাং রাজপুত্র নিশামিমাং ॥ ২ ॥
উচিতোঽয়ং জনঃ সর্ব্বঃ ক্লেশানাং ত্বং সুখোচিতঃ।
গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামি কাকুৎস্থস্য নিশামিমাং ॥ ৩ ॥
ন হি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি মানবঃ।
প্রতীহি তদিদং সত্যং বীর সত্যেন তে শপে ॥ ৪ ॥
অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্যশঃ।
ধর্ম্মাবাপ্তিঞ্চ মহতীমর্থসিদ্ধিঞ্চ পুষ্কলাং ॥ ৫ ॥
সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া।
রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্ব্বতো জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের মঙ্গল জন্য লক্ষ্মণ নিরহঙ্কৃতচিত্তে জাগ্রত রহিয়াছেন, দেখিয়া গুহ শোকে অতিশয় কাতর হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ১ ॥ হে তাত লক্ষ্মণ হে রাজ পুত্র! তোমার জন্যে এই দুগ্ধ ফেণনিভাশয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে, এই শয্যায় স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়া এই রাত্রি অতি বাহন করহ॥ ২ ॥ আপনি কখন কোন রূপে ক্লেশ সহ্য করেন নাই, শ্রীরামচন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য এই সমস্ত জনগণ সমভিব্যাহারে আমি এই রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকিব তুমি শয়ন করহ॥ ৩ ॥ হে বীর সৌমিত্রে! আমি নিশ্চয় বলিতেছি শ্রীরামচন্দ্র হইতে আমার প্রিয়তম পুরুষ পৃথিবীতে আর কেহই নাই, আমি যথার্থ তোমার শপথ করিয়া কহিতেছি আমার এই কথায় তুমি বিশ্বাস করহ ॥ ৪ ॥ এই শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদে আমি ইহ লোকে ঈদৃশ বিশুদ্ধ মহদযশো লাভ করিয়াছি, ও পরোলোকার্থ সুমহান্ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং অতুল সম্পত্তিও প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ৫ ॥ অতএব আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞাতিকুল সমভিব্যাহারে জানকী দেবীর সহিত শয়িত প্রিয়সখা শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দ্দিক রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি॥ ৬ ॥

ন হি নোঽবিদিতং কিঞ্চিদ্বনেঽস্মিংশ্চরতাং সদা।
চতুরঙ্গং হ্যপি বলং সুমহৎ প্রসহেমহি ॥ ৭ ॥
লক্ষ্মণস্তমুবাচেদং রক্ষ্যমাণাস্ত্বয়ানঘ।
নাত্র ভীতা বয়ং সর্ব্বে জাগৃমঃ কিন্তু চিন্তয়া ॥ ৮ ॥
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়নে সহ সীতয়া।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতং বা সুখানি বা ॥ ৯ ॥
যো ন দেবাসুরৈঃ শক্যঃ প্রসোঢ়ুং সহিতৈর্যুধি।
তং পশ্য গুহ সংবিষ্টং তৃণেষু সহ ভার্য্যয়া ॥ ১০ ॥
যো মাত্রা তপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ মহাব্রতৈঃ।
একো দশরথস্যৈষ পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

হে লক্ষ্মণ! আমরা এই বনে সর্ব্বদাই বিচরণ করিয়াথাকি, সুতরাং বনমধ্যে যেখানে যাহা আছে, তাহা আমাদিগের অবিদিত কিছুই নাই, যদি এখানে সহসা চতুরঙ্গিনী শত্রু সেনা উপস্থিত হয় আমরা তাহা সহ্য করিয়া নিবারণ করিতে পারিব ॥ ৭ ॥ লক্ষ্মণ গুহের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, হে নিষ্পাপ! তুমি আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, ভালই কিন্তু আমরা যে এখানে ভীত হইয়া সকলে জাগ্রত রহিয়াছি এমত নহে, কেবল চিন্তায় নিদ্রা হয় না এই মাত্র সুতরাং জাগ্রত রহিয়াছি ॥ ৮ ॥ রঘুনাথ জানকীর সহিত ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আমি কেমন করে নিদ্রা যাইতে পারি, আর কেমন করেই বা জীবিত সুখ লাভ করিতে পারি? ॥ ৯ ॥ হে গুহ নিষাদ রাজন্! সকল দেবাসুর একত্রিত হইয়া সংগ্রামে যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতাপ সহ্য করিতে শক্ত হয় না, দেখ দেখি, তিনিই আপন ভার্য্যার সহিত সুখে তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥ অর্থাৎ রাম বাহুবলে আশ্রিত আমরা কাহাকেও ভয় করি না। ১০ ॥ কৌশল্যা জননী বিবিধ যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাস এবং কঠোর তপস্যা করিয়া এই সত্য ব্রতপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রকে লাভ করিয়াছেন, এবং সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রামচন্দ্র পিতা দশরথের এক মাত্র প্রেমাস্পদ সদৃশ পুত্র হয়েন ॥ ১১ ॥

অস্মিন্ প্রব্রজিতে রাজা ন চিরং বর্ত্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥ ১২॥
বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণাবনতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মূকা ইব স্থিতা নূনং মহারাজনিবেশনে॥ ১৩॥
কৌশল্যা চাপি রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশংসে যদি জীবন্তি সর্ব্বেতে শর্ব্বরীমিমাং॥ ১৪॥
জীবেদ্বাপি হি মাতা মে শত্রুঘ্নস্যান্ববেক্ষয়া।
এতদ্দুঃখং হি কৌশল্যা বিবৎসা ন সহিষ্যতি॥ ১৫॥
অনুরক্তজনাকীর্ণা সুখা লোকভয়াবহা।
রামব্যসনসন্তপ্তা পুরী সাপি বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ১৬॥

অনুবাদ

ঈদৃশ প্রিয় সন্তান শ্রীরামচন্দ্র যখন অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছেন, তখন কোনমতেই কোশলাধিপতি মহারাজা দশরথ আর অধিককাল জীবিত থাকিবেন না, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে এই পৃথিবী অতিসত্বর অনাথা হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই॥ ১২ ॥ রঘুনাথের বনগমনে রাজ ভবনে, পুরনারীগণেরা উচ্চৈঃস্বরে সুমহান বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশ্রমে অধোবদনে মূকের ন্যায় নিশ্চয় অবস্থান করিতেছেন॥ ১৩ ॥ শ্রীরাম মাতা কৌশল্যা দেবী, ও পিতা দশরথ ও মদীয়া জননী সুমিত্রা দেবী প্রভৃতি সকলে যে এই যামিনী জীবিত থাকিবেন, ইহা আমি কোনমতেই বলিতে পারি না॥ ১৪ ॥ বরং আমার জননী সুমিত্রা দেবী কনিষ্ঠ সন্তান শত্রুঘ্নের মুখাবলোকন করিয়া জীবিত থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু কৌশল্যা দেবী পুত্রবিচ্ছেদে কোনমতেই এদুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন না॥ ১৫ ॥ অযোধ্যা নগরীর যাবতীয় লোক শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত অনুগত যেই অনুরক্ত জনে আকীর্ণা অযোধ্যা পুরী শ্রীরাম জন্য পরম সুখের স্থান হইয়াছিল, এক্ষণে জানকীনাথের বিরহে শোকে সন্তপ্তা সেই নগরী জনগণের ভয়দায়িনী হইয়া বিনষ্ট হইবেন॥ ১৬ ॥

অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথং।
রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে ন ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥
সিদ্ধার্থঃ পিতরং বৃদ্ধং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে।
প্রেতকার্য্যেষু সর্ব্বেষু সংকরিষ্যতি রাঘবঃ ॥ ১৮ ॥
রম্যচত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাং।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং গণিকাবরশোভিতাং ॥ ১৯ ॥
রথাশ্বগজসম্বাধাং তূর্য্যঘোষনিনাদিতাং।
সর্ব্বকল্যাণসম্পন্নাং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাং ॥ ২০ ॥
আরামোদ্যানসংপূর্ণাং সমাজোৎসবশালিনীং।
সুখিনো বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্ম্মম ॥ ২১ ॥

অনুবাদ।

আমাদিগের পিতা দশরথের কতশত অভিমত মনোরথ সিদ্ধি না হওয়াতে এবং শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া নিশ্চয়ই তিনি কাল গ্রাসে পতিত হইবেন ॥ ১৭ ॥ পিতার সেইকাল উপস্থিত হইলে পর রঘুনাথ কৃতকার্য্য হইয়া বৃদ্ধ পিতার ঔর্দ্ধ দেহিক কার্য্যের সময় তাঁহার সৎকার করিবেন ॥ ১৮ ॥ তখন আর অযোধ্যানগরের শোভার সীমা থাকিবে না। মনোহর প্রাঙ্গন ভূমি শোভিত হইবে, চারিদিকে গমনাগমন জন্য রাজপথ সকল পরিষ্কৃত হইবে, যে সকল অট্টালিকা আছে তাহা হইতে আরও ঘনঘন প্রাসাদ সকল নির্ম্মিত হইবে, বারবিলাসিনীরা নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বাতায়ন প্রদেশে বার দিয়া বসিবে ॥ ১৯ ॥ সর্ব্বদা রথে ঘোটকে ও হস্তীতে রাজপথ পরিব্যাপ্ত থাকিবে, চারিদিকে সতত নানা বিধ বাদ্যোদ্যম হইবে, সকলেই নানা প্রকার কল্যাণে পরিপূর্ণ থাকিবে, ও হৃষ্ট পুষ্ট লোক সমূহে নগরী পরিবৃতা হইবে ॥ ২০ ॥ উপবন ও উদ্যান শ্রেণীতে নানা স্থান পরিপূর্ণ হইবে, স্থানে স্থানে সমাজ ও উৎসব শালায় অযোধ্যা সুশোভিতা হইবে, তখন পিতার এই রাজধাণীতে সকলেই পরম সুখে কালাতিপাত করিবেক ॥ ২১ ॥

অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্দ্ধং কুশলিনো বয়ং।
নিবৃত্তে বনবাসেঽস্মিন্নযোধ্যাং প্রবিশেমহি ॥ ২২ ॥
পরিদেবয়তশ্চৈবং দুঃখার্ত্তস্য মহাত্মনঃ।
তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্ব্বরী সাত্যবর্ত্তত ॥ ২৩ ॥
তথা তু তথ্যং ব্রুবতি প্রজাহিতং
নরেন্দ্রপুত্রেঽধিকসৌহৃদাদ্গুহঃ।
মুমোচ বাষ্পং ব্যথয়াভিপীড়িতো
জরাতুরো নাগ ইবাভিপীড়িতং ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সৌমিত্রিবিলাপো
নাম অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ।

আমরা সত্যসন্ধ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বনে আসিয়াছি, বনেতেই সুখে থাকিব, এই বনবাসের কাল অতীত হইলে পর আমরা পুনর্ব্বার অযোধ্যা নগরে প্রবিষ্ট হইব॥ ২২ ॥ গুহরাজ এই রূপে বিলাপ পরায়ণ নৃপ নন্দন পরম দুঃখিত মহাত্মা লক্ষ্মণের নিকট অবস্থিত হইয়া অতি কাতর ভাবে সেই যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন॥ ২৩ ॥ রাজকুমার গুহের নিকট প্রজাদিগের হিতকর এই প্রকার তথ্য কথা সকল বলিলে পর গুহ অতি বেদনায় পীড়িত হইয়া অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন, এবং জরিত সর্পের ন্যায় বেদনাযুক্ত হইলেন, অথবা জরাকাতর পীড়িত হস্তী যেমন নয়নবারি পরিত্যাগ করিতে থাকে, তদ্রূপ চণ্ডাল পতিগুহ অধিক সৌহার্দ্দ বশতঃ তাঁহার কথায় অতিশয় ব্যথিত হইয়া নেত্রজল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন॥ ২৪ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে সৌমিত্রি বিলাপ নামে অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপন॥ ৪৮ ॥

নবচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

প্রভাতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ।
উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং ভ্রাতরং শুভং ॥ ১ ॥
ভাস্করোদয়কালোঽয়ং গতা ভগবতী নিশা।
অসৌ সুহৃষ্টো বিহগঃ কোকিলস্তাত কূজতি ॥ ২ ॥
বর্হিণাঞ্চৈব নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে নদতাং বনে।
তরামো জাহ্নবীং সৌম্য শীঘ্রং সাগরগামিনীং ॥ ৩ ॥
বিজ্ঞায় রামস্য মতং সৌমিত্রির্ম্মিত্রনন্দনঃ।
গুহমামন্ত্র্য সূতঞ্চ সোঽতিষ্ঠদ্ভ্রাতুরগ্রতঃ ॥ ৪ ॥
ততঃ কলাপৌ সংনহ্য খড়্গৌ বদ্ধা চ ধন্বিনৌ।
জগ্মতুর্যেন গঙ্গাং বৈ সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ ৫ ॥
রামমেব তু ধর্ম্মজ্ঞমভিবীক্ষ্য বিনীতবৎ।
কিমহং করবাণীতি সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

রজনী প্রভাতা হইলে পর বিশাল হৃদয় মহাযশস্বী শ্রীরামচন্দ্র একান্ত অনুগত সুমিত্রাকুমার অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১ ॥ হে প্রাণাধিক ভ্রাতঃ! ভগবান্ আদিত্য দেবের উদয়কাল উপস্থিত ভগবতী ত্রিযামা প্রভাত প্রায় হইয়াছে, এই সকল বিহঙ্গকুলেরা হৃষ্ট হইয়া সুমধুর কোলাহল ধ্বনি করিতেছে, কোকিলেরা কুহুরবে গান করিতেছে ॥ ২ ॥ হে প্রিয়দর্শন! বনের চতুর্দ্দিকে শিখীবর্গের কেকাবর শ্রবণগোচর হইতেছে, অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এই সময় আমরা পুণ্যসলিলা সাগর গামিনী ভগবতী জহ্নুতনয়া ভাগীরথী উত্তীর্ণ হই। ৩ ॥ মিত্রদিগের আনন্দবহ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া গুহরাজকে ও সুমন্ত্র সারথিকে সম্ভাষণ করতঃ রঘুনাথের পুরোভাগে অবস্থিত হইলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর ধনুর্ব্বাণ ধারী রঘুকুলপ্রদীপ উভয় ভ্রাতা তনুত্রাণ পরিধান পূর্ব্বক এবং খড়্গদ্বয় সংবদ্ধ হইয়া যে পথে গঙ্গাতীরে গমন করিতে পারা যায় সেই পথে জানকী সহিত গমন করিলেন ॥ ৫ ॥ সুমন্ত্র সারথি বিনীতভাবে ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, হে রঘুবীর! আমি এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন্ ॥ ৬ ॥

নিবর্ত্তস্বেত্যুবাচৈনমেতাবদ্ধি কৃতং মম।
যানেন পদ্ভ্যামেবাহং গমিষ্যামি মহাবনং ॥ ৭ ॥
আত্মানং ত্বভ্যনুজ্ঞাতং বিজ্ঞায়ার্ত্তঃ স সারথিঃ।
সুমন্ত্রঃ পুরুষব্যাঘ্রমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
অতর্কিতোঽয়ং লোকেষু পুরুষেণেহ কেনচিৎ।
তব সভ্রাতৃভার্য্যস্য বাসঃ প্রাকৃতবদ্বনে ॥ ৯ ॥
ন মন্যে ব্রহ্মচর্য্যেঽস্তি প্রাধীতে বা ফলোদয়ঃ।
মার্দ্দবার্জ্জবয়োর্বাপি ত্বাঞ্চেদ্ব্যসনমাগমৎ ॥ ১০ ॥
সহ রাঘব বৈদেহ্যা ভ্রাত্রা চ ত্বং বনে বসন্।
গতিং প্রাপ্স্যস্যরণ্যেষু ত্রীল্লোঁকান্ বিজয়ন্নিব ॥ ১১ ॥
বয়ং খলু হতা বীর যে ত্বয়া পরিবর্জ্জিতাঃ।
কৈকেয্যা বশমেষ্যামঃ পাপায়া দুঃখভাগিনঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র সারথিকে বলিলেন, তুমি এখান হইতে নিবর্ত্ত হও আমার সমভিব্যাহারে আর আসিবার প্রয়োজন নাই, আমার পক্ষে এই অনেক হইয়াছে, এক্ষণে আর যান বাহনের আবশ্যক নাই, আমি পদব্রজেই মহারণ্যে গমন করিব। ৷ ৭ ॥ যখন সুমন্ত্রসারথি দেখিলেন,রঘুনাথ আমাকে সঙ্গে যাইতে নিবারণ করিলেন তখন অতিশয় কাতর হইয়া সুমন্ত্র পুরুষ প্রধান শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮ ॥ হে রঘুবীর! ইহলোকে কোন লোকই এমন অনুমান করিতে পারে নাই যে সামান্য লোকের ন্যায় পত্নী ও ভ্রাতা সমভিব্যাহারে তোমাকে বনচারী হইতে হইবে ॥ ৯ ॥ হে শ্রীরাম! যখন তোমাকে এই বনবাসরূপ বিপদাপন্ন হইতে হইল, তখন আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, যে কি ব্রহ্মচর্য্য, কি বেদাধ্যায়ন, কি ধীরতা কি সরলতা কিছুতেই কিছু ফলোদয় নাই, বা শব্দে কটাক্ষ করায় এই অর্থ হয় যে তোমার কেবল আপনার মৃদুতা ও সরলতা জন্যই এই বিপৎ সমাগত হইল, ॥ ১০ ॥ হে সীতাপতে! আপনি নিবিড় অরণ্য মধ্যে বিদেহনন্দিনী ও সুমিত্রানন্দনের সহিত অবস্থান করতঃ ত্রিলোক বিজয়ীর ন্যায় কল্যাণদায়িনী গতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১১ ॥ হে বীর! তুমি পরিত্যাগ করাতে পরিত্যক্ত হইয়া আমরা জীবিত থাকিয়াও মৃতপ্রায় হইলাম, কেন না চিরকাল পরম দুঃখিত হইয়া পাপাশয়া দুরাচারা কৈকেয়ীর বশেই থাকিতে হইল ॥ ১২ ॥

ইতি ব্রুবন্নাত্মসমঃ সুমন্ত্রঃ সারথিস্তদা ।
দৃষ্ট্বা বনগতং রামং রুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ১৩ ॥
ততো বিগতবাষ্পাং তং দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বোদকং শুচি ।
রামঃ সুমধুরং বাক্যং পুনঃ পুনরুবাচ হ ॥ ১৪ ॥
ইক্ষ্বাকূণাং সুহৃদন্য স্ত্বয়া তুল্যো ন বিদ্যতে ।
যথা রাজা দশরথো মাং ন শোচেৎ তথা কুরু ॥ ১৫ ॥
দুঃখোপহতচেতা হি বৃদ্ধশ্চ জগতীপতিঃ ।
মদ্বিয়োগাচ্চ সন্তপ্তস্তস্মাদেবং ব্রবীম্যহং ॥ ১৬ ॥
যদ্যদাজ্ঞাপয়েৎ কিঞ্চিৎ স মহাত্মা মহাদ্যুতিঃ ।
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং তৎ তৎ কার্য্যমশঙ্কয়া ॥ ১৭ ॥
এতদর্থং হি রাজ্যানি প্রশংসন্তি নরেশ্বরাঃ ।
যদেষাং সর্ব্বকামেষু মনো ন প্রতিহন্যতে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

তখন নির্ব্বেদ প্রাপ্ত সুমন্ত্র সারথি শ্রীরামচন্দ্রকে বনে গমন করিতে দেখিয়া এই সকল কথা বলিতে বলিতে গাঢ় দুঃখে দুঃখিত হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন॥ ১৩ ॥ অনন্তর রঘুনাথ সুমন্ত্রের নেত্রজল নিবৃত্ত হইল দেখিয়া বিশুদ্ধ সলিল স্পর্শ করতঃ বারবার তাহাকে সুমধুরস্বরে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্য বলিতেছেন॥ ১৪ ॥ হে সারথে! তোমার সমান ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের বন্ধু জগতে আর নাই, অতএব আপনাকে এই বলিতেছি, মম পিতা রাজাদশরথ আমার জন্য যাহাতে সর্ব্বদা শোক না করেন তুমি তাহাই করিবে॥ ১৫ ॥ যেহেতু পিতা মহীপতি দুঃখে ব্যাকুল হৃদয় হইয়াছেন, তাহাতে অতিশয় বৃদ্ধ, আবার আমার বিয়োগে যৎপরোনাস্তি পরিতাপিত, এই কারণ আমি তোমাকে এমন কথা বার বার বলিতেছি॥ ১৬ ॥ সেই মহাভাগ নৃপতি কৈকেয়ীর প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্য তোমাকে যখন যাহা আদেশ করিবেন তুমি বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পাদন করিবে ইহার অন্যথা করিহ না॥ ১৭ ॥ নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ভূপালেরদিগের এই জন্যই সকলে রাজ্য খণ্ডের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারা মনে মনে যাহা যাহা কামনা করেন, কোনরূপে সেই কামনার ব্যাঘাত হয় না॥ ১৮ ॥

তদ্যথা স মহারাজো নালীকমধিগচ্ছতি।
ন চানুচিন্তয়তি মাং সুমন্ত্র কুরু তৎ তথা ॥ ১৮ ॥
সূত মদ্বচনাদ্গত্বা বশিষ্ঠং সুতপস্বিনং।
উপাধ্যায়াংশ্চ সংপ্রাপ্য ব্রুয়াস্তুমভিবাদনং ॥ ২০ ॥
কৈকেয়ীঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ যাশ্চান্যা মম মাতরঃ।
তাঞ্চাল্পভাগ্যাং কৌশল্যাং যদি জীবতি মাং বিনা ॥ ২১ ॥
অদৃষ্টদুঃখং রাজানং মদ্বিয়োগেন কর্ষিতং।
ব্রুয়াস্তুমভিবাদ্যৈব মম হেতোরিদং বচঃ ॥ ২২ ॥
ন বিষাদো ন সন্তাপঃ কর্ত্তব্যো মম কারণাৎ।
লক্ষ্মণং প্রতি বা রাজন্ বৈদেহীং বা নরাধিপ ॥ ২৩ ॥
অপি বর্ষসহস্রাণি তাতস্য বচনাদ্বয়ং।
নিবসেম বনে রম্যে স্বর্গলোক ইবামরাঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হে সুমন্ত্র! সেই জন্য বলিতেছি যাহাতে মহারাজ কোনরূপে মনে অসুখ না পান, এবং আমার জন্য চিন্তিত না হয়েন, তুমি সর্ব্বদা এমন অনুষ্ঠান করিবে॥ ১৯ ॥ হে সারথে! তুমি ভবনে গিয়া আমার বচনানুসারে মহা তপস্বী ভগবান্ বশিষ্ঠ পুরোহিত ও অন্যান্য উপাধ্যায় ঋষি মহাশয়দিগকে আমার প্রণাম জানাইবে॥ ২০ ॥ কৈকেয়ী মাতা ও সুমিত্রা মাতা ও অন্যান্য মাতাদিগকে আমার প্রণাম জানাইবে, কিন্তু অল্প ভাগ্যবতী কৌশল্যা দেবী আমার বিরহে যদি জীবিতা থাকেন, তবে তাঁহাকেও আমার প্রণাম জানাইবে ॥ ২১ ॥ পিতা মহারাজ কখন কোন দুঃখ অনুভব করেন নাই এক্ষণে আমার বিয়োগে তিনি অতিশয় কাতর রহিয়াছেন, তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইয়া তুমি প্রণাম করতঃ আমার এই কথা বলিবে॥ ২২ ॥ হে নরাধিপ হে ভূপতে! আমার জন্য কিম্বা লক্ষ্মণের জন্য অথবা জানকীর জন্য আপনি বিষণ্ন হইবেন না, ও কোন সন্তাপও করিবেন না॥ ২৩ ॥ কেননা দেবগণ যেমন পরম রমণীয় স্বর্গ লোকে সুখে অবস্থান করিতেছেন, পিতার অনুমতিক্রমে আমরাও সেইরূপ এই অরণ্য মধ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর কি? সহস্র বৎসর হইলেও মনের সুখে বাস করিতে সমর্থ হইব॥ ২৪ ॥

ব্যসনং হি পিতুঃ পুত্রাদন্যঃ কো ব্যপনেষ্যতি।
অণু বা যদি বা স্থূলং ধন্বন্তরিরিব ব্রণং॥ ২৫॥
যস্তু পুত্রো ন পুত্রার্থং পিতুঃ কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
আত্মানং পাবয়েন্নাসৌ দ্রব্যবানিব নিষ্ক্রিয়ঃ॥ ২৬॥
নরকং বা পতেদ্রামো জ্বলিতং বা হুতাশনং।
ন তু তৎ কর্ম্ম কুর্ব্বীত যেন বাচ্যং পিতুর্ভবেৎ॥ ২৭॥
নৈবাহং শোচিতব্যস্তে ন সীতা ন চ লক্ষ্মণঃ।
নৈবাযোধ্যাচ্যুতাশ্চেতি বনে বৎস্যন্তি চেতি চ॥ ২৮॥
চতুর্দ্দশসু বর্ষেষু ব্যতীতেষু পুনস্ততঃ।
লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ দ্রক্ষ্যসি ক্ষিপ্রমাগতং॥ ২৯॥

অনুবাদ

অধিকই হউক, আর অল্পই বা হউক্ পুত্র ব্যতিরেকে পিতার বিপৎ দূরীকরণ করিতে কে পারে? যেমন ধন্বন্তরি ব্যতিরেকে রোগ নিবারণ করিবার ক্ষমতা অন্যের নাই॥ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি পুত্র হইয়া পিতার সম্বন্ধে পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাবধানে সম্পাদন না করিল সে কখনই আপনাকে পবিত্র করিতে পারে না, যেমন ধনবান্ ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হইলে সতত অপবিত্র রূপে অপরাধী থাকে, তাহার ন্যায় সেই পুত্রও কোনমতে আপনাকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয়েন না॥ ২৬ ॥ হে সুমন্ত্র! তুমি এই কথা আমার পিতাকে কহিবে, যে রামচন্দ্র নরকেও গমন করিতে পারেন, প্রজ্বলিত হুতাশনেও প্রবিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু যে কর্ম্ম করিলে পিতার নিকট অপরাধী হইতে হয়, এমন কর্ম্ম করিতে কখনই সমর্থ নহেন॥ ২৭॥ কি আমি কি সীতা কি লক্ষ্মণ আমরা অযোধ্যা ছাড়া হইয়া বনে বাস করিতেছি, ইহা বলিয়া আমাদিগের জন্যে যেন পিতা ও মাতা কোন শোক না করেন॥ ২৮॥ চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে পর পুনর্ব্বার আমাকে ও জানকীকে ও লক্ষ্মণকে অতি শীঘ্র দেখিতে পাইবেন, অর্থাৎ আমরা অতি সত্বর ভবনে প্রত্যাগত হইব॥ ২৯ ॥

এবমুক্ত্বা মহারাজং কৌশল্যাং মাতরঞ্চ মে।
অন্যাশ্চ সহিতা দেবীঃ কৈকেয়ীঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০ ॥
ব্রুয়াঃ সর্ব্বাস্ত্বমারোগ্যমথ পাদাভিবাদনং।
সূত মদ্বচনাদেব সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ ॥ ৩১ ॥
বিজ্ঞাপ্যশ্চ মহারাজো ভরতং ক্ষিপ্রমানয়।
আগতশ্চাভিষেক্তব্যঃ ক্ষিপ্রমেব নরর্ষভ ॥ ৩২ ॥
অভিষিক্তে চ ভরতে যৌবরাজ্যায় ধার্ম্মিকে।
অস্মৎসন্তাপজং দুঃখং ন ত্বামভিভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
ভরতশ্চাপি বক্তব্যো যথা রাজনি বর্ত্তসে।
তথা মাতৃষু বর্ত্তেথাঃ সর্ব্বাস্বেবাবিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥
যথৈব তব কৈকেয়ী সুমিত্রাপি তথৈব তে।
তথৈব দেবী কৌশল্যা মম মাতা বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

হে সুমন্ত্র! মহারাজা পিতাকে ও কৌশল্যা জননীকে ও অন্যান্য জননী গণকে আমার এই কথা বলিয়া তুমি কৈকেয়ী মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া বারম্বার বলিবে ॥ ৩০ ॥ হে সারথে! তদনন্তর আমাদিগের স্বস্থ্যসম্বাদ সকলকে জানাইয়া সীতা ও লক্ষ্মণ ও আমার বচনানুসারে তুমি তাঁহাদিগের পাদপদ্ম বন্দনা করিবে ॥ ৩১ ॥ পরে মহারাজাকে এই কথা বলিহ, যে হে নৃপসত্তম! আপনি মাতুলালয় হইতে অতি সত্বর ভরতকে আনয়ন করুন্, এবং ভরত আগত হইলে পর শীঘ্র তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন্ ॥ ৩২ ॥ পরম ধার্ম্মিক ভরত যুবরাজ হইলে পর তাঁহাকে দেখিয়া আমার বিয়োগ জন্য দুঃখ আপনাকে তাদৃশ অভিভূত করিতে পারিবে না, এখন যাদৃশ অভিভূত করিতেছে ॥ ৩৩ ॥ ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে পর তাহাকেও তুমি এই কথা বলিবে, তিনি যেমন মহারাজা পিতা দশরথের প্রতি সতত সাধু ব্যবহার করিবেন, সমুদয় জননীদিগের প্রতিও পক্ষপাত শূন্য হইয়া তেমনি ব্যবহার করেন ॥ ৩৪ ॥ হে ভরত! যেমন কৈকেয়ী মাতা তোমার জননী, সুমিত্রা দেবীও তেমনি তাহাতে সন্দেহ নাই বিশেষতঃ আমার জননী কৌশল্যা দেবীও তদনুরূপা জানিবে ॥ ৩৫ ॥

তাতস্য প্রিয়কামেন যৌবরাজ্যব্যপেক্ষয়া।
লোকয়োরুভয়োঃ শক্যং ভবতা সুখমেধিতুং॥ ৩৬॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামসন্দেশো নাম
নবচত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৯॥

অনুবাদ।

পিতার প্রিয়কার্য্য সাধন ও যৌবরাজ্যের সমুন্নতি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিলে তুমি ইহকাল ও পরকালের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারিবে॥ ৩৫॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে সারথির প্রতি শ্রীরামের আদেশ নামে নবচত্বারিংশ সর্গ সমাপন॥ ৪৯॥

—oo—

পঞ্চাশৎ সর্গঃ।

এবং সন্দিশতস্তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
লক্ষ্মণোঽন্তরমাসাদ্য সূতং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
কৈকেয়ীং প্রতিসংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্ ভ্রুকুটীমুখঃ।
অমর্ষাশ্রয়য়া দৃষ্ট্যা বসুধামবলোকয়ন্ ॥ ২ ॥
মমাপি বচনাৎ সূত বক্তব্যো ভবতা নৃপঃ।
প্রণামং শিরসাকৃত্বা বহুমানাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩ ॥
কেনায়মপরাধেন রাঘবো ধর্ম্মবৎসলঃ।
গুণশ্রেষ্ঠো মম জ্যেষ্ঠ স্ত্বয়া ভ্রাতা বিবাসিতঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বথা ভবতাকার্য্যং কৈকেয়ীং পরিরক্ষতা।
নৃশংসঞ্চ যশোঘ্নঞ্চ সুমহদ্দুষ্কৃতং কৃতং ॥ ৫ ॥
কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা নৃশংসায়াঃ সুদারুণং।
পক্ষীব যদয়ং ত্যক্তঃ পুত্রঃ কিং নাম তৎ কৃতং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্র সারথিকে এই প্রকার আদেশ করিতেছেন, ইত্যবসরে কৈকেয়ীর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণবীর ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ ভ্রুকুটী ভঙ্গী দ্বারা মুখ বিকৃত করিতে করিতে ক্রোধে ঘূর্ণায়মাণ নয়নযুগলে ধরাতলের প্রতি অবলোকন করিয়া সারথিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ হে সারথে! আপনি আমার বচনানুসারে মহারাজাকে বারম্বার অবনতশিরে সবহুমান প্রণতি পূর্ব্বক প্রণাম জানাইয়া এই কথা বলিবে ॥ ৩ ॥ হে ভূপাল! আপনি কোন্ অপরাধ অবলোকন করিয়া পরমধার্ম্মিক অশেষ গুণে বিভূষিত আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রঘুবীরকে বনবাস দিলেন ॥ ৪ ॥ অতএব কৈকেয়ীর মনোরথ সম্পন্নার্থে তাহার বাক্য রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বতঃ প্রকারে অতি নিষ্ঠুর হইয়া অতি নিন্দিত যশোহানিকর আপনি কি দুষ্কৃত কার্য্য সকল করিলেন ॥ ৫ ॥ অতি নিষ্ঠুর হইয়া দুরাচারা কৈকেয়ীর সুদারুণ বচন শ্রবণে সামান্য পক্ষীর ন্যায় যখন প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিলেন, তখন আপনি কি না নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারেন? সেই কার্য্যেরই বা নাম কি? ॥ ৬ ॥

প্রসান্তশ্চার্য্যশীলশ্চ সর্ব্বভূতপ্রিয়ংবদঃ ।
রামঃ কিমকরোৎ পাপং ত্যক্তোয়ং সহ যন্ময়া ।। ৭ ।।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং প্রতিজ্ঞাং পরিরক্ষতা ।
ভীতেন চানৃতাদ্দত্তমত্র স্বার্থে ভবান্ প্রভুঃ ।। ৮ ।।
ন ত্বেব সদৃশং ত্যক্তুমপরাধং বিনা সুতং ।
স্ত্রীবিধেয়েন ভবতা গুণবন্তং বিশেষতঃ ।। ৯ ।।
যদপত্যেন কর্ত্তব্যং যশো ধর্ম্মঞ্চ রক্ষতা ।
তদকর্ত্তব্যমপ্যেতদ্রাঘবেণোপপাদিতং ।। ১০ ।।
পিত্রা যদপি কর্ত্তব্যং যশো ধর্ম্মঞ্চ রক্ষতা ।
অনুষ্ঠেয়ঞ্চ যুক্তঞ্চ ন ত্বয়া তদনুষ্ঠিতং ।। ১১ ।।

অনুবাদ ।

অতি প্রশান্ত স্বভাব সরলের অগ্রগণ্য সকলের প্রতি সমান প্রিয়ম্বদ শ্রীরাম, এমন পাপ কর্ম্ম কি করিয়াছিলেন যে তজ্জন্য আপনি আমার সহিত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ।। ৭ ।। আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য সভয়ান্তঃকরণে পিতৃ পিতামহ ক্রমাগত রাজ্য যাহা রামের অবশ্য প্রাপ্য তাহা আপনি কনিষ্ঠ ভরতকে অন্যায়ে প্রদান করিয়াছেন, যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রতঃ রাজ্যাদি পৈতৃক স্থাবর ধনে আপনার গাঢ় স্বত্ব কি আছে? কেবল স্বকীয় সম্পাত্তিতেই আপনার প্রভুতা ॥ ৮ ॥ ফলতঃ যাহা হউক্ পত্নীর পরতন্ত্র হইয়া বিনাপরাধে গুণবান প্রিয়সন্তানকে অরণ্যে পরিত্যাগ করা আপনার সদৃশ কর্ম্ম করা হয় নাই ॥ ৯ ॥ সন্তানের দ্বারা যশ ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পিতা ইচ্ছা করেন এবং যাহা করিতে হয়, তাহা রামও করিয়াছেন, তাঁহার অকর্ত্তব্য কর্ম্ম এই রাজ্য পরিত্যাগ করা, তাহাও আপনার আজ্ঞা রক্ষার্থে রঘুনাথ অনায়াসে সম্পাদন করিলেন ॥ ১০ ॥ কিন্তু যে পিতার যশ ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে ইচ্ছা আছে, তাঁহাকে শাস্ত্রসিদ্ধ যোগ্যানুষ্ঠান করিতে হয় কিন্তু শ্রীরামের প্রতি আপনি তাহার কিছুই যোগ্যানুষ্ঠান করিলেন না ॥ ১১ ॥

তদস্মান্ স্বয়মুৎসৃজ্য স্নেহেন সহ পার্থিব।
শোচিতুং নার্হসি পুনঃ সাধুঃ পীত্বেব বারুণীং ॥ ১২ ॥
ত্বদ্বিধা হি মহাত্মানো মহাভাগা নরর্ষভাঃ।
পরিতাপৈর্ন মুহ্যন্তে প্রেক্ষ্য কার্য্যং স্বয়ংকৃতং ॥ ১৩ ॥
লক্ষ্মণং ত্বতিসংক্রুদ্ধং ব্রুবাণং পরুষং বচঃ।
বিনিবার্য্যাব্রবীদ্রামঃ সূতং দীনমধোমুখং ॥ ১৪ ॥
লক্ষ্মণোঽয়মতিক্রুদ্ধঃ সুমন্ত্র যদভাষত।
পরুষং তন্ন সংশ্রাব্যো ভবতা বসুধাধিপঃ ॥ ১৫ ॥
বৃদ্ধঃ করুণবেদী চ মৎপ্রবাসাচ্চ দুঃখিতঃ।
সহসা পরুষং শ্রুত্বা ত্যজেদপি হি জীবিতং ॥ ১৬ ॥
সুমন্ত্র পরুষং তস্মান্ন বাচ্যস্তে মহীপতিঃ।
বিপ্রিয়াণ্যনুজীব্যে হি ন বদন্ত্যনুজীবিনঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

অতএব মহারাজ! আপনি স্বয়ং স্নেহের সহিত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আর পুনর্ব্বার শোক করিতে যোগ্য হইবেন না, যেমন সাধু লোকেরা স্বেচ্ছাধীন বারুণী পান করিয়া শোক করিতে পারেন না ॥ ১২ ॥ হে ভূপতে! আপনার ন্যায় মহাত্মা মহোদয় নরোত্তমেরা স্বয়ং যে কর্ম্ম করেন তাহা স্মরণ করিয়া পরিতাপে মুগ্ধ হয়েন না ॥ ১৩ ॥ লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া এই প্রকার নিষ্ঠুর কথা বলিতেছেন শুনিয়া সুমন্ত্র সারথি দীন-ভাবে অধোমুখে অবস্থান করিলেন, তদ্দৃষ্টে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিবারণ করিয়া সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন॥ ১৪ ॥ হে সুমন্ত্র! লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার সমক্ষে যাহা যাহা বলিলেন, এই সকল নিষ্ঠুর কথা আপনি মহারাজকে শ্রবণ করাইও না, যেহেতু তিনি তোমাদিগের রাজা হয়েন ॥ ১৫ ॥ একে পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, ও সর্ব্বদা সকরুণ বিলাপ করিতেছেন, তাহাতে আবার আমার বনবাস গমনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত আছেন, কি জানি সহসা নিষ্ঠুর কথা সকল শ্রবণ করিয়া পাছে প্রাণ পরি-ত্যাগ করেন ॥ ১৬ ॥ অতএব হে সারথে! আপনি কোনক্রমেই মহীপতিকে এই সকল নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করাইও না, অনুজীবি লোকেরা অনুজীব্যের নিকট কখন অপ্রিয় কথা বলিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭ ॥

ন চাস্মান্ স গতস্নেহস্ত্যক্তবান্ জগতীপতিঃ।
সত্যপাশেন সংরুদ্ধঃ স্নেহস্তস্য ন লুপ্যতে ॥ ১৮ ॥
কৈকেয্যা বরদানেন পিতা মে স তু মোহিতঃ।
মাং বনে ত্যক্তবান্ পুত্রমবশঃ সত্যযন্ত্রিতঃ ॥ ১৯ ॥
বিপ্রবাসাদ্গতস্নেহো লক্ষ্মণোঽয়মমর্ষিতঃ।
বাক্যং কিমিব ন ব্রূয়াৎ পরিহার্য্যং ত্বয়া তু তৎ ॥ ২০ ॥
সর্ব্বথৈব প্রিয়ং বাক্যঃ প্রিয়ার্হো নৃপতিস্ত্বয়া।
অভিবাদনপূর্ব্বঞ্চ কুশলং কুশলো হ্যসি ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লক্ষ্মণসন্দেশো
নাম পঞ্চাশৎ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ।

জগৎপতি পিতা কিছু স্নেহশূন্য হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, কেবল সত্যে বদ্ধ হইয়া এ কর্ম্ম করিয়াছেন, ফলতঃ কোনমতেই আমাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহের অভাব হয় নাই ॥ ১৮ ॥ কৈকেয়ীকে বরপ্রদান করিয়াছেন বলিয়া পিতা এরূপ বিমোহিত হইয়াছেন আমি তাঁহার প্রিয়সন্তান কেবল সত্যে সম্মত হইয়া অগত্যা আমাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৯ ॥ আমাদিগকে বনবাস দিয়াছেন বলিয়া লক্ষ্মণ স্নেহশূন্য জানিয়া পিতার প্রতি এইরূপ ক্রোধন হইয়াছে, বল দেখি, ক্রুদ্ধ হইলে কে কি না বলে, আপনি সে সকল দোষ ক্ষমা করিবেন ॥ ২০ ॥ ফলতঃ সর্ব্বতোভাবে পিতা মহারাজকে তুমি প্রিয় কথা বলিবে, কেননা তিনি আমাদিগের পিতা প্রিয় বাক্যেরই পাত্র, তুমি সমুদয় বাক্যকুশল, অতএব সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক আমাদিগের কুশল বার্ত্তাই নিবেদন করিবে ॥ ২১ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
লক্ষ্মণ সন্দেশ নামে পঞ্চাশৎ সর্গ সমাপন ॥ ৫০ ॥

——00——

একপঞ্চাশৎ সর্গঃ।

নিবর্ত্ত্যমানো রামেণ সুমন্ত্রঃ শোককর্ষিতঃ।
তৎ সর্ব্বং বচনং শ্রুত্বা স্নেহাৎ কাকুৎস্থমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
হীনো যদ্ভবতা রাম ব্রুয়াং ত্বাং স্নেহবিক্লবঃ।
ভক্তিমানিতি তৎ তাবদ্বাক্যং মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২ ॥
কথং নু ত্বদ্বিহীনোঽহং প্রতিযাস্যামি তাং পুরীং।
তব তাত বিয়োগেন পুত্রশোকাকুলামিব ॥ ৩ ॥
সরামমপি তাবদ্ধি রথং দৃষ্ট্বা সমাশ্বসীৎ।
ত্বয়া বিহীনং দৃষ্ট্বা তু বিদীর্য্যেতৈব সা পুরী ॥ ৪ ॥
দৈন্যং হি নগরং গচ্ছেদ্দৃষ্ট্বা শূন্যমিমং রথং।
সূতাবশেষা পৃতনা হতবীরেব সঙ্গরে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্রকে নিবৃত্ত হইবার অনুমতি করিলে পর রামকর্ত্তৃক নিবর্ত্ত্যমান সারথি শোকে অভিভূত হইলেন, এবং রঘুনাথের সেই সকল বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া স্নেহ হেতু তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! আমি যখন তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তখন তোমার প্রতি স্নেহ হেতু আমি ব্যাকুলিত হইয়াছি, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ আমি বাৎসল্যভাবে যে সকল কথা তোমায় বলিয়াছি তজ্জন্য যে দোষ হইয়াছে সে সকল আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে যোগ্য হউন্ ॥ ২ ॥ হে তাত! তোমার বিয়োগে অযোধ্যা নগরী পুত্র শোকের ন্যায় বিজাতীয় শোকে অভিভূতা রহিয়াছে, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই পুরীতে আমি কিরূপে প্রতিগমন করিব ॥ ৩ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! আগমন সময়ে রথে তুমি আরূঢ় ছিলে দেখিয়া অযোধ্যানগরী কথঞ্চিৎ আশ্বাসিতা হইয়াছিল, এক্ষণে তোমা বিহীন রথ দেখিয়া সেই পুরী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ॥ ৪ ॥ হে রঘুবীর! সংগ্রামে বীর সেনানী বিনষ্ট হইলে পর প্রত্যাগত অবশিষ্ট সেনাগণ ও সারথি মাত্রকে দেখিয়া যাদৃশ বিষাদসাগরে জন সকল মগ্ন হয়, তাদৃশ অযোধ্যা নগর এই রামশূন্য রথ অবলোকন করিয়া দৈন্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫ ॥

দূরেঽপি নিবসন্তং ত্বাং মনস্যেব ধ্রুবং স্থিতং ।
চিন্তয়ন্ত্যেব তাবৎ তু নিরাহারাঃ প্রজাঃ কৃশাঃ ॥ ৬ ॥
আর্ত্তনাদো হি যঃ পৌরৈর্মুক্তস্তব বিবাসনে ।
রথস্থং মাং নিশম্যৈকং কুর্য্যুঃ শতগুণং তু তং ॥ ৭ ॥
অহং কিঞ্চাভিবক্ষ্যামি দেবীং যস্যাঃ সুতো ময়া ।
নীতোঽসৌ মাতুলকুলং সন্তাপং মা কৃথা ইতি ॥ ৮ ॥
সত্যঞ্চৈব প্রিয়ঞ্চৈব ব্রূয়াদ্ধি বচনং গুরুং ।
কথমপ্রিয়মেবাহং ব্রূয়াং গুরুমিদং বচঃ ॥ ৯ ॥
মম শিষ্যত্বমাপন্না ইক্ষ্বাকুকুলবাহিনঃ ।
কথঞ্চাপি ত্বয়া হীনং রথং বক্ষ্যন্তি বাজিনঃ ॥ ১০ ॥
যদি মে যাচমানস্য ত্যাগমেব করিষ্যসি ।
সরথোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি ত্যক্তমাত্র ইহ ত্বয়া ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।

প্রজাগণ অনাহারে কৃশতর কলেবর হইয়াও কেবল ইহাই চিন্তা করিতেছে যে যদিও আপনি দূরে অবস্থান করিতেছেন তথাপি নিশ্চয় তাহাদিগের অন্তঃকরণে নিতান্ত অধিরূঢ় আছেন ॥ ৬ ॥ হে জানকীনাথ! আপনি যখন বনবাসে গমন করেন তখন পুরবাসি লোকেরা যাদৃশ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, এক্ষণে আমাকে একক মাত্র রথে দেখিয়া তাহার শত গুণ আর্ত্তনাদ করিবেক ॥ ৭ ॥ আসিবার সময় আমি কৌশল্যাদেবীকে বলিয়াছিলাম যে আপনার সন্তানকে আমি মাতুলালয়ে লইয়া চলিলাম, পুনর্ব্বার লইয়া আসিব, আপনি শোক করিবেন না, এখন গিয়া তাঁহাকে আমি কি বলিব ॥ ৮ ॥ হে রঘুনাথ! গুরুদিগের নিকট সত্য এবং প্রিয় কথা বলিতে হইবে, এই কথা নিশ্চয় প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু আমাদিগের গুরু রাজাদশরথ তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এই অপ্রিয় কথা আমি কিরূপে নিবেদন করিব ? ॥ ৯ ॥ ইক্ষ্বাকুবংশের বহনকারী যে সকল অশ্ব, সকলেই আমার শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পরম গুরু আপনি, তাহারা তোমাহীন রথ কিরূপে বহন করিবে ? ॥ ১০ ॥ আমি আপনার সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য সবিনয়ে যাচ্ঞা করিতেছি, যদি একান্তই আমাকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমি রথের সহিত তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব ॥ ১১ ॥

ভবিষ্যন্তি বনে যানি তাপাবিঘ্নকরাণি বঃ।
রথেন প্রতিবাধিষ্যে তানি সর্ব্বাণি রাঘব ॥ ১২ ॥
ত্বৎকৃতে হি ময়া প্রাপ্তং রথচর্য্যাগতং সুখং।
ধর্ম্মার্থসহিতং রাম রাজ্ঞঃ পরমসম্মতং ॥ ১৩ ॥
প্রসীদেচ্ছামি তেঽরণ্যে ভবিতুং প্রত্যনন্তরঃ।
ইহাপি যদি তে বীর নিবসন্ বনবাসিনঃ ॥ ১৪ ॥
পরিচর্য্যামহং কৃত্বা প্রাপ্স্যামি পরমাং গতিং ॥
তব শুশ্রূষণং মূর্দ্ধা করিষ্যামি বনে বসন্ ॥ ১৫ ॥
অযোধ্যাং শক্রলোকং বা সর্ব্বমেব ত্যজাম্যহং।
ন হি শক্যা প্রবেষ্টুং সা ময়াযোধ্যা ত্বয়া বিনা ॥ ১৬ ॥
রাজধানী মহেন্দ্রস্য যথা দুষ্কৃতকর্ম্মণা।
ইমেঽপি চ হয়া বীর বসন্তো বনবাসিনঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

হে শ্রীরামচন্দ্র! অরণ্য মধ্যে আপনাদিগের বিঘ্নপরিতাপজনক আপদ যাহা কিছু উপস্থিত হইবে, আমি রথদ্বারা সে সমুদায়ের প্রতিবিধান করিব॥ ১২ ॥ হে রঘুবংশপ্রদীপ! আমি আপনার জন্য রথচালনায় ধর্ম্ম অর্থসহিত সুখ সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং ইহাতে মহারাজ দশরথেরও সম্পুর্ণ সম্মতি আছে॥ ১৩ ॥ হে বীর! আপনি বনবাসী হইলেন, আমি আপনার সহিত এই অরণ্যে সহবাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন্॥ ১৪ ॥ হে জানকী-পতে! আপনার সহিত অরণ্যে বাস করিয়া আপনার পরিচর্য্যা করিলে আমি উত্তমা সদ্গতি লাভ করিব, অতএব অনুমতি করুন্ আমি বনে থাকিয়া স্বীয় মস্তক দ্বারা আপনার সেবা সুশ্রূষা করি॥ ১৫ ॥ আপনার জন্য অযোধ্যা কি ইন্দ্রপুরী অমরাবতীও পরিত্যাগ করিতে পারি, যাহা হউক্ এক্ষণে শ্রীরাম! তোমা ছাড়া অযোধ্যায় আমি কোনমতেই প্রবেশ করিতে শক্ত হইব না॥ ১৫ ॥ যেমন দুষ্কর্ম্মকারী লোকেরা সুরপুরে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই রূপ আমিও অযোধ্যা প্রবেশ করিতে পারিব না। হে বীরপুরুষ! আরও এই সকল অশ্ব আপনার সহিতই বনমধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করে॥ ১৭ ॥

পরিচর্য্যাং করিষ্যন্তি প্রাপ্স্যন্তি চ পরাঙ্গতিং।
বনবাসক্ষয়ে প্রাপ্তে মমৈব হি মনোরথঃ॥ ১৮॥
যদনেন রথেনৈব ত্বাং বহেয়ং পুরীমিতঃ।
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি সহিতস্য ত্বয়া বনে॥ ১৯॥
ক্ষণভূতানি যাস্যন্তি শতবচ্চ বিপর্য্যয়ে।
ভক্তবৎসল তিষ্ঠন্তং ভর্তৃপুত্ত্রগতে পথি॥ ২০॥
ভৃত্যং ভক্তং স্থিতং স্থিত্যাং ন ত্বং মাং ত্যক্তুমর্হসি।
এবং বহুবিধং দীনং বিলপন্তং পুনঃ পুনঃ॥ ২১॥
ভৃত্যানুকম্পী কাকুৎস্থ ইদং বচনমব্রবীৎ।
জানামি পরমাং ভক্তিং ময়ি তে ভর্তৃবৎসল॥ ২২॥

অনুবাদ

অরণ্য মধ্যে আপনার পরিচর্য্যা কার্য্য সমাধান করিবে, এবং তদ্দ্বারাই তাহাদিগের উৎকৃষ্টা সদ্গতি লাভ হইবে। পরে বনবাসের কাল অতীত হইলে পর পুনর্ব্বার আমারই এই মনোরথে আপনি আরোহণ করিবেন॥ ১৮॥ আমি এই রথোরোহণেই আপনাকে অযোধ্যা নগরীতে লইয়া আসিব, হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনার সহিত বনবাসে থাকিলে এই প্রতিজ্ঞাত চতুর্দ্দশ বৎসর॥ ১৯॥ এক ক্ষণের ন্যায় যাপিত হইবে, আর আপনা ছাড়া হইলে এই চতুর্দ্দশ বৎসর একশত বৎসর হইতেও অধিক বোধ হইবে। হে ভক্তপ্রিয় হে প্রণতবন্ধো! আপনি প্রভুসন্তান, আপনার যে পথ আমিও একান্ত ভৃত্য ও অনুগত ভক্ত আপন স্বভাবে থাকিয়া সেই পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব হে প্রভো! আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার কোনমতেই উচিত হয় না, এই কথা বলিয়া সুমন্ত্র বারম্বার বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২০॥ ২১॥ ভৃত্যের প্রতি একান্ত দয়ালু রঘুবীর সুমন্ত্রের এই রূপ বিলাপ ও পরিতাপ শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিলেন, হে ভর্তৃবৎসল! আমার প্রতি যে তোমার সুদৃঢ়া ভক্তি আছে তাহা আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি॥ ২২॥

শৃণু চাপি যদর্থং ত্বাং প্রেষয়ামি পুরীমিতঃ।
গতং ত্বাং নগরীং দৃষ্ট্বা জননী মে যবীয়সী ॥ ২৩ ॥
কৈকেয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেদ্ব্যক্তং রামো বনং গতঃ।
পরিতুষ্টা হি সা দেবী বনবাসং গতে ময়ি ॥ ২৪ ॥
রাজানং নাভিশঙ্কেত মিথ্যাবাদীতি ধার্ম্মিকং।
এষ মে পরমঃ কামো যদম্বা মে যবীয়সী ॥ ২৫ ॥
ভরতাদ্রক্ষিতং স্ফীতং পুত্ররাজ্যমুপাশ্নুতে।
মম প্রিয়ার্থং রাজ্ঞশ্চ নিবর্ত্তস্ব পুরীং ব্রজ।
সন্দিষ্টশ্চাসি যানর্থাংস্তান্ ব্রুয়াস্ত্বং যথা তথা ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সুমন্ত্রবিসর্জ্জনং
নাম একপঞ্চাশৎ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরাম কহিতেছেন, হে সুমন্ত্র ! তথাপি আমি যে জন্য এখান হইতে তোমাকে অযোধ্যা নগরীতে প্রেরণ করিতেছি তাহা শ্রবণ করহ, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভবনে গমন করিলে পর তোমায় দর্শন করিয়া আমার যবীয়সী জননী কৈকেয়ীর নিশ্চিতরূপে প্রতীতি হইবে যে রাম বনে গিয়াছে, যেহেতু সেই মম বিমাতা দেবী আমি বনবাসে গমন করিলেই তিনি সন্তুষ্টা হইবেন ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ তাহা হইলে আর পরম ধার্ম্মিক নৃপতিকে মিথ্যাবদী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিবেন না, এই জন্য তোমাকে রাজধানীতে প্রেরণ করিতে আমার একান্ত কামনা যেহেতু আমার কনিষ্ঠা বিমাতা ॥ ২৫ ॥ মনের সহিত প্রিয় সন্তান ভরত কর্ত্তৃক প্রতিপালিত সাম্রাজ্য সুখ ভোগে কাল যাপন করিবেন, অতএব আমার মঙ্গলের জন্য ও মহারাজের প্রিয় সাধনের নিমিত্ত তুমি অযোধ্যা নগরীতে শীঘ্র গমন করহ, আমি রাজাকে কহিবার নিমিত্ত তোমাকে যে আদেশ করিয়াছি তুমি সেইরূপ মহারাজকে সেই সমুদয় অকপটে কহিবে ॥ ২৬ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
সুমন্ত্র বিসর্জ্জন নামে এক পঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫১ ॥

—oo—

দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গঃ।

ইত্যুক্ত্বা বচনং সূতং শান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
গুহং বচন মক্লীবং রামো হেতুমদব্রবীৎ॥ ১॥
জটাঃ কৃত্বা গমিষ্যামি ন্যগ্রোধক্ষীরমানয়।
তৎ ক্ষিপ্রং রাজপুত্রায় গুহঃ ক্ষীরমুপাহরৎ॥ ২॥
লক্ষ্মণশ্চাত্মনশ্চৈব রামশ্চক্রে ততো জটাঃ।
দীর্ঘবৃত্তভুজৌ বীরৌ জটামণ্ডলধারিণৌ॥ ৩॥
অশোভেতামৃষিসমৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
ততো গঙ্গামভিমুখঃ পুণ্যাং সরিতমুত্তমাং॥ ৪॥
রাঘবঃ প্রযযৌ মার্গ মাস্থিতঃ সহলক্ষ্মণঃ।
তাপসং ব্রতমাশ্রিত্য ততো গুহমুবাচ হ॥ ৫॥
অপ্রমাদো বলে কোষে দুর্গে জনপদে তথা।
কার্য্যস্তে গুহ রাজ্যং হি সদা রক্ষ্যতমং মতং॥ ৬॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্র সারথিকে এই সকল কথায় বারম্বার শান্ত্বনা করিয়া প্রিয়সখা চণ্ডালেশ্বর গুহকে হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক কতক গুলি সার্থক বচন বলিতে লাগিলেন॥ ১॥ হে সখে! শিরোভাগে জটা প্রস্তুত করিয়া অরণ্য মধ্যে গমন করিতে হইবে, অতএব তুমি কিঞ্চিৎ আমার জন্য বটবৃক্ষের নির্যাস আনাইয়া দাও, গুহ রঘুবীরের এই কথা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজনন্দনের জন্য বটের আটা উপস্থিত করিলেন॥ ২॥ তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বট নির্যাস দ্বারা আপন আপন মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিলেন, বীরাবতার শ্রীরাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা আজানুলম্বিত ভুজ, মস্তকে জটামণ্ডল ধারণ করিয়া ঋষিবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, তৎপরে জানকীনাথ লক্ষ্মণের সহিত নদী প্রধানা পুণ্য সলিলা ভগবতী ভাগীরথী যাইবার পথ অবলম্বন করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন, এবং তপস্বিদিগের ব্রত অবলম্বন করিয়া স্নেহ সহকারে প্রিয়সখা গুহকে বলিলেন॥ ৩॥ ৪॥ ৫॥ হে গুহ! কি সৈন্যসামন্ত কি ধনাগার কি দুর্গ কি প্রজামণ্ডল সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, কেন না রাজাদিগের অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা রাজ্যই একান্ত রক্ষণীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৬॥

ততঃ স তমনুজ্ঞায় গুহমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
জগাম গঙ্গামব্যগ্রঃ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৭ ॥
স তু দৃষ্ট্বা নদীতীরে নাবমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
তিতীর্ষুস্ত্বরিতং গঙ্গাং লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
আরোহ ত্বং নরব্যাঘ্র স্থিতাং নাবমিমাং শুভাং।
সীতাঞ্চারোপয় শনৈঃ পরিরভ্য তপস্বিনীং ॥ ৯ ॥
স ভ্রাতুঃ শাসনং কুর্ব্বন্ ভৃশমপ্রতিকূলকৃৎ।
আরোপ্য মৈথিলীং পূর্ব্বমারুরোহাত্মনা ততঃ ॥ ১০ ॥
অথারুরোহ তেজস্বী স্বয়ং লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
ততো নিষাদাধিপতির্গুহো জ্ঞাতীনচোদয়ৎ ॥ ১১ ॥
আমন্ত্র্য স সুমন্ত্রঞ্চ সামাত্যঞ্চ ততো গুহং।
আস্থায় নাবং কাকুৎস্থস্তমভাষত নাবিকং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

ইক্ষ্বাকুবংশ প্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র গুহকে এইরূপে সদুপদেশ দিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অল্পে অল্পে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন॥ ৭ ॥ রঘুনন্দন জাহ্নবীকূলে উপস্থিত হইবা মাত্র এক খানি নৌকা রহিয়াছে দেখিয়া অতি সত্বর গঙ্গা পার হইবার মানসে লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন॥ ৮ ॥ হে ভ্রাত লক্ষ্মণ! অতি সুদৃশ্য এই নৌকা খানি বাঁধা রহিয়াছে তুমি ইহাতে আরোহণ কর এবং ভীরুস্বভাবা সীতাদেবীকে লইয়া অল্পে অল্পে ইহাতে উঠাইয়া দাও॥ ৯ ॥ একান্ত বিশ্বাস ভাজন সুমিত্রা কুমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথের অনুমতি প্রতিপালন করতঃ জানকীকে লইয়া অগ্রে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পরে আপনি আরোহণ করিলেন॥ ১০ ॥ অনন্তর তেজঃপুঞ্জকলেবর লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র তখন স্বয়ং নৌকাতে আরোহণ করিলেন, রঘুনাথ নৌকায় আরোহণ করিলে পর গুহ জ্ঞাতি স্বজনদিগকে তথা হইতে গমনে অনুমতি করিলেন॥ ১১ ॥ তখন শ্রীরামচন্দ্র সুমন্ত্র সারথিকে ও মন্ত্রি প্রভৃতি স্বজনগণে পরিবৃত গুহকে আমন্ত্রণ করিয়া নৌকায় অবস্থান করতঃ নাবিককে বলিলেন॥ ১২ ॥

মুঞ্চেমাং ভদ্র নাবং ত্বং পরং পারং নয়স্ব নঃ
ততস্তৌ ভ্রাতরৌ বীরৌ তারয়ামাস নাবিকঃ ॥ ১৩ ॥
প্রেরিতায়াং তদা নাবি ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
তীরস্থৌ গুহসূতৌ তা বীক্ষেতাং বাষ্পবিক্লবৌ ॥ ১৪ ॥
নাবিকৈশ্চোদিতা সাথ কর্ণধারসমন্বিতা।
বহূর্ম্মিবেগাভিহতা গঙ্গাসলিলমধ্যগা ॥ ১৫ ॥
মধ্যঞ্চ সমনুপ্রাপ্তা ভাগীরথ্যা যদা চ নৌঃ।
বৈদেহী প্রাঞ্জলিভূর্ত্বা তদা গঙ্গামথাব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥
পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য ধীমতঃ।
নিদেশং পালয়েদ্রাজ্ঞস্ত্বয়া গঙ্গেঽভিরক্ষিতঃ ॥ ১৭ ॥
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি পর্য্যুষ্য বিজনে বনে।
ভ্রাত্রা সহ ময়া চৈব প্রত্যাগচ্ছেৎ পুনঃ পুরীং ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

হে নাবিক! তুমি নৌকা খুলিয়া দাও আমাদিগকে গঙ্গার পরপারে লইয়া চল, নাবিক তাঁহার এই কথা শুনিয়া উভয় ভ্রাতাকে ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া চলিল॥ ১৩ ॥ অপর কূলে যাইবার জন্য নৌকা চলিত হইলে পর শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা দেখিলেন, যে সারথি ও গুহ উভয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গঙ্গাকূলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে॥ ১৪ ॥ অনন্তর কর্ণধার সমন্বিত সেই নৌকা নাবিকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ক্রমে অগণনীয় প্রকাণ্ড তরঙ্গে আহত হইয়া গঙ্গার মধ্যভাগে জলবেগে নৌকা আগত হইতে লাগিল॥ ১৫ ॥ যে সময় প্রবল তরঙ্গে আহতা সেই নৌকা গঙ্গার মধ্যভাগে উপস্থিত হইল, তখন বিদেহনন্দিনী অতি বিনীতভাবে প্রাঞ্জলিবদ্ধহস্তে সকাতরে ভাগীরথীকে বলিলেন। ১৬ ॥ হে মাতর্গঙ্গে! সুবুদ্ধি সম্পন্ন রাজাধিরাজ দশরথ রাজার কুমার শ্রীরামচন্দ্র, পিতৃ সত্য প্রতিপালন করিতে বনে গমন করিতেছেন, আপনি রক্ষা করিলে তবে ইনি পিতার অনুমতি পালন করিতে পারিবেন॥ ১৭ ॥ রঘুনাথ চতুর্দ্দশ বৎসর নির্জ্জন বনে অবস্থান করিয়া অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও আমাকে সমভিব্যাহারে করিয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগত হইবেন॥ ১৮ ॥

ততস্ত্বাং দেবি শুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা।
যক্ষ্যে প্রমুদিতা গঙ্গে সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে॥ ১৯॥
ত্বং হি ত্রিপথগা দেবি ব্রহ্মলোকাৎ প্রবর্ত্তসে।
ভার্য্যা চোদকরাজস্য লোকেঽস্মিন্ সম্প্রদৃশ্যসে॥ ২০॥
সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।
প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেনৈত্য পুনস্ত্বহং॥ ২১॥
গবাং শতসহস্রাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ২২॥
তথা সম্ভাষমাণা তু সীতা গঙ্গামনিন্দিতা।
দক্ষিণা দক্ষিণং তীরং শীঘ্রমেবাভ্যুপাগমৎ॥ ২৩॥
বায়ুবেগহতা সা নৌ র্ব্বাহুবীর্য্যপ্রচোদিতা।
গৃহীত্বা রাজপুত্রৌ তৌ পরং পারমুপাগতা॥ ২৪॥

অনুবাদ।

অতএব বলিতেছি হে শুভগে! হে গঙ্গে! হে দেবি! যদি পুনর্ব্বার নিরাপদে প্রত্যাগমন করিতে পারি তাহা হইলে সকল কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত আনন্দিত মনে আপনার উদ্দেশে যাগযজ্ঞ ও পূজা করিব॥ ১৯॥ হে ভগবতি জহ্নু-তনয়ে দেবি! আপনি ত্রিপথগামিনী ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণা হইয়া ইহলোকে জলনিধির পত্নী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছ॥ ২০॥ হে শোভনে দেবি গঙ্গে! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, এবং পরমেশ্বরী বলিয়া স্তব করিতেছি, নরোত্তম রঘুবীর নিরাপদে এ জনপদে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে পর আমি॥ ২১॥ আপনার প্রীতিরজন্য পরিতৃপ্ত মনে ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র সবৎসাধেনু. ও বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি নানা দ্রব্য সম্প্রদান করিব॥ ২২॥ বিশুদ্ধস্বভাবা পতিপরায়ণা সীতাদেবী স্বামীর মঙ্গলের জন্য গঙ্গার নিকট এইরূপ মাননা করিতে করিতে অতি সত্বর গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উপস্থিতা হইলেন॥ ২৩॥ নৌকা খানি একে বায়ুবেগে চলিয়া যাইতেছে তাহাতে নাবিকেরা বাহুবল প্রকাশ করিয়া প্রাণপণে অরি ও কেরাল চালনা করিতেছে, সুতরাং রাজকুমার শ্রীরাম লক্ষ্মণকে লইয়া নৌকা শীঘ্র অপর পারে উপস্থিতা হইল॥ ২৪॥

তীরং তু সমনুপ্রাপ্য নাবং হিত্বা নরর্ষভৌ।
প্রণামং চক্রতুর্বীরৌ গঙ্গায়াঃ সুসমাহিতৌ ॥ ২৫ ॥
প্রাতিষ্ঠত সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা চ পরন্তপঃ।
বানপ্রস্থবপুর্বীরো বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥ ২৬ ॥
স চ রাজসুতো ধীমান্ বনবাসায় দীক্ষিতঃ।
তমব্রবীন্মহাবাহুং সুমিত্রানন্দিবর্দ্ধনং ॥ ২৭ ॥
অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু।
পৃষ্ঠতোঽহং গমিষ্যামি ত্বাঞ্চ সীতাঞ্চ পালয়ন্ ॥ ২৮ ॥
অদ্য দুঃখং তু বৈদেহী বনবাসস্য বেৎস্যতি।
সিংহব্যাঘ্রবরাহাণাং নিনাদং প্রসহিষ্যতি ॥ ২৯ ॥
অবলোকয়মানৌ তু সুমন্ত্রো যত্র তাং দিশং।
জগ্মতুস্তৌ ধনুষ্পাণী সীতয়া সহ তদ্বনং ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

বীরাবতার নৃপকুমার যুগল, তীর প্রাপ্ত হইয়া নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং একান্ত ভক্তি প্রবণচিত্তে ভগবতী গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিলেন ॥ ২৫ ॥ তথায় শত্রু সন্তাপন বীর প্রধান শ্রীরামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নয়নে লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থবেশে অবস্থান করিলেন ॥ ২৬ ॥ রাজনন্দন বুদ্ধিমান শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের বেশ ধারণ করতঃ বনবাসে দীক্ষিত হইয়া সুমিত্রার আনন্দ বর্দ্ধন আজানুলম্বিতবাহু লক্ষ্মণকে বলিলেন ॥ ২৭ ॥ হে ভ্রাতঃ সৌমিত্রে! তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা তোমার পশ্চাৎ২ গমন করুন, আমি তোমাকে এবং সীতাকে রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি ॥ ২৮ ॥ বিদেহ নন্দিনী সীতাদেবী বনবাসের যে কত ক্লেশ তাহা অদ্য জানিতে পারিবেন, চারিদিকে সিংহ ব্যাঘ্র শূকর প্রভৃতি শ্বাপদদিগের ভীষণ ধ্বনি সহ্য করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥ সুমন্ত্র সারথি অপর পার হইতে যে দিক্ অবলোকন করিয়া রহিয়াছিলেন, শ্রীরাম লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সীতা সমভিব্যাহারে অবলোকন করতঃ সেই বনে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

অদর্শনমিতো গত্বা ভ্রাতরৌ পার্থিবাত্মজৌ।
গুহঃ সূতশ্চ সস্নেহৌ ন্যবর্ত্তেতাং ততঃ পুনঃ॥ ৩১॥
নানাবিহগসংঘুষ্টমগাহেতাং ততো বনং।
সুপুষ্পিতাগ্রৈস্তরুভির্নানাবিটপসংকুলং॥ ৩২॥
সুদূরমথ গত্বা তৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অবরোহসমাকীর্ণং বটমাসাদ্য তস্থতুঃ॥ ৩৩॥
তৌ চ তত্র সমাসীনৌ নাতিদূরেঽভ্যপশ্যতাং।
সুদর্শিনীমিতি খ্যাতাং পদ্মিনীং পদ্মসংকুলাং॥ ৩৪॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণাং চক্রবাকোপশোভিতাং।
দর্শয়ামাস কাকুৎস্থো বৈদেহ্যা লক্ষ্মণস্য চ॥ ৩৫॥
দূরাদদর্শয়চ্চাপি চিত্রকূটং নগোত্তমং।
দিব্যতোয়াভিবাহিন্যা মন্দাকিন্যোপশোভিতং॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

পার্থিবাত্মজ রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা সেই স্থান হইতে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে পর গুহ ও সারথি উভয়ে স্নেহে শোক প্রকাশ করিতে করিতে পুনর্ব্বার নিবর্ত্ত হইলেন॥ ৩১॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ, অশেষবিধ পক্ষিদিগের সুমধুরস্বরে পরিপূর্ণ, সুগন্ধ পুষ্পিত পাদপ সমূহের শাখা প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত কানন মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে অবগাহন করিলেন॥ ৩২॥ অনন্তর উভয় ভ্রাতা সেই মহারণ্যের বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন যাহার ঝুরীতে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূমি আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহার ছায়া প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিলেন॥ ৩৩॥ জানকীর সহিত শ্রীরামলক্ষ্মণ তথায় আসীন হইয়া ঐ বট বৃক্ষের অনতিদূরে সুদর্শনী নামে খ্যাতা বিকশিত পঙ্কজ সমূহে সুশোভিতা এক দীর্ঘিকা নয়ন গোচর করিলেন॥ ৩৪॥ তাহাতে হংস কারণ্ডব চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সুখে কালাতিপাত করিতেছে, শ্রীরাম ঐ জলাশয় দর্শন করিয়া লক্ষ্মণ ও জানকীকে দেখাইলেন॥ ৩৫॥ এবং অতিদূরে পরিদৃশ্যমান পর্ব্বত প্রধান চিত্রকূট নামে গিরিবরকে দেখিয়া লক্ষ্মণ ও সীতাকে দেখাইলেন স্বর্গীয় জলের ধারাবাহিনী মন্দাকিনী নদীতে ঐ গিরিবর চমৎকার রূপে শোভা পাইতেছেন॥ ৩৬॥

তত্র তৌ পীতপানীয়ৌ হত্বৈকং পৃষতং মৃগং।
জ্বালয়িত্বা হুতবহং পেচতুস্তৌ নরর্ষভৌ ॥ ৩৭ ॥
ভক্ষয়িত্বা চ তন্মাংসং সীতয়া সহ রাঘবৌ।
বাসায় মেধ্যং ন্যগ্রোধং কল্পয়ামাসতুস্তদা ॥ ৩৮ ॥
গুহেন সার্দ্ধং তু ততঃ সুমন্ত্রো
রামং ব্রজন্তং স বনং নিরীক্ষ্য।
অধ্বপ্রকর্ষাদ্বিনিবৃত্তদৃষ্টি
র্মুমোচ বাষ্পং ব্যথিতান্তরাত্মা ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গঙ্গাসন্তরণং নাম
দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা সেই জলাশয়ে জলপান করিয়া একটী মৃগশাবক বিনাশ করতঃ অগ্নি জ্বালিয়া তাহাকে পাক করিলেন ॥ ৩৭ ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতার সহিত সেই মাংস ভক্ষণ করিয়া তখন বাসস্থানের জন্য সেই পবিত্র বট বৃক্ষের মূলেই বাসের কল্পনা রচনা করিলেন ॥ ৩৮ ॥ এখানে গুহের সহিত সুমন্ত্র সারথি শ্রীরাম বনে প্রবেশ করিলেন নিরীক্ষণ করিয়া পথের দূরতাপ্রযুক্ত যখন আর দেখিতে না পাইলেন তখন ব্যথিত মনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৩৯ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
গঙ্গাসন্তরণ নামে দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫২ ॥

—oo—

ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গঃ।

তং ন্যগ্রোধমুপাগম্য সন্ধ্যামুপাস্য পশ্চিমাং।
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠ ইদং লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ১।।
অদ্য নঃ প্রথমা রাত্রির্নির্বৃত্তানামিয়ং সুখাৎ।
যতীনামিব মুক্তানাং স্বজনেন ভবিষ্যতি।। ২।।
মা তে ভীরস্তু শোকো বা মা ব্যথা স্বজনং বিনা
সুমন্ত্রেণাপি রহিতো নৈবোৎকণ্ঠিতুমর্হসি।। ৩।।
অদ্যপ্রভৃতি কিম্বস্যাঃ সীতয়া রক্ষণং ময়া।
ত্বয়া চ সততং কার্য্য মপ্রমত্তেন লক্ষ্মণ।। ৪।।
তৃণান্যাহৃত্য সৌমিত্রে মম ত্বং শয়নং কুরু।
মত্ত এবাবিদূরে চ শয়নং রচয়াত্মনঃ।। ৫।।
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণশ্চক্রে ভ্রাতুঃ শয্যাং তথাত্মনঃ।
বৃক্ষপর্ণৈস্তৃণৈশ্চৈব তস্যাধস্তাদ্বনস্পতেঃ।। ৬।।

অনুবাদ।

রমণশীল পুরুষের প্রধান শ্রীরামচন্দ্র সেই বটবৃক্ষের মূলকে অবলম্বন করতঃ সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া অনুজ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন॥ ১ ॥ রে ভ্রাতলক্ষ্মণ! স্বজনগণ কর্ত্তৃক পরিমুক্ত যতিপুরুষদিগের ন্যায় আজি স্বচ্ছন্দে আমাদিগের এই প্রথমারাত্রি পরম সুখে অতি বাহিত হইবে॥ ২ ॥ তুমি কোন ভয় করিও না, বা শোকাকুল হইও না অথবা স্বজনবিহীন জন্য কোন বেদনা বোধ করিও না, এবং সুমন্ত্র সারথি গিয়াছে বলিয়াও কোনক্রমে উৎকণ্ঠিত হইও না॥ ৩॥ হে প্রাণ প্রিয় লক্ষ্মণ! অদ্যাবধি তুমি কি আমি উভয়েই সর্ব্বদা সাবধানে এই জানকীর রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইতে হইবে॥ ৪ ॥ হে সৌমিত্রে! এক্ষণে তুমি তৃণাদি আহরণ করিয়া আমার জন্য শয্যা প্রস্তুত কর, এবং তুমিও আমার অনতিদূরে আপনার শয়নের জন্য শয্যা রচনা করহ॥ ৫ ॥ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের জন্য ও আপনার জন্য সেই বটবৃক্ষের মূলে বৃক্ষেরপত্র ও তৃণাদি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিলেন॥ ৬ ॥

তত্র সংবিশ্য কাকুৎস্থো মহার্হশয়নোচিতঃ।
চক্রে সহ কথাং রাত্রৌ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৭ ॥
নূনমদ্য মহারাজঃ সুখং স্বপিতি লক্ষ্মণ।
সকাময়া সেব্যমানঃ কৈকেয্যা পরিতুষ্টয়া ॥ ৮ ॥
রাজ্যলুব্ধা নৃশংসা চ কৈকেয়ী তং নরাধিপং।
আগতে ভরতে প্রাণৈর্ধ্রুবং ব্যাপাদয়েদপি ॥ ৯ ॥
বৃদ্ধোঽনাথশ্চ নৃপতির্ম্ময়া চৈব বিনাকৃতঃ।
নৈবাবেক্ষেত কামাত্মা প্রাণাংস্তস্যা বশে স্থিতঃ ॥ ১০ ॥
পিতুঃ কামপরত্বেন দৃষ্ট্বেমং ব্যসনাগমং।
কাম এবার্থধর্ম্মাভ্যাং গরীয়ানিতি মে মতিঃ ॥ ১১ ॥
কো হি বিদ্বান্ স্থিতো ধর্ম্মে প্রমদাবশমাগতঃ।
ত্যজেদকারণং পুত্রং প্রিয়ং বৃত্তানুবর্ত্তিনং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

যিনি মহামূল্য বিশিষ্ট মৃদুস্পর্শ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া চিরকাল সুখে কালযাপন করিয়াছেন, সেই রামচন্দ্র অদ্য তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিতে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন॥ ৭ ॥ হে লক্ষ্মণ হে ভ্রাতঃ! আজি কৈকেয়ী মাতার স্বাভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় পরম সন্তুষ্টা হইয়া মহারাজের সেবা করিতেছেন, রাজাধিরাজ পিতা দশরথ তৎকর্ত্তৃক পরিসেব্যমান হইয়া পরম সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন॥ ৮ ॥ মাতুলালয় হইতে ভরত সমাগত হইলে পর নিষ্ঠুর হৃদয়া কৈকেয়ী রাজ্য লোভের বশীভূতা হইয়া মহারাজাকে প্রাণেও বিনাশ করিতে পারিবে॥ ৯। একে পিতা বৃদ্ধ ও অনাথ, তাহাতে আবার আমার অরণ্য গমনে একান্ত অন্যমনা হইয়া রহিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি নিতান্ত স্ত্রৈণ স্বভাব, সুতরাং একেবারে চারিদিক শূন্য দেখিবেন, সেই কৈকেয়ীর বশেই তাঁহারসমস্ত প্রাণ সমর্পিত আছে॥ ১০ ॥ ফলতঃ কেবল এক কামের প্রভাবে পিতার এই প্রকার বিপদ উপস্থিত হইল দেখিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই একান্ত গুরুতর হয়॥ ১১ ॥ কামিনীগণের বশম্বদ হইয়া কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতে পারিয়াছেন না পারিবেন! দেখ স্ত্রীর বশীভূত হইয়া রাজা অনায়াসে মনোমত প্রিয় সন্তানকে অকারণে অরণ্যে পরিত্যাগ করিলেন॥ ১২ ॥

সুখী বত সভাগ্যশ্চ ভরতঃ কৈকেয়ীসুতঃ।
মুদিতঃ কোশলানেকো ভোক্ষ্যতে যোঽধিরাজবৎ ॥ ১৩ ॥
স হি সর্ব্বস্য রাজ্যস্য সুখমদ্য গমিষ্যতি।
তাতে চ বয়সাতীতে ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে ॥ ১৪ ॥
যঃ পরিত্যজ্য ধর্ম্মার্থৌ কামমেবানুবর্ত্ততে।
স কৃচ্ছ্রং মহদাপ্নোতি রাজা দশরথো যথা ॥ ১৫ ॥
মন্যে দশরথান্তায় মম প্রব্রাজনায় চ।
ঊঢ়া নৃপেণ কৈকেয়ী রাজ্যায় ভরতস্য চ ॥ ১৬ ॥
অপি নামাদ্য কৈকেয়ী সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা।
ন প্রবাধেত মদ্দ্বেষাৎ কৌশল্যাং মদ্বিনাকৃতাং ॥ ১৭ ॥
মৎপক্ষগ্রাহিণীং নিত্যং সুমিত্রাং বা তপস্বিনীং।
ইদানীমপি তস্মাৎ ত্ব মযোধ্যাং গচ্ছ লক্ষ্মণ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

যাহাহউক কৈকেয়ী কুমার ভরতই পরমসুখী ও ভাগ্যবান্ তিনি এক্ষণে অধিরাজের ন্যায় পরমানন্দে মনের সুখে নিরাপদে অযোধ্যা রাজধানী সংভোগ করিবেন ॥ ১৩ ॥ পিতা একান্ত প্রাচীন হইয়াছেন, আমিও অরণ্যবাসী হইলাম, তিনি এখন প্রমুদিত মনে পৃথিবীস্থ সমুদয় রাজ্যের সুখ সম্ভোগ একাই করিবেন ॥ ১৪ ॥ জগতে যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল কামের বশীভূত হইয়া থাকে সে ব্যক্তি অবশ্যই রাজা দশরথের ন্যায় যথোচিত কষ্ট প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥ আমার বোধ হয় মহারাজা পিতা দশরথ আপনার নিধনের জন্য ও আমার বনবাসের জন্য এবং ভরতের রাজ্য লাভের জন্যই কৈকেয়ীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ বোধ হয় কৈকেয়ী আজি রাজ জননী হইয়া এখন সৌভাগ্যমদে গর্ব্বিতা হইয়া আমার প্রতি বিদ্বেষ আছে এজন্য আমার বিয়োগে অতি কাতরা কৌশল্যা মাতার নিকটেও যাইবে না এবং নিরন্তর তাঁহাকে সকল বিষয়ে কি যন্ত্রণা দিবেন না ? ॥ ১৭ ॥ এবং নিরপরাধিনী সুমিত্রা মাতা সর্ব্বদা আমারই একান্ত পক্ষ পাতিনী বলিয়া এক্ষণে তাঁহাকেও যন্ত্রণা দিতে পারিবেন, অতএব লক্ষ্মণ! মাতাদিগের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য তুমি অযোধ্যায় পুনর্গমন করহ ॥ ১৮ ॥

অহমেকো গমিষ্যামি সীতয়া সহিতো বনং।
অনাথয়োস্তু মে মাত্রোর্গত্বা নাথো ভবানঘ ॥ ১৯ ॥
ক্ষুদ্রা চাতিনৃশংসা চ কৈকেয়ী পাপনিশ্চয়া।
অসংশয়ং হি মদ্দ্বেষাৎ কৌশল্যাং পীড়য়িষ্যতি ॥ ২০ ॥
জাতিষু ধ্রুবমন্যাসু স্ত্রিয়ঃ পুত্রৈর্বিযোজিতাঃ।
জনন্যা মম সৌমিত্রে তদস্যাঃ সমুপস্থিতং ॥ ২১ ॥
ময়া হি চিরপুষ্টেন দুঃখসম্বর্দ্ধিতেন চ।
বিপ্রাযুজ্যত কৌশল্যা ফলকালে ধিগস্তু মাং ॥ ২২ ॥
নান্যা সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েৎ পুত্রমীদৃশং।
সৌমিত্রে যোঽহমম্বায়া জাতঃ শোকায় দুঃখদঃ ॥ ২৩ ॥
মন্যে প্রতিবিশিষ্টা সা মত্তো লক্ষ্মণ সারিকা।
যস্যাস্তচ্ছ্রূয়তে বাক্যং শুক পাদমরের্দ্দশ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

আমি সীতা সহিত একাকীই অরণ্যে গমন করিব, হে সুমতে! তুমি অযোধ্যায় গমন করিয়া অনাথা জননীগণের প্রতিপালনে নিযুক্ত হও॥ ১৯ ॥ যেহেতু কৈকেয়ী অতি নীচাশয়া, নিষ্ঠুর স্বভাবা ও সতত পাপ কর্ম্ম পরায়ণা, তিনি আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকেন, অতএব নিঃসন্দেহ আমার জননী কৌশল্যা দেবীকেও অবশ্য যন্ত্রণা দিবেন॥ ২০ ॥ হে সৌমিত্রে হে লক্ষ্মণ! যেমন অন্যান্য নীচ জাতির স্ত্রীলোকেরা পুত্র কর্ত্তৃক বিযোজিতা হয়, আমার জননীর ভাগ্যেও বুঝি তাহাই ঘটিল॥ ২১ ॥ কৌশল্যা জননী কত কষ্ট ভোগ করিয়া চিরকাল ভরণ পোষণ করতঃ আমার প্রতিপালন করিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেবা করিবার সময় আমি তাঁহার নিকট ছাড়া হইলাম, আমি এমনি দুর্ভাগ্য আমাকে ধিক থাকুক্॥ ২২ ॥ হে লক্ষ্মণ! অন্য কোন স্ত্রীই আমার মাতার মত ঈদৃশ সন্তান জন্মান নাই। যেমন আমি মাতাকে শোক এবং দুঃখ দিবার নিমিত্তই কৌশল্যা গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি॥ ২৩ ॥ হে লক্ষ্মণ; হে সৌমিত্রে! আমার মাতার অপেক্ষা সারিকা পক্ষিণীও অতি বিশিষ্টা, যেহেতু শুকপক্ষী তাহার বাক্য শ্রবণ করিলে তদন্যথা করে না॥ ২৪ ॥

যাবদেকশ্চ খস্থশ্চ যাবদস্য সুখং ময়ি।
তাবদাত্মবিমোক্ষার্থং শুক পাদমরের্দ্দশ ॥ ২৫ ॥
শোচন্ত্যা মন্দভাগ্যায়া ন কিঞ্চিদুপকুর্ব্বতা।
পুত্রেণ কিমপুত্রায়া ময়া কার্য্যমরিন্দম ॥ ২৬ ॥
অল্পভাগ্যা হি মে মাতা দুঃখানামেব কেবলং।
ভাগিনী ন তু সৌমিত্রে সুখানামিতি মে মতিঃ ॥ ২৭ ॥
অবশামপি শক্তোঽহং বশে কর্ত্তুং বসুন্ধরাং।
যত্র ক্লেশমিমং প্রাপ্তো নন্বু বীর্য্যমকারণং ॥ ২৮ ॥
অধর্ম্মপ্রাপ্তিভীতোঽহং লোকবাদভয়েন চ।
শক্তোঽপি প্রসহে দুঃখমিদং সুপ্রাকৃতো যথা ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।

হে ভ্রাতঃ সৌমিত্রে! যতক্ষণ পর্য্যন্ত একাকী শুকপক্ষী আকাশে উড্ডীন থাকে ততক্ষণই তাহার যে সুখ, তাবৎ আত্ম বিমোচন নিমিত্ত আমাতেও সেই সুখ সমর্পিত থাকে॥ ২৫ ॥ হে শক্রতাপন! অভাগিনী জননী পুত্র নাই বলিয়া চিরকাল শোকে কালাতিপাত করিতেছিলেন, এক্ষণে আমি সন্তান হইয়া সেই অপুত্রা জননীর কি উপকার হইল? আমার দ্বারা তাঁহার কোন সুখ হইল না॥ ২৬ ॥ আমার মাতা অতি অভাগিনী, চিরকাল কেবল দুঃখেতেই কাল যাপন করিলেন, আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে তাঁহার ভাগ্যে কখন সুখ নাই॥ ২৭ ॥ যাহাহউক্ যদিও এই ধরামণ্ডল এক্ষণে আমার বশীভূত নয় বটে, কিন্তু আমি অনায়াসে ইহা আপন বশে আনয়ন করিতে পারি, তথাপি এই পৃথিবীতে আমি এই ক্লেশ সহ্য করিতেছি, ফলতঃ আমার যে পরাক্রম আছে তাহা অকারণ হইল, অর্থাৎ কোন কর্ম্মেরই হইল না॥ ২৮ ॥ হে লক্ষ্মণ! পাছে অধর্ম্ম হয় ও পাছে লোকে অপবাদ করে, এই ভয়ে আমি সামান্য লোকের ন্যায় কেবল এই ক্লেশ সহ্য করিয়া রহিয়াছি, নতুবা ইহার প্রতিকার মনে করিলেই করিতে পারি॥ ২৯ ॥

এতদন্যচ্চ করুণং বিলপ্য বহু রাঘবঃ।
রুরোদ ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য সস্বনং বাষ্পবিক্লবঃ॥ ৩০॥
বিলাপে বিরতঞ্চৈনং শান্তার্চ্চিষমিবানলং।
সমুদ্রমিব নির্ব্বেগমিতি হোবাচ লক্ষ্মণঃ॥ ৩১॥
মহাসত্ত্ব ন শোকস্য বশমাগন্তুমর্হসি।
ত্বদ্বিধা হি ন শোচন্তি কৃচ্ছ্রেঽপি ব্যসনাগমে॥ ৩২॥
ইদং তু নৈব ব্যসনমবগচ্ছাম্যহং প্রভো।
অনুরাগাদ্ধি পৌরাণাং মন্যে তেঽভ্যুদয়াগমং॥ ৩৩॥
ননু দুষ্কৃতিনং পাপং ন কশ্চিদনুকম্পতে।
স্তূয়তেঽভ্যুদয়ে সর্ব্বঃ পাপো ন ব্যসনে জনঃ॥ ৩৪॥
যৎ ত্বার্য্য শ্রূয়তে লোকো ব্যসনেঽপি গুণানতঃ।
অতোঽভ্যুদয়মেবাহং মন্যে ন ব্যসনাগমং॥ ৩৫॥

অনুবাদ।

রঘুনাথ এই রূপ ও অন্য প্রকার অশেষ বিধ সকরুণ বিলাপ করিয়া ধৈর্য্য পরিহার করত বাষ্প পরিপূর্ণ নয়নে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৩০॥ শ্রীরাম রোদন হইতে ক্ষান্ত হইলে পর লক্ষ্মণ বিনীত স্বরে নির্ব্বাপিত অগ্নি-শিখার ন্যায়, বেগ শূন্য সমুদ্রের ন্যায় রঘুবীরকে বলিতে লাগিলেন॥ ৩১॥ হে মহাসত্ত্ব! কোনক্রমেই আপনার শোকাতুর হওয়া উচিত হয় না, যেহেতু আপনার ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত গম্ভীর প্রকৃতি ব্যক্তি কি অশেষ বিপৎসাগরে পতিত হইলে কখন শোক করিয়া থাকেন?॥ ৩২॥ হে প্রভো! ইহা যে আপনার বিপদ্ এ আমার কোনক্রমেই বোধ হয় না, আপনার প্রতি পৌরজন গণের যাদৃশ অনুরাগ দেখিলাম ইহাতে আমার বোধ হয় আপনার পরম অভ্যুদয় আগমন হইবে। ৩৩॥ হে প্রভো! দুষ্কৃতকারী পাপী ব্যক্তিকে কেহ কখন দয়া করে না, পাপীদিগের সম্পদই হউক আর বিপদই বা হউক তাহাকে কেহ কখন স্তব করে না॥ ৩৪॥ হে মহাসত্ত্ব! আপনি ঈদৃশ বিপৎ সময়েও স্বকীয় গুণগণ দ্বারা যে সকলের স্তুত রহিয়াছেন, ইহা সকলেই শ্রবণ করিবে, অতএব আপনার উপস্থিত এই ঘোর বিপৎকে আমার অভ্যুদয় বোধ হইতেছে॥ ৩৫॥

অযোধ্যা সা পুরী কৃৎস্না নূনমদ্য সুদুঃখিতা।
ন রাজতি ত্বয়া হীনা হীনচন্দ্রেব শর্ব্বরী॥ ৩৬॥
নৈতদৌপয়িকং মন্যে ক্ষুদ্রবৎ পরিদেবিতুং।
সীতাং বিষাদয়স্যেব বিলপন্ মাঞ্চ রাঘব॥ ৩৭॥
তস্মাৎ সংস্তম্ভযাত্মানমাত্মনৈবার্য্য মা শুচঃ।
শোকপঙ্কনিমগ্না হি সীদন্ত্যকৃতবুদ্ধয়ঃ॥ ৩৮॥
ভবন্তমেব সীদন্তং দৃষ্ট্বাহং মৈথিলী তথা।
ন চিরং জীবিতুং শক্তৌ জলান্মৎস্যাবিবোদ্ধৃতৌ॥ ৩৯॥
ন তাতং ন চ শত্রুঘ্নং সুমিত্রাং বা পরন্তপ।
অদ্যাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি স্বর্গং বাপি ত্বয়া বিনা॥ ৪০॥

অনুবাদ।

অদ্য সমুদয় অযোধ্যা নগরী আপনার বিচ্ছেদে অতিশয় দুঃখিত হইয়া মলিন রহিয়াছে, যেমন নিশানাথ চন্দ্ররহিতা রাত্রি মলিনাবস্থা ধারণ করেন॥ ৩৬ ॥ অতএব হে রঘুকুল প্রদীপ! আমার বোধ হইতেছে যে এক্ষণে ইহার আর কোন উপায় নাই, এ বিষয়ে সামান্য লোকের ন্যায় আপনার বিলাপ করা কোনক্রমেই উচিত নহে, আপনি বৃথা বিলাপ করিয়া জনক নন্দিনীকে এবং আমাকে কেন বিষাদসাগরে নিঃক্ষেপ করিতেছেন?॥ ৩৭ ॥ অতএব হে মহাত্মন্! আপনি স্বয়ং মনকে প্রবোধিত করুন্, কোনমতেই শোক করিবেন না, কেননা বুদ্ধিহীন লোকেরাই শোক পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অবসন্ন হইয়া থাকে॥ ৩৮ ॥ আপনাকে এরূপ বিষণ্ন দেখিয়া আমি এবং জানকী উভয়ে জল হইতে উত্থাপিত মৎস্যের ন্যায় আর বহুক্ষণ জীবন ধারণ করিতে শক্ত হইব না॥ ২৯ ॥ হে শত্রু মর্দ্দন শ্রীরামচন্দ্র! অদ্য আমি আপনার সঙ্গ ছাড়া হইয়া পিতা দশরথ, কি অনুজ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন, কি সুমিত্রা জননী প্রভৃতি কাহাকেই দেখিতে ইচ্ছা করি না, এবং স্বর্গেও যাইতে ইচ্ছা করি না॥ ৪০ ॥

স লক্ষ্মণস্যার্থবদূর্জ্জিতং বচো
নিশম্য রামো বনবাসবাঞ্ছিতঃ।
প্রণুদ্য শোকং পরিরভ্য লক্ষ্মণং
চ্যুতোঽস্মি শোকাদিতি রাঘবোঽব্রবীৎ ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামবিলাপো
নাম ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ।

রঘুকুলাবতার শ্রীরামচন্দ্র অনুব্রত লক্ষ্মণের অর্থযুক্ত গর্ব্বিত বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া বনবাসই শুভ কর অবধারণ করিলেন, এবং উপস্থিত শোক সমূহ পরিহার করিয়া লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন রে ভ্রাতঃ! আমি শোক হইতে পরাবৃত্ত হইলাম॥ ৪১ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
শ্রীরামের বিলাপ নামে ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ সমাপন॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গঃ।

তাং তু রাত্রিমুষিত্বা তে তস্মিন্ ন্যগ্রোধপাদপে।
উপাস্য সন্ধ্যামুদিতে সূর্য্যে ভূয়ঃ প্রতস্থিরে॥ ১॥
যত্র ভাগারথীং পুণ্যাং যমুনাভিপ্রবর্ত্ততে।
জগ্মুস্তং দেশমুদ্দিশ্য বিগাহ্য সুমহদ্বনং॥ ২॥
তে ভূমিভাগান্ বিবিধান্ দেশাংশ্চাপি মনোরমান্।
অদৃষ্টপূর্ব্বান্ পশ্যন্তস্তত্র তত্র তপস্বিনঃ॥ ৩॥
শিবেনাথ পথা গচ্ছন্ পশ্যংশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্।
নিবৃত্তে কিঞ্চিদাহিত্যে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ॥ ৪॥
প্রয়াগমভিতঃ পশ্য সৌমিত্রে ধূমমুত্থিতং।
অগ্নের্ভগবতঃ কেতুং মন্যে সন্নিহিতো মুনিঃ॥ ৫॥

অনুবাদ।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও জানকী তিন জনে সেই বটবৃক্ষ মূলে সেই রাত্রি বাস করিয়া, পরে প্রভাতে প্রাতঃ সন্ধ্যা সমাপনানন্তর দিবাকর সমুদিত হইলে পর তাঁহারা পুনর্ব্বার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন॥ ১॥ ভগবতী ভাগীরথী দেবী পুণ্য সলিলা যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থানে যাইবার মানসে অতি গহন অরণ্য পথ অবলম্বন করিয়া তথায় চলিলেন॥ ২॥ তাঁহারা যমুনা ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থান প্রয়াগে গমন করিতে করিতে নানা প্রকার ভূমি ভাগ, যাহা কখন দর্শন করেন নাই এমন অশেষ বিধ মনোহর দেশ, সেই সেই দেশে তপস্যা পরায়ণ মুনিগণকে সন্দর্শন করতঃ যাইতে লাগিলেন॥ ৩॥ শ্রীরামচন্দ্র অশেষ প্রকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাদপ সকল দর্শন করতঃ শুভ দায়ক পথ দ্বারা গমন করিতে করিতে যখন দেখিলেন যে ক্রমে দিবাকরের করাল করজাল নিস্তেজ হইতে লাগিল তখন তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন॥ ৪॥ হে লক্ষ্মণ! প্রয়াগের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, ভগবান্ অগ্নির কেতু, ধূম উত্থিত হইতেছে, অনুমান হয় এস্থানের সন্নিকট মুনিগণের অবস্থিতি আছে॥ ॥ ৫

প্রাপ্তাঃ স্ম সঙ্গমং নূনং গঙ্গাযমুনয়োঃ শিবং।
শ্রূয়তে হি মহানদ্যোর্বারিসঙ্ঘট্টজঃ স্বনঃ॥ ৬॥
দারূণ্যেতানি বহ্ন্যর্থং ভগ্নানি বনজৈর্বনে।
ভরদ্বাজাশ্রমে চৈতে দৃশ্যন্তে বিবিধা দ্রুমাঃ॥ ৭॥
ধন্বিনস্তে সুখং গত্বা লম্বমানে দিবাকরে।
ভরদ্বাজাশ্রমং পুণ্যমাসেদুঃ শ্রমকর্ষিতাঃ॥ ৮॥
তদাশ্রমপদং প্রাপ্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
ত্রাসয়ন্ সায়ুধঃ সুপ্তান্ বিবেশ মৃগপক্ষিণঃ॥ ৯॥
আগম্য চাশ্রমদ্বারং মুনের্দ্দর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
তস্থৌ রামঃ সহ শ্রীমান্ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ॥ ১০॥
তৌ বিদিত্বা গতৌ চাপি ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
প্রবেশয়ামাস মুনিঃ স্বমাশ্রমপদং তদা॥ ১১॥

অনুবাদ

হে লক্ষ্মণ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমরা মঙ্গলদায়ক গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থান প্রাপ্ত হইলাম, কেননা সেই উভয় মহানদীর জলসংঘট্টন জন্য কোলাহল শব্দ শুনা যাইতেছে॥ ৬॥ অরণ্য মধ্যে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সেই সকল নানা প্রকার বৃক্ষ দৃষ্টি হইতেছে বনবাসী মুনিরা অগ্নি সংগ্রহ করিবার জন্য যাহাদিগের কাষ্ঠ সকল ভগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন॥ ৭॥ দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে পর ধনুর্ব্বাণ ধারী শ্রীরাম লক্ষ্মণ জানকী সমভিব্যাহারে পরম সুখে গমন করিয়া অতিশয় শ্রান্তভাবে ভরদ্বাজ মুনির সেই পবিত্র স্থান সংপ্রাপ্ত হইলেন॥ ৮॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ধনুর্ব্বাণ করে সেই পবিত্র আশ্রম পদে প্রাপ্ত হইয়া সুপ্ত পশু পক্ষিকুলকে ত্রাসযুক্ত করতঃ আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ৯॥ রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে আশ্রমের দ্বার দেশে সমাগত হইয়া ভগবান্ ভরদ্বাজ মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে কিয়ৎ ক্ষণ অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ১০॥ রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা স্বমাশ্রমপদে সমাগত হইয়াছেন অবগত হইয়া মুনিবর তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে আপন আশ্রমে প্রবেশ করাইলেন॥ ১১॥

কৃতাগ্নিহোত্রমাসীনং মহাভাগং কৃতাঞ্জলিঃ।
রামঃ সৌমিত্রিণা সার্দ্ধং সীতয়া চাভ্যবাদয়ৎ॥ ১২॥
মৃগপক্ষিভিরাসীনৈর্বৃতো মুনিভিরেব চ।
রামমাগতমভ্যর্চ্চ্য সোঽভ্যনন্দচ্চ তং মুনিঃ॥ ১৩॥
ন্যবেদয়ত চাত্মানং তস্মৈ লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৪॥
ভার্য্যা মমেয়ং বৈদেহী কল্যাণা জনকাত্মজা।
অনুব্রজন্তী মামেব তপোবনমুপাগতা॥ ১৫॥
পিত্রা প্রব্রাজ্যমানং মাং সৌমিত্রিশ্চানুজঃ প্রিয়ঃ।
স্বয়মন্বগমদ্ভ্রাতা বনমেব দৃঢ়ব্রতঃ॥ ১৬॥
পিত্রা নিযুক্তো ভগবন্ প্রবেক্ষ্যামি মহাবনং।
ধর্ম্মমেব চরিষ্যামি তত্র মূলফলাশনঃ॥ ১৭॥

অনুবাদ।

মহাভাগ ভরদ্বাজ মুনি অগ্নিহোত্র কর্ম্ম সমাধান করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন॥ ১২ ॥ কৃষ্ণসার প্রভৃতি মৃগগণ, ও সুস্বরালাপি বিহঙ্গবৃন্দ ও অন্যান্য মুনি সকলে পরিবৃত হইয়া ভরদ্বাজ মুনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করতঃ সমাদর করিলেন॥ ১৩ ॥ লক্ষ্মণাগ্রজ রঘুনাথ মুনির নিকট আত্ম পরিচয় দিয়া বলিলেন, হে মুনে! আমরা দুই ভাই, অযোধ্যাধিপতি মহারাজা দশরথের সন্তান, আমাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ॥ ১৪ ॥ এই কল্যাণী বিদেহ দেশ সম্ভূতা জনক নন্দিনী আমার সহ ধর্ম্মিণী, ইনিও আমার সহিত অরণ্য গামিনী হইয়া তপোবনে সমাগতা হইয়াছেন॥ ১৫ ॥ পিতা বনবাসে প্রেরণ করিলে পর স্থির প্রতিজ্ঞ সুমিত্রা নন্দন অনুজ ভ্রাতা এই লক্ষ্মণ স্বয়ং আমার সহিত বনে অনুগমন করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥ হে ভগবন্! পিতা আমাকে অনুমতি করিয়াছেন যে রাম তুমি বনে যাও একারণ পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনার্থে আমি বনে আগমন করিয়াছি, এবং ফল মূল আহার দ্বারা প্রাণধারণ করতঃ বানপ্রস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব॥ ১৭ ॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং তথা ॥ ১৮ ॥
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থমাসনেনোদকেন চ।
ন্যমন্ত্রয়ত মূলৈশ্চ ফলৈশ্চ ফলভোজনঃ ॥ ১৯ ॥
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজামুপবিষ্টং স রাঘবং।
ভরদ্বাজোঽব্রবীদ্বাক্যং ধর্ম্মযুক্তমিদং তদা ॥ ২০ ॥
দিষ্ট্যাসি কুশলী রাম মমাশ্রমমুপাগতঃ।
শ্রুতং হি তে ময়া পিত্রা বিবাসনমকারণং ॥ ২১ ॥
অবকাশো বিবিক্তোঽয়ং রমণীয়শ্চ রাঘব।
গঙ্গাযমুনয়োঃ পুণ্যঃ সঙ্গমো লোকবিশ্রুতঃ ॥ ২২ ॥
ইহ রাম ময়া সার্দ্ধং বস ত্বং যদি রোচতে।
সর্ব্বসাধারণং হীদং তপোবননিবাসিনাং ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

ধার্ম্মিক এবং অতি সুবোধ নৃপকুমার শ্রীরামচন্দ্রের এই সকল বচন শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভরদ্বাজ মুনি তাঁহার অর্চ্চনার নিমিত্ত আসন অর্ঘ্য ও উদক আনয়ন করিলেন ॥ ১৮ ॥ ফলভোজী মুনি ভরদ্বাজ আসন জল ও অর্ঘ্য দ্বারা রঘুনাথের অভ্যর্থনা করিয়া ফল ও মূল ভোজনের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ তখন ভরদ্বাজ মুনি আসনে সমাসীন রঘুনন্দনকে পূজোপকরণ প্রদান করিয়া ধর্ম্মার্থযুক্ত এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ হে রামচন্দ্র! তুমি আমার ভাগ্যক্রমে নিরাপদে এই আশ্রমে সমাগত হইয়াছ আমি নিশ্চয় শুনিয়াছি যে তোমার পিতা দশরথ অকারণে তোমাকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ হে রঘুকুলাবতার! ত্রিলোক বিখ্যাত গঙ্গা যমুনার মিলন স্থান এই প্রয়াগ তীর্থ, অতি নির্জ্জন প্রদেশ পরম রমণীয় এবং অতি পবিত্র ॥ ২২ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! যদি আপনার অভিরুচি হয় তবে এখানে আমার সহিত পরম সুখে বাস করহ, যেহেতু যাবতীয় তপোবন নিবাসি-সাধারণ মুনিদিগের তপস্যার প্রশস্ত স্থান প্রয়াগ ॥ ২৩ ॥

তমেবং বাদিনং রামঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত।
বসতোঽনুগ্রহো মে স্যাদিহ ব্রহ্মংস্ত্বয়া সহ॥ ২৪॥
ইতস্তু বিষয়োঽস্মাকমভ্যাসে তপতাং বর।
আগমিষ্যন্তি সুব্যক্তং দ্রষ্টুং মামিহ বান্ধবাঃ॥ ২৫॥
অনেন কারণেনাহমিহ বাসং ন রোচয়ে।
অন্যমাশ্রমমেকান্তে বিবিক্তং বক্তুমর্হসি॥ ২৬॥
বসেয়ং যত্র বৈদেহ্যা সহিতো লক্ষ্মণেন চ।
স্বজনেনাপরিজ্ঞাতো নিরুদ্বিগ্নঃ সুখী বনে॥ ২৭॥
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
ধ্যাত্বা মুহূর্ত্তমেকাগ্রো রামং বচনমব্রবীৎ॥ ২৮॥
ইতস্ত্রিযোজনাদ্রাম গিরির্যত্র নিবৎস্যসি।
মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ সর্ব্বস্য সুখদঃ শিবঃ॥ ২৯॥

অনুবাদ।

ভরদ্বাজ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলিলে পর তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে মুনিকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার সহিত আমাকে এখানে যে বাস করিবার জন্য অনুমতি করিতেছেন ইহা আমার পক্ষে বিস্তর অনুগ্রহ স্বীকার করিতে হইবে॥ ২৪॥ হে তপোনিধে! অযোধ্যার সমীপবর্ত্তি এই সকল দেশ আমাদিগের বিষয়, সুতরাং আমাদিগের বন্ধু বান্ধব স্বজনগণেরা নিঃসন্দেহ আমাকে দেখিতে আসিবে॥ ২৫॥ এই হেতু এখানে অবস্থান করিতে আমার অভিলাষ হয় না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি নির্জ্জন অন্য কোন আশ্রম আমাকে উপদেশ করুন্॥ ২৬॥ যেখানে স্বজনগণ কর্ত্তৃক অপরিজ্ঞাত হইয়া, আমি লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে নিরুদ্বেগচিত্তে অরণ্যবাসে সুখী হইতে পারি॥ ২৭॥ মহামুনি ভগবান্ ভরদ্বাজ ঋষি শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল একান্তমনে ধ্যান করতঃ বলিলেন॥ ২৮॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! এখান হইতে গিয়া তিন যোজন পরে যেখানে এক পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে, সকলের সুখ দায়ক ও কল্যাণ কর সেই পবিত্র স্থানে নানা মুনিগণ অবস্থান করিতেছেন॥ ২৯॥

গোলাঙ্গূলাভিনন্দিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ।
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ ॥ ৩০ ॥
যাবদ্ধি চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণি পশ্যতি।
তাবৎ কল্যাণমাপ্নোতি ধর্ম্মে চ কুরুতে মতিং ॥ ৩১ ॥
মুনয়স্তত্র বহবো বিহৃত্য শরদাং শতং।
তপসা দিবমারূঢ়াঃ কলাপশিরসা সহ ॥ ৩১ ॥
তং বিবিক্তমহং মন্যে বাসং তে রঘুনন্দন।
ইহ বা পুরুষব্যাঘ্র বস রাম ময়া সহ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বথা রংস্যসে রাম তস্মিন্নাশ্রমমণ্ডলে।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চানয়ানঘ ॥ ৩৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রিয়কামৈস্তং ভরদ্বাজঃ প্রিয়াতিথিং।
সভার্য্যং সানুজঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

গোলাঙ্গুল দ্বারা অভিনন্দিত হইতেছে, বানর ও ভল্লূক সমূহ চারিদিকে স্বচ্ছন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে দেখিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতের ন্যায়, তাহার নাম চিত্রকূট, অতি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত ॥ ৩০ ॥ লোক সমূহ যতক্ষণ এই চিত্রকূট পর্ব্বতের চূড়া সন্দর্শন করে, ততক্ষণ মনেরপ্রীতি রূপ কল্যাণ লাভ হয়, এবং ধর্ম্ম কর্ম্মেও একান্ত মনোভিনিবেশ করে ॥ ৩১ ॥ তথায় অনেকানেক মুনিগণ শত শত বৎসর আনন্দে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে তপোযোগ বলে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ হে রঘুকুলাবতার! আমার বোধ হয় সেই চিত্রকূট পর্ব্বত অতি নির্জ্জন স্থান আপনকার বাসের উপযুক্ত, তথায় গমন করুন, অথবা হে পুরুষোত্তম! আমার সহিত এই স্থানেই বা বাস করুন ॥ ৩৩ ॥ হে বিশুদ্ধ স্বভাব! সেই আশ্রম মণ্ডলে অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ও এই জানকী দেবীর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া সুখে কাল যাপন করিতে পারিবেন ॥ ৩৪ ॥ পরম ধার্ম্মিক ভরদ্বাজ মুনি এই কথা বলিয়া প্রিয়তম অতিথি সপত্নীক সানুজ শ্রীরামচন্দ্রকে মনোমত চর্ব্ব চোষ্যাদি চাতুর্ব্বিধ খাদ্য দ্রব্য আহার করাইলেন ॥ ৩৫ ॥

তস্য ভুক্তবতস্তত্র তদানীং মুনিনা সহ।
জগাম রজনী পুণ্যা চিত্রাঃ কথয়তঃ কথাঃ॥ ৩৬॥
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সন্ধ্যামন্বাস্য রাঘবঃ।
উপতস্থে মহর্ষিং তং তমুবাচ ততো মুনিঃ॥ ৩৭॥
চিত্রকূটমিতো রাম গচ্ছাশু সহ সীতয়া।
লক্ষ্মণেন চ বিশ্রব্ধং তত্র ত্বং বিহরিষ্যসি॥ ৩৮॥
রম্যে সীতাম্বুবাহিন্যা মন্দাকিন্যোপশোভিতে।
মন্যেঽহং তত্র তে বাসং রম্যে স্বাদুফলোদকে॥ ৩৯॥
তত্র কুঞ্জরযূথাশ্চ মৃগযূথাশ্চ সর্ব্বতঃ।
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব॥ ৪০॥
সরিৎপ্রস্রবণপ্রস্থান্ গুহাকন্দরনির্ঝরান্।
চরতঃ সীতয়া সার্দ্ধং নন্দিষ্যতি মনস্তব॥ ৪১॥

অনুবাদ।

তথায় সেই সকল দ্রব্য আহার করিয়া ভরদ্বাজ মুনির সহিত তখন নানা প্রকার পবিত্রা কথা বার্ত্তা কহিতে২ সেই পুণ্যা যামিনী গত বতী হইলেন॥ ৩৬॥ শ্রীরামচন্দ্র সেই রজনী প্রভাতা হইলে পর সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাতঃ ক্রিয়া সমাধান করিয়া ভগবান্ ভরদ্বাজ মুনির উপাসনা করিলেন, পরে মুনিবর শ্রীরঘুনাথকে এই কথা বলিলেন॥ ৩৭॥ হে রামচন্দ্র! আপনি লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে অকুতোভয়ে এই পথে চিত্রকূট পর্ব্বতে সত্বর গমন করুন্, তথায় মনের সুখে বিহার করিয়া বেড়াইবেন॥ ২৮॥ হে রঘুনাথ! সে অতি মনোহর স্থান, তথায় সুশীতল জলা মন্দাকিনী নদী প্রবাহিতা হইতেছেন, সেখানে ভোজনোপযুক্ত সুস্বাদু ফল ও পানীয় সুশীতল জল অনায়াসে লাভ হইবে, অতএব আমার বোধ হয় তথায় আপনি সুখে বাস করিবেন॥ ৩৯॥ হে শ্রীরাম! সেখানে বন মধ্যে চতুর্দ্দিগে হস্তিযূথ ও মৃগযূথ নির্ভয়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, আপনি তাহা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন॥ ৪০॥ সেখানে নদীকূল জল প্রপাত প্রদেশ পর্ব্বত গহ্বর প্রভৃতি স্থান সকলে জানকী সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া আপনার মন যথোচিত আনন্দিত হইবে সন্দেহ নাই॥ ৪১॥

দাত্যুহকোযষ্টিককোকিলস্বনৈ
বিনাদিতং তং বসুধাধরং শিবং।
মৃগৈশ্চ মত্তৈর্বহুভিশ্চ কুঞ্জরৈঃ
সুরম্যমাসাদ্য তমাবসাশ্রমং ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরদ্বাজাশ্রমাভিগমনং
নাম চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ।

হে রাম! দাত্যুহ টিট্টিভ কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গগণের মধুর স্বরে পরিপূর্ণ মৃগকুলে ও অসংখ্য মত্ত মাতঙ্গে পরিবৃত মঙ্গলাকর চিত্রকুট অতি রমণীয় ও পবিত্র স্থান প্রাপ্ত হইয়া তুমি তথায় পরমসুখে কালাতিপাত করহ ॥ ৪২ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে অভিগমন নামে চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ সমাপন ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গঃ।

তামুষিত্বা নিশাং তত্র সুখমিক্ষ্বাকুনন্দনৌ।
অভিবাদ্য মহর্ষিং তং দধতুর্গমনে মতিং॥ ১॥
তৌ প্রযাতাবভিপ্রেক্ষ্য ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
চিত্রকূটস্য পন্থানমুপদেষ্টুং প্রচক্রমে॥ ২॥
রাঘব ত্বমিতো দেশাৎ পশ্যন্নাবসথান্ বহূন্।
নাতিদূরে সমাসাদ্য তরেস্তুং যমুনাং নদীং॥ ৩॥
কৃত্বোড়ুপং গ্রাহবতী সা হি নিত্যং মহানদী।
তস্যা নদ্যাঃ পরে পারে নাতিদূরে মহাদ্রুমঃ॥ ৪॥
সত্যাভিযাচনঃ শ্রীমান্ ন্যগ্রোধো হরিতচ্ছদঃ।
নানাসত্ত্বকৃতাবাসঃ শ্যাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ॥ ৫॥
সীতেয়ং তং নমস্কৃত্য সমভ্যর্চ্য চ পাদপং।
অভিযাচেত কল্যাণী বরং যদভিকাঙ্ক্ষিতং॥ ৬॥

অনুবাদ।

ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পরম সুখে সেই নিশা যাপন করিয়া মহর্ষিকে প্রণাম ও অভিবাদন করণ পূর্ব্বক শ্রীরাম লক্ষ্মণ তথা হইতে গমনের মনন করিলেন॥ ১॥ মহর্ষি ভরদ্বাজ আশ্রম হইতে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে গমনে উন্মুখ দেখিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইবার পথ উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনি এই স্থান হইতে অনেকানেক ভবনাদি সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিয়া কিয়দ্দূরে যমুনা নদী প্রাপ্ত হইলে পর তাহা উত্তীর্ণ হইবেন॥ ৩॥ সেই মহানদী যমুনা হাঙ্গর কুম্ভীরাদি ভয়ানক জলজন্তুতে সর্ব্বদা ভীষণ তরা, অতএব তাহা ভেলা দ্বারা পার হইবেন, তাহার অপর পারে যাইয়া অনতিদূরে এক অতি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবেন॥ ৪॥ বহুশাখা প্রশাখা পরিবৃত সুশ্রীক সেই বটবৃক্ষের পত্র সকল হরিদ্বর্ণ, নানাবিধ বিহঙ্গগণ তাহাতে অবস্থান করিতেছে, তাহার নিকট যে যাহা যাচ্ঞা করে সে তৎক্ষণাৎ তাহাই পায় ঐ ন্যগ্রোধবৃক্ষ শ্যাম নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ সকলেই তাহাকে সত্যাভি যাচন বলিয়া উক্ত করেন॥ ৫॥ এই কল্যাণী সীতাদেবী সেই শ্যাম বটবৃক্ষকে প্রণাম ও অর্চনা করিয়া আপনার মনোমত বর যেন প্রার্থনা করেন॥ ৬॥

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা নীলং দ্রক্ষ্যথ কাননং।
পলাশবদরীবংশমধূকাম্রবনাকুলং ॥ ৭ ॥
স পন্থাশ্চিত্রকূটস্য গতঃ সুবহুশো ময়া।
রম্যশ্চাশ্রমযুক্তশ্চ বনদোষৈর্বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮ ॥
পন্থানমুপদিশ্যৈবং ভরদ্বাজো ন্যবর্ত্তত।
রামেণ লক্ষ্মণেনাপি সীতয়া চাভিবাদিতঃ ॥ ৯ ॥
উপাবৃত্তে মুনৌ তস্মিন্ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
কৃতপুণ্যোঽস্মি সৌমিত্রে মুনির্যন্মানুকম্পতে ॥ ১০ ॥
ইতি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ কথয়ন্তৌ তপস্বিনৌ।
সীতামেবাগ্রতঃ কৃত্বা কালিন্দীং জগ্মতুর্নদীং ॥ ১১ ॥
তত্রবদ্ধোড়ুপং কাষ্ঠৈর্বেণুভিশ্চাপি তীরজৈঃ।
সীতামারোপয়াং চক্রে রামস্তত্র স্বয়ং তদা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

তদনন্তর এক ক্রোশ মাত্র পথ গমন করিয়া এক নীলবর্ণ বন দেখিতে পাইবেন, ঐ বন পলাশ বদরী বংশ মধুক আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহে পরিপূর্ণ॥ ৭ ॥ চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইবার এই পথ, এ পথে আমি অনেকবার গতায়াত করিয়াছি, এ অতি মনোহর পথ, ইহাতে স্থানে স্থানে আশ্রম সকল দেখিতে পাইবেন, এ পথে কণ্টকাদি বা হিংস্র প্রাণির ভয় নাই॥ ৮ ॥ ভরদ্বাজ মুনি এইরূপে চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইবার পথ উপদেশ করিলেন, পরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও জানকী, ইহাঁরা সকলে ঋষিকে প্রণাম করিলে পর তিনি নিবর্ত্ত হইয়া স্বাশ্রমে গেলেন॥ ৯॥ মহর্ষি প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, হে ভ্রাতঃ সৌমিত্রে। আমাদিগের বহু পুণ্য সঞ্চিত ছিল বলিতে হইবে, যেহেতু ভরদ্বাজ মুনি আমাদিগের প্রতি এরূপ অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন॥ ১০ ॥ তপস্বিবেশধারী পুরুষোত্তম শ্রীরাম লক্ষ্মণ এই প্রকার নানা কথা কহিতে কহিতে সীতাকে অগ্রে করিয়া যমুনা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন॥ ১১ ॥ তথায় তৎ তীরজাত কাষ্ঠ ও বংশ সমূহ ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা ভেলা প্রস্তুত করিলেন, এবং রঘুনাথ স্বয়ং তখন সেই ভেলার উপর জানকীকে উঠাইয়া দিলেন॥ ১২ ॥

পরিগৃহ্য প্রিয়াং বালাং বেপমানাং লতামিব।
সীতামারোপ্য রামোঽপি লক্ষ্মণশ্চাপ্যরোহতাং ॥ ১৩ ॥
তেন প্লবেনাংশুমতীং শীঘ্রগামূর্ম্মিমালিনীং।
তীরজৈর্গহনাং বৃক্ষৈস্তেরুস্তে যমুনাং নদীং ॥ ১৪ ॥
সন্তীর্ণাঃ প্লবমুৎসৃজ্য প্রণম্য যমুনাং নদীং।
শীতচ্ছায়ং সমাসেদুঃ শ্যামং ন্যগ্রোধপাদপং ॥ ১৫ ॥
অর্চ্চয়িত্বাথ তং সীতাযাচতেদং কৃতাঞ্জলিঃ।
চিরং জীবতু মে বৃদ্ধঃ শ্বশুরঃ কোশলেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
ভর্ত্তা মে দেবরাশ্চৈব জীবন্তু ভরতাদয়ঃ।
কৌশল্যাঞ্চৈব জীবন্তীং পশ্যেয়মিতি মৈথিলী ॥ ১৭ ॥
যযাচে তং ততোঽভ্যেত্য শ্যামং সত্যোপযাচনং।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য ততস্তে প্রযযুঃ পুনঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

প্রিয়া জানকী অতি বালিকা বায়ুবিচলিত লতার ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন শ্রীরাম ভেলাতে আরোহণ করিয়া প্রিয়াকে ধারণ করিয়া রহিলেন, পরে লক্ষ্মণও ভেলাতে আরোহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ সীতা ও শ্রীরাম লক্ষ্মণ আংশুমতী যমুনা নদী অর্থাৎ অংশুমান সূর্য্য তৎ কন্যা এনিমিত্ত তাঁহার নাম আংশুমতী অথবা সূর্য্য কিরণ সংসর্গে রক্ত বর্ণা প্রখর স্রোতস্বতী তরঙ্গাকুলা যমুনা তীরজ ছিন্ন বৃক্ষ সমূহে পরিনির্ম্মিতা ভেলা আরোহণে অতি ভয়দা যমুনা নদীকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ১৪ ॥ তাঁহারা ভেলাদ্বারা কালিন্দী নদী পার হইয়া ভেলা ত্যাগ করতঃ নদীকে প্রণাম করিলেন, পরে কিয়দ্দূরে যাইয়া সুশীতল ছায়া সম্পন্ন শ্যাম নামে বটবৃক্ষকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥ অনন্তর সীতাদেবী সেই শ্যামের অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বটের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন, যে কোশল দেশের অধিপতি আমার বৃদ্ধ শ্বশুর চিরজীবী হইয়া থাকুন্ ॥ ১৬ ॥ আমার স্বামী শ্রীরামচন্দ্র ও ভরত প্রভৃতি দেবরগণ ইহারাও চিরজীবী হউন্, এবং আমার শ্বশ্রূ কৌশল্যা দেবীকে যেন প্রত্যাগত হইয়া আমি জীবিতা দেখিতে পাই, মিথিল রাজকন্যা সীতা এই প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৭ ॥ জানকী প্রার্থিত বরপ্রদ শ্যাম বটের নিকট সমাগমন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এই বর যাচ্ঞা করিলে পরে তথা হইতে পুনর্ব্বার রামাদিরা সকলে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা নীলমাসাদ্য তদ্বনং।
হত্বা তত্র মৃগং মেধ্যং পক্ত্বা তমুপভুজ্য চ॥ ১৯॥
বিহৃত্য তস্মিন্ বহুপক্ষিনাদিতে
বনে যথেষ্টং মৃগযূথসেবিতে।
ততো নিবাসার্থমুপাযযুঃ শিবং
শুভং নদীতীরতরুং সমুচ্ছ্রিতং॥ ২০॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে যমুনাতীরবাসো
নাম পঞ্চপঞ্চাশৎঃ সর্গঃ॥ ৫৫॥

অনুবাদ।

অনন্তর ক্রোশ পরিমিত পথ গমন করিয়া সেই নীল বন প্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ তথায় একটী পবিত্র মৃগ বধ করতঃ তাহার মাংস পাক করিয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া ভোজন করিলেন॥ ১৯॥ বিবিধ বিহঙ্গমগণের সুমধুর গানে পরিপূরিত ও মৃগকুল পরিসেবিত সেই নীলবনে ইচ্ছামত বিহার করিয়া সকলে বসতির জন্য যমুনা নদীর তীর স্থিত, নিরাপদ মঙ্গল কর অত্যুচ্চ তরুবর মূলে গমন করিলেন॥ ২০॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
যমুনা তীর নিবাস নামে পঞ্চ পঞ্চাশৎ সর্গ সমাপন॥ ৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশৎঃ সর্গঃ।

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সুখসুপ্তং শ্রমালসং।
রাম উত্থাপয়ামাস লক্ষ্মণং শনকৈস্তদা। ১॥
খগানাং শৃণু সৌমিত্রে রক্তব্যাহরতাং বনে।
সম্প্রতিষ্ঠামহে ভূয়ো যদি লক্ষ্মণ মন্যসে॥ ২॥
স সুপ্তঃ সুসুখং ভ্রাত্রা লক্ষ্মণঃ প্রতিবোধিতঃ।
জহৌ নিদ্রাং ক্লমঞ্চৈব তঞ্চৈবাধ্বপরিশ্রমং॥ ৩॥
অথ উত্থায় সহিতাঃ স্পৃষ্ট্বা চ সলিলং শুচি।
উপাস্য চ শুভাং সন্ধ্যাং তত্রৈবাভিপ্রতস্থিরে॥ ৪॥
চিত্রকূটস্য পন্থানমাসাদ্য কৃতনিশ্চয়াঃ।
তত্র বাসং সমুদ্দিশ্য যযুঃ শীঘ্রপরাক্রমাঃ॥ ৫॥
অচিরেণ সমাসাদ্য ততস্তচ্চিত্রপাদপং।
চিত্রকূটবনং রামঃ সীতাং বচনমব্রবীৎ॥ ৬।

অনুবাদ।

অনন্তর যমুনাতীরস্থিত সেই তরুমূলে শয়নে রাত্রি অতিবাহিতা হইলে পর শ্রীরামচন্দ্র গাত্রোত্থান করতঃ তখন পরিশ্রমে ও অলসপরবশে, পরম সুখে নিদ্রিত অনুজ লক্ষ্মণকে অল্পে অল্পে গাত্রোত্থান করাইলেন॥ ১॥ রে ভ্রাতঃ সৌমিত্রে! বনমধ্যে পক্ষিরা কেমন সুমধুর স্বরে গান করিতেছে শ্রবণ করহ, লক্ষ্মণ! যদি তোমার বিবেচনা সিদ্ধ হয় তবে আমরা পুনর্ব্বার এস্থান হইতে গমন করি॥ ২॥ লক্ষ্মণ পরমসুখে নিদ্রিত ছিলেন, রামচন্দ্রের আহ্বানে প্রবুদ্ধ হইয়া নিদ্রা জন্য শরীরের গ্লানি ও পথশ্রমের ক্লেশ সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন॥ ৩॥ সকলে গাত্রোত্থান করিয়া পবিত্র জলদ্বারা মুখ প্রক্ষ্যালনান্তর সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন॥ ৪॥ তাঁহারা চিত্রকূট পর্ব্বতেই বাস করিবেন এই অবধারণ করিয়া তথায় যাইবার পথ প্রাপ্তে তদুদ্দেশে অপরিমিত পরাক্রম প্রকাশ করতঃ দ্রুততর গমন করিলেন॥ ৫॥ অনন্তর অল্পকাল মধ্যে বিবিধ বিচিত্র বৃক্ষ সমূহে পরিপূর্ণ চিত্রকূট পর্ব্বতীয় বন প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র জানকীকে বলিতে লাগিলেন॥ ৬॥

পশ্যামুন্ পুষ্পিতান্ সীতে মালিনীং সরিতং প্রতি।
শিশিরাত্যয়ে দীপ্যন্তি প্রদীপ্তানিব কিংশুকান্ ॥ ৭ ॥
কর্ণিকারবনঞ্চাপি পশ্য মন্দাকিনীমনু।
দীপিতং রুচিরৈঃ পুষ্পৈঃ প্রদীপ্তৈঃ কাঞ্চনৈরিব ॥ ৮ ॥
পশ্য ভল্লাতকান্ বিল্বান্ পনসাংস্তিন্দুকাংস্তথা।
ফলভারানতাংশ্চৈব তথান্যান্ ফলপাদপান্ ॥ ৯ ॥
শক্যমত্র ফলৈরেব জীবিতুং তনুমধ্যমে।
অহো স্বর্গোপমং প্রাপ্তাশ্চিত্রকূটমিমং বয়ং ॥ ১০ ॥
পশ্য দ্রোণপ্রমাণানি লম্বমানানি লক্ষ্মণ।
চিতানি চিত্রকূটেঽস্মিন্ মধূনি মধুপৈঃ খগৈঃ ॥ ১১ ॥
অসৌ কূজতি দাত্যূহস্তং শিখী প্রতিকূজতি।
তক্ষোপহসতীবায়ং কুজন্তং জলকুক্কুভঃ ॥ ১২ ॥

হে প্রিয়তমে সুলোচনে! সীতে মালিনী নদীর তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ শীতাগমে বসন্তকালের প্রারম্ভে কিংশুক পুষ্প সকল অগ্নিশিখার ন্যায় বিকশিত হইয়া রহিয়াছে॥ ৭ ॥ মন্দাকিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, কর্ণিকার বন বিকশিত মনোহর পুষ্পের দ্বারা উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে?॥ ৮ ॥ হে প্রেয়সি! দেখ ভল্লাতক শ্রীফল পনস খব প্রভৃতি অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে॥ ৯ ॥ হে ক্ষীণ মধ্যে! আমরা এখানে ফলদ্বারাই অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব, কি আশ্চর্য্য রমণীয় স্থান আমরা স্বর্গের ন্যায় এই চিত্রকূট পর্ব্বত প্রাপ্ত হইলাম॥ ১০ ॥ হে ভ্রাতর্লক্ষ্মণ! দেখ এই চিত্রকূট পর্ব্বতে মধুমক্ষিকারা মধু সঞ্চালন করিয়া চমৎকার চাক সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে উহা যেন দোয়ান পরিমাণের ন্যায় প্রশস্ত হইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে॥ ১১ ॥ এখানে এই ডাকপক্ষী সকল শব্দ করিতেছে, এই শব্দ শ্রবণ করিয়া ময়ূরগণেরা কেকাশব্দ উচ্চারণ করিয়া তদুত্তর দিতেছে, ময়ূরের সেই কেকা শব্দকে উপহাস করিবার জন্য জলকুক্কুট পক্ষীরাও চীৎকার করিয়া উঠিতেছে॥ ১২॥

পরপুষ্টরুতং শ্রুত্বা গায়ন্ত ইব কাননে।
ভ্রমরা বিচরন্ত্যেতে পুষ্পবানকলস্বনাঃ ॥ ১৩॥
পশ্য মন্দাকিনীতীরে কুসুমপ্রকরৈঃ প্রিয়ে।
রচিতানীব সুশ্রোণি শয়নানি ক্রমে ক্রমে ॥ ১৪ ॥
শিলাতলানি চেমানি বিমলানি শুচিস্মিতে।
লতাবিতানচ্ছন্নানি পশ্য রম্যাণি ভাবিনি ॥ ১৫ ॥
মাতঙ্গযূথনিচিতে নানাবিহগনাদিতে।
নানামৃগগণাকীর্ণে শৈলেঽস্মিন্ রম্যকাননে ॥ ১৬ ॥
বৈদেহি বিচরিষ্যামঃ সুখমত্র বয়ং প্রিয়ে।
ইহ প্রাপ্স্যসি বৈদেহি ময়া সহ রতিং শুভাং ॥ ১৭ ॥
অবেক্ষমাণা এবং তে রম্যাং মন্দাকিনীং নদীং।
চিত্রকূটং সমাজগ্মুর্নানাকুসুমিতদ্রুমং ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

এই বনে কোকিলের সুমধুর কুহুশব্দ শ্রবণ করিয়া ভ্রমরেরা যেন সুমধুর স্বরে গান করিয়া পুষ্পিত বৃক্ষে বৃক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে॥ ১৩ ॥ হে প্রিয়ে! দেখ মন্দাকিনীর তীর প্রদেশে প্রত্যেক মহীরুহের মূলে যে সকল পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন আমাদিগের শয়নের জন্যই শয্যা প্রস্তুত করা হইয়াছে॥ ১৪ ॥ হে মৃদু হাসিনি! হে বামলোচনে! দেখ নির্ম্মল ও মনোরম শিলাতল সকল লতা সমূহে আচ্ছন্ন গৃহরূপ হইয়া রহিয়াছে॥ ১৫ ॥ পর্ব্বতে মাতঙ্গ যূথেরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, নানাবিধ বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে গান করিতেছে, বিবিধ মৃগকুল ইতস্তত গমনাগমন করিতেছে॥ ১৬ ॥ অতএব হে প্রেয়সি হে বিদেহ নন্দিনি! এখানে আমরা পরমসুখে বিচরণ করিয়া বেড়াইব, হে জানকি! এখানে তুমি আমার সহবাসে মনোমত রতিও লাভ করিবে॥ ১৭ ॥ এই প্রকারে সীতা ও রাম লক্ষ্মণ রমণীয়া মন্দাকিনী নদী সন্দর্শন করিতে করিতে অশেষবিধ বিকশিত কুসুম বৃক্ষ সমূহে পরিবৃত চিত্রকুট পর্ব্বতে গমন করিলেন॥ ১৮ ॥

তস্য শৈলস্য পাদে তু বিবিক্তে সসলিলাবৃতে।
আশ্রমঞ্চক্রতুর্বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ১৯ ॥
গজভগ্নান্যুপাহৃত্য দারুণ্যুপবনান্তরাৎ।
লতাবিতাননদ্ধে দ্বে চক্রতুঃ শরণে পৃথক্ ॥ ২০ ॥
বৃক্ষপর্ণৈশ্চ বহুভিশ্ছাদয়ামাসতুস্ততঃ।
তে পর্ণশালে কৃত্বা তু শোধয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥ ২১ ॥
মৃদোপলেপনঞ্চক্রে বৈদেহী তনুমধ্যমা।
কৃত্বাশ্রমপদং রামস্ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥
মৃগমাহৃত্য সৌমিত্রে চরুং শ্রপয় মাচিরং।
তেন যষ্টুমিহেচ্ছামি চরুণাশ্রমদেবতাঃ ॥ ২৩ ॥
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভ্রাত্রা হৃত্বা কৃষ্ণমৃগং বনাৎ।
আহৃত্য জ্বালয়িত্বাগ্নিং শ্রপয়ামাস সংস্কৃতং ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

বীরাবতার শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাতে সেই চিত্রকূট পর্ব্বতের যেখানে অনায়াসে সুশীতল জল লাভ হইতে পারিবে অথচ অতি নির্জ্জন, এমন স্থানে বাসের জন্য আশ্রম করিলেন॥ ১৯ ॥ হস্তি যূথেরা যে সকল কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল দুই ভাই বনান্তর হইতে তাহা আহরণ করিয়া আনিয়া লতাপাশে বদ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইটী কুটীর প্রস্তুত করিলেন॥ ২০ ॥ এবং বৃক্ষ হইতে রাশীকৃত পত্র সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা গৃহের আচ্ছাদন করিলেন, কুটীর দুইটী প্রস্তুত হইলে পর লক্ষ্মণ তাহা পরিষ্কার করিলেন॥ ২১ ॥ ক্ষীণ মধ্যা বিদেহনন্দিনী সীতা মৃত্তিকা দ্বারা গৃহদ্বয়কে বিলেপন করিলেন, এই রূপে আশ্রমগৃহ প্রস্তুত হইলে পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন॥ ২২ ॥ হে ভ্রাতঃ সৌমিত্রে! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই বন হইতে মেধ্য মৃগ আহরণ করিয়া শীঘ্র চরু প্রস্তুত করহ, সেই চরু দ্বারা এই আশ্রম দেবতাগণের তৃপ্তির নিমিত্তে বাস্তু যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি॥ ২৩ ॥ শ্রীরামচন্দ্র এই অনুমতি করিলে পর লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ বন হইতে কৃষ্ণসার মৃগ আহৃত করিয়া আনয়ন করিলেন এবং প্রজ্বলিত সংস্কৃত অগ্নিতে মৃগ মাংস পাক করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৪ ॥

তং মৃগং সুশৃতং কৃত্বা সুনিষ্টপ্তঞ্চ লক্ষ্মণঃ।
উবাচ রামমভ্যেত্য কৃতাঞ্জলিরিদং বচঃ॥ ২৫॥
আজ্ঞয়া তে ময়াহৃত্য শৃতঃ কৃষ্ণো মৃগো বনাৎ।
যষ্টুমর্হসি তেন ত্বং দেবতা অভিকাঙ্ক্ষিতাঃ॥ ২৬॥
ইত্যুক্তো রাঘবঃ স্নাত্বা জপ্যং চ বিধিবৎ তদা।
হুত্বাগ্নিং মন্ত্রবৎ তত্র ততস্তজ্জুহুবে হবিঃ॥ ২৭॥
হবির্হুত্বা চ দেবেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তদনন্তরং।
নির্ব্ববাপ পবিত্রেষু নিবাপং সজলাঞ্জলিং॥ ২৮॥
ন্যুপ্য চৈব নিবাপং তং ভূতেভ্যোঽপি বিধানতঃ।
চকার বলিনির্ব্বাপং রাঘবস্তদনন্তরং॥ ২৯॥
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা হুতশেষং ততঃ স্বয়ং।
উপবিশ্যোপযুযুজে কৃতে পর্ণপুটে শুচৌ॥ ৩০॥

ক্রমে মৃগমাংস সুশীর্ণ ও সুনিষ্টপ্ত হইলে পর লক্ষ্মণ শ্রীরাম সমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন॥ ২৫ ॥ হে রঘুনাথ! আপনার অনুমতিক্রমে অরণ্য হইতে কৃষ্ণসার মৃগ আহরণ করিয়া আনিয়া তাহার মাংস পাক করিয়াছি, এক্ষণে আপনি তদ্দ্বারা মনোনিত দেবগণের যাগ করিতে যোগ্য হউন্॥ ২৬ ॥ রঘুনাথ লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া আপন জপ্য জপ সমাধান করতঃ বিধানানুসারে মন্ত্রপূত অগ্নিতে হবনীয় সেই প্রস্তুত মাংসে হোম করিলেন॥ ২৭ ॥ প্রথমতঃ দেবগণকে আহুতি প্রদান করিয়া পরে পিতৃ লোকের উদ্দেশে পবিত্র আস্তরণ করিয়া তাহাতে তর্পণ জলের সহিত নিবাপ দান করিলেন॥ ২৮ ॥ অনন্তর রঘুনাথ পিতৃ লোকের নিবাপদান করিয়া বিধানানুসারে ভূতগণকেও বলি প্রদান করিলেন॥ ২৯ ॥ তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র উপবিষ্ট হইয়া অনুজভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত হুত শেষ ভোজন করিবার জন্য পবিত্র প্রদেশে দুই পর্ণপুট পাতন করিয়া তাহাতে উপযোগ করিলেন॥ ৩০ ॥

পরিবেশ্য চ সীতাপি তাবুভৌ ভর্ত্তৃদেবরৌ।
একান্তং সমুপাগম্য ততঃ শেষমুপাদদে ॥ ৩১ ॥
অনেকনানাবিধপক্ষিনাদিতে বিচিত্রপুষ্পস্তবকোপশোভিতে।
নগোত্তমে তত্র নিবাসমীয়িবাং স্তুতোষ রামঃ সহলক্ষ্মণস্তদা ॥ ৩২ ॥
তং রম্যমাসাদ্য হি চিত্রকূটং তাঞ্চৈব পুণ্যাং সরিতং সুতীর্থাং।
মন্দাকিনীং পুষ্পফলাঢ্যতীরাং দুঃখং জহুস্তেঽথ বিবাসমূলং ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে চিত্রকূটনিবাসো
নাম ষট্‌পঞ্চাশৎ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ।

জনকনন্দিনী স্বামী ও দেবর দুই ভ্রাতাকে পরিবেশন করিয়া বিজনপ্রদেশে সমাগমন পূর্ব্বক আপনি শেষ ভোজন করিলেন ॥ ৩১ ॥ যেখানে অসংখ্য বিবিধ প্রকার বিহঙ্গগণে সুমধুরস্বরে গান করিতেছে, বিচিত্র পুষ্পস্তবকে পরিপূর্ণ বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে, চিত্রকূট পর্ব্বতের সেই স্থানে তখন নিবাস স্থান প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র অসীম সন্তোষ লাভ করিলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর জানকী দেবী ও শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ ইহাঁরা সকলেই সেই রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বত, এবং যাহার তীর পুষ্প ফল সম্পন্ন বৃক্ষ সমূহে পরি শোভিত, সেই পবিত্র তীর্থ মন্দাকিনী নদী প্রাপ্ত হইয়া বনবাসে আগমন জন্য যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল সেই দুঃখরাশিকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
চিত্রকূট নিবাস নামে ষট্‌পঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫৬ ॥

—oo—

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গঃ।

স শোচিত্বা তু সুচিরং সুমন্ত্রেণ গুহঃ সহ।
গঙ্গাপারং গতং রামং জগাম স্বপুরং ততঃ ॥ ১ ॥
অনুজ্ঞাপ্য সুমন্ত্রোঽপি যোজয়িত্বা হয়ান্ রথে।
অযোধ্যামেব নগরীং প্রযযৌ ভৃশদুর্ম্মনাঃ ॥ ২ ॥
সোঽতীত্য সুবহূন্ দেশান্ সরিতশ্চ সরাংসি চ।
কালেন নাতিমহতা গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ ॥ ৩ ॥
অযোধ্যামাজগামার্ত্তো নিবৃত্তেঽহনি সারথিঃ।
আর্ত্তনারীনরগণাং দীনস্বনবতীং তদা ॥ ৪ ॥
শূন্যামিব চ নিঃশব্দাং নিরানন্দজনাযুতাং।
প্রম্লানপঙ্কজবনাং বিপুলাং পদ্মিনীমিব ॥ ৫ ॥
তাং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস সুমন্ত্রো মন্ত্রিসত্তমঃ।
প্রবিশংস্তাং পুরীং দীনো নির্জ্জনাং বিগতত্বিষং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

এখানে চণ্ডালপতি গুহ শ্রীরামচন্দ্রকে গঙ্গাপার গত সন্দর্শন করিয়া সুমন্ত্র সারথির সহিত বহুকাল বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে হতাশ হইয়া স্বভবন প্রতি গমন করিলেন॥ ১ ॥ গুহকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত সারথি সুমন্ত্র রথে অশ্ব সকল যোজনা করিয়া অতিশয় ব্যাকুলিত মনে অযোধ্যানগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ২ ॥ সুমন্ত্র সারথি যথোচিত কাতর মনে অল্পকাল মধ্যেই অনেকানেক দেশ ও নদ নদী সরোবর গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া এক দিবস অতীত হইলে পর সন্ধ্যাকালে অযোধ্যানগরে আগমন করিলেন, তখন অযোধ্যার দুরবস্থার সীমা ছিলনা, তথায় কি নর কি নারী সকলেই কাতরস্বরে বিলাপ করিতেছে, রোদনধ্বনি ব্যতীত তথায় তখন আর কিছুই শ্রবণ গোচর হয় নাই॥ ৩ ॥ ॥ ৪ ॥ নগরী শূন্য ও নিঃশব্দ, জন সকল আনন্দ শূন্য এবম্ভুতা অযোধ্যা অতি বিশাল পঙ্কজ বনে মলিনী পদ্মিনীর ন্যায় অবস্থান্বিতা হইয়াছিল॥ ৫ ॥ মন্ত্রি প্রধান সুমন্ত্র সারথি অতি দীন, জনশূন্যা শোভা রহিতা সেই অযোধ্যাগনরী প্রবেশ করিতে করিতে নগরের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৬॥

কচ্চিৎ সরত্ননিচয়া সগজাশ্বনরাধিপা।
রামশোকাগ্নিনির্দ্দগ্ধা ন কৃৎস্নেয়ং পুরী ভবেৎ ॥ ॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্নার্ত্তঃ প্রবিবেশ স তাং পুরীং।
সুমন্ত্রো ব্যথয়োপেতঃ স্যন্দনেন হতত্বিষা ॥ ৮ ॥
সুমন্ত্রমভিযান্তং তু দৃষ্ট্বা শতসহস্রশঃ।
ক্ব রাম ইতি পৃচ্ছন্তো রথমভ্যদ্রবন্ নরাঃ ॥ ৯ ॥
তেভ্যঃ শশংস স তদা গঙ্গাতীরে মহাত্মনা।
তেনাহং সমনুজ্ঞাত উত্তীর্ণে চাগতঃ পুরীং ॥ ১০ ॥
তে তীর্ণ ইতি চ শ্রুত্বা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঃ।
অহো ধিগিত্যুদাহৃত্য হতাঃ স্ম ইতি চুক্রুশুঃ ॥ ১১ ॥
বৃন্দশো জল্পতাং তেষাং শুশ্রাব স তদা গিরঃ।
নির্লজ্জোঽয়ং বনে ত্যক্ত্বা রামং পুনরুপাগতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ

সুমন্ত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বলিতেছেন যে এই রাজধানীতে নানাবিধ অসংখ্য রত্ন ছিল, নানা জাতীয় হস্তী ও নানা দেশীয় অশ্ব ছিল, রাজাও ছিলেন এবং ধনে জনে পরিপূর্ণা অযোধ্যাপুরী কি এক রামশোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে ॥ ৭ ॥ সুমন্ত্র এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ব্যথিতমনে ম্লানবদনে শোভাবিরহিত রথারোহণে অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮ ॥ সুমন্ত্র গমন করিতেছে দেখিয়া পথিমধ্যে সহস্র সহস্র লোক শ্রীরামচন্দ্র কোথায় এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥ তখন সুমন্ত্র তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন যে মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গাতীরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভবনে প্রত্যাগমন করিবার জন্য আমাকে অনুমতি করিলেন, আমি তদনুজ্ঞাত হইয়া রাজধানীতে সমাগত হইলাম ॥ ১০ ॥ রঘুনাথ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এই কথা শ্রবণ করিবা মাত্র তাহাদিগের নয়নে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল, এবং অতি খেদে কহিতে লাগিল হা ধিক্ হা ধিক্! আমরা হত হইলাম, এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১১ ॥ সকলে মিলিয়া সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিল, যে এই সুমন্ত্র কি নির্লজ্জ, এ শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কেমন করে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহার মত নির্ঘৃণ কেহই নাই ॥ ১২ ॥

মহোৎসবসমাজেষু কথং নাম সুনির্ঘৃণাঃ।
বিহরেম পুনর্হৃষ্টা বিনা তং নরকুঞ্জরং ॥ ১৩ ॥
কিং স্যাৎ প্রিয়ং জনস্যাস্য কাঙ্ক্ষিতং কিং সুখাবহং।
ইতি চিন্তয়তানেন জনোঽয়ং পরিপালিতঃ ॥ ১৪ ॥
বাতায়নগতানাঞ্চ স্ত্রীণাং শুশ্রাব ভাষিতং।
নিরাশোঽয়ং কথং রামমুৎসৃজ্য পুনরাগতঃ ॥ ১৫ ॥
এতাশ্চান্যাশ্চ দুঃখার্ত্তঃ শৃণ্বন্ বাচঃ স সারথিঃ।
যত্র রাজা দশরথস্তদেবোপযযৌ গৃহং ॥ ১৬ ॥
অবতীর্য্য রথাদাশু রাজবেশ্ম বিবেশ তৎ।
শোকদীনজনাকীর্ণং সপ্তকক্ষং হতদ্যুতি ॥ ১৭ ॥
ততো দশরথস্ত্রীণাং শুশ্রাব পরিদেবিতং।
প্রাসাদশিখরস্থানাং দুঃখার্ত্তানামিতস্ততঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

সকলে আরো আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, হা? আমরা সেই নরোত্তম রঘুনন্দন ব্যতিরেকে কি প্রকারে ঘৃণাশূন্য হইয়া পুনর্ব্বার আনন্দে মহোৎসবসমাজে বিহার করিয়া বেড়াইব॥ ১৩ ॥ তাহাতে এই সকল ব্যক্তির কি প্রিয় হইবে, কি মনোমত আকাঙ্ক্ষইবা সুখপ্রদায়ক হইবে, সারথি ইহাই চিন্তা করিতে করিতে সকল লোকের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন॥ ১৪ ॥ সুমন্ত্র বাতায়নতলস্থিতা মহিলাগণের এই কথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার সাক্ষেপে কহিতেছেন, সুমন্ত্র সারথি কিপ্রকারে শ্রীরামকে বনে পরিত্যাগ করিয়া নিরাশা হইয়া পুনর্ব্বার ভবনে প্রত্যাগত হইল॥ ১৫ ॥ তখন সারথি অতি দুঃখিত মনে এই সকল কথা ও আরও নানা প্রকার কথা শ্রবণ করিতে করিতে যেখানে রাজা দশরথ উপবিষ্ট ছিলেন সেই গৃহেতে গমন করিলেন॥ ১৬ ॥ শীঘ্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুমন্ত্র তখন রাজভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজভবন একেবারে শোভাশূন্য হইয়া রহিয়াছে, সকলেই শোকাভিভূত হইয়া দীনবেশে অবস্থান করিতেছে॥ ১৭ ॥ অনন্তর সুমন্ত্র সারথি চারিদিকে অট্টালিকার উপরিস্থিতা অতি কাতরা দশরথ পত্নীদিগের সকরুণ বিলাপ পরম্পরা শ্রবণ করিতে লাগিলেন॥ ১৮ ॥

সহ রামেণ নির্যায় বিনা রামমুপাগতঃ।
সূতঃ কিং নাম কৌশল্যাং পৃষ্টঃ সংপ্রতি বক্ষ্যতি ॥ ১৯ ॥
যথা চ মন্যে দুর্জীবং তথা ন সুমরং ধ্রুবং।
প্রিয়ে নির্ব্বাসিতে পুত্রে কৌশল্যা যত্র জীবতি ॥ ২০ ॥
রাজস্ত্রীণাং স তদ্বাক্যং তথ্যমিত্যবজগ্মিবান্।
কোশাগ্নিনা দহ্যমানো রাজবেশ্ম বিবেশ তৎ ॥ ২১ ॥
প্রবিশ্য চ তথা দীনো রাজানং দীনচেতসং।
অপশ্যৎ পুত্রশোকার্থং হতসত্ত্বোজসং তদা ॥ ২২ ॥
অভিগম্য স রাজানং প্রণিপত্য চ সারথিঃ।
যথোক্তং রামবচনং কৃতাঞ্জলিরবেদয়ৎ ॥ ২৩ ॥
তচ্ছ্রুত্বা চ বচো রাজা বিসংজ্ঞো ভ্রান্তচেতনঃ।
নিপপাতাসনাদ্ভূমৌ দুঃখশোকবিমূর্চ্ছিতঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

রাজমহিষীরা বলিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন, কিন্তু এখন রাম ব্যতিরেকে কি প্রকারে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, কৌশল্যা দেবী উহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলে, তখন তাঁহাকে কি বলিবেন॥ ১৯ ॥ নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে দুঃখে পড়িলে লোক বহুদিন জীবিত থাকে কখনই দুঃখ ভোগ কালে শীঘ্র মৃত্যু হয় না, যেহেতু প্রিয়তম প্রাণসম সন্তান রামচন্দ্র বনবাসে গমন করিয়াছেন, তথাপি কৌশল্যাদেবী এখন জীবিতা রহিয়াছেন॥ ২০ ॥ সুমন্ত্র রাজমহিষীদিগের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সে কথাকে যথার্থ মানিয়া শোকানলে দগ্ধ হইয়া রাজভবনে গমন করিলেন॥ ২১ ॥ অতি দীন বেশে সুমন্ত্র রাজভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজা দশরথ যৎপরোনাস্তি পুত্রশোকে কাতর হইয়া দুঃখিতমনে নিঃশব্দ ও নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছেন॥ ২২ ॥ সারথি রাজ সমীপে গমনপূর্ব্বক মহারাজকে প্রণাম করিয়া, রামচন্দ্র যে যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে তাহা সমুদয় নিবেদন করিলেন॥ ২৩ ॥ রাজা দশরথ সারথির মুখে রামচন্দ্রের সেই সকল কথা শ্রবণ মাত্র ভ্রান্তচিত্ত ও সংজ্ঞাশূন্য পুত্রশোকেমূর্চ্ছিত হইয়া আসন হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন॥ ২৪ ॥

দৃষ্ট্বা তমাসনাদ্ভূমৌ পতিতং জগতীপতিং।
অন্তঃপুরস্ত্রিয়োঽভ্যেত্য বাহূনুচ্ছ্রিত্য চুক্রুশুঃ॥ ২৫॥
সুমিত্রয়া তু তং সার্দ্ধং কৌশল্যা পতিতং পতিং।
দীনমুত্থাপয়ামাস বচনঞ্চেদমব্রবীৎ॥ ২৬॥
ইমং তস্য মহারাজ দূতং দুষ্করকারিণং।
বনবাসাদুপাবৃত্তং কস্মাৎ ত্বং নানুপৃচ্ছসি॥ ২৭॥
যদি ত্বং নির্ঘৃণং কৃত্বা লজ্জয়ৈবং বিমুহ্যসি।
উত্তিষ্ঠ নাদ্য কালস্তে লজ্জিতুং মা ব্যপত্রপঃ॥ ২৮॥
কস্মাদদ্য মহীপাল ন তং পৃচ্ছসি মে সুতং।
নাস্তীহ কাচিৎ কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রষ্টুমর্হসি॥ ২৯॥
এবমুক্ত্বা মহারাজং কৌশল্যা শোকমূর্চ্ছিতা।
ধরণ্যাং নিপপাতার্ত্তা বাষ্পবিক্লবভাষিণা॥ ৩০॥

অনুবাদ।

অন্তঃপুর মহিলারা পৃথিবীপতি রাজা দশরথকে আসন হইতে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে সমাগমন পূর্ব্বক ভুজযুগল উত্থিত করিয়া চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ২৫॥ কৌশল্যা দেবী সুমিত্রার সহিত অচেতন পতিকে ভূমিতে নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিলেন, এবং এই কথা বলিলেন॥ ২৬॥ হে মহারাজ! এই দুষ্কর্ম্মকারি রামচন্দ্রের দূত বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, আপনি কি জন্য ইহাকে তাহার সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন না॥ ২৭॥ যদি আপনি ঘৃণাজনক কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া লজ্জায় এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে আপনি গাত্রোত্থান করুন, অদ্য আপনার লজ্জা করিবার সময় নহে, আপনাকে আর লজ্জা করিতে হইবে না॥ ২৮॥ হে মহারাজ! আপনি কি জন্য আজি আমার সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না, ভয় কি এখানে এখন কৈকেয়ী নাই, আপনি নির্ভয় হইয়া রামের কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিতে যোগ্য হউন্॥ ২৯॥ কৌশল্যা দেবী কাতরভাবে বাষ্প পরিপূর্ণ নয়নে গদ্গদ স্বরে মহারাজা দশরথকে এই কথা বলিয়া শোকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পৃথিবীতে পতিতা হইলেন॥ ৩০॥

বিলপ্য পতিতাং ভূমৌ কৌশল্যাং শোকবিহ্বলাং ।
পতিতঞ্চ পতিং দৃষ্ট্বা রুরুদুঃ সুস্বনং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩১ ॥
ততস্তমন্তঃপুরযোষিতাং স্বনং
নিশম্য বৃদ্ধাস্তরুণাশ্চ মানবাঃ ।
স্ত্রিয়শ্চ সর্ব্বা রুরুদুর্গৃহে গৃহে
নিরীক্ষ্য রামস্য রথং মহাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সুমন্ত্রোপাবর্ত্তনং
নাম সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ ।

কৌশল্যাদেবী বিলাপ করিতে করিতে শোকে অভিভূতা হইয়া ধরাতলে নিপতিতা হইলেন এবং স্বামী মহারাজা দশরথকে অচেতনে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া রাজ পত্নীগণেরা সকলে অত্যুচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ অনন্তর অন্তঃপুরিকা কামিনীগণের রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের শূন্যরথ নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যেক ভবনে ও প্রত্যেক গৃহে কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই সকরুণস্বরে বিলাপ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তন নামে সপ্ত পঞ্চাশৎ সর্গ সমাপন ॥ ৫৭

——oo——

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গঃ।

অথ রাজা পুনঃ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য সমুত্থিতঃ।
উপবিশ্যাসনে সূতং প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ১ ॥
অশ্রুপূর্ণেক্ষণো দীনো বনবন্ধ ইব দ্বিপঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বাসং স বিমুচ্য মুহুর্মুহুঃ ॥ ২ ॥
রথরেণুপরিধ্বস্তং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতং।
পপ্রচ্ছেনমভিপ্রেক্ষ্য সুমন্ত্রং বাষ্পবিহ্বলঃ ॥ ৩ ॥
ক্ব সুমন্ত্র গতো রামঃ ক্ব চ বৎস্যতি শংস মে।
কস্থেন তেন চৈব ত্বং রাঘবেণ বিসর্জ্জিতঃ ॥ ৪ ॥
সোঽত্যন্তং সুখসংবৃদ্ধঃ কথমাসিষ্যতে সুতঃ।
ভূমিপালাত্মজো ভূমৌ কথং স্বপ্স্যতি বা বনে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

অনন্তর রাজা দশরথ পুনর্ব্বার চেতন প্রাপ্ত হইয়া ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং আসনে উপবেশন করিয়া সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ অরণ্য হইতে অভিনব বদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত দীনতাপ্রাপ্ত নৃপতির নয়নযুগলে অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, ও বার বার অত্যুষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ রথরেণু দ্বারা পরিপ্লুত শরীর এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান সুমন্ত্রসারথিকে নিরীক্ষণ করিয়া রাজা দশরথ বাষ্পপূর্ণ নয়নে গদগদ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩ ॥ হে সুমন্ত্র! আমার রামচন্দ্র কোথায় গেলেন? তিনি কোথায় অবস্থিতি করিলেন? কোন স্থান হইতেই বা অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবার জন্য তোমাকে বিদায় দিলেন! আমাকে সে সমুদয় বিশেষ করিয়া তুমি বল ॥ ৪ ॥ রাম আমার প্রিয় সন্তান, চিরকাল পরম সুখে লালিত ও পালিত হইয়াছেন, তিনি রাজ কুমার হইয়া কিরূপে অরণ্য মধ্যে উপবেশন করিবেন, এবং কেমন করিয়া ভূমিশয্যায় বা শয়ন করিয়া থাকিলেন? ॥ ৫ ॥

কথঞ্চ বিজনেঽরণ্যে যাতি পদ্ভ্যামনাথবৎ।
সিংহব্যাঘ্রসমাকীর্ণে সরীসৃপসমাকুলে ॥ ৬ ॥
যং যান্তমনুযান্তি স্ম নরাশ্বরথকুঞ্জরাঃ।
স কথং সুকুমারাঙ্গো বনে চরতি মে সুতঃ ॥ ৭ ॥
সুকুমার্য্যা তপস্বিন্যা বৈদেহ্যানুগতঃ কথং।
বনং কণ্টকিনং দুর্গং রামঃ পদ্ভ্যাং বিগাহতে ॥ ৮ ॥
স চাপ্রতিমতেজস্বী সুকুমারো মমাত্মজঃ।
অনুগচ্ছতি তং ভক্ত্যা লক্ষ্মণো ভ্রাতরং কথং ॥ ৯ ॥
সিদ্ধার্থস্ত্বং কৃতার্থশ্চ যেন মে তৌ সুতাবুভৌ।
তপোদীক্ষান্বিতৌ দৃষ্টৌ নরনারায়ণাবিব ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।

আমার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র শ্রীরাম, সিংহব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সমূহে পরিপূর্ণ ও ভুজঙ্গম! প্রভৃতি সরীসৃপগণে আকীর্ণ জন শূন্য অরণ্য মধ্যে অনাথের ন্যায় পদব্রজে কি রূপে গমন করিতেছেন? ॥ ৬ ॥ যে রামচন্দ্র গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসংখ্যকলোক এবং অশ্ব রথ হস্তী প্রভৃতি গমন করিয়া থাকে, সেই সুকোমলাঙ্গ আমার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান রাম কি প্রকারে বনে বনে বিচরণ করিতেছেন? ॥ ৭ ॥ হে সুমন্ত্র! সুকুমারাঙ্গী নিরপরাধিনী বিদেহরাজ-নন্দিনী জানকী রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইয়াছেন, তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া কি রূপে রাম কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম অরণ্য মধ্যে পাদচারে গমনা গমন করিতেছেন? ॥ ৮ ॥ অপরিমিত বলশালী সুকুমার কলেবর আমার প্রিয় সন্তান লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি একান্ত ভক্তিযোগ সহকারে অরণ্যে কি রূপে রামের অনু-গমন করিতেছেন? ॥ ৯ ॥ হে সুমন্ত্র! তোমারই প্রয়োজন সম্পন্ন হই-য়াছে, তুমিই কৃত কৃত্য হইয়াছ, যেহেতু নরনারায়ণের ন্যায় সতত তপস্যাব্রতে দীক্ষিত আমার সেই উভয় সন্তান শ্রীরাম লক্ষ্মণকে তুমি নয়নে দর্শন করিয়া আসিয়াছ ॥ ১০ ॥

কিমাহ রামতেজস্বী কিঞ্চ মাং লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ।
কিমুবাচ চ মাং সাধ্বী সীতা ভর্ত্তৃপরায়ণা ॥ ১১ ॥
আসিতং ভাষিতং ভুক্তমিতঃ প্রভৃতি শংস মে।
অশেষতো যথা বৃত্তং বনং রামস্য গচ্ছতঃ ॥ ১২ ॥
ইতি সূতো নরেন্দ্রেণ চোদিতঃ সজ্জমানয়া।
উবাচ বাচা রাজানং বাষ্পগদ্গদয়া ততঃ ॥ ১৩ ॥
পুরাৎ প্রভৃতি বৃত্তান্তমশেষেণানিবর্ত্তনং।
উক্ত্বা ততঃ পরমিমং রামসন্দেশমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
কৃত্বা তেঽনুদিশং রামঃ প্রণামং সাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।
ইদং মাং সম্পরিষ্বজ্য সন্দিদেশ মহাবলঃ ॥ ১৫ ॥
সূত মদ্বচনাদ্গত্বা সমাসাদ্য নরাধিপং।
শিরসা প্রণিপত্যাগ্রে প্রষ্টব্যঃ কুশলং ততঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।

হে সারথে! সেই তেজস্বী রামচন্দ্র আমাকে আর কি বলিয়াছেন? সুমিত্রা কুমার লক্ষ্মণই বা আমাকে কি বলিয়াছেন? এবং পতি পরায়ণা সাধ্বী সীতাদেবীই বা আমাকে কি কহিয়াছেন? ॥ ১১ ॥ রামচন্দ্র এই অযোধ্যা নগর হইতে গমন করিয়া অবধি কোন্ দিন কোথায় বসিয়াছিলেন, কোথায় কি বলিয়াছেন, কোথায় কি আহার করিয়াছিলেন তাঁহার সমুদয় চরিত আমার নিকট আদ্যোপান্ত বলিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করহ ॥ ১২ ॥ সুমন্ত্রের প্রতি রাজা দশরথ এই আদেশ করিলে পর সারথি বাষ্প গদ্গদ স্বরে কণ্ঠ স্ফুরিত আধ আধ বচনে নৃপতিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ সুমন্ত্র নগর হইতে বহির্গত হইয়া অবধি পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পরিশেষে রামচন্দ্রের নিবেদিত প্রতিসন্দেশ রাজাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ হে ভূপাল! মহাবল পরাক্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র আপনার উদ্দেশে এই দিকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করতঃ এই আদেশ করিলেন ॥ ১৫ ॥ হে সারথে! তুমি এখানে হইতে গমন করিয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে পর অমার বচনানুসারে আদৌ পিতাকে নতমস্তকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ১৬ ॥

পৃষ্ট্বা চ কুশলং সূত বিজ্ঞাপ্যো মে পিতা ত্বয়া।
অনুগ্রহার্থমস্মাকং ন শোচ্যোঽহং ত্বয়েত্যুত ॥ ১৭ ॥
জাতঃ সর্ব্বো হি রাজেন্দ্র ভবিতব্যমুপাশ্নুতে।
অতো ন শোচ্যোঽস্মি বিভো মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ং ॥ ১৮ ॥
মাতরশ্চাপি মে সর্ব্বাঃ প্রষ্টব্যাঃ কুশলং ত্বয়া।
অশেষতঃ সমাসাদ্য প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ১৯ ॥
কৌশল্যা চাপি মে মাতা বিজ্ঞাপ্যা সততং ত্বয়া।
মচ্ছোক কর্ষিতো রাজা ন বাচ্য পরুষং ত্বয়া ॥ ২০ ॥
শাপিতাসি মম প্রাণৈঃ পুনরাগমনেন চ।
দেববৎ পূজনীয়স্তে পিতা ন ইতি চাব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
পরিষ্বজ্য চ বক্তব্যো ভরতো বচনান্মম।
যৌবরাজ্যমবাপ্য ত্বং পূজয়েথা নরাধিপং ॥ ২২ ॥

অনুবাদ।

হে সূত! তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বাদ জিজ্ঞাসার পর আমার বচনানুসারে পিতাকে এই কথা বিজ্ঞাপন করিবে, হে পিত! আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনি মদর্থে কোন শোক করিবেন না॥ ১৭ ॥ হে রাজেন্দ্র! জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই অবশ্যম্ভাবি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে, অতএব হে প্রভো! আপনি যদি আমাদিগের মঙ্গল চিন্তা করেন তাহা হইলে এবিষয়ে আমার উদ্দেশে কদাচ আর শোক করিবেন না॥ ১৮ ॥ হে রাজন! এতদ্ব্যতীত আরও বলিলেন, হে সুমন্ত্র! আমার জননীগণের নিকট গিয়া প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগের সকলের সম্যক্ কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিবে॥ ১৯ ॥ হে সারথে! আমার গর্ভধারিণী কৌশল্যা দেবীকেও এই কথা সর্ব্বদা বিজ্ঞাপন করিবে যে মম পিতা রাজাধিরাজ দশরথ, আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন, অতএব তিনি যেন শোকোন্মত্তা হইয়া পিতাকে কোনরূপে নিষ্ঠুর কথা না বলেন॥ ২০ ॥ জননীর প্রতি আমার জীবিতের শপথ দিয়া বলিবে, যেন তিনি আমার পিতার অনাদর না করেন, কেন না আমাদিগের পিতা দেবতার ন্যায় পূজ্য এবং তাঁহারও পূজনীয় হয়েন॥ ২১ ॥ হে সুত! তুমি আমার বচনানুসারে ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিবে যে হে ভরত! তুমি যৌবরাজ্য লাভ করিয়া মহারাজের পূজাভিবাদন করিবে॥ ২২ ॥

ত্বয়া শুশ্রূষ্যমাণো মাং ন শোচতি যথা নৃপঃ।
মৎস্নেহাদর্হসি তথা কর্ত্তুমিত্যপি নিশ্চয়ং॥ ২৩॥
সমং মাতৃষু সর্ব্বাসু বর্ত্তেথা ইতি চাব্রবীৎ।
ভরতং পৃথিবীপাল পুত্রং তে কেকয়ীসুতং॥ ২৪॥
এবমাদি বচো ধর্ম্ম্যং ব্রুবন্নেব স মাং নৃপ।
বাষ্পবেগোপরুদ্ধাত্মা মুমোচাশ্রূণি তে সুতঃ॥ ২৫॥
ঈষদ্রোষপরীতস্তু সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ।
কেনায়মপরাধেন রাজ্ঞা পুত্রো বিবাসিতঃ॥ ২৬॥
ময়া ভাবস্তবেৎ কিঞ্চিৎ কার্কশ্যাদপ্রিয়ং কৃতং।
আর্য্যস্য তু পরিত্যাগে কারণং নোপলক্ষয়ে॥ ২৭॥
যতঃ প্রব্রাজিতো রামঃ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ।
বরদাননিমিত্তং বা কৃতং তৎ সাধু সর্ব্বথা॥ ২৮॥

অনুবাদ।

তুমি পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে পিতা যেন আর আমার উদ্দেশে কোনরূপে শোক করেন না, তুমি আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া নিশ্চয় ইহাই করিতে যোগ্য হইবে॥ ২৩ ॥ এবং সমুদয় মাতৃগণের প্রতি সমভাব প্রকাশ করিবে। হে ভূপাল! আপনার কৈকেয়ীকুমার ভরত সন্তানকেও রাম এতাদৃক্ প্রিয়ানুশাসন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন॥ ২৪ ॥ ইত্যাদি ধর্ম্মোপদেশ ঘটিত বাক্য প্রদান করিয়া আমাকে ঐ সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীরামচন্দ্রের বাষ্পবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, নেত্র হইতে অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল॥ ২৫ ॥ হে মহারাজ! কেবল লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া এই কথা বলিলেনন, পিতা শ্রীরামের কোন্ অপরাধ নিরীক্ষণ করিয়া গুণনিধান জ্যেষ্ঠ সন্তানকে বনবাসে প্রেরণ করিলেন॥ ২৬ ॥ বোধ হয় আমি কখন রোষপরবশ হইয়া পিতার কিছু অনিষ্টাচরণ করিলেও করিয়া থাকিব, এবং আমাকে বনবাস দিলেও হানি ছিলনা। কিন্তু পিতৃমান্ শ্রীরামকে পরিত্যাগ করিবার কোন কারণই আমি দেখিতে পাই না॥ ২৭ ॥ কেবল কৈকেয়ীর প্রিয় সম্পাদন করিবার নিমিত্ত পিতা শ্রীরামচন্দ্রকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, অথবা বরপ্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা করিয়াছেন? যাহা হউক্ তিনি এ অতিসদ্ব্যবহার করিয়াছেন॥ ২৮।

বিরুদ্ধং ধর্ম্মকীর্ত্তিভ্যাং রাজ্ঞেদং বুদ্ধিলাঘবাৎ ।
অযশস্যং কৃতং মন্যে সৎপুত্রস্য বিবাসনং ॥ ২৯ ॥
মম তাবন্ন তাতেঽদ্য পিতৃস্নেহোঽস্তি কশ্চন ।
পিতা মাতা সুহৃচ্চাদ্য রামো বন্ধুর্গুরুশ্চ মে ॥ ৩০ ॥
লোকপ্রিয়মিদং ত্যক্ত্বা লোকনাথঞ্চ রাঘবং ।
রাজা কিমিব কল্যাণং ভরতাদভিকাঙ্ক্ষতি ॥ ৩১ ॥
আমন্ত্র্য ভরতশ্চৈবং বাচ্যস্তে রাজসন্নিধৌ ।
আমর্ষয়সি চেৎ কাঞ্চিদদ্য রামে প্রতিক্রিয়াং ॥ ৩২ ॥
ততো মাতৃষু সর্ব্বাসু সমতামভ্যুপাগতঃ ।
রাজ্যাভিমানমুৎসৃজ্য বর্ত্তস্বেত্যাদিদেশ মাং ॥ ৩৩ ॥
জানকী তু বিনিঃশ্বস্য বাষ্পচ্ছন্নস্বরা নৃপ ।
ভূতোপসৃষ্টচিত্তেব বীক্ষমাণা সমন্ততঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ।

আমার বোধ হয়, রাজার বুদ্ধির অল্পতা প্রযুক্তই ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও কীর্ত্তি-লোপকর এই অযশস্য কর্ম্ম করিয়া ঈদৃশ সুস্বভাবসম্পন্ন জ্যেষ্ঠসন্তান রামকে বনবাসী করিলেন॥ ২৯ ॥ অতএব হে সূত! অদ্য আমার পিতার প্রতি কোনমতে পিতৃস্নেহ বর্ত্তিতেছে না, যেহেতুক শ্রীরামই পিতা মাতা সুহৃৎ বন্ধু গুরু, রামই আমার সর্ব্ব রক্ষক হয়েন॥ ৩০ ॥ যাবতীয় জনগণের প্রণয়াধার লোক নাথ রঘুনাথকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ ভরত হইতে কি শুভ লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন॥ ৩১ ॥ হে সারথে! তুমি মহারাজের নিকট ভরতকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিবে, যদি তিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তবে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতি নিবৃত্ত করাইবার বিধান করুন্॥ ৩২ ॥ অনন্তর এই কথা বলিবে, যেন তিনি রাজা হইয়াছেন বলিয়া অভিমান না করেন অর্থাৎ সে অভিমান পরিহার পূর্ব্বক মাতৃগণের মধ্যে সকলেরই প্রতি সমান ভাব প্রকাশ করেন হে মহারাজ! তব পুত্র লক্ষ্মণ আমাকে এই সকল আদেশ করিয়াছেন॥ ৩৩ ॥ হে ভূপতে! জনকরাজনন্দিনী কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠস্বর আচ্ছন্ন হইয়া গেল, যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায় চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন আর কিছু বলিলেন না॥ ৩৪ ।

অদৃষ্টপূর্ব্বব্যসনা রাজপুত্রী যশস্বিনী।
পর্য্যশ্রুবদনা দীনা নৈব মাং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥
উদীক্ষমাণা ভর্ত্তারং মুখেন পরিশুষ্যতা।
মুমোচ কেবলং বাষ্পং মাং নিবৃত্তমবেক্ষ্য সা ॥ ৩৬ ॥
স চাপি রামোঽশ্রুমুখঃ কৃতাঞ্জলি
র্ননাম পাদৌ তব শোকবিহ্বলঃ।
তথৈব সীতা রুদতী বরাননা
নৃদেবপাদৌ শিরসা নমস্যতি ॥ ৩৭ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামসন্দেশাখ্যানং
নাম অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ

সেই যশস্বিনী জনকনন্দিনী কখন ঈদৃশ বিপদে পতিতা হন নাই, তিনি সেই সময় দীননয়নে অশ্রুপরিপ্লুতবদনে দণ্ডায়মানা রহিলেন তিনি আমাকে কিছুই বলিলেননা॥ ৩৫ ॥ আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলাম দেখিয়া তাঁহার বদন কমল শুষ্ক হইয়াগেল, তিনি কেবল শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনবরত নেত্রজল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন॥ ৩৬ ॥ শ্রীরামচন্দ্রও অশ্রুমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে শোকে অভিভূত হইয়া আপনার চরণযুগলে প্রণাম করিলেন, বর বর্ণনী জানকীও রোদন করিতে করিতে তদ্রূপ আপনার পদারবিন্দে পুনঃ২ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন॥ ৩৭ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
রাম সন্দেশ কথন নামে অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ সমাপন॥ ৫৮॥

——00——

নবপঞ্চাশৎ সর্গঃ।

ইতি ব্রুবাণং সন্দেশং সুমন্ত্রং মন্ত্রিসত্তমং।
ব্রূহি শেষং পুনরিতি রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ১॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সুমন্ত্রো বাষ্পবিহ্বলঃ।
কথয়ামাস ভূয়োঽপি রামবৃত্তান্তবিস্তরং॥ ২॥
জটাঃ কৃত্বা ততো রাজংশ্চীরবল্কলধারিণৌ।
গঙ্গামুত্তীর্য্য তৌ বীরৌ প্রয়াগাভিমুখৌ গতৌ॥ ৩॥
ততো মম নিবৃত্তস্য তুরগা বাষ্পবিক্লবাঃ।
রামমেবানুপশ্যন্তো হেষমাণা বিচুক্রুশুঃ॥ ৪॥
উভাব্যাং রাজপুত্রাভ্যাং ততঃ কৃত্বাহমঞ্জলিং।
ত্বদ্গৌরবভয়াদ্রাজন্নকামঃ পুনরাগতঃ॥ ৫॥
গুহেন সহ কৃৎস্নং তু তত্রৈব দিবসং স্থিতঃ।
আশয়া যদি রামো মাং পুনরেবাহ্বয়েদিতি॥ ৬॥

অনুবাদ।

মন্ত্রিপ্রধান সুমন্ত্র এই রূপে রামচন্দ্রের কথা রাজা দশরথ সন্নিধানে নিবেদন করিলে পর, পুনর্ব্বার রাজা সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে মন্ত্রিন্! তাহার পরের কথা সকল আদ্যোপান্ত বলহ॥ ১॥ সুমন্ত্র মহারাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া বাষ্প পরিপূর্ণনয়নে গদ্গদ বচনে পুনর্ব্বার বিস্তাররূপে রামবৃত্তান্ত রাজ সন্নিধানে বর্ণন করিতে লাগিলেন॥ ২॥ হে মহারাজ! তাহার পর মস্তকে জটা বন্ধন ও বল্কল পরিধান করতঃ বীরাবতার শ্রীরাম লক্ষ্মণ গঙ্গা পার হইয়া প্রয়াগের অভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ৩॥ তদবলোকনানন্তর আমি যখন তথা হইতে নিবৃত্ত হইলাম, তখন আমার রথে নিয়োজিত অশ্ব সকল কাতর হইয়া সজলনয়নে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত রোদন করিতে লাগিল॥ ৪॥ হে রাজন্! অনন্তর উভয় রাজকুমার প্রতি অঞ্জলি ন্যস্ত করতঃ আমি মহারাজের গৌরব ভয়ে কামনাশূন্য হইয়া তথা হইতে পুনর্ব্বার রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলাম॥ ৫॥ এবং সেই স্থানেই চণ্ডালাধিপতি গুহের সহিত সমস্ত দিবস এই আশায় অবস্থান করিলাম, কি জানি যদি শ্রীরামচন্দ্র আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করেন॥ ৬॥

বিষয়েষু নরব্যাঘ্র রামব্যসনকর্ষিতাঃ।
অপি বৃক্ষাঃ পরিম্লানাঃ সপত্রস্তবকাঙ্কুরাঃ ॥ ৭ ॥
সবাষ্পাঃ সরিতশ্চাসন্ সন্তপ্তকলুষোদকাঃ।
প্রম্লানকুসুমাশ্চাসন্ পদ্মিন্যো বিগতত্বিষঃ ॥ ৮ ॥
ধ্যানৈকতানস্তিমিতা ন বিচেরুর্মৃগদ্বিজাঃ।
আসীচ্চ রামশোকার্ত্তং নিষ্কূজমিব কাননং ॥ ৯ ॥
জলজান্যপি সত্ত্বানি স্থলজান্যপি সর্ব্বশঃ।
স্থানেভ্যঃ স্তম্ভিতানীব স্বেভ্যশ্চেলুর্ন ভূপতে ॥ ১০ ॥
পুরে রাষ্ট্রে চ তে রাজন্ পৌরজানপদে জনে।
তং ন পশ্যাম্যহং কঞ্চিদ্যো ন শোচতি তে সুতং ॥ ১১ ॥
অযোধ্যাং প্রবিশন্তং মাং গর্হয়ন্তি সমন্ততঃ।
পৌরা দুঃখাভিসন্তপ্তা বিনা রামমুপাগতং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে নরাধিপ! শ্রীরামচন্দ্রের বিপদ সন্দর্শনে কেহই আর বিষয়াসক্ত নহে অন্যের কথা কি বলিব আরণ্য বৃক্ষ সকল ও পত্র পুষ্পস্তবক ও অঙ্কুরের সহিত সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ নদী সকল বাষ্পপরিপ্লুত হইয়াছে, তাহারদিগের জলপূর কলুষিত ও উত্তপ্ত হইয়া গিয়াছে, বিকশিত পদ্মিনীরা ম্লান ভাবে শোভাশূন্য হইয়াছে ॥ ৮ ॥ আরণ্যক মৃগকুল ও বিহঙ্গদল, সকলেই নয়ন নিমীলিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের চলাচল শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে, ফলতঃ শ্রীরাম শোকে অরণ্যানী সকল নিস্তব্ধ হইয়াছে ॥ ৯ ॥ হে মহারাজ! শ্রীরামচন্দ্রের বিরহে জলচর ও স্থলচর প্রাণিমাত্রেই চতুর্দ্দিকে আপন আপন স্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে, কেহই স্বস্ব স্থান হইতে প্রচলিত হইতেছে না ॥ ১০ ॥ হে ভূপতে! আপনার রাজ্যে ও নগরে কি জন জনপদ সকলে এমন কোন লোককে আমি দেখিতে পাই না যে তব পুত্র শ্রীরাম বিরহে শোক না করিতেছে? ॥ ১১ ॥ আমি যখন অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিলাম তখন সমস্ত পুরবাসিলোকেরা শ্রীরামচন্দ্র ব্যতিরেকে আমি একা আসিয়াছি দেখিয়া দুঃখে যৎপরোনাস্তি কাতর মনে চারিদিকে ঘেরিয়া আমাকে যথোচিত নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

বিমানরথ্যাপ্রাসাদ গবাক্ষস্থাশ্চ যোষিতঃ ।
রামমুৎসৃজ্য চায়ান্তং দৃষ্ট্বা চুক্রুশুরার্ত্তবৎ ॥ ১৩ ॥
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা দীনাঃ পশ্যন্তো মামুপাগতং ।
হা নৃশংস ক্ব রামস্তে নীত ইত্যপি চাব্রুবন্ ॥ ১৪ ॥
নামিত্রানাং ন মিত্রাণাং নোদাসীনজনস্য চ ।
অহমার্ত্ততয়া কঞ্চিদ্বিশেষং নোপলক্ষয়ে ॥ ১৫ ॥
দীনাতুরার্ত্তপুরুষা প্রম্লানোপবনদ্রুমা ।
পরিদেবিতার্ত্তস্বরা রুদিতস্বননাদিতা ॥ ১৬ ॥
নিরানন্দা নিরুৎসাহা নির্ব্বষট্কারমঙ্গলা ।
রামপ্রবাসনার্ত্তেয়ং পুরী তে ন বিরাজতে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ।

রথে পথে অট্টালিকা হর্ম্ম্যপ্রাসাদ বাতায়নস্থিত স্ত্রীলোক মাত্রেই আমার রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া আমি আগমন করিতেছি দেখিয়া আমাকে অতিকাতরস্বরে চীৎকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ আমি যখন পুরীমধ্যে আগমন করি তখন পুরবাসিনী বনিতাগণেরা আমাকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীনভাবে সমাগত দেখিয়া সকলে এই কথা বলিতে লাগিল, রে নিষ্ঠুর প্রকৃতে! অরে সারথে! তুমি আমাদিগের নয়নরঞ্জন কৌশল্যার জীবনধন রামকে কোথায় লইয়া গেলে ॥ ১৪ ॥ হে মহারাজ! কি শত্রুপক্ষ কি মিত্রগণ কি উদাসীন অভ্যাগত লোক সকলেই রামবিচ্ছেদে সমান কাতর, আমি তাহাদিগের মধ্যে কাহারও কোন বিশেষ ভাব উপলব্ধি করিতে পারিলাম না ॥ ১৫ ॥ এই অযোধ্যা নগর শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে যথোচিত কাতরা হইয়া রহিয়াছে, ইহার আর কোন শোভাই নাই, এখানে পুরুষেরা দীনবেশে আতুর দশায় কাতরতা প্রকাশ করিতেছে, উদ্যানের পাদপ সকল ম্লান হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্র সকাতর হাহাকার রব শ্রবণগোচর হইতেছে, চারিদিক কেবল রোদন ধ্বনিতেই পরিপূর্ণ হইতেছে, কাহারই আনন্দ নাই, কাহারই কোন বিষয়ে উৎসাহ দেখিতে পাই না, কোথাও স্বাহা বা বষট্কারাদি মঙ্গল শব্দ উচ্চরিত হইতেছে না, এবম্ভূত জনগণে পরিপূর্ণা তোমার অযোধ্যাপুরী স্বীয় শোভা পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥ ২৭ ॥

ইত্যেবমাদি করুণং সুমন্ত্রবচনং নৃপঃ।
শ্রুত্বোবাচ ততো দীনো বাষ্পবিক্লববাগিদং ॥ ১৮ ॥
মিথ্যোপচারাৎ কৈকেয্যা বঞ্চিতেন কথং ময়া।
ন মন্ত্রিতং বিমূঢ়েন ধর্ম্মজ্ঞৈর্গুরুভিঃ সহ ॥ ১৯ ॥
কেনাহং মোহিতঃ পাপো যন্ময়া সহ মন্ত্রিভিঃ।
অসম্মন্ত্র্য বিমূঢ়েন সহসা সাহসং কৃতং ॥ ২০ ॥
ভবিতব্যং তথা তেন রামেণামিততেজসা।
ময়া তু তাবদশিবং প্রাপ্তং তদ্বিপ্রবাসনাৎ ॥ ২১ ॥
ইদানীমপি স্বতাশু গত্বা রামং নিবর্ত্তয়।
ন হি শক্যাম্যৃতে তস্মাজ্জীবিতুং দৈবমোহিতঃ ॥ ২২ ॥
গতাগতেন বা কালো দীর্ঘ এবং ভবিষ্যতি।
মামেব রথমারোপ্য ক্ষিপ্রং রামং প্রদর্শয় ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ সুমন্ত্র সারথির মুখে এই সকল সকরুণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অনন্তর দুনমনে বাষ্পাকণ্ঠে অস্ফুটবচনে তাহাকে এই কথা বলিলেন॥ ১৮ ॥ রে সুমন্ত্র! আমি কৈকেয়ীর বৃথা চতুরতায় বঞ্চিত হইলাম, আমার বুদ্ধি বিবেচনা সকল একেবারে লোপ হইয়া গেল, আমি বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ গুরুদিগের সহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত এ বিষয়ের কোন মন্ত্রণাও করিলাম না॥ ১৯ ॥ আমি অতি দুষ্কৃতকারী, আমি কি নিমিত্ত মোহিত হইয়া মন্ত্রিদিগের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া হঠাৎ বিমুগ্ধ হইয়া এমন অসম সাহসের কর্ম্ম করিলাম॥ ২০ ॥ আমি বুঝিলাম হে সুমন্ত্র! ভবিতব্যই সকলের মূল, তন্নিমিত্তই অসীম তেজঃসম্পন্ন রামচন্দ্র বনবাসী হইলেন, তাঁহাকে বনবাস দিয়া আমিও যাবৎকাল থাকিব রামবিবাসন জন্য তাবৎকাল সুমহান্ অমঙ্গল প্রাপ্ত হইব॥ ২১ ॥ হে সারথে! যাহা হউক এক্ষণে তুমি অতি সত্বর গমন করিয়া বন হইতে রামচন্দ্রকে নিবৃত্ত কর, যেহেতু সেই প্রিয় সন্তান ব্যতীরেকে দৈব বিড়ম্বিত হইয়া কোনমতেই প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইব না॥ ২২ ॥ কিন্তু তাহাও মনে করি যে তুমি রামের ও আমার নিকট যাতায়াত করিতে গেলে অনেক দিন গত হইবে, আমি তত বিলম্ব সহ্য করিতে আর পারি না, অতএব তুমি আমাকে রথে করিয়া শীঘ্র লইয়া গিয়া শ্রীরামকে দর্শন করাও॥ ২৩ ॥

সিংহস্কন্ধো মহাবাহুঃ ক্বাসৌ লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
যদি জীবতি সাধ্বেনং পশ্যেয়ং সহ সীতয়া ॥ ২৪ ॥
পূর্ণেন্দু কান্তবদন শ্চারুপদ্মদলেক্ষণং।
যদি রামং ন পশ্যামি যাস্যামি যমসাদনং ॥ ২৫ ॥
সুমন্ত্র যদি তে কিঞ্চিন্ময়া পূর্ব্বং কৃতং প্রিয়ং।
ততঃ প্রাপয় মাং রামং প্রাণা হি ত্বরয়ন্তি মাং ॥ ২৬ ॥
রামপ্রবাসসলিলে বাষ্পশোকোর্ম্মিমালিনি।
অগাধব্যসনে মগ্নো ঘোরেঽহং শোকসাগরে ॥ ২৭ ॥
ইষ্টপুত্রবিযোগার্ত্তিদুঃখিতেন গতাযুষা।
ময়ায়ং জীবতা সূত দুস্তরঃ শোকসাগরঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ

যদি এই অভাগ্যের সাধু জীবিত থাকে, তবে সিংহস্কন্ধ আজানুলম্বিত বাহু লক্ষ্মণের অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র জানকীর সহিত কোথায় কিরূপে কালাতিপাত করিতেছেন, একবার দেখিয়া জীবন সফল করিব ॥ ২৪ ॥ যাঁহার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয় মুখমণ্ডল, ও মনোহর পঙ্কজদলের ন্যায় নয়ন যুগল, সেই প্রাণসমান রামচন্দ্রকে যদি দেখিতে না পাই, তবে নিঃসন্দেহ আমি যমালয়ে গমন করিব ॥ ২৫ ॥ হে সুমন্ত্র! যদি আমি পূর্ব্বে কখন তোমার কিঞ্চিৎ প্রিয়াচরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাকে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া চল, যেহেতু আমার প্রাণ অতিশয় চঞ্চল হইয়া আমাকে ত্বরা করিতেছে ॥ ২৬ ॥ হে সারথে! আমি ভয়ানক শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, রামচন্দ্রের বনবাসই এ সাগরের জল, বাষ্প শোক ইহার উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা, এবং রামবিবাসন দুঃখই ইহার অগাধতা হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২৭ ॥ হে সূত! প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তান বিয়োগ জনিত দুঃখে আমি বিগতায়ু হইয়াছি, অতএব আমি যে জীবিত থাকিয়া এই দুস্তর শোকসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব কোনমতেই বোধ হইতেছে না ॥ ২৮ ॥

হা রাম রামানুজ হা হা বৈদেহি পতিব্রতে।
ন মাং জানীত দুঃখার্ত্তং ম্রিয়মাণমনাথবৎ ॥ ২৯ ॥
কো ন্বস্তি দুঃখিততরো ময়া দুষ্কৃতকর্ম্মণা।
যোঽহমন্তর্গতপ্রাণো নৈব দ্রক্ষ্যামি রাঘবং ॥ ৩০ ॥
ইতি স্ম রাজা করুণং মহাযশা বিলপ্য দুঃখোপহতেন চেতসা।
গতাসুকল্পঃ সহসৈব মূর্চ্ছিতঃ পপাত ভূয়োঽপি নৃপাসনাত্ততঃ ॥ ৩১ ॥
ইতি বিলপতি পার্থিবে বিমূঢ়ে ভৃশকরুণং পতিতে পুনর্ধরণ্যাং।
ভৃশতরমতিদুঃখশোকসন্না করুণতরং বিললাপ রামমাতা ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথপ্রলাপো নাম
নবপঞ্চাশৎ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ।

হা শ্রীরামচন্দ্র! হা রামানুজ লক্ষ্মণ! হা পতিপ্রাণা বিদেহনন্দিনি সীতে! আমি যে এমন দুঃখিত হইয়াছি, আমি যে এমন ম্রিয়মাণ হইয়াছি, আমি যে এমন অনাথ হইয়াছি, তোমরা আমার এ দুঃখ জানিতেছ না॥ ২৯ ॥ হে রে সুমন্ত্র! আমি এমনি দুর্ভাগা, আমা অপেক্ষা দুঃখিততর আর জগতে কে আছে? আমার মত দুষ্কৃতকর্ম্মাই বা কে আছে? যেহেতু আমি মনের একান্ত সমাধি করিয়াও অন্তর্গত প্রিয় প্রাণসম রামচন্দ্রকে আর দেখিতে পাইব না॥ ৩০ ॥ অনন্তর মহাযশস্বী রাজা দশরথ এই রূপে সকরুণ বিলাপ করিতে করিতে দুঃখ দগ্ধমনে মুমুর্ষের ন্যায় সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন, এবং সিংহাসন হইতে পুনর্ব্বার ভূমিতে পড়িয়া গেলেন॥ ৩১ ॥ রাজা দশরথ এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে যথোচিত করুণারসে দ্রবীভূতের ন্যায় অচেতন হইয়া পুনর্ব্বার ধরাতলে নিপতিত হইলেন, তদ্দৃষ্টে শ্রীরামজননী কৌশল্যা দেবী অতিশয় দুঃখে অবসন্না হইয়া সকরুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৩২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথের বিলাপ নামে নবপঞ্চাশৎ সর্গ সমাপন॥ ৫৯ ॥

—oo—

ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সা তু ভূতোপসৃষ্টেব গতসত্ত্বেব চ স্বয়ং।
বিললাপাতুরা দেবী কৌশল্যা পতিতা ক্ষিতৌ॥ ১॥
নয় মামপি তত্রাশু যত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
সুমন্ত্র ন হি রামেণ বিনা জীবিতুমুৎসহে॥ ২॥
তদ্যোজয় রথং সাধু নয় মামপি কাননং।
অথ মাং ন নয়স্যাশু গমিষ্যামি যমক্ষয়ং॥ ৩॥
বাষ্পোপরুদ্ধয়া বাচা ততস্তাং সজ্জমানয়া।
বাক্যমাশ্বাসয়ন্ দেবীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ৪॥
ত্যক্তুমর্হসি কল্যাণি শোকং পুত্রবিয়োগজং।
তত্রাপি হি সুখী রামো রংস্যতে দেবি নির্বৃতঃ॥ ৫॥
লক্ষ্মণো হ্যস্য তেজস্বী পাদৌ পরিচরন্ বনে।
বসতীতঃ পরং লোকমর্জ্জয়ন্ ধর্ম্মনির্জ্জিতং॥ ৬॥

অনুবাদ।

কৌশল্যা দেবী ভূতগ্রস্তার ন্যায় অচেতনা হইয়া ভূমিতে নিপতিতা হইলেন, এবং অতি কাতরা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ১॥ শোকসন্তপ্তা কৌশল্যা সুমন্ত্রকে বলিতেছেন, হে সুমন্ত্র! যেখানে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছেন, অতি সত্বর আমাকেও তথায় তুমি লইয়া চলহ, কেননা শ্রীরাম ব্যতিরেকে এক ক্ষণও জীবিত থাকিতে আমার উৎসাহ হয় না॥ ২॥ অতএব তুমি অতি দ্রুতগামি রথ শীঘ্র সজ্জিত করিয়া আমাকে অরণ্যমধ্যে লইয়া চল, যদি তুমি আমাকে না লইয়া যাও তাহা হইলে আমি নিশ্চয় যমালয়ে গমন করিব॥ ৩॥ দেবীবাক্য শ্রবণে সুমন্ত্র শোকবেগে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অস্ফুট সর্জ্জিতবাক্যে কৌশল্যাদেবীকে আশ্বাসিত করতঃ প্রাঞ্জলি হস্তে বলিতে লাগিলেন॥ ৪॥ হে কল্যাণি কৌশল্যা দেবি! আপনি সন্তানবিরহজাত শোক বেগ সম্বরণ করুন্ কেননা আপনার সন্তান শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যমধ্যে ও নির্বৃতচিত্তে সুখে ক্রীড়ায় কালাতিপাত করিতেছেন॥ ৫॥ যেহেতু তাঁহার অনুজভ্রাতা তেজস্বী লক্ষ্মণ বনমধ্যে রঘুনাথের পাদপদ্মের পরিচর্য্যা করতঃ ধর্ম্মদ্বারা আসাদিত উৎকৃষ্ট লোক অর্জন করিয়া এখান অপেক্ষাও সুখেবাস করিতেছেন॥ ৬॥

বিজনেঽপি বনে সীতা ভর্ত্তৃবাহ্বব্যপাশ্রয়া।
দেবি স্বর্গোপমং বাসং সহ রামেণ বৎস্যতি ॥ ৭ ॥
নাস্যা দৈন্যং বিষাদং বা সুসূক্ষ্মমপি লক্ষয়ে।
গৃহে যথোচিতো বাসো বৈদেহ্যাঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৮ ॥
নগরোপবনে রম্যে যথারমত সা পুরা।
বিজনেঽপি তথারণ্যে রংস্যতে দেবি মা শুচঃ ॥ ৯ ॥
বৈদেহী সহ রামেণ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
অতুলাং বিন্দতি প্রীতিং ন তাং শোচিতুমর্হসি ॥ ১০ ॥
তদ্গতং হৃদয়ং যস্যাস্তদধীনঞ্চ জীবিতং।
অযোধ্যাপি ভবেৎ তস্যা রামেণ রহিতাটবী ॥ ১১ ॥
পথি পৃচ্ছতি বৈদেহী গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ।
রামং কমলপত্রাক্ষং সরাংসি সরিতস্তথা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

জানকী দেবী নির্জ্জন বন মধ্যে প্রাণপতি রঘুনাথের ভুজযুগল সমাশ্রয় করিয়া তাঁহার সহিত স্বর্গ সমান বাসস্থান জ্ঞানে নিরাপদে বনে বাস করিতেছেন ॥ ৭ ॥ আমি বন মধ্যে জানকীর খেদ কি বিষাদ এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারি নাই, আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে বিদেহ নন্দিনী যেমন গৃহে বাস করিতেন তাহার অপেক্ষায়ও তথা সুখে আছেন ॥ ৮ ॥ সীতা দেবী পূর্ব্বে যেমন মনোহর নগরীয় উপবনে বিহার সুখে কালাতিপাত করিতেন, এক্ষণে নির্জ্জন অরণ্য মধ্যেও সেই রূপ ক্রীড়া করিতেছেন। হে দেবি তজ্জন্য আপনি কোন শোক করিবেন না ॥ ৯ ॥ পূর্ণচন্দ্রবদনা বিদেহনন্দিনী সীতাদেবী অরণ্য মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সহবাস লাভে অসীম প্রীতি প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহার জন্য আপনার কোনমতে শোক করিতে হইবে না ॥ ১০ ॥ যেহেতু সীতার মন ও জীবন একান্ত শ্রীরামের অধীন, সুতরাং শ্রীরামবিরহিত অযোধ্যানগরীও তাঁহার পক্ষে অরণ্যানী, রামসহিত অরণ্যও তাঁহার অযোধ্যা হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥ বিদেহনন্দিনী পথিমধ্যে যাইতে যাইতে পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্রকে এ কোন গ্রাম? এ কোন নগর? এ সরোবরের নাম কি? এ কোন্ নদী? এই সমুদয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইতেছেন ॥ ১২ ॥

রামলক্ষ্মণযোর্ম্মধ্যে সীতা রাজতি তে স্নুষা।
বিষ্ণুবাসবয়োর্ম্মধ্যে পদ্মা শ্রীরিব রূপিণী॥ ১৩।
ন চাধ্বশ্রমসন্তাপদুঃখৈরপ্যাতপেন চ।
ম্লানিং গচ্ছতি বৈদেহ্যাঃ স্বভাবপ্রভবং বপুঃ॥ ১৪॥
সদৃশং শতপত্রস্য পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতি।
বদনং কান্তমার্ত্তায়া বৈদেহ্যা ন বিলুপ্যতে॥ ১৫॥
প্রকৃত্যা লক্তকরস প্রখ্যৌ তদ্রসবর্জ্জিতৌ।
তথৈব রেজতুস্তস্যাশ্চরণৌ পদ্মবর্চ্চসৌ॥ ১৬॥
নূপুরাশিঞ্জিচরণা খেলং গচ্ছতি মৈথিলী।
ভর্ত্তারমনুগচ্ছন্তী বিষ্ণুং শ্রীরিব রূপিণী॥ ১৭॥
সিংহং বনে গজং প্রেক্ষ্য ব্যাঘ্রঞ্চাপি তু মৈথিলী।
সা নৈবোদ্বিজতে যান্তী ভর্ত্তৃবীর্য্যবলাশ্রয়াৎ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

হে মাতঃ! বিষ্ণু ও ইন্দ্রের মধ্যস্থলে শ্রীমতী কমলা দেবী যেরূপ শোভিতা হয়েন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সুরূপ সম্পন্না আপনার বধূ সীতাদেবীও সেইরূপ শোভা পাইতেছেন॥ ১৩॥ হে রাজ মহিষি! আপনার পুত্রবধূ বিদেহ-রাজকুমারী তাঁহার স্বভাব সম্ভূত শরীর অর্থাৎ সহ্য গুণবিশিষ্ট দেহ, পথশ্রম জন্য তন্তাপ দুঃখে এবং মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তাপে তল্লাবণ্যকে ম্লান করিতে পারে না, তিনিও তাহাতে গ্লানি বোধ করেন না॥ ১৪॥ অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও জানকীর সেই বিকচ কমলসদৃশ এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলের কিছু মাত্র শোভা বিলুপ্ত হয় নাই॥ ১৫॥ স্বাভাবিক অলক্ত রসের ন্যায় লোহিত, অথচ অলক্তক রস শূন্য বিকসিত রক্তপদ্মের ন্যায় জানকীর চরণযুগল সততই শোভা পাইতেছে॥ ১৬॥ যখন খেল গতিদ্বারা সুরূপ সম্পন্ন মিথিলাধি রাজ তনয়া শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করেন, তখন তাঁহার চরণকমলে মঞ্জীরের সুমধুর ধ্বনি হইতে থাকে, তাহাতে নারায়ণের অনুগতা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহাকে জ্ঞান হয়॥ ১৭॥ জনক দুহিতা স্বামী রঘুনাথের বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়া বনে সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু নিরীক্ষণ করিয়া ও তাঁহার মনে কিছু মাত্র ভয় বা উদ্বেগ জন্মে না॥ ১৮॥

যথৈব রামঃ পুত্ত্রস্তে লক্ষ্মণশ্চৈব বীর্য্যবান্।
তথৈবোদারবপুষৌ ন গ্লানিমধিগচ্ছতঃ॥ ১৯॥
পরস্পরপ্রিয়হিতং কুর্ব্বাণৌ প্রিয়বাদিনৌ।
ন পিতুর্নৈব মাতুশ্চ নান্যস্থ স্মরতো বনে॥ ২০॥
ন তে শোচ্যাস্ত্বয়া দেবি পরস্পরহিতে রতাঃ।
ইদং হি চরিতং তেষাং খ্যাতিং লোকেষু যাস্যতি॥ ২১॥
বিহায় শোকং পরিগৃহ্য মানসং মহর্ষিকল্পস্তপসি ব্যবস্থিতঃ।
বনে রতো মেধ্যফলাশনঃ স তে সুতো মহাত্মা কুরুতে মহত্তপঃ॥ ২২॥
তথা সুমন্ত্রেণ হিতার্থবাদিনা নিবার্য্যমাণাপি সতী সুতপ্রিয়া।
ন বিপ্রলাপাদ্বিররাম দুঃখিতা নরেন্দ্রপত্নী প্রিয়পুত্ত্রলালসা॥ ২৩॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাসমাশ্বাসনং
নাম ষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬০॥

অনুবাদ।

যেমন আপনার সন্তান শ্রীরামচন্দ্র, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও তদ্রূপ মহদ্বলসম্পন্ন ও বীর্য্যবান হয়েন, তাঁহাদিগের উভয়েরি শরীর অত্যন্ত দ্রঢ়িষ্ঠ অতএব তাঁহারা কখন দুঃখে ম্লান হয়েন না॥ ১৯ ॥ পরস্পর প্রিয়বাদী শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও অরণ্য মধ্যে পরস্পর উভয়ে উভয়েরই প্রিয় ও হিতকার্য্যসাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি পিতা কি মাতা কি অন্যান্য বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ প্রভৃতি কাহাকেই মনে করেন না ॥ ২০ ॥ হে রাজমহিষি! তাঁহারা পরস্পরের হিত সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন অতএব তাঁহাদিগের জন্য আপনাকে কোন শোক করিতে হইবে না, তাঁহাদিগের এই শুভ চরিত সকল লোক সমাজে বিশেষ রূপ খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে॥ ২১ ॥ আপনার সন্তান মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র কাননমধ্যে শোক পরিহার পূর্ব্বক অন্তঃকরণ বশীভূত করিয়া ঋষিদিগের ন্যায় তপোধর্ম্মে মনো নিবেশ করিয়াছেন, বনজাত পবিত্র ফল মূল ভোজনে রত হইয়া মহৎ তপস্যা সম্পাদন করিতেছেন॥ ২২ ॥ পতিপরায়ণা প্রিয়পুত্রা রাজমহিষী কৌশল্যা দেবী হিতোপদেষ্টা সুমন্ত্র কর্ত্তৃক এই প্রকার নিবারিতা হইলেও প্রিয় সন্তানলালসা দেবী তথাপি পুত্রশোকে দুঃখিতা হইয়া রোদন হইতে নিবৃত্তা হইলেন না, বরং আরও অধিকরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২৩ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
কৌশল্যা সমাশ্বাসন নামে ষষ্টিতম সর্গ সমাপন॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

প্রত্যাশ্বস্তা তু রাজানমুত্থাপ্য ভৃশদুঃখিতং।
কৌশল্যাশ্বাসয়ামাস শয়নে শোকলালসং॥ ১॥
তত এনং প্রমার্জ্জন্তী বীজয়ন্তী চ মূর্চ্ছিতং।
ভূয়ঃ প্রত্যাগতপ্রাণমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২॥
যদিদং ত্রিষু লোকেষু প্রথিতং তে মহদ্যশঃ।
পুত্রপ্রব্রাজনাৎ তৎ তে প্রনষ্টমিব লক্ষয়ে॥ ৩॥
কো হি নাম প্রিয়ং পুত্রং ত্যজেদনপকারিণং।
প্রতিশ্রুত্য সতাং মধ্যে যৌবরাজ্যাভিষেচনং॥ ৪॥
দাতব্যো যদি বাবশ্যং প্রিয়ায়ৈ তে বরঃ প্রভো।
কিমর্থং তে প্রতিজ্ঞাতং রামস্যাপ্যভিষেচনং॥ ৫॥
অনৃতাদ্যদি বা ভীতঃ প্রব্রাজয়সি মে সুতং।
প্রতিজ্ঞায়াভিষেক্তাস্মি ত্বত্তামিত্যুপমন্ত্রিতং॥ ৬॥

অনুবাদ।

কৌশল্যাদেবী এই রূপে আশ্বাসিতা হইয়া শোকাকুল শয্যায় বিলুণ্ঠমান ও অতিশয় কাতর তর নৃপবরকে শয্যা হইতে উত্থাপিত করিয়া আশ্বাস করিতে লাগিলেন॥ ১॥ অনন্তর রাজ মহিষী মূর্চ্ছিত মহারাজের নয়নের জল দ্বারা মার্জ্জন ও তাঁহাকে ব্যজন সঞ্চালন করিয়া যখন দেখিলেন নৃপতি পুনর্ব্বার চেতন প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ২॥ হে মহারাজ! সত্য প্রতিপালন জন্য সন্তানকে বনে প্রেরণ করিয়া ত্রিলোক বিখ্যাত যে মহদ্যশ পুত্র পরিত্যাগ জন্য তোমার সেই যশ প্রণষ্টপ্রায় দেখিতেছি॥ ৩॥ হে রাজন্! প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ সন্তানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব ইহা সাধু সমাজে অঙ্গীকার করিয়া পুনর্ব্বার অকারণে কে তাহাকে বনে পরিত্যাগ করিতে পারে? তাহারই বা নাম কি?॥ ৪॥ হে প্রভো! যদি আপনি আপনার প্রেয়সীকে অবশ্যই বর প্রদান করিবেন পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন, তবে কি জন্য আবার রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন॥ ৫॥ যদি আপনি মিথ্যা কথাকে ভয় করিয়া আমার সন্তান রামকে বনে প্রেরণ করিলেন, তবে কল্য তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক্তা আমি হইলাম ইহা বলিয়া রামচন্দ্রকে কেন আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন॥ ৬॥

স্ত্রীহেতোঃ কামবশত্বাদ্বৃদ্ধঃ সন্নজিতেন্দ্রিয়ঃ।
পশ্যোভয়ং বিচার্য্যৈতৎ তথাপ্যনৃতবাগসি ॥ ৭ ॥
ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সত্যবাক্ প্রথিতঃ ক্ষিতৌ।
তত্র ত্বয়া যৌবরাজ্যং প্রতিজ্ঞায়ানৃতং কৃতং ॥ ৮ ॥
শ্লোকশ্চায়ং মহারাজ পৌরাণঃ প্রথিতঃ ক্ষিতৌ।
সত্যং পুরা তুল্যতয়া স্বয়ং গীতঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৯ ॥
অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
তুলয়িত্বা তু পশ্যামি সত্যমেবাতিরিচ্যতে ॥ ১০ ॥
জীবিতেনাপ্যতঃ সত্যং ভুবি রক্ষন্তি সাধবঃ।
ন হি সত্যাৎপরো ধর্ম্ম স্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ১১ ॥
সত্যাৎ সোমঃ সমভবৎ সোমাদ্ব্রহ্ম ততোঽমৃতং।
অদ্ভ্যোঽগ্নিরগ্নেঃ পৃথিবী ভূমের্ভূতানি জজ্ঞিরে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনি বৃদ্ধ হইয়াও কামের এতাদৃক বশ, যেহেতু তন্নিমিত্ত নবীনা যুবতী স্ত্রী কৈকেয়ীর অনুরোধে উভয়মতেই মিথ্যাবাদী হইলেন, ইহা আপনি বিচার করিয়া দেখুন্ না। কেন, রামকে বনে প্রেরণ করা ও না করা এই উভয় কার্য্যই আপনার সত্যধর্ম্মের বিপরীত হইল ॥ ৭ ॥ এই ইক্ষ্বাকু বংশ সত্যবাদী বলিয়া পৃথিবীতে চিরকাল সুবিখ্যাত রহিয়াছে, আপনি সেই বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন, অগ্রে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন সেই বাক্যকে মিথ্যা করিলেন ॥ ৮ ॥ হে মহারাজ! পুরাতন এই শ্লোক পৃথিবীতে বিখ্যাত রহিয়াছে, যে পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু সত্যের পরিমাণ করিবার সময় স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন ॥ ৯ ॥ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও সত্য এই উভয় তুলে ধৃত করতঃ তুলনা করিয়া দেখিলাম সত্যের ভারই অধিক হইল ॥ ১০ ॥ এই নিমিত্ত সাধু লোকেরা প্রাণ অপেক্ষাও সত্য রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া থাকেন, যে হেতু ত্রিলোকের মধ্যে সত্য হইতে প্রধান ধর্ম্ম আরনাই ॥ ১১ ॥ সত্য হইতে সোম সম্ভূত হইয়াছেন সোম হইতে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে জল, জল হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে অন্যান্য ভূতগণ জন্মিয়াছে ॥ ২২ ॥

সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যেনাপ্যায়তে শশী।
সত্যেনামৃতমুদ্ভূতং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ১৩॥
বৃষশ্চতুষ্পাদ্ভগবান্ ধর্ম্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী সত্যেনৈব ধৃতান্যুত॥ ১৪॥
সত্যেনৈকেন যাঁল্লোকান্ যান্তি সত্যব্রতা নরাঃ।
ন যান্তি তাননৃতিকা ইষ্ট্বা ক্রতুশতৈরপি॥ ১৫॥
সত্যপ্রতিজ্ঞা নৃপতে রাজানঃ সত্যবাদিনঃ।
পথিভিস্তেন গন্তব্যং তৈর্গতা যৈঃ পিতামহাঃ॥ ১৬॥
দ্বাবেব কথিতৌ সদ্ভিঃ পন্থানৌ বদতাং বর।
অহিংসা চৈব সত্যঞ্চ যত্র ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ১৭॥
তদিদং রক্ষিতং সদ্ভিঃ সত্যমুৎসাদিতং ত্বয়া।
ধর্ম্মঞ্চৈতং সমাস্থায় স্বঞ্চেবোন্মথিতং যশঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

সত্যের প্রভাবে সূর্য্য তাপ দিতেছেন, সত্যের প্রভাবে চন্দ্র প্রজা আপ্যায়িত করিতেছেন, সত্যের প্রভাবে অমৃত উদ্ভূত হইয়াছে, সত্যপ্রভাবেই লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে॥ ১৩॥ সত্যে ভগবান ধর্ম্ম চতুষ্পাদ বৃষভরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সত্যের প্রভাবেই স্বর্গ আকাশ পৃথিবী সমুদয় ধৃত হইয়াছে॥ ১৪॥ সত্যব্রত পরায়ণ লোকেরা এই মাত্র সত্যের প্রভাবে যে সকল পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়েন, অসত্যবাদী লোকেরা শত শত যাগ যজ্ঞ করিয়াও তাহাতে গমন করিতে পারে না॥ ১৫॥ হে মহারাজ! রাজারা সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদীই হইয়া থাকেন, সেই পথে আপনার গমন করা উচিত যে পথে আপনার পূর্ব্ব পুরুষেরা গমন করিয়াছেন॥ ১৬॥ হে শুভম্বদ! সাধুরা দুইটি ধর্ম্মের পথ বলিয়া দিয়াছেন তন্মধ্যে এক অহিংসা, দ্বিতীয় সত্য, যাহাতে ধর্ম্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন॥ ১৭॥ সাধুগণেরা সত্যকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি তাহার উচ্ছেদ করিলেন, এই সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে আপনারই যশঃ উন্মথিত হইত অর্থাৎ যশোমন্থনে উৎকৃষ্ট সার ধর্ম্ম উদ্ভূত হইতেন॥ ১৮॥

বাতিগন্ধঃ সুমনসাং প্রতিবাতং কথঞ্চন।
ধর্ম্মজস্তু মনুষ্যাণাং বাতিগন্ধঃসমন্ততঃ ॥ ১৯ ॥
চন্দনানাং মহার্হাণামগুরূণাং তথা প্রভো।
ন চ স্থায়ী চিরং গন্ধো যথা কীর্ত্তিময়ো নৃণাং ॥ ২০ ॥
স তবায়ং গুণহরো গন্ধো লোকে চরিষ্যতি।
অশুভস্যাস্য মহতঃ কর্ম্মণঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ২১ ॥
ইত্থং মন্যে সুমহতী ভ্রূণহত্যা ত্বয়া কৃতা।
প্রিয়ায়ৈ বসুধা দত্ত্বা রামঃ প্রব্রাজিতো বনং ॥ ২২ ॥
দিষ্ট্যা ন যাচিতস্ত্বেবং রাঘবো বধ্যতামিতি।
ন হ্যেতদপি কৈকেয্যা দুর্লভং ত্বয়ি ধার্ম্মিকে ॥ ২৩ ॥
অনদ্ভুতমিদং লোকে যদ্বদ্ধা বলবত্তরৈঃ।
ঈশ্বরৈর্দুর্ব্বলঃ কৃষ্যঃ ক্রতৌ পশুরিবাবলঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হে রাজন্! পুষ্পের গন্ধ প্রতিবাতে কোন রূপে কিঞ্চিৎ কোনদিকে প্রসৃত হয়, কিন্তু মনুষ্যদিগের ধর্ম্মেরগন্ধ একেবারে চারিদিককে আমোদিত করে॥ ১৯॥ হে প্রভো মহার্হ! চন্দনের গন্ধ কিম্বা অগুরুকাষ্ঠের গন্ধ, কোনমতেই চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু মনুষ্যদিগের কীর্ত্তিময় সত্যের যে গন্ধ সেই গন্ধই চিরস্থায়ী হয়॥ ২০ ॥ হে মহারাজ! আপনার গুণ নাশক এই মহৎ অশুভ কর্ম্মের গন্ধ চিরকাল লোকে সুবিখ্যাত হইয়া থাকিবেক॥ ২১ । অনুমান করি আপনার এ এক সুমহতী ভ্রূণ হত্যা করা হইয়াছে, কেন না আপনি পত্নীকে সাম্রাজ্য প্রদান করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে অরণ্যে প্রেরণ করিলেন॥ ২২ ॥ আমার ভাগ্যক্রমে কৈকেয়ী আপনার নিকট রামচন্দ্রকে বধকর বলিয়া প্রার্থনা করে নাই, আপনি এমনি ধার্ম্মিক বোধ হয় যে তাহা প্রার্থনা করিলেও রামকে বধ করা আপনার পক্ষে কঠিন কর্ম্ম হইত না॥ ২৩ ॥ ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে এই জগতে সমধিক বলবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক দুর্ব্বল ব্যক্তি যজ্ঞে আকৃষ্ট পশুর ন্যায় কৃষ্যমাণ হয়॥ ২৪ ॥

দৃশ্যন্তে হি নরা লোকেঽবলবন্তো বলাধিকৈঃ।
আক্রম্যমাণা বিজনে সিংহৈরিব মহাদ্বিপাঃ ॥ ২৫ ॥
স মে সুতশ্চ শক্তোঽপি ধর্ম্মং প্রতি সুদুর্ব্বলঃ।
অতঃ স্বকামানুৎসৃজ্য মাঞ্চ ত্যক্ত্বা বনং গতঃ ॥ ২৬ ॥
কিং বা মে ত্বামুপালভ্য রাজন্ পরুষয়া গিরা।
পরস্য কৃত্বা কিং মন্যু মাত্মভাগ্যেষ্বসাধুষু ॥ ২৭ ॥
অনুনীতাস্মি রামেণ গচ্ছতা বহুবিস্তরং।
ন মে বাচ্যঃ পিতা কিঞ্চিদ্ভবত্যেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥
ন মদর্থং ত্বয়া মাতর্বাচ্যো রূক্ষং পিতা মম।
বাগ্‌ভিরুদ্বেজনীয়াভি রিতি মাং রাঘবোঽন্বশাৎ ॥ ২৯ ॥
সাহং তেনানুশিষ্টাপি পুত্রস্নেহবলাৎ কৃতা।
অবশা ত্বাং ব্রবীম্যেবং মগ্না শোকমহার্ণবে ॥ ৩০ ।

অনুবাদ।

যে হেতু ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে ভীষণ অরণ্য মধ্যে মৃগেন্দ্র যেরূপ প্রবল মত্ত মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় ইহলোকে সমধিক বল শালী লোকেরা ম্লান বল মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তাহাতে কিছু মাত্র দয়া প্রকাশ করেনা ॥ ২৫ ॥ যদিও আমার সন্তান শ্রীরামচন্দ্র সামর্থ্যশালী ন্যূনবল নহেন, তথাপি তিনি ধর্ম্মের প্রতি নিরীক্ষণ করতঃ অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছেন, এই জন্যই আপনার অভিলষিত বিষয়কে এবং আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥ হে রাজন্! নিষ্ঠুরবচন পরম্পরায় আপনাকে তিরস্কার করিলেই বা আমার কি লাভ হইবে? আমার ভাগ্য অতি মন্দ পরের উপর ক্রোধ করায় ফল কি? ॥ ২৭ ॥ রামচন্দ্র যখন বনে যান তখন বহুবিধ বিনয় করিয়া আমাকে বারম্বার এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, হে মাতঃ! আপনি আমারজন্য পিতা মহারাজকে কোন কিছু রূক্ষকথা বলিবেন না ॥ ২৭ ॥ হে মাতঃ। আপনি আমার জন্য পিতাকে এমন কোন নিষ্ঠুর কথা বলিবেন না যাহাতে তাঁহার মনে কোন উদ্বেগের উদয় হয় ॥ ২৯ ॥ অতএব হে রাজন্! যদিও রাম আমাকে একান্ত নিষেধ করিয়া গিয়াছেন বটে তথাপি আমি সন্তানের প্রতি স্নেহবশতঃ শোকসাগরে মগ্ন হইয়া অজ্ঞানের মত আপনাকে এই সকল কথা বলিলাম ॥ ৩০ ॥

কা হি নামাপ্রিয়ং ব্রুয়াদ্ভর্ত্তারমিহ মদ্বিধা।
স্মরন্তী সৎকুলে জন্ম বিনয়ঞ্চাপি জানতী॥ ৩১॥
লোকে হি পুরুষঃ স্ত্রী বা তথা তৎকুরুতে স্বয়ং।
যথা মধুরমুগ্রং বা শৃণোতি লভতেঽপি বা॥ ৩২॥
নূনং হি মম ভাগ্যানাং বৈদেহ্যা রাঘবস্য চ।
অচিন্ত্যত্বাৎ তু দৈবস্য ত্বমেতৎ কৃতবান্ নৃপ॥ ৩৩॥
ন খল্বহং ত্বাং নৃপ দোষতো ব্রবীম্যনীশ্বরং হীশ্বরদেশিতং জগৎ।
দশা কৃতান্তোপহতেয়মাবিলা কিমত্র শক্যং পুরুষেণ চেষ্টিতুং॥ ৩৪॥
স তন্নিয়োগাৎ তব সত্যবাদী সত্যাং প্রতিজ্ঞাং নৃপ পালয়ংস্তে।
ইতো মহাত্মা বনমেব রামো গতঃ সুখান্যপ্রতিমানি হিত্বা॥ ৩৫॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যোপালম্ভো
নাম একষষ্টিতমঃ সর্গঃ॥ ৬১॥

অনুবাদ।

এই পৃথিবীতে যে নারীর সৎকুলে জন্ম হয় এবং পতিব্রতধর্ম্ম যাহার স্মরণ আছে অথচ বিনয় জানে আমার ন্যায় হতভাগিনী হইয়া কি কখন স্বামীকে অপ্রিয় কথা বলিতে পারে, সেই নারীরই বা নাম কি?॥ ৩১॥ ইহলোকে নর কি নারী সকলেই স্বয়ং এমনি কর্ম্ম করিয়া থাকে যে তৎকর্ম্মানুসারে সুমধুর বাক্য অথবা উগ্রবাক্য শ্রবণ করিতে পায় কিম্বা প্রশস্ত কোন বিষয় লাভ করিতেও পারে॥ ৩২॥ হে মহা-রাজ! আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, যে আপনিই আমার জানকীর ও শ্রীরামচন্দ্রের ঈদৃশ দুর্ভাগ্য করিয়াছেন যেহেতু দৈব বিষয় চিন্তা করিতে পারা যায় না॥ ৩৩॥ হে নৃপতে! আমি কেবল আপনার দোষের জন্যই এমন কথা বলি নাই, আপনার প্রতি সেইরূপ দোষের আরোপ করিতেছি, যেমন জগতে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় প্রাপ্ত না হইলে তদ্বিষয়ের অলাভে ঈশ্বরপ্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে, আমার এই মলিনাবস্থা মৃত্যু হইতেই হইয়াছে, এবিষয়ে কোন পুরুষের চেষ্টায় কি কিছু হইতে পারে?॥ ৩৪॥ শ্রীরাম আমার অতিশয় সত্যপরায়ণ আপনার অনু-মতিক্রমে তোমার সত্যপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালনজন্য অসীম সুখ সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতে অরণ্যে গমন করিয়াছেন॥ ৩৫॥

ইতি চতুর্ব্বিংসতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার উপালম্ভ নামে একষষ্টিতম সর্গ সমাপন॥ ৬১॥

-০০-

দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তথা তু বহু কৌশল্যা বিলাপ্য ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
অনবাপ্যৈব রোষস্য পারং পুনরভাষত ॥ ১ ॥
ত্বয়া যস্ত্বনিযুক্তোঽপি ভক্ত্যা রামমনুব্রতঃ।
লক্ষ্মণোঽনুগত প্রেম্না তং শোচামি বিশেষতঃ ॥ ২ ॥
যোঽভিষেকে প্রতিহতে মম পুত্রস্য ধীমতঃ।
নিঃসৃতো ধনুরাদায় তূর্ণমশ্রুতবিস্তরঃ ॥ ৩ ॥
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রামরাজ্যাপহরিণং।
ন স জানাতি ধর্ম্মাত্মা স্বগৃহাদগ্নিমুত্থিতং ॥ ৪ ॥
যো গচ্ছতি স্বয়ং রামে ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
রোষাচ্চ কৃতবান্ বাষ্পং তচ্চ তস্য স্মরাম্যহং ॥ ৫ ॥
যোঽনুযাতঃ স্বয়ং ত্যক্ত্বা মাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ।
লক্ষ্মণং তমহং রামাচ্ছোচাম্যদ্য বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

কৌশল্যাদেবী ক্রোধে বিচেতন হইয়া এইরূপে অশেষপ্রকার বিলাপ করিয়া রোষের শেষ প্রাপ্ত না হওয়াতে পুনর্ব্বার নৃপবরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ হে মহারাজ! আপনি লক্ষ্মণকে বনগমন বিষয়ে নিযুক্ত করেন নাই, কিন্তু লক্ষ্মণ শ্রীরাম সেবাব্রতানুরোধে ভক্তিসহকারে প্রণয়ের বশম্বদ হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করিয়াছেন, সেই লক্ষ্মণের নিমিত্ত আমি বিশেষ শোকাকুল হইতেছি ॥ ২ ॥ সুবুদ্ধি সম্পন্ন মৎ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের ব্যাঘাত হইবামাত্র সবিশেষ তথ্য অবগত না হইয়া যে লক্ষ্মণ অবিলম্বে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া গৃহে হইতে নির্গত হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে ॥ ৩ ॥ এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের বিঘ্নকরকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মশীল লক্ষ্মণ তখন জানিতে পারেন নাই যে আপনাদিগের গৃহ হইতেই এই অগ্নি উত্থিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ শ্রীরামচন্দ্র গমন করিতেছেন দেখিয়া যে মহাত্মা স্বয়ং ক্রোধে নয়নযুগলকে রক্তবর্ণ করিয়া পরিশেষে রোষে কেবল নেত্রজল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমি সেই লক্ষ্মণের ব্যবহার স্মরণ করিয়া শোক করিতেছি ॥ ৫ ॥ ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ আপন জননীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং রামের সহিত অনুগমন করিয়াছেন, অতএব রামচন্দ্র অপেক্ষাও অদ্য আমি লক্ষ্মণের জন্য বিশেষ শোকাকুল হইতেছি ॥ ৬ ॥

রাজ্ঞো মহেন্দ্রকল্পস্য জনকস্য মহাত্মনঃ।
সুতাং তামনবদ্যাঙ্গীং বৈদেহীং চিন্তয়াম্যহং ॥ ৭ ॥
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধা লালিতা পিতৃবেশ্মনি।
অত্যন্তসুকুমারাঙ্গী শ্যামা পদ্মদলেক্ষণা ॥ ৮ ॥
যা সুখানি পরিত্যজ্য সর্ব্বাংশ্চ জ্ঞাতিবান্ধবান্।
পতিমনুস্মৃতা যান্তং কা মবস্থামুপৈষ্যতি ॥ ৯ ॥
কথং নু সুতনুস্তন্বী সুকুমারী সুখোচিতা।
শীতমুষ্ণঞ্চ বর্ষঞ্চ বৈদেহী প্রসহিষ্যতি ॥ ১০ ॥
যা শ্রাম্যতি গৃহেঽপ্যস্মিংশ্চরন্তী বসুধাতলে।
কথং সা বিজনেঽরণ্যে বৈদেহী বিচরিষ্যতি ॥ ১১ ॥
ভুক্ত্বা স্বাদূনি ভোজ্যানি তথান্যানি চ মৈথিলী।
কথং বন্যান্যহৃদ্যানি কটুতিক্তানি ভোক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

মহেন্দ্র সমান মহাত্মা জনকরাজা, তাঁহার নন্দিনী সর্ব্বদোষ রহিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বৈদেহীকে আমি নিয়ত চিন্তা করিতেছি ॥ ৭ ॥ সীতা বধূ আমার, তিনি চিরকাল পরমসুখে পিতৃগৃহে লালিতা ও পালিতা হইয়াছেন, যিনি অতিশয় কোমলাঙ্গী, শ্যামা ও পদ্মনয়না হয়েন ॥ ৮ ॥ যিনি এই সকল সুখ সমৃদ্ধি এবং সমুদয় জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন, সেই সীতাই বা কি অবস্থাপ্রাপ্ত হইবেন ॥ ৯ ॥ সুরূপা সুকুমারী ক্ষীণাঙ্গী বিদেহনন্দিনী, চিরকাল সুখভোগে কালযাপন করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি কেমন করে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুগণের বিজাতীয় ক্লেশ সহ্য করিবেন? ॥ ১০ ॥ যে সীতা গৃহমধ্যে থাকিয়াও ভূমিতে গমনাগমন করিয়া পরিশ্রান্তা হইতেন, সেই সীতা এক্ষণে নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে কি প্রকারে বিচরণ করিয়া বেড়াইবেন ॥ ১১ ॥ সুস্বাদু অন্ন পান ও মনোজ্ঞ অন্যান্য দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন, এক্ষণে সেই জানকী কি রূপে বনজাত কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি বিস্বাদু অমনোজ্ঞ ফল মূল ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করিবেন? ॥ ১২ ॥

শয়নানি মহার্হাণি পুরা সংসেব্য জানকী।
কথং পর্ণবৃতাং ভূমিমধিবৎস্যতি মে স্নুষা ॥ ১৩ ॥
বীণাবেণুস্বনৈঃ সুপ্তা লালিতা যা বিবুধ্যতে।
তন্বঙ্গী সা কথং ঘোরৈ র্বহুপক্ষিমৃগারুতৈঃ ॥ ১৪ ॥
পুরা বস্ত্রাণি মুখ্যানি পরিধায় যশস্বিনী।
কথং সা কুশচীরাণি গাত্রৈঃ সন্ধারয়িষ্যতি ॥ ১৫ ॥
সুললাটং সুকেশান্তং পদ্মপর্ণাভমব্রণং।
সুদন্তং সুহনুং স্বক্ষং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভং ॥ ১৬ ॥
ধূয়মানং বনে বাতৈর্নিষ্পীড়্যার্করশ্মিভিঃ।
কথং তচ্চারুবদনং তস্যা বৈবর্ণ্যমেষ্যতি ॥ ১৭ ॥
মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশো যশস্বী মনুজধ্বজঃ।
ধ্বজো নৃপ কুলস্যাস্য কিমবস্থঃ স সম্প্রতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

আমার পুত্রবধূ জানকী পূর্ব্বে মহামূল্য দুগ্ধ ফেণ নিভা শয্যাতে শয়ন করিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি ভূমিতলে পত্র রচিত শয্যায় কি প্রকারে অধিবাস করিবেন ॥ ১৩ ॥ যে ক্ষীণাঙ্গী সীতা বধূ নিদ্রিত কালে বীণাও বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রবোধিতা হইতেন, তিনি বনে নানাপ্রকার পক্ষিগণ ও মৃগগণের ভয়ঙ্কর নিনাদ শ্রবণে কেমন করে সচেতনা হইবেন ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বে যে যশস্বিনী জানকী মহার্হ উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া কালযাপন করিয়াছেন, তিনি কি রূপে সেই শরীরে কুশরচিত চীরবস্ত্র ধারণ করিয়া থাকিবেন ॥ ১৫ ॥ আমার বধূ জানকীর মুখমণ্ডল কি মনোহর, কিবা শোভন কুন্তলান্তে অক্ষত পদ্মপত্রের ন্যায় শোভিত ললাটদেশ, কিবা সুশোভন দন্ত ও সুশোভিত হনু, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিশিষ্ট আকর্ণ নয়ন ॥ ১৬ ॥ তাঁহার তাদৃশ মুখমণ্ডলাদি প্রবল বাত্যায় কম্পিত ও সূর্য্য-কিরণে পরিতাপিত হইয়া কি রূপ বিবর্ণ হইয়া যাইবে আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি ॥ ১৭ ॥ হে নৃপতে! যিনি মহেন্দ্রের ধ্বজার ন্যায় শোভন দীপ্তিমান্, যিনি ভুবন বিখ্যাত নৃপকুল যশস্বী, সেই মনুষ্য প্রধান এই সূর্য্যবংশের ধ্বজার ন্যায় উদারসত্ত্ব শ্রীরাম কি অবস্থায় সংপ্রতি কালযাপন করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

নূনং শেতে স মেদিন্যাং রাঙ্কবাস্তরণোচিতঃ।
ভুজং পরিঘসংকাশমুপধায় মহাভুজঃ ॥ ১৯ ॥
পদ্মগন্ধি সুকেশান্তং পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতি।
কদা দ্রক্ষ্যামি রামস্য মুখং পদ্মদলেক্ষণং ॥ ২০ ॥
ধাত্রা মে হৃদয়ং নূনমশ্মসারময়ং কৃতং।
হীনং যদ্রামচন্দ্রেণ ন বিদীর্ণং সহস্রধা ॥ ২১ ॥
এতৎ তে কৃপণং কর্ম্ম কৃতং লোকবিগর্হিতং।
নিরস্তাঃ পথি ধাবন্তি ত্রয়স্তে যন্মহাবনে ॥ ২২ ॥
যদি পঞ্চদশে বর্ষে পুনরেষ্যতি মে সুতঃ।
স নৈতাং শ্রিয়মন্বিচ্ছেদ্দীয়মানামপি স্বয়ং ॥ ২৩ ॥
কথং হি ভরতোচ্ছিষ্টাং শ্রিয়ং স বহুমংস্যতে।
জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠশ্চ পরিমুক্তামিব স্রজং ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

আজানুলম্বিত ভুজ রাঙ্কবাস্তরণশায়ী সেই শ্রীরাম এক্ষণে পরিঘ সমান ভুজ উপধানে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবেন নিশ্চয় বোধ হইতেছে॥ ১৯ ॥ আমি কবে পদ্মগন্ধি, শোভন কেশান্ত সেই শ্রীরামচন্দ্রের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিব, এবং পুণ্ডরীকদলের ন্যায় নয়নযুগল পরিশোভিত, রামকে দেখিয়া নয়নকে সুতৃপ্ত করিব॥ ২০ ॥ বিধাতা আমার হৃদয়কে নিশ্চয় পাষাণময় করিয়া দিয়াছেন, কেন না আমি শ্রীরামচন্দ্র শূন্য হইয়াছি, তথাপি এখন আমার হৃদয় সহস্র খণ্ডে বিভিন্ন হইয়া গেল না॥ ২১ ॥ হে মহারাজ! আপনি লোক নিন্দিত কি নির্ঘৃণ কর্ম্ম করিলেন, যেহেতু শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতা ইঁহারা তিন জনে গৃহ হইতে নিরস্ত হইয়া মহারণ্যে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল॥ ২২ ॥ পঞ্চদশ বৎসরে মম পুত্র রাম পুনর্ব্বার যখন সমাগত হইবেন, তখন আপনি স্বয়ং তাঁহাকে এই রাজলক্ষ্মী প্রদান করিতে চাহিলেও রাম তাহা কোনমতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন না॥ ২৩ ॥ শ্রীরাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, গুণশ্রেষ্ঠ, ও বরিষ্ঠ হইয়া পরভুক্ত মাল্যের ন্যায় ভরতের উচ্ছিষ্টা রাজলক্ষ্মীকে কি বহুমান্য করিবেন? কখনই মান্য করিবেন না॥ ২৪ ॥

ন হি সিংহঃ পরালীঢ় মামিষং ভোক্তু মিচ্ছতি।
নৃসিংহোভরতালীঢ়ং রামো রাজ্যং ন ভোক্ষ্যতে॥ ২৫॥
আজ্যঞ্চরুঃ পুরোড়াশাঃ কুশা যূপঃ শ্রুবো যথা।
নৈতানি যাতযামানি কল্পন্তে পুনরধ্বরে॥ ২৬॥
আত্তং রাজ্যমিদং পশ্চাৎ তথা ভ্রাত্রা যবীয়সা।
নাভিপত্তুমলং রামঃ পীতসোমমিবাধ্বরং॥ ২৭॥
ন চে মাং ধর্ষণাং রামো ব্যসহিষ্যদমর্ষণঃ।
নাধারয়িষ্যদ্যদি তে গৌরবং মন্দরোপমং॥ ২৮॥
শিতৈঃ শরৈঃ স হি ক্রুদ্ধো দারয়েদপি মন্দরং।
ত্বাং তু নোৎসহতে হন্তুং ধর্ম্মাত্মা পিতৃগৌরবাৎ॥ ২৯॥
স সোমার্কগ্রহগণং নভস্তারাবিচিত্রিতং।
পাতয়েদেষো বিভুঃ ক্রুদ্ধঃ সত্যান্ন ব্যতিবর্ত্ততে॥ ৩০॥

অনুবাদ।

সিংহ কখন অপর পশুর উচ্ছিষ্ট মাংস ভোজন করিতে ইচ্ছা করে না, অতএব নরসিংহ শ্রীরামচন্দ্র ভরতের উচ্ছিষ্ট রাজ্য ভোগ করিবেন না ?॥ ২৫॥ ঘৃত, চরু পুরোডাশ কুশ যূপ ও শ্রুব এসকল দ্রব্য পুরাতন হইলে অর্থাৎ ব্যবহৃত হইলে যেমন পুনর্ব্বার কখন যজ্ঞের উপযোগী হয় না॥ ২৬॥ সেই প্রকার অনুজভ্রাতা ভরত এই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলে পর রামচন্দ্র ইহা গ্রহণ করিতে কোনমতেই বাঞ্ছা করিবেন না, যেমন যজ্ঞের সোমরস পান হইয়া গেলে পর আর সে যজ্ঞকে গ্রহণ করিতে কেহ অভিলাষী হয় না তদ্রূপ শ্রীরাম এ রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছু হইবেন॥ ২৭॥ শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধপরবশ হইয়া পর ধর্ষিতা এইধরণীকে দেখিয়া কদাচ ক্রোধ সহ্য করিতে পারিবেন ? এবং মন্দরপর্ব্বতেরন্যায় তোমার অত্যুচ্চ গৌরবেরও যদি ধারণা না করেন তবে এই রাজ্য বাহুবলে লইতে পারেন, ইত্যভিপ্রায়॥ ২৮॥ যেহেতু শ্রীরাম ক্রুদ্ধ হইলে তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা মন্দর পর্ব্বতকেও অনায়াসে বিদীর্ণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা করিবেন না যেহেতু তিনি অতিশয় ধর্ম্মশীল, পিতৃগৌরব রক্ষণার্থ আপনাকে হনন করিতে উৎসাহী হইবেন না এমন বিবেচনা হয়॥ ২৯॥ সেই বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে কি চন্দ্র কি সূর্য্য কি গ্রহমণ্ডল ও গগণস্থ বিচিত্র তারাগণকে শরদ্বারা অনায়াসে পাতিত করিতে পারেন ? কিন্তু তিনি সত্যকে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ নহেন॥ ৩০॥

আচালয়েদ্দারয়েদ্বা মহীং শৈলশতাচিতাং।
যস্তেজস্বী স তে পুত্রো গৌরবান্নাতিবর্ত্ততে॥ ৩১॥
এবম্বীর্য্যো মহাসত্ত্বস্ত্বয়া খ্যাতপরাক্রমঃ।
জনয়িত্বা সুতস্ত্যক্তো জলজেনাত্মজো যথা॥ ৩২॥
অনেন তেঽতিক্রমণে মন্যে হহং পৃথিবীপতে।
ত্বত্তঃ শ্রিয়মতিক্রান্তাং কীর্ত্তিং পাপান্নরাদিব॥ ৩৩॥
দ্বিজাতিভিরয়ং ধর্ম্মঃ শাস্ত্রদৃষ্টঃ সনাতনঃ।
গুরোর্দুষ্টান্মহারাজ গৌরবং বিনিবর্ত্ততে॥ ৩৪॥
গুরুর্দুষ্টঃ পরিত্যাজ্যস্তথা মাতা তথা পিতা।
যো হ্যনর্থায় কল্পেত স শক্রুর্ন চ বান্ধবঃ॥ ৩৫॥
ন ত্বেবং ভবিতাচারস্ত্বয়ি রামস্য ভূপতে।
ত্বয়া যদি কৃতং পাপং ন স ধর্ম্মাৎ খলিষ্যতি॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

হে মহারাজ! আপনার তেজস্বী সন্তান সেই রাম, মনে করিলে শত শত পর্ব্বতে পরিবৃত ভূমণ্ডলকে পরিচালিত করিতে পারেন ও বিদারণ করিতেও পারেন কেবল গৌরবজন্য সে সকলকে অতিক্রম করেন না॥ ৩১ ॥ আপনি এই প্রকার বীর্য্য সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত ত্রিভুবন বিখ্যাত সন্তান উৎপাদন করিয়া জলচর জীবের ন্যায় স্বাত্মজকে পরিত্যাগ করিলেন॥ ৩২ ॥ হে ভূপতে! আমি বোধ করিতেছি মনুষ্যেরা পাপাচরণ দ্বারা যেরূপ আপন কীর্ত্তিকে কলুষিত ও অতিক্রম করে, তাহার ন্যায় প্রিয়পুত্রকে অতিক্রম করাতে আপনার রাজলক্ষ্মীকে অতিক্রম করা হইয়াছে॥ ৩৩ ॥ হে মহারাজ! শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এই সনাতন ধর্ম্ম কথিত আছে যে গুরু দুষ্টাচারী হইলে তাঁহা হইতে তাহাদিগের গৌরবাচার নিবৃত্ত হইয়া যায়॥ ৩৪ ॥ কি গুরু কি মাতা কি পিতা দুষ্টস্বভাব হইলে ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা উচিত, আর যে বন্ধু অনর্থাচরণের কল্পনা করেন তিনিই শত্রু কোনমতে তাঁহাকে বান্ধব বলা যাইতে পারে না॥ ৩৫॥ হে মহারাজ! যদিও আপনি রামচন্দ্রের প্রতি এমন অসদাচরণ করিয়াছেন তথাপি শ্রীরাম আপনার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিবেন না, অর্থাৎ আপনি পাপাচরণ করিয়া ধর্ম্মে বিচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া রামচন্দ্র কখন ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবেন না॥ ৩৬ ॥

এবমুক্তা তু কৌশল্যা বিলপন্তী যশস্বিনী।
ততো হেত্বর্থসংযুক্তং পুনরেবাব্রবীদ্বচঃ॥ ৩৭॥
প্রথমা গতিরাত্মৈব দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
সন্তো গতিস্তৃতীয়োক্তা চতুর্থী ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ॥ ৩৮॥
চতস্হভ্যঃপরিভ্রষ্টো গতিভ্যস্তং নরাধিপ।
বনে পরিত্যজন্ রামং সাধুং সুতমকারণে॥ ৩৯॥
ন হি রামং পরিত্যজ্য চিরং শক্যসি জীবিতুং।
সৎকর্ম্মোপার্জ্জিতাল্লোকাৎ কৈকেয্যর্থে পরিচ্যুতঃ॥ ৪০॥
স ত্বং কীর্ত্তিঞ্চ মাঞ্চৈব ত্যক্তা রামং সুতঞ্চ মে।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যসি দুঃখার্ত্তঃ সর্ব্বথাস্মি হতা ত্বয়া॥ ৪১॥
হতা ত্বয়েয়ং নগরী সরাষ্ট্রা কীর্ত্তিঃ স্বধর্ম্মশ্চ তথৈব চাত্মা।
অহং সপুত্রা সহনাগরাশ্চ সর্ব্বে হতা কৈকয়িরাজ্যদানাৎ॥ ৪২॥

অনুবাদ।

যশস্বিনী কৌশল্যা দেবী বিলাপ করিতে করিতে মহারাজাকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অর্থপূর্ণ সহেতুক বাক্য বলিতে লাগিলেন॥ ৩৭॥ হে মহারাজ! সকলেরই প্রথমা গতি আত্মা, দ্বিতীয়া গতি আত্মজ, তৃতীয়াগতি সাধু লোক, এবং ধর্ম্ম সঞ্চয় চতুর্থী গতি হয়॥ ৩৮॥ কিন্তু সাধুপুত্র শ্রীরামকে আপনি অকারণে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া এই চারি প্রকার সদ্গতি হইতে পরিচ্যুত হইয়াছেন॥ ৩৯॥ হে রাজন্ হে পুত্রবৎসল! আপনি প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া কখন দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবেন না? কি আক্ষেপের বিষয়! অনেক সৎকর্ম্ম দ্বারা ইহলোক হইতে আপনি অতুল্য কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক কৈকেয়ীর নিমিত্তেই সেই অর্জ্জিত লোক যশ হইতে পরিচ্যুত হইলেন॥ ৪০॥ আপনি ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য হইয়াও স্ত্রীবশে আপন কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিলেন, এবং আমাকে ও আমার প্রিয় সন্তান শ্রীরামকেও পরিত্যাগ করিলেন; পরিশেষে দুঃখসমূহে পরিবৃত হইয়া আপনার প্রাণকেও পরিত্যাগ করিবেন এবং আপনার দ্বারা আমিও সর্ব্বতোভাবে নিহতা হইলাম॥ ৪১॥ আপনি কৈকেয়ীকে রাজ্য দান করিয়া গ্রাম জনপদ সমেত এ অযোধ্যানগরীকে বিনাশ করিলেন, কীর্ত্তি ও ধর্ম্মকে লোপ করিলেন, আপনাকেও বিনষ্ট করিলেন, প্রজা ও সন্তানের সহিত আমাকেও বিনষ্ট করিলেন, এবং নগরবাসী জন প্রভৃতি সকলেই হত হইল॥ ৪২॥

এবং গিরো দারুণনিষ্ঠুরাক্ষরাঃ
শ্রুত্বা স রাজাশু মুমোহ দুঃখিতঃ।
বিনিশ্বসংশ্চাপি নিমীলিতেক্ষণঃ
শুশোচ রামং হৃতসত্ত্বচেতনঃ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাবিলাপো
নাম দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ কৌশল্যা মহিষীর নিদারুণ অতি নিষ্ঠুর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে তৎক্ষণাৎ মোহ প্রাপ্ত হইলেন, এবং নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে২ দুর্ব্বল কলেবরে অচেতনেও শ্রীরামচন্দ্রকে চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৪৩ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মিকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
কৌশল্যা বিলাপ নামে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গ সমাপন॥ ৬২ ॥

——00——

ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

কৌশল্যয়েতি নৃপতির্বাক্‌শল্যৈরভিতাড়িতঃ।
মুমোহ শয়নে ভূয়ো দুঃখেনামীলিতেক্ষণঃ॥ ১॥
প্রতিলভ্য পুনঃ সংজ্ঞাং সমুন্মীল্য চ লোচনে।
অথ পার্শ্বস্থিতাং দৃষ্ট্বা কৌশল্যামিদমব্রবীৎ॥ ২॥
প্রসাদয়ে ত্বাং কৌশল্যে শোকার্ত্তোঽহং কৃতাঞ্জলিঃ।
নার্হস্যরসি মে ক্ষারং নিষেক্তুং সুতবৎসলে॥ ৩॥
পুত্রশোকার্ত্তমনসো হৃদয়ং মে বিদীর্য্যতে।
অসহ্যান্যকৃতপ্রজ্ঞে বাগ্বজ্রাণি বিমুঞ্চসি॥ ৪॥
ন নু ভর্ত্তৈব সাধ্বীনাং গুণবান্ নির্গুণোঽপি বা।
দৈবতঞ্চ গতিশ্চেতি মত্বা পূজ্যতমো মতঃ॥ ৫॥
ক্ষমস্বাতিক্রমং দেবি ভৃশার্ত্তস্ত্বাং প্রসাদয়ে।
হন্তুমর্হসি বৈ ভূয়ো দৈবেনোপহতং ন মাং॥ ৬॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ কৌশল্যা দেবীর শেল সমান বচন সমূহে তাড়িত হইয়া পরম দুঃখে নয়ন যুগল নিমীলন করিলেন ও পুনর্ব্বার শয্যায় অচেতন ভাবে পতিত হইলেন॥ ১ ॥ কিয়ৎকাল পরে সচেতন হইয়া লোচনদ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, যে কৌশল্যা দেবী আপন পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ২ ॥ হে পুত্র বৎসলে হে কৌশল্যে! আমি অতিশয় শোকাকুল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি, আমার বক্ষঃস্থল রাম বিচ্ছেদবাণে ক্ষত হইয়াছে, তাহাতে আর তোমার লবণ নিঃক্ষেপ করা উচিত হয় না॥ ৩ ॥ হে অকৃতপ্রজ্ঞে! আমি পুত্র শোকে কাতরমনা হইয়াছি, তাহাতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তুমি আবার তাহার উপর অসহ্য বজ্র সমান বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলে॥ ৪ ॥ অয়িনিষ্ঠুরে তুমি কি জান না, যে স্বামী নির্গুণ হউন্ কিম্বা গুণবানই হউন্ সাধ্বী স্ত্রীদিগের পতিই দেবতা, পতিই গতি, ও পতিই পূজনীয় হয়েন॥ ৫ ॥ হে দেবি! আমি অতিশয় কাতর হইয়া তোমাকে সাধিতেছি, দৈবোপহত হইয়া আমি যাহা করিয়াছি তাহার আর উপায় নাই, এক্ষণে তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দেবতাই আমাকে মারিয়াছেন আবার তুমি তাহার উপর পুনর্ব্বার আঘাত করিতে কেন ইচ্ছা করিতেছ॥ ৬ ॥

জানে ত্বাং দেবি ধর্ম্মজ্ঞাং দৃষ্টলোকপরাবরাং।
অতো নার্হসি মাং ভূয়ো বক্তুমেতাদৃশং বচঃ॥ ৭॥
ইতি রাজ্ঞোঽতিকরুণং শ্রুত্বা দীনস্য ভাষিতং।
পুত্রশোকং পরিত্যজ্য কৌশল্যা পতিবৎসলা॥ ৮॥
শিরস্যঞ্জলিমাধায় ভৃশং সন্তপ্তমানসা।
শিরসা নৃপতেঃ পাদৌ প্রণিপত্যেদমব্রবীৎ॥ ৯॥
অতিক্রমং মে নৃপতে ত্বমিমং ক্ষন্তুমর্হসি।
অবাচ্যং হি ময়োক্তোঽসি পুত্রশোকবিমূঢ়য়া॥ ১০॥
দেবভূতেন ভর্ত্রা যা যাচিতা ন প্রসীদতি।
কৃতাঞ্জলিভৃশার্ত্তেন হতা সেহ পরত্র চ॥ ১১॥
ক্ষমস্ব রাজন্নার্ত্তায়া অতিক্রমমিমং বিভো।
প্রভুশ্চৈবেশ্বরশ্চাসি মম রামস্য চোভয়োঃ॥ ১২॥

অনুবাদ

হে মহিষি! আমি জানি তুমি অতি ধর্ম্ম শীলা, লোক ব্যবহার বিলক্ষণ বিদিত আছ, অতএব আমাকে পুনরায় আর ঈদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য তোমার বলা উচিত হয় না॥ ৭॥ পতিপ্রাণা কৌশল্যাদেবী অতি দীনভাবাপন্ন স্বামীর এই প্রকার সকরুণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া পতিবৎসলা দেবী তখন পুত্র শোক পরিহার করিলেন॥ ৮॥ অঞ্জলি হস্ত মস্তকে ধারণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তপ্তমনে নৃপতির চরণ যুগলে মস্তক স্পর্শনদ্বারা প্রণিপাত করত এই কথা বলিলেন॥ ৯॥ হে মহারাজ! আমি আপনার যে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি তদ্বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন, আমি পুত্র শোকে বিচেতনা হইয়াছিলাম এই জন্যই কত কত অবক্তব্য কথা আপনাকে বলিয়াছি॥ ১০॥ দেবকল্প স্বামী কৃতাঞ্জলিপুটে অতিশয় কাতর হইয়া যাচঞা করিলে পর যে স্ত্রী প্রসন্ন না হয়, তাহার ইহ লোক ও পরলোক উভয় লোকই নষ্ট হয়॥ ১১॥ অতএব হে প্রভো হে ভূপতে! আমি কাতরা হইয়া আপনার যে অবমাননা করিয়াছি তাহা আমাকে ক্ষমা করুন, যেহেতু আপনি রামচন্দ্রের এবং আমার উভয়েরই প্রভু, ও ঈশ্বর আপনি আমাদিগের পক্ষে যাহা করেন তাহাই হইতে পারে॥ ১২॥

জানামি ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞ জানে ত্বাং সত্যবাদিনং।
পুত্রশোকার্ত্তয়েদং তু ময়া কিমপি ভাষিতং॥ ১৩॥
শোকো নাশয়তি প্রজ্ঞাং শোকো নাশয়তি শ্রুতং।
শোকো ধৃতিং নাশয়তি নাস্তি শোকসমং তমঃ॥ ১৪॥
সোঢ়ুং শক্যোঽগ্নিসংস্পর্শঃ শস্ত্রস্পর্শশ্চ দারুণঃ।
ন তু শোকভবং দুঃখং সংসোঢ়ুং নৃপ শক্যতে॥ ১৫॥
সর্ব্বজ্ঞা ধৃতিমন্তোঽপি ছিন্নধর্ম্মার্থসংশয়াঃ।
যতয়ো হ্যত্র মুহ্যন্তি শোকোপহতচেতসঃ॥ ১৬॥
পঞ্চ যানি গতান্যদ্য দিনানি তনয়স্য মে।
তানি বর্ষশতানীব শোকার্ত্তায়া গতানি মে॥ ১৭॥
তদ্গতাসক্তচিত্তায়াঃ শোকৌঘো মে বিবর্দ্ধতে।
জলৌঘবেগো গঙ্গায়া মহানিব তপাত্যয়ে॥ ১৮॥

অনুবাদ।

হে ধার্ম্মিকবর! আমি আপনাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও সত্যবাদী বলিয়া নিশ্চয় জানি, কিন্তু পুত্র শোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া আপনাকে এই সকল অনুপযুক্ত কথা বলিয়াছি॥ ১৩॥ শোকে বুদ্ধি লোপ হইয়া যায়, শোকে অধ্যয়-নাদির কোন ফল দর্শে না, শোকে ধৈর্য্য নষ্ট হয়, অতএব শোকের সমান পাপ আর কিছুই নাই॥ ১৪॥ হে ভূপতে! অনল সংস্পর্শে দাহও সহ্য করা যায়, ভয়ানক অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা প্রহারও সহ্য করা যায়, কিন্তু শোকসম্ভূত দুঃখকে কেহই সহ্য করিতে পারে না॥ ১৫॥ যে সকল জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বজ্ঞ মহা পুরুষ, একান্ত ধৈর্য্যশীল ও ধর্ম্মার্থের সংশয় চ্ছেদ করিয়াছেন, শোকে অভি-ভূত কলুষিতচিত্ত হইলে নিঃসন্দেহ তাঁহারাও মোহ প্রাপ্ত হয়েন॥ ১৬॥ আমার প্রাণাধিক প্রিয়সন্তান অদ্য গণনায় যে পাঁচদিন গমন করিয়াছেন, শোকে অভিভূত হইয়া সেই পাঁচ দিন আমার সম্বন্ধে শত শত বৎসর গত হইল এমত বোধ হইতেছে॥ ১৭॥ গ্রীষ্মাবসানে গঙ্গার সুমহান্ জলবেগ যেমন দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, তদ্বৎ রামচন্দ্রের বন গমনাবধি তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আমার মনে শোক সমূহও দিন দিন প্রবলতর বৃদ্ধ হই-তেছে॥ ১৮॥

এবং সন্তাষমাণায়াং তদাতিকরুণং বচঃ।
কৌশল্যায়াং জগামাস্তং সবিতা দিবসক্ষয়ে ॥ ১৯ ॥
এবং প্রহ্লাদিতো বাক্যৈর্দ্দেব্যা কৌশল্যয়া নৃপঃ।
শোকশ্রমপরিগ্লানঃ শনৈর্নিদ্রাবশং গতঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথপ্রসাদনং
নাম ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ।

তখন কৌশল্যাদেবী এই রূপে অতিশয় সকরুণ বাক্য সকল প্রয়োগ করিতেছেন, এমন সময় দিবাবসান হওয়াতে, দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ রাজা দশরথ কৌশল্যা মহিষীর এই প্রকার প্রীতিকর বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া অনেক শোকবেগের সম্বরণ করিলেন, এবং শোকশ্রমে অবসন্ন হইয়া অল্পে অল্পে নিদ্রায় আকুল হইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথ প্রসাদন নামে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গ সমাপন ॥ ৬৩ ॥

——00——

চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

এবং তু বিলপন্তীং তাং কৌশল্যাং প্রমদোত্তমাং।
ইদং ধৈর্য্যান্বিতং বাক্যং সুমিত্রা ধর্ম্ম্যমব্রবীৎ॥ ১॥
দিব্যৈর্গুণগণৈর্যুক্তঃ পুত্রস্তে দেবি রাঘবঃ।
পিতুর্নিয়োগে তিষ্ঠন্তং তং ন শোচিতুমর্হসি॥ ২॥
নাদেবসত্ত্বা নাপ্রাজ্ঞাঃ পুরুষা নাল্পদর্শিনঃ।
পিতুর্নিয়োগে তিষ্ঠন্তি ন চাকল্যাণভাগিনঃ॥ ৩॥
যৎ তবার্য্যে গতঃ পুত্রো হিত্বা রাজ্যং সুখানি চ।
প্রাপ্তব্যং সুমহত্তেন কল্যাণমিতি মে মতিঃ॥ ৪॥
সদ্ভিরাচরিতে ধর্ম্ম্যে যশস্যে বর্ত্মনি স্থিতং।
পুত্রং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠং ন তং শোচিতুমর্হসি॥ ৫॥
তস্যানুবর্ত্ততে বৃত্তং লক্ষ্মণোঽপি মমাত্মজঃ।
তমপ্যর্হসি নৈবার্য্যে শোচিতুং ভ্রাতৃবৎসলং॥ ৬॥

অনুবাদ।

কামিনীপ্রধানা সেই কৌশল্যাদেবী এই প্রকারে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া সুমিত্রা তাঁহাকে প্রবোধজনক ধর্ম্মযুক্ত কথা সকল কহিতে লাগিলেন॥ ১॥ হে দেবি! আপনার সন্তান রঘুনাথ দিব্যগুণগণে বিভূষিত, তিনি পিতার অনুমতি পালনের নিমিত্ত ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তাঁহার নিমিত্ত আপনার শোককরা উচিত হয় না॥ ২॥ যাহারা দৈবশক্তিবিহীন, অবিচক্ষণ, অপারদর্শী ও অমঙ্গল শীল হয়, তাহারা কখন পিতার আদেশে অবস্থান করে না॥ ৩॥ হে কল্যাণি! তোমার সন্তান যে রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, তাহাতেই আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তোমার পুত্র শ্রীরাম সুমহান্ কল্যাণ প্রাপ্ত হইবেন॥ ৪॥ ধার্ম্মিকপ্রধান রঘুনাথ সাধুলোকদিগের সমাদৃত ধর্ম্ম সাধন ও যশস্কর পথে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আপনার সামান্য সন্তান নহেন, তাঁহার জন্য আপনার শোক করা উচিত হয় না॥ ৫॥ হে মহাভাগে! আমার পুত্র লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের একান্ত বশম্বদ এ জন্য তাহার স্বভাবের অনুকরণ করিতেছেন, লক্ষ্মণের জন্যও আপনার অনুতাপ করা বিধেয় নহে॥ ৬॥

অরণ্যবাসদুঃখানি জানানাপি চ জানকী।
সুখসম্বর্দ্ধিতা ত্যক্ত্বা গৃহবাসং সুখানি চ॥ ৭॥
অনুগচ্ছতি ভর্ত্তারং যাসৌ ধর্ম্মপরায়ণা।
তাং যশোভাজনাং ধন্যাং নৈব শোচিতুমর্হসি॥ ৮॥
যশঃপতাকাং বিপুলাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাং।
উচ্ছ্রিত্য তে গতঃ পুত্ত্র স্তং ন শোচিতুমর্হসি॥ ৯॥
রামস্য বিপুলং সত্ত্বং বিজ্ঞায়োদারচেতসঃ।
ন গাত্রাণ্যংশুভিঃ সূর্য্যঃ সন্তাপয়িতুমর্হতি॥ ১০॥
আদায় সুরভীন্ গন্ধান্ কাননেভ্যঃ সুখোঽনিলঃ।
পুত্ত্রং তে নাতিশীতোষ্ণঃ সংসেবিষ্যতি কাননে॥ ১১॥
ভূমাবপি শয়ানং তং বৈদেহ্যা সহ রাঘবং।
পিতেবাংশুকরৈঃ স্পৃষ্ট্বা হ্লাদয়িষ্যতি চন্দ্রমাঃ॥ ১২॥

অনুবাদ।

আপনার বধূ জানকী চিরকাল পরমসুখে লালিতা ও পালিতা হইয়াছেন, তথাপি তিনি গৃহবাসে ও সুখ সমূহে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে বসতির ক্লেশ অনুভব করিয়াও বনে গিয়াছেন॥ ৭॥ সীতা একান্ত ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়াই স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন, অতএব সেই পতিব্রতা যশস্বিনী সীতারজন্য আপনার শোক করা উচিত হয় না॥ ৮॥ আপনার সন্তান শ্রীরামচন্দ্র ত্রিলোক বিখ্যাত মহাবলী, তিনি যশঃ পতাকা উত্থিত করিয়া বনে গমন করিয়াছেন, অতএব সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে মনে করিয়া আপনার শোক করা উচিত হয় না॥ ৯॥ মহোদার স্বভাব রঘুবীরের অসীম সামর্থ্য অবগত হইয়া ভানুমান কিরণ নিকর দ্বারা তাহার কলেবরে সন্তাপ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন না॥ ১০॥ অরণ্যমধ্যে না শীতল না উষ্ণ সুখ স্পর্শ বায়ু কানন হইতে সুরভি গন্ধ গ্রহণ করিয়া অল্পে অল্পে গমন করতঃ তোমার রামের সতত সেবা করিবেন॥ ১১॥ রঘুনাথ জনকনন্দিনী সমভিব্যাহারে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেও নিশানাথ সুধাময় কিরণ দ্বারা পিতার ন্যায় তাঁহাকে স্পর্শ করতঃ আহ্লাদিত করিবেন॥ ১২॥

অস্ত্রাণি যস্মৈ দিব্যানি বিশ্বামিত্রো দদৌ স্বয়ং।
তং ত্বং সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বাংসং কথং শোচিতুমর্হসি ॥ ১৩ ॥
কীর্ত্ত্যা শ্রিয়া ভার্য্যয়া চ যো নিত্যং ত্রিভির্বৃতঃ।
দ্যুতিমাংশ্চমহাসত্ত্বঃ স রামো রাজ্যমর্হতি ॥ ১৪ ॥
যান্যদ্য পুত্রশোকার্ত্তা কৌশল্যেহশ্রূণি মুঞ্চসি।
আনন্দজানি তানি ত্বং রামে মোক্ষ্যস্যুপস্থিতে ॥ ১৫ ॥
পুত্রস্তে যশসা লোকান্ ব্যাপ্য ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
চতুর্দ্দশানাং বর্ষাণামন্তে ভোক্ষ্যতি মেদিনীং ॥ ১৬ ॥
কুশচীরাম্বরমপি যং যান্তং নরকুঞ্জরং।
শ্রীরিবানুগতা সীতা সত্য কিং নাম দুর্লভং ॥ ১৭ ॥
তব পুত্রো বরঃ পুংসাং বনবাসাদুপাগতঃ।
বৃত্তায়তভুজঃ পাদৌ সংস্পৃশন্ হ্লাদয়িষ্যতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

মহাত্মা বিশ্বামিত্র ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং রামকে দিব্য অস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছেন, সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা সেই রামচন্দ্রের জন্য কোনক্রমেই আপনার শোক করা উচিত হয় না॥ ১৩ ॥ যিনি কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী ও পত্নী এই তিনের দ্বারা সতত পরিবৃত রহিয়াছেন, যিনি দ্যুতিমান ও মহাবল পরাক্রান্ত হয়েন, সেই রামচন্দ্রই যথার্থ রাজ্যাধিকারের উপযুক্ত পাত্র, অতএব রামই রাজা হইবেন॥ ১৪ ॥ হে কৌশল্যে! অদ্য আপনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া যে অনবরত নেত্রজল পরিত্যাগ করিতেছেন, শ্রীরামচন্দ্র ভবনে সমাগত হইলে পর আবার আপনিই আনন্দজাত নয়নজল এইরূপ রামশিরে অভিবর্ষণ করিবেন॥ ১৫ ॥ ধার্ম্মিক প্রধান আপনার সন্তান শ্রীরাম, যশোরাশিতে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ করিয়া চতুর্দ্দশবৎসর অবসানে এই মেদিনীমণ্ডল উপভোগ করিবেন॥ ১৬ ॥ কুশময় বসন পরিধান করিয়া যে নরোত্তম অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকীও তাঁহার অনুগতা রহিয়াছেন। অতএব রামচন্দ্রের কিসের অভাব, যে আপনি শোক করিতেছেন, অর্থাৎ তাহার জন্য কোন চিন্তার আবশ্যক নাই॥ ১৭ ॥ পুরুষপ্রধান তোমার সন্তান শ্রীরাম বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া আজানুলম্বিত বৃত্ত ভুজযুগলে আপনার পাদদ্বয় স্পর্শ করতঃ আপনাকে আহ্লাদিত করিবেন॥ ১৮ ॥

তং পাদৌ বন্দমানং ত্বং দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনং।
মেঘরাজীব শৈলেন্দ্রং সেক্ষ্যস্যানন্দজাশ্রুভিঃ ॥ ১৯ ॥
নিশম্য তল্লক্ষ্মণমাতৃবাক্যং।
রামস্য মাতুর্নরদেবপত্ন্যাঃ।
শনৈঃ স শোকঃ প্রশমং জগাম
বৃষ্ট্যা যথাগ্নিঃ পরিষিচ্যমানঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সুমিত্রাবাক্যং নাম
চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ।

হে দেব! রাজীবলোচন রামচন্দ্র যখন আপনার পাদপদ্ম সেবা করিবেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া "মেঘ যেমন শৈলেন্দ্রকে জলধারা দ্বারা অভিষেক করে" তেমনি আপনিও আনন্দাশ্রু দ্বারা সেই নীলমেঘসদৃশ রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ১৯ ॥ লক্ষ্মণমাতা সুমিত্রার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে রাজমহিষী রামজননী কৌশল্যা দেবীর তাদৃশ অসীম শোক অল্পে অল্পে সমতা প্রাপ্ত হইল, যেমন প্রজ্জ্বলিত অনলরাশি বৃষ্টি দ্বারা সিঞ্চন করিলে ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া যায় ॥ ২০ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
সুমিত্রা বাক্য নামে চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

রামে মনুজশার্দ্দূলে সানুজে বনমাশ্রিতে।
রাজা দশরথঃ শ্রীমানাপদং সমপদ্যত॥ ১॥
রামলক্ষ্মণয়োরেব বিবাসাদ্বাসবোপমং।
জগ্রাহোপপ্লবগতং সূর্য্যং তম ইবাম্বরে॥ ২॥
স ষষ্ঠে দিবসে রামং শোচন্নেব মহাযশাঃ।
অর্দ্ধরাত্রে প্রবুদ্ধ সন্ সস্মারাত্মদুষ্কৃতং॥ ৩॥
স্মৃত্বা চ দেবীং কৌশল্যামভিভাষ্যেদমব্রবীৎ।
যদি জাগর্ষি কৌশল্যা শৃণু মেঽবহিতা বচঃ॥ ৪॥
যদাচরতি কল্যাণি নরঃ কর্ম্ম শুভাশুভং।
সোঽবশ্যং ফলমাপ্নোতি তস্য কালক্রমাগতং॥ ৫॥
গুরুলাঘবমর্থানামারম্ভেম্ববিতর্কয়ন্।
গুণতো দোষতশ্চৈব বাল ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

মনুজ ব্যাঘ্র শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যবাসী হইলে পর শ্রীমান্ রাজা দশরথ নানাপ্রকার আপদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন॥ ১॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণের বনবাসজন্য পুরন্দরসমান রাজা দশরথকে গগনমণ্ডলে রাহুগ্রস্ত দিবকারের ন্যায় মোহ আসিয়া গ্রাস করিল॥ ২॥ মহাযশস্বী রাজা দশরথ এইরূপ মোহগ্রস্ত হওয়ার পর ষষ্ঠ দিবসে রামচন্দ্রের জন্য শোক করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্র সময়ে সচেতন হইয়া আপনি পূর্ব্বে যে অতিশয় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতে লাগিলেন॥ ৩॥ সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কৌশল্যা দেবীকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, হে কৌশল্যে! যদি তুমি জাগ্রতা থাক তবে মনোযোগ পূর্ব্বক আমার এক কথা শ্রবণ করহ॥ ৪॥ হে কল্যাণি! মনুষ্য মাত্র শুভাশুভ যে সকল কর্ম্মের আচরণ করে, কালক্রমে অবশ্যই তাহার সে সকল কর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হয়॥ ৫॥ কার্য্যের আরম্ভে যাহারা প্রয়োজনের গৌরব ও লাঘব বিবেচনা না করে, এবং গুণ দোষের আলোচনা না করে, পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে বালক বলিয়া থাকেন॥ ৬॥

তদ্বথাম্রবনং হিত্বা পলাশবনমাশ্রয়েৎ।
পুষ্পং দৃষ্ট্বা ফলপ্রেপ্সুর্নিরাশঃ স্যাৎ ফলাগমে ॥ ৭ ॥
সোঽহমাম্রবনং হিত্বা পলাশবনমাশ্রিতঃ।
বুদ্ধিমোহাৎ পরিত্যজ্য রামং শোচামি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৮ ॥
কৌশল্যেলব্ধ লক্ষ্যেণ তরুণেন ময়া পুরা।
কৌমারে শব্দবেধিত্বশ্লাঘিনা দুষ্কৃতং কৃতং ॥ ৯ ॥
তদিদং মামনুপ্রাপ্তং ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ।
ভক্ষিতস্য বিষস্যেব বিপাকো জীবিতান্তকঃ ॥ ১০ ॥
অবিজ্ঞানাদ্বথা কশ্চিৎ পুরুষো ভক্ষয়েদ্বিষং।
তথা ময়াপ্যবিজ্ঞানাৎ পাপং কর্ম্ম পুরা কৃতং ॥ ১১ ॥
দেব্যনূঢ়া তদাভূস্ত্বং যুবরাজো ভবাম্যহং।
অথ প্রাবৃড়নুপ্রাপ্তা মনঃ সংহর্ষিণী মম ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

যেসকল ফল লোলুপ ব্যক্তি আম্রবন পরিত্যাগ করিয়া ফললোভে বিকশিত পুষ্প পলাশবনকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ এই শোভন পুষ্পে না জানি কেমন মনোহর ফল প্রাপ্ত হইব, কিন্তু ফলাগম কালে, ঐ ব্যক্তি ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হয় ॥ ৭ ॥ আমিও সেইরূপ আম্রবন পরিত্যাগ করিয়া পলাশ বনের আশ্রয় লইয়াছি আমি এমনি দুর্ম্মতি যে মোহবশতঃ রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তজ্জন্য শোক করিতেছি ॥ ৮ ॥ হে কৌশল্যে! পূর্ব্বে আমি যৌবনাবস্থায় শব্দবেধীবাণের অহঙ্কারে এক অন্ধকমুনিকুমারের প্রতি নিদারুণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম ॥ ৯ ॥ অতএব এক্ষণে সেই দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিবারজন্য আমার সময় প্রাপ্ত হইয়াছে, যেমন বিষপান করিলে পরিণামে জীবন নাশ হয়, তদ্রূপ সেই কর্ম্মের ফলে আমার অবশ্য প্রাণ বিয়োগ হইবে ॥ ১০ ॥ যেমন কোন ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ বিষ ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় আমিও পূর্ব্বে জানিতে না পারিয়া সেই বিষবৎ পাপকর্ম্ম করিয়াছিলাম ॥ ১১ ॥ হে দেবি! যখন তোমাকে বিবাহ করি নাই, আমি যুবরাজ হইয়া আনন্দ করিতেছিলাম, কিয়ৎকালান্তরে আমার অন্তঃকরণের আনন্দজনক বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২ ॥

আদায় হি রসং ভৌমং তপ্ত্বা চ জগতীং রবৌ।
উদগ্‌গত্বাভ্যুপাবৃত্তে পরেতাচরিতাং দিশং॥ ১৩॥
আবৃণ্বানা দিশঃ সর্ব্বা স্নিগ্ধা দদৃশিরে ঘনাঃ।
মুদা বিজহ্রিরে চাপি বকসারসবর্হিণঃ॥ ১৪॥
আকুলাবিলতোয়ানি শ্রোতাংসি বিপুলান্যপি।
উন্মার্গজলবাহীনি বভূবুর্জ্জলদাগমে॥ ১৫॥
মেঘজেনাম্বুনা ভূমির্ভূরিণা পরিতর্পিতা।
উন্মত্তশিখিসারঙ্গা বভৌ হরিতশাদ্বলা॥ ১৬॥
এতস্মিন্নীদৃশে কালে বর্ত্তমানেঽহমঙ্গনে।
বদ্ধা তূণৌ ধনুষ্পাণিঃ শরয্বমগমন্নদীং॥ ১৭॥
ধনুর্ব্যায়ামশীলত্বাচ্ছব্দবেধচিকীর্ষয়া।
তস্যা নদ্যাস্তথা তীরং বিবিক্তমুপস্থিতা চ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

দিবাকর ধরামণ্ডলের রসভার আকর্ষণ করতঃ তাহাকে সন্তাপিত করিয়া উত্তরাংশের গমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া দক্ষিণাংশে গমন করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥ সজল জলদমালা দিঙ্মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া নয়নপ্রীতিকর রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল, বলাকাশ্রেণী ও সারসপঙ্ক্তি ও কলাপীকলাপ আনন্দিতমনে বিহারার্থে ইতস্তত ভ্রমণপরায়ণ হইল॥ ১৪॥ বর্ষার আগমনে নদ নদী সকল আবিল জলপূরে পরিপূর্ণ হইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, শ্রোতসকল উদ্বেল হইয়া উঠিল॥ ১৫॥ জলধর ধারা সম্ভূত প্রভূতজলে পৃথিবী পরিপূর্ণা হইলেন, ময়ুর সারঙ্গ প্রভৃতি পক্ষিগণ উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল ও পৃথিবী নবনব হরিবর্ণ তৃণে পরিব্যাপ্তা হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিলেন॥ ১৬॥ এই প্রকার বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে পর এই প্রাঙ্গন ভূমিতে আমি স্বাঙ্গের উভয়পার্শ্বে দুই তূণীর বদ্ধ হইয়া ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতঃ সরযূনদীতীরে মৃগয়া করিতে গমন করিলাম॥ ১৭॥ তখন শরাসনবিষয়ক ব্যায়ামে অর্থাৎ বাণযুদ্ধে আমার একান্ত অনুরাগ ছিল, শব্দবেধী বাণ দ্বারা মৃগয়া করিব ইচ্ছা করিয়া সেই সরযূনদীতীরে অতি বিজন প্রদেশে গমন করিলাম॥ ১৮॥

নিপানে নিশি বন্যানাং মৃগাণাং সলিলার্থিনাং।
স্থিতস্তত্রাহমেকান্তে রাত্রৌ বিততকার্ম্মুকঃ ॥ ১৯ ॥
তত্রাপি মহিষং বন্যং গজং বা তীরমাগতং।
অন্যং বাপি মৃগং হন্মি শব্দং শ্রুত্বাভ্যুপাগতঃ ॥
অথাহং পূর্য্যমাণস্য জলকুম্ভস্য নিঃস্বনং।
অচক্ষুর্বিষয়েঽশ্রৌষং বারণস্যেব বৃংহিতং ॥ ২১ ॥
ততঃ সুপুঙ্খং নিশিতং শরং সন্ধায় কার্ম্মুকে।
তস্মিন্ শব্দে শরং ক্ষিপ্রমসৃজং দৈবমোহিতঃ ॥ ২২ ॥
শরে চাশৃণবং তস্মিন্ মুক্তে নিপতিতে তদা।
হা হতোঽস্মীতি করুণং মানুষেণেরিতাং গিরং ॥ ২৩ ॥
কথমস্মদ্বিধে শস্ত্রং নিপাত্যেত তপস্বিনি।
কেনায়ং সুনৃশংসেন ময়ি বাণো নিপাতিতঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

রাত্রিকালে জলপান করিবার অভিলাষে আরণ্যক মৃগসমূহ ঐ সরযূ নদীতে আগমন করিবেক এই মনে ভাবিয়া আমি রাত্রিতে একান্তে ধনুকে গুণ সংযোগ করতঃ শরসন্ধান করিয়া তথায় বিবিক্তস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম ॥ ১৯ ॥ নদীকূলে বন্যমহিষ, কি বন্যহস্তী, অথবা অন্যান্য বন্যমৃগ তথায়আগমন করিলেই তাহাদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া ঐ বাণে বিনাশ করিব ॥ ২০ ॥ অনন্তর আমার দৃষ্টি পথের বহির্ভাগে নদীতে কুম্ভে জল পূর্ণ করিতেছে তাহার শব্দ অবিকল মাতঙ্গের বৃংহিতের ন্যায় আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল অর্থাৎ সেই শব্দে আমি মনে করিলাম যে বন্যহস্তীতে শব্দ করিতেছে ॥ ২১ ॥ তখন আমি উৎকৃষ্ট পুঙ্খ-যুক্ত শাণিত শর ধনুকে যোজনা করিলাম ও দৈব প্রতারিত হইয়া অতি সত্বর সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া তদনুসারে শর নিঃক্ষেপ করিলাম ॥ ২২ ॥ তখন সেই বাণ নিঃক্ষেপ করিবামাত্র যেমন পতিত হইল, অমনি হায় আমি মরিলাম এই মনুষ্যের বদনোচ্চারিত সকাতর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম ॥ ২৩ ॥ অস্মদ্বিধ তপস্বিজনে কে এমন অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিল, কেরে এমন নিষ্ঠুর! সেই নিন্দিতপুরুষকর্ত্তৃক আমাতে এই নিদারুণ বাণ নিপতিত হইল ॥ ২৪ ॥

প্রবিবিক্তাং নদীং রাত্রাবুদহারোঽহমাগতঃ।
ইষুণাভিহতঃ কেন কস্যেহাপকৃতং ময়া॥ ২৫॥
বৃদ্ধস্যান্ধস্য দীনস্য বনে বন্যেন জীবতঃ।
মুনেঃ পুত্রবধাদেব হৃদি বাণো নিপাতিতঃ॥ ২৬॥
ইমং নিষ্ফলমারম্ভং কেবলানর্থসংহিতং।
বিদ্বান্ কঃ সাধুমন্যেত শিষ্যেণেব গুরোর্ব্বধং॥ ২৭॥
নেমং তথানুশোচামি জীবিতক্ষয়মাত্মনঃ।
মাতরং পিতরঞ্চান্ধৌ বৃদ্ধৌ শোচামি তৌ যথা॥ ২৮॥
তদন্ধমিথুনং বৃদ্ধং দীর্ঘকালং ভৃতং ময়া।
কথং ময়ি মৃতেঽনাথং কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যতি॥ ২৯॥
তৌ চাহঞ্চৈব কৃপণাঃ কেনাগম্য দুরাত্মনা।
বাণেনৈকেন নিহতাঃ শাকমূলফলাশনাঃ॥ ৩০॥

অনুবাদ।

আমি এই রাত্রিকালে জনশূন্য নদীতে জল লইবার জন্য আসিয়াছি, আমাকে কে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিল, আমি কাহার কি অপরাধ করিয়াছি॥ ২৫॥ বন্যফল মূলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি, অতিশয় বৃদ্ধতম অথবা অন্ধ গতিশক্তি রহিত, কেবল ফলমূল মাত্র আহারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বনমধ্যে বাস করেন, আমি সেই অন্ধমুনির পুত্র, আমাকে বধ করাতে এই বাণ তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ করা হইয়াছে॥ ২৬॥ কেবল অনর্থ পরম্পরার কারণ জ্ঞানপূর্ব্বক শিষ্যের গুরুবধের ন্যায় এমন নিষ্ফল কর্ম্মের সমারম্ভণ কে করিল॥ ২৭॥ ইহাতে আমার মৃত্যু হইবে বলিয়া আমি তাদৃশ অনুসূচনা করিতেছি না, যাদৃশ বৃদ্ধতম অন্ধ জনক জননীর জন্য আমার শোক হইতেছে॥ ২৮॥ হা! আমার পিতা মাতা উভয়েই অন্ধ, তাঁহাদিগকে আমি চিরকাল ভরণ পোষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে আমি মরিলে সেই অনাথ দীন পিতা ও অনাথা মাতার কি অবস্থা হইবে॥ ২৯॥ সেই পিতা মাতা এবং আমি, আমরা অযত্ন সম্ভূত শাক মূল ফল ভোজনে জীবন ধারণ করিতেছিলাম, কোন্ দুরাত্মা অরণ্য মধ্যে সমাগত হইয়া এক বাণে আমাদিগের এই তিনজনকে একেবারে বিনাশ করিল॥ ৩০॥

ইতি তাং করুণাং বাচং শ্রুত্বা মে ভ্রান্তচেতসঃ।
অধর্ম্মভয়ভীতস্য করাদচ্যবতায়ুধং ॥ ৩১ ॥
সহসাভ্যুপস্থত্যৈন মপশ্যং হৃদি তাড়িতং।
জটাজিনধরং বালং দীনং পতিতমম্ভসি ॥ ৩২ ॥
স মাং কৃপণমুদ্বীক্ষ্য মর্ম্মণ্যভিহতো দৃঢ়ং।
ইত্যুবাচ বচো দেবি দিধক্ষুরিব তেজসা ॥ ৩৩ ॥
কিং তবাপকৃতং ক্ষত্র বনে নিবসতা ময়া।
জিঘৃক্ষুরাপো গুর্ব্বর্থং যদহং তাড়িতস্ত্বয়া ॥ ৩৪ ॥
অমূ হি কৃপণাবন্ধাবনাথৌ বিজনে বনে।
মদীয়ৌ পিতরৌ বৃদ্ধৌ প্রতীক্ষেতে মমাশয়া ॥ ৩৫ ॥
একেনানেন বাণেন ত্বয়া পাপ হতাস্ত্রয়ং।
অহমম্বা চ তাতশ্চ কস্মাদনপকারিণঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ।

এই প্রকার সেই সকরুণ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মন চমকিত হইয়া উঠিল, অধর্ম্ম ভয়ে যৎপরোনাস্তি ভীত হইলাম, ও আমার হস্ত হইতে তখনি ধনুর্ব্বাণ চ্যুত হইয়া পড়িল ॥ ৩১ ॥ শব্দানুসারে অতি সত্বর নিকটে গিয়া দেখিলাম জটাবল্কলধারী দীনহীন এক বালক হৃদিবিদ্ধ বাণে কাতর হইয়া জলে পতিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ হে দেবি কৌশল্যে! সেই বালক আমাকে অতি কাতর ও কুণ্ঠিত দেখিয়া তেজোবলে যেন আমাকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩ ॥ হে ক্ষত্রিয় রাজ! আমি বনে বাস করি, জনক জননীর জন্য নদী হইতে জল গ্রহণ করিতে আসিয়াছি, তোমার কি অপকার করিয়াছি, যে তুমি আমাকে নির্ঘাত শরদ্বারা বিদ্ধ করিলে ॥ ৩৪ ॥ এই নির্জ্জন বনে আমার দীন হীন অনাথ বৃদ্ধ ও অন্ধতম জনক জননী ক্ষুৎ পিপাসাতুর হইয়া আমার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি জল লইয়া গেলে তাঁহারা পান করিয়া প্রাণধারণ করিবেন ॥ ৩৫ ॥ হে পাপ কারিন্! তুমি এই একবাণে কি জন্য আমাদিগের তিন জনের প্রাণ নাশ করিলে? আমি ও আমার মাতা ও আমার পিতা তিন জনের মধ্যে কেহই তোমার কোন অপকার করি নাই ॥ ৩৬ ॥

নূনং ন তপসঃ কিঞ্চিৎ ফলং মন্যে শ্রুতস্য বা।
যথা মাং নাভিজানাতি পিতা মূঢ় ত্বয়া হতং॥ ৩৭॥
জানন্নপি চ কিং কুর্য্যাদন্ধত্বাদপরাক্রমঃ।
ছিদ্যমানমিবাশক্ত স্ত্রাতুমন্যং নগো নগং॥ ৩৮॥
পিতুরেব চ মে শীঘ্রং গত্বা চাচক্ষ্ব রাঘব।
মা ত্বাং ধক্ষ্যতি শাপেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবানলঃ॥ ৩৯॥
ইয়মেকপদী যাতি মম তং পিতুরাশ্রমং।
তং প্রসাদয় গত্বাশু ন স ত্বাং কুপিতঃ শপেৎ॥ ৪০॥
বিশল্যং মাং কুরু ক্ষিপ্রং ত্বযায়ং যোঽর্পিতঃ শরঃ।
হৃদি বজ্রাগ্নিসংস্পর্শঃ প্রাণানুপরুণদ্ধি মে॥ ৪১॥

অনুবাদ

অরে মূঢ়! আমি তোমা কর্ত্তৃক যে রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম, বোধ করি পিতা যদি ইহা না জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার এতাবৎকাল তপস্যারও কোন ফল নাই ও বেদাধ্যয়নেরও কোন ফল নাই॥ ৩৬ ॥ অথবা তিনি জানিয়াই বা কি করিবেন, একে অন্ধ তাহাতে কোন পরাক্রম নাই, অর্থাৎ গতিশক্তিমাত্র রহিত, যেমন কোন ব্যক্তি কোন এক বৃক্ষ ছেদন করিলে অন্য বৃক্ষ তাহার কি প্রতীকার করিতে সমর্থ হইতে পারে?॥ ৩৮ ॥ হে রাঘব! যাহাহউক তুমি শীঘ্র আমার পিতার নিকট গমন করিয়া এই সংবাদ প্রদান করহ, শুষ্ক কাষ্ঠকে অনল যেমন দগ্ধ করে, তেমনি তুমি যেন শাপ দ্বারা দগ্ধ হইও না॥ ৩৯ ॥ আমার পিতার আশ্রমে যাইবার এই পথ, তুমি দ্রুতবেগে এই পথে তথায় গমন করিয়া পিতাকে প্রসন্ন কর? যেন তিনি কুপিত হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান না করেন॥ ৪০ ॥ আমার হৃদয়ে তুমি যে শর নিঃক্ষেপ করিয়াছ, শীঘ্র ইহা উদ্ধৃত করিয়া দাও, এই বাণ ফলা হৃদয়ে বজ্রাগ্নি স্পর্শন্যায় আমার প্রাণ সকলকে রোধ করিয়া অতিশয় যাতনা দিতেছে॥ ৪১ ॥

সশল্যো মরণং নাহমাপ্নুয়াং শল্যমুদ্ধর।
ন দ্বিজাতিরহং শঙ্কাং ব্রহ্মহত্যাকৃতাং ত্যজ॥ ৪২॥
ব্রাহ্মণেন ত্বহং জাতঃ শূদ্রায়াং বসতা বনে।
ইতি মামব্রবীদ্বাক্যং বালঃ শরহতো ময়া॥ ৪৩॥
জলার্দ্রগাত্রং বিলপন্তমেবং শরাভিঘাতার্ত্তমভিশ্বসন্তং।
তথা শরয্বাং তমহং শয়ানং দৃষ্ট্বৈব বালং সুভৃশং বিষণ্ণঃ॥ ৪৪॥
তস্যাথোত্তাম্যতো বাণ মুজ্জহার বলাদহং।
যত্নবান্ জীবিতাকাঙ্ক্ষী মুনেস্তস্য বিচেতনঃ॥ ৪৫॥
শরে তু তস্মিন্ ব্যপনীতমাত্রে হিক্কোদ্গতশ্বাসমুহূর্ত্তখিন্নঃ।
বিচেষ্টমানঃ পরিবৃত্তনেত্রঃ প্রাণানমুঞ্চৎ স মুনেস্তনুজঃ॥ ৪৬॥

অনুবাদ।

যতক্ষণ এই শেল আমার হৃদয়ে নিহিত থাকিবেক ততক্ষণ আমার মৃত্যু হইবেক না, কেবল অসীম যাতনা মাত্র ভোগ করিতে হইবে, অতএব শীঘ্র শেলফলা উদ্ধৃত করিয়া দাও, আমি ব্রাহ্মণ জাতি নহি, ব্রহ্ম হত্যা হইবে বলিয়া যে শঙ্কা করিতেছ তাহা পরিত্যাগ করহ॥ ৪২ ॥ বনবাসী ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাগর্ব্ভে আমার জন্ম হইয়াছে, হে দেবি! শরদ্বারা আহত সেই বালক আমাকে এই কথা বলিল॥ ৪৩ ॥ দেখিলাম বালক সরযূ নদীতে শয়ন করিয়া জলে অভিষিক্ত গাত্র হইয়া এই রূপ বিলাপ করিতেছে, ও শরের আঘাতে যৎপরোনাস্তি কাতর এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমি অতিশয় শঙ্কিত ও কম্পিত হইলাম॥ ৪৪ ॥ সেই বালক অতিশয় যাতনা পাইতেছে দেখিয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার হৃদয় হইতে শেলফলা উদ্ধৃত করিলাম, বিচেতন হইয়াও সেই মুনি কুমারের জীবন রক্ষার জন্য অনেক যত্ন করিতে লাগিলাম॥ ৪৫ ॥ আমি শেলফলা উদ্ধৃত করিয়া দিবা মাত্র মুনি কুমার কিঞ্চিৎকাল হিক্কা উদ্গত ও ঘন ঘন শ্বাসে কাতর হইয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন, নয়নযুগল নিমীলন করিয়া পরিশেষে প্রাণবায়ুকে পরিত্যাগ করিলেন॥ ৪৬ ॥

নিধনমুপগতে মহর্ষিপুত্রে সহ যশসা সহসৈব মাং নিপাত্য ।
ভৃশমহমভবং বিমূঢ়চেতা ব্যসনমপারমসংশয়ং প্রপন্নঃ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ঋষিকুমারবধো
নাম পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ ।

যশের সহিত আমাকে নিপাতন করিয়া মুনি কুমার সহসা নিধন প্রাপ্ত হইলেন অনন্তর আমি তদ্বধে অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া অসংশয় অপার দুঃখ সাগরে নিপতিত হইলাম ॥ ৪৭ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ঋষি কুমার বধনামে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গ সমাপন ॥ ৬৫ ॥

—oo—

ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

ততোঽহং শরমুদ্ধৃত্য দীপ্তমাশীবিষোপমং।
আগচ্ছং কুম্ভমাদায় পিতুরস্যাশ্রমং প্রতি॥ ১॥
তত্রাহং কৃপণাবন্ধৌ বৃদ্ধাবপরিচারকৌ।
অপশ্যং জনকৌ তস্য লূনপক্ষাবিবাণ্ডজৌ॥ ২॥
তৎকথাভিরুদাসীনৌ ব্যথিতৌ পুত্রলালসৌ।
পুত্রদর্শনজামাশামাকাঙ্ক্ষন্তৌ ময়া হতৌ॥ ৩॥
তদজ্ঞানান্মহৎ পাপং কৃত্বাহং দীনমানসঃ।
আশ্রমস্থাবভিপ্রেত্য তাবপশ্যং তপস্বিনৌ॥ ৪॥
শ্রুত্বৈব পদশব্দং তু ততো মাং সোঽভ্যভাষত।
কিং তে চিরায়িতং পুত্র পানীয়ং ক্ষিপ্রমানয়॥ ৫॥
যজ্ঞদত্ত চিরং তাত সলিলে ক্রীড়িতং ত্বয়া।
উৎকণ্ঠিতেয়ং মাতা তে তথাহমপি পুত্রক॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর আমি বালকের হৃদয় হইতে অতি ভীষণ প্রকৃতি বিষধরের ন্যায় বাণ উদ্ধৃত করিয়া জলপূর্ণ কলস গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার পিতার আশ্রমাভিমুখে গমন করিলাম॥ ১॥ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পরিচারক বিহীন বৃদ্ধতম অন্ধ অতিশয় দীন, মৃত বালকের জনক জননী ছিন্নপক্ষ পক্ষীযুগলের ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন॥ ২॥ তাঁহারা সেই বালকের কথা লইয়াই আন্দোলন করিতেছেন, পিপাসায় অতি কাতর পুত্রের প্রতি একান্ত অনুরক্ত কতক্ষণে পুত্র আসিবেন দেখিয়া প্রাণ সীতল করিব, ইহা বলিয়া আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন, ফলতঃ আমার দ্বারা তাঁহারা হত হইয়াছেন বলিলেই হয়॥ ৩॥ আমি অজ্ঞান বশতঃ এই মহৎ পাপকর্ম্মের আচরণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুলিত মনে আশ্রমস্থিত তপস্বি মিথুনের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দুইজনকে দেখিলাম॥ ৪॥ অন্ধ ঋষি আমার পদশব্দ শ্রবণ মাত্র আমাকে বলিলেন, অরে পুত্র! তুমি জল আনয়নে এতাধিক বিলম্ব কেন করিলে? তুমি অনেকক্ষণ গিয়াছিলে শীঘ্র পানীয় জল আনয়ন করহ॥ ৫॥ অরে যজ্ঞদত্ত! তুমি কি এতক্ষণপর্য্যন্ত জলে ক্রীড়া করিতেছিলে হেপুত্রক! তোমার জননী অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন, আমিও তদ্রূপ তোমার নিমিত্তে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি॥ ৬॥

যদি কিঞ্চিদ্ব্যলীকং তে ময়া মাত্রাপি বা কৃতং।
ক্ষময়েত্ত্বঞ্চ মা ভূয় শ্চিরয়েথাঃকচিদ্গতঃ ॥ ৭ ॥
অগতেস্তং গতির্ভূর্মেঽদ্য ত্বং মে চক্ষুরচক্ষুষঃ।
মমাসক্তাস্ত্বয়ি প্রাণাঃ কস্মাৎ ত্বং নাভিভাষসে ॥ ৮ ॥
তত্রেতি করুণাং বাচং ব্রুবন্তং পুত্রলালসং।
অহমভ্যেত্য শনকৈ রব্রুবং ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৯ ॥
বাষ্পপূর্ণেন কণ্ঠেন ধৃত্যা সংস্তভ্য বাগ্বলং।
কৃতাঞ্জলির্ব্বেপমানো ভয়গদ্গদবাগিদং ॥ ১০ ॥
ক্ষত্রিয়োঽহং দশরথো নাহং পুত্রো মুনে তব।
সজ্জনাবমতং ঘোরং কৃত্বা পাপমুপাগতঃ ॥ ১১ ॥
ভগবংশ্চাপহস্তোঽহং শরয্বাস্তীরমাগতঃ।
কাঙ্ক্ষন্ জিঘাংসুরজ্ঞাতং মৃগং তত্রাভ্যুপাগতং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

রে বৎস! যদি তোমার জননী তোমার কোন অনিষ্ট করিয়া থাকেন কি আমি যদি কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকি, তবে তাহা তুমি ক্ষমা করহ, পুনর্ব্বার কোথাও গেলে আর এত বিলম্ব করিহনা ॥ ৭ ॥ রে বৎস! এক্ষণে তোমা ভিন্ন আমাদিগের অন্য কোন গতি নাই এবং চক্ষু নাই তুমিই আমাদিগের চক্ষু, তোমাতেই আমাদিগের প্রাণ সমর্পিত রহিয়াছে, তুমি কি নিমিত্ত কোন কথা কহিতেছ না। ॥ ৮ ॥ তথায় পুত্রবৎসল মুনি এইপ্রকার সকরুণ বাক্য বলিতে লাগিলেন, আমি ভয়ে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া অল্পে অল্পে তাঁহার নিকটে গিয়া বলিবার উদ্যোগ করিলাম ॥ ৯ ॥ কিন্তু বাষ্পরাশিতে তখন আমার কণ্ঠ অবরোধ হইয়া গেল, কেবল ধৈর্য্য সহকারে বাক্য স্তম্ভিত করিয়া ভয়ে কাঁপিতে২ কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদস্বরে এই কথা বলিলাম ॥ ১০ ॥ হে ভগবন্! আমি আপনার সন্তান নহি, আমি ক্ষত্রিয়কুল সমুদ্ভূত, রাজা দশরথ, আমি সাধু বিগর্হিত ঘোরতর পাপাচরণ করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি ॥ ১১ ॥ হে মহাভাগ! আমি হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সরযূ নদীতীরে আগত হইয়াছিলাম, আমার অভিপ্রায় এই যে যে সকল মৃগ অজ্ঞানত এই নদীতীরে জলপান করিতে আসিবে, তাহাদিগকে বিনাশ করিব ॥ ১২ ॥

পূর্য্যমাণস্থ কুম্ভস্থ অথ শব্দো ময়া শ্রুতঃ।
তত্র পুত্রো ময়াসৌ তে নিহতো গজশঙ্কয়া॥ ১৩॥
তস্যাহং রুদিতং শ্রুত্বা হৃদি ভিন্নস্থ পাত্রিণা।
ভীত আগম্য তং দেশমপশ্যং তং তপস্বিনং॥ ১৪॥
ভগবন্ শব্দবেধিত্বান্ময়ায়ং গজশঙ্কয়া।
বিসৃষ্টোঽম্ভসি নারাচো যেন তে নিহতঃ সুতঃ॥ ১৫॥
সমুদ্ধৃতে ময়া বাণে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ।
ভবন্তৌ সুচিরং কালং পরিশোচ্য তপস্বিনৌ॥ ১৬॥
অজ্ঞানতো ময়া পুত্রো হতস্তে দয়িতো মুনে।
শেষমেবং গতে তেজো ময্যুৎস্রষ্টুং ত্বমর্হসি॥ ১৭॥
স এতদভিসংশ্রুত্য মুহূর্ত্তমিব মূর্চ্ছিতঃ।
প্রত্যাশ্বস্যাগতপ্রাণো মামুবাচ কৃতাঞ্জলিং॥ ১৮॥

অনুবাদ।

অনন্তর আপনার সন্তান কলসে জল পূর্ণ করিতেছিলেন, সেই শব্দ আমি শুনিতে পাইয়া, হস্তীশব্দ জ্ঞানে তাঁহাকে শব্দবেধবাণ দ্বারা বিনাশ করিয়াছি॥ ১৩॥ আমি শর নিঃক্ষেপ করিলে পর তিনি হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া যখন রোদন করিয়া উঠিলেন, তখন আমি সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীত হইলাম, এবং সেই স্থানে গিয়া তপস্বী বালককে দেখিতে পাইলাম॥ ১৪॥ হে ভগবন্! আমি গজভ্রমে শব্দবেধি এই বাণ জলে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলাম, যাহা দ্বারা আপনার সেই সন্তান বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৫॥ আমি তাঁহার হৃদয় হইতে বাণ ফলা উদ্ধৃত করিলে পর আপনাদিগের দুইজনের উদ্দেশে শোক করিয়া তিনি বহুকাল বিলাপ করিলেন, পরিশেষে প্রাণ পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন॥ ১৬॥ হে ঋষিবর! আমি অজানত আপনার প্রাণ সমান প্রিয়সন্তানকে বিনাশ করিয়াছি, সে যাহা হইবার হইয়াছে এক্ষণে আপনি তেজোবলে আমাকে দগ্ধ করুন্॥ ১৭॥ মুনিবর এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল মূর্চ্ছিতপ্রায় থাকিলেন, পরে আশ্বাস বচনে চেতন প্রাপ্ত হইয়া আমাকে এই কথা বলিলেন "তখন আমি তদগ্রে করযোড়ে দণ্ডায়মান ছিলাম॥ ১৮॥

যদি ত্বমশুভং কৃত্বা নাচক্ষীথাঃ স্বয়ং মম ।
লোকা অপি ততো দগ্ধা ময়া তে শাপবহ্নিনা ॥ ১৯ ॥
ক্ষত্রিয়ং জ্ঞানপূর্ব্বঞ্চে দ্বানপ্রস্থবধঃ কৃতঃ ।
স্থানাৎ প্রচ্যাবয়েদাশু ব্রহ্মাণমপি সুস্থিতং ॥ ২০ ॥
সপ্তাবরাঃ সপ্তপূর্ব্বে তব বংশ্যা নরাধম ।
পতেয়ুর্জ্ঞানপূর্ব্বং তে বধং কৃতবতো মুনে ॥ ২১ ॥
হতস্ত্বসৌ যদজ্ঞানাৎ ত্বয়া তেনাদ্য জীবসি ।
ন স্যাদ্ধি কুলমপ্যাদ্য রাঘবাণাং ভবান্ কিমু ॥ ২২ ॥
নয় মাং সাধু তং দেশং যত্রাসৌ বালকস্ত্বয়া ।
হতো নৃশংস বাণেন মমান্ধস্যান্ধযষ্টিকা ॥ ২৩ ॥
তমহং পাতিতং ভূমৌ স্প্রষ্টুমিচ্ছামি পুত্রকং ।
সংপ্রাপ্য যদি জীবেয়ং পুত্রস্পর্শমপশ্চিমং ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ।

হে রাজন্ ! যদি তুমি এই নিদারুণ কর্ম্ম করিয়া স্বয়ং আসিয়া আমাকে না বলিতে, তবে আমি শাপপাবক দ্বারা তোমার সকল লোক সমেত তোমাকে দগ্ধ করিতাম ॥ ১৯ ॥ অরে ক্ষত্রিয়াধম ! ক্ষত্রিয় হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক যদি কেহ বানপ্রস্থ মুনিকে বধ করে তবে পরমসুখে ব্রহ্মলোকে অবস্থিত হইলেও ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোক হইতে তাহাকে আমি আশু নিপাতিত করিতে পারি ? ॥ ২০ ॥ রে নরাধম! যদি তুমি জ্ঞানপূর্ব্বক এই মুনি বধ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার বংশজ ঊর্দ্ধ সাত পুরুষ ও অধঃস্থ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত পতিত হইবে ॥ ২১ ॥ যেহেতু তুমি অজ্ঞান বশতঃ আমার সন্তানকে বধ করিয়াছ, বলিয়াই এতক্ষণ জীবিত রহিয়াছ, তাহা না হইলে একা তুমি কি ? ত্বদীয় রাঘবদিগের বংশ এখনি নষ্ট হইয়া যাইত ॥ ২২ ॥ হে নৃশংস ভূপতে ! আমার অন্ধের যষ্টি প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে তুমি বাণ দ্বারা যেস্থানে বিনাশ করিয়াছ, শীঘ্র আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল ॥ ২৩ ॥ আমার মৃত পুত্র ভূমে পতিত হইয়া রহিয়াছে আমি তাহাকে একবার স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যদি মৃত সন্তানের অঙ্গ স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়াও আমি জীবিত হইতে পারি ? ॥ ২৪ ॥

রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং প্রকীর্ণাচিতমূর্দ্ধজং।
সভার্য্যস্তং স্পৃশাম্যদ্য ধর্ম্মরাজবশঙ্গতং ॥ ২৫ ॥
অথাহমেকস্তং দেশং নীত্বা তৌ ভৃশদুঃখিতৌ।
তমহং স্পর্শয়াসাস সভার্য্যং পতিতং সুতং ॥ ২৬ ॥
পুত্রশোকাতুরৌ স্পৃষ্ট্বা তৌ পুত্রং পতিতং ক্ষিতৌ।
আর্ত্তস্বরং বিস্‌জ্যোভৌ তস্যোবোপরি পেততুঃ ॥ ২৭ ॥
মাতা চাস্য মৃতস্যাপি জিহ্বয়া লিহতী মুখং।
বিললাপাতিকরুণং গৌর্ব্বিবৎসেব বৎসলা ॥ ২৮ ॥
নন্বু তে যজ্ঞদত্তাহং প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়া বিভো।
স কথং দীর্ঘমধ্বানং প্রস্থিতো মাং ন ভাষসে ॥ ২৯ ॥
সংপরিষ্বজ তাবন্মাং পশ্চাৎ পুত্র গমিষ্যসি।
কিং বৎস কুপিতো মে ঽসি যেন মাং নাভিভাষসে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

রুধিরে তাহার কলেবর অভিষিক্ত হইয়াছে, কেশপাশ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আমারা স্ত্রীপুরুষে তথায় গমন করিয়া অদ্য কৃতান্তের কবলগত সেই প্রিয় সন্তানকে একবার জন্মের মত স্পর্শ করি॥ ২৫ ॥ হে কৌশল্যে! অনন্তর আমি একাকী অতি কাতর মুনি ও মুনি পত্নীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভূমে নিপতিত সেই মৃত তনয়কে তাঁহাদিগের দুই জনাকে স্পর্শ করাইলাম॥ ২৬ ॥ পুত্রশোকে অতিশয় ব্যাকুল দম্পতী পৃথিবীতলে পতিত মৃত পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া কাতর স্বরে রোদন করিতে করিতে উভয়েই সন্তানের দেহের উপর পতিত হইলেন॥ ২৭ ॥ পুত্র বৎসলা মাতা ঋষি পত্নী মৃতবৎসা গাবির ন্যায় জিহ্বা দ্বারা সেই মৃত সন্তানের মুখ চাটিতে লাগিলেন এবংকরুণ স্বরে বহু বিলাপও করিতে লাগিলেন॥ ২৮ ॥ হে বৎস! হে বিভো যজ্ঞ দত্ত! আমি তোমার প্রাণ হইতেও সমধিক প্রিয় পাত্রী ছিলাম, এক্ষণে তুমি মহাপথে গমন করিতেছ কেন আমার সহিত কথা কহিতেছ না॥ ২৯ ॥ রে পুত্র! তুমি একবার আমার কোলে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পশ্চাৎ গমন করিহ, অরে বৎস! তুমি কি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ? আমার সহিত কথা কহিতেছ না কেন?॥ ৩০ ॥

অনন্তরং পিতা চাস্য গাত্রাণ্যার্ত্তঃ পরিস্পৃশন্।
ইদমাহ মৃতং পুত্রং জীবন্তমিব চাতুরঃ ॥ ৩১ ॥
ননু তে হহং পিতা পুত্র সহ মাত্রাভ্যুপাগতঃ।
উত্তিষ্ঠ তাবদেহ্যাবাং কণ্ঠে বৎস পরিষ্বজ ॥ ৩২ ॥
কস্য চাপররাত্রে হহং স্বাধ্যায়ং কুর্ব্বতো বনে।
শ্রোষ্যামি মধুরং শব্দং পুত্র শাস্ত্রং জিঘৃক্ষতঃ ॥ ৩৩ ॥
ননু মূলফলং বন্য মাহরিষ্যতি কো বনাৎ।
আবয়োরন্ধয়োঃ পুত্র কাঙ্ক্ষতোঃ ক্ষুৎপরীতয়োঃ ॥ ৩৪ ॥
ইমামন্ধাঞ্চ বৃদ্ধাঞ্চ মাতরং তে তপস্বিনীং।
কথং পুত্র ভরিষ্যে হহ মন্ধো গতপরাক্রমঃ ॥ ৩৫ ॥
একাহমপি তাবৎ ত্বং নেতো গন্তুমিহার্হসি।
শ্বো ময়া চৈব মাত্রা চ গন্তাসি সহ পুত্রকঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ

অনন্তর যজ্ঞ দত্তের পিতা অতি কাতর ভাবে তাহার গাত্রস্পর্শ করতঃ ব্যাকুলিত মনে মৃত সন্তানকে জীবিতের ন্যায় সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন, ॥ ৩১ ॥ হে পুত্র যজ্ঞদত্ত! আমি তোমার গর্ভধারিণীর সহিত এখানে সমাগত হইয়াছি, রে বৎস! গাত্রোত্থান করহ, এস, আমাদিগের কণ্ঠে হস্ত প্রদান করিয়া আলিঙ্গন কর ॥ ৩২ ॥ হে প্রিয় নন্দন! অরণ্য মধ্যে রাত্রিশেষে শাস্ত্র জিজ্ঞাসু হইয়া সুমধুর স্বরে তুমি বেদাধ্যয়ন করিতে, আমি তাহা শ্রবণ করিতাম, এক্ষণে আর কাহার বেদ পাঠ শ্রবণ করিব? ॥ ৩৩ ॥ হে পুত্র! আমারা উভয়েই অন্ধ, আমরা ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হইয়া পান ভোজনের আকাঙ্ক্ষা করিলে পর বন হইতে অযত্ন সম্ভূত ফলমূল ও সুশীতল জল আমাদিগকে আর কে আহরণ করিয়া দিবে? ॥ ৩৪ ॥ রে বৎস! আমি একে অন্ধ বৃদ্ধতম আমার কিছু মাত্র সামর্থ্য নাই আমি এই অনন্য গতিকা অন্ধা বৃদ্ধা তোমার জননীকে কিরূপে ভরণ পোষণ করিব? ॥ ৩৫ ॥ হে পুত্রক! অদ্যকার এক দিবস এখানে থাকিয়া কল্য আমার সহিত ও তোমার জননীর সহিত একত্রে গমন করিবে ॥ ৩৬ ॥

উভাবপি ভবচ্ছোকা দনাথৌ ন চিরাদিব।
প্রাণৈঃ পুত্র বিযোক্ষ্যাবো মরণে কৃতনিশ্চয়ৌ ॥ ৩৭ ॥
ইতো বৈবস্বতং গত্বা ভিক্ষিষ্যে কৃপণঃ স্বয়ং।
পুত্রভিক্ষাং প্রদেহীতি ত্বয়ৈব সহিতো গতঃ ॥ ৩৮ ॥
পর্য্যুপাস্য চ কঃ সন্ধ্যাং স্নাত্বা হুত্বা চ পাবকং।
হ্লাদয়িষ্যতি মে পাদৌ করাভ্যাং পরিসংস্পৃশন্ ॥ ৩৯ ॥
অপাপো ঽসি যথা পুত্র নিহতঃ পাপকর্ম্মণা।
ত্বমাপ্নুহি তথা লোকান্ শূরাণামনিবর্ত্তিতাং ॥ ৪০ ॥
অপরাবর্ত্তিনাং লোকাঃ শূরাণাং যে তপস্বিনাং।
যজ্বনাং গুরুবৃত্তীনাং তাংস্ত্বমাপ্নুহি শাশ্বতান্ ॥ ৪১ ॥
যান্ লোকান্ বেদবেদাঙ্গ পারগা মুনয়ো গতাঃ।
যাংশ্চ রাজর্ষয়ো যাতা যযাতিনহুষাদয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ।

হে প্রাণাধিক পুত্র! আমারা উভয়েই অনাথ হইলাম এক্ষণে মরণকেই অবধারণ করিতেছি, তোমার দুঃসহ বিরহে ও নিদারুণ শোকে অল্প সময় মধ্যেই আমরা যে প্রাণ পরিত্যাগ করিব ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ৩৭ ॥ এখান হইতে যমরাজের নিকট তোমার সহিত গমন করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিব, হে যমরাজ! আমাকে এই পুত্রভিক্ষা প্রদান করহ॥ ৩৮ ॥ হে পুত্র! স্নানাবসানে সন্ধ্যা উপাসনা পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া উভয় হস্তে আমার পাদদ্বয় স্পর্শ করতঃ কে আর আমাকে আহ্লাদিত করিবে?॥ ৩৯ ॥ রে বৎস! তুমি পাপশূন্য যেমন এই পাপাত্মার হস্তে নিহত হইলে, তেমনি তুমি পুনরাবৃত্তি রহিত দেবগণের প্রাপ্য পরমলোক প্রাপ্ত হও॥ ৪০ ॥ হে যজ্ঞদত্ত! যে লোকে গমন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, অমরেরা কত যত্নে যে লোক প্রাপ্ত হয়েন, তপস্বিরা তপোবলে যে লোকে গমন করিয়া থাকেন, নিতান্ত গুরু ভক্ত লোকেরা যাগ ফলে যে লোকে গমন করেন, তুমি সেই নিত্য পরম লোক প্রাপ্ত হও॥ ৪১ ॥ বেদ বেদাঙ্গ পারগ মুনিগণ ও যযাতি নহুষ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ যে লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তুমিও সেই লোক প্রাপ্ত হও॥ ৪২ ॥

গৃহমেধিনশ্চ যান্ লোকান্ স্বদারব্রহ্মচারিণঃ।
গোহিরণ্যান্নদাতারো ভূমিদাশ্চৈব যান্ গতাঃ॥ ৪৩॥
যাংশ্চাভয়প্রদাতার স্তথা যান্ সত্যবাদিনঃ।
তান্ লোকান্ মদনুধ্যাতো যাহি পুত্রকশাশ্বতান্॥ ৪৪॥
ন হীদৃশে কুলে জন্ম প্রাপ্য যান্ত্যধমাং গতিং।
তস্মাদিতশ্চ্যুতঃ স্থানাদ্যাহি লোকান্ মধুশ্চ্যুতঃ॥
এবমাদি বিলপ্যার্ত্তঃ স মুনিঃ সহ ভার্য্যয়া।
ততোঽস্য কর্ত্তুমুদকং প্রতস্থে দীনমানসঃ॥ ৪৬॥
অথ দিব্যবপুর্ভূত্বা বিমানবরমাস্থিতঃ।
মুনিপুত্রঃ স তৌ বাক্যমুবাচ পিতরাবিদং॥ ৪৭॥
ভবন্তৌ পরিচর্য্যাহং প্রাপ্তং পুণ্যাং পরাঙ্গতিং।
ভবন্তাবপি হি ক্ষিপ্রং স্থানমিষ্টমবাপ্স্যতঃ॥ ৪৮॥

অনুবাদ।

সস্ত্রীক গৃহিদিগের ও স্বদার পরায়ণ ব্রহ্মচারি দিগের যে লোকে গতি হইতেছে, ও গো হিরণ্য অন্ন দাতা এবং ভূমি দাতা সাধু লোকেরা যে লোকে গমন করেন, তোমার তথায় অবস্থিতি হইবে॥ ৪৩॥ শরণাগত প্রতি-পালক লোকেরা ও সত্য পরায়ণ জনেরা যে লোকে গমন করেন, আমি তোমাকে বলিতেছি তোমার সেই সকল আনন্দময় নিত্য পরম লোকে অবস্থিতি হইবে॥ ৪১॥ হে বৎস! এরূপ বিশুদ্ধ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহ কখনই নিকৃষ্টাগতি প্রাপ্ত হয়েন না, অতএব তুমি এখান হইতে চ্যুত হইয়া সুর্য্যদ্বারা অমৃতময় লোকে গমন করহ॥ ৪৫॥ অন্ধমুনি অতি কাতর হইয়া জায়ার সহিত এইরূপ অশেষ বিধ বিলাপ করিলেন, পরে দীনমনে পুত্রকে নিবাপজল প্রদান করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন॥ ৪৬॥ মুনি তর্পণ জল দান করিলে পর মুনিকুমার দিব্য শরীর ধারণ করতঃ পুষ্পক যানে আরোহণ করিলেন, এবং দিব্য রূপী হইয়া জনক জনকীকে এই কথা বলিলেন॥ ৪৭॥ হে পিতঃ আমি আপনকারদিগের পরিচর্য্যা করিয়া পরম পবিত্রা সদ্গতিকে লাভ করিলাম, এক্ষণে আপনারাও অতি সত্বর স্ব স্ব অভিলষিত ধাম প্রাপ্ত হইবেন॥ ৪৮॥

ন ভবন্ত্যামহং শোচ্যো নায়ং রাজাপরাধ্যতি।
ভবিতব্যমনেনৈবং যেনাহং নিধনং গতঃ ॥ ৪৯ ॥
এতাবদুক্ত্বা বচন মৃষিপুত্রো দিবং যযৌ।
দিবি দিব্যবপূ রাজন্ বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ৫০ ॥
সোঽপি কৃত্বোদকং তস্য পুত্রস্য সহ ভার্য্যয়া।
তপস্বী মামুবাচেদং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতং ॥ ৫১ ॥
কথং ত্বং খ্যাতযশসাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাং।
অবিনীত কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং নরাধম ॥ ৫২ ॥
স্ত্রীনিমিত্তং ন বৈরং তে ক্ষেত্রজং ন ময়া সহ।
তদর্থৈকেষুণা কস্মাৎ সভার্য্যোঽহং হতস্ত্বয়া ॥ ৫৩ ॥
অবিজ্ঞানাৎ তু মে পুত্রো হতো যদনয়েন চ।
ত্বয়া তস্মাদহমপি শপামি ত্বাং নিবোধ মে ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ।

আমার জন্য আপনারা কোন শোক করিবেন না, এই রাজাও অপরাধী নহেন, কেবল আমি ভবিতব্য বলেই রাজা কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৪৯ ॥ ঋষিকুমার যজ্ঞদত্ত দিব্য শরীর ধারণ করতঃ জনক জননীকে এই কথা বলিয়া পুষ্পক রথবরে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে স্বর্গধামে গমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ তপস্বী অন্ধমুনিও ভার্য্যা সমভিব্যাহারে পুত্রের উদক ক্রিয়া সমাধান করিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন "তখন আমি তথায় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিলাম" ॥ ৫১ ॥ অরে অবিনীত নরাধম নৃপতে! যে সকল মহাত্মা রাজর্ষিদিগের যশেতে ভুবন পরিপূর্ণ রঁহিয়াছে ঈদৃশ ইক্ষ্বাকু কুলে তুই নরাধম কেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিস্॥ ৫২ ॥ স্ত্রীর জন্য আমার সহিত তোমার কোন বিরোধ নাই, কিম্বা ক্ষেত্রজাত সন্তান লইয়াও কোন বিরোধ নাই, তবে কি জন্য তুমি এক বাণে পত্নীর সহিত আমাকে বিনাশ করিলে ॥ ৫৩ ॥ যেহেতু তুমি অজ্ঞান বশতঃ অন্যায়ে আমার প্রিয় সন্তানকে বিনাশ করিয়াছ, আমিও তোমাকে শাপ প্রদান করিতেছি, বোধ করহ ॥ ৫৪ ॥

পুত্রশোকাতুরঃ প্রাণান্ সন্ত্যক্ষ্যাম্যবশো যথা।
ত্বমপ্যন্তে তথা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যসে পুত্রলালসঃ॥ ৫৫॥
এবং শাপমহং লব্ধা স্বপুরং পুনরাগতঃ।
সোঽপ্যৃষিঃ পুত্রশোকেন ন চিরাদ্দিব সংস্থিতঃ॥ ৫৬॥
স ব্রহ্মশাপো নিয়ত মদ্য মাং সমুপস্থিতঃ।
তথা হি পুত্রশোকার্থং প্রাণাঃ সন্ত্বরয়ন্তি মাং॥ ৫৭॥
চক্ষুর্ভ্যাং ন প্রপশ্যামি স্মৃতির্ম্মে দেবি লুপ্যতে।
দূতা বৈবস্বতস্যৈতে ত্বরয়ন্তি চ মাং শুভে॥ ৫৮॥
যদি মাং সংস্পৃশেদ্রামঃ সম্ভাষেতাপি চাগতঃ।
জীবেয়মিতি মে বুদ্ধিঃ প্রাপ্যামৃতমিবাতুরঃ॥ ৫৯॥
দৃষ্ট্বাপি যদ্যহং প্রাণাংস্ত্যজেয়ং দয়িতং সুতং।
প্রেত্যাপি ন বিমুহ্যেঽহং পুত্রশোকেন দুঃখিতঃ॥ ৬০॥

অনুবাদ।

যেমন আমি ব্যাকুলিত চিত্তে পুত্র শোকে কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তুমিও তেমনি পরিণামে পুত্র দর্শনে লোলুপ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে?॥ ৫৫ ॥ হে দেবি! আমি এই রূপে মুনির নিকট হইতে শাপগ্রস্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্বভবনে প্রত্যাগত হইলাম, ঋষিও অল্পকাল মধ্যে পুত্র শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ সংস্থিত হইলেন॥ ৫৬ ॥ অতএব হে কৌশল্যে! সেই নিয়মিত ব্রহ্মশাপ অদ্য আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্যই আমি নিতান্ত পুত্রশোকে কাতর হইতেছি, বুঝিলাম আমার প্রাণওবহির্গত হইবার জন্য আমাকে ত্বরা করিতেছে॥ ৫৭ ॥ হে পতিব্রতে দেবি! আমি আর নয়ন দ্বয়ে কিছু দেখিতে পাইতেছি না, আমার স্মৃতিও বিলোপ হইয়া যাইতেছে, ও করাল কৃতান্তের অনুচরেরাও আমাকে ত্বরা করিতেছে॥ ৫৮ ॥ যদি শ্রীরামচন্দ্র সমাগত হইয়া আমার কলেবর স্পর্শ করেন কিম্বা আমার সহিত কোন কথা কহেন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে তবে আমি জীবিত থাকিতে পারি? যেমন পীড়িত ব্যক্তি অমৃত প্রাপ্ত হইলে জীবিত হইয়া উঠে॥ ৫৯ ॥ যদি আমি প্রাণ সমান প্রিয় সন্তান রামকে সন্দর্শন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে পুত্র শোকে কাতর হইয়া আমি পর লোকে আর মোহগ্রস্ত হইব না॥ ৬০ ॥

অতো নু কিং দুঃখতরং ভবেন্মম চ ভাবিনি।
যদদৃষ্ট্বৈব রামস্য মুখং ত্যক্ষ্যামি জীবিতং ॥ ৬১ ॥
রামাদর্শনজঃ শোকঃ প্রাণানারুজতীব মে।
নদীতীররুহান্ বৃক্ষান্ বারিবেগো মহানিব ॥ ৬২ ॥
নিস্তীর্ণবনবাসং ত মযোধ্যাং পুনরাগতং।
দ্রক্ষ্যন্তি সুখিনো রামং শক্রং স্বর্গাদিবাগতং ॥ ৬৩ ॥
ন তে মনুষ্যা দেবাস্তে যে তৎ পূর্ণেন্দুসন্নিভং।
মুখং দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য পুরীং প্রবিশতো বনাৎ ॥ ৬৪ ॥
সুদংষ্ট্রং বিমলং কান্ত ঞ্চারু পদ্মদলেক্ষণং।
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য তারাপতিনিভং মুখং ॥ ৬৫ ॥
শরৎফুল্লস্য পদ্মস্য তুল্যনিঃশ্বাসমারুতং।
দ্রক্ষ্যন্তি সুখিনস্তস্য মুখং পুত্রস্য যে নরাঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ।

অতএব হে প্রেয়সি! আমার ইহার পর আর দুঃখতর ভোগ কি হইবে? যেহেতু শ্রীরামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন না করিয়া আমি প্রাণ ত্যাগ করিব॥ ৬১ ॥ প্রখরতর নদীবেগে তীরস্থিত বৃক্ষদিগকে যে রূপ ভগ্ন করিয়া ফেলে, তাহার ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের অদর্শন জন্য শোকে আমার প্রাণকে উচ্ছিন্ন করিতেছে॥ ৬২ ॥ স্বর্গ হইতে সমাগত ইন্দ্রের ন্যায়, বনবাস ব্রত হইতে উত্তীর্ণ রামচন্দ্র যখন পুনর্ব্বার অযোধ্যায় সমাগত হইবেন, তখন পুরবাসী সকলে পরম সুখে শ্রীরামকে সন্দর্শন করিবে॥ ৬৩ ॥ বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া রঘুনাথ যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করিবেন তখন তাঁহার পূর্ণ শশধরের ন্যায় মুখমণ্ডল যাহারা নয়ন গোচর করিবে, তাহারা দেবতা কখনই মনুষ্য নহে॥ ৬৪ ॥ যাহারা পরম সুখে শ্রীরামের শোভন নির্ম্মল কান্তিলাবণ্য, ও মনোহর পদ্মদলায়ত নয়নদ্বয় বিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিবে তাহারাই ধন্য ও হৃতপুণ্য, ॥ ৬৫ ॥ যে সকল মনুষ্য আমার প্রিয় সন্তান রামের শরৎ কালীন বিকশিত কমলের সৌরভ বাহ নিঃশ্বাস মারুত পরিবৃত মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিবে, জগতের মধ্যে তাহারাই পরম সুখী হইবে॥ ৬৬ ॥

ইতি রামং স্মরন্নেব শয়নীয়তলে নৃপঃ।
শনৈরুপজগামাস্তং শশীব রজনীক্ষয়ে ॥ ৬৭ ॥
হা পুত্র রাম ইতি চ ব্রুবন্নেব শনৈর্নৃপঃ।
তত্যাজ সুপ্রিয়ান্ প্রাণান্ পুত্রশোকেন দুস্ত্যজান্ ॥ ৬৮ ॥
তথা স দীনঃ কথয়ন্ নরাধিপঃ
প্রিয়স্য পুত্রস্য বিবাসসঙ্কথাং।
গতেঽর্দ্ধরাত্রে শয়নীয়সংস্থিতো
জহৌ প্রিয়ং জীবিতমাত্মনস্তদা ॥ ৬৯ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ব্রহ্মশাপাখ্যানং নাম ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ শয্যায় শয়ান হইয়া এই প্রকারে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিতে করিতেই নিশাবসানে চন্দ্রমার ন্যায় অল্পে অল্পে অস্তগত হইতে লাগিলেন॥ ৬৭ ॥ হা পুত্র! হারাম! এই কথা অল্পে অল্পে বলিতে বলিতেই রাজা দশরথ পুত্রশোকে অপরিহার্য্য প্রিয়তম প্রাণকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন॥ ৬৮ ॥ তখন রাজা দশরথ সকাতরে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের বনবাস কথা বলিতে বলিতে অর্দ্ধরাত্র গত সময়ে শয্যায় অবস্থিত হইয়া আপনার প্রিয়তম প্রাণকে পরিত্যাগ করিলেন॥ ৬৯ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা কাণ্ডে ব্রহ্ম শাপ কথন নামে ষট্‌ষষ্টি সর্গ সমাপন॥ ৬৬ ॥

——00——

সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বিলপ্যাথ তমেবং তু তূষ্ণীংভূতং নরাধিপং।
সুপ্ত ইত্যবগম্যার্ত্তা কৌশল্যা ন ব্যবোধয়ৎ॥ ১॥
অনুক্ত্বৈব চ ভর্ত্তারং কিঞ্চিচ্ছোকশ্রমালসা।
সুষ্বাপ শয়নে ভূয়ঃ পুত্রশোকার্ত্তমানসা॥ ২॥
অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে।
বন্দিনঃ পর্য্যুপাতিষ্ঠন্ পার্থিবং প্রতিবোধকাঃ॥ ৩॥
তেষাং তু সমুপশ্রুত্য সূতমাগধবন্দিনাং।
সর্ব্বা বুবুধিরে তূর্ণং নৃপান্তঃপুরযোষিতঃ॥ ৪॥
স্বকর্ম্মভিশ্চাভ্যুচিতৈ রাজোপস্থানকারিণঃ।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠা উপতস্থুর্নরাধিপং॥ ৫॥
গন্ধাম্বুপরিপূর্ণাংশ্চ কুম্ভান্ কাঞ্চনরাজতান্।
উপতস্থুরুপাদায় স্নাপকাঃ পুরুষা নৃপং॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর সকাতরা কৌশল্যা দেবী, বহুবিধ বিলাপ করিয়া মহারাজ মৌনভাবে নিদ্রিত হইয়াছেন ইহাই নিশ্চয় অবধারণা করিয়া তাঁহাকে আর প্রবোধিত করিলেন না॥ ১॥ পুত্র শোকে ব্যাকুলিত মনা মহারাণী শোকশ্রমে একান্ত অলস পরতন্ত্র হইয়া স্বামিকে আর কিছুই বলিলেন না, আপনিও পুনর্ব্বার শয্যায় শয়ন করিলেন॥ ২॥ অনন্তর রজনী প্রভাতা প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইল দেখিয়া প্রবোধক স্তুতি পাঠকেরা মহারাজের স্তুতি গর্ত্ত বাক্যে উপাসনা করিতে লাগিল॥ ৩॥ সেই সকল সূত ও মাগধ বন্দি গণের স্তুতি পাঠ শ্রবণ করিয়া মহারাজের অন্তঃপুর বাসিনী কামিনীগণেরা সকলেই সত্বর প্রবোধ প্রাপ্তা হইলেন॥ ৪॥ নৃপতির কর্ত্তব্য নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিযোজিত সর্ব্বাভরণ ভূষিতা পরিচারিকা দাসীগণ স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্য মহারাজের সন্নিধানে সমাগতা হইল॥ ৫॥ নৃপতির স্নান কার্য্যে নিযোজিত স্নাপকেরা সুগন্ধি জল পরিপূর্ণ সুবর্ণময় ও রজতময় ভৃঙ্গার সকল হস্তে করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইবার জন্য আসিয়া সকলেই উপস্থিত

মঙ্গলালম্ভনায়ানি তথৈবান্যমুপস্করং।
যথাযোগমুপাজহ্রুরুপচারবিচক্ষণাঃ ॥ ৭ ॥
অভ্যেত্য চোপচারজ্ঞাঃ শয়নীয়ে নরাধিপং।
স্ত্রিয়ঃ প্রবোধয়াঞ্চক্রুরাদিত্যোদয় শঙ্কয়া ॥ ৮ ॥
প্রবোধ্যমানো ঽপি যদা নাবুধ্যত স পার্থিবঃ।
আসূর্য্যোদয়নাৎ সুপ্তস্ততস্তাঃ শঙ্কিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥
তা বেপথুসমাবিষ্টা রাজ্ঞঃ প্রাণেষু শঙ্কিতাঃ।
প্রতিস্রোতস্তৃণাগ্রাণাং সদৃশং প্রচকম্পিরে ॥ ১০ ॥
অথ তাসাং পরিত্রাসং দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ পার্থিবং।
যৎ তদা শঙ্কিতং পাপং তস্য জজ্ঞে বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥
তা বেপমানাঃ সম্ভ্রান্তা মৃতং দৃষ্ট্বা নরাধিপং।
হা নাথ হা মৃতো ঽসীতিপতিতা বৈ বিচুক্রুশুঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

যাহাদিগের প্রতি নৃপতি শরীরে গন্ধদ্রব্য বিলেপন করিবার ভার সমর্পিত ছিল, তাহারা নানাবিধ মঙ্গলজনক লেপনীয় গন্ধ ও অন্যান্য উপকরণ সকল হস্তে করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রাজার গাত্রোত্থানের অপেক্ষা করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ উপচারজ্ঞা পরি চারিকা কামিনীগণেরা শয্যাতলে শয়নে ভূমি পালের সন্নিধানে সমাগত হইয়া, দিনমণি উদিত হইলে পাছে মহারাজ ক্রোধ করেন এই ভয়ে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ অবলারা অশেষ প্রকার প্রবোধ জন্মাইবার উপায় অবলম্বন করাতেও যখন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত নৃপতি সচেতন হইলেন না নিদ্রিতই রহিলেন, তখন তাহারা অতিশয় শঙ্কিতা হইল ॥ ৯ ॥ তখন সেই সকল উপচারিকা কম্পান্বিত কলেবরে নৃপতির প্রাণের প্রতি শঙ্কা করিতে লাগিল, অর্থাৎ প্রতি স্রোতে অবস্থিত তৃণের অগ্র ভাগের ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ অনন্তর তাহাদিগের তাদৃশ ত্রাস সন্দর্শন করিয়া অন্য পরিচারিকারা নৃপতিকে বারবার স্পর্শ করিয়া নিশ্চেষ্ট দেখিয়া তখনই সকলের মনে নিশ্চিত বোধ হইল, যে আমরা সকলে যে পাপের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহারনিশ্চয় হইল ॥ ১১ ॥ সেই সকল পরিচারিকা মহিলারা মহারাজাকে মৃত বলিয়া অবধারণ করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে হা নাথ আপনি মৃত হইয়াছেন বলিয়া ধূলি ধূষরিত কলেবরে চীৎকার স্বরে ভূমিতলে পতিত হইয়া বিলাপ করিয়া উঠিল ॥ ১২ ॥

তাসাং তেনার্ত্তিনাদেন মহতা শয়িতে তদা।
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ বুবুধাতে সুদুঃখিতে॥ ১৩॥
হা হা কিমেতদিত্যুক্ত্বা সহসোদ্বেগমাগতে।
উত্থায় শয়নাৎ ক্ষিপ্রং রাজানমুপতস্থতুঃ॥ ১৪॥
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ ভর্ত্তারং তে দেব্যাবতিদুঃখিতে।
সুপ্তমেবোদ্গতপ্রাণং ভৃশং চুক্রুশতুস্তদা॥ ১৫॥
তেন শব্দেন সম্ভ্রান্তাঃ সর্ব্বশো হন্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ।
সজ্ঞশশ্চুক্রুশুস্তত্র কুরর্য্যস্ত্রাসিতা ইব॥ ১৬॥
ইরিতো হন্তঃপুরস্ত্রীভিরার্ত্তাভিঃ স স্বনো মহান্।
পুরীং তাং পূরয়ামাস বোধয়ন্নিব সর্ব্বশঃ॥ ১৭॥
ততঃ সম্ভ্রান্তমনসস্তেন শব্দেন বোধিতাঃ।
অনাহুতাঃ প্রবিবিশুর্নৃপবেশ্মাপরাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা রাজ মহিষী যুগল তখন শয়নে ছিলেন, তাঁহারা পরিচারিকা দিগের তাদৃশ কাতরোক্তি বিলাপ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইয়া প্রবোধ প্রাপ্তা হইলেন॥ ১৩ ॥ হা একি সর্ব্বনাশ হইল! অকস্মাৎ এ কি হইল! হা কি হইল! বলিতে বলিতে সমুৎকণ্ঠিত চিত্তে শয়ন হইতেগাত্রোত্থান করিয়া অতি সত্বর নৃপবর সন্নিধানে উপস্থিতা হইলেন॥ ১৪ ॥ উভয় রাজমহিষী স্বামীকে দর্শন ও স্পর্শন করিয়া তখন অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হা? এই যে নিদ্রিত ছিলেন এখনি এই অবস্থাতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ১৫ ॥ রাজ মহিষীদিগের সকাতর বিলাপ শ্রবণে অন্তঃপুর বাসিনী নারীগণ সসম্ভ্রমে চারিদিক্ হইতে সকলে তথায় আগত হইয়া ত্রাসিত মৃগীগণের ন্যায় চীৎকার স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ১৬ ॥ সকাতরা অন্তঃপুরিকাগণের উচ্চরিত সেই তুমুল কাতর ধ্বনিতে চারিদিক্ প্রবোধিত হইল, এবং সেই শব্দ সমস্ত পুরীকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল॥ ১৭ ॥ অনন্তর তাহাদিগের সেই শব্দে প্রবোধিত অপরাপর অনাহুত প্রতিবাসিনী নারীগণেরা হইয়া সম্ভ্রান্তমনে কি হইল ও কি হইল বলিয়া রাজভবনে সকলে সহসা আসিয়া প্রবিষ্ট হইল॥ ১৮ ॥

তাশ্চ তাশ্চৈব সংহত্য ততস্তাঃ সর্ব্বশো ঽঙ্গনাঃ।
কুরুতুশ্চ ক্রুশুশ্চৈব নৃপে পঞ্চত্বমাগতে॥ ১৯॥
তথাযোধ্যা পুরী কৃৎস্না তেন শব্দেন মোহিতা।
সবৃদ্ধবালা চুক্রোশ রাজব্যসনকর্ষিতা॥ ২০॥
তৎ সমুদ্বিগ্নসম্ভ্রান্তং পর্যুৎসুকজনাকুলং।
পরিদেবিতার্ত্তস্তনিতং রুদিতোৎক্রুষ্টসংকুলং॥ ২১॥
সদ্যো নিপাতিতানর্থং বিধ্বস্তশয়নাসনং।
বভূব নরদেবস্য সদ্ম দিষ্টান্তমীয়ুষঃ॥ ২২॥
ততো ভৃশার্ত্তা কৌশল্যা সুমিত্রা চ সুদুঃখিতা।
নিপত্য পৃথিবীপৃষ্ঠে বড়বেব ব্যচেষ্টত॥ ২৩॥
সপত্ন্যা সহ দুঃখার্ত্তা চেষ্টমানা ধরাতলে।
পাংশুরূষিতসর্ব্বাঙ্গী কৌশল্যা ন ব্যরোচত॥ ২৪॥

অনুবাদ।

অনন্তর নৃপবর কলেবরোপন্যাস করিলে পর চারিদিক হইতে উপস্থিত স্বপর নারীগণ একত্র মিলিত হইয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল॥ ১৯॥ নারীগণের সেই রোদন ধ্বনিতে সমগ্র অযোধ্যানগরী বিমোহিতা হইল, অর্থাৎ নৃপ বিয়োগ শোকে দুঃখাকৃষ্ট চিত্তে কি বালক কি বৃদ্ধ কি নারী কি নর সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল॥ ২০॥ তখন অযোধ্যা নগরের সকল লোকই উদ্বিগ্নচিত্ত, সকলেই সম্ভ্রমযুক্ত, সকলেই উৎকণ্ঠিতমনা, সকলেই বজ্র নির্ঘোষের ন্যায় চীৎকার করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে॥ ২১॥ তৎক্ষণাৎ নানা স্থানে নানা প্রকার দৈব নিমিত্তোৎপত্তি হইতে লাগিল, সকলে অশন বসন শয়ন প্রভৃতি সমুদয় নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল, এবং অযোধ্যা নগরের সর্ব্বত্রেই রাজভবনের ন্যায় সকল ভবনই ব্যাকুল হইয়া উঠিল॥ ২২॥ অনন্তর অতি কাতরা কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবী পতি বিরহে দুঃখিতা হইয়া বড়বার ন্যায় পৃথিবী পৃষ্ঠে লুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন॥ ২৩॥ বিশেষতঃ রাম মাতা যথোচিত দুঃখিতান্তঃকরণে সপত্নী সুমিত্রার সহিত ধরাতলে নিপতিতা হইয়া ধূলি ধূসরিত কলেবরে ক্ষণেক নিশ্চেষ্ট প্রায় থাকিলেন, তখন রাম মাতার সমস্ত প্রকার শোভা বিহীনা হইলেন॥ ২৪॥

ব্যতীতমাজ্ঞায় তু পার্থিবর্ষভং
যশস্বিনং সম্পরিবার্য্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভৃশং রুদত্যঃ করুণাক্ষরা গিরঃ
প্রগৃহ্য বাহূন্ ব্যলপংস্তু সর্ব্বশঃ ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথমরণে অন্তঃপুরাক্রন্দো নাম সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ

সেই সকল অবলাগণ মহাযশস্বী রাজাধিরাজ দশরথকে মৃত দেখিয়া বস্ত্র দ্বারা রাজ কলেবর আচ্ছাদিত করিলেন, এবং করুণাক্ষর পরিপূর্ণ বচন পরম্পরা উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও চারিদিকে বাহু নিক্ষেপ করতঃ সকলে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথ মরণে অন্তঃপুরিকাগণের ক্রন্দন নামে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গ সমাপনঃ ॥ ৬৭ ॥

——oo——

অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তমগ্নিমিব সংশান্তং সংশোষিতমিবার্ণবং।
অস্তং গতমিবাদিত্যং স্বর্গতং প্রেক্ষ্য ভূমিপং॥ ১॥
দ্বিবিধেনাপি দুঃখেন কৌশল্যা ভৃশপীড়িতা।
ভর্তুঃ পাদৌ প্রগৃহ্যার্ত্তা বিললাপ সুদুঃখিতা॥ ২।
কৃতপুণ্যো২সি নৃপতে শুদ্ধসত্ত্বশ্চ মানদ।
যস্ত্বং প্রাণান্ পরিত্যজ্য নাদ্য শোচসি রাঘবং॥ ৩॥
পুত্রশোকসমুদ্ভূতো হৃন্মনোদেহতাপনঃ।
ত্বৎপ্রাণহরণো ব্যাধির্ম্মামনার্য্যাং ন বাধতে॥ ৪॥
সত্যসন্ধে মহাভাগে প্রধানাভিজনাত্মনি।
এষ ত্বপ্যনুরূপো বৈ ভাবঃ করুণবেদিনি॥ ৫॥
অহমেবাশুদ্ধসত্ত্বা নীচা চাদৃঢ়সৌহৃদা।
অজীবনার্হা জীবামি যা ত্বয়াহং বিনাকৃতা॥ ৬॥

অনুবাদ।

সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত অনলের ন্যায়, ও পরিশুষ্ক সাগরের ন্যায়, ও অস্তাচল চূড়াবলম্বিত দিবাকরের ন্যায়, সুরলোক গত নরপতিকে সন্দর্শন করিয়া কৌশল্যা দেবী পতি পুত্র বিয়োগজনিত দুই প্রকার দুঃখেতে পরম দুঃখিতা হইলেন ও সকাতরে স্বামীর চরণ যুগল ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ব্যাকুলিতান্তঃকরণে যথোচিত বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ১ ॥ ২ ॥ হে নৃপতে! হে মানপ্রদ! আপনিই ধন্য, আপনিই কৃতপুণ্য, ও আপনি নির্ম্মল স্বভাব, কেননা অদ্য আপনি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন, রঘুনাথের জন্য আর আপনাকে শোক করিতে হইল না॥ ৩ ॥ পুত্র শোকে সমুদিত হৃদয় মন দেহ সন্তাপন ব্যাধি কেবল আপনারই প্রাণ হরণ করিল, কিন্তু আমি এমনিই পাপীয়সী যে আমাকে বাধা দিতে পারিল না অর্থাৎ আমার প্রাণ হরণ করিতে পারিলেক না॥ ৪ ॥ সত্য পরায়ণ মহোদয় প্রজানুরঞ্জন গুণনিধান পরম কারুণিক মহাত্মার যেরূপ ভাব হওয়া উচিত হয়, তাহা আপনারই হইয়াছে॥ ৫ ॥ আমি নিতান্ত অসৎ স্বভাবা নীচাশয়া অদৃঢ় সৌহৃদা, এবং আমার জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে, আমি অজীবননার্হা হইয়াও যেহেতু আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি যে আমি এখন তোমাতে হীনা হইয়া জীবিত রহিলাম, ইহার পর অসৌভাগ্য লক্ষণ আর কি আছে?॥ ৬ ॥

মৃত্যুরস্যামবস্থায়াং প্রশস্তস্তে নরাধিপ।
জীবিতং মম চাপ্যস্যামবস্থায়াং বিগর্হিতং ॥ ৭ ॥
অবস্থায়ামবস্থায়াং তৎ তদ্ভবতি পূজিতং।
পূজিতং মরণং তস্য যস্য জীবিতমীদৃশং ॥ ৮ ॥
যচ্চ শুদ্ধস্বভাবস্ত্বং পুত্রশোকার্ত্তয়া ময়া।
উক্তো ঽস্যসকৃৎ পরুষং তস্মাং দহতি কল্মষং ॥ ৯ ॥
দেবোপম নমস্তে ঽস্তু শুদ্ধভাব মহীপতে।
সমন্যুরেবাসি মৃতঃ ক্ষময়ে ত্বাং প্রসীদ মে ॥ ১০ ॥
পুত্রশোকার্ত্তয়া হ্যুক্তো যন্ময়াসাকৃতজ্ঞয়া।
তদ্দেবসত্ত্ব নামুত্র স্মর্ত্তুমর্হসি মে প্রভো ॥ ১১ ॥
অতিক্রমঃ কস্য নাস্তি বিদুষো ঽপি মহীপতে।
অতিক্রমমতো মে ত্বং মূঢ়ায়াঃ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে নরাধিপ! এ অবস্থায় আপনার মৃত্যুই প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু এ অবস্থায় আমার জীবিত থাকা একান্ত গর্হিত ॥ ৭ ॥ হে মহারাজ! যাহার এতাদৃশ দুরবস্থা উপস্থিত হয় তাহার জীবন ধারণ করার অপেক্ষা মরণই সুপূজিত জানিবেন ॥ ৮ ॥ হা! আপনি অতি বিশুদ্ধ স্বভাব, আমি সন্তান বিরহে কাতরা হইয়া বার বার আপনার প্রতি কতই নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, এক্ষণে সেই সকল বচন জন্য মহৎ পাপ আমাকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৯ ॥ হে দেব রূপ বিশুদ্ধ স্বভাব! হে মহীপতে! আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি কতই অনুতাপ গ্রস্ত হইয়া মৃত হইলেন, এক্ষণে আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি আপনি আমাকে প্রসন্ন হউন্ ॥ ১০ ॥ হে দেব স্বভাব! আমি অকৃতজ্ঞা পাপীয়সী পুত্র শোকে অতিশয় কাতরা হইয়া আপনাকে কত অনাব্য কথা বলিয়াছি, হে প্রভো! এ অকৃতজ্ঞাকে আপনি ক্ষমা করুন্, পরলোকে আর তাহা স্মরণ করিবেন না ॥ ১১ ॥ হে মহীপতে! অতিক্রম দোষ কার না আছে? সম্যক্ বিদ্বান্ মনুষ্যেরা ও অতিক্রম দোষে দূষিত হইয়া থাকেন, অতএব আমি পাপশীলা পুত্র শোকে কাতর হইয়া আপনাকে যে অতিক্রম করিয়াছি, অনুগ্রহ সহকারে সে বিষয়ে আমাকে আপনার ক্ষমা করা উচিত ॥ ১২ ॥

কৃত্বানর্থং মূলহরং রাজ্যলোভাদ্বিগর্হিতং।
প্রাপ্স্যাসি নিরয়ং ক্ষুদ্রে কৈকেয়ি দৃঢ়নিশ্চয়ে ॥ ১৩ ॥
সকামা ভব কৈকেয়ি ভুঙ্ক্ষ রাজ্যমকণ্টকং।
পতিং প্রাণৈর্ব্বিযোজ্য ত্বং ধিক্কৃতে নির্বৃতা ভব ॥ ১৪ ॥
সুখভোগার্থদাতারং দৈবতং পরমং পতিং।
কা ত্বন্যা ত্বদৃতে নারী লুব্ধা প্রাণৈর্বিযোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥
লুব্ধঃ কার্য্যমকার্য্যং বা ন কীর্ত্তিং নিরয়ং ন চ।
স ধর্ম্মঞ্চাপিবাধর্ম্মং বেত্তি নৈব হিতাহিতং ॥ ১৬ ॥
অনিযোগে নিযুক্তেন ত্বয়া রাজ্ঞা মহাত্মনা।
প্রাণেভ্যো ঽপি প্রিয়ঃ পুত্রো রামঃ প্রব্রাজিতো বনং ॥ ১৭ ॥
যথা প্রাণৈঃ প্রিয়ো রামস্ত্যক্তো রাজ্ঞা মহাত্মনা।
তদ্বিয়োগাৎ তথা তেন ত্যক্তাঃ প্রাণাঃ সুছস্ত্যজাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

রে দৃঢ় নিশ্চয়ে! ক্ষুদ্রাশয়ে! কৈকেয়ি! তুমি রাজ্য লোভের পরতন্ত্র হইয়া কি নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছ! যাহাতে সকল সমূলে বিনাশ হইল, তাহাতে নিশ্চয় তুমি নরক প্রাপ্তা হইবে?॥ ১৩ ॥ হে কৈকেয়ি! এক্ষণে তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর, নিষ্কণ্টকে এই রাজ্য ভোগ কর, হে ধিক্ শব্দপাত্রি! হে অঞ্জনমুখি! স্বামীকে প্রাণে বিনাশ করিয়া এখন পরম সুখী হও॥ ১৪ ॥ বল দেখি তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ কামিনী লোভের বশম্বদ হইয়া সুখ, সম্পত্তি, ভোগ প্রদাতা পরম দেবতা পতিকে প্রাণে বিনাশ করিতে পারে?॥ ১৫ ॥ যে ব্যক্তি লোভের পরতন্ত্র হয়, তাহার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের জ্ঞান থাকে না, সে স্বর্গ নরকের বোধ করে না ধর্ম্ম অধর্ম্মের ভয় রাখে না, ও হিতাহিত বিবেচনাতে যুক্ত হয় না॥ ১৬ ॥ যে বিষয় নিয়োগ করিতে নাই এমন কদর্য্য বিষয়ে মহাত্মা মহারাজকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রাণ হইতে প্রিয়তম সন্তান যে শ্রীরাম, তাহাকে বনবাস দিলে?॥ ১৭ ॥ তোমার বাক্যে যেমন মহাত্মা মহারাজ প্রাণ হইতে প্রিয়তম সন্তান রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিলেন, তেমনি শ্রীরাম বিয়োগে অপরিত্যাজ্য আপনার প্রাণকেও পরিত্যাগ করিয়া গেলেন॥ ১৮ ॥

বৈধব্যমযশশ্চেদং লোকে চৈব বিগর্হণং।
লোভাৎ ত্বয়াত্রয়ো হ্নর্থা যৎ প্রাপ্তাস্তন্ন মে প্রিয়ং ॥ ১৯ ॥
শ্রীমানিন্দীবরশ্যামশ্চারুপদ্মদলেক্ষণঃ।
পিতুর্জ্জীবিতনাশায় রামো বনমিতো গতঃ ॥ ২০ ॥
বিদেহরাজতনয়াসুকুমারী তপস্বিনী।
ত্বৎকৃতে পাপসঙ্কল্পে দুঃখান্যনুভবত্যসৌ ॥ ২১ ॥
উগ্রং প্রতিভয়ং নাদং ঘোরাণাং মৃগপক্ষিণাং।
শ্রুত্বা নূনং ভয়োদ্বিগ্না রামং শ্রয়তি মৈথিলী ॥ ২২ ॥
যযাবুদ্ধ্যা ত্বয়া রামঃ পতিমুক্ত্বা বিবাসিতঃ।
ধর্ম্মাত্মা ভরতস্ত্বাং তু গর্হয়িষ্যত্যুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥
অনৃশংসা পুরা ভূত্বা ধর্ম্মিষ্ঠা চ পুরা হ্যসি।
কেনেদানীং নৃশংসা ত্বমধর্ম্মিষ্ঠা চ কেকয়ি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হে কৈকেয়ি! তুমি লোভের বশীভূতা হইয়া এখন আপনি বৈধব্য দশা প্রাপ্তা হইলে, ও লোকেও অখ্যাতি লাভ করিলে, এবং ইহ লোকেও সকলের নিন্দা ভাজনা হইলে, আর লোভেতে তুমি যে তিনটী অনর্থ প্রাপ্তা হইলে তাহার কিছুই আমার প্রিয় নহে॥ ১৯ ॥ শ্রীমান্ ইন্দীবর শ্যামতনু, ও পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র কেবল আপন পিতার নিধনের নিমিত্ত এখান হইতে বন গমন করিয়াছেন॥ ২০ ॥ রে পাপাশয়ে! কোমলাঙ্গী নিরপরাধিনী বিদেহ নন্দিনী সীতাদেবী কেবল তোমার জন্যই বন মধ্যে অশেষবিধ দুঃখরাশির অনুভব করিতেছেন॥ ২১ ॥ তিনি অরণ্য মধ্যে ভয়ানক মৃগ ও পক্ষিগণের উৎকট ভয় জনক শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয় ব্যাকুলিত কলেবরে কেবল রামচন্দ্রকেই অবলম্বন করিয়া থাকিবেন॥ ২২ ॥ হে কৈকেয়ি! তুমি যে বুদ্ধিকে অবলম্বন করতঃ পতিকে বলিয়া রামকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছ, মাতুলালয় হইতে সমাগত হইয়া ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃমান্ ভরত শ্রবণ মাত্র তোমাকে নিন্দাই করিবেন॥ ২৩ ॥ হে কৈকেয়ি! পূর্ব্বে তুমি বিলক্ষণ সৎস্বভাবা ও ধর্ম্ম পরায়ণা ছিলে, এক্ষণে কি হেতু তুমি এমন নিষ্ঠুরা ও অধর্ম্মচারিণী হইলে তাহা বল দেখি?॥ ২৪ ॥

কথঞ্চাসৌ মহাসত্ত্বো দৃঢ়ং রামমনুব্রতঃ।
অপাপ পাপসঙ্কল্পে ভরতো দূষিতস্ত্বয়া॥ ২৫॥
রামবৃত্তানুবর্ত্তী হি ভরতঃ পাপনিশ্চয়ে।
নানুবৎস্যতি তে বৃত্তং গর্হয়িষ্যতি চাগতঃ॥ ২৬॥
নৃশংসময়শস্যঞ্চ লোকে কর্ম্ম বিগর্হিতং।
যৎ কৃত্বা মন্যসে সাধু তন্ন সাধু কৃতং ত্বয়া॥ ২৭॥
কিংনু শোচামি ভর্ত্তারং রামং লক্ষ্মণমেব চ।
উতাহো ত্বদ্য বৈদেহীমাত্মানঞ্চাপি দুঃখিতং॥ ২৮॥
শোচিতব্যেষু যুগপদ্বহুম্বেতেষু বৈ পৃথক্।
মমাতিদুঃখভাগিন্যা মৃতং শ্রেয়ো ন জীবিতং॥ ২৯॥

অনুবাদ

হে পাপ সঙ্কল্পে! মহাসত্ত্ব ধর্ম্মপরায়ণ যে ভরত রামচন্দ্রের একান্ত অনুগত তুমি কি হেতু সেই ভরতকে অকারণে কলঙ্কিত করিলে॥ ২৫॥ হে পাপীয়সি! তুমি কি জান না? যে ভরত রামচন্দ্রের একান্ত অনুবর্ত্তী হয়েন, তিনি কখন তোমার চরিত্রের অনুগত হইবেন না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে ভরত সমাগত হইয়া তোমার স্বভাবেরই নিন্দা করিবেন॥ ২৬॥ হে কুলকলঙ্কিনি! তুমি লোকের নিন্দিত অযশের নিদান ভূতা, নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়া যে উত্তম করিয়াছি বোধ করিতেছ, সে তোমার সাধু কর্ম্ম করা হয় নাই॥ ২৭॥ বল দেখি তোমার দ্বারা কি, না, অনর্থপাত হইয়া উঠিল? আমি এক্ষণে স্বামী মহারাজকে উদ্দেশ করিয়া শোক করিব, না রামচন্দ্রকে উল্লেখ করিব, কি লক্ষ্মণকেইমনে করিব, কি জানকীকেই স্মরণ করিব না, আত্মাকেই পরম দুঃখিত লক্ষ্য করিব? পৃথক্ পৃথক্ বিলাপের কারণ এই সকল শোক এককালে উপস্থিত হইল, আমি এমনি চিরদুঃখিনী, যে আমার পক্ষে একেবারে কত প্রকারই পৃথক্ পৃথক্ শোক করিবার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমার জীবনে আর কোন ফল নাই মৃত্যুই আমার মঙ্গল ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে॥ ২৮॥ ২৯॥

বিহায় মাং বনং রামো ভর্ত্তা চ ত্রিদিবং গতঃ।
সার্থাদিব পরিভ্রষ্টা কাপথে বিচরাম্যহং ॥ ৩০ ॥
হা মহারাজ ধর্ম্মজ্ঞ কৃপণানাথবৎসল।
মহত্যগাধে পতিতাং পাহি মাং শোকসাগরে ॥ ৩১ ॥
সুখৈর্ব্বিতা ত্বয়া ত্যক্তা ত্বন্নাথা ত্বৎপরায়ণা।
যৎ ত্বাং নানুম্রিয়ে চাদ্য সর্ব্বথৈব ধিগস্তু মাং ॥ ৩২ ॥
ন্যায্যং ধর্ম্মং যশস্যঞ্চ মার্গং সৎস্ত্রীনিষেবিতং।
অনুগন্তুং ন শক্ষ্যামি রামসন্দর্শনাশয়া ॥ ৩৩ ॥
কিং ময়া ন কৃতং সাধু ভবেদদ্য জনাধিপ।
যদি তেঽহং শরীরেণ সহ দাহমবাপ্নুয়াং ॥ ৩৪ ॥
গচ্ছন্তং পরলোকায় যদি ত্বামনুযাম্যহং।
সুকৃতানাং ময়া তেঽদ্য রাজন্ প্রতিকৃতং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

প্রিয়সন্তান শ্রীরামচন্দ্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছেন, প্রাণনাথ পতিও আমাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, এক্ষণে স্বজনগণে বিরহিত হইয়া আমি কোন্ পথে বিচরণ করিব॥ ৩০ ॥ হে মহারাজ! হে ধর্ম্মবৎসল হে দীনহীন প্রতিপালক! আমি অগাধ মহান্ শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করহ॥ ৩১ ॥ ঈদৃশ সুখ সম্পত্তি প্রদাতা আপনি যখন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তব পরিতক্ত্যাত্বন্নাথা ত্বৎপরায়ণা হইয়া আমার মরণই উচিত, যখন আপনার মরণে আমি অদ্য অনুমৃতা হইতে পারিলাম না, তখন আমাকে ধিক্॥ ৩২ ॥ সৎস্বভাবা কামিনীগণের পরিসেবিত ন্যায়ানুগত ধর্ম্মসাধন ও যশস্কর যে পথ, কেবল রামচন্দ্রের দর্শন প্রত্যাশায় তাহাতে আমি অনুগমন করিতে শক্তা হইলাম না॥ ৩৩ ॥ হে প্রজানাথ! অদ্য আমা দ্বারা কি অসাধু কর্ম্ম না করা হইল? যে হেতু আপনার দেহের সহিত আমি স্বদেহকে ভস্মসাৎ করিতে পারিলাম না॥ ৩৪ ॥ হে রাজন্! আপনি পরলোকে গমন করিতেছেন, যদি অদ্য আমি আপনার সহিত অনুগমন করি, তবেই আমা দ্বারা আপনার পুণ্য সমূহের উপযুক্ত প্রতীকার করা হয়॥ ৩৫ ॥

নূনং নৈবাহমর্হামি পাপা পত্যুঃ সলোকতাং।
যা ত্বাঞ্চিতাং সমারূঢং ন ত্বারোক্ষ্যামি ধিক্কৃতা ॥ ৩৬ ॥
কালস্য বশগো জন্তুর্ন মর্ত্ত্যুং স্বয়মীশ্বরঃ।
জীবিতুং বাপ্যতো ন ত্বাং রাজন্নহমনুম্রিয়ে ॥ ৩৭ ॥
ক্কাসি রাম মহাবাহো ক্কাসি লক্ষ্মণ সুব্রত।
হা ক্কাসি সাধ্বি বৈদেহি ন মাং জানীত দুঃখিতাং ॥ ৩৮ ॥
কৈকেয্যা বচনাদ্রাজ্ঞা শ্রুত্বা রামং বিবাসিতং।
সভার্য্যো জনকো রাজা পরিতপ্স্যত্যসংশয়ং ॥ ৩৯ ॥
অল্পাপত্যোঽতিবৃদ্ধশ্চ বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্।
সোঽপি শোকাগ্নিসন্তপ্তঃ পরিত্যক্ষ্যতি জীবিতং ॥ ৪০ ॥
সাধ্বি ভর্ত্তৃব্রতে দেবি ধন্যা খল্বসি মৈথিলি।
সমদুঃখসুখা যা ত্বং ভর্ত্তারমনুগচ্ছসি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ।

আমি এমনি পাপীয়সী যে কোনমতেই স্বামিলোকে স্বামীসহবাসের যোগ্যা হইতে পারিলাম না, আমি একান্ত ধিক্কারভাজনা, আপনি যে চিতায় আরোহণ করিবেন, আমি সে চিতায় আরোহণ করিতে যোগ্যা হইলাম না॥ ৩৬ ॥ হে ভূপতে! প্রাণিমাত্রেই কালের বশবর্ত্তী, কেহই আপনি মরিতে ইচ্ছা করিলেও মরিতে পারে না, আর জীবিত থাকিতেও পারগ হয় না। অতএব বোধ হয়, আমি আপনার অনুমরণে শক্তা হইব না॥ ৩৭ ॥ হে মহাবাহো! হে পুত্র! রামচন্দ্র! কোথায়! হে বৎস লক্ষ্মণ! তুমিইবা কোথায়? হে পতি দেবতে! বিদেহনন্দিনি! জানকী! তুমিই বা এখন কোথায় আছ, আমি যে এমত দুঃখিতা হইয়াছি, আমাকে জানিতে পারিলে না? অর্থাৎ তোমরা আমার এই দুঃখরাশির কথা জানিতেছ না? ॥৩৮॥ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বচনানুসারে শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছেন, জনক রাজা পত্নী সমভিব্যাহারে এই কথা শ্রবণ করিয়া নিঃসংশয় অতিশয় মনস্তাপ পাইবেন॥ ৩৯ ॥ একে অধিক সন্তান সন্ততি নাই, তাহাতে বৃদ্ধতম হইয়াছেন, সুতরাং জানকীর অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে শোকানলে দগ্ধ হইয়া তিনিও আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন॥ ৪০ ॥ হে দেবি জানকি! তুমিই সাধ্বী, তুমিই ধন্যা, তুমিই যথার্থ পতিপরায়ণা, তুমিই যথার্থ স্বামীর সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়াছ, যেহেতু অরণ্যগামী পতির সঙ্গে অনুগমন করিয়াছ॥ ৪১ ॥

ভর্ত্তা বন্ধুর্গতিশ্চৈব গুরুর্দ্দৈবতমেব চ।
ভর্ত্তৈব পরমঃ স্ত্রীণামাশ্রমস্তীর্থমেব চ॥ ৪২॥
ইতি তাং পতিশোকস্থ পুত্রশোকস্থ বিহ্বলাং।
পতিতামাতুরাং দীনাং ক্রোশন্তীং কুররীমিব॥ ৪৩॥
সর্ব্বত্রানাবৃতদ্বারো বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
ব্যাদিশ্য নায়য়ামাস রাজস্ত্রীভির্বলাদিতঃ॥ ৪৪॥
পরিগৃহ্যাথ তামার্ত্তাং বিলপন্তীমনাথবৎ।
অপনিন্যুঃ প্রকর্ষন্ত্যঃ কৌশল্যাং রাজযোষিতঃ॥ ৪৫॥
ততস্তদ্বিজনীকৃত্য মন্ত্রিভিঃ সহ নিশ্চয়ং।
কৃত্বা বশিষ্ঠো ভগবান্ প্রাপ্তকালমকারয়ৎ॥ ৪৬॥
শরীরং কোশলেন্দ্রস্থ তৈলদ্রোণ্যাং নিবেশ্য তৎ।
মন্ত্রয়ামাস সহিতো মন্ত্রিভিস্তদনন্তরং॥ ৪৭॥

অনুবাদ।

স্ত্রীদিগের ভর্ত্তাই বন্ধু, ভর্ত্তাই গতি, ভর্ত্তাই অধি দেবতা, ভর্ত্তাই পরমধন, ভর্ত্তাই পবিত্র আশ্রম ও ভর্ত্তাই পবিত্র তীর্থ॥ ৪২ ॥ এই রূপে পতি শোকেও পুত্র শোকে পরম ব্যাকুলা, দীন হৃদয়া, ধরাতলে লুণ্ঠমানা, সকাতরা কৌশল্যা দেবী কুররীর ন্যায় বিলাপ পরায়ণা হইয়াছেন॥ ৪৩ ॥ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার কুলপুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি অনুমতি করিলে পর অন্যান্য রাজ মহিষীরা বল পূর্ব্বক কৌশল্যা দেবীকে তথা হইতে লইয়া যাইবার যত্ন করিতে লাগিলেন॥ ৪৪ ॥ অনন্তর রাজ মহিলারা অনাথার ন্যায় সকাতরাও বিলাপ পরায়ণা সেই কৌশল্যা দেবীকে বল প্রকাশ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন॥ ৪৫ ॥ তৎপরে ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি সেই স্থান জন শূন্য করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক এই নিশ্চয় করিলেন, যে নৃপতির ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মের কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবেক॥ ৪৬ ॥ কোশলেন্দ্র রাজা দশরথের শরীরকে তৈলদ্রোণীতে নিবিষ্ট করিয়া, তদনন্তর মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন॥ ৪৭ ॥

উভৌ মাতামহকুলশ্চিরকালং গতাবিতঃ।
কথং ভরতশত্রুঘ্নাবানীয়েতামিহেতি বৈ ॥ ৪৮ ॥
ন হি সৎকরণং রাজ্ঞো রাজপুত্রৈর্বিনা তদা।
মন্ত্রিণঃ কর্ত্তুমর্হন্তি ততো রক্ষন্তি ভূমিপং ॥ ৪৯ ॥
তৈলদ্রোণ্যাং বশিষ্ঠেন শায়িতং তং নরাধিপং।
দৃষ্ট্বা নৃপোঽয়মিত্যুক্ত্বা স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বিচুক্রুশুঃ ॥ ৫০ ॥
উচ্ছ্রিত্য বাহূন্ শোকার্ত্তা বাষ্পব্যাকুললোচনাঃ।
উরঃ শিরশ্চ জানূনি জঘ্নুঃ করতলৈর্মুহুঃ ॥ ৫১ ॥
শশিনেব নিশা হীনা ভর্ত্তৃহীনেব চাঙ্গনা।
ন ব্যরাজৎ তদাযোধ্যা তেন হীনা মহাত্মনা ॥ ৫২ ॥
শোকদুঃখার্ত্তপুরুষা হাহাভূতজনাকুলা।
প্রধ্বস্তচত্বরপথা বিশূন্যবিপণাপরা ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ।

বহুকাল গত হইল ভরত ও শত্রুঘ্ন এখান হইতে মাতামহ আলয়ে গমন করিয়াছেন, কোন্ উপায় দ্বারা তথা হইতে তাঁহাদিগকে এখানে আনা যায় ॥ ৪৮ ॥ রাজপুত্র ভিন্ন রাজার দাহাদি ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মকরণের মন্ত্রিগণের অধিকার নাই। এই সকল পরামর্শের পরে মন্ত্রিগণেরা মহারাজাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ বশিষ্ঠ মুনি তৈলদ্রোণীতে মহারাজাকে শায়িত করিলেন, ইহা দেখিয়া অন্তঃপুর কামিনীরা এই রাজা, এই মাত্র বলিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৫০ ॥ তাহারা ভুজযুগল উত্থিত করিয়া শোকে অভিভূতা, নয়নে দরদরিত ধারা বিলাপ করিয়া বারম্বার বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে এবং জানুতে করতলের আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ যেমন শশধর বিরহিতা রজনী শোভাহীনা, যদ্রূপ স্বামিহীনা কামিনী শোভাহীনা হয়, সেইরূপ অযোধ্যা নগরী ও রাজা দশরথ বিহীনে শোভাহীনা হইলেন ॥ ৫২ ॥ নগরস্থ সকল লোকেই হাহাকার করিতেছে, সকল লোকই শোক ও দুঃখে মহাকাতর, এবম্ভুত প্রাণি মাত্রেই অযোধ্যা সমাকুলা হইলেন, চত্বর, পথ, ছিন্নভিন্ন হইল অর্থাৎ লোকের যাতায়াৎ সকল রহিত হইয়া গেল, হাট বাজার শূন্য হইয়া পড়িল ॥ ৫৩ ॥

হতপ্রভা দ্যৌরিব ভাস্করং বিনা ব্যপেতচন্দ্রেব চ নিষ্প্রভা নিশা।
ররাজ সা নৈব ভৃশং মহাপুরী বিনাকৃতা তেন মহাত্মনা তদা।। ৫৪ ।।
নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ভৃশার্ত্তমানসা বিগর্হয়ন্তো ভরতস্য মাতরং।
তস্যাং নগর্য্যাং নরনাথসংক্ষয়ে বিলেপুরার্ত্তা ন চ শর্ম্ম লেভিরে।। ৫৫।।
তথা গতে মনুজপতাবতুঃখিতো ন কশ্চনাভবদপি সুপ্রভস্তিহ।
তদাপণা ব্যপগতভিক্ষুকক্রিয়া বভূব সা ত্র্যহমনধিশ্রয়া পুরী।। ৫৬ ।।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথসংক্রমণং
নাম অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।। ৬৮ ।।

অনুবাদ।

গগণমণ্ডলে আদিত্যদেব না থাকিলে, যেমন তাহার প্রভা থাকে না, নিশানাথ সমুদিত না হইলে, যেমন রজনীর শোভা হয় না, সে সময় অযোধ্যা নগরী ও মহারাজা দশরথ হীনা হইয়া স্বীয় শোভাকে সংযত করিলেন॥ ৫৪ ॥ রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে পর, সেই রাজ নগরীতে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া ভরত মাতা কৈকেয়ীকে যথোচিত নিন্দা করিতে লাগিল ও অসীম বিলাপ পরায়ণ হইয়া কেহই কোনমত সুখের আহরণ করিতে পারিলনা ॥ ৫৫ ॥ মহারাজের তাদৃশ অবস্থা হইলে পর, অযোধ্যা নগরে কোন্ ব্যক্তি না নিষ্প্রভ হইয়াছিল? আর কোন্ ব্যক্তিই বা দুঃখে দুঃখিত না হইয়াছিল? তথায় তিন দিন পর্য্যন্ত কেহই হাট বাজার করে নাই, ভিক্ষুকেরাও ভিক্ষা করে নাই, মনুষ্য মাত্রেই আপন২ আহারের অনুষ্ঠান করে নাই॥ ৫৬ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথের সংক্রমণ নামে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গ সমাপনঃ॥ ৬৮ ॥

——co——

একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ব্যতীতায়াং তু শর্ব্বর্য্যামাদিত্যস্যোদয়ে ততঃ।
সমেত্য রাজগুরবঃ সভামীয়ুর্দ্বিজাতয়ঃ॥ ১॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
মার্কণ্ডেয়ো গৌতমশ্চ মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ॥ ২॥
এতে দ্বিজাঃ সহামাত্যৈঃ পৃথগ্বাচমুদৈরয়ন্।
বশিষ্ঠমেবাভিমুখাঃ শ্রেষ্ঠং রাজপুরোহিতং॥ ৩॥
শর্ব্বরী নো ব্যতীতেয় মেকা বর্ষশতং যথা।
শোচতাং পুত্রশোকেন মৃতং দশরথং নৃপং॥ ৪॥
স্বর্গতশ্চ মহারাজো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ।
লক্ষ্মণশ্চাপি তেজস্বী রামেণ সহিতো গতঃ॥ ৫॥
উভৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ কেকয়স্য পুরঙ্গতৌ।
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবঃ কো নু রাজা ভবিষ্যতি॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর যামিনী গতবতী, দিবাকর সমুদিত হইলেন, তখন রাজগুরু ভূদেবগণ একত্র মিলিত হইয়া সকলে রাজসভায় সমাগমন করিলেন॥ ১॥ বশিষ্ঠ, বামদেব, জবালি, কাশ্যক, মার্কণ্ডেয়, গৌতম, মৌদ্গালপ্রভৃতি মহাযশস্বী মুনিগণ সকলে সভায় মিলিত হইলেন॥ ২॥ এই সকল মহর্ষিরা মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সম্মুখীন হইয়া রাজ বংশের কুল পুরোহিত শ্রেষ্ঠতম বশিষ্ঠ মুনিকে প্রত্যেকে পৃথক্২ রূপে বলিতে লাগিলেন॥ ৩॥ মহারাজা দশরথ পুত্র শোকে মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন, তজ্জন্য আমরা এমনি শোকে অভিভূত হইয়াছি, যে এই একরাত্রি গত হওয়াতে আমাদিগের পক্ষে যেমন এক শত বৎসর ব্যতীত হইল বোধ হইতেছে॥ ৪॥ মহারাজা স্বর্গধামে গমন করিলেন, শ্রীরামচন্দ্র অরণ্য সমাশ্রিত হইলেন, তেজস্বী লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের সহিত বনগমন করিয়াছেন॥ ৫॥ ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই ভাই, ইহারাও মাতামহ কেকেয় রাজার ভবনে গমন করিয়াছেন, অতএব ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত আর কে এমন আছে, যে সেই এই অযোধ্যায় রাজা হইবে?॥ ৬॥

অরাজকমিদং রাষ্ট্রং বিনাশমুপযাস্যতি।
ইক্ষ্বাকুঃ কশ্চিদেবেহ রাজাস্মাকং বিধীয়তাং॥ ॥
নারাজকে জনপদে বিদ্যুন্মালী মহাস্বনঃ।
অভিবর্ষতি পর্জ্জন্যো মহীং দিব্যেন বারিণা॥ ৮॥
নারাজকে জনপদে বীজমুষ্টিঃ প্রকীর্য্যতে।
নারাজকে পিতুঃ পুত্রাঃ সম্যক্ তিষ্ঠন্তি শাসনে॥ ৯॥
নারাজকে পতে র্ভার্য্যা যথাবদনুতিষ্ঠতি।
নারাজকে গুরোঃ শিষ্যঃ শৃণোতি নিয়তং হিতং॥ ১০॥
স্বং নাস্ত্যরাজকে রাষ্ট্রে পুংসাং ন চ পরিগ্রহঃ।
অরাজকে হ্যাত্মনোঽপি প্রভুত্বং ন হি কস্যচিৎ॥ ১১॥
নারাজকে জনপদে যজ্ঞশীলা দ্বিজাতয়ঃ।
বিবিধাংস্তন্বতে যজ্ঞান্ দস্যুসঙ্ঘৈঃ প্রপীড়িতাঃ॥ ১২॥

অনুবাদ।

সুতরাং এই রাজ্য অরাজক হইল, এক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অতএব ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকে এই অযোধ্যায় আমাদিগের রাজা করিয়া দেউন্ ॥ ৭ ॥ কেননা জনপদ অরাজক হইলে পর্জ্জন্য বিদ্যুন্মালায় পরিমণ্ডিত হইয়া মহানশব্দ বিস্তার করতঃ স্বর্গীয় জলদ্বারা পৃথিবীতে বর্ষণ করেন না॥ ৮ ॥ অরাজক রাজ্যে কৃষকেরা ক্ষেত্রে এক মুষ্টিও বীজ বপন করে না, রাজ্য অরাজক হইলে পুত্রেরা পিতার শাসনে সম্যক্রূপে অবস্থান করে না॥ ৯॥ পত্নীদিগের পতির অনুশাসনে যে রূপ থাকা উচিত, রাজ্য অরাজক হইলে সে রূপ থাকে না, অরাজকে শিষ্যেরা সর্ব্বদা গুরুর সম্যক্ রূপে উপদিষ্ট হিতবাক্য শ্রবণ করে না॥ ১০ ॥ অরাজকে জনগণের কি সম্পত্তি কি পত্নী কিছুই রক্ষা পায় না, দস্যুগণেরা অপহরণ করিয়া লয়, রাজ্য অরাজকে কাহারও প্রভুত্ব থাকে না, বলিষ্ঠেরা দুর্ব্বলকে সর্ব্বদা পরাভূত করে॥ ১১ ॥ রাজ্যে রাজা না থাকিলে পরম যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যদিও অশেষবিধ যজ্ঞ কর্ম্মের আরম্ভ করেন, কিন্তু দস্যুরা তাহাতে তাঁহাদিগের বিধিমতে পীড়া দায়ক হয়॥ ১২॥

নারাজকে জনপদে কারয়ন্তি জনাঃ সভাং।
উদ্যানানি চ রম্যাণি প্রপাঃ পুণ্যগৃহাণি চ ॥ ১৩ ॥
নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্ত্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ত্তন্তে জনহর্ষণাঃ ॥ ১৪ ॥
নারাজকে জনপদে কশ্চিদর্থঃ প্রসিধ্যতি।
ব্যবহারা ন বর্ত্তন্তে ধর্ম্মাঃ সজ্জনসেবিতাঃ ॥ ১৫ ॥
বেদান্ নাধীয়তে বিপ্রা ন চ বিন্দতে নির্বৃতিং।
কথাশীলাশ্চ রজ্যন্তে ন কথাভিররাজকে ॥ ১৬ ॥
ন বিবাহাশ্চ বর্ত্তন্তে কন্যানাং জনহর্ষকাঃ।
নিত্যোদ্বিগ্নাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা দুঃখিতাশ্চ ভবন্ত্যপি ॥ ১৭ ॥
নারাজকে জনপদে বিশ্বস্তাঃ কুলকন্যকাঃ।
অলঙ্কৃতা রাজমার্গে ক্রীড়ন্তি বিহরন্তি চ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

জনপদ নৃপতি শূন্য হইলে পর, মানবেরা কোন সভা সংস্থাপন করিতে পারে না, আর মনোরম উদ্যান, কি পানীয়শালা, কি পবিত্র দেবালয় কিছুই করিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ রাজ্য মধ্যে নরপতি না থাকিলে নটগণ বা নর্ত্তকেরা কোন উৎসব স্থানে বা কোন সমাজে সাধুজনের মনোরঞ্জনে প্রবর্ত্তমান হয় না ॥ ১৪ ॥ রাজধানী রাজশূন্যা হইলে কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইতে পারে না, কোন সদ্বিচার হইতে পারেনা, সাধুলোক পরিসেবিত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানও হইতে পারেনা ॥ ১৫ ॥ অরাজক রাজ্যে ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হয়েন, কেহ কোন বিষয়ে স্বাস্থ্যলাভও করিতে পারে না, কথোপজীবী সুকথকেরা সৎকথা দ্বারা আর কাহারো মনোরঞ্জন করে না ॥ ১৬ ॥ প্রজার সন্তান সন্ততির প্রীতিকর শুভ বিবাহ ক্রিয়াও সুসম্পন্ন হয় না, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্তে কালযাপন করে, ও সর্ব্বদাই সকলে নানা প্রকারে দুঃখিত হয় ॥ ১৭ ॥ রাজ্য অরাজক হইলে কুল কামিনীরা সমূহ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিশ্বস্তমনে রাজপথে ক্রীড়া কৌতুকে বিচরণ করিতে পারে না, ও বিহার বাসেও কালযাপন করিতে সমর্থা হয় না ॥ ১৮ ॥

নারাজকে জনপদে বিচরন্ত্যকুতোভয়াঃ।
কামিনঃ সহ কান্তাভির্বিহারোদ্যানভূমিষু॥ ১৯॥
নারাজকে জনপদে ধনবন্তঃ কুটুম্বিনঃ।
শেরতে বিবৃতদ্বারা বিশ্বস্তমকুতোভয়াঃ॥ ২০॥
নারাজকে জনপদে নানাপণ্যোপজীবিনঃ।
পণ্যান্যাদায় গচ্ছন্তি দেশাদ্দেশং ভয়ার্দ্দিতাঃ॥ ২১॥
নারাজকে কৃষিকরাঃ কর্ষন্তি ভয়পীড়িতাঃ।
পশবোঽপি ন বর্ত্তন্তে নিত্যং রাষ্ট্রে হ্যরাজকে॥ ২২॥
নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো বশী।
ভাবয়ংস্তপসাত্মানং যত্রসায়ংগৃহো মুনিঃ॥ ২৩॥
নারাজকে জনপদে যোগক্ষেমঃ প্রকল্পতে।
ন চাপ্যরাজকং সৈন্যং শত্রুং বিজয়তে যুধি॥ ২৪॥

অনুবাদ।

জনপদ মধ্যে নৃপতি না থাকিলে কামুকলোকেরা উদ্যান ভূমিতে নির্ভয় চিত্তে পর কান্তা সমভিব্যাহারে বিহার সুখে বিচরণ করিতে শক্ত হয়॥ ১৯ ॥ রাজ্য অরাজক হইলে পর ধনী লোকেরা অকুতোভয়ে বিশ্বস্ত চিত্তেদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না॥ ২০ ॥ রাজ্যে রাজা না থাকিলে নানা প্রকার পণ্যোপজীবী লোকেরা বিক্রেয় দ্রব্য লইয়া সভয়ান্তঃকরণে দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে॥ ২১ ॥ রাজ্যে রাজা না থাকিলে কৃষকলোকেরা সভয়চিত্তে উত্তম রূপে ভূমির কর্ষণ করে না, অরাজক রাজ্যে সকল প্রকার পশুও সর্ব্বদা অবস্থান করে না॥ ২২ ॥ গৃহ বাসী জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ, যাঁহারা সায়ংকালে সতত তপস্যা দ্বারা আত্মাকে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে সংযুক্ত করিয়া থাকেন, জনপদ নৃপতি শূন্য হইলে পর, আর তাঁহারা তাদৃশ আচার করেননা॥ ২৩ ॥ রাজ্য মধ্যে রাজা না থাকিলে অলব্ধের লাভ ও লব্ধের পরি রক্ষণ, কোনমতেই হইতে পারে না, সৈন্য সামন্ত নৃপতি বিহীন হইলে সংগ্রামে শত্রুপক্ষকে জয় করিতে সমর্থ হয় না॥ ২৪ ॥

নদী যথা শুষ্কজলা যথা চাতৃণকং বনং।
অগোপাশ্চ যথা গাব স্তথা রাষ্ট্রমরাজকং॥ ২৫ ॥
বিসারথিঃ সমুদ্ভ্রান্তৈ র্বাজিভিঃস্যন্দনো যথা।
গচ্ছন্ বিনাশমাপ্নোতি তথা রাষ্ট্রমরাজকং॥ ২৬ ॥
নারাজকে জনপদে স্বং বৈ ভবতি কর্হিচিৎ।
হরন্তি দুর্ব্বলানাং হি স্বমাক্রম্য বলান্বিতাঃ॥ ২৭ ॥
অরাজকে জনপদে দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ।
ভক্ষয়ন্তি নিরুদ্বেগা মৎস্যান্ মৎস্যা ইবাল্পকান্॥ ২৮ ॥
ব্যুৎক্রান্তধর্ম্মমর্য্যাদা নাস্তিকা নিরপত্রপাঃ।
ভবন্ত্যরাজকে রাষ্ট্রে মানবাঃ ক্রুরনিশ্চয়াঃ॥ ২৯ ॥
অন্ধং তম ইবেদংস্যা ন্নপ্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

জল শুষ্ক হইয়া গেলে নদীর যেরূপ অবস্থা, এবং তৃণাদি শূন্য হইলে অরণ্যের যেমন দশা, গোপালক না থাকিলে গোদিগের যাদৃশ দুরবস্থা হয়, রাজা না থাকিলে রাজ্যেরও তাদৃশ দুরবস্থা ঘটে॥ ২৫ ॥ উৎপথগামী অশ্বগণ দ্বারা সারথি শূন্য রথ যাইতে যাইতে যেমন পথিমধ্যে বিপদ গ্রস্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অরাজক রাজ্যের তাদৃশ বিনাশ হইয়া থাকে॥ ২৬ ॥ অরাজক রাজ্যে কখন কোথাও কাহার ধন সম্পত্তি স্থায়ী হইতে পারেনা, কেননা অধিক বল শালী লোকেরা দুর্ব্বলদিগের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহারদিগের সমুদয় ধন সম্পত্তি হরণ করিয়া লয়॥ ২৭ ॥ জনপদ মধ্যে নৃপতি না থাকিলে বল সম্পন্ন মানবেরা নিরুদ্বেগে সামান্য দুর্ব্বল লোকদিগকে অনায়াসে গ্রাস করিয়া ফেলে, সবল-মৎস্যেরা যেমন দুর্ব্বল মৎস্যদিগকে আহার করিয়া থাকে॥ ২৮ ॥ যে রাজ্যে রাজা নাই, তথাকার ক্রূরাশয় অসদভি সন্ধি নির্লজ্জ লোকেরা ধর্ম্ম মর্য্যাদার ব্যতি-ক্রম উৎপাদন করিয়া নাস্তিক হইয়া উঠে॥ ২৯ ॥ ইহলোকে রাজা যদি সৎ ও অসতের বিভাগ করিয়া না দেন, তাহা হইলে এই জগৎ অন্ধতম নামক স্থানের ন্যায় হইয়া উঠে, অর্থাৎ কে উত্তম কে অধম ইহার কিছুই জানা যাইতে পারে না॥ ৩০ ॥

দস্যবোঽপি ন চ ক্ষেমং রাষ্ট্রে বিন্দন্ত্যরাজকে।
দ্বাবাদদাতে হ্যেকস্য দ্বয়োশ্চ বহবো ধনং ॥ ৩১ ॥
তস্মাদ্রাজৈব কর্ত্তব্য ইচ্ছদ্ভিশ্চাত্মনঃ শুভং।
দ্বিজানাং বচনং শ্রুত্বা বশিষ্ঠং মন্ত্রিণোঽব্রুবন্॥ ৩২ ॥
জীবত্যপি মহারাজে সহ রাজ্ঞা বয়ং প্রভো।
শাসনে তব তিষ্ঠামঃ স নঃ শাধি তপোধন ॥ ৩৩ ॥
বশিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ মহানুভাব স নঃ সমীক্ষ্যার্হসি বিপ্রবর্য্য।
কুমারমিক্ষ্বাকুকুলপ্রসূতং তমাশু রাজানমিহাভিষেক্তুং ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রাজপ্রশংসা নাম
একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ।

অরাজক রাজ্যে দস্যুরাও মঙ্গল লাভ করিতে পারেনা, যেহেতু দুস্যুতে দস্যুতেও বিরোধ হয়, দুর্ব্বল এক দস্যুর লুণ্ঠিত ধন বলবান দুই দস্যুতে অপহরণ করে, পুনর্ব্বার অনেক দস্যু মিলিত হইয়া ঐ দুই দস্যুর ধনও হরণ করিয়া লয়॥ ৩১ ॥ অতএব আপনাদিগের মঙ্গল ইচ্ছা করিতে হইলে একজনকে রাজা করা কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ মুনিকে মন্ত্রিগণেরা বলিলেন॥ ৩২ ॥ হে প্রভো! হে তপোধন! মহারাজা দশরথ জীবিত থাকিতেও আমরা তাঁহার সহিত আপনার পরামর্শের প্রতি নির্ভর করিতাম, এক্ষণেও আপনি আমাদিগকে যে হয় অনুমতি করেন॥ ৩৩ ॥ হে মহাভাগ! হে ধর্ম্মশীল! হে ব্রাহ্মণকুলপাবন! হে বশিষ্ঠ ঋষে! আপনি বিবেচনা করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশে সম্ভূত কোন এক বালককে অতি সত্বর এই অযোধ্যায় রাজ্যাভিষিক্ত করিতে যোগ্য হউন্॥ ৩৪ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
রাজ প্রশংসা নামে ঊনসপ্ততিঃ তমঃ সর্গ সমাপনঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বশিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ তান্।
সুমন্ত্রপ্রভৃতীন্ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণাংস্তানিদং বচঃ॥ ১ ॥
যোঽসৌ মাতামহকুলে কুমারঃ শ্রীমতাং বরঃ।
ভরতো বসতি ভ্রাত্রা শত্রুঘ্নেন গতঃ সহ॥ ২ ॥
তমিতঃ শীঘ্রগৈর্গত্বা নরাঃ প্রজবিতৈর্হয়ৈঃ।
ইহানয়ন্তু বচনান্নৃপস্য প্রিয়বাদিনঃ॥ ৩ ॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্মাদ্বশিষ্ঠাদ্রাজমন্ত্রিণঃ।
গচ্ছন্ত্বিতি সর্ব্বেঽথ প্রত্যূচুর্হৃষ্টমানসাঃ॥ ৪ ॥
ততো জয়ন্তং সিদ্ধার্থমশোকং চাব্রবীদিদং।
বশিষ্ঠো জপতাং শ্রেষ্ঠো দূতানাহূয় সত্বরং॥ ৫ ॥
পুরং রাজগৃহং গত্বা শীঘ্রং প্রজবিতৈর্হয়ৈঃ।
ত্যক্তশোকৈরিদং বাচ্যো ভরতঃ শাসনাৎ পিতুঃ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

বশিষ্ঠ ঋষি সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণেরও বামদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাদিগের সকলকে এই কথা বলিলেন॥ ১ ॥ শ্রীমান্ রাজকুমার ভরত, যিনি অনুজ ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত এখান হইতে গমন করিয়া মাতামহকুলে অবস্থান করিতেছেন॥ ২ ॥ কোন বিশ্বস্ত দূত যাহারা অতি প্রিয়বাদী হয়, অতি বেগবান দ্রুতগামী তুরঙ্গমারূঢ় হইয়া অযোধ্যা হইতে তথায় গমন করিয়া রাজাজ্ঞানুসারে তোমাকে লইতে আসিয়াছি এই বাক্যে হর্ষিত করিয়া ভরতকে এখানে আনয়ন করুক্॥ ৩ ॥ অনন্তর রাজমন্ত্রীবর্গেরা বশিষ্ঠ মুনির এই কথা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া সকলেই প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাশয়! উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন। আপনি অনুমতি করুন্, তাদৃশ লোকেরা তথায় শীঘ্র গমন করে॥ ৪ ॥ তদনন্তর অতি জাপক ঋষিপ্রধান বশিষ্ঠ মুনি, জয়ন্ত, ও সিদ্ধার্থ ও অশোক নামে দূতগণকে অতি সত্বর আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন॥ ৫ ॥ হে দূতগণ! তোমারা এখান হইতে প্রকৃষ্ট বেগসম্পন্ন অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্র কেকয় রাজভবনে গমন করহ, এবং শোক পরিহার পূর্ব্বক ভরতকে বলিবে, যে আপনার পিতার অনুমতি ক্রমে আমরা আপনাকে লইতে আসিয়াছি॥ ৬ ॥

আহ ত্বাং কুশলং পৃষ্ট্বা পিতা সর্ব্বে চ মন্ত্রিণঃ।
ত্বরাবান্ শীঘ্রমাগচ্ছ কার্য্যমাত্যয়িকং ত্বয়া ॥ ৭ ॥
ন চাস্মৈ প্রেষিতো রামো ন রাজা স্বর্গতস্তথা।
গত্বা ভবদ্ভিরাবেদ্যঃ পৃষ্টৈরপি কথঞ্চন ॥ ৮ ॥
রাজার্হাণি বিচিত্রাণি ভূষণানি বরাণি চ।
শীঘ্রমাদায় রাজ্ঞশ্চ ভরতস্য চ গচ্ছত ॥ ৯ ॥
ইতি তে দত্তসন্দেশা দূতাস্ত্বরিতমানসাঃ।
বশিষ্ঠেনাভ্যনুজ্ঞাতা যযুঃ শীঘ্রপরাক্রমাঃ ॥ ১০ ॥
গত্বাথ হাস্তিনপুরং গঙ্গামুত্তীর্য্য বেগিতাঃ।
পাঞ্চালং দেশমাজগ্মুস্ততস্তে কুরুজাঙ্গলং ॥ ১১ ॥
পূর্ব্বেণ বারুণীং তীর্ত্বা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতীং।
সরাংসি চ প্রফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

তাঁহার অনাময়ত্ব কুশল জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহাকে বলিবে, যে হে মহাশয়! আপনার পিতা দশরথ ও মন্ত্রিগণ সকলে কোন এক অত্যন্ত প্রয়োজনজনক গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, একারণ আপনাকে লইতে পাঠাইয়াছেন, অতএব আপনি ত্বরান্বিত হইয়া শীঘ্র অযোধ্যায় আগমন করুন্॥ ৭ ॥ তোমাদিগকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও তোমরা সেখানে গিয়া কোনমতে ভরতকে বলিও না যে শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিয়াছেন, ও তজ্জন্য মহারাজা পাঞ্চভৌতিক মায়াময় দেহ পরিহার করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন॥ ৮ ॥ তোমরা রাজোপযোগ্য বিচিত্র আভরণ, যাহা ভরতের রাজবেশের উপযুক্ত হয়, এবং মহামূল্যবান্ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল লইয়া শীঘ্র ভরত সন্নিধানে তথায় গমন করহ॥ ৯ ॥ বশিষ্ঠ মুনি আদেশ করিলে পর, শীঘ্র পরাক্রমসম্পন্ন দূতেরা মুনি সন্দেশ সংগ্রহকরিয়া সত্বর কেকয় রাজভবনে গমন করিলেন॥ ১০ ॥ অনন্তর প্রস্থিত দূতেরা অতিদ্রুত বেগে প্রথমতঃ হস্তিনা পুর পার হইয়া গঙ্গা নদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হন্, পরে তাহারা পাঞ্চাল দেশকে অতিক্রম করিয়া কুরুজাঙ্গলে উপস্থিত হইলেন॥ ১১ ॥ প্রথমতঃ কুরুক্ষেত্রে পূর্ব্বাভিমুখগামিনী বারুণী সরস্বতী নদীকে উত্তীর্ণ হইয়া, বিকচ কমল পরিশোভিত সরোবর সকল ও বিমল জলপূর্ণা অন্যান্য নদী সকলকে॥ ১২ ॥

নিরীক্ষ্যমাণা স্তে দূতা জগ্মুঃ কার্য্যবশাদ্দ্রুতং।
তে পুণ্যাং শীতসলিলাং নানাবিহগসেবিতাং॥ ১৩॥
সরদণ্ডাং সমুত্তীর্য্য নদীং জলচরাকুলাং।
সমূলং চৈত্যমাসাদ্য বৃক্ষং সত্যোপযাচনং॥ ১৪॥
অভিগম্য প্রণম্যৈনং ভূলিঙ্গাং বিবিশুঃ পুরীং।
অজকূলাং ততঃ প্রাপ্য বোধিনাং নগরং যযুঃ॥ ১৫॥
ততো দেবর্ষিচরিতাং যযুরিন্দুমতীং নদীং।
তত্রাভিগম্য সংসিদ্ধান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্॥ ১৬॥
ব্রাহ্মণান্ প্রযযুঃ শীঘ্র মনুজ্ঞাতাঃ শুভাশিষঃ।
কথয়ন্তঃ কথাশ্চিত্রা রামলক্ষ্মণসংহিতাঃ॥ ১৭॥
যযুর্ম্মধ্যেন বাহ্লীকান্ সুদাসাংশ্চোত্তরেণ তু।
বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষমাণা বিপার্শ্বেন চ শাল্মলাং॥ ১৮॥

অনুবাদ।

সন্দর্শন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, গুরুতর কার্য্যানুরোধে দূতগণে দ্রুতগমনে পুণ্যদায়িনী শীতল সলিলা, অশেষবিধ জলচর বিহগ কুলে পরিসেবিতা॥ ১৩॥ ভয়ানক জলচর সঙ্কুল সরদণ্ডা নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়া প্রার্থনানুরূপ ফল প্রদ গ্রামীন লোকের আরাধ্য সত্যোপযাচন নামে চৈত্য বৃক্ষের মূলতল প্রাপ্ত হইলেন॥ ১৪॥ গ্রাম্যদিগের আরাধনীয় সেই বৃক্ষের মূলে গমন করতঃ তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহারা ভূলিঙ্গা নামে নগরীতে প্রবেশ করিলেন। অজকূলা নদী প্রাপ্ত হইয়া তদনন্তর বোধিদিগের নগরে গমন করেন॥ ১৫॥ তৎপরে দেবর্ষিগণ পরিসেবিত ইন্দুমতী নাম্নী নদীতীরে গমন করতঃ দূতেরা তথায় বেদ বেদাঙ্গ পারগ সিদ্ধ মুনিগণ সন্নিধানে সমাগমন করিলেন॥ ১৬॥ দ্রুতগমনে, তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে দূতেরা গমন করিলেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ সম্বন্ধি চমৎকার কথোপকথনের অনুমতি করিলে পর, তথায় ক্ষণেক সেই সকল বিচিত্রা কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১৭॥ পরে দূতগণ বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া সুদাস দেশের উত্তরাংশ দিয়া শাল্মলী নগরীকে বামভাগে রাখিয়া অন্তরীক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া গমন করিতেছেন অর্থাৎ রাত্রিকালেও বিশ্রাম ছিল না ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

গিরিব্রজং পুরবরং বিবিশু র্ন চিরাদিব।
সপ্তরাত্রেণ গত্বা বৈ দূতাস্তে শ্রান্তবাহনাঃ ॥ ১৯ ॥
প্রজাহিতার্থং কুলরক্ষণার্থং
ভর্ত্তু শ্চ বংশস্য পরিগ্রহার্থং।
অতিত্বরন্তো বিবিশুঃ পুরং তে
ততোঽভ্যয়ুঃ পার্থিববেশ্ম তূর্ণং ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোদ্ধ্যাকাণ্ডে দূতপ্রস্থাপনা নাম
সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ।

দূতগণে অল্পকাল মধ্যেই গিরিব্রজ নাম পুরবরে প্রবিষ্ট হইলেন সপ্তদিন দিবারাত্রি ক্রমিক গমন করিয়া উদ্দেশ স্থানে উপস্থিত হওয়াতে বাহন সকল যথোচিত পরিশ্রান্ত হইল॥ ১৯ ॥ দূতগণ অযোধ্যা বাসি প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য, সূর্য্য বংশের শ্রীরক্ষা করিবার জন্য ও প্রভু রাজা দশরথের বংশ পরিগ্রহ করিবার জন্য, যথোচিত ত্বরান্বিত হইয়া কেকয় রাজ্যে রাজ নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি শীঘ্র রাজভবনে উপস্থিত হইলেন॥ ২০ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
দূতপ্রস্থাপনা নামে সপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপনঃ॥ ৭০ ॥

——00——

একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

যমেব দিবসং দূতাঃ প্রবিষ্টাস্তে গিরিব্রজং।
ভরতেনাপি তাং রাত্রিং স্বপ্নো দৃষ্টো ভয়াবহঃ ॥ ১ ॥
অনিষ্টবেদিনং স্বপ্নং দৃষ্ট্বা চ ভরতস্তদা।
সংস্মরন্ পিতরং বৃদ্ধ মাসীদুৎসুকমানসঃ ॥ ২ ॥
আলক্ষ্য চাস্যোৎসুকতাং বয়স্যাঃ প্রিয়বাদিনঃ।
আয়াসমপনেষ্যন্তঃ কথাশ্চক্রুরনুত্তমাঃ ॥ ৩ ॥
অবাদয়ন্ জগুশ্চান্যে ননৃতুর্জ্জহসুস্তদা।
নাটকান্যপরে চক্রুর্হাস্যানি বিবিধানি চ ॥ ৪ ॥
প্রিয়ৈর্বয়স্যৈর্ভরত স্তথাপি প্রিয়বাদিভিঃ।
হাস্যানি চৈব কুর্ব্বদ্ভির্নৈবাতুষ্যৎ সুদুর্ম্মনাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

দূতগণ যে দিবসে গিরিব্রজ নগরেতে প্রবিষ্ট হইল, সেই দিন রাত্রিযোগে ভরত নিদ্রাবস্থায় এক ভয়ানক স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া ছিলেন॥ ১ ॥ যখন ভরত অশুভশংসী সেই স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া তদবধি মনে মনে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বৃদ্ধতম পিতা দশরথকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি তদবধি অতিশয় অন্যমনা হইয়া রহিয়াছিলেন॥ ২ ॥ ভরতের প্রিয়ম্বদ প্রিয়তম বয়স্য গণ সতত তাঁহাকে তাদৃশ উৎকণ্ঠিত দেখিয়া, তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিবার জন্য সন্নিধানে সর্ব্বদা উত্তম উত্তম আখ্যায়িকা সকল বর্ণন করিতে লাগিলেন॥ ৩ ॥ কোন বন্ধু বিবিধ বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিলেন, কেহবা নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহবা উন্মত্ত হাস্য করিতে লাগিলেন, অন্যান্য বন্ধুরা নানা প্রকার হাস্য জনক নাটকের অভিনয় করিতে লাগিলেন॥ ৪ ॥ প্রিয়বাদক প্রিয়বয়স্যগণ নানা মত হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ভরত তখন এমনি দুর্ম্মনা ছিলেন যে তাঁহারা তাদৃশ আমোদ প্রমোদ দ্বারা ভরতকে কোনরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না॥ ৫ ॥

তমব্রবীৎ প্রিয়সখঃ কশ্চিদ্ব্যথিতমানসঃ।
উপাস্যমানঃ সখিভিঃ কিং সখে ন প্রহৃষ্যসি॥ ৬॥
সমানসুখদুঃখানা মস্মাকমপি রাঘব।
দুঃখমার্ত্তিকরং যৎ তে তৎ খ্যাপয়িতুমর্হসি॥ ৭॥
ইত্যুক্তো ভরতস্তেন প্রত্যুবাচ মহাযশাঃ।
শৃণুধ্বং যো ময়া দৃষ্টঃ স্বপ্নো যেনাস্মি দুর্ম্মনাঃ॥ ৮॥
দৃষ্টো ময়াদ্য স্বপ্নেন চন্দ্রমাঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ।
সংশুষ্কঃ সাগরশ্চৈব সূর্য্যো গ্রস্তশ্চ রাহুণা॥ ৯॥
অদ্রাক্ষমপি চ স্বপ্নে পিতরং রক্তবাসসং।
কৃষ্যমাণং নরৈর্বদ্ধা দক্ষিণামভিতো দিশং॥ ১০॥
পুনশ্চাপ্যেনমদ্রাক্ষং স্নেহাক্তং মুক্তমূর্দ্ধজং।
পতন্তমদ্রিশিখরাদগাধে গোময়ে হ্রদে॥ ১১॥

অনুবাদ।

তদ্দৃষ্টে তখন ভরতের আন্তরিক কথার শ্রবণ পাত্র কোন এক প্রিয়তম বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, হে সখে! সকল বন্ধু মিলিত হইয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকার হাস্য পরিহাস করিতেছে, বল দেখি কিছুতেই তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ না কেন?॥ ৬॥ হে রঘুনন্দন! আমরা সকলেই আপনার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকি, অতএব আমাদিগের নিকট আপনার যে ক্লেশদায়ক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে সে কথা প্রকাশ করিয়ায়া বলা উচিত হয়॥ ৭॥ প্রিয়বয়স্য এই কথা বলিলে পর, মহাযশস্বী ভরত তখন বলিতে লাগিলেন, হে প্রিয়বন্ধো! তোমরা সকলে শ্রবণ করহ, আমি রাত্রিতে যে এক কুস্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতেই আমি এতাদৃশ দুর্ম্মনা হইয়া রহিয়াছি॥ ৮॥ হে বয়স্য! আজি রাত্রিতে আমি স্বপ্নে এই দেখিয়াছি যেন চন্দ্রমা পৃথিবীতে নিপতিত হইয়াছেন, সাগর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং দিবাকর রাহু-গ্রস্ত হইয়াছেন॥ ৯॥ স্বপ্নে আরও দেখিয়াছি, যেন পিতা আমার রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, কতক গুলি মনুষ্য তাঁহাকে বন্ধন করিয়া দক্ষিণ দিক পানে আকর্ষণ করিতেছে॥ ১০॥ পুনর্ব্বার দেখিয়াছি যেন পিতা তৈলে পরিপ্লুত হইয়া কেশপাশ মুক্ত করিয়া পর্ব্বতের শিখর প্রদেশ হইতে গোময়ের অগাধ হ্রদে পতিত হইয়াছেন॥ ১১॥

তস্মিন্ নিমগ্নমশ্চোন্মজ্জন্ দৃষ্টো মে গোময়হ্রদাৎ।
পিবন্নঞ্জলিনা তৈলং হসমানঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১২॥
ততস্তৈলোদকং পীত্বা পুনঃ পুনরধঃশিরাঃ।
তৈলেনাভ্যক্তসর্ব্বাঙ্গ স্তৈলমেব ব্যগাহত॥ ১৩॥
পাঠে কার্ষ্ণায়সে চৈনং নিষণ্ণং কৃষ্ণবাসসং।
প্রহরন্তি স্ম রাজানং প্রমদাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ॥ ১৪॥
দৃষ্টো রাসভযুক্তেন রথেন চ পিতা ময়া।
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ প্রযাতো দক্ষিণামুখঃ॥ ১৫॥
প্রদীপ্তমম্ভসা শান্তং দৃষ্টবানস্মি পাবকং।
সীদন্তঞ্চ তদাদ্রাক্ষং পঙ্কে মগ্নং মহাগজং॥ ১৬॥
বিশীর্য্যমাণঃ শৈলেন্দ্রো ভগ্নাশ্চৈত্যমহাদ্রুমাঃ।
স্বপ্নে চাদ্য ময়া দৃষ্টো নিপতংশ্চ মহাধ্বজঃ॥ ১৭॥

অনুবাদ।

আর স্বপ্ন দেখিলাম যে পিতা, একবারে নিমগ্ন উন্মগ্ন হইয়া সেই গোময় হ্রদে হইতে উত্থিত হইলেন, পরে হাস্য করিতে করিতে অঞ্জলি দ্বারা বারম্বার তিল তৈল পান করিতে লাগিলেন॥ ১২॥ অনন্তর, অধোমস্তকে সেই তৈল জল পুনঃ পুনঃ পান করিতে করিতে তৈলেতেই সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লুত হইয়া, পরিশেষে তৈলেতেই অবগাহন করিলেন॥ ১৩॥ তদনন্তর লৌহময় পীঠে উপবিষ্ট ও কৃষ্ণবস্ত্র পরিধৃত দেখিয়া, কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ কতক গুলি স্ত্রী মহারাজাকে প্রহার করিতে লাগিল॥ ১৪॥ এবং ইহাও দেখিলাম যেন আমার পিতা রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গর্দ্দভযুক্ত রথ আরোহণে দক্ষিণাভি মুখে গমন করিতেছেন॥ ১৫॥ অনন্তর দেখিলাম যেন প্রদীপ্ত অনল রাশি জল দ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, তৎপরে দেখিলাম এক মহাগজ পঙ্ক মধ্যে মগ্ন হইয়া অবসন্ন হইতেছে॥ ১৬॥ পুনর্ব্বার দৃষ্ট ইহল, যেন এক প্রধানপর্ব্বত অকস্মাৎ বিশীর্ণ হইয়া গেল, ও সকলের আরাধ্য চৈত্য নামে মহামহীরুহ একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িল, অদ্য আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন মহাধ্বজ একেবারে নিপতিত হইয়া গেল॥ ১৭॥

এবমেষ ময়া স্বপ্নো দৃষ্টঃ পাপভয়াবহঃ।
ব্যক্তং রামোঽথবা রাজা প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ ।। ১৮ ।।
যো হি রাসভযুক্তেন রথেন পরিকৃষ্যতে।
মর্ত্যঃ স ন চিরাদেব ধ্রুবং যাতি যমক্ষয়ং ।। ১৯ ।।
এতন্নিমিত্তং দীনোঽহং নাভিনন্দামি বো বচঃ।
হৃষ্টাংশ্চ নানুহৃষ্যামি চিন্তয়ন্ স্বপ্নদর্শনং ।। ২০ ।।
অস্থানে চাপি সোৎকণ্ঠং মনো বিহ্বলতীব মে।
অস্থানে ব্যথিতশ্চায়ং দেহে দেহেশ্বরো মম ।। ২১ ।।
হতত্বিষমিবাত্মান মপি চাদ্যোপলক্ষয়ে।
জুগুপ্সামি হি চাত্মান মকস্মাৎ পতিতং যথা ।। ২২ ।।

অনুবাদ

হে বয়স্য ! আমি আজি যখন এই পাপ ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে শ্রীরামচন্দ্র, না হয় আমার পিতা দশরথ, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ গর্দ্দভযুক্ত রথে যাহাকে আকর্ষণ করে অল্পকাল মধ্যে নিশ্চয় সেই মনুষ্য যমালয়গামী হয় ॥ ১৯ ॥ এই জন্যই আমি এমন দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি, তোমাদিগের বাক্যে আমি আনন্দযুক্ত হইতেছি না, তোমরা পরম আনন্দিত রহিয়াছ বটে, কিন্তু আমি কেবল স্বপ্ন দর্শন বৃত্তান্তই চিন্তা করিতেছি, তোমাদিগকে লইয়া হৃষ্ট হইতে পারিতেছি না ॥ ২০ ॥ ভয় স্থানে আমার মন এমন উৎকণ্ঠিত হইয়া আমাকে ব্যাকুল করিতেছে যে তাহা বর্ণিবার কথা নাই। আমার এই জীবাত্মা ভয়স্থানেই অবলুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ২১ ॥ অদ্য আমার জীবাত্মা নিস্তেজবৎ হইয়া রহিয়াছে, অকস্মাৎ আমার মনর অলীক শোকে পতিত হইয়াছে বলিয়া আমি আপন আত্মাকে নিন্দা করিতেছি ॥ ২২ ॥

ইমং হি দুঃস্বপ্নমহং বিচিন্তয়ন্
সমুৎস্থকত্বাদ্ব্যথিতোঽতিবিহ্বলঃ।
ন শর্ম্ম বিন্দামি যথাধ্রুবং তথা
কিমপ্যনিষ্টং ন চিরাদুপৈষ্যতি ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতদুঃস্বপ্নদর্শনং
নাম একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ।

হে সখে! আমি এই দুঃস্বপ্ন চিন্তা করিতে করিতে উৎকণ্ঠিত মনে যথোচিত কাতর হইয়া অতিশয় ব্যথা পাইতেছি, আমি কোন সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে অল্পকাল মধ্যেই আমাদিগের অবশ্য কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইবে? ॥ ২৩ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ভরতের দুঃস্বপ্ন দর্শন নামে একসপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপনঃ ॥ ৭১ ॥

—co—

দ্বাসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ভরতে ব্রুবতি স্বপ্নং দূতাস্তে শ্রান্তবাহনাঃ।
প্রবিশ্যাগম্য পরিঘং রম্যং রাজনিবেশনং ॥ ১ ॥
সমাগচ্ছন্ত রাজ্ঞা চ ভরতেনার্থিনস্তদা।
রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বৈব তদূচুর্ভরতং বচঃ ॥ ২ ॥
পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্ব্বে চ মন্ত্রিণঃ।
ত্বরমাণশ্চ নির্য্যাহি কার্য্যমাত্যয়িকং ত্বয়া ॥ ৩ ॥
চেলকস্য তু কোটীয়ং দেয়া মাতামহায় তে।
তিস্রঃ কোট্যস্তু সম্পূর্ণাস্তবেমা নৃবরাত্মজ ॥ ৪ ॥
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্ব্ব মনুরক্তসুহৃজ্জনঃ।
দূতানুবাচ ভরতঃ কামৈঃ সংপ্রতিপূজ্য তান্ ॥ ৫ ॥
কচ্চিৎ পিতা মে কুশলী বৃদ্ধো দশরথো নৃপঃ।
কচ্চিদ্ভ্রাতা মম জ্যেষ্ঠো রামো ধর্ম্মভৃতাম্বরঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

ভরত বয়স্যগণ সন্নিধানে এই প্রকার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতেছেন, ইত্যবসরে অযোধ্যার দূতগণ একান্ত শ্রান্তবাহন সমভিব্যাহারে পরিঘদ্বারে অর্থাৎ ফাটকে প্রবেশ পূর্ব্বক মনোহর রাজভবনে সমাগমন করিল॥ ১ ॥ তখন দূতগণ কেকয় রাজ ও নৃপনন্দন ভরতের সহিত মিলিত হইবা মাত্র অগ্রে নৃপতির চরণদ্বয় বন্দন পূর্ব্বক ভরতকে এই কথা বলিল॥ ২ ॥ হে রাজকুমার! বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিতগণ ও সকল মন্ত্রিগণ, আপনার কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর আপনার জন্য এক অত্যন্ত প্রয়োজনজনক কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সত্বর আপনি অযোধ্যায় আগমন করুন্॥ ৩ ॥ হে নৃপ নন্দন! আপনার এই তিন কোটি পরিপূর্ণ চেলক আছে, তাহার এক কোটি আপনি মাতামহ মহারাজকে প্রদান করুন্॥ ৪ ॥ ভরত তাহাই করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় গ্রহণ করিলেন, যে সকল বন্ধু বান্ধব ভরতের একান্ত অনুরক্ত ছিল, তাঁহারা তাহার অবশিষ্ট গ্রহণ করিরলেন। অনন্তর ভরত কামনানুরূপ দানদ্বারা পূজা করিয়া দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৫ ॥ হে দূতগণ! আমার বৃদ্ধতম পিতা রাজা দশরথ কেমন কুশলে আছেন? আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিক প্রধান শ্রীরামচন্দ্রের সকল মঙ্গল বলহ?॥ ৬ ॥

কুশলী লক্ষ্মণশ্চাপিভ্রাতা মে ভ্রাতৃবৎসলঃ।
কচ্চিৎ স্মরতি মামার্য্যো রামোঽসৌ ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ৭ ॥
কচ্চিদম্বা কুশলিনী কৌশল্যা ধর্ম্মচারিণী।
মাতা রামস্য ধর্ম্মজ্ঞা ভর্ত্তৃব্রতপরায়ণা ॥ ৮ ॥
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্ম্মজ্ঞা লক্ষ্মণং যা ব্যজায়ত।
শত্রুঘ্নঞ্চ মহাত্মানমরোগা চাপি মধ্যমা ॥ ৯ ॥
আত্মকার্য্যপরা চণ্ডা ক্রোধনা নিত্যগর্ব্বিতা।
কৈকেয়ী চাপি মে মাতা কচ্চিৎ কুশলিনী দৃঢ়ং ॥ ১০ ॥
ইতি তে কুশলং প্রশ্নং পৃষ্টা দূতাঃ সসম্ভ্রমং।
মন্ত্রসম্বরণং কৃত্বা প্রত্যূচুর্হৃষ্টমানসাঃ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বেহ্যেতে কুশলিনো যেষাং কুশলমিচ্ছসি।
আহ ত্বাঞ্চ পিতা শীঘ্রমেহীতি রঘুনন্দন ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

আমার ভ্রাতৃ বৎসল অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ কেমন কুশলে আছেন? হে দূতগণ! আর্য্য ভ্রাতৃবৎসল রাজীবলোচন শ্রীরামচন্দ্র আমাকে কি স্মরণ করেন? ॥ ৭ ॥ হে দূতগণ! শ্রীরামচন্দ্রের জননী পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা ধর্ম্মচারিণী প্রথমা মাতা কৌশল্যা দেবী কেমন কুশলে আছেন? ॥ ৮ ॥ ধর্ম্ম পরায়ণা সুমিত্রাদেবী মধ্যমা মাতা, যিনি মাহাত্মা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিয়াছেন, তিনি কেমন কুশলে আছেন? ॥ ৯ ॥ সতত স্বকার্য্য তৎপরা, চণ্ডস্বভাবা, ক্রোধপরায়ণা, অভিমানে নিত্য অভিভূতা, আমার জননী কৈকেয়ীদেবী নিরাপদ কুশলে কেমন আছেন? ॥ ১০ ॥ ভরত দূতগণকে এই প্রকার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পর, দূতেরা সসম্ভ্রমে মন্ত্রণা সংগোপন করিয়া কপটানন্দে হৃষ্টমানস হইয়া প্রত্যুত্তর করিল ॥ ১১ ॥ হে নৃপতনয়! আপনি যাঁহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাঁরা সকলেই কুশলে আছেন, এবং আপনার পিতা আপনাকে শীঘ্র অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে অনুমতি করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

যদি পশ্যসি গন্তব্যং গম্যতামচিরাৎ ততঃ।
ভৃশং হি দর্শনাকাঙ্ক্ষী পিতা তে সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ১৩ ॥
ইত্যুক্তো ভরতো দূতৈঃ প্রত্যুবাচ বচস্তদা।
এবং ভবতু গচ্ছামি মুহূর্ত্তং পরিপাল্যতাং ॥ ১৪ ॥
দূতানেতাবদুক্ত্বাচ ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
দূতসঞ্চোদিতোঽভ্যেত্য মাতামহমভাষত ॥ ১৫ ॥
অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামি নৃপতে পিতুরাজ্ঞয়া।
দূতা হি ত্বরয়ন্তীমে মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৬ ॥
ইতি মাতামহস্তেন ভরতেনাভিযাচিতঃ।
শিরস্যাঘ্রায় স স্নেহাদিদং বচনব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥
গচ্ছ তাতানুজানে ত্বাং কৈকেয়ী সুপ্রজা ত্বয়া।
মাতরং কুশলং ব্রূয়াঃ পিতরঞ্চ সমাগমে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

যদি আপনার তথায় যাওয়া অবধারণ হয়, তবে শীঘ্র আগমন করুন্, যেহেতু আপনার পিতা পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে আপনাকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন॥ ১৩ ॥ তখন ভরত দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হাঁ আমার তথায় গমন করা অবধারণ হইল, আমি গমন করিতেছি, তোমরা মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করহ॥ ১৪ ॥ কেকয়ী নন্দন ভরত দূতদিগকে এই কথা বলিয়া তাহাদিগের বচনানুরোধে মাতামহ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন॥ ১৫ ॥ হে নৃপতে! পিতা অনুমতি করিয়াছেন, তাঁহার অনুমত্যনুসারে আমি অযোধ্যায় গমন করিতে ইচ্ছা করি-তেছি, এই অযোধ্যা হইতে সমাগত দূতেরা আমাকে অতিশয় ত্বরা করিতেছে, আপনি আমাকে স্বভবন গমনের অনুমতি করুন্॥ ১৬ ॥ মাতামহ সন্নিধানে ভরত এই প্রকার আত্ম বিদায় প্রার্থনা করিলে পর, নৃপতি ভরতের মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া সস্নেহে এই কথা বলিলেন॥ ১৭ ॥ হে তাত! হে বৎস! আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি এখান হইতে স্বভবনে গমন করহ, আমার তনয়া কৈকেয়ী তোমাকে লাভ করিয়া পুত্রবতী হইয়াছেন। রে বৎস! যখন তুমি জনক জনীর সহিত মিলিত হইবে, তখন আমাদিগের এখানকার সমুদয় মঙ্গল সমাচার তাঁহাদিগকে বলিহ॥ ১৮ ॥

পুরোহিতং তথা রামং লক্ষ্মণং মন্ত্রিণস্তথা।
কৌশল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ সর্ব্বং চান্যং সুহৃজ্জনং॥ ১৯ ॥
তস্মৈ চিত্রাঃ কুথাঃ শুভ্রাঃ কম্বলান্যজিনানি চ।
মহার্হাণি চ বস্ত্রাণি দদৌ রাজার্হণং ততঃ॥ ২০ ॥
রুক্মনিষ্কসহস্রাণি দশ দ্বাদশ চৈব হি।
মাতামহঃ প্রীতিদায়ং ভরতায় দদৌ ধনং॥ ২১ ॥
তস্যামাত্যান্ বহুবিধান্ শূরান্ ভক্তিমতঃ শুচীন্।
দদৌ মাতামহঃ প্রীত্যা ভরতস্যানুযায়িনঃ॥ ২২ ॥
সহস্রমপি চাশ্বানাং দেশ্যানাং বাতরংহসাং।
দদৌ দশ সহস্রাণি গজানাং হেমমালিনাং॥ ২৩ ॥
অন্তর্গৃহচরান্ পুষ্টান্ ব্যাঘ্রসংহননদ্যুতীন্।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায়ুধান্ শূরান্ শুনশ্চোপানয়দ্বহূন্॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনিকে, শ্রীরামচন্দ্রকে, লক্ষ্মণকে, মন্ত্রিগণকে, কৌশল্যাকে সুমিত্রাকে, এবং অপরাপর বন্ধু বান্ধব সকলকেই আমাদিগের মঙ্গল সম্বাদ প্রদান করিবে॥ ১৯ ॥ এই প্রকার উপদেশ প্রদানানন্তর নৃপতি ভরতকে চিত্র বিচিত্র আস্তরণ, শ্বেতবর্ণ কম্বল, সুদৃশ্য মৃগচর্ম্ম, ও রাজসেব্য মহামূল্য বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন॥ ২০ ॥ মাতামহ কেকয়রাজ প্রীতি পূর্ব্বক ভরতকে দশ দ্বাদশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিলেন॥ ২১ ॥ ভরতের অনুগমনের জন্য বহুবিধ অমাত্য বলশালী বীরপুরুষ ও ভক্তিমন্ত শুদ্ধ স্বভাব লোক সকল প্রীতি পূর্ব্বক প্রদান করিলেন॥ ২২ ॥ নৃপতি, বায়ু সমান প্রজবনশীল স্বদেশজাত সহস্র তুরঙ্গ ও সুবর্ণময় মালায় সুশোভিত দশসহস্র মাতঙ্গ ভরতকে প্রদান করিলেন॥ ২৩ ॥ যাহাদিগের ব্যাঘ্রের ন্যায় কলেবর হৃষ্টপুষ্ট এবং সুশোভিত নখ দন্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, যৎপরোনাস্তি বলবান্ গৃহের অভ্যন্তরেই বিচরণ করিয়া বেড়ায়, এমন পর্ব্বতীয় সারমেয় অর্থাৎ স্বীকারি কুক্কুর কতকগুলি উপঢৌকন দিলেন॥ ২৪ ॥

রথান্ রত্নবিচিত্রাংশ্চ যোজয়িত্বা পরঃশতান্।
গোঽশ্বোষ্ট্ররাসভৈঃ শূরা ভরতং যান্তমন্বয়ুঃ ॥ ২৫ ॥
স মাতামহমামন্ত্র্য মাতুলঞ্চ যুধাজিতং।
রথমারুহ্য ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥ ২৬ ॥
বলেন গুপ্তো মহতা মহাত্মা
মহার্য্যকস্যাত্মসমৈরমাত্যৈঃ।
আদায় শত্রুঘ্নমপেতশত্রুং
যযৌ পুরং স স্বমিবামরেশঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দূতসন্দর্শনং নাম
দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ।

বিবিধ রত্ন সমূহে সুসজ্জিত শতাধিক রথ, গো, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, প্রভৃতি পশুগণ তাহাতে যোগ করিয়া তদারোহণে মহাবল পরক্রান্ত বীরপুরুষ সকল ভরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল॥ ২৫ ॥ শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে ভরত মাতামহ কেকয় রাজাকে ও যুধাজিত মাতুলকে প্রণামাদি দ্বারা আমন্ত্রণ করিয়া রথ বরারূঢ় হইয়া অযোধ্যাভি মুখে যাত্রা করিলেন॥ ২৬ ॥ মহাত্মা ভরত মাতামহ দত্ত স্বসমান অমাত্যগণের সহিত অসংখ্য সাহসসম্পন্ন দল বল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শত্রু নিবারণ শত্রুঘ্নের সহিত তদ্রূপ অযোধ্যা নগরে প্রতি গমন করিলেন, যদ্রূপ দেবরাজ ইন্দ্র উপেন্দ্র সহিত অমরাবতীতে গমন করেন॥ ২৭ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে দূত সন্দর্শন নামে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপনঃ॥ ৭২ ॥

——oo——

ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

স ততঃ প্রাংমুখো রাষ্ট্রান্নির্যায় ভরতস্তদা।
জগাম শীঘ্রং দ্যুতিমান্ পিতুরাদায় শাসনং॥ ১ ॥
হ্রাদিনীং দূরপাত্রাঞ্চ তির্য্যক্ শ্রোতসমাপগাং।
শতদ্রুমতরচ্ছ্রীমান্ ক্রমেণেক্ষ্বাকুনন্দনঃ॥ ২ ॥
বীজধানীং নদীং তীর্ত্ব্বা প্রাপ্য চামরকণ্টকং।
সশিলাং কর্ব্বটীং তীর্ত্ব্বা চাগ্নেয়ং শল্যকীর্ত্তনং॥ ৩ ॥
সত্যসন্ধঃ পথি গতান্ প্রেক্ষমাণঃ শিলাবহান্।
প্রত্যয়াৎ সোমরেশস্য বনং চৈত্ররথং প্রতি॥ ৪ ॥
বেদিনীং কারবীং চার্ব্বীং হ্রদিনীং পর্ব্বতাবৃতাং।
যমুনাং প্রাপ্য সংতীর্য্য বলমাশ্বাসয়ৎ তদা॥ ৫ ॥
শীতীকৃত্য তু যুগ্যানি ক্লান্তাংশ্চাশ্বাস্য বাজিনঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ যযাবাদায় চোদকং॥ ৬ ॥

অনুবাদ

অনন্তর তখন দীপ্তিমান্ ভরত পিতৃ নিদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া মাতুলালয় হইতে নির্গত হইয়া, পূর্ব্বাভিমুখে অযোধ্যা নগরোদ্দেশে প্রতিগমন করিলেন॥ ১ ॥ ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজকুমার শ্রীমান্ ভরত, ক্রমে ক্রমে তির্য্যক শ্রোতগামিনী হ্রাদিনী অর্থাৎ সিন্ধু, দূরপাত্রা, ও শতদ্রু নামে নদীত্রয় উত্তীর্ণ হইলেন॥ ২ ॥ পরে বীজধানী নদী পার হইয়া অমর কণ্টক নামে নদকে প্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর ক্রমে প্রস্তর সমূহ সঙ্কুল কর্ব্বটী নামে নদীপার হইয়া, শল্য কীর্ত্তন নামে আগ্নেয় পর্ব্বত নিকট আইলেন॥ ৩ ॥ সত্যসন্ধান্ নৃপনন্দন ভরত, পথিমধ্যে অবস্থিত মহোচ্চ শিলাচল সকল সন্দর্শন করিতে করিতে সোমরেশের চৈত্ররথ নামক উপবনের নিকট সমাগত হইলেন॥ ৪ ॥ রাজকুমার ভরত, পর্ব্বতমালায় পরিবৃত বেদিনী, কারবী, চার্ব্বী হ্রদিনী ও যমুনা নামে নদী সকল প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইলেন, তদনন্তর তথায় সৈন্য সামন্তগণকে একান্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া আশ্বাসিত করিলেন॥ ৫ ॥ রাজনন্দন বাহনগণকে শ্রমশূন্য করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত অশ্ব সকলকে আশ্বাসিত করিলেন? এবং স্নান পাম ভোজনাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া উদক গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে চলিলেন॥ ৬ ॥

রাজপুত্রো মহাবাহু রতিতীক্ষ্ণোপশোভিতং।
ভদ্রং ভদ্রেণ যানেন মারুতঃ খমিবাভ্যয়াৎ॥ ৭ ॥
হিরণ্বতীমপি নদী মুত্তীর্য্যাহিস্থলে পুরে।
তোরণং দক্ষিণেনৈব বারণস্থলমভ্যয়াৎ॥ ৮ ॥
ততো বরূথং প্রযয়ৌ গ্রামং দশরথাত্মজঃ।
তস্মিন্ুষিত্বা তাং রাত্রিং প্রাংমুখঃ প্রযযৌ ততঃ॥ ৯ ॥
উদ্যানমুর্জ্জিহানায়াঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ।
ভদ্রং শালবনং দুর্গং সমতীত্য ত্বরান্বিতঃ॥ ১০ ॥
অথানুজ্ঞাপ্য ভরতো বাহিনীং চতুরঙ্গিণীং।
ততঃ শীঘ্রতরং প্রায়াত্তুত্তীর্য্যোত্তরিকাং নদীং॥ ১১ ॥
সরিতোঽন্যাশ্চ বিবিধাঃ সন্তার ত্বরান্বিতঃ।
সপ্তস্পর্দ্ধাং সমাসাদ্য কুটিলামভ্যবর্ত্তত॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

আজানুলম্বিত মহা বাহু নৃপকুমার ভরত, আকাশমণ্ডলে বায়ু যেমন ধাবমান হয়, তদ্রূপ পবনপদাঙ্কিত অশ্বযোজিত বিচিত্র চিত্র শোভিত যানারোহণে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন,॥ ৬ ॥ হিরণ্বতী নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়া অহিস্থল নামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন, তথায় নগরের তোরণকে দক্ষিণাবর্ত্তন দ্বারা প্রদক্ষিণ করতঃ বারণস্থল নামে প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর দশরথ কুমার ভরত, বরূথগ্রামের অভিমুখে আগমন করতঃ তথায় সেই রাত্রি অবস্থান করিয়া প্রভাতে পূর্ব্বাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলেন ॥ ৯ ॥ ক্রমে উর্জ্জিহানানগরীর উপবন প্রাপ্ত হইলেন, যে উদ্যানের মহীরুহ সকল অত্যন্ত প্রিয় দর্শন সেই সুদৃশ্য প্রিয়ক ভদ্র শালবনকে ভরত সত্বর গমনে অতিক্রম করিয়া চলিলেন॥ ১০ ॥ অনন্তর ভরত, চতুরঙ্গিণী সেনাদিগকে গমনের জন্য অনুমতি করিয়া শীঘ্রতর নদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার পর পারে গিয়া, পুনর্ব্বার উত্তরিকা নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়া দ্রুততর গমনে প্রস্থান করিলেন ॥ ১১ ॥ সত্বর গমনে ভরত অন্যান্য অশেষ বিধ নদী নদ সমূহ উত্তীর্ণ হইলেন, পরে আবর্ত্ত সঙ্কুলা সপ্তস্পর্দ্ধা নদী প্রাপ্ত হইয়া তাহারও অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন॥ ১২ ॥

তস্মাদভ্যেত্য লৌহিত্যে ততারাথ কপীবতীং।
একশালে স্থাণুমতীং বিমতে গোমতীং নদীং॥ ১৩॥
কলিঙ্গনগরেঽতীত্য ঘনং শালবনং ততঃ।
ক্ষিপ্রমভ্যাযযৌ দূরা দপরিশ্রান্তবাহনঃ॥ ১৪॥
গোমতীমভিতঃ সায়ং নানাদ্বিজসমাকুলাং।
তত্র তাং রজনীং নীত্বা প্রভাতেঽভ্যুদিতে রবৌ॥ ১৫॥
অযোধ্যাং মনুনা রাজ্ঞা স দদর্শ নিবেশিতাং।
সংতীর্য্য গোমতীং তূর্ণং ভরতো দীনমানসঃ॥ ১৬॥
তাং পুরীং পুরুষব্যাঘ্রঃ সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি।
দৃষ্ট্বাযোধ্যামুবাচেদং সারথিং রথিনাং বরঃ॥ ১৭॥
নাতিপ্রহৃষ্ট চেষ্টাসা বযোধ্যা দৃশ্যতে পুরী।
প্রম্লানোপবনোদ্যানা হতত্বিড়িব সারথে॥ ১৮॥

অনুবাদ।

অনন্তর তথা হইতে গমন করিয়া লৌহিত্য প্রদেশে কপীবতী নাম্নী নিম্নগা পার হইলেন, এক শালদেশে স্থাণুমতী নদী ও বিমত দেশে গোমতী নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইলেন॥ ১৩॥ তদনন্তর নৃপতনয় ভরত, কলিঙ্গ নগরের নিবিড় শালবনকে অতিক্রম করিয়া আইলেন, এত দূরদেশ হইতে আগত হইলেন তথাপি তাঁহার বাহন অশ্রান্ত, সেই অপরিশ্রান্ত বাহন আরোহণে অতি সত্বর গমন করিলেন॥ ১৪॥ সায়ংকালে বহুতর ব্রাহ্মণগণ পরিসেবিতা গোমতী নদীকে প্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করতঃ ভরত সেই রাত্রি তথায় অবস্থান করিলেন, পরে রজনী প্রভাতা দিবাকর সমুদিত হইলে॥ ১৫॥ ভরত অতি সত্বর গোমতী নদী পার হইয়া মহামান্য মনুমহাশয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত অযোধ্যা নগরীকে অতি দুঃখিতমনে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥ রথীপ্রধান পুরুষোত্তম ভরতঃ পথিমধ্যে সপ্ত রাত্রি অতিবাহন করিয়া পরিশেষে সর্ব্বোৎসাহ বর্জ্জিতা অযোধ্যা নগরীকে দেখিয়া সারথিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১৭॥ হে সূত! এই অযোধ্যা নগরীকে বিষণ্ণা দেখিতেছি, এখানে কাহারই মনে আনন্দ নাই, সকলেই বিমর্ষ প্রায়, আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছে, উপবন, ও উদ্যান সকল ম্লান হইয়া রহিয়াছে, অযোধ্যার কোন শোভাই নাই, সম্যক্ দীপ্তি রহিতা বোধ হইতেছে॥ ১৮॥

যজ্বভির্গুণসম্পন্নৈর্ব্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
দ্বিজৈর্ব্বহুভিরাকীর্ণা রাজর্ষিবরপালিতা ॥ ১৯ ॥
অযোধ্যায়াঃ পুরা ঘোষো দূরাদেব জনোদ্ভবঃ।
শ্রূয়তে সাগরস্যেব মথ্যমানস্য বায়ুনা ॥ ২০ ॥
সোঽদ্য ন শ্রূয়তে কস্মা দযোধ্যায়াং জনস্বনঃ।
গতশ্রীরিব মে ভাতি কেনাযোধ্যা মহাপুরী ॥ ২১ ॥
উদ্যানানি বিচিত্রাণি মুদা প্রক্রীড়িতৈর্জ্জনৈঃ।
আকীর্ণান্যুপলক্ষ্যন্তে তানি নাদ্য যথা পুরা ॥ ২২ ॥
অরণ্যভূতং পশ্যামি নগরোপবনং পিতুঃ।
শূন্যোদ্যানবনোদ্দেশং নরনারীবিবর্জ্জিতং ॥ ২৩ ॥
ন যানৈরদ্য দৃশ্যন্তে ন গজৈর্ন চ বাজিভিঃ।
নির্য্যান্তঃ প্রবিশন্তো বা জনাঃ পুরনিবাসিনঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

এই অযোধ্যা নগরী রাজর্ষিপ্রধান কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা, সতত যাজ্ঞিক, বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী অশেষ গুণগণে ভূষিত ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃতা থাকিত॥ ১৯ ॥ বায়ুদ্বারা মথ্যমান সমুদ্রের কল কল ধ্বনির ন্যায় দূর হইতে এই অযোধ্যা নগরীয় জনগণের কোলাহল শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত॥ ২০ ॥ সেই অযোধ্যাতে অদ্য কেন লোকের কোলাহল শব্দ শুনিতে পাইতেছি না, কিহেতুই বা মহানগরী অযোধ্যা ভ্রষ্ট শ্রীকারন্যায় অদ্য বোধ হইতেছে?॥ ২১ ॥ পূর্ব্বে পূর্ব্বে অযোধ্যাবাসি লোকেরা মনোহর উপবন মধ্যে আনন্দে ভ্রমণ করিত, এবং সকল উদ্যানই জনগণে আকীর্ণ থাকিত, অদ্য কেন সেরূপ কিছুই দেখিতেছিনা ॥ ২২ ॥ হে সারথে! নগরস্থ পিতার যে সকল উপবন, তাহা কেবল অরণ্যের ন্যায় দেখিতেছি, কানন প্রদেশ সকলে অর্থাৎ উদ্যান প্রদেশে না নারীগণ না পুরুষেরাই আছে, যেন উদ্যানের চারি দিক শূন্য জ্ঞান হইতেছে ॥ ২৩ ॥ পুরবাসি লোকেরা না যানারোহণে না মাতঙ্গ আরোহণে না অশ্বারোহণে রাজভবনে গমন করিতেছে, না তথা হইতে বহির্গত হইতেছে, অদ্য আমি উৎসাহ বর্জ্জিত সকলকে স্তব্ধ প্রায় দেখিতেছি॥ ২৪ ॥

অনিষ্টান্যেব পশ্যামি নিমিত্তান্যদ্য সর্ব্বশঃ।
কেনাপি চ শরীরং মে ব্যথতে চাদ্য সারথে ॥ ২৫ ॥
ইতি ব্রুবন্নেব বচো ভরতঃ শ্রান্তবাহনঃ।
বিবেশ তাং পুরীং রম্যাং দ্বাঃস্থৈঃ সংপ্রতিপূজিতঃ ॥ ২৬ ॥
স ত্বনেকাগ্রহৃদয়ো দ্বাঃস্থং সংপূজ্য তং জনং।
সূতমশ্বপতিং ক্লান্ত মব্রবীৎ তত্র রাঘবঃ ॥ ২৭ ॥
শ্রুতা নো যাদৃশাঃ পূর্ব্বং বিনাশে পৃথিবীক্ষিতাং।
আকারাস্তামহং সর্ব্বানিহ পশ্যামি সারথে ॥ ২৮ ॥
মলিনং চাশ্রুপূর্ণাক্ষং দীনং ধ্যানপরং কৃশং।
সস্ত্রীপুংসং প্রপশ্যামি জনমুৎকণ্ঠিতং পুরে ॥ ২৯ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতঃ সূতং তং দীনমানসঃ।
অনিষ্টাংস্তানয়োধ্যায়াং দৃষ্ট্বাকারান্ নৃপাত্যয়ে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

হে সারথে! অদ্য আমি চতুর্দ্দিকে কেবল অমঙ্গল কারণ অনিষ্ট সকল নিরীক্ষণ করিতেছি, অদ্য আমার মন প্রাণ ও দেহ কেন অতিশয় ব্যথিত হইতেছে? ॥ ২৫ ॥ একান্ত পথ পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত যানারোহণে ভরত এই কথা বলিতে বলিতে দ্বারদেশে উপনীত হইলেন, এবং দ্বারিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ পূজিত হইয়া মনোহর পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ২৬ ॥ রঘুনন্দন ভরত একান্ত ব্যাকুলিত মনে দ্বারদেশে দ্বারবানকে সমাদর করিয়া অশ্বপ্রেরক সারথিকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া এই কথা বলিলেন॥ ২৭ ॥ হে সারথে! আমি পূর্ব্বকালে শুনিয়াছিলাম যে রাজাগণের বিনাশ হইলে পর রাজ্য ও রাজধানীর যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে, অদ্য আমি অযোধ্যার সেই রূপ, সকল অবস্থা সন্দর্শন করিতেছি॥ ২৮ ॥ হে সারথে! নগর মধ্যে সকলেই মলিন বেশ, ও নয়নে দরদরিত ধারা বহিতেছে, সকলেই দীন হীন প্রায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, ও যৎপরোনাস্তি কৃশতর হইয়াছে, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই আমি অদ্য উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি॥ ২৯ ॥ নৃপতি বিনাশ জন্য যে সকল অবস্থা ও অনিষ্ট ঘটে, সেই সকল অবস্থান্বিতা অযোধ্যাকে ও সেই রূপ অনিষ্ট চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া অত্যন্ত দীনমনা হইয়া ভরত এই প্রকার নানা কথা সারথিকে বলিতে লাগিলেন॥ ৩০ ॥

তাং শূন্যশৃঙ্গাটকবেশ্মরথ্যাং
রজোঽরুণদ্বারকবাটযুক্তাং।
দৃষ্ট্বা পুরীং দীনজনানুকীর্ণাং
শোকেন সংপূর্ণতরো বভূব ॥ ৩১ ॥
বহূনি পশ্যন্ মনসোঽপ্রিয়াণি
যান্যন্যদা নাস্য পুরে বভূবুঃ।
অবাক্শিরা দীনতরো মনস্বী
পিতুর্ম্মহাত্মা স বিবেশ বেশ্ম ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতপুরপ্রবেশো নাম
ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ।

নগর মধ্যে কি চতুষ্পথে কি গৃহে কি পথে কোথাও মানবগণের তাদৃশ চলাচল নাই, দ্বারের কবাট সকল ধূলি সমূহে অরুণ বর্ণ হইয়াগিয়াছে, সকল লোকই দুঃখিতান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছে, অযোধ্যার এই প্রকার দুরবস্থা দর্শনে রাজকুমার ভরত শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন॥ ৩১ ॥ মহাত্মা ভরত অন্য সময়ে যে সকল অশুভ কখনও অযোধ্যায় সন্দর্শন করেন নাই, সেই সকল বিবিধ অপ্রিয় সন্দর্শন করিতে করিতে অধোবদনে দুঃখিতান্তঃকরণে পিতার ভবনে গিয়া প্রবেশ করিলেন॥ ৩২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতের অযোধ্যাপুরঃ প্রবেশ নামে ত্রিসপ্ততিতমঃসর্গঃ সমাপনঃ॥ ৭৩ ॥

——00——

চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

মহেন্দ্রভবনপ্রখ্যং শ্রীমদদ্ভুতদর্শনং।
প্রবিশ্য ভবনং সোঽথ পিতরং নাভ্যপশ্যত ॥ ১ ॥
অনীক্ষমাণঃ পিতরং স তত্র পিতুরালয়ে।
জগাম নিঃসৃত স্ততো ভরতো মাতুরালয়ং ॥ ২ ॥
তমভ্যাগতমালোক্য কৈকেয়ী ভরতং তদা।
উৎপপাতাসনাৎ তূর্ণং হর্ষেণোৎফুল্ললোচনা ॥ ৩ ॥
স প্রবিশ্য তু তদ্বেশ্ম মাতুরুৎসুকমানসঃ।
জগ্রাহ পাদৌ ভরতঃ শিরসাবনতো বশী ॥ ৪ ॥
তং সা মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য চ পীড়িতং।
ভরতং চোপবেশ্যাঙ্কে সংপ্রষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৫ ॥
প্রাপ্তোঽসি কতিথেনাহ্না মাতামহপুরাৎ সুত।
সুখেনাভ্যাগতঃ কচ্চিৎ কচ্চিদপ্যপরিশ্রমঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর নৃপতিকুমার ভরত, মহেন্দ্র ভবনের ন্যায় অশেষ শোভায় সুশোভিত সুদর্শন নৃপতি নিকেতন প্রবেশন পূর্ব্বক পিতাকে দেখিতে পাইলেন না। ॥ ১ ॥ যখন ভরত সেই পিতৃ ভবনে পিতার দর্শন না পাইলেন, তখন তথা হইতে বহির্গত হইয়া, আপনার জননীর শয়ন গৃহে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ কৈকেয়ী প্রিয়পুত্র ভরতকে সমাগত হইতে দেখিয়া তখন আনন্দ বিস্ফারিত লোচনে অতি সত্বর আসন হইতে উত্থিতা হইলেন ॥ ৩ ॥ জিতেন্দ্রিয় ভরত, উৎকণ্ঠিত মনে মাতৃ ভবনে প্রবেশ করিয়া অবনত মস্তকদ্বারা জননীর চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৪ ॥ কৈকেয়ী ভরতের মস্তক আঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করতঃ ক্রোড়ে বসাইয়া ক্রমে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥ হে বৎস ভরত! তুমি মাতামহের গৃহ হইতে কত দিনে এখানে উপস্থিত হইলে? পথে তুমি কেমন সুখে আসিয়াছ? পথে আসিতে তোমার কোন ক্লেশত হয় নাই? ॥ ৬ ॥

কচ্চিৎ কুশল্যার্য্যকস্তে যুধাজিন্মাতুলস্তথা।
সুখমস্যুষিতঃ কচ্চিৎ পুত্র মাতামহে কুলে ॥ ৭ ॥
ইতি পৃষ্টোঽথ কৈকেয়্যা ভরতো দীনমানসঃ।
শশংস মাতুঃ স ক্ষিপ্রং গমনাগমনক্রমং ॥ ৮ ॥
অদ্য মে দিবসাঃ সপ্ত নিঃসৃতস্য গিরিব্রজাৎ।
অম্বায়াঃ কুশলী তাতো যুধাজিন্মাতুলশ্চ মে ॥ ৯ ॥
যন্মে প্রাতিধনং দত্তং ভূরি মাতামহেন বৈ।
পথি তচ্ছ্রান্তমুৎসৃজ্য ততোঽহং শীঘ্রমাগতঃ ॥ ১০ ॥
রাজ্ঞানুপ্রেষিতৈর্দূতৈ স্ত্বর্য্যমাণস্ত্বরান্বিতঃ।
য ত্তু ত্বাং প্রষ্টুমিচ্ছামি তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

হে পুত্র ভরত! কেমন তোমার মাতামহ মহাশয় কুশলে আছেন? তোমার মাতুল যুধাজিতের কিরূপ মঙ্গল? তুমি মাতামহ কুলে কেমন সুখে বাস করিয়াছিলে? ॥ ৭ ॥ কৈকেয়ী জননী এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর অতি দুঃখিত মনে মাতৃ সন্নিধানে সত্বর বচনে গমনাগমনের আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন॥ ৮ ॥ হে মাতঃ! অদ্য সপ্ত দিবস হইল আমি গিরিব্রজ নগর হইতে বহির্গত হইয়াছি, আপনার মাতার কুশল এবং আমার মাতামহ মহাশয় স্বচ্ছন্দে আছেন, ও যুধাজিত মাতুল মহাশয় সুখে আছেন॥ ৯ ॥ মাতামহ মহাশয় আমাকে যে অপরিমিত পারিতোষিক সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে অনুচরেরা একান্ত পরিশ্রান্ত হওয়াতে পথে রাখিয়া এখানে শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি॥ ১০ ॥ মহারাজা যে সকল অনুচর দূত আমাকে আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা পথিমধ্যে আমাকে বার বার ত্বরা করিয়াছে, আমিও ত্বরান্বিত হইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আমি আপনাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে যোগ্যা হউন্॥ ১১ ॥

ন যথাবৎ পুরমিদং হৃষ্টপৌরজনাবৃতং।
কস্মাদ্দীনজনাকীর্ণং লক্ষ্যতে বিগতদ্যুতি॥ ১২॥
নিরুৎসাহং নিরানন্দং বিরতাধ্যয়নস্বনং।
কস্মাচ্চ মাং রাজমার্গে জনো নাদ্যাভিভাষতে॥ ১৩॥
পিতরঞ্চ ন পশ্যামি কেনাদ্য ভবনে স্বকে।
কিম্বা ভবেদ্ধাতোঽম্বায়াঃ কৌশল্যায়া নিবেশনং॥ ১৪॥
বর্জ্জিতং শয়নীয়ং তে ভর্ত্তা কেনাদ্য হেতুনা।
অপ্রহৃষ্টো জনশ্চায়ং কেন বা ব্রূহি তন্মম॥ ১৫॥
অম্ব রাজা স যত্রাস্তে তত্রাহং গন্তুমুৎসহে।
ন হি শর্ম্মাধিগচ্ছামি তমদৃষ্ট্বা নরাধিপং॥ ১৬॥
ইতি ব্রুবাণং ভরতং কৈকেয়ী প্রত্যভাষত।
নির্লজ্জা দারুণং বাক্যমপ্রিয়ং প্রিয়সংহিতং॥ ১৭॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বে এই অযোধ্যা নগরীতে সমুদয় পুরবাসী জনগণকে আনন্দিত দেখিতাম, অদ্য কি জন্য সকলকে দুঃখিত দেখিতেছি? হে মাতঃ! দুঃখিতজনে আকীর্ণ এই নগরের কোন শোভাই নাই॥ ১২॥ কাহার উৎসাহ নাই, সকলেই নিরানন্দ হইয়া কেন রহিয়াছে? আর বেদাধ্যায়নের শব্দ শ্রবণ গোচর কেন হইতেছে না? কি জন্যই বা রাজপথে আমাকে আসিতে দেখিয়া অদ্য অযোধ্যাবাসি জনগণে সম্ভাষণ করিলেক না?॥ ১৩॥ অদ্য কি হেতু পিতৃগৃহে পিতাকে সন্দর্শন করিলাম না? পিতা কি কৌশল্যামাতার গৃহে গমন করিয়াছেন॥ ১৪॥ কি জন্য পিতা অদ্য আপনার শয়নীয় স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন? কি কারণেই বা নগরের সকল লোক বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছে? হে জননি! আপনি আমাকে ইহার বৃত্তান্ত কি বলিতে পারেন?॥ ১৫॥ হে অম্ব! মহারাজা পিতা যেখানে আছেন, সেই স্থানে গমন করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, আমি যতক্ষণপর্য্যন্ত পিতাকে দর্শন না করিতেছি, ততক্ষণপর্য্যন্ত আমি কোন সুখলাভ করিতেছি না॥ ১৬॥ ভরত এই প্রকার কথা বলিলে পর লজ্জাহীনা কৈকেয়ী নিদারুণবাক্যে তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, কিন্তু সেই নিদারুণ অপ্রিয় কথাকে তখন তিনি অত্যন্ত প্রিয় বোধ করিয়াই বলিতে লাগিলেন॥ ১৭॥

স্বর্গং গতো মহারাজঃ পিতা তে সুকৃতৈঃ শুভৈঃ।
ত্বয়ি রাজ্যং বিসৃজ্য স্বং পুত্রশোকপরিক্ষিতঃ॥ ১৮॥
ইতি শ্রুত্বা বচো মাতুর্ভরতো দারুণাক্ষরং।
পপাত সহসা ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥ ১৯॥
স ভূমৌ বিনিপত্যেদং বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
হা কষ্টং স্বর্গতো রাজা কথং কেন চ হেতুনা॥ ২০॥
যৎ পুরা তেন মে পিত্রা শয়নং ভাত্যলংকৃতং।
তদদ্য রহিতং তেন শ্রিয়া হীনং ন রাজতে॥ ২১॥
মজ্জিজ্ঞাসার্থমপি বা যদি তেঽভিহিতং মৃষা।
প্রসীদাম্ব ভৃশার্ত্তোঽহং শংস মে ক্বগতো নৃপঃ॥ ২২॥
ইত্যার্ত্তরূপং ভরতং পিতুর্দর্শনলালসং।
কৈকেয়ী পতিতং ভূমাবুত্থাপ্যেবং বচোঽব্রবীৎ॥ ২৩॥

অনুবাদ।

হে পুত্র! ভরত তোমার পিতা মহারাজা দশরথ জ্যেষ্ঠসন্তান শ্রীরামচন্দ্রের শোকে একান্ত কাতর হইয়া তোমার হস্তে এই স্বকীয় সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করতঃ চিরসঞ্চিত সুকৃত সহকারে তিনি স্বর্গপুরে গমন করিয়াছেন॥ ১৮॥ ভরত জননীর মুখে এই নিদারুণ বচন শ্রবণ করিয়া ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় সহসা ভূমিতলে নিপতিত হইলেন॥ ১৯॥ ভরত ভূমিতলে নিপতিত হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন। হা মাতঃ! পিতা আমার কি কারণে কেমন প্রকারে স্বকলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন॥ ২০॥ কি খেদের বিষয়? পূর্ব্বে পিতা আমার যে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে শয্যা অলঙ্কারযুক্ত হইয়া দীপ্তি পাইত, সেই শয্যা অদ্য আমার পিতার বিহীনে যেন শ্রীভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এ শয্যার আর কোন শোভা নাই॥ ২১॥ হে মাতঃ! যদি আমার মন জানিবার জন্য আপনি এমন মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন, তবে প্রসন্না হউন্, আমি অতিশয় কাতরা হইয়াছি, শীঘ্র বলুন্, আমার পিতা কোথায় গমন করিয়াছেন॥ ২২॥ পিতৃদর্শন লোলুপ প্রিয়পুত্র ভরতকে এই প্রকার কাতরচিত্তে ভূমিতে নিপতিত দেখিয়া কৈকেয়ী এই কথা বলিলেন॥ ২৩॥

উত্তিষ্ঠ ভরত ক্ষিপ্রং ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
ত্বদ্বিধা ন হি শোচন্তি দৃষ্টশোকপরাবরাঃ॥ ২৪॥
পালয়িত্বা মহীং সম্যগিষ্ট্বা দত্বা চ তে পিতা।
দিষ্টান্তং সমনুপ্রাপ্ত স্তং ন শোচিতুমর্হসি॥ ২৫॥
ইত ইষ্টতরং স্থানং রাজা দশরথো গতঃ।
ন স শোচ্যস্ত্বয়া পুত্র সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ২৬॥
ইত্যেতদ্ভরতঃ শ্রুত্বা কৈকেয্যা দারুণং বচঃ।
জননীং পুনরেবেদমুবাচ ভৃশদুঃখিতঃ॥ ২৭॥
অভিষেক্ষ্যতি রামং নু রাজা যজ্ঞং নু যক্ষ্যতি।
ইত্যাশাকৃতসংকল্পস্তুরমাণোঽহমাগতঃ॥ ২৮॥

অনুবাদ।

রে বৎস ভরত! তুমি অতি সত্বর গাত্রোত্থান কর, কোনমতে এ সময় তোমার শোক করা উচিত নহে, তোমার ন্যায় তাদৃশ বিচক্ষণ লোকেরা, অর্থাৎ যাঁহারা শোকের বহিরভ্যন্তর দর্শন করেন তাঁহারা কখন এরূপ বিষয়ে শোক করেন না॥ ২৪॥ তোমার পিতা সমীচীনরূপে সসাগরা ধরামণ্ডলের প্রতি-পালন, ও নানাবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, এবং দীন দুঃখি জনগণকে যথোচিত দান করিয়া প্রাপ্ত কালক্রমে স্বর্গগত হইয়াছেন, তুমিও তাঁহার আদেশানুসারে এই সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব বৎস! এ সময় তোমার শোক করা উচিত হয় না॥ ২৫॥ হে পুত্র! সত্যধর্ম্মপরায়ণ রাজা দশরথ ইহলোক হইতেএকান্ত প্রার্থনীয় উৎকৃষ্টতর স্বর্গীয় ধামে গমন করিয়াছেন, অতএব তিনি তোমাকর্ত্তৃক কখন শোচনীয় হইতে পারেন না॥ ২৬॥ কৈকেয়ীর এই প্রকার নিদারুণ কথা সকল ভরত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিতান্তঃকরণে পুনর্ব্বার জননীকে এই কথা বলিলেন॥ ২৭॥ হে মাতঃ! পিতা মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, কিম্বা কোন যজ্ঞ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, মনে মনে এই প্রকার আশা করিয়া আমি অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি॥ ২৮॥

তদদ্যাশংসিতং সর্ব্বং মম মোঘমচেতসঃ।
যোহং তাতং ন পশ্যামি পরমং প্রিয়বাদিনং॥ ২৯ ॥
অম্ব কেন মৃতো রাজা ব্যাধিনা ময্যনাগতে।
ধন্যো রামো লক্ষ্মণশ্চ পিতা যাভ্যাং সুসংকৃতঃ॥ ৩০ ॥
নূনং মাং ন পিতা বৃদ্ধঃ প্রাপ্তং জানাতি বৎসলঃ।
উপাজিঘ্রচ্চ মাং স্নেহাৎ সম্পরিষ্বজ্য মূর্দ্ধনি॥ ৩১ ॥
ক্ব স পাণিঃ সুখস্পর্শ স্তাতস্য শুভলক্ষণঃ।
যেন মাং রজসা ধ্বস্ত মভীক্ষ্ণং পর্য্যমার্জ্জয়ৎ॥ ৩২ ॥
যো মেঽদ্য স্যাৎ পিতা বন্ধু র্য্যস্য দাসোঽস্মি ধীমতঃ।
তং নাথং মে ত্বমাচক্ষ্ব রামং ভ্রাতরমগ্রজং॥ ৩৩ ॥
যং দৃষ্ট্বা পিতৃশোকার্ত্তো লভেয়ং নির্বৃতিং পরাং।
যস্য পাদাব্জমাশ্রিত্য জীবেয়ং তং প্রচক্ষ্ব মে॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ।

হে মাতঃ! আপনি আমাকে যে সর্ব্বনাশের কথা বলিলেন, তাহা শ্রবণে আমি একেবারে বিচেতন হইয়াছি, অর্থাৎ আমার সে চিন্তাই বিফলা হইল, যেহেতু আমি পরম প্রিয়বাদী পিতাকে দেখিতে পাইতেছি না॥ ২৯ ॥ হে মাতঃ! আমার আসিবার পূর্ব্বে মহারাজ পিতা কোন্ রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন? ধন্যতম শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণও ধন্য ও পুণ্যশীল, কেননা তাঁহারাই পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধান করিয়াছেন॥ ৩০ ॥ আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে আমি এখানে আসিয়াছি পুত্রবৎসল বৃদ্ধ পিতা দশরথ তাহা জানিতে পারেন নাই, যেহেতু তিনি জানিতে পারিলে স্নেহপ্রযুক্ত আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার মস্তকের আঘ্রাণ লইতেন॥ ৩১ ॥ হা! লক্ষণাক্রান্ত সুখস্পর্শ পিতার সেই হস্ত কোথায় রহিল, যদ্দ্বারা নিরন্তর আমার ধুলি ধুষরিত কলেবর মার্জ্জনা করিয়া দিতেন॥ ৩২ ॥ হে জননি! যিনি অদ্যাবধি আমার পিতৃবৎ প্রতিপালক হইলেন, যিনি আমার পরমবন্ধু, ও বুদ্ধিমান, যে রামচন্দ্রের আমি একান্ত দাস, সেই কুলশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র আমার নাথ, তিনি এখন কোথায় আছেন, তাহা তুমি আমাকে বলহ॥ ৩৩ ॥ আমি পিতৃশোকে একান্ত কাতর হইয়াছি, যাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সন্তোষ লাভ করিব, ও যাঁহার শ্রীচরণ সরোজ যুগল আশ্রয় করিয়া আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, সেই শ্রীরাম এখন কোথয়া আছেন তাহা সত্বর আমাকে বলুন্॥ ৩৪ ॥

ক্ব মে পিতৃসমো ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো ধর্ম্মভৃতাম্বরঃ।
পাদৌ তস্য প্রপদ্যেয়ং স হীদানীং গতির্ম্মম॥ ৩৫ ॥
কিমব্রবীচ্চ তে মাতঃ পিতা দশরথো মম।
অপশ্চিমং হিতার্থং মে সন্দেশং ধীমতাং বরঃ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বমেতদ্যথাবৃত্তং মমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি।
ইতি পৃষ্টাথ কৈকেয়ী ভরতং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩৭ ॥
রাজপুত্র মহাসত্ত্ব শৃণু তত্ত্বমশেষতঃ।
শ্রুত্বা চ ন বিষাদং ত্বং গন্তুমর্হসি মানদ॥ ৩৮ ॥
যথা পিতা তে ধর্ম্মাত্মা প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ।
শৃণু তৎ তেঽভিধাস্যামি যচ্চোবাচ পিতা স তে॥ ৩৯ ॥
হা পুত্র রামেত্যুক্ত্বাসৌ হা পুত্র লক্ষ্মণেতি চ।
বিলপ্যৈবং স বহুশঃ প্রাণাংস্তত্যাজ তে পিতা॥ ৪০ ॥

অনুবাদ।

পরমধার্ম্মিক পিতার সমান আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেই রামচন্দ্র কোথায় আছেন? আমি তাঁহারই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হই, যেহেতু এক্ষণে তিনিই আমাদিগের গতি হয়েন॥ ৩৫ ॥ হে জননি! সুবুদ্ধিসম্পন্ন পিতা মহারাজা দশরথ আমার উত্তরকাল মঙ্গলের জন্য আপনাকে কি বলিয়া গিয়াছেন?॥ ৩৬ ॥ হে মাতঃ! যাহা যাহা ঘটনা হইয়া গিয়াছে সেই সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত বিবরণ করিয়া আমাকে বলিতে আপনি যোগ্যা হউন্। ভরত কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া অনন্তর কৈকেয়ী প্রিয়তনয়কে এই কথা বলিলেন॥ ৩৭ ॥ হে মানপ্রদ রাজনন্দন! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সে সমুদয় যথার্থ কথা তোমাকে বলি, কিন্তু শ্রবণ করিয়া তুমি কোনমতে বিষাদপ্রাপ্ত হইও না॥ ৩৮ ॥ তোমার পরম ধার্ম্মিক পিতা দশরথ যে কারণে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন, এবং যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ করহ॥ ৩৯ ॥ তোমার পিতা মহারাজা দশরথ হাপুত্র! হা রামচন্দ্র! হা পুত্র লক্ষ্মণ! তোমরা কোথায় রহিলে এই কথা মাত্র বলিয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন॥ ৪০ ॥

ইদং চাপশ্চিমং বাক্য মুক্ত্বা রাজা দিবং গতঃ।
সিদ্ধার্থাস্তে নরা রামং যে দ্রক্ষ্যন্ত্যাগতং বনাৎ॥ ৪১॥
নিস্তীর্য্য সময়ং সার্দ্ধং সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
শ্রুত্বৈতদ্বিষসাদার্ত্তো দ্বিতীয়াপ্রিয়শঙ্কয়া॥ ৪২॥
বিষণ্ণবদনশ্চৈব ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মাতরং।
ক্বেদানীং বর্ত্ততে রামঃ কিমর্থং বা গতো বনং॥ ৪৩॥
বৈদেহ্যা সহ কস্মাচ্চ গতোঽসৌ লক্ষ্মণেন চ।
ইতি পৃষ্টা পুনস্তেন কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪৪॥
পুনর্ঘোরতরং ক্ষুদ্রমপ্রিয়ং প্রিয়শঙ্কয়া।
চীরবল্কলসংবীতো গতো রাম ইতো বনং॥ ৪৫॥
পিতুর্নিয়োগাৎ সহিতো বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ।
ময়া চ তৎ কৃতং যেন রামঃ প্রব্রাজিতো বনং॥ ৪৬॥

অনুবাদ।

পরিশেষে রাজা এই কথা বলিয়া নিত্যধামে গমন করেন, যে সেই সকললোকই সার্থক জন্মা, যাহারা বন হইতে প্রত্যাগত শ্রীরামচন্দ্রকে সন্দর্শন করিবে॥ ৪২॥ সীতা লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম যখন প্রতিজ্ঞার পারদর্শন করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় আসিবেন, তখন তাহারদিগকে যাহারা দেখিবে তাহারাই ধন্য। ভরত এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় অপ্রিয় শঙ্কা করিয়া ব্যাকুলিত মনে যৎপরোনাস্তি বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ পিতৃবিয়োগ দুঃখে বিষাদ করিতেছিলেন, আবার জননী একি সর্ব্বনাশের কথা শুনাইলেন॥ ৪২॥ রাজনন্দন ভরত অতিশয় ম্লানবদনে বিষণ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাতঃ! এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্র কোথায় আছেন? কি জন্যই বা তিনি বনে গমন করিলেন?॥ ৪৩॥ গমনকালে কি জন্যই বা জানকী ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন? ভরত জননীকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর, কৈকেয়ী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন॥ ৪৪॥ ভরতের অতি প্রিয় হইবে এই বোধ করিয়া কৈকেয়ী পুনর্ব্বার অতি নিকৃষ্ট ঘোরতর অপ্রিয় কথা বলিতেছেন, রে বৎস! রামচন্দ্র গাছের ছাল পরিধান করিয়া এখান হইতে বনে গমন করিয়াছেন॥ ৪৫॥ তোমার পিতা মহারাজা অনুমতি মাত্র করিয়াছিলেন বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাম বনে গিয়াছেন, কিন্তু এই সকল উপায় আমিই উদ্ভাবন করিয়াছিলাম, যাহাতে রামচন্দ্র এখান হইতে বনে গমন করে॥ ৪৬॥

স্বর্গতঃ পুত্রশোকার্ত্ত স্তু প্রব্রাজ্য তে পিতা।
তচ্ছ্রুত্বা ভরতস্তস্যা মাতুঃ পাপবিশঙ্কিতঃ ॥ ৪৭ ॥
স্ববংশশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ প্রষ্টুমারব্ধবানিদং।
কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণধনং হৃতং রামেণ ধীমতা ॥ ৪৮ ॥
কচ্চিদাঢ্যো দরিদ্রো বা ভ্রাত্রানেন বিহিংসিতঃ।
যেন নির্ব্বাসিতঃ শ্রীমান্ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ঃ সুতঃ ॥ ৪৯ ॥
কচ্চিন্ন পরদারাণাং ধর্ষণং কৃতবানতঃ।
যেনাসৌ দণ্ডকারণ্যং ভ্রূণহেব বিবাসিতঃ ॥ ৫০ ॥
স্ত্রীচাপলাৎ ততঃ শ্রুত্বা কৈকেয়ী পুনরব্রবীৎ।
ভরতং শ্লাঘমানেব স্বকর্ম্মখ্যাপয়ন্তত ॥ ৫১ ॥
অশুভা শুভভাবায় ভরতায় মহাত্মনে।
শশংস তদ্যথাবৃত্তং মূঢ়া পণ্ডিতমানিনী ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ।

তোমার পিতা রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইলেন, এবং তজ্জন্য বিবিধপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে প্রাণ পরিহার পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করেন, ভরত মাতার এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে নানা প্রকার পাপ শঙ্কা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ যাহাতে স্ববংশের বিশুদ্ধি হয় এই ইচ্ছা করিয়া জননীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে মাতঃ! সুবুদ্ধি সম্পন্ন শ্রীরাম চন্দ্র কোনরূপে কি ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছিলেন?॥ ৪৮ ॥ কিম্বা কোন ধনীলোকের বা কোন দরিদ্রের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন? যন্নিমিত্ত পিতা প্রাণ হইতেও প্রিয়তম সন্তান শ্রীমান্ রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছেন?॥ ৪৯ ॥ রঘুনাথ কি কোন পরনারীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন? যাহাতে পিতা ভ্রূণহত্যাকারী দুরাচারের ন্যায় রঘুনাথকে দণ্ডকারণ্যে বনবাস দিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর কৈকেয়ী পুত্রের এইসকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া স্ত্রীস্বভাব সুলভচাপল্য দোষের বশীভূত, এতন্নিমিত্ত পুনর্ব্বার ভরতকে বলিতে লাগিলেন, অর্থাৎ ভরতের মনে আনন্দসঞ্চার করিবার মানসে আপনার কর্ম্ম সকল বিস্তারিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ মহামূঢ়া অথচ পণ্ডিতমানিনী, অশুভাচারিণী, পাপকারিণী, কৈকেয়ী অশুভা কথা সকলকে তখন শুভভাবে বোধ করিয়া যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, বিশুদ্ধ স্বভাব মহাত্মা ভরতকে, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

ন ব্রহ্মস্বং হৃতং তেন ন চ কশ্চিদ্বিহিংসিতঃ।
ন চৈব পরদারান্ স মনসাপি প্রধর্ষয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
শীলবান্ ধার্ম্মিকো রামো বিপাপ্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ন স কিঞ্চিন্মহাসত্ত্বঃ কৃতবান্ পাপমণ্বপি ॥ ৫৪ ॥
তেন ধর্ম্মাত্মনা লোকঃ কৃৎস্নোঽয়মনুরঞ্জিতঃ।
অভিষেক্তুকামস্তং রাজা যৌবরাজ্যে যদা স্বকে ॥ ৫৫ ॥
ততঃ শ্রুত্বা ময়া পুত্র তথাকৃতমতির্নৃপঃ।
ত্বদর্থং যাচিতো রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেচনং ॥ ৫৬ ॥
রামস্য চ বনে বাসং নববর্ষাণি পঞ্চ চ।
তেন নির্ব্বাসিতো রামঃ পিত্রা তে নগরাদ্বহিঃ ॥ ৫৭ ॥
স চাপি বচনাদ্রামঃ পিতুর্দ্ধর্ম্মপরায়ণঃ।
বনং গত ইতঃ সার্দ্ধং সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ।

রামচন্দ্র কখন ব্রহ্মস্ব অপহরণ করেন নাই, কাহার হিংসাও করেন নাই, এবং মনেও কখন পরস্ত্রী স্পর্শের কল্পনা করেন নাই॥ ৫৩ ॥ তিনি অতি সুশীতল, ধার্ম্মিকবর, পাপশূন্য, জিতেন্দ্রিয় হয়েন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র মনেও কখন অল্প পরিমাণে পাপাচরণ করেন নাই॥ ৫৪ ॥ সেই ধার্ম্মিকবর শ্রীরামচন্দ্র এই যাবতীয় লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তদবলোকনে মহারাজ যখন তাঁহাকে আপন রাজ্যে যুবরাজ করিবার জন্য অভিলাষ করিলেন॥ ৫৫ ॥ হে পুত্র! আমি তাহা শ্রবণ করিয়া দেখিলাম যে রাজা রামচন্দ্রকেই যুবরাজ করিবার জন্য নিশ্চয় করিলেন, তখন আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য মতি করিয়া নৃপতির নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম॥ ৫৬ ॥ এবং রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশবৎসরের জন্য বন প্রেরণের প্রার্থনাও করিয়াছিলাম, তোমার পিতা আমার বচনানুসারে রামচন্দ্রকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বনে প্রেরণ করেন॥ ৫৭ ॥ শ্রীরামচন্দ্র অতি ধর্ম্মপরায়ণ পিতার অনুমতি লঙ্ঘন না করিয়া জানকী ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া এখান হইতে বনে গমন করিয়াছেন॥ ৫৮ ॥

তমপশ্যন্ প্রিয়ং পুত্রং পিতা তে ধর্ম্মবৎসলঃ।
পুত্রশোকপরিখিন্নঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ ॥ ৫৯ ॥
ত্বৎপ্রিয়ার্থং ময়া কর্ম্ম কৃতমেতজ্জুগুপ্সিতং।
যৎ সর্ব্বগুণসম্পন্নো রামঃ প্রব্রাজিতো বনং ॥ ৬০ ॥
তদ্বিয়োগাচ্চ রাজায়ং পুত্রশোকাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
ইষ্টান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য প্রেতরাজবশঙ্গতঃ ॥ ৬১ ॥
গৃহাণ তদিদং রাজ্যং সফলং কুরু মে শ্রমং।
মনো নন্দয় মিত্রাণাং মম চামিত্র কর্ষণ ॥ ৬২ ॥
স পুত্র শীঘ্রং বিধিবৎ স্বরাজ্যে বিপ্রৈর্ব্বশিষ্ঠপ্রমুখৈঃ সমেত্য।
সৎকৃত্য রাজানমনন্তরং ত্বং আত্মানমস্মিন্নভিষেচয়স্ব ॥ ৬৩ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতপ্রশ্নো নাম
চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ।

হে ভরত! ধর্ম্ম বৎসল তোমার পিতা, প্রাণাধিক প্রিয়সন্তান রামকে দেখিতে না পাইয়া পুত্র শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন, পরিশেষে অশেষবিধ বিলাপ করিয়া প্রাণ পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধামে গমন করিয়াছেন॥ ৫৯ ॥ রে বৎস! তোমার প্রিয়সাধন জন্য আমি এই নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, যে নিমিত্ত অশেষ গুণনিধান শ্রীরাম অরণ্যচারী হইয়াছেন॥ ৬০ ॥ মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের বিয়োগে পুত্রশোকে একান্ত আকুল হইয়া প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতান্তের বশতাপন্ন হইয়াছেন॥ ৬১ ॥ অতএব হে শত্রুতাপন! তুমি এক্ষণে এই রাজ্যভার গ্রহণ কর, আমার অসীম পরিশ্রম সফল কর, বন্ধু বান্ধবগণের মনের আনন্দ বর্দ্ধন হও, এবং আমাকেও আহ্লাদিত করহ॥ ৬২ ॥ হে প্রিয়পুত্র! তুমি যথাশাস্ত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজের সৎকারাদি সমাধান করণানন্তর বিধানানুসারে স্বরাজ্যে আপনাকে অভিষিক্ত করহ॥ ৬৩ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত প্রশ্ন নামে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপনঃ ॥ ৭৪ ॥

——oo——

পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বাথ পিতরং প্রেতং ভ্রাতরৌ চ প্রবাসিতৌ।
ভরতোদ্দুঃখসন্তপ্তো মাতরং পুনরব্রবীৎ ॥ ১ ॥
রামং রাজ্যাদ্ভ্রংশয়িত্বা কৈকেয্যনপকারিণং।
পরিত্যক্তাসি ধর্ম্মেণ গর্হিতে পাপনিশ্চয়ে ॥ ২ ॥
রাজ্যলোভাৎ পতিং প্রাণৈর্ব্বিপ্রযোজ্য যশস্বিনং।
গতাসি নিয়ঙ্ঘোরং সর্ব্বথৈব ধিগস্তু তে ॥ ৩ ॥
যদি ত্বং রাজ্যলোভেন নিরয়ং গন্তুমিচ্ছসি।
পতন্ত্যা নিরয়ে কস্মা দহমপ্যনুপাতিতঃ ॥ ৪ ॥
হা দগ্ধোঽস্মি হতশ্চৈব ত্বয়া মাতর্নৃশংসয়া।
ত্যক্ষ্যাম্যহমপি প্রাণান্ মদৃতে সুখিনী ভব ॥ ৫ ॥
কিন্নু তেঽপকৃতং ভর্ত্রা কিং রামেণ মহাত্মনা।
যযোর্মৃত্যুর্ব্বিবাসশ্চ ত্বয়া তুল্যমুপাহৃতৌ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

পিতার মৃত্যু হইয়াছে, রাম লক্ষ্মণ ভ্রাতাদ্বয় বনবাসে গিয়াছেন ভরত ইহা শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখে পরিতপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জননীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ হে পাপাশয়ে! নিন্দিতস্বভাবে কৈকেয়ি! তুমি অনাগস অনপকারি শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া ধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে ॥ ২ ॥ তুমি রাজ্যলোভের বশীভূতা হইয়া মহাযশস্বী পতি প্রাণ বিয়োগ করিয়া সর্ব্বতঃ প্রকারে ঘোরতর নরকে গমন করিলে, তোমাকে ধিক্ থাকুক্ ॥ ৩ ॥ যদি তুমি রাজ্য লালসায় নরকে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, কর, আপনি নরকে পতিত হইয়া কি জন্য আপনার পশ্চাতে আমাকে নরকে নিপাতন করিলে? ॥ ৪ ॥ হা মাতঃ! তোমার জন্য আমি দগ্ধ হইলাম, ও এককালে হত হইলাম, এক্ষণে তোমার নিন্দিত স্বভাব জন্য আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিব, অর্থাৎ রাম বনে গিয়াছেন, রাজাও মৃত হইয়াছেন, আমিও মরিব, এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই রাজ্যভোগ করতঃ তুমিই সুখিনী হও ॥ ৫ ॥ হা! পিতা মহারাজা তোমার এমন অপকার কি করিয়াছিলেন? মহাত্মা রামচন্দ্রই বা তোমার কি এমন হানি করিয়াছিলেন, যে তুমি মহারাজের প্রাণনাশ ও শ্রীরামের বনবাস এই দুই সমান সর্ব্বনাশ সংগ্রহ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছ ॥ ৬ ॥

ভ্রূণহত্যা ত্বয়া প্রাপ্তা ব্রহ্মহত্যা চ কুৎসিতা।
রামং রাজ্যাদ্ভ্রংশয়িত্বা পতিং প্রাণৈর্বিযোজ্য চ॥ ৭॥
মা তেঽস্ত্বয়ং শুভো লোকো মা পরো ভর্তৃঘাতিনি।
কৈকেয়ি নরকং গচ্ছ ভর্ত্তৃশাপপরিক্ষতা॥ ৮॥
হা দগ্ধোঽস্মি নাশিতশ্চ ত্বয়াহং রাজ্যলুব্ধয়া।
কিং মে রাজ্যেন ভোগৈর্ব্বা দগ্ধস্যাযশসা ত্বয়া॥ ৯॥
বিপ্রযুক্তস্য মে পিত্রা ভ্রাত্রা পিতৃসমেন চ।
জীবিতেনাপি নার্থোঽস্তি কশ্চিদ্রাজ্যেন বৈ কুতঃ॥ ১০॥
দেবকল্পেন পিত্রাদ্য বিহীনো রাঘবেণ চ।
কেনেচ্ছেয়ং হেতুনাহং রাজ্যং প্রাপ্তুমশক্তিমান্॥ ১১॥
ভবেদ্যদ্যপি মে শক্তিঃ শাসিতুং রাজ্যমূর্জ্জিতং।
তথাপি ন সকামাং ত্বাং করিষ্যে মাতৃগৃদ্ধিনি॥ ১২॥

অনুবাদ।

হে কৈকেয়ি! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া ও পতিকে প্রাণে বিনাশ করিয়া কুৎসিত ভ্রূণহত্যার পাপ ও ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছ॥ ৭ ॥ হে পতি ঘাতিনি! তোমার যেন উৎকৃষ্ট লোক অথবা কোন শুভ লোকে গমন না হয়, তুমি স্বামীর শাপে সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতা হইয়া নরকে গমন করিবে, তোমার ইহ-লোকও নাই, ও তোমার পরলোকও নাই॥ ৮ ॥ হা! অন্যায্য রাজ্যলোভের বশীভূতা তুমি, তোমাকর্ত্তৃক আমি দগ্ধ হইলাম ও বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম, হে মাতঃ! আমার রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি? বিবিধ ভোগেই বা ফল কি? তুমি অযশশালিনী, তোমার অযশ দ্বারা আমি একেবারে নিহত হইলাম॥ ৯ ॥ যখন আমি পিতৃসম জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি, তখন আমার রাজ্যদ্বারা কি ফললাভ হইবে? আমার প্রাণেই কোন প্রয়োজন নাই॥ ১০ ॥ আমি দেব সমান পিতা ও জনক সমান ভ্রাতা, এই দুই বিহীন হইয়াছি, আমিও একান্ত রাজ্যের রক্ষণে অশক্ত, সুতরাং কি জন্য রাজ্য লাভ করিতে আমি ইচ্ছা করিব! ॥ ১১ ॥ হে মাতঃ! যদিও এই সসাগরা মণ্ডল শাসন করিতে আমার শক্তি থাকে, তথাপি আমি তোমার কামনাকে কখন সফলা করিব না, যেহেতু লোকে আমাকে মাতৃদোষে অঙ্কিত করিবে॥ ১২ ॥

মন্নিমিত্তং পিতা প্রাণৈ স্ত্বয়া মে বিপ্রযোজিতঃ।
প্রব্রাজিতো বনঞ্চৈব রামো ধর্ম্মভৃতাম্বরঃ॥ ১৩॥
অহো পাপং মহন্মূর্দ্ধ্নি ত্বয়া মে বিনিপাতিতং।
অপাপঃ পাপসঙ্কল্পে সর্ব্বথাহং হতস্ত্বয়া॥ ১৪॥
ব্রণে ক্ষারং বিনিক্ষিপ্তং দুঃখে দুঃখং নিপাতিতং।
ঘাতয়িত্বা পতিং শুদ্ধং রামং কৃত্বা চ তাপসং॥ ১৫॥
কুলস্যাস্য বিনাশায় পিত্রা মে ত্বমিহাহৃতা।
ত্বাং কালরাত্রিপ্রতিমাং পিতা মে নাববুদ্ধবান্॥ ১৬॥
আহৃতা ঘোরসঙ্কল্পা রাজ্ঞা ত্বং মৃত্যুরাত্মনঃ।
ব্যালী ঘোরবিষেব ত্বং ভর্ত্রাসি প্রতিপালিতা॥ ১৭॥
অপাপঃ পাপসঙ্কল্পে সত্যসন্ধঃ পিতা মম।
চ্ছলয়িত্বা প্রিয়ৈঃ প্রাণৈঃ সৎপুত্রেণ বিযোজিতঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

হে কুৎসিতশীলে! আমার জন্যই তুমি পিতাকে প্রাণে বিনাশ করিয়াছ, এবং ধার্ম্মিক প্রধান শ্রীরামচন্দ্রকেও বনবাস দিয়াছ॥ ১৩॥ হা! কি আক্ষেপের বিষয়! রে পাপসংকল্পে! তুমি আমার মস্তকের উপর এই মহৎ পাপভার সমর্পণ করিয়াছ, আমি কখন কোন পাপে লিপ্ত ছিলাম না, কিন্তু তোমার এই কুৎসিত অভিপ্রায়ে আমি অপাপ হইয়াও সর্ব্বতোভাবে তোমাকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলাম॥ ১৪॥ হা, মাতঃ! পতি দশরথকে বিনাশ করিয়া, এবং শুদ্ধ স্বভাব শ্রীরামচন্দ্রকে পুনঃ তপস্বীবেশে বনে বিদায় দিয়া আমার কাটাঘায়ে তুমি লবণ নিঃক্ষেপ করিলে, অর্থাৎ দুঃখের উপরে আবার দুঃখ সমর্পণ করিলে। অর্থাৎ এক পিতৃবিয়োগ দুঃখে জ্বলিতেছিলাম, পুনর্ব্বার তাহার উপর ভ্রাতৃবিয়োগ দুঃখে জ্বলিতে হইল॥ ১৫॥ কাল রাত্রির অপরামূর্ত্তি তুমি, পিতা অগ্রে জানিতে না পারিয়া এই রঘুকুলের বিনাশের জন্য এখানে তোমাকে আনয়ন করিয়াছিলেন॥ ১৬॥ তুমি ভয়ানক ঘোর সংকল্পা, তোমাকে গৃহে আনিয়া পিতা আপনার মৃত্যুকেই আনয়ন করিয়াছিলেন, এখন বোধ হইতেছে যে পিতা ভীষণ বিষ সঙ্কুলা সর্পিণীর ন্যায় তোমাকে এতদিন লালন পালন করিয়াছেন॥ ১৭॥ হে পাপাশয়ে! আমার সত্য পরায়ণ নিষ্পাপ পিতাকে তুমি ছলনা করিয়া প্রিয় সন্তানের সহিত এবং প্রিয় প্রাণের সহিত বিযোজিত করিয়াছ॥ ১৮॥

তথৈব স মহাভাগো লক্ষ্মণো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
প্রব্রাজিতো বনং রাষ্ট্রাৎ পিতৃগৌরবযন্ত্রিতঃ ॥ ১৯ ॥
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্ত্রশোকপরিপ্লুতে।
দুষ্করং যদি জীবেতাং ত্বয়া পাপে নিরাকৃতে ॥ ২০ ॥
ন ত্বং কেকয়রাজেন জাতা জাতিমতা ধ্রুবং।
পাপবৃত্তাং তু জানে ত্বাং জাতাং ঘোরেণ রক্ষসা ॥ ২১ ॥
রামে ত্বং কিমকল্যাণ মকল্যাণ্যনুপশ্যসি।
যেন ত্বয়া সাধুবৃত্তো রামঃ প্রব্রাজিতো বনং ॥ ২২ ॥
মাতরীবাত্মনো বৃত্তিং রামস্তুষ্যনুবর্ত্ততে।
তস্য প্রব্রাজনং পাপে কিং পশ্যন্ত্যা ত্বয়া কৃতং ॥ ২৩ ॥
পিতর্য্যসাধু কিং মে ত্বং রামে বা দৃষ্টবত্যসি।
যেনাকার্য্যং কৃতবতী মম ত্বমযশস্করং ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ

মহাত্মা ভ্রাতৃ বৎসল লক্ষ্মণকেও তেমনি বঞ্চনা করিয়া পিতৃ নিয়োগের বশীভুত করতঃ রাজ্য হইতে বনে প্রেরণ করিয়াছ॥ ১৯ ॥ হে পাপীয়সি! কৌশল্যা মাতা এবং সুমিত্রা মাতা ইহাঁরা দুই জনেই পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়াছেন, তোমার দ্বারাই তাঁহারা ঐরূপ বঞ্চিতা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পুত্রশোকে জীবনধারণ করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে॥ ২০ ॥ হে পাপশীলে! তুমি কখন কেকয় রাজার ঔরসে জন্ম গ্রহণ কর নাই, তুমি নিতান্ত পাপস্বভাবা, ইহাতে নিশ্চয় জানিতেছি যে অতি নির্ষ্ঠুর কোন রাক্ষসের ঔরসে তোমার জন্ম হইয়া থাকিবে? ॥ ২১ ॥ হে অকল্যাণি! শ্রীরামচন্দ্র হইতে তোমার কি অমঙ্গল হইত বিবেচনা করিয়াছিলে, যেহেতু সাধু স্বভাব নিরপরাধী রামচন্দ্রকে তুমি বনবাসী করিয়াছ॥ ২২ ॥ শ্রীরামচন্দ্র আপন গর্ত্ত ধারিণী কৌশল্যার ন্যায় তোমার প্রতি সতত সাধু ব্যবহার করিতেন, হে পাপে! তুমি কি অশুভ ঘটনা মনে করে সেই শ্রীরামকে বনবাসী করিলে? ॥ ২৩ ॥ পিতা জীবিত থাকিলে বা শ্রীরামচন্দ্র ভবনে থাকিলে তোমার কি অমঙ্গল হইত তুমি ভাবিয়াছিলে, যেহেতু তুমি আমার অযশস্কর এমন অসৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ? ॥ ২৪ ॥

যদা মাতা চ মে জ্যেষ্ঠা কৌশল্যা ধর্ম্মদর্শিনী।
ত্বয়ি বৃত্তিং পরাং প্রাপ্ত্যা ভগিন্যামিব বর্ত্ততে॥ ২৫॥
অথ কস্মাৎ ত্বয়ানার্য্যে তস্যাঃ পুত্রঃ প্রবাসিতঃ।
ত্বয়াত্মানং দূষয়িত্বা দূষিতোঽহং নৃশংসয়া॥ ২৬॥
তস্যাঃ পুত্রং কৃতাত্মানং চীরবল্কলবাসসং।
প্রস্থাপ্য বনবাসায় কথং নু ত্বং ন শোচসি॥ ২৭॥
নিবর্ত্তয়িষ্যে তং গত্বা বনবাসাদহং স্বয়ং।
বিজ্ঞাপ্য রঘুশার্দ্দূলং রামং ভ্রাতরমগ্রজং॥ ২৮॥
বনে বৎস্যাম্যহং ঘোরে নববর্ষাণি পঞ্চ চ।
পিতুর্নিয়োগাদ্ভ্রাতা মে রামো রাজা ভবিষ্যতি॥ ২৯॥

অনুবাদ।

আমার জ্যেষ্ঠামাতা ধর্ম্ম দর্শিনী কৌশল্যাদেবী তোমার প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক আপনার সহোদরা ভগিনীর ন্যায় সর্ব্বদা সাধু ব্যবহার যখন করিয়া থাকেন, তখন কি তাহার প্রতি তোমার এরূপ অসদ্ব্যবহার করা উচিত? ইত্যভিপ্রায় ॥ ২৫ ॥ হে অপ্রিয়কারিণি! বল দেখি সেই কৌশল্যা মাতার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে তুমি কেমন করে বনবাসী করিলে? তুমি নিষ্ঠুরস্বভাব প্রকাশে আপনাকে দূষিতা করিয়াছ এবং আমাকেও দূষিত করিলে? ॥ ২৬ ॥ সেই কৌশল্যা মাতার সাধুস্বভাব সন্তান রামকে জটা বাকল পরিধান করাইয়া বনবাসে প্রেরণ করিয়াও কি তোমার শোক উপস্থিত হয় নাই? কি আশ্চর্য্য, কেমন করে রামের সে অবস্থা দেখিয়া তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ॥ ২৭ ॥ আমি স্বয়ং রঘুব্যাঘ্র অগ্রজ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমুদয় বিজ্ঞাপন করতঃ বনবাস হইতে নিবর্ত্ত করিব॥ ২৮ ॥ পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য তাঁহার পরিবর্ত্তে না হয় চতুর্দ্দশবৎসর বনে আমিই বাস করিব, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র এই অযোধ্যা সিংহাসনে রাজা হইয়া থাকিবেন॥ ২৯ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতোঽতিরোষাৎ
স গর্হয়িত্বা জননীং সুখার্হঃ।
শোকাতুরঃ সম্বনমুন্ননাদ
সিংহো যথা পর্ব্বতকন্দরস্থঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ীবিগর্হণং
নাম পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ।

সুখোচিত ভরত অতিশয় রোষ পরবশ হইয়া এই সকল কথা বলিয়া জননীর যথোচিত নিন্দা করিলেন ও শোকে অভিভূত হইয়া পর্ব্বতের গহ্বরস্থিত সিংহের ন্যায় প্রতিধ্বনি জনক উন্নত চিৎকার করিতে লাগিলেন। ৩০ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা কাণ্ডে
কৈকেয়ীর তিরস্কার নামে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৭৫ ॥

——০০——

ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তথা স গর্হয়িত্বা তাং মাতরং ভরতস্তদা।
দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ পুনরেবেদমব্রবীৎ॥ ১॥
পাপস্বভাবে কৈকেয়ি নৃশংসে নিরপত্রপে।
কিং তেঽপরাদ্ধং রামেণ ভর্ত্রা বা পাপনিশ্চয়ে॥ ২॥
এবং ক্রূরস্বভাবায়াঃ সর্ব্বথৈব ধিগস্তু তে।
মা তেঽস্ত্বয়ং শুভো লোকো মা পরঃ কুলপাংসনে॥ ৩॥
সর্ব্বলোকাপ্রিয়ং কৃত্বা কথং নাম ন লজ্জসে।
কথং ধারয়তে ভূমি স্ত্বামিয়ং ভর্ত্তৃঘাতিনি॥ ৪॥
কথং তু ঋষিকল্পেন মম পিত্রা মহাত্মনা।
তবাপরাধঃ ক্ষান্তোঽয়ং সর্ব্বলোকবিগর্হিতঃ॥ ৫॥
কথং শাপাগ্নিনা তেন ন দগ্ধাসি মহাত্মনা।
ত্বদ্দোষদূষিতো বাহং ন দগ্ধঃ কেন হেতুনা॥ ৬॥

অনুবাদ।

কৈকেয়ী জননীকে ভরত এ প্রকার নিন্দা করিয়া অতিশয় দুঃখিত মনে পুনর্ব্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১ ॥ হে পাপস্বভাবে! হে নৃশংসে! হে নির্লজ্জে! হে পাপনিশ্চয়ে কৈকেয়ি! শ্রীরামচন্দ্র তোমার কি অপরাধ করিয়াছিলেন, এবং স্বামীই বা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন?॥ ২ ॥ ঈদৃশ ক্রূর স্বভাবা তুমি, তোমাকে সর্ব্বদাই ধিক্ থাকুক, হে কুলপাংসনি! তোমার ইহ পরকালে যেন কোন শুভলোকে গতি না হয়॥ ৩ ॥ তুমি সকল লোকের অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়াও কি তোমার মনে লজ্জা হয় না? হে পতিঘাতিনি! এমন ভর্ত্তৃঘাতিনী যে তুমি, তোমাকে ধরিত্রী দেবী কেন ধারণা করিতেছেন॥ ৪ ॥ ঋষিসদৃশ মহাত্মা মম পিতা দশরথ সর্ব্বলোকনিন্দিত কর্ম্ম করিয়াও তাঁহার কাছে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, তোমার এই অপরাধ তিনি ক্ষমা কেন করিয়াছেন?॥ ৫ ॥ সেই মহাত্মা পিতা কেন শাপাগ্নিদ্বারা তোমাকে দগ্ধ করেন নাই, তোমার দোষে দূষিত আমিই বা কেন তাঁহাকর্ত্তৃক দগ্ধ হইলাম না?॥ ৬ ॥

প্রাণৈর্বিযোজিতো ভর্ত্তা রামঃ প্রব্রাজিতো বনং।
মম চাপ্যযশো মূর্দ্ধি পাতিতং লুব্ধয়া ত্বয়া॥ ৭॥
তস্মাৎ পাপসমুত্তারং ন তে পশ্যামি গর্হিতে।
লোকানাং পরিবর্ত্তেঽপি নিরয়ান্ নোত্তরিষ্যসি॥ ৮॥
মাতৃরূপেণ মে ঽমিত্রে নৃশংসে রাজ্যকামুকে।
ন তেঽহমভিধাতব্যো নির্ঘৃণে পতিঘাতিনি॥ ৯॥
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ তথান্যা মম মাতরঃ।
ত্বয়ৈকয়া পাপশীলে পীড়িতা নিরপত্রপে॥ ১০॥
ন ত্বং কেকয়রাজস্য দুহিতা বিজিতাত্মনঃ।
রাক্ষসী কাপি তস্য ত্বং দুহিতৃত্বমুপাগতা॥ ১১॥
সর্ব্বলোকপ্রিয়ো রামো যৎ ত্বয়া পাপনিশ্চয়ে।
প্রব্রাজিতঃ পাপতদা ত্বদন্যা কা ভবিষ্যতি॥ ১২॥

অনুবাদ।

রে পাপিয়সি! তুমি লোভের বশিভূতা হইয়া স্বামীকে প্রাণে বিনাশ করিয়াছ, এবং শ্রীরামচন্দ্রকে ও বনে প্রেরণ করিয়াছ, আর আমার মস্তকেওঅযশের ভার সমর্পণ করিয়াছ, এই তিন কর্ম্ম তোমা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে॥ ৭॥ হে নিন্দিত স্বভাবে! এই ভয়ানক পাপ হইতে তোমার উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না, যদি যুগ প্রলয় হয়, কি যাবতীয় লোকের পরিবর্ত্ত হইয়া যায়, তথাপি তুমি এ নরক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না?॥ ৮॥ হে অমিত্রে! হে নিষ্ঠুরে! হে রাজ্যলুব্ধে! হে নির্ঘৃণে! হে পতি ঘাতিনি! তুমি মাতৃরূপ ধারণ করিয়া আমার যে অনিষ্ঠ করিয়াছ, তাহাতে আর পুত্র বলিয়া তুমি আমাকে সম্বোধন করিও না॥ ৯॥ হে পাপ শীলে! হে নির্লজ্জে! হে কৈকেয়ি! তুমি একাই কৌশল্যা, সুমিত্রা, এবং অন্যান্য মাতৃগণের মনে বেদনা প্রদান করিয়াছ॥ ১০॥ কেকয় রাজ অতি সংযতাত্মা ও ইন্দ্রিয় বিজেতা, তুমি কখন তাঁহার কন্যা নহ, তুমি অবশ্য কোন ভীষণা রাক্ষসী হইবে, শুদ্ধ রঘুকুল বিনাশের কারণ কেকয় নৃপতির কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ॥ ১১॥ তুমি এমনি পাপাশয়া যে যে শ্রীরামচন্দ্র যাবতীয় জনগণের প্রিয়, তুমি সেই রামচন্দ্রকে বনবাসী করিয়াছ, অতএব তোমার অপেক্ষা অন্যা স্ত্রী এমন পাপীয়সী আর কে হইতে পারে?॥ ১২॥

পিতুর্ব্বিয়োগজং দুঃখং সহসা পাতিতং ত্বয়া।
ভ্রাতৃত্যাগকৃতঞ্চৈব সর্ব্বলোকবিগর্হিতং ॥ ১৩ ॥
শুদ্ধস্বভাবাং সদ্বৃত্তাং কৌশল্যাং পুত্রলালসাং।
বিবৎসাং বৎসলাংকৃত্বা কান্নু লোকান্ গমিষ্যসি ॥ ১৪ ॥
নাভিজানাসি বা দুঃখ মিষ্টপুত্রবিয়োগজং।
পুত্রেণেষ্টেন কৌশল্যা যয়া তে বিপ্রযোজিতা ॥ ১৫ ॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গজো মাতুঃ পুত্রো হৃদয়সম্ভবঃ।
যস্মাদতঃ প্রিয়তরঃ পুত্রান্মাতুর্নবিদ্যতে ॥ ১৬ ॥
পুরা কিল গবাং মাতা সুরভিঃ সুরসম্মতা।
কৃশৌ প্রতোদতুন্নাঙ্গৌ বহমানৌ মহীতলে ॥ ১৭ ॥
দৃষ্ট্বা পুত্রৌ রুরোদার্ত্তা সীদন্তৌ চ মুহুর্মুহুঃ।
তামিন্দ্রো রুদতীং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মাত্মা বৈ কৃপান্বিতঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

তোমা হইতেই অকস্মাৎ এই পিতৃ বিয়োগ জাত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এবং সকল লোকের নিন্দিত ভ্রাতৃত্যাগ জন্য এই পাপ তোমা হইতেই আমাতে নিপতিত হইয়াছে॥ ১৩ ॥ হা! বিশুদ্ধ চরিত্রা সৎস্বভাবা পুত্র প্রণয়বতী বৎসলা কৌশল্যাদেবীকে পুত্রহীনা করিয়া তুমি কোন্ লোকে গমন করিবে? ॥ ১৪ ॥ প্রিয় সন্তানের বিরহে যাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হয়, তুমি কি তাহা জান না এমত নহে, জানিয়া শুনিয়াও কেমন করে কৌশল্যাদেবীকে প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র বিচ্ছেদ যন্ত্রণা প্রদান করিলে?॥ ১৫ ॥ যেহেতু জননীর অঙ্গ প্রতঙ্গ হইতে সন্তান জন্মায়, পুত্র মাতার হৃদয়ের ধন, অতএব পুত্র হইতে মাতার প্রিয়তম বস্তু জগতে আর কি আছে?॥ ১৬ ॥ পূর্ব্বকালে দেবগণের মাননীয় যাবতীয় গোমাতা সুরভি, দুইটী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, সেই সন্তানদ্বয় গলদেশে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া কৃশতর শরীরে ধরাতলে হল চালনা করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ১৭ ॥ সুরভি সেই সন্তান দুটীকে ভারবহণে অবসন্ন হইতে দেখিয়া এবং বারম্বার কৃষককর্ত্তৃক কষাঘাতে পীড়ামান হইতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলিত মনে রোদন করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মাত্মা দেবরাজ ইন্দ্র, সুরভির তদবস্থা অবলোকন করিয়া অতিশয় দয়ালু হইলেন॥ ১৮ ॥

আকাশে গচ্ছতো হ্যস্য সুরভ্যা অশ্রুবিন্দবঃ।
শোকোষ্ণাঃ পতিতা গাত্রে ভৃশং সুরভিগন্ধবঃ॥ ১৯॥
তৈরশ্রুবিন্দুভিঃ স্পৃষ্টঃ সমুদ্বীক্ষ্যাথ বাসবঃ।
সুরভিং প্রাঞ্জলির্বাক্য মভিগম্যেদমব্রবীৎ॥ ২০॥
কচ্চিন্ন ভয়মস্মাকং কুতশ্চিদনুপশ্যসি।
যন্নিমিত্তং সুদুঃখার্ত্তা রোদিষি ব্রূহি তন্মম॥ ২১॥
ইত্যুক্তা সুরভিস্তেন শক্রেণামিততেজসা।
প্রত্যুবাচ সুদুঃখার্ত্তা পুরন্দরমিদং বচঃ॥ ২২॥
নাহং ভয়ং প্রপশ্যামি কুতশ্চিৎ তেঽমরাধিপ।
অহং ত্বিমৌ কৃশৌ পুত্রৌ শক্র শোচামি দুঃখিতৌ॥ ২৩॥
প্রতোদপ্রবিভিন্নাঙ্গৌ সীদন্তৌ সুবুভুক্ষিতৌ।
পাড্যমানৌ লাঙ্গলেন কর্ষকেণ দুরাত্মনা॥ ২৪॥

অনুবাদ।

দেবরাজ পুরন্দর আকাশ পথে গমন করিতেছিলেন, সুরভির শোকোত্তপ্ত অতিশয় সদ্গন্ধযুক্ত নেত্রজল কয়েক বিন্দু তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইল॥ ১৯॥ অনন্তর সুরপতি সেই সকল নেত্রজল দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্র রোরুদ্যমানা সুরভিকে দেখিতে পাইলেন, অনন্তর ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি পুটে সুরভি সমীপে গমন পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন॥ ২০॥ হে মাতঃ হে সুরভি! আপনি অস্মদাদির কি কোন ভয় কারণ নিরীক্ষণ করিয়াছেন? সেই জন্যই কি তুমি একান্ত দুঃখিতা হইয়া এমন বিলাপ করিতেছ? যাহা হউক্ যে জন্য আপনি রোদন করিতেছেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া আমাকে বলহ॥ ২১॥ অসীম তেজঃ সম্পন্ন দেবরাজ কর্ত্তৃক সুরভি এই কথা জিজ্ঞাসিতা হইয়া অতিশয় দুঃখিত মনে ইন্দ্রের কথার এই প্রত্যুত্তর দেন॥ ২২॥ হে অমরেশ্বর! আমি কোন বিপক্ষ হইতে আপনাদিগের ভয় সন্দর্শন করি নাই, হে ইন্দ্র! আমি মহী-তলে এই দুইটী আপন সন্তানকে কৃশতর ও যৎপরোনাস্তি দুঃখে কাতর দেখিয়া শোক করিতেছি॥ ২৩॥ দুরাত্মা কৃষক আমার সন্তান দুইটীর স্কন্ধে জোয়াল দিয়া লাঙ্গল দ্বারা পীড়া দিতেছে, উহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া মধ্যে মধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে॥ ২৪॥

অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভূতা বেতৌ মে হৃদয়োদ্ভবৌ।
দৃষ্ট্বা বিবর্দ্ধতে দুঃখং নাস্তি পুত্রাৎ পরং প্রিয়ং॥ ২৫॥
ইত্যেবং শোচিতবতী গবাং মাতা সুতপ্রিয়া।
তস্যাঃ পুত্রসহস্রাণি বহূন্যাসন্ মহৌজসঃ॥ ২৬॥
এক এব সুতো যস্যাঃ কিমু রামো বিবাসিতঃ।
প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ঃ সাদ্য কথং শোচেন্ন দুঃখিতা॥ ২৭॥
যস্মাদেব তু কৈকেয়ি কৌশল্যায়াস্ত্বয়া কৃতঃ।
হৃচ্ছরীরমনঃশোষি দুঃখং পুত্রবিয়োগজং॥ ২৮॥
তস্মাৎ ত্বমপি কৈকেয়ি দুঃখং প্রেত্যেহ চাব্যয়ং।
মহৎ প্রাপ্সসি দুর্মেধে নিরয়ং পাপমাস্থিতা॥ ২৯॥
অহং ত্বপচিতিং ভ্রাতুঃ করিষ্যে পিতুরেব চ।
অস্য চাযশসো লোকে করিষ্যাম্যপমার্জ্জনং॥ ৩০॥

অনুবাদ।

উহারা আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জন্মিয়াছে, আমার হৃদয়ের ধন, উহাদিগের ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শনে আমার দুঃখরাশি বর্দ্ধিত হইতেছে, কি বলিব সন্তান অপেক্ষা প্রিয়তর ধন আর জগতে কি আছে?॥ ২৫॥ যদিও সেই মহা তেজস্বিনী সুরভির বহুসংখ্যক সহস্র সহস্র সন্তান ছিল, তথাপি সন্তান বৎসলা সুরভি ঐ দুইটী সন্তানের জন্য এইরূপ শোক করিয়াছিলেন॥ ২৬॥ কৌশল্যা দেবীর একটী মাত্র সন্তান শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহাকে তুমি বনবাসী করিয়াছ, তিনি কৌশল্যা মাতার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম ধন, সুতরাং রাম বিচ্ছেদে কৌশল্যা মাতা দুঃখিত হইয়া কেন না শোক করিবেন?॥ ২৭॥ হে কৈকেয়ি! যে দুঃখে হৃদয় মন ও শরীর সমুদয় শুষ্ক হইয়া যায় তুমি কৌশল্যা দেবীর হৃদয়ে সেই সন্তান বিয়োগ জাত দুঃখরাশি প্রদান করিয়াছ॥ ২৮॥ হে দুর্ব্বুদ্ধে কৈকেয়ি! এই জন্য তুমিও ইহলোকে ও পরলোকে অক্ষয় মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইবে এবং পাপে পরিপূর্ণ হইয়া নরকে পতিত হইবে?॥ ২৯॥ আমিও পিতার ও ভ্রাতার অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইলাম, লোক মধ্যে আমার এই অযশের অপমার্জ্জন করিব॥ ৩০॥

ইতি নাগ ইবারণ্যে সহসা বন্ধনং গতঃ।
নিঃশ্বস্যোষ্ণং সুদুঃখার্ত্তো রুরোদ ভরতস্তদা॥ ৩১॥
সংরক্তনেত্রঃ শিথিলঃ ক্রিয়াসু
প্রমুক্তশুভ্রাস্তরণাম্বরস্রক্।
বভূব ভূমৌ পতিতো নৃপাত্মজঃ।
শচীপতেঃ কেতুরিবোৎসবক্ষয়ে॥ ৩২॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতবিলাপো নাম
ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৬॥

অনুবাদ।

অরণ্য মধ্যে সহসা বন্ধন প্রাপ্ত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যুষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ অতিশয় দুঃখিত হইয়া তখন ভরত রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥ উৎসবের অবসানে ইন্দ্রের ধ্বজা যেমন ভূমিতে নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় নৃপ নন্দন ভরত ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, তখন ক্রোধে তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সকল কার্য্যেই অবহেলা জন্মিল, পরিষ্কৃত শুক্ল বসন ভূষণ ও মাল্য চন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়া, শয্যার ইতরচ্ছদ বস্ত্র উত্থাপিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩২॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত
বিলাপ নামে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৬৭॥

——co——

সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

অথ তত্রাষযাবার্ত্ত স্তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণানুজঃ।
স তমুত্থাপয়ামাস শত্রুঘ্নো ভরতং তদা॥ ১॥
শ্রুত্বা প্রব্রাজিতং রামং কুব্জাভেদিতয়া তথা।
কৈকেয্যা দুঃখশোকার্ত্তঃ শত্রুঘ্নোঽথাব্রবীদিদং॥ ২॥
বিদ্বানার্য্যোঽনৃশংসশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
স্ত্রিয়া নাম কথং রামো বনং প্রব্রাজিতোঽবশঃ॥ ৩॥
বলবীর্য্যাস্ত্রসম্পন্নো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ।
কিং নাভিষিক্তবান্ রামং কৃত্বাপি পিতৃনিগ্রহং॥ ৪॥
পূর্ব্বমেব স নিগ্রাহ্যো রাজা ধর্ম্মার্থদর্শিনা।
লক্ষ্মণেন পিতা মূঢ়ঃ কামরাগবশং গতঃ॥ ৫॥
ইত্যেবং ভাষমাণেঽথ শত্রুঘ্নে লক্ষ্মণানুজে।
প্রাদুরভূৎ তদা কুব্জা শুভ্রাভরণভূষিতা॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলিত মনে দ্রুতপদে তথায় আগমন করিলেন ও তৎক্ষণাৎ ভূমি শয্যায় লুণ্ঠমান ভরতকে উত্থাপিত করিলেন॥ ১॥ কুব্জার কুমন্ত্রণার বশীভূতা হইয়া কৈকেয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছেন, শত্রুঘ্ন তখন এই কথা শ্রবণে দুঃখে ও শোকে একান্ত কাতর হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ২॥ কি আশ্চর্য্য! বিদ্যানুরাগী, মহোদয়, শুভ প্রকৃতি, যাবতীয় জীবের হিতানুষ্ঠানে তৎপর শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহাকে কেমন করে পিতা স্ত্রী পরতন্ত্র হইয়া বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন॥ ৩॥ লক্ষ্মী বর্দ্ধন লক্ষ্মণ অতি বলিষ্ঠ বীর্য্যবান্ অথচ ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিতেন, তিনি কি জন্য পিতার নিগ্রহ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই॥ ৪॥ লক্ষ্মণ ধর্ম্মার্থ তত্ত্বদর্শী ও পিতা একান্ত কাম পরতন্ত্র, অতএব অগ্রেই মূঢ় পিতার নিগ্রহ করা লক্ষ্মণের উচিত ছিল, কি হেতু তিনি তাহা করেন নাই॥ ৫॥ লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন এই কথা বলিতেছেন, এমত সময়ে সেই কুব্জা নানাবিধ পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ ভূষণ পরিধান করিয়া তথায় উপস্থিতা হইল॥ ৬॥

চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গী মহার্হাম্বরসংবৃতা।
মেখলাদামভিশ্চিত্রৈঃ পিনদ্ধা কুঞ্জরী যথা॥ ৭॥
সমীক্ষ্য তাং তদা দ্বাঃস্থাং ভরতঃ পাপকারিণীং।
অন্তঃপুরচরীং কুব্জাং শত্রুঘ্নায় ন্যবেদয়ৎ॥ ৮॥
যস্যাঃ কৃতে গতো রামো ন্যস্তদেহশ্চ মে গুরুঃ।
সেয়ং পাপা নৃশংসা চ কুরুষ্বাস্যা যথাবিধি॥ ৯॥
তামভ্যাসগতা দৃষ্ট্বা শত্রুঘ্নো মন্থরাং তদা।
চকর্ষাভিনিপাত্যার্ত্তাং গলে গৃহ্য রুষান্বিতঃ॥ ১০॥
ক্রোশন্ত্যা বদনঞ্চাস্যাঃ পূরয়ামাস পাংশুনা।
অন্তঃপুরচরাংস্তাংস্তু প্রত্যুবাচ রুষান্বিতঃ॥ ১১॥

অনুবাদ।

কুব্জাদাসী আপনার সকল শরীরে চন্দন অগুরু প্রভৃতি সদ্গন্ধ দ্রব্য মৃক্ষণ করিয়াছে, মহামূল্য ক্ষৌম বস্ত্র কটি সূত্র ও চমৎকার চন্দ্রহার পরিয়া তখন হস্তিনীর ন্যায় মন্দ মন্দ গমনে তথায় উপস্থিত হইল॥ ৭॥ সেই পাপ কারিণী অন্তঃপুর চারিণী দুরাচারা কুব্জাকে ভরত দ্বার দেশে দণ্ডায়মানা দেখিয়া তখন শত্রুঘ্নকে কহিলেন॥ ৮॥ হে ভ্রাতঃ! যে নিষ্ঠুরা পাপীয়সীর কুমন্ত্রণায় শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিয়াছেন, এবং আমাদিগের পিতাও কলেবর পরিহার করিয়াছেন, সেই কুব্জা এই উপস্থিতা, ইহার প্রতি যেমন ব্যবহার করিতে হয় তাহা তুমি করহ॥ ৯॥ শত্রুঘ্ন ভরতের এই ইঙ্গিতানুসারে সমীপে সমাগতা মন্থরাকে অবলোকন করিয়া ক্রোধে নয়ন যুগল রক্তবর্ণ করতঃ যখন তাহার গলদেশ ধারণ করিলেন তখন মন্থরা সকাতরে বিলাপ করিতে লাগিল, অনন্তর শত্রুঘ্ন কুব্জাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ১০॥ মন্থরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু শত্রুঘ্ন তাহার মুখ ধূলি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন, এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অন্তঃপুরঃবাসী লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন॥ ১১॥

যয়া কৃতং মহদ্দুঃখং ভ্রাতৄণাং মে পিতুস্তথা।
তামিমাং মন্থরামদ্য নয়ামি যমসাদনং॥ ১২॥
শত্রুঘ্নেন তথা কুব্জাং কৃষ্যমাণাং মহীতলে।
সহসা বিননাদার্ত্তো দৃষ্ট্বা কুব্জাসুহৃজ্জনঃ॥ ১৩॥
ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় শত্রুঘ্নং ভয়সম্বিগ্নমানসঃ।
অমন্ত্রয়ত চৈবার্থঃ কুব্জাপরিজনস্তদা॥ ১৪॥
যথায়মতিসংক্রুদ্ধো নিঃশেষান্ নঃ করিষ্যতি।
কৌশল্যাং শরণং যামঃ সা হি নোঽদ্য পরায়ণং॥ ১৫॥
স চাপি রোষতাম্রাক্ষঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ।
বিচকর্ষ ভৃশং কুব্জাং ক্রোশন্তীং পৃথিবীতলে॥ ১৬॥
তস্যা বিকৃষ্যমাণায়া মন্থরায়া ইতস্ততঃ।
ভূষণান্যবকীর্ণানি চিত্রাণি রুচিরাণি চ॥ ১৭॥

অনুবাদ।

হে অন্তঃপুর চরেরা! তোমরা সকলেই দেখ, এই পাপীয়সী আমার ভ্রাতাদিগের এই প্রকার মহৎ দুঃখ প্রদান করিয়াছে এবং যে দুরাচারিণী আমার পিতার বিনাশ করিয়াছে, আমি সেই মন্থরাকে অদ্য যমালয়ে প্রেরণ করিব॥ ১২॥ শত্রুঘ্ন এই রূপে কুব্জাকে ভূমিতলে ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া কুব্জার আত্মীয় স্বজনগণ অতি কাতর স্বরে সহসা চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল।। ১৩॥ কুব্জার পরিজনেরা সেই সময় শত্রুঘ্নকে অতিশয় ক্রোধ পরবশ জানিতে পারিয়া ব্যাকুলিত মনে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল ॥ ১৪॥ অদ্য শত্রুঘ্ন যে রূপ ক্রোধ পরায়ণ হইয়াছেন, বোধ হয় আমাদিগের সকলকেই সমূলে উন্মূলন করিবেন, অতএব চল আমরা গিয়া কৌশল্যা দেবীর শরণাগত হই, এখন তিনি ব্যতীত আমাদিগের আর অন্য গতি নাই ॥ ১৫॥ শত্রুতাপন শত্রুঘ্ন ক্রোধে নয়ন যুগল রক্তবর্ণ করতঃ কুব্জাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কুব্জা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল॥ ১৬॥ শত্রুঘ্ন মন্থরাকে আকর্ষণ করাতে মন্থরার মনোহর বিচিত্র অলঙ্কার সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল॥ ১৭॥

তস্যাস্তৈর্ভূষণৈশ্চিত্রৈর্বিনিকীর্ণং মহীতলং ।
ররাজামলতারাঢ্যং শারদং গগণং যথা ॥ ১৮ ॥
তামাকৃষ্য চ শত্রুঘ্নঃ কৈকেয়ীসন্নিধৌ তদা ।
কোপসংরক্তনয়নঃ প্রোবাচ পরুষং বচঃ ॥ ১৯ ॥
যয়েদমশুভং কর্ম্ম কুলক্ষয়করং কৃতং ।
অসৎস্ত্রী সাদ্য কৈকেয়ী কথং ত্বাং মোচয়িষ্যতি ॥ ২০ ॥
যয়া নাপেক্ষিতঃ পুত্রো ন রাজা নাত্মনো যশঃ ।
সা প্রাপ্স্যত্যশুভস্যাস্য প্রেত্য পাপফলোদয়ং ॥ ২১ ॥
মূলং ন ত্বমনর্থস্য কুলক্ষয়করস্য হি ।
তস্মাৎ কুব্জেঽহমদ্য ত্বাং নেষ্যামি যমসাদনং ॥ ২২ ॥
হৃচ্ছোষণং মহদ্দুঃখ মদ্য রামবিয়োগজং ।
কুব্জে ত্বয়ি বিমোক্ষ্যামি পাপে পাপানুবন্ধিনি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ।

মন্থরার সেই সকল রত্নমণ্ডিত অলঙ্কার ধরাতলে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে নক্ষত্রগণে পরিবৃত শরৎকালীন নির্ম্মল গগণমণ্ডলের ন্যায় ভূমি ভাগের শোভা হইয়া উঠিল ॥ ১৮ ॥ তদনন্তর শত্রুঘ্ন মন্থরাকে আকর্ষণ করিয়া কৈকেয়ীর সন্নিধানে লইয়া গেলেন, এবং কোপবেগে লোচনদ্বয় লোহিতবর্ণ করিয়া কৈকেয়ী সমক্ষে এই রুক্ষবাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ যে পাপীয়সী বংশ বিনাশ কর এই অশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে, সেই অসৎ স্বভাবা কৈকেয়ী কেমন করে তোমাকে অদ্য রক্ষা করে দেখি? ॥ ২০ ॥ যিনি পুত্রের অপেক্ষা করেন নাই, যিনি স্বামী মহারাজের অপেক্ষা করেন নাই, যিনি আপনার অযশের ভয়ও করেন নাই, তিনি মৃত হইয়া এই অসৎ কর্ম্মের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২১ ॥ রে কুব্জে! রে রে মন্থরে! আমাদিগের কুল বিনাশ কারণ তুই এই অনর্থপাতের মূল হইয়াছিস্, অতএব আমি তোকে আমি অদ্যই কৃতান্ত সদনে প্রেরণ করিব ॥ ২২ ॥ রে পাপীয়সি! রে পাপকারিণি কুব্জে! শ্রীরামচন্দ্রের বিয়োগজ যে দুঃখ, যাহাতে আমাদিগের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সেই মহৎ দুঃখ অদ্য আমি তোমাতেই অর্পণ করিতেছি ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্ত্বা ভৃশসংক্রুধ্য শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ।
বিচকর্ষ বলাৎ কুব্জাং ক্রোশন্তীং পৃথিবীতলে। ২৪॥
তৈর্বাক্যৈঃ পরুষৈস্তেন কৈকেয়ী ভৃশমর্দ্দিতা।
শত্রুঘ্নভয়সম্বিগ্না পুত্রং শরণমভ্যগাৎ॥ ২৫॥
তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শত্রুঘ্নং বাক্যমব্রবীৎ।
অবধ্যাঃ সর্ব্বভূতানাং প্রমদাং ক্ষম্যতাং ত্বয়া॥ ২৬॥
হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং স্বয়মেব হি।
যদি রামো ন ধর্ম্মাত্মা ত্যজেন্মাং মাতৃঘাতিনং॥ ২৭॥
রোষং সংযচ্ছ ধর্ম্মজ্ঞ হতৈবেয়ং স্বকর্ম্মণা।
মন্থরা চেয়ং পরপ্রেষ্যা কুব্জা স্ত্রী চ বিশেষতঃ॥ ২৮॥
ইমামপি চ বিজ্ঞায় হতাং কুব্জামসৎস্ত্রিয়ং।
ত্যজেদ্রামঃ স ধর্ম্মাত্মা ত্বাঞ্চ মাঞ্চাপ্যসংশয়ং॥ ২৯॥

অনুবাদ

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন এই কথা বলিয়া অতিশয় ক্রোধভরে কুব্জাকে ভূমিতলে ফেলিয়া বল প্রকাশ পূর্ব্বক টানিতে লাগিলেন, কুব্জা পৃথিবীতলে পতিতা হইয়া প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল॥ ২৪ ॥ শত্রুঘ্নের এই সকল নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া ও মন্থরার নিগ্রহ সন্দর্শন করিয়া কৈকেয়ী মনে মনে অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ শত্রুঘ্ন পাছে এইরূপ আমাকেও অপমান করে, এই ভয়ে স্বমান রক্ষার নিমিত্তে তখন স্বসন্তান ভরতের শরণাগতা হইলেন॥ ২৫ ॥ তদ্দৃষ্টে ভরত রোষ পরবশ শত্রুঘ্নকে বলিতে লাগিলেন। হে ভ্রাতঃ! সকল লোকের পক্ষেই স্ত্রী লোক অবধ্য হইয়াছে, অতএব তুমি উহাকে ক্ষমা করহ॥ ২৬ ॥ এই পাপীয়সী কৈকেয়ীকে আমি স্বয়ংই বিনাশ করিয়া ফেলিতাম, পাছে ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্র আমাকে মাতৃঘাতী বলিয়া পরিত্যাগ করেন, এই ভয়েই ঐ চণ্ডালিনীকে বধ করিতে পারিলাম না॥ ২৭ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি এক্ষণে ক্রোধ পরিত্যাগ করহ, ও পাপীয়সী আপনার কর্ম্মেই আপনি নষ্ট হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখ, কুব্জা সৈরন্ধ্রী ও পরাধীনা, তাহাতে স্ত্রী লোক, অতএব উহাকে বধ করা অনর্থক॥ ২৮ ॥ যদি এই অসৎ স্বভাবা দুষ্টা স্ত্রী কুব্জাকে আমরা বিনাশ করি, তাহা হইলে ধর্ম্মশীল শ্রীরামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া তোমাকে ও আমাকে স্ত্রী ঘাতী বলিয়া নিঃসন্দেহ পরিত্যাগ করিবেন॥ ২৯ ॥

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নো ভরতেরিতং।
সংযচ্ছন্নাত্মনো রোষং বিচিক্ষেপ স মন্থরাং॥ ৩০॥
সা ক্ষিপ্তা সহসোত্থায় মন্থরা ভয়বিহ্বলা।
কৈকেয়ীমভিগম্যার্ত্তা যযাচে শরণং তদা॥ ৩১॥
শত্রুঘ্নবিক্ষেপবিমূঢ়সংজ্ঞাং
সমীক্ষ্য কুব্জাং ভরতস্য মাতা।
শনৈঃ সমাশ্বাসয়দার্ত্তরূপাং
ক্রৌঞ্চীং ভয়ার্ত্তামিব রারটন্তীং॥ ৩২॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কুব্জাকর্ষণং
নাম সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৭॥

অনুবাদ।

শত্রুঘ্ন ভরতের মুখ হইতে উচ্চারিত এই বচন শ্রবণ করিয়া আপনার রোষ সম্বরণ পূর্ব্বক মন্থরাকে পরিত্যাগ করিলেন॥ ৩০॥ তিনি কুব্জাকে ছাড়িয়া দিবামাত্র কুব্জা তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া ভয়ে ব্যাকুলিত মনে কৈকেয়ীর নিকটে গিয়া অতি কাতর ভাবে তখন তাঁহার শরণাগতা হইল॥ ৩১॥ ভরত জননী কৈকেয়ী মন্থরাকে ভয়ে কাতরা ও ক্রৌঞ্চীর ন্যায় চীৎকার পরায়ণা, শত্রুঘ্নের বিক্ষেপাধীন রোরুদ্যমানা, অচেতনা ও একান্ত কাতরা দেখিয়া অল্পে অল্পে তাহাকে আশ্বাস করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
কুব্জার আকর্ষণ নামে সপ্ত সপ্ততিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৭৭॥

———০০———

অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

গর্হয়ন্নেব জননীং দুঃখশোকাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
ভরতোঽবেক্ষ্য শত্রুঘ্ন মিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১॥
অনীশ্বরোঽয়ং পুরুষঃ সুখদুঃখাপ্তয়ে মতঃ।
কর্ষত্যবশমেবৈনং কৃতান্তঃ সুখদুঃখয়োঃ॥ ২॥
অহো কৃতান্তো বলবান্ যেন সর্ব্বগুণান্বিতঃ।
সুখার্হো হ্যবশো রামো বলাদ্দুঃখে নিযোজিতঃ॥ ৩॥
পুত্রশোকপরিদ্যূনাং ভর্ত্তৃব্যসনকার্ষিতাং।
কৌশল্যামেহি সহিতো ময়া পশ্যাদ্য দুঃখিতাং॥ ৪॥
গর্হিতঞ্চাযশস্যঞ্চ কর্ম্ম মাত্রা কৃতং মম।
যদিদং তদ্ধি পশ্যামি কৃতান্তকৃতমেব হি॥ ৫॥
শত্রুঘ্ন স্ত্রী পুমান্ বাপি কৃতান্তবলমোহিতঃ।
বিপশ্চিদপি সংপ্রাপ্তং ন বেত্ত্যাত্মহিতাহিতং॥ ৬॥

অনুবাদ।

ভরত অতিশয় দুঃখে ও শোকে একান্ত কাতর হইয়া আপন জননীর যথোচিত তিরস্কার করিয়া শত্রুঘ্নের প্রতি চাহিয়া এই কথা বলিলেন॥ ১॥ হে ভ্রাতঃ! সুখ দুঃখ প্রাপ্তি বিষয়ে মনুষ্যের ঈশ্বরতা নাই, কেবল সুখ দুঃখের অনুপযুক্ত জানিয়া আমাকে যমরাজ আকর্ষণ করিতেছেন॥ ২॥ হা! কৃতান্তের কি অসীম শক্তি? যিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পিতাকে গ্রাস করিয়াছেন, এবং চিরকাল সুখ সমূহে প্রতিপালিত অনীশ্বরবৎ শ্রীরামচন্দ্র প্রতিও বল প্রকাশ করিয়া দুঃখ রাশিতে নিমগ্ন করিয়াছেন॥ ৩॥ এক্ষণে চল আমরা একত্রিত হইয়া পুত্র শোকে নিতান্ত কাতরা ও স্বামীর বিনাশে অতিশয় কৃশতরা এবং পরম দুঃখিতা কৌশল্যা মাতার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করি॥ ৪॥ আমার জননী যে নিন্দিত ও অযশস্কর কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাই যম রাজের কৃত কর্ম্ম বলিয়া আমি বোধ করিতেছি॥ ৫॥ হে শত্রুঘ্ন! কি স্ত্রী লোক, কি পুরুষ, সকলেই যমরাজের করাল প্রতাপের বশীভূত, বিদ্বান্ ব্যক্তিও আপনার উপস্থিত হিতাহিত ঘটনা কিছুই জানিতে পারে না॥ ৬॥

কৃতান্তমোহিতা মাতা মম শত্রুঘ্ন কেকয়ী।
ইদং কৃতবতী পাপং সর্ব্বলোক বিগর্হিতং॥ ৭॥
ইদং তু মে মহদ্দুঃখং শত্রুঘ্ন হৃদি বর্ত্ততে।
কিন্নু বক্ষ্যামি কৌশল্যামিতি মাতৃবিদূষিতঃ॥ ৮॥
ইত্যুক্ত্বা ভরতো বাক্যং শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।
রুরোদার্ত্তস্বনেনোচ্চৈঃ পূরয়ন্নিব তদ্গৃহং॥ ৯॥
শ্রুত্বা তস্যার্ত্তনাদঞ্চ ভরতস্য মহাত্মনঃ।
রুদতস্তত্র কৌশল্যা সুমিত্রামিদমব্রবীৎ॥ ১০॥
আগতঃ ক্রূরকর্ম্মিণ্যাঃ কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ।
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভরতং দীর্ঘদর্শিনং॥ ১১॥
ইত্যুক্ত্বা দুঃখসন্তপ্তা কৌশল্যা করুণং বচঃ।
প্রতস্থে ভরতং দ্রষ্টুং সুমিত্রাসহিতা তদা॥ ১২॥

অনুবাদ।

হে শত্রুঘ্ন! আমার জননী কৈকেয়ী কৃতান্তের কুহকে মোহিত হইয়াই যাবতীয় জনগণের বিনিন্দিত এই পাপাচরণ করিয়াছেন॥ ৭ ॥ হে ভ্রাতঃ! শত্রুঘ্ন! এই মহৎ দুঃখ আমার হৃদয়ে চিরকাল জাগিতে লাগিল, আমি জননীর অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, এক্ষণে আমি কৌশল্যা মাতাকে গিয়া কি বলিব? ॥ ৮ ॥ ভরত এই সকল খেদজনক কথা বলিতে বলিতে তখন শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে কাতর স্বরে এমন চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, যে তাঁহাদিগের কাতরস্বরে সেই গৃহ একেবারে পরিপূর্ণ হইল॥ ৯ ॥ রোরুদ্যমান মহাত্মা ভরতের এই প্রকার কাতর বিলাপ শ্রবণ করিয়া, তখন কৌশল্যা রাজ্ঞী সুমিত্রা দেবীকে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১০ ॥ হে সুমিত্রে! নিষ্ঠুর কর্ম্মকারিণী পাপীয়সী কৈকেয়ীর সন্তান ভরত সমাগত হইয়াছে, চল চল ঐ দীর্ঘদর্শী ভরতকে দেখিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে॥ ১১ ॥ দুঃখ সমূহে অতিশয় সন্তপ্তা কৌশল্যাদেবী করুণ বচনে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সুমিত্রা সমভিব্যাহারে ভরতকে অবলোকন করিবার জন্য গমন করিলেন॥ ১২ ॥

স চাপি ভরতঃ শ্রীমান্ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।
প্রতস্থে দুঃখিতাং দ্রষ্টুং কৌশল্যাং স্বনিবেশনে ॥ ১৩ ॥
ততো ভরতশত্রুঘ্নৌ কৌশল্যাং প্রেক্ষ্য দুঃখিতাং।
দূরাদপি প্রণম্যোভৌ দুঃখার্ত্তাবভিপেততুঃ ॥ ১৪ ॥
তৌ পরিষ্বজ্য কৌশল্যা শত্রুঘ্নভরতাবুভৌ।
পরীতা তেন দুঃখেন রুরোদ ভৃশদুঃখিতা ॥ ১৫ ॥
উবাচ চৈনং প্রণত মুত্থাপ্য ভয়বিহ্বলং।
রুদতী বাক্য মে তৎ সা কৌশল্যা পরুষাক্ষরং ॥ ১৬ ॥
দিষ্ট্যা তে রাজ্যকামেন প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকং।
কৈকেয্যা তে স্বয়ং মাত্রা কৈতবেনাভিযাচিতং ॥ ১৭ ॥
প্রব্রাজ্য চীরবসনং পুত্রং মে হনপকারিণং।
কেন যুক্তার্থযোগেন কৈকেয়ী জননী তব ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

শ্রীমান্ ভরতও তখন দুঃখিনী কৌশল্যাদেবীকে সন্দর্শন করিবার মানসে শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে কৌশল্যার ভবনে গমন করিলেন॥ ১২ ॥ অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে গমন করিয়া দুঃখ সন্তপ্তা কৌশল্যাদেবীকে দূর হইতে সন্দর্শন করতঃ দুঃখিতান্তঃকরণে প্রণত ভাবে উভয়েই পতিত হইলেন॥ ১৪ ॥ কৌশল্যাদেবী ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়কেই আলিঙ্গন করিয়া একান্ত কাতর হৃদয়ে দুঃখ সমূহে পরিবৃতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ১৫ ॥ ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে ভয়ে একান্ত কাতর হইয়া ভূমিতলে পতিত রহিয়াছেন, রোদন পরায়ণা কৌশল্যাদেবী তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া পরুষ বচনে এই কথা বলিলেন॥ ১৬ ॥ রে ভরত! তোমার কৈকেয়ী জননী ছল প্রকাশ করিয়া তোমার জন্য স্বয়ং যে রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তুমি এখন নিষ্কণ্টকে সেই রাজ্য সংপ্রাপ্ত হও॥ ১৭ ॥ রে বৎস! তোমার মাতা কৈকেয়ীদেবী কোন্ যুক্তি যুক্ত পথ অবলম্বন করিয়া আমার নিরপরাধী সন্তানকে জটাবল্কল ধারণ করাইয়া বনবাসী করিয়াছেন॥ ১৮ ॥

সীতাং বাপ্যথ কেনেয়ং প্রব্রাজয়িতুমর্হতি।
যথা মে দয়িতঃ পুত্রো গতো রামঃ সলক্ষ্মণঃ॥ ১৯॥
তথাদ্য স্বয়মেবাহং সুমিত্রানুচরা বনং।
যাস্যামি যত্র রামোঽসৌ গতঃ সীতাসহায়বান্॥ ২০॥
কামং বা স্বয়মেব ত্বং তত্রমাং নয় পুত্রক।
তপস্তপ্যতি যত্রাসৌ পুত্রো মে পিতুরাজ্ঞয়া॥ ২১॥
ইদং ত্বং ধনরত্নাঢ্য ঞ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
পিত্রাভিসৃষ্টং কল্যাণং রাজ্যং প্রাপ্নুহি বাঞ্ছিতং॥ ২২॥
ইতি লালপ্যমানাং তাং কৌশল্যাং ভরতস্তদা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো বাক্য মিদং প্রস্তুতমব্রবীৎ॥ ২৩॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতোপালম্ভো
নাম অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ॥ ৭৮॥

অনুবাদ।

রে ভরত! আমার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান রামকে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অরণ্যচারী করিয়াছে ভালই, কিন্তু জনক নন্দিনী সীতাকে তিনি কি যুক্তিতে বনবাসিনী করিলেন॥ ১৯॥ যেমন তিনি সীতাকে বনবাসিনী করিয়াছেন, তেমনি অদ্য আমি সুমিত্রাকে অনুগামিনী করিয়া স্বয়ংই সেই বনে গমন করিব, যে বনে রামচন্দ্র সীতা সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন॥ ২০॥ হে পুত্রক! আমার এখন এই অভিলাষ যে তুমি স্বয়ং আমাকে তথায় লইয়া চল, যথায় আমার প্রিয় সন্তান শ্রীরাম পিতার অনুমতি ক্রমে তপস্যা করিতেছেন॥ ২১॥ তুমি চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়া অশেষবিধ সম্পত্তি সম্পন্ন মঙ্গলদায়ক এই পিতৃ দত্ত বাঞ্ছিত রাজ্য ভার প্রাপ্ত হও॥ ২২॥ তখন ভরত এই প্রকার বিলাপ পরায়ণা কৌশল্যাদেবীর অগ্রভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত ভাবে বিস্তার করিয়া আত্মাপরাধ ক্ষমাপনার্থে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ২৩॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতের উপালম্ভ নামে অষ্ট সপ্ততিতমঃ সর্গঃ সমাপ্নঃ॥ ৭৮॥

—০০—

নবসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তামেবং ব্রুবতীং দীনাং কৌশল্যাং রামমাতরং।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং ভরতো বাষ্পগদ্গদং॥ ১॥
আর্য্যে কস্মাদজানন্তী গর্হসে মামকল্মষং।
বিপুলাং হি মম প্রীতিং স্থিরাং জানাসি রাঘবে॥ ২॥
কৃতশাস্ত্রানুগা বুদ্ধির্মাভূৎ তস্য কদাচন।
সত্যসন্ধঃ সতাং শ্রেষ্ঠো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৩॥
প্রৈষ্যাং পাপীয়সীং যাতু সূর্য্যঞ্চ প্রতিমেহতু।
পাদেন হন্যাদ্গাং সুপ্তাং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৪॥
উচ্ছিষ্টং সংস্পৃশতু গা মগ্নিং ব্রাহ্মণমেব চ।
স নিন্দতু গুণশ্চৈব যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৫॥
সখিভার্য্যাং গুরোর্ভার্য্যাং মনসা সোঽভিপদ্যতাং।
গন্তুং পাপমতিঃ পাপো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

এরূপ বাদিনী সুদীনা শ্রীরাম জননী কৌশল্যাদেবীকে, ভরত বাষ্পপূর্ণ নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১ ॥ হে মহাভাগে! আপনি না জানিয়া না শুনিয়া কিহেতু আমাকে নিন্দা করিতেছেন, আমার কোন দোষ নাই, শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমার যে মহৎ প্রণয় স্থির আছে, তাহা আপনি নিশ্চয় জানেন?॥ ২ ॥ সত্য পরায়ণ, সাধুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র যাহার সম্মতি ক্রমে বনবাসী হইয়াছেন, কখনই যেন তাহার শাস্ত্র বিষয়ে সম্যক্ পরিশুদ্ধ বুদ্ধি না হয়॥ ৩ ॥ যাহার অনুমতিক্রমে রঘুনাথ অরণ্যচারী হইয়াছেন, সে যেন পাপীয়সী দূতীর প্রতি গমন করে, সুর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত স্থলে শৌচ প্রস্রাবাদি করে, এবং শয়ন পরায়ণা গাভীকে পাদদ্বারা প্রহার করে॥ ৪ ॥ যাহার অনুমতিতে জানকীনাথ বনগামী হইয়াছেন, সে যেন উচ্ছিষ্ট মুখে গাভী, অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে, সে যেন আপন মুখে গুরুর নিন্দা করে॥ ৫ ॥ শ্রীরামচন্দ্র যাহার সম্মতিতে বনে গিয়াছেন, সেই পাপিষ্ঠ পাপাচারী যেন মনে মনে প্রিয় বয়স্যের পত্নী ও গুরু পত্নীতে গমন করিবার অভিলাষী হয় ৬॥

হস্ত্যশ্বরথসম্বাধে যুদ্ধে শস্ত্রসমাকুলে।
মা স্ম কার্ষীৎ সতাং কর্ম্ম যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৭ ॥
উপদিষ্টং সুসূক্ষ্মার্থং শাস্ত্রং তত্ত্বেন ধীমতা।
স নাশয়তু দুর্ম্মেধা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৮ ॥
কৃত্যে বিবদমানে তু পক্ষমাশ্রিত্য জল্পতাং।
পাপং স সমবাপ্নোতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ৯ ॥
দেবতাতিথিভৃত্যানাং মাতাপিত্রোস্তথৈব চ।
স্বয়মশ্নাত্বদত্ত্বৈব যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ১০ ॥
যা চ শাস্ত্রানুগাং বাচং প্রযুঞ্জীত কদাচন।
সৎসু মা চ প্রতিতিষ্ঠে দ্যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ১১ ॥
আষাঢ়ীকার্ত্তিকীমাঘী তিথয়ঃ পুণ্যসম্মিতাঃ।
অপ্রদানবতো যান্তু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র যাহার উপদেশে বনবাসী হইয়াছেন, সে যেন, হস্তী অশ্ব ও রথে পরিবৃত অশেষ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ সংগ্রাম সাধুদিগের অনুমত কর্ম্ম না করে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে পরাংমুখ হয়॥ ৭ ॥ রঘুনাথ যাহার সম্মতি ক্রমে অরণ্যচারী হইয়াছেন, সেই দুর্ব্বুদ্ধি মনুষ্য যেন সুবুদ্ধি সম্পন্ন গুরুর নিকট নিগূঢ় শাস্ত্র উপদেশ সকল যথার্থ রূপে যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা সমুদয় তাহার বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৮ ॥ যাহার পরামর্শে রামচন্দ্র বনবাসে গিয়াছেন, বিবদমান কার্য্যে এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ, যেন সে প্রাপ্ত হয়॥ ৯ ॥ যাহার উপদেশে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছেন, সে যেন কোন সুখাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে দেবতা অতিথি ভৃত্য ও পিতা মাতা প্রভৃতি কাহাকে না দিয়া আপনি স্বয়ং ভোজন করুক, অর্থাৎ তৎপাপ প্রাপ্ত হউক্॥ ১০ ॥ যাহার অনুমতিতে রঘুনাথ বনগামী হইয়াছেন, সে যেন কখন শাস্ত্র সম্মত বাক্য প্রয়োগ করিতে না পারে, ও সাধু সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রাপ্ত না হয় ॥ ১১ ॥ যাহার পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যগামী হইয়াছেন, কি আষাঢ় কি কার্ত্তিক কি মাঘ এই সকল মাসের পুণ্যজনক তিথি সকল যেন তাহার দান ব্যতিরেকে গত হইয়া যায় ॥ ১২ ॥

পায়সং কৃসরং মাংসং বৃথা প্রাশ্নাতু নির্ঘৃণঃ।
গুণঞ্চাপ্যবজানাতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ১৩॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধ মাচার্য্যং ব্রাহ্মণং গুরুং।
অবমন্যতাং দুষ্টাত্মা যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ১৪॥
সতাং লোকাৎ সতাং কীর্ত্তেঃ সদ্ভির্জুষ্টাচ্চ কর্ম্মণা।
ভ্রশ্যতাং ক্ষিপ্রমদ্যৈব যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ১৫॥
যৎ পাপং ব্রহ্মহত্যায়াং যৎ পাপং কপিলাবধে।
তৎ পাপং সমবাপ্নোতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ১৬॥
বিশ্বাসঘাতিনাং পাপং যচ্চৈব গুরুঘাতিনাং।
গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধে তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাং॥ ১৭॥
যৎ যদা পাবকং স্পৃষ্ট্বা কৃতঘ্নে তস্করে চ যৎ।
তৎ পাপং সমবাপ্নোতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

শ্রীসীতানাথ যাহার উপদেশে বনবাসে গিয়াছেন, সেই নির্ঘৃণ ব্যক্তি যেন বৃথা পায়স, কৃসর ও মাংস ভক্ষণ করে, এবং গুণবানের সদ্‌গুণে অবজ্ঞা করে॥ ১৩ ॥ শ্রীরামচন্দ্র যাহার পরামর্শে বনবাসী হইয়াছেন, সেই দুরাত্মা যেন জনক জননী ও বৃদ্ধতম ব্যক্তি, আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, এবং গুরু প্রভৃতিকে সর্ব্বদা অবমাননা করিতে নিযুক্ত থাকে॥ ১৪ ॥ রঘুনাথ যাহার মতে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই দুরাত্মা অতি সত্বরই যেন অদ্য সৎলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়, ও সাধুদিগের কীর্ত্তি হইতে চ্যুত হয়, এবং সৎকর্ম্মের ফল হইতে বঞ্চিত হয়॥ ১৫ ॥ যাহার মতানুসারে রঘুনাথ বনবাসী হইয়াছেন, ব্রহ্ম হত্যা করিলে যে পাপ হয়, কপিলাধেনু বধ করিলে যে পাপ জন্মে, সে যেন সেই দুষ্পরিহার্য্য পাপ সকল প্রাপ্ত হয়॥ ১৬ ॥ বিশ্বাসঘাতী লোকেরা যে পাপে জড়িত হয়, গুরু বিনাশী লোকেরা যে পাপে দূষিত হয়, গুরুতর লোকদিগের নিকট অলীক বাগাড়ম্বরি করিলে যে পাপ জন্মায়, সে যেন সেই সকল পাপে লিপ্ত হয়॥ ১৭ ॥ শ্রীরামচন্দ্র যাহার সম্মতি ক্রমে অরণ্যবাসী হইয়াছেন, পাদদ্বারা অগ্নিস্পর্শ করিলে যে পাপ হয়, কৃতঘ্ন লোকের যে পাপ হয়, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে যে পাপ হয়, সেই সকল পাপ সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হউক্॥ ১৮ ॥

যদগ্নিদায়কে পাপং যৎ পাপং গ্রামঘাতিনি।
মিত্রদ্রুহি চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাং॥ ১৯॥
উভে সন্ধ্যে শয়ানস্য যৎ পাপং পরিকল্পিতং।
তৎ পাপং সমবাপ্নোতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২০॥
প্রমাদিনি নরে পাপং যচ্চাপ্যনৃতবাদিনি।
তৎ প্রাপ্নোত্বকৃতপ্রজ্ঞো যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২১॥
ঐশ্বর্য্যমকৃতপ্রজ্ঞো লভতামনুশাস্তু চ।
কর্ত্তব্যমতিভিঃ সার্দ্ধং যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২২॥
গ্রামে বসতু ষণ্মাসান্ স্বসুতামুপজীবতু।
একাকী মিষ্টমশ্নাতু যস্যার্য্যোঽনুমতে গতঃ॥ ২৩॥
এবমাশ্বাসয়ামাস ভরতো দুঃখকর্ষিতাং।
কৌশল্যাং শোকসন্তপ্তাং পতিপুত্রবিনাকৃতাং॥ ২৪॥

অনুবাদ।

গৃহে অগ্নিদানকারীর যে পাপ হয়, গ্রামের উচ্ছেদকারীর যে পাপ হয়, লোকানিষ্ট করিলে যে পাপ হয়, সেই সকল পাপ সে প্রাপ্ত হউক্॥ ১৯॥ প্রাতঃ সায়াহ্ন সন্ধ্যার সময় শয়ান ব্যক্তির যে পাপ লিখিত আছে, যাহার পরামর্শে রামচন্দ্র বনে গিয়াছেন, সে ব্যক্তি সেই পাপ প্রাপ্ত হউক্॥ ২০॥ যাহার উপদেশানুসারে শ্রীরাম বনে গিয়াছেন, অনবধান সম্পন্ন লোকের যে পাপ ও মিথ্যাবাদী মনুষ্যের যে পাপ নির্ণয় আছে, অকৃতপুণ্য সেই দুরাত্মা সেই সকল পাপ প্রাপ্ত হউক্॥ ২১॥ যাহার পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়াছেন, সেই দুরাশয় দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি কর্ত্তব্য বোধে অসদৈশ্বর্য্যের প্রকাশ হউক্,এবং ঐ ঐশ্বর্য্যের প্রতিপালন করুক্॥ ২২॥ শ্রীরামচন্দ্র যাহার উপদেশে বনে গমন করিয়াছেন, সেই দুরাচার ক্রমিক ছয় মাস ব্যাপিয়া গ্রামে অবস্থান করুক্, আপনার কন্যার দ্বারা উপজীবিকা করুক্, এবং উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রাপ্ত হইয়া একাকী আপনি ভক্ষণ করুক্॥ ২৩॥ ভরত এই প্রকার শপথ বচনে শোকানলে দহ্যমানা, পতি পুত্র বিহীনা, পরম দুঃখ সন্তপ্তা কৌশল্যাদেবীকে আশ্বাসযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ ভরত উপরি উক্ত শপথ দ্বারা এই জানাইলেন, যে যদি মাতার সহিত মন্ত্রণা করিয়া রামকে বনবাস দিবার পরামর্শে আমি লিপ্ত থাকি, তবে আমি ঐসকল পাপে পাপী হইব॥ ২৪॥

এবং তং শপথান্ কৃচ্ছ্রান্ শপমানমকল্মষং।
ভরতং দুঃখসন্তপ্তং কৌশল্যা পুনরব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥
শুদ্ধস্বভাব ধর্ম্মাত্মন্ বৈদ্মি ত্বামকল্মষং।
শপথানীদৃশান্ কুর্ব্বন্ প্রাণানুপরুণৎসি মে ॥ ২৬ ॥
দিষ্ট্যাসি রামসহিতঃ পুত্র ধর্ম্মান্ন চালিতঃ।
সহ রামেণ ধর্ম্মাত্মন্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি ॥ ২৭ ॥
অপি ত্বাং সহ রামেণ পশ্যেয়ং লক্ষ্মণেন চ।
তীর্ণপ্রতিজ্ঞেনানৃণ্যং গতেন পিতুরত্র চ ॥ ৮ ॥
পূর্ব্বেষাং পুণ্যকীর্ত্তীনাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাং।
প্রাপ্নুহ্যায়ুশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চৈবোচিতং কুলে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ

অনন্তর কৌশল্যাদেবী সর্ব্বদোষ বিহীন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ দুঃখানলে পরিতপ্ত ভরতকে এই প্রকার কষ্টজনক শপথ করিতে দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন॥ ২৫ ॥ রে বৎস ভরত! আমি জানি, আরো জানিলাম তুমি একান্ত অতি বিশুদ্ধ চরিত্র, ধর্ম্মশীল তোমার ইহাতে কোন পাপ নাই, যেহেতু তুমি যে সকল ভয়ানক শপথ করিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরাত্মা চমকিত হইয়া উঠিল॥ ২৬ ॥ হে পুত্র! ভাগ্যক্রমে তুমিও শ্রীরামের ন্যায় ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হও নাই, রে বৎস! জানিলাম তুমি যথার্থ ধার্ম্মিক বট, অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি আমার রামচন্দ্রের সহিত তুমিও দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হও ॥ ২৭ ॥ তোমার বাক্যে আমার মনে এমন প্রত্যাশা জন্মিল, যে শ্রীরাম প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিলে পর, এখানে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে আবার দেখিতে পাইব॥ ২৮ ॥ রে বৎস! আমাদিগের বংশজাত পূর্ব্বতন মহাত্মা যে সকল রাজর্ষিদিগের পবিত্র কীর্ত্তি শশধরে জগন্মণ্ডল দেদীপ্যমান হইয়াছিল, সেই সকল মহোদয় রাজগণের পরমায়ু, ও কীর্ত্তি, এবং কুলক্রমাগত ধর্ম্ম তুমি প্রাপ্ত হও॥ ২৯ ॥

চতুর্দ্দশসু বর্ষেষু গতেষ্বরিনিসূদন।
রামং সীতাং লক্ষ্মণঞ্চ দ্রষ্টাসি পুনরাগতান্॥ ৩০॥
তৈলদ্রোণ্যাং শরীরং তে পিতুস্তিষ্ঠতি পুত্রক।
ত্বৎপ্রতীক্ষং মহার্হস্য তৎ সংস্কর্ত্তুং ত্বমর্হসি॥ ৩১॥
ধর্ম্মেণেমাঃ প্রজাঃ পুত্র যথা রক্ষসি তৎ কুরু।
স্বর্গতোঽপি যথা রাজা সন্তুষ্যতি তথা কুরু॥ ৩২॥
পিতুর্বিয়োগজং দুঃখং রামত্যাগকৃতং তথা।
উৎসৃজ্য ধুর্য্যবৎ পুত্র গুর্ব্বীং কুলধুরং বহ॥ ৩৩॥
এবমাশ্বাস্যমানস্য ভরতস্য মহাত্মনঃ।
শোকভারসমাক্রান্তং বভূব লুলিতং মনঃ॥ ৩৪॥
কৌশল্যায়া বিলপিতং শ্রুত্বা চ করুণাক্ষরং।
মোহমভ্যাগমদ্ভূয়ো ভরতো দুঃখমোহিতঃ॥ ৩৫॥

অনুবাদ।

হে শত্রু তাপন! চতুর্দ্দশবৎসর গত হইলেই পুনর্ব্বার অযোধ্যানগরে প্রত্যাগত রামচন্দ্রকে এবং লক্ষ্মণকে ও জানকীকে অবশ্যই অবলোকন করিব॥ ৩০॥ হে পুত্রক! মহামান্য তোমার পিতার মৃত শরীর তোমার অপেক্ষায় তৈল দ্রোণীতে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এক্ষণে তুমি তাঁহার সৎকার করিতে যোগ্য হও॥ ৩১॥ হে পুত্রক! এই সকল প্রজাদিগকে ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন কর, ইহারা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা পায় তাহা কর, মহারাজা দশরথ সুরলোকে গমন করিয়াও যাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও॥ ৩২॥ রে বৎস! এক্ষণে তুমি বিলক্ষণ ভার বহনে সমর্থ হইয়াছ, অতএব তুমি জনকের বিয়োগ জন্য দুঃখনিকর পরিহার করিয়া ও শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন-জন্য দুঃখরাশিকে দূরীকরণ করিয়া গুরুতর এই কুল ক্রমাগত রাজ্যভার বহন করিতে নিযুক্ত থাকহ॥ ৩৩॥ মহাত্মা ভরতকে কৌশল্যাদেবী এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে পর তাঁহার মন শোকরাশিতে যে সমাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা তখন কিঞ্চিৎ সমতা প্রাপ্ত হইল॥ ৩৪॥ অনন্তর ভরত কৌশল্যা মাতার সকরুণ বিলাপ বাক্য শ্রবণে পুনর্ব্বার দুঃখ সমূহে বিমোহিত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩৫॥

শোচন্নথ স পতিতো ধরণ্যাং শোকলালসঃ।
তত্ত দার্ত্তোঽতিকরুণং বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
পিতরং ভ্রাতরঞ্চৈব স্মৃত্বা তদ্গতচেতনঃ।
তস্য লালপ্যমানস্য জগামাস্তং দিবাকরঃ ॥ ৩৭ ॥
অসতো দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ দুঃখার্ত্তস্য মুহুর্ম্মুহুঃ।
তস্য সা বর্ষশতবদ্ব্যত্যবর্ত্তত শর্ব্বরী ॥ ৩৮ ॥
রাত্রিক্ষয়ং বীক্ষ্য বলপ্রধানা দ্বিজাতয়ো মন্ত্রিগণাশ্চ সর্ব্বে।
নৃপালয়ং তং বিবিশুঃ সমেতা হীনং মহেন্দ্রপ্রতিমেন রাজ্ঞা ॥ ৩৯ ॥
তমার্ত্তমশ্রুপরিপূর্ণনেত্রং শোকে নিমগ্নং পতিতং ধরণ্যাং।
উপাবিশৎ সা পরিষৎ সমন্তাদ্বিসংজ্ঞকল্পং ভরতং সমীক্ষ্য ॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতশপথো নাম
নবসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর ধরণীতলে নিপতিত হইয়া শোকে ব্যাকুলিতান্তঃকরণে ভরত করুণস্বরে কাতর ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ ভরত তদ্গত মনে পিতা দশরথকে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া বারবার বিলাপ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে দিবাকর অস্তাচলগামী হইলেন ॥ ৩৭ ॥ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া ভরত বারবার দীর্ঘ অথচ উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে সেই রাত্রি ভরতের পক্ষে এক শত বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর সৈনিক পুরুষ সকল, ব্রাহ্মণগণ ও মন্ত্রিবৃন্দেরা সকলে যামিনী প্রভাতা হইল দেখিয়া সকলে একত্রিত হইয়া, মহেন্দ্র সমান নৃপেন্দ্র বিহীন রাজ ভবনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ একান্ত কাতর, অশ্রু পরিপূর্ণ নয়ন, পরম শোকাকুল, ধরাতলে নিপতিত, অচেতন প্রায় ভরতকে অবলোকন করিয়া সকলে সভার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন ॥ ৪০ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ভরতের শপথ নামে নব সপ্ততিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৭৯ ॥

——co——

অশীতিতমঃ সর্গঃ ।

সংপ্রাপ্তো ব্যসনং কৃচ্ছ্রং হীনবর্ণস্বরোদয়ঃ ।
ভরতো ন ররাজার্ত্তঃ শশীব সমভিপ্লুতঃ ॥ ১ ॥
পিতুশ্চ মরণাদ্দীনো রামপ্রব্রাজনেন চ ।
কৈকেষ্যা রাজ্যলুব্ধায়া ধর্ম্মত্যাগেন পীড়িতঃ ॥ ২ ॥
অপশ্যংস্তস্য দুঃখস্য সাগরস্যেব সঙ্ক্ষয়ং ।
অক্ষীণদুঃখবেগশ্চ শর্ম্ম নৈবাধ্যগচ্ছত ॥ ৩ ॥
পিতৃপৈতামহং বৃত্তং শাশ্বতং স বিচিন্তয়ন্ ।
আসীৎ পরমসংমূঢ়ঃ প্রাশ্য বিপ্রঃ সুরামিব ॥ ৪ ॥
উৎক্রামন্ত্যা জনন্যাহং ধর্ম্মমার্য্যনিষেবিতং ।
অগাধপারে মহতি পাতিতঃ শোকসাগরে ॥ ৫ ॥
মন্নিমিত্তং মৃতো রাজা রামশ্চাপি বিবাসিতঃ ।
অপাপ পাপতাং নীতো মাত্রাহং রাজ্যলুব্ধয়া ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।

রাজকুমার ভরত এইরূপ সকাতর ভীষণ কষ্টজনক ব্যসন প্রাপ্ত হইয়া বিবর্ণ হইলেন, তাঁহার বদনকমল হইতে বাক্য সকল অস্পষ্টরূপে নিঃসৃত হইতে লাগিল, তিনি রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় শোভাহীন হইলেন ॥ ১ ॥ ভরত একে পিতার মৃত্যু জন্য একান্ত কাতর, তাহাতে আবার রাজ্য লোভ বসম্বদা কৈকয়ীর ধর্ম্ম পরিহার দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস জন্য অতিশয় পীড়িত ॥ ২ ॥ কৈকেয়ী কুমার অপার পারাবারের ন্যায় সেই অসীমদুঃখপূরের দূরীকরণের উপায় অবলোকন না করিয়া দুঃখবেগে পরিপূর্ণ মনে কোন ক্রমেই সুখলাভ করিতে শক্ত হইলেন না॥ ৩ ॥ তিনি পিতৃ পিতামহ ক্রমাগত ব্যবহার নিরন্তর অনুধ্যান করিয়া "ব্রাহ্মণ সুরাপান করিয়া যেরূপ বিমুগ্ধ হন" তদ্রূপ ইতি কর্ত্তব্যতা সাধনে বিমূঢ়চেতা হইলেন॥ ৪ ॥ এবং বলিতে লাগিলেন, হা? আমার জননী কৈকেয়ী সাধুজন পরি সেবিত কর্ম্ম পরিহার করিয়া অকূলপাথার অগাধ শোক সাগরে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছেন॥ ৫ ॥ আমার জননী রাজ্য লোভের পরতন্ত্র হইয়া আমার নিষ্পাপ কলেবরে পাপরাশি পরিপূর্ণ করিলেন, তিনি আমার জন্যরাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়াই মহারাজ মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন, এবং শ্রীরামচন্দ্রও বনবাসে গমন করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

বিহীনশ্চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং যথা মেরু র্ন রাজতে।
তথা পিত্রা চ ভ্রাত্রা চ শূন্যং পুরমিদং মম ॥ ৭ ॥
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধঃ পিত্রা ভ্রাত্রা চ লালিতঃ।
কথমেবম্বিধং দুঃখং প্রাপ্য জীবামি দুঃসহং ॥ ৮ ॥
সোঽহং পিত্রা সহৈবাগ্নিং বনং রামেণ বা সহ।
প্রবিশামি বিনা তাভ্যাং নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ৯ ॥
শ্রান্তস্য যদি রামস্য পাদৌ তৌ শুভলক্ষণৌ।
সম্বাহয়ে বনস্থস্য তন্মে রাজ্যাদ্বরং ভবেৎ ॥ ১০ ॥
শুশ্রূষমাণশ্চরণৌ বনে বন্যেন জীবতঃ।
অহমার্য্যস্য বৎস্যামি তস্যার্চ্চাপুষ্পমাবহন্ ॥ ১১ ॥
রামেণ হি বিনা নাহমিচ্ছামি ত্রিদশেষ্বপি।
রাজ্যং কিন্নু মনুষ্যেষু মাতৃদূষিতমধ্রুবং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

সুমেরু পর্ব্বত চন্দ্র সূর্য্য বিহীন হইলে যেমন শোভা রহিত হয়, তেমনি আমার পিতা ভ্রাতা পরিশূন্য এই অযোধ্যানগরও শোভাশূন্য হইয়াছে॥ ৭ ॥ পিতা ও ভ্রাতা ইহাঁরা চিরকাল পরম সুখসাধন দ্বারা আমাকে লালন পালন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কি রূপে জীবিত থাকিব?॥ ৮ ॥ যাহা হউক্ এক্ষণে হয় পিতার সমভিব্যবহারে অনলে প্রবেশ করিব, না হয় ভ্রাতা শ্রীরমেচন্দ্রের সহিত অরণ্য বাসী হইব, আমি তাঁহা-দিগের ছাড়া হইয়া এককণও জীবিত থাকিতে উৎসাহী হইতে পারিব না ॥ ৯ ॥ বনচারী শ্রীরামচন্দ্রের সমভিব্যাহারে থাকিয়া, তিনি পরিশ্রান্ত হইলে পর তাঁহার সুলক্ষণাক্রান্ত পাদপদ্ম যুগলের সংবাহনে নিযুক্ত থাকাই অকিঞ্চিৎকর অনিশ্চিত রাজ্য সুখ অপেক্ষা আমার পক্ষে সম্যক্ রূপ শ্রেষ্ঠ কল্প হয়॥ ১০ ॥ অতএব আমি সম্মাননীয় রঘুনাথের চরণ কমলের সেবা শুশ্রূষা করতঃ বন্যফল মূলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার পূজার্থ পুষ্পাদি আহরণ করিব, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে অরণ্যেই বাস করিয়া থাকিব॥ ১১ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের সহবাস ব্যতিরেকে আমি স্বর্গেতেও অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি না, তাহাতে আমার জননীর প্রার্থনায় দূষিত, অকিঞ্চিৎকর অস্থায়ি মনুষ্য লোকের রাজ্যের কথা কি আছে?॥ ১২ ॥

আর্য্যরামস্য পূর্ণেন্দুসদৃশং চারুলোচনং।
মম শোকো মুখং বীক্ষ্য ন স্যাৎ পিতৃবিয়োগজঃ॥ ১৩॥
ইতি শ্রুত্বা বচো ধর্ম্ম্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ।
অমাত্যা বন্ধুবর্গাশ্চ দুঃখাদশ্রূণ্যবর্ত্তয়ন্॥ ১৪॥
তমবাক্শিরসং ভূমিং চরণাগ্রেণ রাঘবং।
বিলিখন্তমুবাচার্ত্তং বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ॥ ১৫॥
আপৎস্বমূঢ়ো ধৃতিমান্ যঃ সম্যক্ প্রতিপদ্যতে।
কর্ম্মাণ্যবশ্যকার্য্যাণি তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৬॥
স ত্বং ধৈর্য্যমুপাশ্রিত্য বিধূয় হৃদয়জ্বরং।
কর্ত্তুমর্হস্যসংমূঢ়ঃ ক্রিয়াঃ পিতুরনন্তরং॥ ১৭॥
পিতা তে পুত্রশোকার্ত্তো রামে প্রব্রজিতে বনং।
ত্বয্যনাগচ্ছতি প্রাণান্নিস্তাংস্ত্যক্তো দিবঙ্গতঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

আর্য্য শ্রীরামচন্দ্রের সম্পূর্ণ শশধরমণ্ডল সমান নয়নদ্বয় শোভিত বদনকমল অবলোকন করিলে আমার পিতৃ বিয়োগজাত শোক কখনই থাকিবেক না॥ ১৩॥ অমাত্য বর্গ ও বন্ধুবর্গ সকলে মহাত্মা ভরতের এই ধর্ম্মানুযায়ি বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া দুঃখ হেতু তাঁহারা নেত্রজল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥ অধোবদনে অবস্থিত ও পাদাগ্র দ্বারা ভূমি খনন পরায়ণ ভরতকে অতিকাতর দেখিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১৫॥ হে রাজনন্দন! যে ব্যক্তি আপৎ উপস্থিত হইলে বিবেচনা শূন্য না হয়, ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকে, জ্ঞানী লোকেরা তাহাকেই পণ্ডিত শব্দের বাচ্য কহিয়া থাকেন॥ ১৬॥ অতএব হে বৎস! তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক হৃদয় জ্বরকে দূর করিয়া অসংমুগ্ধ হইয়া পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে যোগ্য হও॥ ১৭॥ তোমার পিতা মহারাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া শোকবেগ সম্বরণে অসমর্থ হন, পরিশেষে এখানে তোমার আগমনের পূর্ব্বেই তিনি আপন প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন॥ ১৮॥

অনাথ ইব ধর্ম্মাত্মা লোকনাথঃ পিতা তব।
নির্হ্রিয়েত কথং নাম মৃতস্তাতস্ত্বয়া বিনা ॥ ১৯ ॥
ইত্যস্মাভির্বিচার্য্যৈব তৈলদ্রোণ্যাং স শায়িতঃ।
তস্য নির্হরণং তাত পিতুস্ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥
পরিসান্ত্বয় মাতৄংশ্চ মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।
অবশ্যং ভাবিনো যেঽর্থা ন তে শোচ্যা ভবদ্বিধৈঃ ॥ ২১ ॥
সংবুদ্ধৈরাগতজ্ঞানৈ স্তত্ত্ববিদ্ভির্ম্মহাত্মভিঃ।
তস্মাৎ সংস্তম্ভয়াত্মানং মাভূর্ভরত বালিশঃ ॥ ২২ ॥
কাকুৎস্থ বলবান্ কালঃ শক্যতে নাতিবর্ত্তিতুং।
সর্ব্বৈ র্ন ভাব্যমস্মাভি স্তন্ন শোচিতুমর্হসি ॥ ২৩ ॥
ভৃশং হি দুঃখাভিহতা বিচেতসঃ ক্ষুধা চ তন্দ্র্যাচ বিপন্নতাং গতাঃ।
ইমাঃ পিতুস্ত্বং মহিষীরুপেক্ষিতুং ন রাজপুত্রার্হসি নাথতাং গতঃ ॥ ২৪॥

অনুবাদ।

তোমার পিতা মহাত্মা দশরথ সর্ব্ব লোকনাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় মৃত হইলেন, আমি তোমা ব্যতিরেকে কি রূপে তাঁহার শেষ কার্য্য নির্হরণাদি কর্ম্ম সম্পাদন করাইব ॥ ১৯ ॥ হে বৎস! আমরা এই বিচারসিদ্ধ করিয়া তোমার পিতাকে তৈলদ্রোণীতে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে তুমি মৃতপিতার দাহাদি কার্য্য করিতে যোগ্য হও ॥ ২০ ॥ সংপ্রতি মাতৃগণকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করহ, শোকে মনোনিধান করিহ না, কেননা অবশ্যং ভাবি ভাব যে সকল বিষয়, তাহাতে তোমার ন্যায় সুবুদ্ধি সম্পন্ন, জ্ঞান বিশিষ্ট, তত্ত্ববিৎ মহাত্মা ব্যক্তিরা কোনমতেই সে সকল বিষয়ে শোক প্রকাশ করেন না। অতএব হে ভরত! তুমি আত্মাকে স্থির করহ, বালিশতা প্রকাশ করিহ না ॥ ২১। ২২ ॥ হে কাকুৎস্থ! কাল অতি বলবান্, তাহাকে অতিক্রম করিতে কেহই শক্ত হয় না, আমরা সকলে যাহা সম্পাদন করিতে অক্ষম, সে বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত হয় না ॥ ২৩ ॥ হে নৃপনন্দন! এই সকল তোমার জননী রাজমহিষীগণ দুঃখে একান্ত কাতরা, চৈতন্যশূন্য প্রায়া হইয়াছেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত কষ্ট পাইতেছেন, তুমিই এক্ষণে ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা, অতএব ইহাঁদিগকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত হইবেক না ॥ ২৪ ॥

অপশ্চিমন্তে পিতুরদ্য যো বিধিঃ
প্রদর্শিতস্তত্র চ যঃ ক্রমো দ্বিজৈঃ।
তমাশু সম্পাদয় ধৈর্য্যমাস্থিতো
বিষাদমস্মিন্ ন নৃপাত্মজার্হসি॥ ২৪॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে বশিষ্ঠবাক্যং
নাম অশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮০॥

অনুবাদ।

হে রাজকুমার! যথা বিধানক্রমে তোমার পিতার শেষ কার্য্য সম্পাদনার্থ ব্রাহ্মণেরা তোমাকে যে উপদেশ দেন, ধৈর্য্যাবলম্বন তুমি পূর্ব্বক তাহা আশু সম্পাদন করহ, কোন মতে ইহাতে তোমার বিষাদ করা উচিত হয় না॥ ২৫॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
বশিষ্ঠ বাক্য নামে অশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৮০॥

——oo——

একাশীতিতমঃ সর্গঃ।

এবমুক্তো বশিষ্ঠেন ভরতো ধীমতাং বরঃ।
বশিষ্ঠমভিবীক্ষ্যেদ মুবাচার্ত্ততরো বচঃ॥ ১॥
ভবত্যেবং ব্রুবতি মে দীর্য্যতীব মনো মুনে।
লোকনাথেস্থিতে রামে নাথত্বং ময়ি কীদৃশং॥ ২॥
কিন্তু তত্র নয়ধ্বং মাং যত্র রাজা পিতা মম।
করিষ্যে তত্র সংস্কারং ভবদ্ভিঃ সহিতো বশঃ॥ ৩॥
নেদানীং হৃদয়ঞ্চেন্মে স্ফুটিষ্যতি সহস্রধা।
দর্শয়ন্তু ভবন্তস্তং পিতরং ক্ষীণজীবিতং॥ ৪॥
ততো বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব্বে তে নৃপমন্ত্রিণঃ।
আনয়ন্ ভরতং তত্র যত্র রাজ্ঞঃ কলেবরং॥ ৫॥
অথসপ্তশতাস্তাস্তু স্ত্রিয়ো রাজপরিগ্রহাঃ।
ভরতং পুরতঃ কৃত্বা যযুর্দ্রষ্টুং মৃতং নৃপং॥ ৬॥

অনুবাদ।

সকল বুদ্ধিমান হইতে প্রধান বুদ্ধিমান যে বশিষ্ঠ, সেই বশিষ্ঠ ঋষি ভরতকে এই সকল কথা বলিলে পর, ভরত অতিশয় কাতর হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন॥ ১॥ হে মহাভাগ! হে মুনে! আপনি আমাকে যাহা বলিলেন তাহাতে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, কেননা ত্রিলোকনাথ রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্র যেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেখানে আমার কর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে?॥ ২॥ কিন্তু কি করি, আমি আপনাদিগের বশম্বদ এক্ষণে যেখানে আমার পিতা রহিয়াছেন, আপনারা আমাকে তথায় লইয়া চলুন, আপনারদিগের সমভিব্যাহারে সেখানে যাইয়া পরে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক সংস্কার করিব॥ ৩॥ যদি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া এক্ষণে আমার হৃদয় সহস্রখণ্ডে স্ফুটিত না হয়, তবে আপনারা অনুগ্রহ সহকারে আমার সেই প্রাণহীন পিতাকে দেখাইয়া দেউন॥ ৪॥ অনন্তর বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ সকলে নৃপতির কলেবর যথায় স্থাপিত ছিল, তথায় ভরতকে আনয়ন করিলেন॥ ৫॥ মহারাজ দশরথের বিবাহিতা সাত শত পঞ্চাশৎ পত্নী সকলে ভরতকে অগ্রে করিয়া নৃপতির মৃত কলেবর দর্শন করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন॥ ৬॥

তত্র প্রবিশ্য ভরতঃ সহ রাজপরিগ্রহৈঃ।
দদর্শ পিতরং প্রেতং রামমাতুর্নিবেশনে॥ ৭॥
স তং গতাসুং পিতরং দৃষ্ট্বৈবোপহতত্বিষং।
হা রাজন্নিতি বিক্রুশ্য পপাত পৃথিবীতলে॥ ৮॥
বিসংজ্ঞকল্পঃ সংজ্ঞাং তু পুনর্লব্ধ্বা সুদুর্ম্মনাঃ।
জীবন্তমিব সংপ্রেক্ষ্য পিতরং সো ঽভ্যভাষত॥ ৯॥
রাজন্নুত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভরতোঽহমুপাগতঃ।
ত্বদাজ্ঞয়া মহাসত্ত্ব শত্রুঘ্নসহিতস্ত্বরন্॥ ১০॥
মম মাতামহস্তাত কুশলং ত্বানুপৃচ্ছতি।
প্রণম্য শিরসা তদ্বদ্যুধাজিন্মাতুলো মম॥ ১১॥
যতঃ কুতশ্চিৎ সংপ্রাপ্ত মঙ্কমারোপ্য মাং নৃপঃ।
নতং মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় প্রীত্যা পূর্ব্বমনন্দয়ঃ॥ ১২॥

অনুবাদ।

ভরত রাজপত্নীগণ সমভিব্যাহারে তথায় প্রবেশ করিয়া রামচন্দ্রের জননী কৌশল্যাদেবীর গৃহে মৃত পিতাকে সন্দর্শন করিলেন॥ ৭॥ ভরত সেই গত প্রাণ কান্তিহীন পিতাকে সন্দর্শন করিবামাত্র হা মহারাজ! উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন॥ ৮॥ এবং পতিত হইবামাত্রই অচেতন প্রায় হইলেন, কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে পুনর্ব্বার চেতন লাভ করিয়া ভরত অতিশয় দুর্ম্মনা হইয়া, মৃত পিতাকে জীবিতের ন্যায় সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৯॥ হে পিতঃ! হে মহারাজ! আপনি গাত্রোত্থান করুন্, শয়ন করিয়া রহিয়াছেন কেন? হে মহাবল পরাক্রান্ত! আমি ভরত, আপনার অনুমত্যানুসারে শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে সত্বর গমনে মাতামহ পুর হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি॥ ১০॥ হে তাত! আমার মাতামহ যেমন আপনার কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তেমনি আমার যুধাজিৎ মাতুলও নতমস্তকে আপনাকে প্রণাম করিয়া মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন॥ ১১॥ হে রাজন্! পূর্ব্বে যে রূপ আমি কোথাও হইতে আগত হইলে পর আপনি আমাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রীতি পূর্ব্বক আমার নত মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া বিবিধ আনন্দ প্রকাশ করিতেন॥ ১২॥

স ইদানীমনুপ্রাপ্তং কিমর্থং নাভিভাষসে।
ন তেঽপকৃতবান্ কিঞ্চি দহং তাবৎ প্রসীদ মে ॥ ১৩ ॥
ধন্যঃ স রামো যেনাজ্ঞা কৃতা তে বসুধাধিপ।
লক্ষ্মণশ্চাপি ধন্যোঽসৌ যো রামমনুনির্গতঃ ॥ ১৪ ॥
অধন্যোঽহমপুণ্যশ্চ যস্মাং প্রতি স মন্যুমান্।
দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ প্রাণান্ সন্ত্যক্তবানসি ॥ ১৫ ॥
নূনঞ্চ তৌ ন জানীতো মৃত্যুং তে রামলক্ষ্মণৌ।
যথা হি বনমুৎসৃজ্য নাগতাবিহ দুঃখিতৌ ॥ ১৬ ॥
মাতৃদোষাদপ্রিয়স্তে যদি তাবদহং নৃপ।
শত্রুঘ্নমপি তাবৎ ত্বমভিভাষিতুমর্হসি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

এক্ষণেও সেই রূপ আমি আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, কি জন্য আপনি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না? আমি আপনার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, যাহাহউক্ যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তবে এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্॥ ১৩ ॥ হে ভূপতে! সেই শ্রীরামচন্দ্রই ধন্য, যিনি আপনার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া বনবাসে গমন করিয়াছেন, লক্ষ্মণকেও ধন্য বলিতে হইবে, যেহেতু লক্ষ্মণও শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করিয়াছেন॥ ১৪ ॥ কেবল আমিই একান্ত অধন্য ও অকৃত পুণ্য, যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং আপনিও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন॥ ১৫ ॥ আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই আপনার মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারেন নাই, কেননা তাঁহারা এ সম্বাদ জানিতে পারিলে অবশ্যই পরম দুঃখিতান্তঃকরণে অবশ্য বনবাস পরিহার করিয়া এখানে আগমন করিতেন, যখন আগমন করেন নাই তখন কখনই এ বার্ত্তা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই॥ ১৬ ॥ হে নৃপতে! যদি আমার জননীর দোষেই আমি আপনার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে আমাকে সম্ভাষা না করিয়া আপনি শত্রুঘ্নের সহিত কথোপকথন করিতে যোগ্য হউন্॥ ১৭ ॥

নির্ব্বাস্য চীরবসনং রামং লক্ষ্মণমেব চ।
স্ত্রীহেতোঃ কিমপি প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা রাজন্ দিবঙ্গতঃ॥ ১৮॥
এবং বিলপতস্তস্য ভরতস্য মহাত্মনঃ।
শ্রুত্বা নৃপতিপত্ন্যস্তা রুরুদুর্ভৃশদুঃখিতাঃ॥ ১৯॥
বিলপন্তং তথা তন্তু ভরতং শোককর্ষিতং।
বশিষ্ঠো জপতাং শ্রেষ্ঠো জাবালিশ্চেদমূচতুঃ॥ ২০॥
মা শুচো ভরত প্রাজ্ঞ নৈব শোচ্যো মহীপতিঃ।
আনন্তর্য্যমসংমূঢ়ঃ কর্ত্তুমস্য ত্বমর্হসি॥ ২১॥
শোচন্তো ননু সস্নেহা বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা।
পাতয়ন্তি গতং স্বর্গ মশ্রুপাতেন রাঘব॥ ২২॥
শ্রূয়তে হি নরব্যাঘ্র পুরা পরমধার্ম্মিকঃ।
ভূরিদ্যুম্নো গতঃ স্বর্গং রাজা পুণ্যেন কর্ম্মণা॥ ২৩॥

অনুবাদ।

হে রাজন্! আপনি স্ত্রীপরতন্ত্র প্রযুক্তই কি? শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে জটাবল্কল ধারণ করাইয়া বনবাসে প্রেরণ করতঃ প্রিয়তম প্রাণ পরিহার পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়াছেন?॥ ১৮॥ মহাত্মা ভরত যখন এই রূপে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই বিলাপ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া নৃপতি পত্নীগণেরা একান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন॥ ১৯॥ পরন্তু ভরত যখন শোকে বিহ্বল হইয়া সেই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন পরম জাপক ভগবান্ বশিষ্ঠ ও জাবালি উভয়েই ভরতকে বলিলেন॥ ২০॥ হে ভরত! তুমি ঈদৃশ বিজ্ঞ ব্যক্তি হইয়াও শোকে অভিভূত হইলে? অতএব বলি তুমি কদাচ শোক করিহ না, মহারাজাকে উদ্দেশ করিয়া কোনমতেই তোমার শোক করা উচিত নহে, এক্ষণে ব্যাকুল না হইয়া নৃপতির শেষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে যোগ্য হও॥ ২১॥ হে রঘুনন্দন! বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ মৃতব্যক্তির জন্য স্নেহ সহকারে শোকাশ্রুপাত করিলে, সেই স্বর্গগত ব্যক্তি নরকে নিপতিত হয়েন॥ ২২॥ হে নরোত্তম! এমন জনশ্রুতি আছে, যে পূর্ব্বকালে পরম ধার্ম্মিক ভূরিদ্যুম্ন নামে রাজা মৃত হইয়া স্বকীয় সঞ্চিত পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা অমর লোকেগমন করিয়াছিলেন॥ ২৩॥

স পুনর্বন্ধুবর্গস্থ শোকবাষ্পেণ রাঘব।
কৃৎস্নে বৈ ক্ষয়িতে পুণ্যে ততঃ স্বর্গান্নিপাতিতঃ॥ ২৪॥
তস্মাচ্ছোকং রাজপুত্র পিতৃস্নেহসমুত্থিতং।
ত্যজ ত্বং নার্হসি স্বর্গাৎ পুনশ্চ্যাবয়িতুং নৃপং॥ ২৫॥
অতিশোকাগ্নিনা দগ্ধঃ পিতা তে স্বর্গতশ্চ্যুতঃ।
শপেৎ ত্বাং মন্যুনাবিষ্টস্তস্মাত্তুত্তিষ্ঠ মা শুচঃ॥ ২৬॥
নায়ং শোচ্যস্তব পিতা সৎকর্ম্মার্জ্জিতলোকভাক্।
মৃতো নায়ং সুতা যস্য যূয়ং রামপুরোগমাঃ॥ ২৭॥
ধর্ম্মাত্মানো মহাত্মানো লোকে প্রথিতপৌরুষাঃ।
দেবৌজসঃ সত্ত্ববন্তো মহেন্দ্রবরুণোপমাঃ॥ ২৮॥

অনুবাদ

পরে তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলে অনবরত শোকাশ্রুপাত করাতে ক্রমে রাজার সমুদয় পুণ্যক্ষয় হইয়া গেল, অনন্তর তিনি সুরলোক হইতে নিপতিত হইলেন॥ ২৪ ॥ হে রাজকুমার! এই জন্য বলিতেছি, যে পিতৃস্নেহ সম্ভূত শোক সন্দোহ পরিত্যাগ করহ, আপনি আর পুনঃ পুনঃ শোকজল পরিত্যাগ করিয়া মহারাজাকে স্বর্গধাম হইতে চ্যুত করাইবেন না॥ ২৫ ॥ আপনার পিতা অতিশয় শোকানলে দগ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, যদি পুনর্ব্বার তথা হইতে তিনি চ্যুত হয়েন, তাহা হইলে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার প্রতি অভিশাপ দিবেন, অতএব তুমি এক্ষণে গাত্রোত্থান করহ, আর শোক করিহ না॥ ২৬ ॥ আপনার পিতার কোন বিষয়ই শোচনীয় নহে, যেহেতু তিনি স্বকীয় সৎকর্ম্ম সঞ্চিত ফলে পুণ্যলোকে গমন করিয়াছেন, তিনি মরেন নাই, যখন রামচন্দ্র প্রভৃতি আপনারা চারিজন পুত্র তাঁহার বিদ্যমান আছ, তখন তিনি মরিয়াছেন কে বলে? অর্থাৎ জীবিতই আছেন॥ ২৭ ॥ আপনারা পরম ধার্ম্মিক, অতি মহাত্মা, আপনাদিগের যশঃ জগতে বিলক্ষণ প্রচারিত রহিয়াছে, দেবগণের সমান শরীরের কান্তি, ও সকলেই মহাবল সম্পন্ন, এবং পরাক্রমে বাসব ও বরুণের তুল্য হয়েন॥ ২৮ ॥

এবমুক্তো বশিষ্ঠেন ভরতো ধর্ম্মকোবিদঃ।
ত্যক্ত্বা শোকমিদং বাক্যমুবাচ বদতাম্বরঃ॥ ২৯॥
ব্রুবন্তি যন্তবন্তো মাং তথা তদিতি মে মতিঃ।
বলবাংস্তু পিতৃস্নেহো ভৃশং মোহয়তীব মাং॥ ৩০॥
সংস্তম্ভিতো ভবদ্ভিস্তু গুরুভির্হিতবাদিভিঃ।
ত্যক্ত্বা শোকং করিষ্যামি পিতুরস্যৌর্দ্ধদেহিকং॥ ৩১॥
আনয়ন্তু যথোদ্দিষ্টং ভবদ্ভির্নৃপমন্ত্রিণঃ।
সংস্কারায়ঃ পিতুর্ম্মেঽদ্য সর্ব্বসম্ভারবিস্তরং॥ ৩২॥
ইতি নৃপতিসুতস্য জল্পতঃ সহ নৃপমন্ত্রিপুরোহিতৈস্তৈঃ।
অধিকতরবৃদ্ধিগামিনী সা শতযামেব বভূব শর্ব্বরী॥ ৩৩॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতবিলাপো
নাম একাশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮১॥

অনুবাদ।

কুল পুরোহিত বশিষ্ঠ ঋষি এই সকল কথা বলিলে পর ধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা, সদ্বক্তা ভরত শোক সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনিকে এই কথা বলিলেন॥ ২৯॥ হে মহাশয়! আপনারা আমার প্রতি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা আমার যথার্থ বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু অতিশয় বলবান পিতৃ স্নেহ, সুতরাং সেই পিতৃ স্নেহ বলপূর্ব্বক আমাকে অত্যন্ত মোহযুক্ত করিতেছে॥ ৩০॥ আপনারা পরম হিতকারী গুরু লোক, আপনাদিগেরঅনুমতিক্রমে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শোক পরিহার করিয়া পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান করিতেছি॥ ৩১॥ অতএব অদ্য আপনারা মন্ত্রিগণকে অনুমতি করুন্, আমার পিতার অন্ত্য সংস্কার জন্য যে যে দ্রব্য আবশ্যক হয়, সেই সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী সকল তাঁহারা আনয়ন করুক্॥ ৩২॥ রাজনন্দন ভরত ও রাজমন্ত্রী এবং পুরোহিতগণ একত্রিত হইয়া এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন কিন্তু বিষাদপ্রদায়িনী সেই রাত্রি যেন শত যামার ন্যায় প্রবৃদ্ধা বোধ হইতে লাগিল॥ ৩৩॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ভরতের বিলাপ নামে একাশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৮১॥

দ্বাশীতিতমঃ সর্গঃ।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ভরতং সূতমাগধাঃ।
প্রসুপ্তং বোধয়িষ্যন্ত স্তুষ্টুবুর্ম্মধুরস্বরাঃ॥ ১॥
সহসা চাভ্যহন্যন্ত দুন্দুভয়ো মহাস্বনাঃ।
প্রধ্মাপ্যন্ত সুঘোষাশ্চ শঙ্খবেণুগণাঃ পৃথক্॥ ২॥
স তূর্য্যঘোষঃ সুমহান্ পূরয়ন্নিব তাং পুরীং।
বোধয়ামাস ভরতং শোকব্যাকুলচেতসং॥ ৩॥
প্রতিষিধ্যাথ ভরত স্তঞ্চ প্রাবোধকস্বনং।
নাহং রাজেতি তানুক্ত্বা ততঃ শত্রুঘ্নমব্রবীৎ॥ ৪॥
পশ্য শত্রুঘ্ন কৈকেয্যা কুর্ব্বন্ত্যা লোকগর্হিতং।
অযশঃ পাতিতং মূর্দ্ধ্নি মমাসহ্যমনাগসঃ॥ ৫॥
কুলধর্ম্মাগতা রাজ্ঞঃ পিতুর্ম্মে তদ্বিনাকৃতা।
পরিভ্রমতি রাজশ্রী রকর্ণা নৌরিবাম্ভসি॥ ৬॥

অনুবাদ।

সেই রজনী অতীত হইলে পর, মাগধ বন্দি প্রভৃতি স্তুতি পাঠকেরা নিদ্রাবস্থায় অবস্থিত ভরতকে বোধিত করিবার আশয়ে সুমধুরস্বরে স্তব করিতে লাগিল॥ ১॥ অতি গম্ভীরস্বর সম্পন্ন দুন্দুভি সকল সহসা বাদিত হইল, সুস্বর শঙ্খবেণু প্রভৃতি যন্ত্রসকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে শব্দিত হইতে লাগিল॥ ২॥ সুমহান্ সেই বাদ্যভাণ্ড শব্দে অযোধ্যা নগরী পরিপূর্ণা হইল, শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত চিত্ত ভরতকে সেই শব্দে প্রবোধিত করিল॥ ৩॥ তদনন্তর ভরত প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন আমি রাজা নহি, যে তোমারা আমার নিদ্রা ভঙ্গ জন্য এরূপ বাদ্যোদ্যম করিতেছ, বাদকদিগকে এই কথা বলিয়া সেই প্রাবোধক শব্দ সকল নিবারণ করিলেন, পরে শত্রুঘ্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন॥ ৪॥ রে ভ্রাতঃ শত্রুঘ্ন! দেখ, কৈকেয়ী যাবতীয় লোকের নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া আমাকে কি অপরাধী করিয়াছেন, আমি নিরপরাধী, তিনি নিরর্থ আমার মস্তকোপরি অসহ্য অযশের ভার নিক্ষেপ করিলেন॥ ৫॥ পিতা মহারাজের কুল ক্রমাগত রাজলক্ষ্মী এখন পিতা বিহীনে নিরাশ্রয়া হইয়া জল মধ্যে কর্ণবিহীনা নৌকার ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ৬॥

ইত্যেবং ভরতং তত্র বিলপন্তং পুনঃ পুনঃ ।
দৃষ্ট্বা প্ররুরুদুঃ সর্ব্বা আর্ত্তাস্তা নৃপযোষিতঃ ॥ ৭ ॥
ভরতেন ততঃ সার্দ্ধং বশিষ্ঠো বেদবিত্তমঃ ।
প্রবিবেশ সভাং রাজ্ঞ স্তদা মন্ত্রয়িতুং হিতং ॥ ৮ ॥
শাতকুম্ভৈঃ কুম্ভশতৈর্ম্মণিচিত্রৈর্ব্বিভূষিতাং ।
বৃহস্পতিরিবেন্দ্রেণ সুধর্ম্মাং সহিতঃ সভাং ॥ ৯ ॥
ভদ্রাসনে রত্নচিত্রে স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংবৃতে ।
উপবিশ্য ততঃ সর্ব্বানানায়য়ত মন্ত্রিণঃ ॥ ১০ ॥
সুমন্ত্রং জৈমিনিঞ্চৈব সুবর্ণং বিজয়ং তথা ।
মন্ত্রিণো নৈগমাংশ্চান্যান্ প্রধানাংশ্চ তথা দ্বিজান্ ॥ ১১ ॥
জনৌঘঃ সুমহাংস্তত্র সমুপায়াৎ সমন্ততঃ ।
সভায়াং ভরতং দ্রষ্টুং শত্রুঘ্নসহিতং তদা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।

তখন ভরতকে এই প্রকার বারবার কাতরতা সহকারে বিলাপ করিতে দেখিয়া সমস্ত রাজ পত্নীগণেরা দুঃখিতান্তঃকরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর বেদবেদান্তবেত্তা বশিষ্ঠ ঋষি ভরতের সহিত হিত সাধন মন্ত্রণা করিবার অভিপ্রায়ে সেই সময়ে রাজ সভায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৮ ॥ পুরুহূতের সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা জন্য মণি মাণিক্যাদি খচিত শত শত স্বর্ণ কুম্ভে পরিশোভিত সুধর্ম্মা নাম্নী দেব সভায় যেমন সুরগুরু প্রবেশ করেন তদ্রূপ বশিষ্ঠ গুরু রাজসভায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর বশিষ্ঠ ঋষি নানারত্ন খচিত মহামূল্য প্রচ্ছদপটে আচ্ছাদিত বিচিত্র ভদ্রাসনে উপবেশন করিয়া সকল মন্ত্রিগণকে আনয়ন করাইলেন ॥ ১০ ॥ সুমন্ত্র, জৈমিনি, সুবর্ণ, বিজয় প্রভৃতি মন্ত্রিগণ নিগমাদি শাস্ত্রবেত্তা, অন্যান্য লোক ও প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ সমূহকে তথায় আনয়ন করাইলেন ॥ ১১ ॥ সেই মহতী সভাতে শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ভরতকে তথায় সন্দর্শন করিবার আশয়ে চারিদিকে অনেকানেক মানবগণ উপস্থিত হইল ॥ ১২ ॥

ততো হলহলাশব্দঃ সুমহান্ সমজায়ত।
কৌতূহলাজ্জনৌঘস্য সভাং প্রত্যভিধাবতঃ॥ ১৩॥
তত্রাথ ভরতং দৃষ্ট্বা সভায়াং সপুরোহিতং।
প্রত্যনন্দন্ প্রকৃতয়ো যথা দশরথং তথা॥ ১৪॥
সনৃপজনগুরুমন্ত্রিভিস্তথা
মণিরুচিরাসনরত্নভূষিতা।
দশরথসুতশোভিতা চ সতী
সদশরথেব ররাজ সা সভা॥ ১৫॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সভাপ্রবেশো
নাম দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮২॥

অনুবাদ।

অনন্তর সভার প্রতি ধাবমান কুতুহলাক্রান্তচিত্ত জনগণের সুমহান্ হলহলা শব্দসম্ভূত হইল॥ ১৩॥ তদনন্তর সেই সভায় ভগবান্ বশিষ্ঠ পুরোহিত প্রভৃতি সজ্জন নিকরে পরিবৃত ভরতকে দেখিয়া প্রজা সকল মহারাজা দশরথকে সন্দর্শন করিয়া যে রূপ আনন্দিত হইত, সেই প্রকার আনন্দিত হইল॥ ১৪॥ বিচিত্র মণিময় আসনের যে রত্ন কিরণ তাহাতে সভামণ্ডপ ভূষিত হইয়াছে, তদুপরি সমুপবিষ্ট নানা দেশীয় রাজাগণ, বশিষ্ঠাদি গুরুগণ, ও সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণে পরিবৃত নৃপকুমার ভরত সেই সভায় সুশোভিত হইয়া দশরথ ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন॥ ১৫॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
সভা প্রবেশ নামে দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৮২॥

ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

সমাবৃতে জনে তস্মিন্নুদিতে চ দিবাকরে।
বশিষ্ঠস্তমুবাচেদং ভরতং তাংশ্চ মন্ত্রিণঃ॥ ১॥
এতাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা নাগরাশ্চ প্রধানতঃ।
রাজসাংস্কারিকং দ্রব্য মাদায় সমুপস্থিতাঃ॥ ২॥
উত্তিষ্ঠ ভরত ক্ষিপ্রং মাভূৎ কালাত্যয়ঃ প্রভো।
পিতুঃ কুরু যথান্যায়ং সংস্কারং ভূরিদক্ষিণং॥ ৩॥
হোতারস্তে পিতুরিমে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাদায় জাবালিপ্রমুখাঃ স্থিতাঃ॥ ৪॥
গন্ধকাষ্ঠানি চেমানি সংস্কারার্থং পিতুস্তব।
উপাদায়াগতাঃ প্রেষ্যাঃ সপ্রতীক্ষমুপাসতে॥ ৫॥
সর্পিস্তৈলবসাঃ কুম্ভাঃ সজ্জিতাশ্চাপি তে পিতুঃ।
অগ্নেঃ সমেধনার্থায় গন্ধমাল্যঞ্চ পুষ্কলং॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি দিবাকর সমুদিত দেখিয়া নানা প্রকার জনগণে সভামণ্ডলে পরিবৃত নৃপকুমার ভরতকে ও সেই সকল মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিলেন॥ ১॥ মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযোগি দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া সমস্ত নগরবাসিনী প্রধানা প্রধানা প্রভৃতিগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন॥ ২॥ অতএব হে প্রভো ভরত! আপনি সত্বর গাত্রোত্থান করহ, আর কালাতিপাতের আবশ্যকতা নাই, যথোপযুক্ত বিধানানুসারে পিতার সদক্ষিণ অন্ত্য সংস্কার সমাধান করহ॥ ৩॥ আপনার পিতা মহারাজের হোতৃ-কার্য্যের ব্রতী বেদবেদাঙ্গ বেত্তা জাবালি প্রভৃতি এই সকল ঋষিগণ, অগ্নিহোত্র পদ্ধতি সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত রহিয়াছেন॥ ৪॥ আপনার পিতার অন্ত্য সংস্কার জন্য প্রেষ্য গণেরা এই সমুদয় সদ্গন্ধ চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগমন পূর্ব্বক আপনার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে॥ ৫॥ আপনার পিতার চিতাগ্নি সম্যক্‌রূপে প্রজ্বলিত হইবে এই জন্য ঘৃত তৈল ধূনা প্রভৃতি দ্রব্যের কলস সকল সজ্জিত রহিয়াছে, ঐ চিতা পুষ্পমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিবার জন্য সুগন্ধ পুষ্পের মাল্য সকল আনীত হইয়াছে॥ ৬॥

গন্ধতৈলানি গন্ধাশ্চ ধূপাশ্চাগুরুসম্ভবাঃ।
সজ্জিতা শিবিকা চেয়ং পিতুস্তে রত্নভূষিতা ॥ ৭ ॥
অত্রৈব শিবিকায়াং ত্বং সংবেশয় নরাধিপং।
শিবিকাগতমুৎক্ষিপ্য নয়েনং বহিরাশু চ ॥ ৮ ॥
এবমুক্তো বশিষ্ঠেন ভরতঃ প্রত্যুবাচ তং।
বশিষ্ঠং বদতাং শ্রেষ্ঠং পিতুর্বহুমতং গুরুং ॥ ৯ ॥
যথাজ্ঞাপয়সি প্রাজ্ঞ করবাণি তথাদৃতঃ।
দৈবতং হ্যসি মান্যশ্চ গুরুশ্চাসি গুরোর্ম্মম ॥ ১০ ॥
বাক্যেনানেন তস্যাথ ভরতস্য মহাত্মনঃ।
আজগাম পরং হর্ষং বশিষ্ঠো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ১১ ॥
শোকবেগমসহ্যং তু ধারয়ন্ ভরতস্ততঃ।
কলেবরং ভূমিপতেঃ সমন্তাৎ তদুদৈক্ষত ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

ঘটপূর্ণ গন্ধ তৈল ঘৃতচন্দন অগুরুকাষ্ঠ নির্ম্মিত ধূপ চারিদিকে প্রস্তুত রহিয়াছে, তোমার পিতার জন্য নানা রত্নে বিভূষিত এই শিবিকা সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ আপনি এই শিবিকাতে মহারাজাকে শয়ন করাইয়া দেউন, মহারাজ ইহাতে আরূঢ় হইলে পর অতি সত্বর নৃপতিকে বহন করিয়া বহির্ভাগে লইয়া চলহ ॥ ৮ ॥ বশিষ্ঠ মুনি ভরতকে এই সকল কথা বলিলে পর, ভরত সদ্বক্তা পিতার পরম মাননীয় গুরু বশিষ্ঠ মহাশয়ের প্রতি এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ হে বিচক্ষণ মুনে! আপনি আমাকে যাহা অনুমতি করিলেন, আমি সমাদর পূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করিতেছি, কেননা আপনি আমাদিগের কুল দেবতা মাননীয়, এবং গুরুতর গুরু হয়েন ॥ ১০ ॥ অনন্তর দ্বিজসত্তম বশিষ্ঠ মহাত্মা ভরতের এই কথা শ্রবণ মাত্রে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া বাক্‌পথাতীত আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ তৎপরে ভরত অসহ্য শোকবেগ পরিহরণ পূর্ব্বক যখন নৃপতির কলেবরের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

ন চাশক্নোৎ স শোকস্য বেগং ধারয়িতুং তদা।
মহার্ণবস্যাপতত স্তোয়বেগমিবোত্থিতং॥ ১৩॥
তমার্ত্তিমান্ বেপমান স্তৎ তৎ স বিলপন্ মুহুঃ।
শত্রুঘ্ন সহিতঃ শীঘ্রং শিবিকামানয়ন্ নৃপং॥ ১৪॥
শিবিকাস্থং মহারাজ মলংকৃত্য বিধানতঃ।
বাসসা চ মহার্হেণ সমাচ্ছাদ্য সুসংবৃতং॥ ১৫॥
অবকীর্য্য চ মাল্যেন দিব্যধূপাবধূপিতং।
গন্ধপুষ্পৈঃ সুরভিভিঃ পরিকীর্য্য সমন্ততঃ॥ ১৬॥
উবাহোৎক্ষিপ্য শিবিকাং শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।
হা রাজন্ ক্বাসি গন্তেতি রুদন্নার্ত্তঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১৭॥
তস্মিংস্তদা প্ররুদিতে বশিষ্ঠাকারচোদিতাঃ।
ঊহুঃ শীঘ্রতরং প্রৈষ্যাঃ শিবিকাং প্রতিগৃহ্য তাং॥ ১৮॥

অনুবাদ।

তখন তিনি প্রবাহিত মহাসমুদ্রের সমুত্থিত জলবেগের ন্যায় কোন ক্রমেই শোকবেগ ধারণ করিতে শক্ত হইলেন না॥ ১৩ ॥ একান্ত কাতর, কম্পান্বিত কলেবর বারবার বিলাপ পরায়ণ ভরত, শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে পিতা নৃপতিকে অতি সত্বর শিবিকায় আরোহণ করাইলেন॥ ১৪ ॥ মহারাজাকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া বিধানানুসারে বিবিধ আভরণে অলঙ্কৃত করিলেন, এবং মহামূল্য বস্ত্রের দ্বারা চারিদিক্ উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিলেন॥ ১৫ ॥ পরে মাল্য দ্বারা শিবিকা আচ্ছাদন করিয়া দিব্য ধূপ সকল জ্বালিয়া দিলেন ও চারিদিকে সুগন্ধ গন্ধপুষ্পদ্বারা নৃপ শরীরকে আচ্ছন্ন করিলেন॥ ১৬ ॥ তখন হা মহারাজ! আপনি কোথায় চলিলেন, এই কথা বলিয়া অতি কাতরে বারবার রোদন করিতে করিতে ভরত শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে শিবিকা উঠাইয়া বহন করিতে লাগিলেন॥ ১৭ ॥ ভরতকে রোদন করিতে দেখিয়া বশিষ্ঠ মুনি বাহক গণকে শীঘ্র বহনে ইঙ্গিত করিলেন, ইঙ্গিতাজ্ঞা বাহকেরা ইঙ্গিতমাত্রে অতি সত্বর শিবিকা গ্রহণ করিয়া দ্রুতবেগে লইয়া চলিল॥ ১৮ ॥

পুরতঃ পাণ্ডুরং চ্ছত্রং বালব্যজনমেব চ।
আনয়ন্ নৃপতিপ্রৈষ্যা রুদন্তঃ শোকবিহ্বলাঃ ॥ ১৯ ॥
দীপ্যমানং হুতং পূর্ব্বং জাবালিপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।
অগ্নিহোত্রং নরপতেঃ প্রতস্থে তস্য চাগ্রতঃ ॥ ২০ ॥
শকটানি চ পূর্ণানি রত্নানাং কনকস্য চ।
যযুর্ধনবিসর্গার্থং দীনানাথজনস্য চ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বঃ প্রৈষ্যজনস্তত্র রত্নানি বিবিধানি চ।
ঔর্দ্ধদেহিকদানার্থং নিনায় ধরণীপতেঃ ॥ ২২ ॥
অগ্রতঃ প্রযযুশ্চৈনং সৎকর্ম্মস্তুতিভির্নৃপং।
অভিষ্টুবন্তো মধুরং সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ২৩ ॥
তস্মিন্ নির্হরণে রাজ্ঞঃ প্রবৃত্তে সুমহাংস্তদা।
আর্ত্তনাদোঽভবৎ স্ত্রীণাং যথাস্য মরণে তথা ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

রাজানুচরেরা শোকে বিহ্বল হইয়া অগ্রে অগ্রে শ্বেতবর্ণ ছত্র ও অতিশুভ্র চামর লইয়া ব্যজন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ জাবালি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই সংস্কৃত দীপ্যমান মহারাজের অগ্নিহোত্র আছে, তাঁহারা অগ্রে অগ্রে প্রস্থাপিত হইলেন ॥ ২০ ॥ দরিদ্র ও অনাথ জনগণকে ধনদান করিবার মানসে রত্ন ও কনক মুদ্রায় পরিপূর্ণ পাত্র সকল সুসজ্জিতরূপে লইলেন ॥ ২১ ॥ রাজ পরিচারকেরা সকলে মহারাজের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ায় দান করিবার জন্য বিবিধ প্রকার মণি মাণিক্যাদি রত্ন দাহস্থানে লইয়া গেল ॥ ২২ ॥ সূত ও মাগধ প্রভৃতি স্তুতি পাঠকেরা নৃপতির সৎকর্ম্ম সমুদায়ের উল্লেখ করতঃ স্তব করিতে করিতে রাজার অগ্রে অগ্রে চলিল ॥ ২৩ ॥ বাহকেরা যখন মহারাজাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল, নৃপতির মরণ সময়ে যেমন রোদনধ্বনি সমুদিত হইয়াছিল, তখনও অন্তঃপুরবাসি সীমন্তিনীদিগের তদ্রূপ সুমহান্ রোদন ধ্বনিসম্ভুত হইয়া উঠিল ॥ ২৪ ॥

ততঃ পৌরজনঃ সর্ব্বঃ সস্ত্রীবৃদ্ধকুমারকঃ।
অনু রাজশরীরং তন্নির্যযৌ নগরাদ্বহিঃ ॥ ২৫ ॥
তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ শিবিকাং পরিগৃহ্য তাং।
দুঃখশোকসমাবিষ্টৌ রুদন্তাবনুজগ্মতুঃ ॥ ২৬ ॥
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ তথাপরাঃ।
অর্দ্ধসপ্তশতা নার্য্যঃ প্রকীর্ণাসিতমূর্দ্ধজাঃ ॥ ২৭ ॥
ক্রোশন্ত্যশ্চ রুদন্ত্যশ্চ কুরর্য্য ইব সর্ব্বশঃ।
অনুজগ্মুঃ শরীরং তদ্রাজ্ঞো রাজীবলোচনাঃ ॥ ২৮ ॥
অথাস্য শরযূতীরে বিবিক্তে মৃদুশাদ্বলে।
চন্দনাগুরুকাষ্ঠৈস্তে রাজ্ঞশ্চক্রুশ্চিতাং তদা ॥ ২৯ ॥
কালীয়কমৃণালৈশ্চ বালকোশীরপদ্মকৈঃ।
চিতাং তাং বিধিবচ্চক্রুর্ব্বিপুলামথ তে জনাঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর পুরজনগণে কি স্ত্রী কি পুরুষ কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেই মহারাজের সেই মৃত দেহের পশ্চাৎ২ নগরের বহির্ভাগে গমন করিল ॥ ২৫ ॥ তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই ভ্রাতা সেই শিবিকা হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে দুঃখ ও শোকে একান্ত কাতর অন্তঃকরণে পিতার অনুগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥ কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী, এবং অন্যান্য সাত শত পঞ্চাশৎ ভোগ্যা দশরথ মহিষী আলুলায়িত কেশপাশা হইয়া ॥ ২৭ ॥ অনবরত কুররীর মত চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে সকাতরা হইয়া মহারাজার সেই মৃত শরীরের পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর বশিষ্ঠাদি মুনিগণ ও মন্ত্রিগণ সকলে সরযূনদীর নির্জ্জন প্রদেশে হরিদ্বর্ণ দুর্ব্বাদল পরিবৃত স্থানে মৃত মহারাজা দশরথের দাহ ক্রিয়ার জন্য চন্দন ও অগুরু প্রভৃতি গন্ধ কাষ্ঠে চিতা প্রস্তুত করিলেন ॥ ২৯ ॥ অনন্তর রাজানুচরেরা কালীয়ক নামে শৈলজাত কৃষ্ণচন্দন, মৃণাল বালক, প্রাকৃত ভাষায় সাঁচিফরাস নামে গন্ধ কাষ্ঠ বিশেষ ও বীরণ মূল এবং পঙ্কজ কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য সমূহদ্বারা যথা বিধানানুসারে অতি বিস্তীর্ণা এক চিতা প্রস্তুত করিলেন ॥ ৩০ ॥

তস্যাঞ্চিতায়াং নৃপতেঃ শরীরং তৎ সুহৃজ্জনঃ।
আশীশয়ৎ সমুৎক্ষিপ্য শোকব্যাকুললোচনঃ॥ ৩১॥
তাং চিতাং পৃথিবীপাল মারোপ্য ক্ষৌমবাসসং।
যজ্ঞপাত্রচরুঞ্চক্রু স্ততস্তস্যোপরি দ্বিজাঃ॥ ৩২॥
যথা স্থানেষু বিন্যস্য ত্রীনগ্নীন্ বিধিবদ্ধৃতান্।
মন্ত্রানন্তং মনোভিস্তু জপন্তোঽভ্যুদ্যতস্রুবাঃ॥ ৩৩॥
হোতারো যজ্ঞপাত্রাণি পবিত্রৈর্ম্মমৃজুস্তদা।
প্রমৃজ্যানন্তরং তস্যা শ্চিতায়াং পরিচিক্ষিপুঃ॥ ৩৪॥
স্রুক্পাত্রাণি চষালানি মুষলোদূখলং তথা।
অরণীসহিতঞ্চৈব পবিত্রাণি চ সর্ব্বশঃ॥ ৩৫॥
বিশস্য চ পশুং মেধ্যং মন্ত্রসংস্কারসংস্কৃতং।
অন্নাস্তরণিকং রাজ্ঞঃ সমন্তাৎ পরিচিক্ষিপুঃ॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ শোক ব্যাকুলিত মনে ও সজল নয়নে, মহারাজের সেই মৃতকলেবর ধরা ধরি করিয়া সেই প্রস্তুত চিতার উপরিভাগে শয়ন করাইয়া দিলেন॥ ৩১॥ অনন্তর ব্রাহ্মণগণ মহারাজাকে ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেন ও সেই চিতার উপরে আরোহণ করাইয়া তদুদ্দেশে অন্ত্যযাগের পাত্র সকল প্রস্তুত করিলেন॥ ৩২॥ তাঁহারা বিধানানুসারে আহুতি প্রদানার্থ দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয় নামে অগ্নিত্রয় যথা স্থানে সংস্থাপন করিয়া মনে মনে মন্ত্র সকল পাঠ করিতে করিতে স্রুবকাষ্ঠ উত্থাপিত করিলেন॥ ৩৩॥ অনন্তর হোতৃগণ যজ্ঞ পাত্র সকল কুশ পবিত্রদ্বারা মার্জ্জনা করিলেন, মার্জ্জনানন্তর সেই চিতার উপরিভাগে নিক্ষেপ করিলেন॥ ৩৪॥ স্রুক্পাত্র সকল, যূপের উপরিস্থ কাষ্ঠ সমূহ, চমস, মুষল, উদুখল, অগ্নি প্রজ্বালন কাষ্ঠ ও পবিত্র এই সমুদয় দ্রব্য চারি দিকে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন॥ ৩৫॥ মন্ত্রপূত সুসংস্কৃত মেধ্য পশু ও আস্তৃতকুশোপরি প্রদত্ত অন্ন মহারাজের চতুঃপার্শ্বে নিক্ষেপ করিলেন॥ ৩৬॥

প্রাগ্লাঙ্গলবিকৃষ্টাঞ্চ চিতাভূমিং সমন্ততঃ ।
কৃত্বা বিধানতো ধেনুং সবৎসামত্যবাসৃজৎ ॥ ৩৭ ॥
সর্পিস্তৈলবসাভিশ্চ সমস্তাৎ পরিষিচ্য তাং ।
চিতাং প্রজ্বালয়ামাস ভরতঃ সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৩৮ ॥
প্রজজ্বাল ততো বহ্নিঃ সহসৈব সমেধিতঃ ।
সোঽর্চ্চিষ্মানদহদ্রাজ্ঞশ্চিতারূঢ়ং কলেবরং ॥ ৩৯ ॥
বিধিবৎ সংস্কৃতো রাজা গুরুভির্ব্বেদপারগৈঃ ।
জগাম পরমং স্থানং যজ্বনাং পুণ্যকর্ম্মণাং ॥ ৪০ ॥
ততঃ প্রজজ্বাল মহাসমিদ্ধো
হিরণ্যরেতাঃ প্রদহন্ সধূমঃ ।
দৃষ্ট্বা চ তং প্রজ্বলিতং চিতাগ্নিম্
আর্ত্তস্বনঞ্চক্রুরতীব নার্য্যঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ

পূর্ব্বেতেই চিতা ভূমির চতুর্দ্দিক লাঙ্গল দ্বারা বিকর্ষণ করিয়া বিধানানুসারে সবৎসা ধেনু সকল উৎসর্গ করিলেন॥ ৩৭ ॥ এই সময় ভরত বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ সমভিব্যাহারে ঘৃত তৈল ধূনা দ্বারা চিতার চারিদিকে অভিসেচন করিয়া চিতা জ্বালাইয়া দিলেন॥ ৩৮ ॥ ॥ অনন্তর সেই চিতাগ্নি সহসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং সেই অনলরাশি প্রজ্বলিত হইয়া মহারাজা দশরথের চিতারূঢ় কলেবরকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল॥ ৩৯ ॥ মহারাজা দশরথ বেদ বেদাঙ্গ বেত্তা বশিষ্ঠাদি গুরুগণ কর্ত্তৃক বিধানানুসারে সংস্কৃত হইয়া পুণ্য কর্ম্মশালী যাজ্ঞিক লোকেরা যে পুণ্যলোকে গমন করিয়া থাকেন তথায় গমন করিলেন॥ ৪০ ॥ অনন্তর মহাসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হুতাশন নৃপতিকে দগ্ধ করিয়া ধূম সহকারে যখন অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন রাজ-মহিলারা চিতাগ্নিকে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া সকাতরস্বরে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৪১ ॥

পৌরাশ্চ সর্ব্বে সহসা বিলেপু
স্তথৈব রাজ্ঞঃ সুহৃদঃ সুতৌ চ।
হা নাথ হা ভূমিপতে কিমর্থং
যাসি ত্বমস্মান্ বিবশান্ বিহায়॥ ৪২॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথসংস্কারো
নাম ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ॥ ৮৩॥

অনুবাদ।

কি পুরবাসি লোকেরা কি নৃপতির বন্ধু বান্ধব স্বজনগণেরা কি নৃপকুমারদ্বয় ভরত শত্রুঘ্ন সকলেই সহসা হা নাথ! হা ভূমিপতে! হে পিত! আপনি কি জন্য এ অনাথদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৪২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
দশরথের সংস্কার নামে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৮৩॥

——co——

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ।

অবকীর্য্য তু মাল্যেন চিতাং তামপসব্যতঃ।
সগণো ভরতশ্চক্রে বিষপীত ইব স্খলন্ ॥ ১ ॥
বিহ্বলন্নিব দুঃখেন বিভ্রমন্নিব চাতুরঃ।
প্রণেমে স পিতুঃ পাদৌ নিপত্য ধরণীতলে ॥ ২ ॥
তমার্ত্তরূপং ত্বরিতং বিহ্বলন্তমচেতসং।
উত্থাপয়ামাস বলাৎ পরিগৃহ্য সুহৃজ্জনঃ ॥ ৩ ॥
অবেক্ষ্য স পিতুর্দীপ্তং সর্ব্বগাত্রেষু পাবকং।
প্রগৃহ্য বাহূ চুক্রোশ দুঃখেনাবসসাদ চ ॥ ৪ ॥
শব্দাপিহিতকণ্ঠশ্চ সবাষ্পমতিনিঃশ্বসন্।
শোকদুঃখপরীতাত্মা মদক্ষীব ইব স্খলন্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

ভরত স্বজনগণ সমভিব্যাহারে বামদিক্ হইতে মাল্য দ্বারা সেই চিতা বেষ্টন করিয়া দিয়া বিষপায়ী মনুষ্যের ন্যায় শোকে স্খলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন॥ ১ ॥ দুঃখে অতিশয় বিহ্বল হইয়া ভরত, পীড়িতের ন্যায় চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, ও ধরণীতলে নিপতিত হইয়া পিতার চরণ যুগলে প্রণিপাত করিলেন॥ ২ ॥ বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ ভরতকে একান্ত শোকাতুর বিহ্বলতর ও অচেতন দেখিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ সত্বর তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন॥ ৩ ॥ উত্থিত হইয়া পিতা মহারাজের সর্ব্বাঙ্গেতে অনল অতিশয় প্রবলরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, দেখিয়া ভরত স্বকীয় ভুজযুগলের নিগ্রহ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এবং দুঃখে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন॥ ৪ ॥ তখন তাঁহার কণ্ঠ হইতে শব্দ সকল অস্ফুটিত রূপে নির্গত হইতে লাগিল, তিনি বাষ্প পরিপূর্ণ নয়নে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, শোকে ও দুঃখে পরিবৃতাত্মা ভরতের মদোন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় স্খলিত বাক্ ও স্খলিত পাদ হইতে লাগিল, অর্থাৎ কি বলেন, কোথায় পাদক্ষেপ করেন, তাহার নিশ্চয় হয় না॥ ৫ ॥

বিললাপাতিকরুণং ভরতঃ পরিবিহ্বলঃ।
যস্মিন্ মাং পরিদদ্যাস্তং সোঽপি রামো বনং গতঃ॥ ৬॥
যস্যা গতিরনাথায়াঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতস্ত্বয়া।
তামিমাং তাত কৌশল্যাং কিমর্থং নাভিভাষসে॥ ৭॥
এবমাদ্যতিদুঃখার্ত্তো বিলপন্নথ রাঘবঃ।
ভূমৌ পপাত শক্রস্য যন্ত্রচ্যুত ইব ধ্বজঃ॥ ৮॥
পরিপেতুঃ পতন্তং তং পুরুষাঃ পরিচারকাঃ।
পুণ্যক্ষয়াচ্চ্যুতং স্বর্গাদ্যযাতিমৃষয়ো যথা॥ ৯॥
শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং পতিতং সমবেক্ষ্য তং।
বিসংজ্ঞকল্পো নৃপতিং শোচন্ পিতরমাতুরঃ॥ ১০॥
উন্মত্ত ইব বিপ্রেক্ষ্য বিললাপ নিপত্য সঃ।
গুণসংকীর্ত্তনং কুর্ব্বন্ পিতুর্বৈ পিতৃবৎসলঃ॥ ১১॥

অনুবাদ।

হে পিতঃ! আপনি আমার ভরণ পোষণের ভার যাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন সেই রামচন্দ্রও বনবাসী হইলেন, এই কথা বলিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৬॥ হে তাত! অনাথা দুঃখিনী যে কৌশল্যাদেবী, তাঁহার ঐ পুত্র বই আর গতি নাই, যাঁহার পুত্রকে আপনি বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই কৌশল্যাদেবী উপস্থিতা রহিয়াছেন, আপনি কিজন্য ইহাঁকে সম্ভাষণ করিতেছেন না?॥ ৭॥ রঘুনন্দন ভরত, অতিশয় দুঃখিত হইয়া এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে যন্ত্র হইতে বিচ্যুত ইন্দ্রের ধ্বজার ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন॥ ৮॥ পুণ্য ক্ষয়াধীন স্বর্গলোক হইতে পতিত যযাতির প্রতি ঋষিগণ যেমন ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পরিচারক পুরুষেরাও ভরতকে পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন॥ ৯॥ ভরতকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া শত্রুঘ্ন মৃত পিতা মহারাজকে উদ্দেশ করতঃ সকাতরে অচেতন প্রায় হইলেন॥ ১০॥ পিতৃবৎসল শত্রুঘ্ন জাজ্বল্যমান পিতাকে অবলোকন করতঃ উন্মত্ত প্রায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া পিতার নানাবিধ গুণ গ্রাম কীর্ত্তন করতঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ১১॥

সুকুমারঞ্চ বালঞ্চ সততং লালিতং ত্বয়া ।
ক্ব তাত ভরতং ত্যক্ত্বা বিলপন্তং গমিষ্যসি ॥ ১২ ॥
ভোজ্যাভরণদানৈশ্চ বাসোভিশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ ।
সম্বর্দ্ধয়সি নঃ সর্ব্বাংস্তন্নঃ কোঽদ্য করিষ্যতি ॥ ১৩ ॥
কিং তু দুঃখাভিতপ্তানাং হৃদয়ং নো ন দীর্য্যতে ।
পিত্রা গুণবতানেন বিযুক্তানাং সহস্রধা ॥ ১৪ ॥
ত্বয়ি রাজন্ গতে স্বর্গং রামে চারণ্যমাস্থিতে ।
ন জীবিতুং ব্যবস্যামি প্রবিশামি হুতাশনং ॥ ১৫ ॥
হীনাং পিত্রা তথা ভ্রাত্রা শূন্যামিব পুরীমিমাং ।
অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি প্রবিশামি হুতাশনং ॥ ১৬ ॥
এবমাদি ততঃ শ্রুত্বা ভ্রাত্রোর্ব্বিলপিতং তদা ।
সর্ব্বঃ পরিজনো ভূয়ো ভৃশং দুঃখতরোঽভবৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ ।

হে পিতঃ! নিতান্ত বালক সুকুমার কলেবর ভরত, তুমি তাঁহাকে সতত প্রযত্ন সহকারে লালন পালন করিয়াছেন, বিলাপ পরায়ণ সেই ভরতকে এখন পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ হে রাজন্! আপনি নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য খাওয়াইয়া এবং বিবধপ্রকার অলঙ্কার ও বস্ত্র পরাইয়া আমাদিগের সকলকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদিগকে সেইরূপ লালন পালন আর কে করিবে? ॥ ১৩ ॥ কি আশ্চর্য্য! ঈদৃশ অশেষ গুণ সমূহে বিভূষিত পিতা হইতে বিযুক্ত হইয়া আমরা দুঃখ জ্বালায় একান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, তথাপি আমাদিগের হৃদয় সহস্রখণ্ডে এখনও বিভক্ত হইয়া গেল না ॥ ১৪ ॥ হে মহারাজ! যখন আপনি স্বর্গধামে গমন করিলেন, ও শ্রীরামচন্দ্রও অরণ্যবাসী হইলেন, তখন আমারদিগের কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে আর ইচ্ছা নাই, আমরা অগ্নিতেই প্রবেশ করিব ॥ ১৫ ॥ এমন পিতা আর তেমন ভ্রাতা বিহীনা অযোধ্যানগরী শূন্য প্রায়া হইয়াছে, তাহাতে আর প্রবেশ না করিয়া, আমরা প্রজ্বলিত হুতাশনেই প্রবেশ করিব ॥ ১৬ ॥ অনন্তরসমুদয় রাজ পরিজন তখন উভয় ভ্রাতার বিবিধ প্রকার বিলাপ বচন শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার অতিশয় দুঃখাকুল হইতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

ততঃ শোকপরিশ্রান্তৌ শত্রুঘ্নভরতৌ তদা।
উভৌ বিলপ্য করুণং ধ্যানমেবান্বগচ্ছতাং ॥ ১৮ ॥
তৌ ধ্যানমাশ্রিতৌ দৃষ্ট্বা পিতুরিষ্টঃ পুরোহিতঃ।
বশিষ্ঠো ভরতং বাক্য মুত্থাপ্যেদমুবাচ হ ॥ ১৯ ॥
দ্বন্দ্বৈরেব জগৎ সর্ব্ব মভিতপ্তমিদং সদা।
অবশ্যং ভাবিনং ভাবং ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২০ ॥
জাতস্য মৃত্যুর্নিয়তো ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২১ ॥
সুমন্ত্রশ্চাপি শত্রুঘ্নং পতিতং ধরণীতলে।
উত্থাপয়ন্নুবাচার্ত্তঃ সর্ব্বভূতভবাভবং ॥ ২২ ॥
উত্থিতৌ তৌ নরব্যাঘ্রাবশ্রুক্লিন্নৌ ন রেজতুঃ।
বর্ষতোয়পরিক্লিন্নৌ পৃথু ইন্দ্রধ্বজাবিব ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

তদনন্তর শত্রুঘ্ন ও ভরত করুণস্বরে বিলাপ করতঃ শোক করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উভয়ে ধ্যানাবলম্বন করিলেন॥ ১৮ ॥ পিতৃকুলের চির পুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি, ভরত ও শত্রুঘ্নকে শোক ধ্যান পরায়ণ দেখিয়া উত্থাপিত করিয়া, বলিতে লাগিলেন॥ ১৯ ॥ হে রাজনন্দন! জীবন মরণ সুখ দুঃখ শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সমূহে এই জগৎ চিরকাল সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত, যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে তাহার অন্যথা হইবে না, অতএব এ বিষয়ে কোন ক্রমেই তোমার শোক করা সঙ্গত নহে॥ ২০ ॥ যে জন্মায় নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, এবং যে মরে নিশ্চয়ই সে জন্ম গ্রহণ করে, অতএব অপরিহার্য্য বিষয়ে কোনক্রমেই তোমার শোক করা উচিত হয় না॥ ২১ ॥ সুমন্ত্র ধরণী-তলে নিপতিত শত্রুঘ্নকে উত্থাপিত করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে সকল প্রাণিরই জন্ম মৃত্যুসূচক কথা বলিতে লাগিলেন॥ ২২ ॥ নৃপকুমারযুগল ধরাতল হইতে উত্থিত হইলেন, তাঁহাদিগের নয়নে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল, বর্ষাকালীন ধারা জলে পরিপ্লুত অতি মহৎ ইন্দ্রধ্বজ ন্যায় তাঁহারা শোভা রহিত হইলেন॥ ২৩

অশ্রূণি পরিমার্জ্জন্তৌ বাষ্পরক্তেক্ষণৌ তু তৌ ।
অমাত্যাস্ত্বরয়ামাসুঃপিতুঃ প্রতি জলক্রিয়াং ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথসঙ্কালনং
নাম চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ ।

শত্রুঘ্ন ও ভরত দুই ভ্রাতা বাষ্পবারি সহকারে নয়ন যুগল রক্তবর্ণ করিয়া অশ্রু মার্জ্জন করিতেছেন, এমত সময়ে পিতার প্রতিজল দান করিবার জন্য অমাত্যগণেরা তাঁহাদিগকে ত্বরা করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা কাণ্ডে
দশরথের সংকালন নামে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ।

এবং সঙ্কালনং কৃত্বা ভরতঃ পৃথিবীপতেঃ।
জলক্রিয়াং পিতুর্ধীমান্ কর্ত্তুং সমুপচক্রমে ॥ ১ ॥
পুণ্যাং পুণ্যজলাং পূর্ণাং মহর্ষিগণসেবিতাং।
উদকং স পিতুর্দ্দাতুং সহিতং শরযূং যযৌ ॥ ২ ॥
অবগাহ্য ততঃ পুণ্যাং শরযূং সসুহৃজ্জনঃ।
দদৌ পিতরমুদ্দিশ্য ভরতঃ সলিলাঞ্জলিং ॥ ৩ ॥
দদতঃ সলিলং তস্য ভরতস্য মহাত্মনঃ।
সান্নিধ্যং সরিতঃ পুণ্যাঃ শরয্বাঃ প্রযযুস্তদা ॥ ৪ ॥
বিপাশা চ শতদ্রুশ্চ গঙ্গা চ যমুনা তথা।
সরস্বতী চন্দ্রভাগা তথান্যাঃ সরিতো বরাঃ ॥ ৫ ॥
তাসাং নদীনাং পুণ্যানাং সলিলেন দিবঙ্গতং।
পিতরং তর্পয়ামাস ভরতঃ সসুহৃজ্জনঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ

সুবুদ্ধিসম্পন্ন ভরত এইরূপে নৃপবর পিতার দাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তদুদ্দেশে তর্পণজল প্রদানের উপক্রম করিলেন ॥ ১ ॥ তিনি পিতাকে জল দান করিবার নিমিত্ত পুণ্য জননী, পবিত্র তটিনী, মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিতা পুণ্যজলা শরযূ নামে নদীতে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর স্বজনগণ সমভিব্যাহারে সুপুণ্যা শরযূতে অবগাহন করিয়া ভরত প্রেতলোকগত জনকের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিলেন ॥ ৩ ॥ মহাত্মা ভরত যখন জনকের উদ্দেশে পুণ্য সলিলা শরযূ নদীর জল প্রদান করেন, তখন বিপাশা, শতদ্রু, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নদনদী সকল তাঁহার সন্নিধানে সমাগত হইলেন ॥ ৪ ॥ ॥ ৫ ॥ ভরত সেই সমুদয় তীর্থ একত্রিত দেখিয়া বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে সেই নদী সমূহের পবিত্র জল দ্বারা স্বর্গগত পিতা দশরথের তর্পণ ক্রিয়া সমাধান করিলেন ॥ ৬ ॥

স চ পৌরজনঃ সর্ব্বঃ সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ।
তর্পয়ামাস রাজানং সলিলেন বিধানতঃ॥ ৭॥
ততঃ কৃত্বোদকং সর্ব্বে পৌরজানপদা জনাঃ।
পৃথগাশ্বাসয়ামাসুর্ভরতং শোকলালসং॥ ৮॥
আশ্বাস্যমানৈস্তৈশ্চাপি ভরতঃ প্রযযৌ ততঃ।
তৈরেব সহিতোঽযোধ্যাং সীদমানো মুহুর্মুহুঃ॥ ৯॥
দূরাদেব চ তাং দৃষ্ট্বা দীনাতুরজনাবৃতাং।
পুরীমযোধ্যাং ভরতঃ পৌরান্ বচনমব্রবীৎ॥ ১০॥
গতে স্বর্গং নরপতৌ রামে চ বনমাশ্রিতে।
ভাতীয়ং মে নিরানন্দা শ্মশানসদৃশী পুরী॥ ১১॥
প্রমদা হতবীরেব বিনা চন্দ্রেণ শর্ব্বরী।
বিহীনা নরদেবেন পুরীয়ং ন বিরাজতে॥ ১২॥

অনুবাদ।

কি পুরজনগণ কি মন্ত্রিগণ, কি পুরোহিতগণ সকলে একত্রিত হইয়া বিধানানুসারে পবিত্র পানীয় দ্বারা মৃত মহারাজ দশরথের তর্পণ করিলেন॥ ৭॥ অনন্তর পুরজনগণ ও জানপদ প্রভৃতি সকলে নৃপতির উদকক্রিয়া সমাপান করিয়া শোক সাগরে নিপতিত ভরতকে একে একে সকলেই আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন॥ ৮॥ তৎপরে ভরত তাহাদিগের প্রবোধ বচনে আশ্বাসিত হইয়াও বার বার অবসন্ন হইতে লাগিলেন, পরে তাহাদিগের সকলের সহিত অযোধ্যা নগরে গমন করিলেন॥ ৯॥ ভরত দূরহইতে অতি দুঃখিত ও ব্যাকুলিত জন সমূহে পরিপূর্ণা অযোধ্যানগরীকে সন্দর্শন করিয়া সমভিব্যাহারি পুরবাসিদিগকে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১০॥ হে পৌরজন! মহারাজ পিতা দশরথের স্বর্গ গমনে ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের অরণ্য সমাশ্রয়ে আমাদিগের এই অযোধ্যানগরী একেবারে আনন্দ শূন্যা হইয়া শ্মশানের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ১১॥ পতি বিহীনা কামিনী যেমন শোভাহীনা, শশধর শূন্যা যামিনী যেমন শ্রীহীনা হয়, তাহার ন্যায় রাজা দশরথ শূন্যা এ পুরীর কোন শোভাই নাই॥ ১২॥

নেচ্ছাম্যেনামহং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং বা হতত্বিষং।
ইহৈব প্রায়মাশিষ্যে পিতুর্দ্দর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ১৩॥
কিং মে পিত্রা বিহীনস্য জীবিতেন সুখেন বা।
ইচ্ছামি জীবিতুং নাহ মনুযাস্যামি ভূমিপং॥ ১৪॥
অথ রাজ্ঞো মহামাত্যো ধর্ম্মপাল ইতি শ্রুতঃ।
পরিদেবয়মানং স ভরতং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৫॥
শোচতো মুহ্যতশ্চৈব মোঘং তে ভরত শ্রুতং।
অশ্রুতস্যেব তে নেদ মনুরূপং নৃপাত্মজ॥ ১৬॥
শোকং ভরত নাত্যর্থং নির্ব্বন্ধাৎ কর্ত্তু মর্হসি।
সর্ব্বস্বজননাশেঽপি ন হি শোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১৭॥
শোচতো রুদতশ্চৈব যদি নাম মৃতঃ পুনঃ।
সঞ্জীবেৎ স্বজনঃ কশ্চিদনুশোচেম সর্ব্বশঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

এই বিগতশ্রীঅযোধ্যা পুরীকে দেখিতেও ইচ্ছা হয় না, ইহাতে প্রবেশ করিতেও আমি ইচ্ছা করি না, পিতার দর্শন লালসায় প্রায় এই স্থানেই আমি অবস্থান করিব॥ ১৩॥ আমি পিতৃবিহীন হইয়াছি আমার আর প্রাণেই বা কায কি? সুখেই বা কায কি? সুতরাং জীবন ধারণ করিতে আমি ইচ্ছুক নহি, অদ্য মহারাজের সহিত অনুগমন করিব॥ ১৪॥ অনন্তর ধর্ম্মপাল নামে বিখ্যাত রাজার মহামাত্য, তিনি তখন ভরতকে এতাদৃশ বিলাপ পরায়ণ দেখিয়া এই কথা বলিলেন॥ ১৫॥ হে নৃপকুমার ভরত! আপনি যে প্রকার শোক করিতেছেন, ও যেরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সমস্তই ব্যর্থ, আমরা পণ্ডিতের নিকট শ্রুত আছি, যে অনভিজ্ঞ লোকে এইরূপ শোক করিয়া থাকে, অতএব আপনি বিজ্ঞ অজ্ঞের ন্যায় এরূপ কাতরতা প্রকাশ করা কি আপনার উপযুক্ত হইতে পারে?॥ ১৬॥ একান্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে যে ঘটনা হয় তাহাতে তুমি শোক করিতে যোগ্য হইতেছ, পণ্ডিত লোকেরা সর্ব্বস্বধন ও সমুদয় পরিজনের বিনাশেও এতাদৃশ শোক করেন না॥ ১৭॥ যদি অতিশয় শোক করিলে, কিম্বা নিরন্তর রোদন করিলে মৃত আত্মীয় ব্যক্তি পুনর্ব্বার জীবিত হয়, এমত জানিতে পারি, তবে তুমি কেন, আমরা দেশবাসি সকলের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে রোদন করিতে যোগ্য হই॥ ১৮॥

যদা ত্ববশ্যং যাতব্যং সর্ব্বৈর্দেহিভিরাগতৈঃ।
মৃত্যুকালে তদা শোকে নাস্তি সামর্থ্যমণ্বপি॥ ১৯॥
এহ্যাশু ত্বং সহাস্মাভি রযোধ্যাং প্রবিশ প্রভো।
স্বজনং শোকসন্তপ্তং তমাশ্বাসয় মা শুচঃ॥ ২০॥
ততোঽনন্তরমেব ত্বং স্বর্গতস্য মহীপতেঃ।
শ্রাদ্ধকর্ম্মবিধানানি বিধিবৎ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২১॥
ত্বং হ্যদ্য নাথঃ সর্ব্বেষা মস্মাকং স্বজনস্য চ।
শোচিতুং নার্হস্যতস্ত্বং প্রজানাং নাথতাঙ্গতঃ॥ ২২॥
এবমুক্তঃ স বিপ্রেণ ধর্ম্মপালেন ধার্ম্মিকঃ।
প্রবিবেশঃ নিরানন্দা মযোধ্যাং সপদানুগঃ॥ ২৩॥
বিশূন্যচত্বরপথাং বিধ্বস্তবিপণাপণাং।
শোকাতুরজনাকীর্ণাং দীনস্বনবিনাদিতাং॥ ২৪॥

অনুবাদ।

যখন নিশ্চয়ই আছে যে দেহ ধারণ করিলেই অবশ্য সকলকে নিধন প্রাপ্ত হইতে হইবে, তখন এক বিন্দুও শোক করা আমাদিগের উচিত নহে॥ ১৯ ॥ হে প্রভো! আপনি আমাদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়া সত্বর অযোধ্যানগরে প্রবেশ করুন, বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ সকলেই শোকে একান্ত কাতর হইয়াছে, তাহাদিগকে আশ্বাসিত করুন্, আপনি স্বয়ং আর এতশোক করিবেন না॥ ২০ ॥ ইহার পর আপনি বিধানানুসারে সুরলোক গত ভূপতির শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি বিধি পূর্ব্বক সম্পাদন করিতেযোগ্য হউন্॥ ২১ ॥ হে ভরত! অদ্য আপনিই আমাদিগের ও স্বজনগণের নাথ হইলেন, অতএব আপনার শোক করা আর কোনমতেই উচিত হয় না। এক্ষণে আপনি প্রজাদিগের স্বামীত্ব পদপ্রাপ্ত হউন ॥ ২২ ॥ মহাধার্ম্মিক ভরত মন্ত্রিপ্রধান ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপালের মুখে এই সকল কথা শ্রবণে অনুচরজনগণেবেষ্টিত হইয়া আনন্দ শূন্য অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন॥ ২৩ ॥ অযোধ্যানগরীয় প্রাঙ্গন ভূমি ও পথ সকল মানব শূন্য হইয়াছে, হাট বাজার সকল দ্রব্য শূন্য রহিয়াছে, সকল লোকই শোকে নিতান্ত কাতর, সকলেই আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছে॥ ২৪ ॥

ততো বিবেশ স্বজনেন সংবৃতঃ
পিতুর্নিবেশং ভরতোঽতিদুঃখিতঃ।
বিহীনমিন্দ্রপ্রতিমেন রাজ্ঞা
গতোৎসবাকারমিবাতিনিষ্প্রভং ॥ ২৫ ॥
প্রবিশ্য তস্মিংশ্চ পিতুর্নিবেশনে
তৃণানি সংস্তীর্য্য দশাহমাতুরঃ।
ততঃ স সুষ্বাপ তমেব চিন্তয়ন্
পিতুর্বিনাশং ভরতঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে উদকদানং নাম
পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর ভরত যৎপরোনাস্তি দুঃখিতান্তঃকরণে স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পিতৃ ভবনে প্রবেশ করিলেন, ইন্দ্র সমান রাজা দশরথ বিহীন রাজভবন শূন্য হইয়াছে, তথায় কোন উৎসব চিহ্ন মাত্র নাই, সুতরাং একান্ত প্রভাশূন্য লক্ষিত হইতেছে॥ ২৫ ॥ অনন্তর প্রতাপশালী ভরত সেই পিতৃ ভবনে প্রবেশ করিয়া সকাতরে তথায় তৃণ শয্যা প্রস্তুত করিলেন ও সেই পিতৃনিধন চিন্তা করতঃ দশ দিবস তাহাতেই শয়ন করিয়া থাকিলেন॥ ২৬ ॥

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
উদকদান নামে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৮৫ ॥

——co——

ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ।

সমতীতে দশাহে তু কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।
চক্রে দ্বাদশিকং শ্রাদ্ধঃ ত্রয়োদশিকমেব চ॥ ১॥
দদৌ চোদ্দিশ্য পিতরং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং তদা।
মহার্হাণি চ বস্ত্রাণি গাশ্চ বাহনমেব চ॥ ২॥
যানানি দাসীদাসাংশ্চ বেশ্মানি বসুমন্তি চ।
ভূষণানি চ মুখ্যানি রাজ্ঞস্তস্যৌর্দ্ধদেহিকে॥ ৩॥
ত্রয়োদশাহেঽতীতে তু কৃতে চানন্তরে বিধৌ।
সমেতা মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে ভরতং বাক্যমব্রুবন্॥ ৪॥
গতঃ স নৃপতিঃ স্বর্গং ভর্ত্তাসীদ্যো গুরুশ্চ নঃ।
প্রব্রাজ্য দয়িতং পুত্রং রামং লক্ষ্মণমেব চ॥ ৫॥
ত্বমদ্য ভব নো রাজা ধর্ম্মতো নৃবরাত্মজ।
প্রাপ্নোতি নাপদং যাবদিদং রাষ্ট্রমরাজকং॥ ৬॥

অনুবাদ।

এইরূপে দশ দিবস অতীত হইলে পর রাজকুমার ভরত শুদ্ধ হইয়া ক্রমে দ্বাদশ দিবসীয় ও ত্রয়োদশ দিবসীয় শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপন করিলেন অর্থাৎ দ্বাদশ দিবসীয় পূরক্ পিণ্ডদান, ক্ষৌরকর্ম্ম ক্রিয়া, দ্বাদশাহে, ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করিলেন॥ ১॥ ভরত শ্রাদ্ধোপলক্ষে পিতার স্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন, মহামূল্য নানা প্রকার বস্ত্র বিতরণ করিলেন, গো সমূহ হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি বাহন সমুদায়, সিবিকা প্রভৃতি যান নিবহ, অসংখ্য দাসদাসী-গণ, নানা সম্পত্তিযুক্ত গৃহসকল, প্রধান প্রধান আভরণ সকল, ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিলেন॥ ২॥ ॥ ৩॥ ত্রয়োদশ দিবস অতীত হইলে পর আনন্তর্য্য কার্য্য সমাধান করিবার অভিপ্রায়ে সকল মন্ত্রিগণ একত্রিত হইয়া ভরতকে এই কথা বলিলেন॥ ৪॥ হে ভরত! রাজাধিরাজ দশরথ আমাদিগের ভরণ পোষণের কর্ত্তা অথচ গুরু ছিলেন, তিনি প্রিয় সন্তান শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়া আপনি স্বর্গ লোকে গমন করিয়াছেন॥ ৫॥ হে অধিরাজ তনয়! অতএব অদ্য রাজ ধর্ম্মানুসারে আপনিই আমাদিগের রাজা হউন, এই অরাজক রাজ্য যে পর্য্যন্ত কোন আপদ প্রাপ্ত না হয়॥ ৬॥

আভিষেচনিকং দ্রব্যমিদমাদায় সর্ব্বশঃ।
রাজানমভিষেক্তুং ত্বা মিচ্ছন্তি নৃপমন্ত্রিণঃ ॥ ৭ ॥
ইদং রাজ্যং গৃহাণ ত্ব মন্বয়ক্রমাগতং।
অভিষেচয় চাত্মানং পাহি চাস্মান্ নরাধিপ ॥ ৮ ॥
ইত্যুক্তো ভরতো দ্রব্য মাভিষেচনিকং তদা।
মঙ্গলার্থং সমালভ্য রাজ্ঞস্তান্ মন্ত্রিণোঽব্রবীৎ ॥ ৯ ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতুঃ সদা রাজ্য মামনোরুচিতং কুলে।
ভবন্তো বক্তুমর্হন্তি নৈবং মামাকুলা ইব ॥ ১০ ॥
ভ্রাতা মে গুণবান্ জ্যেষ্ঠো রাজা ভবিতুমর্হতি।
রাজধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠো রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ১১ ॥
নান্যো নিযোজ্যো যুষ্মাভিঃ স নো রাজা ভবিষ্যতি।
বনে ত্বহং নিবৎস্যামি নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

রাজমন্ত্রিরা সকলে চারিদিকে অভিষেকের উপযুক্ত সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী হস্তে ধারণ করিয়া তোমাকে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৭ ॥ হে নরাধিপ! তোমার বংশ পরম্পরা ক্রমাগত এই রাজ্য তুমি গ্রহণ করহ, তুমি তোমার আত্মাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আমাদিগকে প্রতি পালন করহ ॥ ৮ ॥ তখন ভরত মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া মঙ্গল জনক অভিষেক দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হইয়া রাজমন্ত্রিদিগকে বলিলেন ॥ ৯ ॥ মনুপর্য্যন্ত আমাদিগের বংশে এই প্রথা প্রচলিত আছে, যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব আপনারা ব্যাকুলিতের ন্যায় আমাকে এমন কথা কেমন করিয়া বলিতেছেন, অর্থাৎ আমাকে রাজা হইতে বলা আপনাদিগের কখন উচিত হয়না ॥ ১০ ॥ পদ্ম পলাশ নয়ন রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র রাজধর্ম্ম বিলক্ষণ বিদিত আছেন, ঈদৃশ অশেষ গুণনিধান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রই রাজা হইবার যোগ্য পাত্র হয়েন ॥ ১১ ॥ অতএব আপনারা আমাকে রাজা হইবার জন্য নিয়োগ করিবেন না, শ্রীরামচন্দ্রই আমাদিগের রাজা হইবেন, তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া আমি বরং চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব ॥ ১২ ॥

যুজ্যতামাশু মহতী সেনাদ্য চতুরঙ্গিণী।
আনয়িষ্যাম্যহং শ্রেষ্ঠং ভ্রাতরং রাঘবং বনাৎ॥ ১৩॥
আভিষেচনিকং দ্রব্যং সর্ব্বমেতদশেষতঃ।
পুরস্কৃত্য গমিষ্যামি ভবদ্ভিঃ সহিতো বনং॥ ১৪॥
তত্রৈব চ নরব্যাঘ্র মভিষিচ্য পুরস্কৃতং।
আনয়িষ্যাম্যহং রামং হব্যবাহমিবাধ্বরে॥ ১৫॥
ন সকামাং করিষ্যামি জননীং রাজ্যগর্দ্ধিনীং।
বনে বৎস্যাম্যহং দুর্গে রামো রাজা ভবিষ্যতি॥ ১৬॥
ক্রিয়তাং শিল্পিভিঃ পন্থাঃ সমো মে বিষমাধ্বনি।
দেশকালপথিজ্ঞাশ্চ কুশলা যান্তু মেঽগ্রতঃ॥ ১৭॥
ইত্যেবং ভরতং ধর্ম্ম্যং ভাষমাণং বচস্তদা।
প্রত্যূচুর্হৃষ্টরোমাণঃ সর্ব্বে তে নৃপমন্ত্রিণঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

অদ্য আপনারা অতি সত্বর চতুরঙ্গিণী সেনাকে সজ্জিত হইতে অনুমতি করহ, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথকে বনে হইতে গৃহে আনয়ন করিব॥ ১৩॥ আমি আপনাদিগের সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া অভিষেকের অশেষবিধ দ্রব্য সামগ্রী সমুদয় অগ্রে করতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য বনে গমন করিব॥ ১৪॥ লোকেরা যজ্ঞ ভূমিতে হব্যবাহকে আহ্বান করিয়া যে রূপ আনয়ন করে, অদ্য আমি সেইরূপ নরোত্তম রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে সেই স্থানেই অভিষেক করিয়া যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক অযোধ্যায় আনয়ন করিব॥ ১৫॥ আমি রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী জননীকে কোনমতেই সকামা করিব না, আমি শ্রীরামের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া ঘোরতর নিবিড় অরণ্য মধ্যে বাস করিব, শ্রীরামচন্দ্র এখানে রাজা হইবেন॥ ১৬॥ আপনারা কর্ম্মকুশল শিল্পকরদিগকে অনুমতি করুন, যেন তাহারা পথিমধ্যে যে সকল স্থান উন্নতানত আছে তাহা সমান করিয়া রাখে, এতদ্ব্যতিরিক্ত যাহারা দেশকাল পথ বিলক্ষণ বিদিত আছে, এমন সকল কার্য্য কুশল লোক আমার অগ্রে অগ্রে গমন করুক্॥ ১৭॥ যখন ভরত এই প্রকার ধর্ম্মানুযায়ি বাক্যগুলি বলিতে লাগিলেন, তখন রাজমন্ত্রীরা সকলে লোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ১৮॥

এবং তে ভাষমাণস্য পদ্মা শ্রীরুপতিষ্ঠতু।
যস্ত্বং ভ্রাত্রে শ্রিয়ং দাতুং জ্যেষ্ঠায়েচ্ছসি রাঘব ॥ ১৯ ॥
অনুত্তমং তে বচনং নৃপাত্মজ
প্রজল্পতঃ সংশ্রবণে নিশম্য তু।
প্রহর্ষজাঃ সংপ্রতি বাষ্পবিন্দবঃ
পতন্তি রাজাত্মজ নেত্রসম্ভবাঃ ॥ ২০ ॥
যুক্তার্থং বচনমিদং নিশম্য হৃষ্টা
তেঽমাত্যাঃ সপরিষদোঽব্রুবংস্তদা তং।
পন্থানং নববর ভক্তিমজ্জনস্য
ব্যাদিষ্টস্তব বচনাচ্চ শিল্পিবর্গঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতভক্তির্নাম
ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ।

হে রঘুকুল প্রদীপ! আপনি যেপ্রকার ধর্ম্মসম্মিত কথা বলিলেন ইহাতে শ্রীশ্রীকমলা দেবী সর্ব্বদা আপনার প্রতি সুপ্রসন্না থাকুন্, যেহেতু আপনি জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে রাজলক্ষ্মী প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ১৯ ॥ হে নৃপকুমার! আপনার প্রমুখতঃ শ্রবণপুটে অমৃতময় এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এক্ষণে আমাদিগের নয়ন সম্ভূত আনন্দজাত অশ্রুবিন্দু সকল নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ২০ ॥ মন্ত্রিগণ, সামাজিকসভ্যজনগণ সকল, রাজনন্দন ভরতের যুক্তিযুক্ত এতদ্বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত মনে তখন তাঁহাকে বলিলেন, হে নরবর! আপনি যথার্থ সীতাকান্তে একান্ত ভক্তিমন্ত, আপনার অনুমতি ক্রমে পথের পরিষ্কার করণার্থ শিল্পকরের পরিচয় প্রদান করিতেছি ॥ ২১ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতের ভক্তি নামে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৮৬ ॥

——00——

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ।

অথ ভূমিপ্রদেশাজ্ঞাঃ সূত্রকর্ম্মবিশারদাঃ।
স্বকর্ম্মনিরতাঃ পৌরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা॥ ১॥
কর্ম্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা মার্গকোবিদাঃ।
তথা বর্দ্ধকিনশ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষরোপকাঃ॥ ২॥
কূপকারাঃ সভাকারা বংশকর্ম্মকৃতস্তথা।
সমর্থা যে বিশিষ্যন্তে সর্ব্বতঃ সংপ্রতস্থিরে॥ ৩॥
বিষমাণি সমীকুর্ব্বন্ ছেদয়ংশ্চ পথি দ্রুমান্।
সেনাপতির্যযাবগ্রে ভরতস্য প্রযাস্যতঃ॥ ৪॥
স তু হর্ষাৎ সমুৎক্রোশন্ জনৌঘো বিপুলো মহান।
অশোভত মহাবেগঃ পর্ব্বণীব জলাশয়ঃ॥ ৫॥

অনুবাদ।

অনন্তর পুরবাসি জনগণের মধ্যে যাহারা পৃথিবীর প্রদেশ সকল অবগত ছিল, যাহারা সূত্র কর্ম্মে সুনিপুণ, যাহারা মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদন করে, যে সকল লোক খনিত্র কর্ম্ম করিতে সক্ষম, যাহারা যন্ত্রদ্বারা কাষ্ঠ কুঁদিতে পারে॥ ১॥ যাহারা কর্ম্মান্তিক অর্থাৎ লৌহ দ্রব্যাদি গঠনে নিপুণ, যে সকল লোক ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ করিতে সম্যক্ সমর্থ, যে সকল লোকেরা পথ বিজ্ঞানে বিলক্ষণ বিচক্ষণ, যাহারা রথ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ, যাহারা বিশুদ্ধ পথ অবগত ছিল, যে সকল মনুষ্য বৃক্ষ রোপণে সুনিপুণ॥ ২॥ যাহারা কূপখননে সক্ষম, যে সকল মনুষ্য সমাজ প্রস্তুত করিতে জানে, যাহারা বংশ কর্ম্মে নিযুক্ত এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য কর্ম্মে যাহারা বিশেষ রূপে সমর্থ আছে, সেই সকল লোক অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করুক্॥ ৩॥ যে সকল পথ অতিশয় উন্নতানত, তাহা সমুদয় সমান করুক্, পথিমধ্যে যে সকল বৃক্ষ পতিত হইয়াছে, সে সমুদয় ছেদন করুক্, এইরূপে গমনোদ্যত নৃপকুমার ভরতের অগ্রে অগ্রে সেনাপতি সকলে গমন করুক্॥ ৪॥ অতি সুমহান সেই অসীম আনন্দ হেতু জনসমূহের চীৎকার ধ্বনি সম্ভূত হইল, যেমন পর্ব্বদিনে প্রবৃদ্ধ মহাবেগে জলাশয়ের অতিশয় জলকল্লোল ধ্বনি উপস্থিত হয়॥ ৫॥

তে তে স্বং স্বমধিষ্ঠায় কর্ম্ম কর্ম্মবিশারদাঃ।
করণৈর্ব্বহুভির্যুক্তাঃ পরিতশ্চক্রমুর্জ্জনাঃ ॥ ৬ ॥
সেনানিবেশান্ বিবিধাননুমার্গং বিধানতঃ।
কুর্ব্বন্তঃ শোধয়ন্তশ্চ পন্থানং গহনে বনে ॥ ৭ ॥
চিচ্ছিদুঃ শৈলসঙ্কাশান্ ক্বচিদ্বৃক্ষান্ পরশ্বধৈঃ।
অবৃক্ষেষু চ দেশেষু কেচিদ্বৃক্ষানরোপয়ন্ ॥ ৮ ॥
লতাবিতানগুল্মাংশ্চ শলাকাকাশপর্ব্বতান্।
কেচিৎ কুঠারৈষ্টঙ্কৈশ্চ দাত্রৈশ্চৈব প্রচিচ্ছিদুঃ ॥ ৯ ॥
অপরে বীরণস্তম্বান্ বলিনো বলবত্তরান্।
বিদলন্তি স্ম কুদ্দালৈঃ স্থলানি চ সমন্ততঃ ॥ ১০ ॥
তথা কণ্টকদুর্গাংশ্চ পথশ্চক্রুরকণ্টকান্।
শ্বভ্রাণি পূরয়ামাসুঃ কূপাংশ্চৈব তথাপরে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

স্বস্বকর্ম্মে সুনিপুণ সেই সেই লোক সকল আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদনের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থাৎ তৎকর্ম্ম সাধনোপযুক্ত বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করতঃ চতুর্দ্দিক হইতে নির্গত হইল ॥ ৬ ॥ সকলে গমন করিতে করিতে পথি মধ্যে বিধানানুসারে সেনানিবেশ জন্য বিবিধ পথ, ও মণ্ডপ সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া সজ্জিত করিতে লাগিল, গহন বন মধ্যে হিংস্র জন্তু নিরাকরণ পূর্ব্বক পথ সকল সংশোধন করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ কোন প্রদেশে পরশু দ্বারা পর্ব্বত সমান অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল ছেদন করিয়া ফেলিল, কোথাওবা বৃক্ষ শূন্য স্থানে বৃক্ষ সকল রোপন করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ পথি মধ্যে যেখানে লতাপাশ জড়িত হইয়াছিল যেখানে গুল্ম সকল উচ্ছ্রিত হইয়াছিল, যেখানে পর্ব্বত সমান শলাকাবন ও কাশবন জন্মিয়াছিল, কতকগুলি লোকে কুঠার দ্বারা ও পরশু দ্বারা এবং দাত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ৯ ॥ অতিশয় বলশালী অপর কতকগুলি লোকে কুদ্দালপাণী হইয়া বহুদূর প্রাপ্ত বীরণ ঝাড় সকল দলন করিতে লাগিল. ও চারিদিক্ পরিষ্কৃত স্থল করিয়া দিল ॥ ১০ ॥ অন্যান্য কতিপয় লোক কণ্টক বৃক্ষ পরিপূর্ণ দুর্গম পথ সকল নিষ্কণ্টক করিল, পথিমধ্যে যে সকল গহ্বর ছিল মৃত্তিকা দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া সমান করিল, ও স্থানে স্থানে কূপ সকল খনন করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

নিম্নদেশাংস্তথা চান্যে সমাংশ্চক্রুঃ সমন্ততঃ।
সংক্রমাংশ্চাপ্যকুর্ব্বংস্তে তীর্থানি চ সহস্রশঃ॥ ১২॥
নদীতীরতটোচ্ছ্রায়ান্ প্রকুর্ব্বন্তঃ সমাংস্তথা।
অনুমার্গং যযুঃ পূর্ব্বং খনকা ভরতাজ্ঞয়া॥ ১৩॥
ববন্ধুর্বন্ধনীয়াংশ্চ ক্ষোভ্যান্ সঞ্চুক্ষুভুস্তথা।
জলাশয়াংস্তথা চক্রুর্ন চিরেণ বহূদকান্॥ ১৪॥
সাগরপ্রতিমান্ মার্গে স্থতীর্থান্ বিমলোদকান্।
চক্রুর্দ্দেশেষু দেশেষু পদশঃ পঞ্চতোরণান্॥ ১৫॥
উদপানান্ বহুবিধান্ বেদিকাপরিবারিতান্।
স সুধাকুট্টিমতলঃ প্রপুষ্পিতমহীরুহঃ॥ ১৬॥
মত্তহৃষ্টদ্বিজগণঃ পতাকাভিরলংকৃতঃ।
চন্দনেন চ সংসিক্তো নানাকুসুমভূষিতঃ॥ ১৭॥

অনুবাদ

অপরাপর কতিপয় লোকে পথি মধ্যে যে সকল স্থান নিম্ন ছিল, তাহা সমান করিতে লাগিল এবং সহস্র সহস্র দুর্গম্য জলাশয়ের ঘাটকে অনায়াসে অবতরণের যোগ্য করিয়া দিল, অপর নদ্যাদি উত্তীর্ণ হইবার জন্য সেতু বন্ধন করিল॥ ১২ ॥ কতিপয় খনক অত্যুন্নত নদীতীরকে খনন করিয়া সমান করিতে লাগিল, নৃপকুমার ভরতের অনুমতি ক্রমে পথি মধ্যে ইহারা সকলেই গমন করিল॥ ১২ ॥ যে সকল জলাশয়ের বন্ধন করা উচিত বোধ হইল তাহারা তাহারদিগের উপর বাঁধ দিল, যাহাদিগকে অগাধ বোধ হইল তাহাদিগকে গাধ করিয়া ক্ষুব্ধ করিল, যে সকল জলাশয়ে অল্প জল ছিল তন্মধ্যে অনেক জল করিল॥ ১৪ ॥ রাজানুচরেরা পথি মধ্যে স্থানে স্থানে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল জল পরিপূর্ণ, শোপান শ্রেণী সুশোভিত সাগর সমান জলাশয়যুক্ত পাঁচটী তোরণ প্রস্তুত করিল॥ ১৫ ॥ নানাস্থানে সেনারা বহুবিধ কূপ প্রস্তুত করিয়া বেদি দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিল। স্থানে স্থানে অবস্থানের উপযুক্ত সুধা লিপ্ত কুট্টিম ও বিকশিত কুসুমযুক্ত বৃক্ষ সকল রোপণ করিল॥ ১৬ ॥ সেই পথ চন্দন বারি দ্বারা অভিষিক্ত করিল, নানাবিধ পুষ্প রচিত মালায় বিভূষিত হইল, পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত হইল, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহাতে ব্রাহ্মণগণ গমন করিতে লাগিলেন॥ ১৭ ॥

বহ্বশোভত সেনায়াঃ পন্থাঃ স্বর্গপথোপমঃ।
আজ্ঞায় চ যথাজ্ঞপ্তং স্থাপিতাধিকৃতাঃ পথি ॥ ১৮ ॥
রমণীয়প্রদেশেষু বহুস্বাদুফলেষু চ।
নিবেশো যো হ্যভিপ্রেতো ভরতস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
ভূয়স্তং শোধয়ামাসুর্ভূষাভিশ্চাপ্যভূষয়ন্।
নক্ষত্রেষু প্রশস্তেষু মুহূর্ত্তে চৈব তদ্বিদঃ ॥ ২০ ॥
নিবেশং স্থাপয়ামাসুর্ভরতস্য মহাত্মনঃ।
স দেশো নীরজশ্চাসীৎ পুরুষৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ২১ ॥
যন্ত্রেন্দ্রকীলপরিখাপ্রতোলীপরিশোভিতঃ।
প্রাসাদযানসংযুক্তঃ সৌধপ্রাকারসংবৃতঃ ॥ ২২ ॥
পতাকাশোভিতঃ শ্রীমান্ সুনির্ম্মিতমহাপথঃ।
গৃহৈস্তমম্ভিরিব খং সবিটঙ্কবিতানকৈঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

সুরপুরে গমনাগমনের উপযুক্ত পথের ন্যায় সেনাদিগের সেই বিস্তীর্ণ পথ শোভা পাইতে লাগিল, অধিকৃত বর্গেরা পথের মধ্যে মধ্যে নৃপতনয়ের আজ্ঞানুযায়ি লোক সকল নিযুক্ত করিয়া রাখিল ॥ ১৮ ॥ পথের যে সকল রমণীয় প্রদেশ, যেখানে নানা প্রকার সুস্বাদু ফললাভ হইতে পারে, সেই সেই স্থানে মহাত্মা ভরতের যেমন অভিপ্রায় তদনুরূপ উপনিবেশ সকল সংস্থাপিত হইল ॥ ১৯ ॥ শুভ নক্ষত্রে মাঙ্গলিক মুহূর্ত্তে ভূষণ কার্য্যে নিপুণ লোকেরা বহুবিধ ভূষণাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া পুনর্ব্বার সুশোভিত করিল ॥ ২০ ॥ মহাত্মা ভরতের যে সকল স্থানে নিবেশ স্থান হইবে সেই সেই স্থান বিবিধ জনগণে পরিপূর্ণ হইল ও জলসেক দ্বারা ধূলি শূন্য হইল ॥ ২১ ॥ উপনিবেশ সকল যন্ত্র ইন্দ্রকীল আকার পরিখা বেষ্টিত দুর্গ অর্থাৎ গড়ের ন্যায় হইল, ও উৎকৃষ্ট পথ দ্বারা সুশোভিত প্রাসাদের উপরি ভাগে উত্থিত হইবার উপযুক্ত স্থানে সংযুক্ত হইল, ও ইষ্টকময় অট্টালিকা প্রাচীরে পরিবৃত হইল ॥ ২২ ॥ উপনিবেশ ভবনের চারিদিকে পতাকা সকল উড্ডীমান হইতে লাগিল, সম্মুখে চতুষ্পথ প্রস্তুত হইল, গৃহ সকল এমনি উন্নত বিস্তীর্ণও বোধ হয়, যেন আকাশমণ্ডলকে স্পর্শ করিতেছে, আর কত কত বস্ত্রগৃহও সঙ্গে লইতে অনুমতি হইল। ২৩ ॥

সমুচ্ছ্রিতপতাকৈশ্চ শক্রসঘোপমৈর্বৃতঃ।
জাহ্নবীং তু সমাসাদ্য বিবিধদ্রুমকাননাং ॥ ২৪ ॥
সচন্দ্রতারাগণমণ্ডিতো যথা
ক্ষপাগমে বীতমলো বিরাজতে।
নক্ষত্রমার্গঃ স তথা ব্যরাজত
ক্রমেণ পন্থাঃ শতশিল্পিনির্ম্মিতাঃ ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে মার্গসংস্কারো নাম
সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ।

অশেষ বিধ বৃক্ষলতা সংকুল উপবনে আবৃত, গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইয়া প্রণালী সকল বহিতে লাগিল, এবং সমুচিত উদ্দণ্ড পতাকা পরিশোভিত ইন্দ্র ভবনের যেরূপ শোভা হয়, রাজকুমারের উপনিবেশেরও তাদৃশ শোভা হইল ॥ ২৪ ॥ রজনীর অবসানে নির্ম্মল নক্ষত্রপতি চন্দ্র তারাগণে মণ্ডিত হইলে যে রূপ দীপ্তিপান, ক্রমে ক্রমে শত শত শিল্পকার্য্য নিপুণ জনগণে বিনির্ম্মিত মণ্ডপাদি দ্বারা সেই পথ তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিগিল ॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
মার্গ সংস্কার নামে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৮৭ ॥

——oo——

অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ।

তামার্য্যজনসংপূর্ণাং ভরতপ্রগ্রহাং সভাং।
দদর্শ বুদ্ধিসম্পন্নো বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠভাগৃষিঃ ॥ ১ ॥
আসনানি যথান্যায়মার্য্যাণাং জুষতাং ততঃ।
বভৌ রূপং ঘনাপায়ে দ্যোততাং জ্যোতিষামিব ॥ ২ ॥
ততশ্চ রাজপ্রকৃতীঃ সমাগ্রাঃ প্রেক্ষ্য ধর্ম্মবিৎ।
ইদং পুরোহিতো বাক্যং ভরতং প্রত্যভাষত ॥ ৩ ॥
তাত রাজা দশরথঃ স্বর্গতো ধর্ম্মমাচরন্।
ধনধান্যবতীং স্ফীতাং প্রদায় পৃথিবীং তব ॥ ৪ ॥
রামস্তথা সত্যধৃতিঃ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্।
নাজহাৎ পিতুরাদেশং লক্ষ্মীং শীতাংশুমানিব ॥ ৫ ॥
পিত্রা ভ্রাত্রা চ তে দত্তং রাজ্যং নিহতকণ্টকং।
তদ্ভুঙ্ক্ষ মুদিতামাত্যমভিষেকমবাপ্নুহি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর সুবুদ্ধি সম্পন্ন মাননীয় ভগবান বশিষ্ঠ মুনি, বন্ধু বান্ধব স্বজনগণে পরিপূর্ণ মহতী সভায় নৃপকুমার ভরত উপবিষ্ট রহিয়াছেন দর্শন করিলেন ॥ ১ ॥ তথায় যিনি যেমন গৌরবান্বিত তদুপযুক্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত আসনে সমাসীন, মাননীয় মানবগণের রূপ, মেঘাবসানে জ্যোতিষ্মানদিগের রূপের ন্যায় অধিকতর দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ২ ॥ পরে ধর্ম্মাত্মা কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ঋষি তথায় সমুপস্থিত হইয়া নৃপতির সমগ্র প্রকৃতি মণ্ডপের সমক্ষে নৃপকুমার ভরতকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩ ॥ হে তাত! তোমার পিতা মহারাজা দশরথ চিরকাল ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ পরিশেষে ধন ধান্যবতী অতিমহতী এই বসুমতী তোমাকে প্রদান করিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ শ্রীরামচন্দ্র নিতান্ত সত্যসন্ধ, তিনিও সাধুলোকের ধর্ম্ম স্মরণ করতঃ শীতাংশুমানের শোভিত শ্রী পরিত্যাগের ন্যায় পিতৃ নিদেশকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ পিতার অনুমতি পালন করিতে বনে গমন করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ তোমার পিতা ও ভ্রাতা ইঁহারা তোমাকে নিরাপদ নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তুমি ইহা ভোগ করহ, তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হও, তোমার অভিষেকের জন্য মন্ত্রিগণ একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেই আনন্দিত হইবে ॥ ৬ ॥

উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেরলাঃ।
দণ্ডধারাশ্চ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তু তে॥ ৭॥
তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং শোকেনাতিপরিপ্লুতঃ।
জগাম মনসা রামং ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষয়া॥ ৮॥
স বাষ্পকলয়া বাচা কলহংসস্বরো যুবা।
নিজগাদ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতং॥ ৯॥
চরিতব্রহ্মচর্য্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ।
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো হরেৎ॥ ১০॥
কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্রাজ্যাপহারকঃ।
রাজ্যঞ্চাহঞ্চ রামস্য ধর্ম্মং বক্তুমিহার্হসি॥ ১১॥
জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্ম্মাত্মা দিলীপনহুষোপমঃ।
লব্ধুমর্হতি কাকুৎস্থো রাজ্যং দশরথো যথা॥ ১২॥

অনুবাদ।

হে ভরত! এক্ষণে উত্তর দিক্‌বাসী ও পূর্ব্ব পশ্চিম দিক্‌বাসী ও দক্ষিণ দিক্‌বাসী এবং কেরল অর্থাৎ মলবার বাসী নৃপতি সকল আর সামুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রোপদ্বীপ বাসী রাজারা সকলেই তোমাকে করস্বরূপ নানারত্ন উপহার প্রদান করুক্॥ ৭॥ ধর্ম্মশীল ভরত পুরোহিতের এই কথা শ্রবণে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া ধর্ম্মলাভ কামনায় মনে মনে শ্রীরাম সন্নিধানে গমন করিলেন, অর্থাৎ রামকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ৮॥ যুবা কল হংস স্বর সমান সুমধুর স্বরসম্পন্ন ভরত বাষ্পাকুলিত গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, এবং সভামধ্যে বশিষ্ঠ পুরোহিতের অনেক নিন্দা করিলেন॥ ৯॥ যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, বিদ্যারসে নিমগ্ন আছেন, যিনি ধর্ম্ম পালনে একান্ত যত্নশীল হইয়াছেন, সুবুদ্ধিসম্পন্ন সেই শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য কি হরণ করা আমার উচিত?॥ ১০॥ আমি মহাত্মা রাজা দশরথ হইতে জন্মলাভ করিয়া কেমনকরে রাম রাজ্যের অপহারক হইব, আমি ও রাজ্য এ উভয়ই রামচন্দ্রের কি না আপনি এই ধর্ম্ম কথা বলিতে যোগ্য হউন্॥ ১১॥ ধর্ম্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র আমার বয়সে জ্যেষ্ঠ ও গুণগণে শ্রেষ্ঠ, তিনি দিলীপ নহুষ প্রভৃতি নৃপতিদিগের ন্যায় পরাক্রান্ত হয়েন, অতএব এ রাজ্য পিতা দশরথ যে প্রকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রও এ রাজ্য লাভ করিবার যোগ্য হইবেন॥ ১২॥

অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্য্যাং পাপমহং যদি।
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো ভবেয়ং কুলপাংসনঃ॥ ১৩॥
যন্মে মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদভিরোচয়ে।
ইহস্থোহহং বনস্থং তং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১৪॥
রামমেবানুগচ্ছামি স রাজা দ্বিপদাম্বরঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং রাঘবো রাজ্যমর্হতি॥ ১৫॥
যদি ত্বার্য্যং ন শক্নোমি বিনিবর্ত্তয়িতুং বনাৎ।
অহং তত্রৈব বৎস্যামি যথাসৌ লক্ষ্মণস্তথা॥ ১৬॥
অযোধ্যায়ামহং বস্তুং নোৎসহে ভ্রাতরং বিনা।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠগুণং রামং জ্যেষ্ঠং কমললোচনং॥ ১৭॥
পিত্রা ভুক্তা নৃপশ্রীর্হি দায়াদ্যং তস্য ধীমতঃ।
নাভিপত্তুং ময়া শক্যা সাবিত্রী বৃষলৈরিব॥ ১৮॥

অনুবাদ।

যদি আমি লোক তন্দনিঅস্বর্গ্য নরক সাধনোপযোগী এই পাপ করি, তাহা হইলে ইক্ষ্বাকু বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুলপাংসন হইব!॥ ১৩ ॥ আমার জননী যে পাপাচরণ করিয়াছেন, কোনমতেই আমার তদাচরণে রুচি নাই, আমি এখানে থাকিয়াই সেই অরণ্যবাসী রঘুনাথকে কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণাম করিতেছি॥ ১৪ ॥ আমি শ্রীরামচন্দ্রেরই অনুগমন করিলাম, সেই নরোত্তমই এই রাজ্যের রাজা, কেবল এই রাজ্য কি? তিনি ত্রিলোকের রাজ্য ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন॥ ১৫ ॥ যদি আমি শ্রীরামচন্দ্রকে বন হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিতে না পারি, তবে যেখানে রঘুনাথ লক্ষ্মণ সহিত বাস করিতেছেন, আমিও সেই স্থানে বাস করিব॥ ১৬ ॥ পদ্মপলাশ লোচন সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগরে বাস করিতে আমার কোন মতেই উৎসাহ হয় না,॥ ১৭ ॥ পিতা যে রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার উত্তরাধিকারী সেই রামচন্দ্রই হয়েন, যেমন শূদ্রেরা গায়ত্রীর অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও এই রাজশ্রী প্রাপ্ত হইবার পাত্র নহি॥ ১৮ ॥

পিতর্য্যুপরতে তস্মিঁল্লোকনাথে মহাত্মনি।
শরণঞ্চ গতিশ্চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতেব মে ॥ ১৯ ॥
তং নিবর্ত্তয়িতুং বুদ্ধির্বনবাসাৎ কৃতা ময়া।
ন কেনচিদিয়ং শক্যা প্রত্যক্ষং বো ব্রবীম্যহং ॥ ২০ ॥
তদ্বাক্যং ধর্ম্মসংযুক্তং শ্রুত্বা সর্ব্বে সভাসদঃ।
হর্ষান্মুমুচুরশ্রূণি রামে নিহিতচেতসঃ ॥ ২১ ॥
ততঃ সভায়াং সচিবাঃ সোপাধ্যায়া বিচুক্রুশুঃ।
সাধু সাধ্বিতি সংহৃষ্টাঃ শংসন্তো ভরতং গুণৈঃ ॥ ২২ ॥
বশিষ্ঠস্তুব্রবীদ্ধৃষ্টো ভরতং বাষ্পগদ্গদঃ।
ইদং পরিষদো মধ্যে পরয়া স্বরসম্পদা ॥ ২৩ ॥
শশাঙ্কসদৃশং বৃত্ত মনাশ্চর্য্যমিদং ত্বয়ি।
পিত্রা দশরথেনেহ ধর্ম্মজ্ঞেন মহাত্মনা ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

সেই লোকনাথ মহাত্মা পিতা পরলোক গমন করিলে পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রই এক্ষণে আমার পিতার ন্যায় আশ্রয় ও গতি হয়েন ॥ ১৯ ॥ এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিবার জন্য আমি নিশ্চিত বুদ্ধি করিয়াছি, আমি আপনাদিগের সকলের সমক্ষে বলিতেছি, বোধ হয় এমন কর্ম্ম করিতে কেহই শক্ত হয় না, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে রাজ্য গ্রহণে কনিষ্ঠ সক্ষম হয় না ॥ ২০ ॥ সামাজিক লোকেরা সকলে ভরতের এই ধর্ম্মযুক্ত কথা শ্রবণে শ্রীরামের প্রতি মন সমাধান করিয়া আনন্দে অশ্রুধারা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর সভায় উপবিষ্ট মন্ত্রি সকল ও অধ্যাপক মণ্ডলী সকলেই পরম পুলকিত হইয়া অশেষবিধ গুণগণের উল্লেখ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে ভরতকে সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ বশিষ্ঠ মুনি সভামধ্যে অত্যুচ্চ সুমধুর স্বরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গদ্গদ বচনে আনন্দিত মনে ভরতকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩ ॥ হে ভরত! তোমার পিতা ধর্ম্মাত্মা দশরথ ইহলোকে নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্ক সমান আপন শোভন চরিত্র যে তোমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ২৪ ॥

অভিজ্ঞাতোঽসি শূরেণ রাজ্ঞা দানবযোধিনা।
যস্তং বনগতং রামং নিবর্ত্তয়িতুমিচ্ছসি ॥ ২৫ ॥
অভিজানামি রামস্য দৃঢ়ং গুণবতো গুণান্।
ধন্যাঃ স্ম সচ ধর্ম্মাত্মা ধন্যো যস্যাসি বান্ধবঃ ॥ ২৬ ॥
ঈদৃশা হি মহাত্মানো যত্র স্যুঃ প্রিয়বান্ধবাঃ।
দেশে কিমিব তত্র স্যাদ্দুর্লভং বীতকল্মষে ॥ ২৭ ॥
ত্বয়া হ্যপত্যেন গুণৈঃ কৃতাত্মনা গতো দিবং ভূমিপতিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সভা সমগ্রা পরিতুষ্যতে স্থিরং যদুদ্যতো রামনিবর্ত্তনে হ্যসি ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতপ্রশংসা নাম
অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ।

দানবারি শূরাবতার মহারাজা দশরথ হইতে তুমি যেমন জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তদনুরূপ কার্য্য করিতে তোমার উৎসাহ হইয়াছে, যেহেতু তুমি অরণ্যগামী শ্রীরামচন্দ্রকে বন হইতে নিবর্ত্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ২৫ ॥ অশেষ গুণনিধান শ্রীমান্ রামচন্দ্রের গুণগ্রাম আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এই হেতু আমরা সকলে তোমাকে ধন্য বলিয়া বোধ করিলাম, যে রামচন্দ্রের তুমি বান্ধব ও ভ্রাতা হইয়াছ, সেই মহাত্মা রামচন্দ্রও ধন্য ॥ ২৬ ॥ যেখানে ঈদৃশ মহানুভাব প্রিয়বান্ধব লাভ করা যায়, সে দেশে পাপ বিনাশের জন্য কিছুই দুর্লভ হইতে পারে না ॥ ২৭ ॥ নানাগুণ সম্পন্ন তুমি সন্তান হইয়া সুরলোক গত মহারাজা দশরথকে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে, এবং শ্রীরামচন্দ্রকে বন হইতে নিবর্ত্ত করিবার জন্য যখন উদ্যোগ করিতেছ, তখন এই সমুদয় লোক তোমার প্রতি যে সন্তুষ্ট হইবে ইহাতে সংশয় কি? ॥ ১৮ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ভরত প্রশংসা নামে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৮৮ ॥

——oo——

একোননবতিতমঃসর্গঃ।

সর্ব্বোপায়ান্ প্রযোক্ষ্যেঽহং বিনিবর্ত্তয়িতুং গুরুং।
সমক্ষমার্য্যমিশ্রাণা মেষ প্রতিশৃণোমি বঃ॥ ১॥
এবমুক্ত্বা স ধর্ম্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
সমীপস্থং তদা সূতং ভূয় এবাব্রবীদ্বচঃ॥ ২॥
তূর্ণমুত্থায় গচ্ছ ত্বং সুমন্ত্র মম শাসনাৎ।
যাত্রামাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্র বলঞ্চৈব সমানয়॥ ৩॥
এবমুক্তঃ সুমন্ত্রস্তু ভরতেন মহাত্মনা।
প্রহৃষ্টঃ সন্দিদেশাথ যথা সন্দিষ্টমেব তৎ॥ ৪॥
তাঃ প্রহৃষ্টাঃ প্রকৃতয়ো বলাধ্যক্ষপ্রচোদিতাঃ।
শ্রুত্বা যাত্রাং সমাজ্ঞপ্তাং কাকুৎস্থবিনিবর্ত্তনে॥ ৫॥
ততো যোধাঙ্গনাঃ সর্ব্বা ভর্তৄন্ স্বান্ স্বান্ গৃহে গৃহে।
যাত্রাগমমনুজ্ঞায়াত্বরয়ন্ গমনং প্রতি॥ ৬॥

অনুবাদ।

কুমার ভরত কহিতেছেন যে পরম মাননীয় মহাশয়দিগের সকলের সমক্ষে আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যে আমার গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে কানন হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিবার জন্য যে যে উপায় প্রয়োগ করিতে হয় তাহা আমি সমুদয় করিব, কোন মতে অন্যথা করিব না॥ ১॥ ধার্ম্মিকপ্রধান ভ্রাতৃ বৎসল ভরত সভার সমক্ষে এই কথা বলিয়া তখন নিকটস্থিত সারথিকে পুনর্ব্বার বলিলেন॥ ২ ॥ হে সুমন্ত্র! তুমি আমার অনুমতি ক্রমে অতি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে আনয়-নোদ্দেশে আমার প্রস্থানিক বিষয় সকলকে জানাও, ও যে সকল সৈন্য সামন্ত আমার সমভিব্যাহারে যাইবেতাহাদিগকে সজ্জিত করিয়া আনয়ন করহ॥ ৩ ॥ অনন্তর সুমন্ত্র সারথি মহাত্মা ভরতের এই অনুমতি প্রাপ্ত মাত্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া আনন্দিত মনে নৃপনন্দনের আদেশমত সকলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিলেন॥ ৪ ॥ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে হইবে বলিয়া ভরত আমাদিগকে গমন করিবার অনুমতি করিয়াছেন, এই কথা সৈন্যাধ্যক্ষগণের মুখে শ্রবণ করিয়া প্রজা-গণেরাও অতিশয় আনন্দিত হইল॥ ৫ ॥ অনন্তর যোদ্ধাদিগের পত্নীরা আপন আপন গৃহে স্ব স্ব স্বামীদিগকে ভরতের বন যাত্রার কথা শুনিয়া গমনের জন্য ত্বরা করিতে লাগিল॥ ৬॥

তে হয়ৈর্গোরথৈঃ শীঘ্রং স্যন্দনৈশ্চ মনোহরৈঃ।
সহ যোধৈর্বলাধ্যক্ষা বলং সজ্জমবেদয়ন্॥ ৭ ॥
সজ্জং তু তদ্বলং জ্ঞাত্বা ভরতো গুরুসন্নিধৌ।
রথং মে ত্বরয়স্বেতি সুমন্ত্রং পার্শ্বতোঽব্রবীৎ॥ ৮ ॥
ততঃ সুমন্ত্রস্তামাজ্ঞাং শ্রুত্বা শীঘ্রপরাক্রমঃ।
রথং গৃহীত্বা প্রযযৌ যুক্তং পরমবাজিভিঃ॥ ৯ ॥
স রাঘবঃ সত্যধৃতিঃ প্রতাপবান্ বলস্য মুখ্যঞ্চ সুহৃজ্জনঞ্চ।
গুরুং মহারণ্যগতং যশস্বিনং প্রসাদয়িষ্যন্ ভরতোঽব্রবীৎ তদা॥ ১০ ॥
তূর্ণং সমুত্থায় সুমন্ত্র গচ্ছ যোগং সমাস্থাপয় মে বলানাং।
আনেতুমিচ্ছামি গুরুং বনস্থং প্রসাদ্য রামং জগতো হিতায়॥ ১১ ॥
স সূতপুত্রো ভরতেন সম্যগ্ আজ্ঞাপিতঃ সম্পরিপূর্ণকামঃ।
শশাস সর্ব্বান্ প্রকৃতিপ্রধানান্ বলস্য মুখ্যাংশ্চ সুহৃজ্জনাংশ্চ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

অশ্ব, হস্তী, শকট, ও দ্রুতগামী স্যন্দনের সহিত যোদ্ধাগণকে সজ্জিত করিয়া এই কথা ভরতকে সুমন্ত্র নিবেদন করিল, যে সবলে সৈন্যাধ্যক্ষেরা সজ্জিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥ নৃপকুমার ভরত সৈন্য সামন্ত সজ্জিত হইয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া গুরুগণ সন্নিধানে পার্শ্বস্থিত সুমন্ত্রকে বলিলেন, হে সূত! তুমি শীঘ্র আমার রথ আনয়ন করহ॥ ৮ ॥ অনন্তর অপরিমিত পরাক্রমশালী ভরতের এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সুমন্ত্র অতিশয় জবন অশ্বসমূহেযুক্ত রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৯ ॥ সত্য সন্ধান রঘুনন্দন ভরত তখন মহারণ্য গামী যশস্বী গুরুতম গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া প্রত্যানয়ন করিবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ দিগকে ও বন্ধুবান্ধবদিগকে এই কথা বলিলেন॥ ১০ ॥ হে সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া গমন কর, আমার সমভিব্যাহারী সৈন্য সামন্তদিগকে একত্র সজ্জীভূত হইয়া থাকিতে বল, আমি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বনবাস গত গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি॥ ১১ ॥ সারথি নন্দনসুমন্ত্র রাজকুমার কর্ত্তৃক এই প্রকার সমাজ্ঞাপিত হইয়া পূর্ণকাম হইলেন, এবং প্রধান প্রধান প্রজাদিগকে ও প্রবলতর সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে এবং বন্ধু বান্ধবগণকে ভরতের অনুমতি ক্রমে আদেশ করিলেন॥ ১২ ॥

কালে সমুত্থায় ততঃ কুলীনা
রাজন্যবৈশ্যা নগরপ্রধানাঃ।
অযোজয়ন্নুষ্ট্রখরান্ সমস্তান্
মত্তাংশ্চ নাগান্ বহুলান্ হয়াংশ্চ॥ ১৩॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সেনাপ্রস্থাপনং নাম
ত্রৈকোননবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯০॥

অনুবাদ।

অনন্তর নিয়মিত সময়ে নগর বাসি প্রধান প্রধান লোকদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদাপন্ন প্রজা সকল, ও ক্ষত্রিয় সমূহ ও বৈশ্যগণ সকলের চারিদিকে উষ্ট্র গর্দ্দভ রথ, হস্তী ও অসংখ্য অশ্বারোহীকে গমনের জন্য প্রস্তুত করাইলেন॥ ১৩॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
সেনা প্রস্থাপন নামে উননবতিঃতমঃসর্গঃ সমাপনঃ॥ ৮৯॥

——oo——

নবতিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তমাস্থায় স্যন্দনোত্তমং।
প্রযযৌ ভরতঃ শ্রীমান্ রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া॥ ১॥
অগ্রতঃ প্রযযুস্তস্য সর্ব্বে মন্ত্রিপুরোগমাঃ।
অধিরুহ্য হয়ৈর্যুক্তান্ রথান্ সূর্য্যরথোপমান্॥ ২॥
দশ নাগসহস্রাণি কল্পিতানি যথাবিধি।
অন্বযুর্ভরতং যান্ত মিক্ষ্বাকুকুলনন্দনং॥ ৩॥
যষ্ঠী রথসহস্রাণি ধন্বিনাং সাযুধানি বৈ।
অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং মহাবলং॥ ৪॥
শতঞ্চাশ্বসহস্রাণি সমারূঢ়াস্তু রাঘবং।
অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং যশস্বিনং॥ ৫॥
কৈকেয়ী চ সুমিত্রা চ কৌশল্যা চ যশস্বিনী।
রামানয়নসংহৃষ্টা যযুর্যানৈঃ প্রভাস্বরৈঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীমান্ ভরত কতিপয় শ্বেতাশ্বযুক্ত রথবরে আরোহণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লালাসায় অযোধ্যা হইতে বনপথে গমন করিলেন॥ ১॥ মন্ত্রি প্রভৃতি সকলে বহু সংখ্যক ঘোটকযুক্ত "সূর্য্য রথের ন্যায়" রথ সমূহে আরোহণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন॥ ২॥ ইক্ষ্বাকুলভূষণ ভরত রামানয়নে গমন করিলেন দেখিয়া তখন বিধানানুসারে সুসজ্জিত দশসহস্র হস্তী তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল॥ ৩॥ মহাবল পরাক্রান্ত নৃপনন্দন ভরতের গমন কালীন অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ ষষ্টী সহস্র রথ ও ধনুর্ব্বাণধারী ষষ্টী সহস্র লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল॥ ৪॥ যশোরাশি বিভূষিত রাজকুমার ভরত যখন গমন করিতে লাগিলেন, তখন এক লক্ষ গণিত তুরঙ্গমে আরূঢ় একলক্ষ পুরুষ অনুগমন করিল॥ ৫॥ যশস্বিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী, ইহাঁরাও শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যানয়ন মানসে আনন্দিত হইয়া দীপ্তিমান যানারোহণে গমন করিলেন॥ ৬॥

প্রযযৌ চার্য্যসঙ্ঘাতো রামং দ্রষ্টুং সলক্ষ্মণং।
তস্যৈবেষ্টাঃ কথাঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তো হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৭ ॥
মেঘশ্যামং মহাবাহুং স্থিরসত্ত্বং দৃঢ়ব্রতং।
দ্রক্ষ্যামস্তং কদা রামং জগতঃ শোকনাশনং ॥ ৮ ॥
দৃষ্ট এব স নঃ শোকং নাশয়িষ্যতি রাঘবঃ।
তমঃ কৃৎস্নস্য লোকস্য সমুদ্যন্নিব ভাস্করঃ ॥ ৯ ॥
ইত্যেবং কথয়ন্তস্তে রামং দ্রষ্টুং সলক্ষ্মণং।
পরিষ্বজন্তশ্চান্যোন্যং যযুর্নরগণাস্তদা ॥ ১০ ॥
পুরাচ্চ নির্যযুঃ সর্ব্বে সমবায়েন নৈগমাঃ।
রামদর্শনসংহৃষ্টাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়স্তথা ॥ ১১ ॥
মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ।
যন্ত্রকর্ম্মকৃতশ্চৈব তথৈবাস্ত্রোপজীবিনঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ

নগরবাসী মাননীয় মহাশয়েরা লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য আনন্দিত মনে সর্ব্ব লোকাতীত শ্রীরামচন্দ্রের চমৎকার গুণগ্রাম বর্ণন করিতে করিতে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ তাঁহারা সকলে পরস্পর এই কথা বলিতেং চলিলেন, যে আমরা আজানুলম্বিত মহাবাহু, স্থিরসত্ত্ব, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যিনি জগতের শোক নাশন সেই নবঘনশ্যাম রামচন্দ্রকে কবে দর্শন করিব ॥ ৮ ॥ যেমন দিনমণি উদিত হইয়া যাবতীয় লোকের অন্ধকার নিবারণ করেন, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্র দৃষ্ট মাত্র আমাদিগের মনের শোক নিবারণ করিবেন ॥ ৯ ॥ তদনন্তর নগরবাসি মানবেরা লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার মানসে এই প্রকার সাভিলাষ বাক্য কথোপকথনে পরস্পর কোলাকোলি করিয়া তথা হইতে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ কি পুরবাসী সমুদয় বণিক্জন, কি অন্যান্য সমস্ত প্রজাগণ সকলেই একত্রিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার বাসনায় পরম সন্তুষ্ট মনে নগর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১১ ॥ কি মণিকার, কি কুম্ভকার কি যন্ত্রকার, কি কর্ম্মকার, কি অস্ত্রোপজীবীজন সকলে বিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গত হইল ॥ ১২ ॥

মায়ূরিকাস্তৈত্তিরিকা শ্ছেদকা ভেদকাশ্চ যে।
দন্তকারাঃ সুধাকারা স্তথা গন্ধোপজীবিনঃ॥ ১৩॥
স্বর্ণকারাশ্চ প্রখ্যাতাস্তথা কনকধারকাঃ।
স্নাপকাশ্ছাদকা বৈদ্যাঃ শৌণ্ডিকা ধূপিকাস্তথা॥ ১৪॥
রজকাস্তন্তুবায়াশ্চ যে চ রঙ্গোপজীবিনঃ।
যে চাভিষ্টবকাঃ কেচিৎ সূতমাগধবন্দিনঃ॥ ১৫॥
বরটা বেত্রকারাশ্চ গান্ধিকাঃ পানিকাস্তথা।
প্রাবারিকাঃ সূত্রকারা স্তথা শিল্পোপজীবিনঃ॥ ১৬॥
হিরণ্যকারাঃ প্রখ্যাতা স্তথা বৃদ্ধ্যুপজীবিনঃ।
প্রাবালিকাঃ শৌকরিকা স্তথা মৎস্যোপজীবিনঃ॥ ১৭॥
মূলবাপাঃ কাংস্যকারা শ্চিত্রকারাশ্চ শোভনাঃ।
ধান্যবিক্রায়কাশ্চৈব পণ্যবিক্রয়িণস্তথা॥ ১৮॥

অনুবাদ।

যাহারা ময়ূর বিক্রয় উপজীবিকা করে, তিত্তিরিপক্ষী বিক্রয় করে, যাহারা ছেদন ক্রিয়ায় পটু, ও ভেদন কার্য্য কুশল, যাহারা দন্ত নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ, যাহারা সুধা কার্য্য পারগ, যাহারা গন্ধ দ্রব্য বিক্রয়ে জীবিকা করিয়া থাকে, এ সকলেই চলিল॥ ১৩ ॥ বিশেষ রূপে খ্যাত স্বর্ণকার, ও যাহারা খণিতে সুবর্ণ ধারণ করে, যাহারা স্নান করাইয়া দেয়, যাহারা গৃহ আচ্ছাদন করিয়া জীবিকা করে, যাহারা বৈদ্য ব্যবসায়সম্পন্ন, শৌণ্ডিক যাহারা মদিরা বিক্রয়োপজীবী, যাহারা ধূপ প্রস্তুত করে ইহারা সকলেও চলিল॥ ১৪ ॥ রজক, তন্তুবায়, রঙ্গোপজীবী, নটনর্ত্তক সুত মাগধ স্তুতি পাঠক ইহারাও ভরতের সঙ্গে চলিল॥ ১৫ ॥ বরটজাতি অর্থাৎ মুচি যাহারা বেত্রকারক, যাহারা গন্ধ দ্রব্য বিক্রয় ও প্রস্তুত করিতে পারে, যাহারা পাণ বিক্রয় করে, যাহারা শূচী কার্য্যকুশল, যাহারা শিল্পকার্য্যে নিপুণ, এ সকলেও চলিল॥ ১৬ ॥ প্রসিদ্ধ রত্নোপজীবী, কুশীদোপজীবী, প্রবালোপজীবী, শূকরোপজীবী, মৎস্যোপজীবী ইহারাও সকলে চলিল॥ ১৭ ॥ যাহারা মূলবপন করিতে জানে, ও কাঁসারি, চিত্রকার, ধান্যবিক্রয়োপজীবী, ও বাণিজ্যকারী সকলেই রাম দর্শনার্থে চলিল॥ ১৮ ॥

ফলোপজীবিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে পুষ্পোপজীবিনঃ।
লেপকারাঃ স্থপতয় স্তক্ষাণঃ কারযন্ত্রিকাঃ ॥ ১৯ ॥
নিবাপকাস্তথা সর্ব্বে ইষ্টকাকারকাস্তথা।
দধিমোদককারাশ্চ মালাকারাশ্চ শোভনাঃ ॥ ২০ ॥
চাঙ্গেরিকাবিক্রয়িন স্তথা মাংসোপজীবিনঃ।
পট্টিকাবাপকাশ্চৈব তথা চূর্ণোপজীবিনঃ ॥ ২১ ॥
কার্পাসিকা ধনুষ্কারাঃ সূত্রবিক্রয়িণস্তথা।
শস্ত্রকর্ম্মকৃতশ্চৈব কাণ্ডকারাস্তথৈব চ ॥ ২২ ॥
তাম্বূলিকাস্তথা শ্রেষ্ঠা যে চ চিত্রং ভজন্তি বৈ।
প্রখ্যাতাশ্চর্ম্মকারাশ্চ লোহকারাস্তথৈব চ ॥ ২৩ ॥
শলাকাশল্পকর্ত্তারো বিষঘাতাশ্চ শোভনাঃ।
ভূতগ্রহবিধিজ্ঞাশ্চ বালানাঞ্চ চিকিৎসকাঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

যাহারা ফলোপজীবী, যাহারা পুষ্পোপজীবী, যাহারা লেপন কার্য্য করে, যাহারা ইষ্টক গৃহ নির্ম্মাতা, যাহারা চাঁচিয়া পরিষ্কৃত করিতে পারে, অর্থাৎ সূত্রধার, এবং যাহারা যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে এ সকলেও চলিল ॥ ১৯ ॥ যাহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করায়, যাহারা ইষ্টক নির্ম্মাণ করে, যাহারা দধি বিক্রয় করে, মোদক নির্ম্মাণ করিয়া যাহারা বিক্রয় করে, এবং মালাকার ইহারা সকলে পরিচ্ছদ শোভিত হইয়া গমন করিল ॥ ২০ ॥ যাহারা চাঙ্গারি প্রভৃতি বংশ নির্ম্মিত দ্রব্য বিক্রয় করে, যাহারা মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা করে, যাহারা শিল কাটিয়া থাকে, যাহারা চূর্ণ বিক্রয়ে জীবিকা করে ॥ ২১ ॥ যাহারা কার্পাস বিক্রয় করে, যাহারা ধনুষ নির্ম্মাণ করে, যাহারা সূত্র বিক্রয় করে, যাহারা অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করে, যাহারা তীর প্রস্তুত করে ॥ ২২ ॥ এবং তাম্বূলী ও তৈলিক, যাহারা চিত্রোপজীবী, যাহারা বিখ্যাত চর্ম্মকার, লোহকার ॥ ২৩ ॥ যাহারা শলাকা ও শেল প্রস্তুত করে, যাহারা বিষ বৈদ্য, ও ভূত গ্রহের বিধানজ্ঞ, যাহারা বালকদিগের চিকিৎসা করিতে পারে, এ সকলে, নানা ভূষণে উপশোভিত হইয়া চলিল ॥ ২৪ ॥

আরকূটকৃতশ্চৈব তাম্রকূটাস্তথৈব চ।
স্বস্তিকারাঃ কেশকারা স্তথা ভক্তোপসাধকাঃ ॥ ২৫ ॥
ভৃষ্টকারাঃ শক্তুকারা স্তথা ষাড়বিকাশ্চ যে।
খণ্ডকারাস্তথা মুখ্যা স্তথা বাণিজকাশ্চ যে ॥ ২৬ ॥
কাচকারাশ্ছত্রকারা স্তথা বেধকশোধকাঃ।
খণ্ডসংস্থাপকাশ্চৈব তথা তাম্রোপজীবিনঃ ॥ ২৭ ॥
শ্রেণীমহত্তরাশ্চৈব গ্রামঘোষমহত্তরাঃ।
শৈলূষাশ্চ সহ স্ত্রীভি র্দ্যূতবৈতংসিকাস্তথা ॥ ২৮ ॥
সশ্রেণীনৈগমং সর্ব্বং নগরং সংকুলীকৃতং।
আতুরং বৃদ্ধবালঞ্চ বর্জ্জয়িত্বা পুরে জনং ॥ ২৯ ॥
সমাহিতা বেদবিদো ব্রাহ্মণাঃ শ্রুতসম্মতাঃ।
গোরথৈর্ভরতং যান্তমনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

যাহারা পিতলের কর্ম্ম জানে, যাহারা তাম্রকূট বিক্রয় করে, যাহারা স্বস্তিকাদি প্রস্তুত করে, যাহারা কেশ কর্ত্তন করে, যাহারা তণ্ডুল বিক্রয় ও প্রস্তুত করে ॥ ২৫ ॥ যাহারা ভ্রষ্ট দ্রব্য ও যাহারা শক্তু প্রস্তুত করে, যাহারা গান দ্বারা জীবিকা করে, যাহারা খাঁড় প্রস্তুত করে, ও যাহারা প্রধান প্রধান বাণিজ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ যাহারা কাচ এবং যাহারা ছত্র প্রস্তুত করে, যাহারা বেধ শোধক অর্থাৎ গণক, আর যাহারা খণ্ড সংস্থাপক, অর্থাৎ ভগ্ন সংযোজক যাহারা তাম্র বিক্রয় দ্বারা উপজীবিকা করে ॥ ২৭ ॥ যাহারা শ্রেণীক্রমাগত দাস, ও গ্রামঘোষক অর্থাৎ কোটাল এবং সভার্য্য নটগণ, ও দ্যূতোপজীবী, ও মৃগাদি বন্ধনের জালকারী ॥ ২৮ ॥ নগরবাসী আতুর বৃদ্ধ বালক ব্যতিরিক্ত সকল লোকই শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক মিলিত হইয়া ব্যাকুলিতচিত্তে ধাবমান হইল ॥ ২৯ ॥ সমাধিযুক্ত বেদ বেদাঙ্গ বেত্তা শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রের পারগামী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গোযান আরোহণে রাম দরশনে ভরতের সহিত অনুগমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

হৃষ্টা প্রমুদিতা সেনা সান্বয়াৎ কৈকেয়ীসুতং।
শাস্ত্রদৃষ্টেন মার্গেণ বৃহস্পতিনয়েন চ॥ ৩২॥
কুশলৈঃ সম্মতৈর্যোধৈঃ শতশঃ পরিবারিতাঃ।
অমাত্যৈর্ভৃত্যমুখ্যৈশ্চ নৈগমৈশ্চ সমাকুলাঃ॥ ৩৩॥
বশিষ্ঠেন পুরোগেন তথান্যৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ।
অতিষ্ঠৎ সা তদা সেনা গঙ্গামাসাদ্য বৈ নদীং॥ ৩৪॥
নিরীক্ষ্য তু স্থিতাং সেনাং গঙ্গাঞ্চৈব বহূদকাং।
ভরতঃ সচিবান্ সর্ব্বানব্রবীদ্বাক্যকোবিদঃ॥ ৩৫॥
নিবেশয়ত মে সেনা মভিপ্রায়েণ সর্ব্বশঃ।
বিশ্রান্তাঃ সন্তরিষ্যামো গঙ্গামেতাং মহানদীং॥ ৩৬॥
অস্যাং তু তাবদিচ্ছামি স্বর্গতস্য মহীপতেঃ।
ঊর্দ্ধদেহনিমিত্তার্থমহং দাতুং জলাঞ্জলিং॥ ৩৭॥

অনুবাদ।

সকলেই সুন্দর বেশ ভূষায় সুশোভিত, এবং পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন বসন পরিধান পূর্ব্বক সকলে ভরতকে গমন করিতে দেখিয়া বিবিধ যানারোহণে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল॥ ৩১॥ হৃষ্টপুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া সেনাগণ বৃহস্পতির মতানুযায়ি নীতিক্রমে শাস্ত্র সম্মত পদ্ধতি ক্রমে কৈকেয়ী নন্দনের অনুগমন করিল॥ ৩২॥ তাহারা যুদ্ধে কুশল, অথচ মনোমত সৈন্যনেতা শত শত যোদ্ধাগণে পরিবৃত মন্ত্রিগণে ও ভৃত্যগণে বেষ্টিত হইয়া বণিক্‌গণে চলিতে লাগিল॥ ৩৩॥ বশিষ্ঠ মুনি ও অন্যান্য মান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণেরা অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন, আর ভরতের মহতী সেনা সকল ভগবতী ভাগীরথী নদী প্রাপ্ত হইয়া তত্তীরে অবস্থান করিল॥ ৩৪॥ মহাত্মা ভরত সম্মুখে বহূদকশালিনী গঙ্গা সন্নিহিত উপস্থিতা সেই মহতী সেনা সন্দর্শন করিয়া সমস্ত মন্ত্রিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন॥ ৩৫॥ যদি তোমাদিগের বিবেচনা সিদ্ধ হয়, তবে সেনাদিগকে এই স্থানে সন্নিবেশিত করহ, সকলে অদ্য এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া, এই মহানদী বহুজলা গঙ্গাকে কল্য উত্তীর্ণ হইব॥ ৩৬॥

সুবেশাঃ শুদ্ধবসনাঃ সন্তো মৃষ্টানুলেপনাঃ।
সর্ব্বে তে বিবিধৈর্য্যানৈ র্যান্তং ভরতমন্বয়ুঃ॥ ৩৭॥
তস্যৈবং ব্রুবতোঽমাত্যাস্তথেত্যুক্ত্বা সমাহিতাঃ।
ন্যবেশয়ন্ত শ্ছন্দেন স্বেন স্বেন পৃথক্ পৃথক্॥ ৩৮॥
নিবেশ্য গঙ্গামনু তাং মহাচমূং যথাবিধানং পরিবর্হশোভিতাং।
উবাস বাসং ভরতো মহামনাঃ প্রচিন্তয়ংস্তস্য নিবর্ত্তনে তদা॥ ৩৯॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতানুযানং নাম
নবতিতমঃ সর্গঃ॥ ৯০॥

অনুবাদ।

অনন্তর ভরত সকলকে কহিতেছেন, যে এই পুণ্যসলিলা ভগবতী ভাগীরথী জলে স্বর্গগত পিতা মহারাজের ঊর্দ্ধদেহ নিমিত্ত তর্পণার্থে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি॥ ৩৭॥ অমাত্যগণ ভরতের এই কথা শ্রবণে সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই করুন্ বলিয়া আপন আপন অধীন সেনাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে সন্নিবেশিত করিলেন॥ ৩৮॥ নানা উপচারে শোভিতা সেই মহতী সেনা বিধানানুসারে সন্নিবেশিত করিয়া সুমনা ভরত তখন শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যানয়ন বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে গঙ্গাকূলে অবস্থান করিলেন॥ ৩৯॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতের অনুগমন নামে নবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৯০॥

—co—

একনবতিতমঃ সর্গঃ।

ততো নিবিষ্টাং ধ্বজিনীং গঙ্গামাসাদ্য তাং নদীং।
নিষাদরাজো দৃষ্টৈব জ্ঞাতীন্ স্বানিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
ইয়ং সেনা সুমহতী সমন্তাৎ পরিদৃশ্যতে।
অন্তমস্যা ন পশ্যামি বিস্তৃতায়াঃ সমন্ততঃ ॥ ২ ॥
ইক্ষ্বাকূণামিয়ং সেনা সংশয়ো নাত্র কশ্চন।
এষ সংদৃশ্যতে দূরাৎ কোবিদারধ্বজো রথে ॥ ৩ ॥
গ্রহীষ্যতি হস্তিনঃ কিং মৃগয়াং নু চরিষ্যতি।
হনিষ্যতি ন খল্বস্মান্ সৈন্যং হ্যেতদমানুষং ॥ ৪ ॥
অহো দাশরথিং রামং পিত্রা প্রব্রাজিতং বনে।
সামাত্যো রাজ্যলোভেন ভরতো হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৫ ॥
সমর্থা রাজ্যলক্ষ্মীর্হি সুশ্লিষ্টভ্রাতৃসৌহৃদং।
ক্ষণেন বিচ্যাবয়িতুং সর্ব্বথাস্মি বিশঙ্কিতঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর ভরত কর্ত্তৃক গঙ্গা নদীর কূলে সন্নিবেশিত মহতী সেনা অবলোকন করিয়া নিষাদরাজ গুহ স্বকীয় জ্ঞাতিদিগকে এই কথা বলিলেন॥ ১ ॥ হে বান্ধবগণ! এই অপরিমিতা মহতী সেনা চারিদিকেই পরিদৃশ্যমান হইতেছে আমি ইহার শেষ দেখিতে পাই না, চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি করি, ততদূরই সৈন্য বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে দেখা যায়॥ ২ ॥ বোধ হয় ইহা সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগেরই সৈন্য হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, ঐ যে দূর হইতে রথের চামরধ্বজা দৃশ্য হইতেছে ইহাতেই রাজা আছেন, এমত অনুভব হয়॥ ৩ ॥ এই রঘুবংশীয় সৈন্যেরা হস্তি যূথ ধরিবার জন্যে বা মৃগয়া করিবার জন্যে এখানে আসিয়াছে, কিম্বা আমাদিগকে বধ করিবার জন্যই বা আসিয়াছে ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি না॥ ৪ ॥ অথবা দশরথ কুমার শ্রীরামচন্দ্রকে পিতা বনবাস দিয়াছেন, ভরত রাজ্য লোভ পরতন্ত্র হইয়া অমাত্য বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে তাঁহাকেই বা বধ করিতে আসিতেছেন?॥ ৫ ॥ যেহেতু রাজ্যলক্ষ্মী যদি মনে করেন তবে বহুকালাগত ভ্রাতৃবাৎসল্যও একক্ষণ মধ্যে অন্যথা করিয়া দিতে পারেন, গুহের মনে এইরূপ কত মত শঙ্কাই উপস্থিত হইতে লাগিল॥ ৬ ॥

মম দাশরথী রামো ভর্ত্তা বন্ধুঃ সখা গুরুঃ।
অহং তস্য হিতার্থায় গঙ্গামন্বাশ্রিতো নদীং ॥ ৭ ॥
মন্ত্রয়ামাস স ততো মন্ত্রজ্ঞৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
মন্ত্রয়িত্বাব্রবীৎ পশ্চাৎ সর্ব্বানমুচরাংস্তদা ॥ ৮ ॥
সুসন্নদ্ধাঃ সধনুষঃ সর্ব্ব এব সমাহিতাঃ।
বূহ্য সৈন্যং নদীং ব্যাপ্য মম তিষ্ঠত শাসনাৎ ॥ ৯ ॥
নৌশতানাঞ্চ পঞ্চানামেকৈকস্যাং শতং শতং।
সন্নদ্ধানাং সদাযূনাং তিষ্ঠন্তূদ্যতধন্বনাং ॥ ১০ ॥
যদি যাস্যতি সংতুষ্টা রামস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
নেয়ং স্বস্তিমতী সেনা গঙ্গামদ্য তরিষ্যতি ॥ ১১ ॥
রামাবমাননকৃতং ক্রোধমদ্য হৃদি স্থিতং।
সেনাঘাতে বিমোক্ষ্যামি নির্ম্মোকং পন্নগো যথা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

দশরথ রাজকুমার শ্রীরামচন্দ্র আমার প্রতিপালয়িতা, আমার বন্ধু, আমার বয়স্য, এবং আমার গুরু, আমি তাঁহার মঙ্গলের জন্য ভাগীরথী নদীর তীর আশ্রয় করিয়াছি ॥ ৭ ॥ অনন্তর গুহ মন্ত্রণা কার্য্যে কুশল কতিপয় মন্ত্রি সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিয়া, আপন অনুচরগণকে বলিলেন ॥ ৮ ॥ হে অমাত্যগণ! তোমরা সকলে আমার অনুমতিক্রমে রণসজ্জায় সজ্জিত হও, ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক সৈন্যের বূহ্য রচনা করিয়া গঙ্গা নদী ব্যাপিয়া অবস্থান করহ ॥ ৯ ॥ আমার অনুমতি ক্রমে পাঁচ শত নৌকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক নৌকায় এক এক শত সুসজ্জিত ধনুর্ব্বাণধারী যোদ্ধাগণে অবস্থান করুক্ ॥ ১০ ॥ বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যদি ভরতসৈন্য দুষ্টাভিপ্রায়ে আগমন করিয়া থাকে এমত অনুমান হয়, তবে আজি আমার অগ্র দিয়া এই সেনা কোনমতেই নিরাপদে গঙ্গা নদী পার হইতে পারিবেক না ॥ ১১ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের অবমান করিয়াছে বলিয়া আমার হৃদয়ে যে ক্রোধরাশি অবস্থিত রহিয়াছে, অদ্য সেই ক্রোধ নির্ম্মোক ভুজঙ্গের ন্যায় এই সেনা সমূহে পরিত্যাগ করিব ॥ ১২ ॥

রামং বনে বাসয়তা কৈকেয়ীবশগেন যৎ ।
কৃতং পাপং নরেন্দ্রেণ তৎ প্রমোক্ষ্যামি সংযুগে ॥ ১৩ ॥
অদ্য মে শরসঙ্ঘাতা মৎকার্ম্মুকপরিচ্যুতাঃ ।
নিপতিষ্যন্তি গাত্রেষু নরাশ্বরথদন্তিনাং ॥ ১৪ ॥
বাজিনাং বর্ম্মিতাঙ্গানাং ক্রুদ্ধস্য মম সায়কাঃ ।
অদ্য ভিত্ত্বা প্রবেক্ষ্যন্তি শরীরাণি ময়েরিতাঃ ॥ ১৫ ॥
হতযোধাং ভগ্নরথাং বিধ্বস্তধ্বজনায়কাং ।
সেনামদ্য করিষ্যামি ক্রব্যাদখগভোজনাং ॥ ১৬ ॥
নিবিষ্টা যত্র সেনৈষা সবাজিরথকুঞ্জরা ।
তত্র ভূমিং করিষ্যামি শরৈঃ শোণিতকর্দ্দমাং ॥ ১৭ ॥
অদ্যাহং তোষয়িষ্যামি গৃধ্রগোমায়ুবায়সান্ ।
সৈনিকানাং নিরস্তানাং রুধিরৈঃ ক্ষতজাশিনঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ ।

রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া যেরূপ পাপাচরণ করিয়াছেন, অদ্য যুদ্ধে আমি সেই পাপ পরিমোচন করিব ॥ ১৩ ॥ অদ্য আমার বাণ সমূহ আকর্ণাকৃষ্ট ধনু হইতে বিনির্গত হইয়া কি মনুষ্য কি অশ্ব কি রথ কি গজ, সকলেরই গাত্রে নিপতিত হইবে ॥ ১৪ ॥ অদ্য আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে সকল শর পরিত্যাগ করিব, তাহারা বর্ম্মিত কলেবর বিপক্ষ পক্ষের অশ্ববরের শরীর ভেদ করিয়া প্রবেশ করিবে ॥ ১৫ ॥ অদ্য আমি এই মহতী সেনা ও যোদ্ধাগণকে বিনাশ করিব, রথ সকল ভগ্ন করিব, ধ্বজা পতাকা ও সারথি সকলকে ছেদন করিব, ফলতঃ এই সেনা কুণপ সকল শৃগালকুলের ও খগকুলের ভক্ষ্য করাইয়া দিব ॥১৬॥ এই অশ্ব রথ কুঞ্জর সঙ্কীর্ণা সেনা যেখানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, শর প্রহার দ্বারা সেই স্থানের ভূমিকে অদ্য রুধির ধারায় কর্দ্দমময়ী করিব ॥ ১৭ ॥ আমি বিপক্ষ পক্ষের সেনাকক্ষ বিনাশ করিয়া তাহাদিগের রুধির ধারা দ্বারা অদ্য শোণিত প্রিয় শকুনি শৃগাল বায়স কুলের পরিতোষ সম্পাদন করিব ॥ ১৮ ॥

অদ্য কার্য্যং করিষ্যামি রামস্যার্থে সুদুষ্করং।
স্বপ্স্যে বাহং বিনিহতঃ স পাংশুকলিলঃ ক্ষিতৌ ॥ ১৯ ॥
নিবারয়িষ্যাম্যথ বাহিনীমিমাং
অহং ব্রজন্তীং বহুবাজিকুঞ্জরাং।
গুণৈর্গৃহীতো বহুভির্ম্মহাত্মনঃ
প্রিয়স্য রামস্য হিতং চিকীর্ষয়ন্ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গুহকোপো নাম
একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ।

অদ্য আমি শ্রীরামচন্দ্রের নিমিত্ত অতি ভয়ঙ্কর রূপে সমর কার্য্য সম্পন্ন করিব, তাহাতে আমিই বা শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়া ধূলি ধূষরিত কলেবরে ধরাতলে শয়ন করি, যাহাহউক সংগ্রাম পরিত্যাগ করা হইবে না ॥ ১৯ ॥ প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রের হিতানুষ্ঠান করিবার জন্য আমি দীক্ষিত হইয়াছি, যেহেতু সেই মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র অশেষবিধ গুণগণ দ্বারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার জন্য এই বহু সংখ্যক অশ্ব ও মাতঙ্গে পরিপূর্ণ সেনা নিকটে গমন করিয়া ইহাদিগকে নিবারণ করিব ॥ ২০ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
গুহের কোপ নামে একোনবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৯১ ॥

——00——

দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ।

অথোপায়নমাদায় মৎস্যান্ মাংস মধূনি চ।
অভিচক্রাম ভরতং নিষাদাধিপতিগুহঃ॥ ১॥
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ভরতায়াচচক্ষেঽথ বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ॥ ২॥
বৃতো জ্ঞাতিসহস্রেণ গুহস্ত্বাং প্রত্যুপস্থিতঃ।
কুশলো দণ্ডকারণ্যে বৃদ্ধো ভ্রাতুশ্চ তে সখা॥ ৩॥
তস্মাদসৌ পশ্যতু ত্বাং সংপ্রীত্যর্থমুপাগতঃ।
অসংশয়ময়ং বেত্তি যত্র তৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ৪॥
এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা সুমন্ত্রাদ্ভরতস্তদা।
উবাচ সারথিং ধীমান্ গুহঃ পশ্যতু মামিতি॥ ৫॥
লব্ধানুজ্ঞঃ সম্প্রহৃষ্টো জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
আগত্য ভরতং প্রহ্বো গুহো বচনমব্রবীৎ॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর নিষাদপতি গুহ অপরিমিত মৎস্য মাংস ও মধু সংগ্রহ করিয়া ভরতকে উপঢৌকন দিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন॥ ১॥ গুহ আগমন করিতেছে দেখিয়া প্রতাপশালী বিনয় পরায়ণ সূত কুমার সুমন্ত্র, অতি বিনীত বচনে ভরতের নিকট নিবেদন করিলেন॥ ২॥ হে রাজ-কুমার! আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সখা দণ্ডকারণ্যের অধিপতি অতি প্রাচীন নিষাদরাজ গুহ সহস্র সহস্র জ্ঞাতিকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার প্রত্যুপ-স্থান করিতে আসিতেছে॥ ৩॥ অতএব উহাকে আপনার নিকট আগমনের অনুমতি করুন, কেননা গুহ আপনার সমাদর করিবার জন্য আগমন করিতেছে, আর আমার নিশ্চয় বোধ হয় যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ যেখানে আছেন গুহ তাহা নিঃসন্দেহ বিদিত আছে॥ ৪॥ তখন বুদ্ধিমান ভরত সুমন্ত্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সারথিকে বলিলেন গুহকে আসিতে দাও নিকটে আসিয়া আমাকে দর্শন করুক্॥ ৫॥ গুহ ভরতের অনুমতি লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দিত মনে স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া আগমন পূর্ব্বক নম্রভাবে ভরতকে এই কথা বলিলেন"

নিষ্কুট ইব দেশোঽয়মসঙ্কীর্ণাশ্চ রাঘব।
ইদঞ্চ তে দাসগৃহং স্বকে দাসগৃহে বস ॥ ৭ ॥
অস্তি মূলফলঞ্চৈব নিষাদৈঃ সমুপার্জ্জিতং।
আর্দ্রঞ্চ মাংসং শুষ্কঞ্চ ভক্ষ্যঞ্চোচ্চাবচং বহু ॥ ৮ ॥
আশংসে ত্বাং জিতামিত্রং সৌহার্দ্দাদহমীদৃশং।
অর্চ্চিতো বিবিধৈঃ কামৈঃ শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যসি ৯ ॥
এবমুক্তস্তু ভরতো নিষাদাধিপতিং গুহং।
প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং হেত্বর্থসংহিতং ॥ ১০ ॥
সর্ব্বে তু খলু মে কামাঃ কৃতা মম গুরোঃ সখে।
যো মে ত্বমীদৃশীং সেনাং সমভ্যর্চ্চিতুমর্হসি ॥ ১১ ॥
ইত্যুক্ত্বা স মহাতেজা গুহং বচনমীদৃশং।
অব্রবীদ্ভরতঃ শ্রীমান্ নিষাদাধিপতিং পুনঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে রঘুনন্দন! এই প্রদেশে কোন আপদবিপদ নাই, এবং বসতিও অতি বিরল, এই সম্মুখে এ ভৃত্যানুভৃত্যের গৃহ দেখা যাইতেছে, অতএব স্বকীয় গৃহের ন্যায় এখানে নিরাপদে বাস করুন্ ॥ ৭ ॥ এখানে ব্যাধগণকর্ত্তৃক সংগৃহীত বিবিধ ফল মূল বিদ্যমান রহিয়াছে, ও নানা প্রকার সদ্যোমাংস ও শুষ্কমাংসপ্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত আছে ॥ ৮ ॥ আপনি শত্রুতাপন রাজনন্দন ইহা জানিয়াও আমি কেবল সৌহার্দ্দ বশতঃ আপনাকে এমন কথা বলিতে সাহস করিতেছি, আপনি অদ্য এখানে বিবিধ কাম্য বস্তু দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া কল্য প্রভাতে অভিমত স্থানে গমন করিবেন ॥ ৯ ॥ নিষাদরাজ গুহ ভরতকে এই কথা বলিলে পর, সুবুদ্ধি সম্পন্ন ভরত গুহকে বিবিধ হেতু পূর্ণ বহুলার্থযুক্ত বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ হে সখে! তুমি আমার গুরু শ্রীরামচন্দ্রের সখা, অতএব আমার সমুদয় কামনাই তুমি পূর্ণ করিয়াছ, বিশেষতঃ আমার এই মহতী সেনার অনায়াসেই সম্যক্‌রূপে তুমি অর্চ্চনা করিতে প্রস্তুত হইতেছ ॥ ১১ ॥ মহাতেজস্বী শ্রীমান্ ভরত প্রথমতঃ নিষাদরাজ গুহকে এই প্রকার কথা বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে আরো বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

কতরেণ গমিষ্যামো ভরদ্বাজাশ্রমং গুহ ।
গহনোঽয়ং ভৃশং দেশো মহানূপো দুরন্বয়ঃ ।। ১৩ ।।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং গুহো গহনগোচরঃ ।। ১৪ ।।
দাসাস্ত্বানুগমিষ্যন্তি ধন্বিনঃ সুসমাহিতাঃ ।
অহঞ্চানুগমিষ্যামি রাজপুত্র মহাবল ।। ১৫ ।।
কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ।
অতিভীমা হি সেনেয়ং শঙ্কাং জনয়তীব মে ।। ১৬ ।।
তমেবমভিজল্পন্ত মাকাশমিব নির্ম্মলঃ ।
ভরতঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা গুহং বচনমব্রবীৎ ।। ১৭ ।।
মা ভূৎ স কালো ধিগ্দুষ্টং ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি ।
রাঘবার্থং স হি ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো মম ।। ১৮ ।।

অনুবাদ ।

হে গুহ! মহাত্মা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আমরা কোন্ পথ দিয়া গমন করিব, পথ দেখাইয়া দাও, যেহেতু এই প্রদেশে বনসকল অতি গহন, বিশেষত বারি পূরে প্লাবিত দেখা যাইতেছে, আমরা এবনের অনুসন্ধান কিছুই জানি না ।। ১৩ ।। বনগোচর নিষাদরাজ ধীমান্ রাজকুমার ভরতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন, হে মহাবল হে পরাক্রান্ত নৃপতনয়! আমরা বনচর এসকল পথ বিলক্ষণ অবগত আছি, বিশেষতঃ আমার অনুচরেরা ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সাবধানে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, এবং আমিও আপনার পশ্চাৎ গমন করিতেছি ।। ১৪ ।। ১৫ ।। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনিতো কোন অসদভিসন্ধি করিয়া নির্ম্মল কীর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করেন নাই? যেহেতু আপনার সহিত অতি ভীষণ এই সকল মহতী সেনা রহিয়াছে, ইহারাই আমার মনে এই শঙ্কা জন্মাইয়া দিতেছে ।। ১৬ ॥ আকাশ মণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল স্বভাব ভরত গুহের মুখে এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে অল্পে অল্পে গুহকে বলিতে লাগিলেন ।। ১৭ ।। হা! এমন কাল যেন উপস্থিত না হয়, আমি শ্রীরামচন্দ্রের অনিষ্টসাধক হইব, যাহার এমন দুষ্ট বুদ্ধি হইবেক তাহাকে ধিক্ থাকুক্, তুমি আমাকে এমত দুরাত্মা বলিয়া আশঙ্কা করিহ না, যেহেতু তিনি আমার পিতার সমান মান্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুতম গুরু হয়েন ।। ১৮ ।।

উপাবর্ত্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনং।
বুদ্ধিরন্যা ন তে কার্য্যা সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহং ॥ ১৯ ॥
স তু প্রহৃষ্টবদনঃ শ্রুত্বা ভরতভাষিতং।
পুনরেবাব্রবীদ্বাক্যং ভরতং প্রতিহর্ষণং ॥ ২০ ॥
ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি ॥ ২১ ॥
শাশ্বতী খলু তে কীর্ত্তির্লোকাননুগমিষ্যতি।
যস্ত্বং কৃচ্ছ্রগতং রামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি ॥ ২২ ॥
এবং সম্ভাষমাণস্য গুহস্য ভরতেন তু।
বভৌ নষ্টপ্রভঃ সূর্য্যো রজনী চাভ্যবর্ত্তত ॥ ২৩ ॥
সন্নিবেশ্য ততঃ সেনাং গুহেন পরিসান্ত্বিতঃ।
শত্রুঘ্নেন সহ শ্রীমান্ শয়নং বিবশোঽগমৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হে গুহ! শ্রীরঘুনাথ বনবাসী হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিবার মানসে তন্নিকট গমন করিতেছি, তুমি কোনমতেই অন্য প্রকার বুদ্ধি করিহ না, আমি তোমার নিকট এই সত্য কথা বলিতেছি ॥ ১৯ ॥ গুহ ভরতের এই কথা শ্রবণে প্রসন্ন বদনে পুনর্ব্বার নৃপনন্দনের প্রমোদকর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ হে ভরত। তুমিই ধন্য, ভূমণ্ডলে তোমার সদৃশ লোক আমার নয়নগোচর হয় নাই, যেহেতু যদৃচ্ছাক্রমে সমুপস্থিত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও তুমি অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ২১ ॥ তোমার এই চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লোকে চিরকাল প্রচারিতা থাকিবে, যেহেতু তুমি ঈদৃক্ ক্লেশ সমূহে নিপতিত শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যানয়ন করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ২২ ॥ নিষাদপতি গুহ, ভরতের সহিত এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সূর্য্যদেব প্রভাহীন অস্তাচল চুড়াবলম্বী হইয়া অদর্শন হইলেন, ক্রমে রজনীও সমাগতা হইল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর গুহ কর্ত্তৃক প্রবোধ বচনে আশ্বাসিত হইয়া শ্রীমান্ ভরত সেনাগণকে যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন, এবং আপনিও শত্রুঘ্ন সহ ব্যাকুলিত মনে শয়ন করিলেন ॥ ২৪ ॥

তত্র চিন্তাপরীতঃ সন্ ন নিদ্রামভ্যপদ্যত।
রামপ্রসাদমাকাঙ্ক্ষ স্তৎতদ্বহু বিচিন্তয়ন্ ॥ ২৫ ॥
অন্তর্দ্দাহেন ঘোরেণ দহ্যমানো দিবা নিশং।
দাবাগ্নিপরিসন্তপ্তো মহানাগ ইব শ্বসন্ ॥ ২৬ ॥
সুস্রাব সর্ব্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদং শোকাগ্নিসম্ভবং।
হিমবানিব শৈলেন্দ্রো বহুধাতুপরিস্রবঃ ॥ ২৭ ॥
গুহেন সার্দ্ধং তু সমাগতস্তদা মহানুভাবো ভরতঃ প্রতাপবান্।
সুখোষিতং তং পুনরব্রবীৎ তদা গুহঃ সমভ্যাগতবৎসলঃ শুচিঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গুহসমাগমো নাম
দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ।

রত চিন্তায় একান্ত কাতর হইয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু সমস্ত রাত্রি নিদ্রা ভজনা করিতে পারিলেন না, অর্থাৎ কি প্রকারে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবেন এই বিষয়েরই নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন হইলেন ॥ ২৫ ॥ তিনি অহরহ কেবল ঘোরতর অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছেন, অরণ্যস্থিত মহানাগ দাবানলে পরিবৃত হইয়া যে রূপ অনবতর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ ভরতও শোকে সন্তপ্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ গিরিরাজ হিমালয় হইতে যেমন বহুবিধ ধাতু নিঃসৃত হয়, তাহার ন্যায় ভরতেরও সকল গাত্র হইতে শোকানলসম্ভূত স্বেদবিন্দু সন্দোহ নিরন্তর নির্গত হইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর প্রতাপশালী মহানুভাব ভরত সমাগত নিষাদপতি গুহের সহিত পরম সুখে কথোপকথনে সেই যামিনী যাপন করিলেন, এবং শুদ্ধ স্বভাব অভ্যাগত বৎসল গুহও পুনর্ব্বার তখন তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৮ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
গুহ সমাগম নামে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৯২ ॥

——00——

ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ।

স তু বাষ্পসমাবিষ্টো গুহো জ্ঞাতিগণাবৃতঃ।
ভরতং বাক্যকুশলো বদ্ধাঞ্জলিরভাষত॥ ১॥
ইক্ষ্বাকুবংশসদৃশং ব্যাহৃতং ভরত ত্বয়া।
অনুরূপং গুণানাঞ্চ শ্রুতেশ্চ যশসশ্চ তে॥ ২॥
যস্য ত্বং বৃত্তশৌটীরো গুণজ্ঞো বন্ধুরীদৃশঃ।
ধন্যশ্চাসৌ মম সখা রাঘবঃ প্রিয়বান্ধবঃ॥ ৩॥
যস্ত্বং লব্ধাং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা নির্গুণামিব যোষিতং।
বনাদুপাবর্ত্তয়িতুং যাসি ভ্রাতরমগ্রজং॥ ৪॥
ঈদৃশং দুর্লভং লোকে যাদৃশং ত্বয়ি সৌহৃদং।
রাঘবং প্রতি ধর্ম্মজ্ঞ যত্র সত্যং প্রতিষ্ঠিতং॥ ৫॥
যঃ পিতুর্বচনং কুর্ব্বন্ জনন্যাশ্চ তব প্রভো।
সভার্য্যঃ সহ ভ্রাত্রা চ প্রতিষ্ঠো বিজনং বনং॥ ৬॥

অনুবাদ।

বক্তৃপ্রধান গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে রাজনন্দন ভরতকে এই কথা বলিলেন॥ ১॥ হে ভরত! আপনি যেমন ইক্ষ্বাকু-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং আপনি যেমন গুণগণে ভূষিত, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে যেমন নিপুণ ও আপনার যে রূপ বিখ্যাত যশঃকীর্ত্তি তদনুরূপ কথাই আপনি বলিতেছেন॥ ২॥ যে রামের ঈদৃশ সচ্চরিত্র অশেষ গুণজ্ঞ বন্ধু তুমি, এমন বন্ধু বৎসল আমার সেই প্রিয় সখা রামচন্দ্রই ধন্য॥ ৩॥ যেহেতু তুমি ক্রোড়দেশে সমাগতা রাজলক্ষ্মীকে গুণহীনা কামিনীর ন্যায় অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজ ভ্রাতাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য গমন করিতেছ॥ ৪॥ হে ধার্ম্মিকবর! সত্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাম প্রতি তোমার যাদৃশ সৌহার্দ্দ দেখিতেছি, ইহলোকে এ প্রকার সৌহার্দ্দ আর কোথাও দেখা যায় না,॥ ৫॥ হে প্রভো! শ্রীরামচন্দ্র তোমার জননীর আদেশানুসারে পিতার অনুমতি লইয়া সভার্য্য অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি তোমার এরূপ সৌহার্দ্দই পরম আশ্চর্য্যের বিষয় ইত্যভিপ্রায়॥ ৬॥

তস্য বিক্রমযুক্তস্য শৌর্য্যযুক্তস্য ধীমতঃ ।
অনুরূপো গুণানাং ত্বং ভ্রাতা রাজীবলোচনঃ ॥ ৭ ॥
এবমুক্তস্তু ভরতো রাজপুত্রো মহাযশাঃ ।
প্রত্যুবাচ গুহং ধীমান্ সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৮ ॥
অনেনৈবাভিধানেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ ।
পূজিতশ্চার্চ্চিতশ্চাস্মি পরিতুষ্টশ্চ তে গুহঃ ॥ ৯ ॥
কিন্ত্বহং শ্রোতুমিচ্ছামি বক্তব্যং খলু নানৃতং ।
কস্মিন্ দেশে বনং গচ্ছন্নুষিতো মম বান্ধবঃ ॥ ১০ ॥
সুখানামুচিতো নিত্য মসুখানামকোবিদঃ ।
রামো রাজীবতাম্রাক্ষো মৈথিল্যা সহ সীতয়া ॥ ১১ ॥
ভ্রাতৃস্নেহাদনুগতঃ পৃষ্ঠতো যঃ স রাঘবং ।
সৌমিত্রির্লক্ষ্মণো নাম কচ্চিৎ সম্পরিরক্ষতবান্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।

শ্রীরাম যেমন বিক্রম সম্পন্ন, যেমন শৌর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণযুক্ত, ও যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি তাঁহার গুণগণের অনুরূপ গুণবিশিষ্ট পদ্মপলাশ লোচন তুমিও তাঁহার ভ্রাতা জন্মিয়াছ ॥ ৭ ॥ মহাযশস্বী বুদ্ধিমান্ রাজনন্দন ভরত নিষাদপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সান্ত্বপূর্ব্বক সুমধুর স্বরে পুনর্ব্বার তাহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮ ॥ হে গুহ! তোমার শ্রবণরসায়ণ হিতকর স্নিগ্ধবাক্যে আমি অর্চ্চিত ও পূজিত হইয়াছি, এবং তাহাতেই আমার আতিথ্য গ্রহণ করা হইয়াছে, বিশেষতঃ আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলাম ॥ ৯ ॥ কিন্তু একটী কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তাহা কোনক্রমেই তুমি মিথ্যা বলিহনা, আমার পরম বন্ধু সেই শ্রীরামচন্দ্র নিবিড় অরণ্য মধ্যে গমন করিয়া এক্ষণে তিনি কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১০ ॥ রাজীবলোচন শ্রীরামচন্দ্র জনকনন্দিনীর সহিত চিরকাল সুখ ভোগেই কালযাপন করিয়াছেন, তিনি কখন অসুখের লেশমাত্রও জানেন না ॥ ১১ ॥ যিনি সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণ তিনি ভ্রাতৃ স্নেহের বশম্বদ হইয়া রঘুনাথের পশ্চাৎগামী হইয়া আসিয়াছেন, সেই লক্ষ্মণ আবাল্যাবস্থাবধি সহচররূপে শ্রীরামের সঙ্গেই আছেন? ॥ ১২ ॥

ক্ক রামঃ শয়িতো রাত্রৌ ক্ক স্থিতঃ ক্ক বিলম্বিতঃ।
সীতয়া সহ ধর্ম্মাত্মা ক্ক বা চাসীন্নরর্ষভঃ॥ ১৩॥
কাঃ কথাঃ কৃতবান্ বীরঃ কিমাসীৎ তস্য ভোজনং।
মৎপূর্ব্বঃ শয়িতঃ কস্মিন্ দেশে ক্ষিতিধরোপমঃ॥ ১৪॥
অস্মিন্ কিলেঙ্গুদীবৃক্ষে ভ্রাতা মে সহ সীতয়া।
সুপ্তবান্ রজনীমেকাং শরীরেণ ন চক্ষুষা॥ ১৫॥
ত্বং কিলাস্যাবিদূরস্থো ধনুষ্পাণিঃ সলক্ষ্মণঃ।
তাং নিশাং জাগরিতবান্ সূতশ্চ রথসারথিঃ॥ ১৬॥
এতদাচক্ষ্ব মে সর্ব্বং যথাবৎ পরিপৃচ্ছতঃ।
তস্য দেবপ্রভাবস্য রাঘবস্য বিচেষ্টিতং॥ ১৭॥

অনুবাদ

হে গুহ! শ্রীরামচন্দ্র তোমার এখানে আসিয়া রাত্রিতে কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন? এবং তিনি কোথায় কতক্ষণ বিলম্ব করিয়াছিলেন? সেই নরোত্তম ধর্ম্মাত্মা পুরুষ শ্রীরাম জানকী সহিত কোথায় কিপ্রকারে উপবেশন করিয়াছিলেন? ॥ ১৩ ॥ বীরাবতার সেই রামচন্দ্র তোমাদিগের নিকট তখন কি রূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, এবং এখানে তাঁহার কি ভোজন হইয়াছিল? তিনি আমার নামোচ্চারণ করিয়া কি বলিয়াছিলেন, সেই নীলগিরিসদৃশ রামচন্দ্র কোন্ স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন? ॥ ১৪ ॥ আমার ভ্রাতা রঘুনাথ জানকী সমভিব্যাহারে নিশ্চিত এই ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূলে এক রাত্রি শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর কেবল শয্যায় পতিত ছিল, বোধ হয় তিনি চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই॥ ১৫ ॥ হে গুহ! তুমি লক্ষ্মণের সহিত ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাঁহার অনতিদূরে অবশ্যই জাগ্রত শরীরে সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান ছিলে? এবং সুমন্ত্র সারথিও রথ লইয়া জাগ্রত ছিল॥ ১৬ ॥ সেই দেবপ্রভাব রঘুনাথের এস্থানে যে যে ঘটনা হইয়াছিল আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আদ্যোপান্ত সেই স্বরূপ বৃত্তান্ত বলিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করহ॥ ১৭ ॥

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা ভরতস্য মহাত্মনঃ ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং গুহো গহনগোচরঃ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গুহানুপ্রশ্নো নাম
ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ ।

বন বৃত্তান্ত গোচর নিষাদপতি গুহ, মহাত্মা ভরতের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহাস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে গুহের নিকট ভরতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা নামে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৯৩ ॥

——00——

চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ।

আচচক্ষেঽথ সদ্ভাবং ততস্তস্য মহাত্মনঃ।
ভরতস্যাপ্রমেয়স্য গুহঃ স বনগোচরঃ॥ ১॥
শক্রচাপনিভঞ্চাপং প্রগৃহ্য সুমহাভুজঃ।
জজাগার স তাং রাত্রিং লক্ষ্মণো ভ্রাতৃবৎসলঃ॥ ২॥
তং জাগ্রতমদম্ভেন বরচাপেষুধারিণং।
ভ্রাতুর্গুপ্ত্যর্থমত্যর্থ মহং লক্ষ্মণমব্রুবং॥ ৩॥
ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা।
পর্য্যাশ্বসিহি সৌম্যাস্যাং সুখং রাঘবনন্দন॥ ৪॥
উচিতোঽয়ং জনঃ সর্ব্বঃ ক্লেশানাং ত্বং সুখোচিতঃ।
গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামি রামস্যাহমিমাং নিশাং॥ ৫॥
ন হি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন।
সোৎসুকো ভূর্ব্রবীম্যেত দহং সত্যং তবাগ্রতঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর বন বৃত্তান্ত গোচর নিষাদপতি গুহ মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যে প্রকার ভাবে সময়াতিপাত করিয়াছিলেন, অপরিমিত পরাক্রমশালি ভরতের নিকট তাহা সমুদয় বলিতে লাগিলেন॥ ১॥ হে ভরত! সেই ভ্রাতৃ বৎসল, আজানুলম্বিত বাহু, মহাবীর লক্ষ্মণ, ইন্দ্রচাপ সমান এক খানি ধনু গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া রহিলেন॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্রের শারীরিক বিঘ্ন নিরাকরণ করিবার জন্য যথোচিত যত্ন সহকারে ভয়ানক ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া গর্ব্ব শূন্য মনে লক্ষ্মণ জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম॥ ৩॥ হে সৌম্য! হে তাত!, হে রঘুনন্দন! তোমার শয়নের জন্য এই অপূর্ব্বা শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে, তুমি ইহাতে শয়ন করিয়া পরমসুখে নিদ্রা যাও॥ ৪॥ আমি দণ্ডায়মান হইয়া, শ্রীরামচন্দ্রের শরীর রক্ষার জন্য এই সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকিব, তুমি পরম সুখে শয়ন করহ॥ ৫॥ তোমার সমক্ষে আমি শপথ করিয়া সত্য বলিতেছি, যে পৃথিবী মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের অপেক্ষা আমার প্রিয়তম বন্ধু আর কেহই নাই, অতএব লক্ষ্মণ তুমি রামার্থে উৎকণ্ঠিত হইওনা॥ ৬॥

অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্যশঃ।
ধর্ম্মাবাপ্তিঞ্চ বিপুলামর্থকামৌ ন কেবলৌ ॥ ৭ ॥
সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া।
রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্ব্বৈঃ স্বৈর্জ্ঞাতিভির্বৃতঃ ॥ ৮ ॥
ন হি মেঽবিদিতং কিঞ্চিদ্বনেঽস্মিংশ্চরতঃ সদা।
চতুরঙ্গং হ্যপি বলং সুমহৎ প্রসহামহ্যং ॥ ৯ ॥
এবমস্মাভিরুক্তেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
অনুনীতা বয়ং সর্ব্বে ধর্ম্মমেবানুপশ্যতা ॥ ১০ ॥
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতং বা সুখানি বা ॥ ১১ ॥

অনুবাদ

আমি শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদে ইহলোকে কেবল যে অর্থ ও কাম লাভ করিব এমন নহে, তাঁহার অনুগ্রহে মহৎযশ ও বিপুল ধর্ম্ম লাভ হইবে এমত আশা করি ॥ ৭ ॥ অতএব প্রাণাধিক প্রিয়বয়স্য শ্রীরামচন্দ্র জানকী সমভিব্যাহারে পরম সুখে নিদ্রাগত হইলে, আমি সমুদয় স্বজন জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রিয় বন্ধুকে রক্ষা করিব ॥ ৮ ॥ হে লক্ষ্মণ ! আমি সর্ব্বদা এই অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, এখানে কোন বিষয় আমার অবিদিত নাই, ইহাও নিশ্চিত বলিতেছি, যে অতি বিশাল চতুরঙ্গ দল বল সহ শত্রু উপস্থিত হইলেও আমি তাহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারিব, আমার এমন আয়োজন আছে ॥ ৯ ॥ হে ভরত ! আমরা লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলে পর মহাত্মা ধার্ম্মিকবর লক্ষ্মণ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া আমাদিগের সকলকে অনুনয় বিনয় করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১০ ॥ শ্রীরামচন্দ্র জানকী সমভিব্যাহারে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আমি কি প্রকারে নিদ্রা যাইতে পারি ? অর্থাৎ শ্রীরামকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া আমার নিদ্রা কি ? জীবনন ধারণ ও অন্যান্য কোন প্রকার সুখলাভেরই বাঞ্ছা হয় না ॥ ১১ ॥

যো ন দেবাসুরৈঃ শক্যঃ সোঢ়ুং যুধি সমাগতৈঃ।
তং পশ্য গুহ সম্বিষ্টং তৃণেষু সহ সীতয়া ॥ ১২ ॥
মহতা তপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরাক্রমৈঃ।
একো দশরথস্যৈষ পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ ॥ ১৩ ॥
অস্মিন্ প্রব্রাজিতে রাজা ন চিরং বর্ত্তয়িষ্যতি।
বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেষা ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
বিনদ্য সুমহানাদং ক্রমেণ বিরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নির্ঘোষনিনদং মন্যে নূনং রাজনিবেশনে ॥ ১৫ ॥
কৌশল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম।
নাশংসে যদি তে সর্ব্বে জীবেযুঃ শর্ব্বরীমিমাং ॥ ১৬ ॥
জীবেদপি হি মে মাতা শত্রুঘ্নস্যান্ববেক্ষয়া।
এতদ্দুঃখাৎ তু কৌশল্যা বীরসূর্ন ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

হে গুহ! দেখ দেখি দেবগণ ও অসুরগণ একত্র মিলিতহইয়া সংগ্রামে যাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না, সেই শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়াও কি আমার দুঃখ সহ্য হয়? ইতিভাব ॥ ১২ ॥ পিতা দশরথ কত শত কঠোর তপস্যা করিয়া ও নানা প্রকার পরাক্রম প্রকাশে বিবিধ যাগ যজ্ঞ করিয়া অশেষ গুণযুক্ত সুলক্ষণাক্রান্ত এই শ্রীরামচন্দ্রকে পুত্রলাভ করিয়াছেন॥ ১৩ ॥ অতএব এমন প্রিয় সন্তান শ্রীরামকে যখন তিনি বনবাস দিয়াছেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তিনি বহু দিন আর জীবিত থাকিবেন না, অর্থাৎ অতি সত্বর এই পৃথিবী স্বামীহীনা হইবেন॥ ১৪ ॥ পুরবাসি কামিনী গণেরা প্রতি নিবৃত্ত হইয়া রাজ ভবনে প্রবেশ করতঃ অতি উচ্চৈঃস্বরে বহু প্রকার বিলাপ করিতেছে, অনুমান করি তাহাদিগের বজ্রাঘাত সমান চীৎকার ধ্বনিতে রাজ ভবন পরিপূর্ণ হইতেছে॥ ১৫ ॥ মহারাজা দশরথ, ও শ্রীরাম জননী কৌশল্যাদেবী, এবং আমার জননী সুমিত্রা দেবী, ইহাঁরা কেহ যে অদ্য যামিনী জীবিত থাকিবেন ইহা আমার বোধ হইতেছে না॥ ১৬ ॥ বরঞ্চ আমার জননী সুমিত্রা শত্রুঘ্নের মুখাবলোকন করিয়া জীবিত থাকিলেও থাকিতে পারেন? কিন্তু বীরপ্রসূ কৌশল্যা দেবী রাম বিচ্ছেদে কখনই জীবিতা থাকিবেন না॥ ১৭ ॥

সিদ্ধার্থঃ পিতরং বৃদ্ধং তস্মিন্ কালে বিশেষতঃ।
প্রেতকার্য্যেষু সর্ব্বেষু সৎকরিষ্যতি রাঘবঃ॥ ১৮॥
রম্যচত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাং।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং তূর্য্যনাদবিনাদিতাং॥ ১৯॥
রথাশ্বগজসঙ্কীর্ণাং সর্ব্বরত্নোপশোভিতাং।
সর্ব্বকল্যাণসম্পন্নাং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাং॥ ২০॥
আরামোদ্যানসংপূর্ণাং সমাজোৎসবশালিনীং।
সুখিনো বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্ম্মম॥ ২১॥
অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্দ্ধং কুশলিনো বয়ং।
নিবৃত্তে সময়ে তস্মিন্নযোধ্যাং প্রবিশেমহি॥ ২২॥
পরিদেবয়মানস্য তস্যৈবং সুমহাত্মনঃ।
তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য সা ব্যতীয়ায় শর্ব্বরী॥ ২৩॥

অনুবাদ।

বিশেষতঃ এই যে সে সময় কেবল কৃত কৃত্য ভরত বৃদ্ধ পিতার প্রেত কার্য্য উপস্থিত হইলে সৎকারাদি তিনিই করিবেন॥ ১৮ ॥ যে অযোধ্যানগরী অতি বিশাল মনোহর প্রাঙ্গন ভূমিতে সুশোভিতা, যাহাতে স্ত্রী পুরুষদিগের গমনাগমন জন্য রাজপথ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্ম্মিত, যে নগরী অত্যুচ্চ অট্টালিকা সমূহে পরিব্যাপ্তা, যেখানে অনবরত অশেষবিধ বাদ্যোদ্যম হইতেছে॥ ১৯ ॥ যে নগরী রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গে পরিপূর্ণা, যে পুরী বিবিধ মণি মাণিক্যাদি রত্ন সমূহে খচিতা, যে পুরী অশেষবিধ কল্যাণকর ক্রিয়াকলাপে পরিবৃতা, যে নগরী হৃষ্ট পুষ্ট জনে পরিপূর্ণা॥ ২০ ॥ যে নগরী উদ্যান ও উপবনে পরিব্যাপ্তা, যেখানে উৎসবপূর্ণ সমাজ সকল শোভা পাইতেছে, আমার পিতা মহারাজা দশরথের ঈদৃশ মনোহারিণী রাজধানীতে যাহারা সুখী তাঁহারাই কালাতিপাত করিবে॥ ২১ ॥ কিন্তু আমরা সত্য প্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তীর্ণ প্রতিজ্ঞ পরম কল্যাণ ভাজন হইয়া, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাত সময় অতীত হইলে পর আমরাও সেই অযোধ্যায় পুনর্ব্বার প্রবেশ করিব॥ ২২ ॥ হে ভরত! দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রকার সকাতর বাক্য কহিতে কহিতে রাজকুমার মহাত্মা লক্ষ্মণের রজনী প্রভাতা হইয়াছিল॥ ২৩ ॥

প্রভাতেঽভ্যুদিতে সূর্য্যে কারয়িত্বা জটা উভৌ।
অস্মিন্ ভাগীরথীতীরে সুখং সন্তারিতৌ ময়া ॥ ২৪ ॥
জটাধরৌ তৌ কুশচীরবাসসৌ
মহাবলৌ কুঞ্জরযূথপোপমৌ।
বরেষুচাপাসিধরৌ পরন্তপৌ
ব্যপেক্ষমাণৌ সহ সীতয়া গতৌ ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গুহবাক্যং নাম
চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর প্রভাত হইলে, দিনকর প্রসারণ করিয়া পূর্ব্ব দিগঙ্গনামুখ অনুরঞ্জিত করিলে পর, এই জাহ্নবী তীরে উভয় ভ্রাতা মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিলেন, পরে আমি তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিলাম ॥ ২৪ ॥ তাঁহারা জটা জূট ধারণ পূর্ব্বক কুশময় বসন পরিধান করিয়া যূথপতি হস্তীর ন্যায় শক্রতাপন মহা-বল পরাক্রান্ত দুই ভ্রাতা অতি প্রকাণ্ড ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গাদি অস্ত্র সমূহ ধারণ করতঃ আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে জানকী সমভিব্যাহারে চলিয়া গেলেন ॥ ২৪ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
গুহ বাক্য নামে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৯৪ ॥

—co—

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ।

গুহস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতো ভৃশমপ্রিয়ং।
জগাম মোহং তত্রৈব যত্র তচ্ছ্রুতবান্ বচঃ॥ ১॥
ন বিহ্বলিতসর্ব্বাঙ্গো বিবৃত্তবিপুলেক্ষণঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ মূলভ্রষ্ট ইব দ্রুমঃ॥ ২॥
সুকুমারো মহাসত্ত্বঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ।
পুণ্ডরীকপলাশাক্ষ স্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ॥ ৩॥
ভরতং মোহিতং দৃষ্ট্বা বিষণ্ণবদনোগুহঃ।
বভূব ব্যথিতস্তত্র ভূমিকম্প ইব দ্রুমঃ॥ ৪॥
তদবস্থন্তু ভরতং শত্রুঘ্নো নষ্টচেতসং।
পরিস্বজ্য রুরোদোচ্চৈ র্বিসংজ্ঞঃ শোককর্ষিতঃ॥ ৫॥
ততঃ সর্ব্বাঃ সমাপেতু র্মাতরো ভরতস্য তাঃ।
উপবাসকৃশা দীনা ভর্ত্তৃব্যসনকর্ষিতাঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

রাজকুমার ভরত, গুহের মুখে যৎপরোনাস্তি এই অপ্রিয় কথা, যেখানে উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই খানেই অমনি মোহপ্রাপ্ত হইলেন॥ ১॥ তাঁহার সকল শরীর অবশ হইল, বিস্তৃত নয়নযুগল ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, তিনি সুকুমার কলেবর, মহাবল পরাক্রান্ত, সিংহের ন্যায় স্কন্ধদেশ, আজানুলম্বিত বাহু, নীলকমলদল সমান নয়নযুগল, যুবা ও প্রিয় দর্শন, ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সহসা ভূমিতলে নিপতিত হইলেন॥ ২॥ ৩॥ নিষাদপতি গুহ, নৃপকুমার ভরতকে মোহপ্রাপ্ত দেখিয়া ভূমিকম্পকালীন মহীরুহেরন্যায় কম্পিত কলেবর হইয়া বিষণ্ণবদনে তখন যথোচিত ব্যথিত হইলেন॥ ৪॥ ভরতকে তাদৃশ ভূমিতলে নিপতিত ও অচেতন দেখিয়া শত্রুঘ্ন শোকে একান্ত কাতর ও নষ্টচেতন ভরতকে কোলে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৫॥ অনন্তর উপবাস দ্বারা নিতান্ত কৃশা, স্বামিবিয়োগ জন্য বিপদে কৃশতরা ও দীনদশাপন্না ভরতের জননীগণ সকলে ত্বরিতগমনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৬॥

তাস্তং নিপতিতং দৃষ্ট্বা ভূমৌ সুপ্তং প্রিয়ং সুতং।
সম্ভ্রান্তহৃদয়াস্তত্র রুদত্যঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৭ ॥
কৌশল্যা ত্বভিস্থত্যৈনং ব্যথিতং স্নেহবিক্লবা।
সংস্পৃশ্যাশ্বাসয়ামাস সুখস্পর্শেন পাণিনা ॥ ৮ ॥
যথাবদ্বৎসলা সা তমুপগৃহ্য তপস্বিনী।
পরিপপ্রচ্ছ রুদতী ভরতং শোককর্ষিতা ॥ ৯ ॥
কচ্চিদ্ব্যাধির্ন তে পুত্র শরীরে সম্প্রবাধতে।
অস্য রাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবিতং ॥ ১০ ॥
ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র জীবামি রামে সভ্রাতৃকে গতে।
ত্বমিদানীং কুলে নাথো বৃত্তে দশরথে নৃপে ॥ ১১ ॥
কচ্চিন্ন লক্ষ্মণাৎ পুত্র শ্রুতং তে কিঞ্চিদপ্রিয়ং।
পুত্রাদ্বাপ্যেকপুত্রায়াঃ সহভার্য্যাদ্বনাশ্রমাৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

তাঁহারা প্রিয়সন্তান ভরতকে তাদৃশ অচেতনাবস্থায় ভূমিশয্যায় নিপতিত দেখিয়া ব্যাকুলিত মনে কি হইল কি হইল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ভরতের প্রবোধন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ কিন্তু স্নেহবশম্বদা কৌশল্যাদেবী বেদনাপ্রাপ্ত ভরতের নিকটে যাইয়া সুখস্পর্শ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ সেই দুঃখিনী পুত্রবৎসলা কৌশল্যা-দেবী ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া শোকব্যাকুলিতচিত্তে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে যথাবৎ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯ ॥ হে পুত্র ভরত! তোমার শরীরে কি কোন ব্যাধি উপস্থিত হইয়া তোমাকে বাধা দিতেছে? তাহা ব্যক্ত করিয়া বলহ এক্ষণে এই সমুদয় রাজকুল তোমার জীবনের অধীন হইয়াছে ॥ ১০ ॥ হে পুত্র! লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়াছেন, আমরা সকলে এক্ষণে তোমার মুখ চাহিয়াই জীবিতা রহিয়াছি, মহারাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে, অতএব তুমিই এক্ষণে সূর্য্যবংশের পতি হইয়াছ ॥ ১১ ॥ হে পুত্র! লক্ষ্মণ কি তোমাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিয়াছেন? না একপুত্রা এই অভাগিনীর সন্তান রামচন্দ্র সস্ত্রীক হইয়া বনবাসী হইয়াছেন বলিয়া তোমাকে তিনিই বা কোন অসহ্য কথা বলিয়াছেন? তাহা গুহের মুখে শুনিয়া তুমি এ প্রকার হইলে? ॥ ১২ ॥

এবমুক্ত্বা জলক্লিন্নৈর্বস্ত্রৈরাশ্বাসয়ৎ তদা ।
কৌশল্যা ভরতং দীনমিষ্টপুত্রমিবাত্মজং ॥ ১৩ ॥
স মুহূর্ত্তাৎ সমাশ্বস্তো রুদন্নেব মহাযশাঃ ।
কৌশল্যাং প্রতিগৃহ্যাথ গুহং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
গুহ পৃচ্ছামি ভূয়স্ত্বাং বক্তব্যং খলু নানৃতং ।
রাঘবঃ সহ বৈদেহ্যা তদা কিমুপভুক্তবান্ ॥ ১৫ ॥
লক্ষ্মণো বা মহাতেজাঃ কুললক্ষ্মীবিবর্দ্ধনঃ ।
অনিযুক্তোঽনুযাতো যো বনবাসায় রাঘবং ॥ ১৬ ॥
সোঽব্রবীদ্ভরতং পৃষ্টো নিষাদাধিপতির্গুহঃ ।
শ্রূয়তামিতি বাক্যজ্ঞো গৃহীত্বা বাষ্পমাগতং ॥ ১৭ ॥
অন্নমুচ্চাবচং ভক্ষ্যং লেহ্যং মূলফলানি চ ।
রামায়াভ্যবহারার্থং বহুশোঽপহৃতানি মে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ ।

তখন কৌশল্যাদেবী আত্মজ প্রিয়সন্তানন্যায়বোধে ভরতকে নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, জলদ্বারা সিক্ত বস্ত্রে তাঁহার মুখমার্জ্জনা করতঃ আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর মহাযশস্বী ভরত কিয়ৎকাল রোদন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে পর, কৌশল্যা মাতার ক্রোড় হইতে উত্থিত হইয়া গুহকে পুনর্ব্বার বলিলেন ॥ ১৪ ॥ হে গুহ! আমি পুনর্ব্বার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কোনমতেই মিথ্যা কথা বলিও না, সে দিন শ্রীরামচন্দ্র জানকী সমভিব্যাহারে কি আহার করিয়াছিলেন? ॥ ১৫ ॥ কোন ব্যক্তি অনুরোধ না করিতে করিতেই যে মহাত্মা বনবাসের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করিয়াছেন, বংশের লক্ষ্মীবর্দ্ধন মহাতেজস্বী সেই লক্ষ্মণই বা কি আহার করিয়াছিলেন? ॥ ১৬ ॥ সদ্বক্তা নিষাদপতি গুহ, ভরতকর্ত্তৃক এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া উপস্থিত নেত্রজল নিবারণ করতঃ বলিতেছেন, হে মহাভাগ! আপনি শ্রবণ করুন্ আমি যথাবৎ কহিতেছি ॥ ১৭ ॥ আমি শ্রীরামচন্দ্রের আহারের জন্য বিবিধ খাদ্যদ্রব্য, নানাবিধ ভক্ষ্য, লেহ্য ও চর্ব্ব্য, ফলমূল, অপরিমিত আহরণ করিয়াছিলাম ॥ ১৮ ॥

তৎ প্রীত্যা চ ময়ানীতং প্রণয়েন চ রাঘবঃ।
সর্ব্বং ন প্রতিজগ্রাহ ক্ষাত্রং বৃত্তমনুস্মরন্ ॥ ১৯ ॥
আহ চ স্ম স ধর্ম্মাত্মা ব্রীড়িতং মামধোমুখং।
অস্মাভি র্ন প্রতিগ্রাহ্যং দেয়মেব তু সর্ব্বশঃ ॥ ২০ ॥
চাপং চোদ্যম্য যোদ্ধব্য মেতৎ ক্ষত্রভৃতাম্বরং।
লক্ষ্মণেনাহৃতং বারি স্বয়মেব মহাত্মনা ॥ ২১ ॥
তেনোপবাসং কাকুৎস্থ শ্চকার সহ সীতয়া।
ততস্তু জলশেষেণ লক্ষ্মণোঽপ্যকরোৎ তদা ॥ ২২ ॥
উপবাসস্থিতৈস্তৈব মথ সন্ধ্যাভ্যবর্ত্তত।
ততস্তসৌ যথান্যায়ং রামো ধর্ম্মভৃতাম্বরঃ ॥ ২৩ ॥
উপাস্য সন্ধ্যাং তত্রৈব বাগ্যতঃ সুসমাহিতঃ।
সৌমিত্রিস্তু ততঃ পশ্চা দ্রামস্য সংস্তরং শুভং ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

আমি তাঁহার প্রীতির জন্য প্রাণপণে সমুদয় আহারীয় আহরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু রঘুনাথ ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া দান গ্রহণ অযুক্ত বিবেচনায় তাহার কিছুই গ্রহণ করিলেন না ॥ ১৯ ॥ আমি লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলাম, ইহা দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বলিলেন, আমরা কখন কাহারও প্রতিগ্রহ স্বীকার করি না, কিন্তু সকলকেই দান করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥ ক্ষত্রিয়দিগের কেবল ধনু উদ্যত করিয়া যুদ্ধ করাই শ্রেষ্ঠকল্প, এই কথা বলিয়া মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক আহৃত কেবল জল মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ স্বয়ং রঘুনাথ জানকী সমভিব্যাহারে ঐ জল পান করতঃ উপবাস করিয়া রহিলেন, অনন্তর লক্ষ্মণও তখন সেই পানাবশিষ্ট জল পান করিয়া উপবাস করিলেন ॥ ২২ ॥ এইরূপে তাঁহারা উপবাসে কালযাপন করিয়াছেন, ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে, অনন্তর ধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র বিধানানুসারে ॥ ২৩ ॥ বাক্য সংযমন পূর্ব্বক সমাহিত মনে তথায় সায়ংসন্ধ্যা সমাধান করিলেন, তদনন্তর লক্ষ্মণও সন্ধ্যা সমাপনের পর একান্ত যত্নসহকারে কতকগুলি কুশপত্র ॥ ২৪ ॥

চকার দর্ভানানীয় পর্ণানি চ সমাহিতঃ।
তস্মিন্ পাবিশদ্রামঃ সংস্তরে সহ সীতয়া ॥ ২৫ ॥
প্রক্ষাল্য চ ততঃ পাদাবপচক্রাম লক্ষ্মণঃ।
তদেতদিঙ্গুদীমূল মেতদেব চ তৎ তৃণং।
যস্মিন্ রামশ্চ সীতা চ তাং রাত্রিং সহিতাবুভৌ ॥ ২৬ ॥
নিশম্য পৃষ্টে তু তদাঙ্গুলিত্রবান্ মহেষুপূর্ণাবিষুধীপরন্তপঃ।
ধনুশ্চ সজ্যং পরিগৃহ্য লক্ষ্মণো নিশামতিষ্ঠৎ পরিপালয়ংস্তদা। ২৭।
ততোঽহমপ্যুত্তমচাপবাণধৃক্ সহাভবং তত্র চ যত্র লক্ষ্মণঃ।
অতন্দ্রিতো জ্ঞাতিভিরাত্তকার্ম্মুকৈর্মহেন্দ্রকল্পং পরিবারয়ংস্তদা। ২৮।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গুহবাক্যং নাম
পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ।

কুশ ও বৃক্ষের কতিপয় পত্র আহরণ করিয়া রামচন্দ্রের জন্য উৎকৃষ্টরূপে শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, শ্রীরামও সেই শয্যায় জানকীর সহিত উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২৫ ॥ তৎপরে লক্ষ্মণ সীতা রামের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র ও জানকীদেবী উভয়ে সেই রাত্রি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই এই তাপসতরুর মূল, ও সেই এই তৃণশয্যা বর্ত্তমানা রহিয়াছে ॥ ২৬ ॥ অনন্তর শত্রুতাপন লক্ষ্মণ বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণ এবং সুশাণিত বাণপূর্ণ ইষুধিদ্বয় পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া ও গুণযুক্ত ধনু গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ আমিও নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক উত্তম ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া "যেখানে লক্ষ্মণ রহিলেন" সেই স্থানেই তাঁহার সহকারী হইলাম, তখন আমার জ্ঞাতি স্বজনগণও ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র সমান লক্ষ্মণের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিল ॥ ২৮ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা কাণ্ডে
গুহবাক্য নামে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা তু ভরতো বাক্যং নিপুণং সহ মন্ত্রিভিঃ।
ইঙ্গুদীমূলমাগত্য ভ্রাতুঃ শয্যামবৈক্ষত ॥ ১ ॥
বীক্ষমানস্তু তাং শয্যাং ক্রমেণ তৃণসংস্তৃতাং।
বভূব ভরতো দুঃখাদ্বাষ্পবিপ্লুতলোচনঃ ॥ ২ ॥
জননীশ্চাব্রবীৎ সর্ব্বা স্তেনেহ সুমহাত্মনা।
শর্ব্বরী গমিতা ভূমাবিদঞ্চ পরিবর্ত্তিতং ॥ ৩ ॥
মহাভাগঃ কুলীনেন রাজরাজেন ধীমতা।
কথং দশরথেনাত্মা জাতো ভূমৌ স সুপ্তবান্ ॥ ৪ ॥
অজিনোত্তরসংস্তীর্ণে বরাস্তরণভূষিতে।
শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে স্ম ভূতলে ॥ ৫ ॥
পুষ্পসঞ্চয়চিত্রেষু চন্দনাগুরুগন্ধিষু।
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশেষু কোকিলাভিরুতেষু চ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

রাজকুমার ভরত মন্ত্রিগণের সহিত মনোযোগপূর্ব্বক গুহের বাক্য শ্রবণে সকৌতুকমনে ইঙ্গুদী তরুর মূল প্রদেশে সমাগমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের শয্যা সন্দর্শন করিলেন ॥ ১ ॥ কিন্তু কেবল তৃণদ্বারা প্রস্তুত সেই শয্যা ক্রমে ক্রমে অবলোকন করিয়া দুঃখে ভরতের নয়নযুগল হইতে দরদরিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২ ॥ তিনি তখন দুঃখিতান্তঃকরণে জননীদিগকে বলিলেন, আপনারা দেখুন, মহাত্মা রঘুনাথ এই স্থানে ভূমিশয্যায় একরাত্রি যাপন করিয়াছেন, এই তাঁহার শয্যা বর্ত্তমানা রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ কি খেদের বিষয়, মহাবংশজাত রাজাধিরাজ সুবুদ্ধি মহারাজা দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাভাগ শ্রীরামচন্দ্র কেমন করে ভূমিতলে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরচ্ছদে আচ্ছাদিত অতি মৃদুল আস্তরণ ভূষিত শয্যায় শয়ন করিয়া যে পুরুষোত্তম কালাতিপাত করিতেন, তিনি কেমন করে ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ যে মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র অশেষবিধ সুগন্ধি পুষ্পমালায় পরিশোভিত, অগৌরচন্দন প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যে পরিলিপ্ত দেহ, ধবল জলধরমালার ন্যায় পরিদৃশ্যমান প্রাসাদ

প্রাসাদাগ্রবিমানেষু উষিত্বা তেষু সর্ব্বশঃ।
হেমরাজতভৌমেষু সুপ্ত্বা ভূমৌ স সুপ্তবান্ ॥ ৭ ॥
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈর্ব্বেণুবাদননিস্বনৈঃ।
মৃদঙ্গশঙ্খশব্দৈশ্চ সততং প্রতিবোধিতঃ ॥ ৮ ॥
বন্দিভির্বন্দিতঃ কালে বহুভিঃ সূতমাগধৈঃ।
গাথাভিরনুরূপাভিঃ স্তুতিভিশ্চ পরন্তপঃ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠকুলে জাতঃ সর্ব্বলোকসুখাবহঃ।
সর্ব্বলোকপ্রিয়স্ত্যক্ত্বা রাজশ্রিয়মনুত্তমাং ॥ ১০ ॥
কথমিন্দীবরশ্যামো রক্তাক্ষঃ প্রিয়দর্শনঃ।
ব্যূঢ়োরস্কো মহাবাহুঃ সুপ্তবান্ ভুবি তাদৃশঃ ॥ ১১ ॥
অশ্রদ্ধেয়মিদং লোকে ন সম্যক্ প্রতিভাতি মে।
মুহ্যতে খলু মে ভাবঃ স্বপ্নোঽয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

এমন্ অত্যুচ্চ প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহে চিরকাল বাস করিয়া ইচ্ছা হইলে স্বর্ণময় ও রাজতময় ভূমিতে শয়ন করিতেন, তিনি এক্ষণে কেমন করে ভূমিতলে নিরাচ্ছাদন কুশ কাশপত্রনির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিতেছেন॥ ৭ ॥ যে শ্রীরামচন্দ্র গীত ও বাদ্যের শব্দে, কি বাদিত বেণুর নিনাদে, কিম্বা মৃদঙ্গ বা শঙ্খনাদে সর্ব্বদা প্রতিবোধিত হইতেন॥ ৮ ॥ উপযুক্ত সময়ে অনেকানেক সূত ও মাগধ বন্দিগণ অনুরূপ গান ও মনোহর স্তোত্র পদ্ধতিদ্বারা যে শত্রুতাপন শ্রীরামচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ করাইত॥ ৯ ॥ যিনি যাবতীয় কুলের প্রধান রাজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সকল লোকের সুখের আবহ, যিনি সমুদয় জনগণের পরম প্রিয়পাত্র হয়েন, যিনি সসাগরা ধরার আধিপত্য রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়াছেন॥ ১০ ॥ সেই ইন্দীবর শ্যামতনু, আজানুলম্বিত বাহু, লোহিত নয়ন, প্রিয়দর্শন, বিশালবক্ষ শ্রীরামচন্দ্র কেমন করে ধরাতলে শয়ন করিতেছেন॥ ১১ ॥ এ কথা লোকে শুনিলেই আমাকে অশ্রদ্ধা করিবে, ইহাতে কোনক্রমেই আমার ভাল বোধ হইতেছে না, আমার স্বভাব একেবারে মোহগ্রস্ত হইয়া যাইতেছে, ইহাতে কোনক্রমেই আমার বিশ্বাস হয় না, গুহের বাক্যে আমার স্বপ্নবোধ হইতেছে॥ ১২ ॥

নূনং ন দৈবতং কিঞ্চিৎ কালতো বলবত্তরং।
যত্র দাশরথী রামো ভূমাবেবমশেত সঃ॥ ১৩॥
ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতুরিদং বিপরিবর্ত্তনং।
স্থণ্ডিলে কথয়ত্যেতদ্গাত্রৈর্বিমৃদিতং তৃণং॥ ১৪॥
বিদেহরাজস্য সুতা ইহৈব প্রিয়দর্শনা।
দয়িতা শায়িতা ভূমৌ স্নুষা দশরথস্য চ॥ ১৫॥
মন্যে সাভরণা সুপ্তা যথা স্বভবনে পুরা।
তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে শীর্ণাঃ কনকবিন্দবঃ॥ ১৬॥
মন্যে ভর্ত্তৃসুখেচ্ছেকা যেন সীতা তপস্বিনী।
সুকুমারী সতী দুঃখং বনমভ্যেতি মৈথিলী॥ ১৭॥
উত্তরীয়মিহাসক্তং ব্যক্তং বস্ত্রবরং তথা।
তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তবঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে কালের অপেক্ষা দৈব কোন মতেই বলবান হইতে পারে না, কেননা কালক্রমে রাজা দশরথের অতি প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ সন্তান হইয়াও শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন॥ ১৩ ॥ আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রঘুনাথের এই শয্যার এইদিকে তিনি এই পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়াছেন, যেহেতু শয্যা মধ্যে তাঁহার গাত্রদ্বারা পরিমর্দ্দিত বিস্তৃত তৃণ সকল দেখিতেছি॥ ১৪ ॥ সুদর্শনা, প্রিয়তমা, বিদেহরাজনন্দিনী, দশরথ-নৃপতির পুত্রবধূ জানকী দেবীও এই স্থানে ভূমিতলে শয়ন করিয়াছিলেন॥ ১৫ ॥ বোধ হয় পূর্ব্বপূর্ব্বে স্বর্ণময় আভরণ পরিধান করিয়া যেমন বাসভবনে তিনি শয়ন করিতেন, এখানেও সেই রূপ অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকিবেন, কেন না সেই সেই স্থানে স্বর্ণঅলঙ্কারের কণা সকল বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে দেখা যাইতেছে॥ ১৬ ॥ বোধ হয় জনক নন্দিনী কেবল স্বামীর সুখের জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, যেহেতু সেই কোমলাঙ্গী নিরপরাধিনী সীতা দেবী বনের ক্লেশ জানিয়াও এখানে আগমন করিয়াছেন॥ ১৭ ॥ এখানে তিনি নিঃসন্দেহ উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার সেই উত্তরীয়ের রক্তবর্ণ সূত্র সকল শয্যায় সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে॥ ১৮ ॥

সিদ্ধার্থা খলু বৈদেহী পতিং যানুগতা বনে।
বয়ং সংশয়িতাঃ সর্ব্বে বিনা তেন মহাত্মনা ॥ ১৯ ॥
অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্যেব প্রতিভাতি মে।
গতে দশরথে স্বর্গং রামে চারণ্যমাশ্রিতে ॥ ২০ ॥
ন চ প্রার্থয়তে কশ্চিন্মনসাপি বসুন্ধরাং।
বনেঽপি বসতস্তস্য বাহুবীর্য্যেণ পালিতাং ॥ ২১ ॥
শূন্যসম্বরণারক্ষা মবিচিন্ত্যহয়দ্বিপাং।
অপাবৃতপুরদ্বারাং রাজধানীং পিতুর্ম্মম ॥ ২২ ॥
অপ্রহৃষ্টাং পরিদ্যূনাং বিষমস্থামপাবৃতাং।
শত্রবো নাভিমন্যন্তে ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব ॥ ২৩ ॥
অদ্যপ্রভৃতি ভূমৌ হি স্বপ্স্যামি কুশসংস্তরে।
ফলমূলাশনো নিত্যং জটাচীরাজিনাম্বরঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

বিদেহনন্দিনী সেই সীতাদেবীই কৃতকৃতা পরম সৌভাগ্যবতী, কেন না যিনি বনেও পতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অনুগমন করিয়াছেন, কেবল আমরাই সকলে সেই মহাত্মার সঙ্গ ছাড়া হইয়া সংশয়াপন্ন হইয়াছি॥ ১৯ ॥ মহারাজা দশরথ স্বর্গগামী হওয়াতে এই পৃথিবী অধিপতি বিনা কর্ণধার হীনা নৌকার ন্যায় শূন্যপ্রায় প্রতিভাত হইতেছে॥ ২০ ॥ রঘুনাথ যদি বনবাসী হইয়া বাহুবলে এই পৃথিবী প্রতিপালনও করেন, তথাপি মনুষ্যমাত্রে এ পৃথিবীতে বাস করিতে মনেও প্রার্থনা করিবেক না॥ ২১ ॥ আমার পিতার হস্ত্যশ্বসমন্বিত রাজধানীর কোন চিন্তা নাই অর্থাৎ কেহই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে না, পুরদ্বার সততই উদ্ঘাটিত থাকিবে॥ ২২ ॥ তাহাতে আর কোন লোকে আনন্দিত থাকিবে না, সকলেই পরম দুঃখে কালাতিপাত করিবে, সর্ব্বদা বিষম বিপদগ্রস্ত হইবে, ফলতঃ শত্রুরা রক্ষকহীনা নগরীকে বিষ মুক্ষিত ভক্ষ্যের ন্যায় আর এখন বোধ করিবে না, অর্থাৎ অনায়াসেই আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিতে পারিবে॥ ২৩ ॥ আমিও অদ্যাবধি জটাবল্কল পরিধান করিয়া প্রতি দিন ফল মূল ভোজন ও ভূমিতলে কুশ-শয্যায় শয়ন করিয়া কালাতিপাৎ করিব॥ ২৪ ॥

ইদং কালান্তরং তস্য কৃতে বৎস্যাম্যহং বনে।
তৎ প্রতিশ্রুতমার্য্যস্য নৈব মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
অভিষেক্ষ্যামি কাকুৎস্থ মযোধ্যায়াং যশস্বিনং।
অপি মে দেবতাঃ কুর্য্যুরিমং সত্যং মনোরথং ॥ ২৬ ॥
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা ময়া স্বয়ং বহুপ্রকারং যদি ন প্রপৎস্যতে।
ততোঽনুবৎস্যামি চিরায় রাঘবং বনে চরন্ নার্হতি মামুপেক্ষিতুং। ২৭।
ততঃ প্রবৃত্তা রজনী দিনক্ষয়ে শ্রয়ন্তি নীড়ানি খগাঃ কৃতালয়াঃ।
বিসর্জ্জিতশ্চাপি গুহঃ স্বমালয়ং জগাম দুঃখেন সহানুযায়িভিঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ইঙ্গুদীবৃত্তং নাম
ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ।

আমি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধি হইয়া এতাবৎকাল অরণ্যমধ্যেই অবস্থান করিব, যাহাতে আর্য্য মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা কোনক্রমে মিথ্যা না হয়॥ ২৫ ॥ আর মহাযশস্বী শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, প্রার্থনা করি যেন দেবতারা আমার এই মনোরথ যথার্থরূপে সম্পন্ন করিয়া দেন॥ ২৬ ॥ আমি স্বয়ং নত মস্তকদ্বারা বহুপ্রকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করিব, তথাপিও যদি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন না হয়েন, তবে আমিও তাঁহার সহিত চিরকাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব, অনুভব হয় ইহা হইলে তিনিও আমাকে অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না॥ ২৭ ॥ অনন্তর দিনাবসান হইল, রজনী সমাগতা, পক্ষিগণ বিশ্রাম করিবার মানসে আপন আপন কুলায় আশ্রয় করিল, গুহকে আপন ভবনে গমন করিবার জন্য ভরত অনুমতি করিলে পর, গুহ অতি দুঃখিতান্তঃকরণে অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া স্বকীয় আলয়ে গমন করিলেন॥ ২৮ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ইঙ্গুদীবৃত্ত নামে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ৯৬ ॥

——০০——

সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ।

উষিত্বা রজনীমেকাং গঙ্গাতীরে মহামনাঃ।
ভরতঃ কল্যমুত্থায় শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে শত্রুঘ্ন রজনী গতা।
পদ্মবোধনমুদ্যন্তং পশ্য সূর্য্যং তমোনুদং ॥ ২ ॥
শীঘ্রমানায়য় গুহং শৃঙ্গবেরপুরেশ্বরং।
স হি গঙ্গামিমাং বীর তারয়িষ্যতি বাহিনীং ॥ ৩ ॥
শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীচ্ছূরং ভ্রাতরং প্রিয়বান্ধবং।
ভরতং সোপচারাণামভিজ্ঞং বচসাং প্রভুং ॥ ৪ ॥
শোকশূন্যেন মনসা ত্বয়ি স্বপিতি রাঘব।
জাগর্ম্মি নাস্তি মে নিদ্রা তস্যৈবার্য্যস্য চিন্তয়া ॥ ৫ ॥
অপি নাম প্রসাদং নঃ স কুর্য্যাৎ পুরুষর্ষভঃ।
প্রসাদ্যমানো ভবতা ময়া চ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

মহামনা ভরত একরাত্রি গঙ্গাতীরে বাস করিয়া অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিলেন ॥ ১ ॥ হে ভ্রাতঃ শত্রুঘ্ন! আর কেন শয়ন করিয়া রহিয়াছ, রজনী প্রভাতা হইয়াছে, ওঠ ওঠ, ঐ দেখ তমোরিতপন স্বকর নিকর প্রসারণ পূর্ব্বক অরবিন্দ নিকরকে প্রবোধিত করিয়া উদিত হইতেছেন ॥ ২ ॥ হে বীর! তুমি গাত্রোত্থান করিয়া শৃঙ্গবের পুরের অধিপতি গুহকে অতি সত্বর ডাকাইয়া আনহ, তিনিই আমাদিগকে এই খরস্রোতস্বতী ভগবতী ভাগীরথী পার করাইয়া দিবেন ॥ ৩ ॥ শত্রুঘ্ন এই কথা শ্রবণ করিয়া শূরবর ভ্রাতৃবৎসল সদ্বক্তা প্রিয় সম্ভাষ বাক্যের অভিজ্ঞ প্রিয়তম ভ্রাতা ভরতকে বলিলেন ॥ ৪ ॥ হে মহাভাগ! হে রঘুবীর! আপনি শোকশূন্য মনে শয়ন করিলে পর আমি কেবল সেই মহাত্মা আর্য্য শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় চিন্তা করিয়া নিদ্রা যাইতে পারি নাই, কেবল জাগ্রদ্দশায় কালাতিপাত করিতেছি ॥ ৫ ॥ হে মহাত্মন্! আপনি ও আমি ও সকল মন্ত্রিগণ সেই পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিলে পর তিনি আমাদিগের প্রতি কৃপা করিতে পারিবেন! ॥ ৬ ॥

এবমুক্ত্বা তু শত্রুঘ্নো ভরতস্যাজ্ঞয়া গতঃ।
অব্রবীৎ পুরুষং তত্র গুহমানায়য়েতি সঃ ॥ ৭ ॥
ইতি সম্ভাষমাণস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
অভিগম্যাঞ্জলিং কৃত্বা গুহো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
কচ্চিৎ সুখং নদীতীরেঽবাৎসীঃ কাকুৎস্থ শর্ব্বরীং।
কচ্চিচ্চ সহসৈন্যস্য সর্ব্বতোঽনাময়ং তব ॥ ৯ ॥
অথবা সমুদাচারঃ প্রযুক্তোঽয়ং ময়া তব।
কৃতো হি সুখশয্যা তে স্নেহেন পরিতপ্যতঃ ॥ ১০ ॥
ভ্রাতরং চিন্তয়ানস্য বৃত্তঞ্চ জগতীপতিং।
শারীরমানসৈর্দুঃখৈঃ স্নেহোঽপি ন নিবর্ত্ততে ॥ ১১ ॥
তথোক্তো ভরতো দীনঃ প্রত্যুবাচ গুহং ততঃ।
মানয়ন্ সমুদাচারং হৃদয়েন সুদুঃখিতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শত্রুঘ্ন এই সকল কথা ভরতকে বলিয়া তাঁহার অনুমত্যানুসারে এক জন অনুচরকে অনুমতি করিলেন, যে যাও শীঘ্র গুহকে আনয়ন করহ ॥ ৭ ॥ মহাত্মা শত্রুঘ্নের এই অনুমতি শ্রবণ মাত্রতঃ চণ্ডালপতি গুহ কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, অর্থাৎ গুহের নিকট দূত পাঠাইতে হইল না, গুহ সেই স্থানেই বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৮ ॥ হে কাকুৎস্থ! গত রাত্রি ভাগীরথীতীরে আপনারা কেমন সুখে বাস করিয়াছেন, আপনাদিগের কি সমভিব্যাহারি সৈন্য সামন্তদিগের সকলের কুশল বলুন্? ॥ ৯ ॥ অথবা আমি এই আপনাদিগের যথোপযুক্ত সেবার আয়োজন করিয়া দিয়াছি, এবং সুখশয্যাও প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি, তাহা দিলেই বা কি হইবে, আপনারা ভ্রাতৃস্নেহে নিতান্ত পরিতাপিত হইয়া রহিয়াছেন, কি রূপে আপনাদিগের সুখে নিদ্রা হইতে পারে? ॥ ১০ ॥ একে জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে চিন্তা করিতেছ, তাহাতে আবার পিতৃবিয়োগ চিন্তা সুতরাং এ প্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখদ্বারা কি রূপে উভয় স্নেহ নিবর্ত্ত হইতে পারে ॥ ১১ ॥ অনন্তর একান্ত দুঃখিত ভরত গুহ কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া সংপরোনাস্তি দুঃখিত মনে গুহকে সম্মানন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ১২ ॥

সুখা নঃ শর্ব্বরী রাজন্ পূজিতাশ্চাপি তে বয়ং।
গঙ্গাং তু নৌভির্বহ্বীভির্দ্দাসাঃ সন্তারয়ন্তু নঃ॥ ১৩॥
ততো গুহঃ সত্বরিতং শ্রুত্বৈবেশ্বরশাসনং।
প্রতিপ্রবিশ্য নগরং স্বজ্ঞাতীনিদমব্রবীৎ॥ ১৪॥
উত্তিষ্ঠত প্রবুধ্যধ্বং জ্ঞাতয়ো ভদ্রমস্তু বঃ।
নৌকাঃ সমুপকর্ষধ্বং তারয়িষ্যামি বাহিনীং॥ ১৫॥
তে তথোক্তাঃ সমুত্থায় ত্বরিতা রাজশাসনাৎ।
নাবাং শতানি পঞ্চৈব সমন্তাৎ সমুপানয়ন্॥ ১৬॥
কাশ্চিৎ স্বস্তিকচিহ্নাঙ্কা মহাদণ্ডধরা বরাঃ।
শোভমানাঃ পতাকিন্যো যুক্তা নাবঃ সুসংযুতাঃ॥ ১৭॥
ততঃ স্বস্তিকচিহ্নাংকাং পাণ্ডুকম্বলসংবৃতাং।
আনন্দঘোষাং কল্যাণীং গুহো নাবমনায়য়ৎ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

গুহ ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে রাজন্! আমরা আপনা কর্ত্তৃক যথোপযুক্ত রূপে পূজিত হইয়াছি, রাত্রিও আমাদিগের পরমসুখে অতি বাহিত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি বহুসংখ্যক্ নৌকা দ্বারা আমাদিগের সমুদয় অনুচরগণকে গঙ্গানদী পার করিয়া দেউন্॥ ১৩ ॥ অনন্তর গুহরাজ রাজ কুমার ভরতের এই অনুমতি প্রাপ্তমাত্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া স্বকীয় নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপন জ্ঞাতিগণকে এই কথা বলিলেন॥ ১৪ ॥ হে জ্ঞাতিগণ! তোমরা সকলে প্রবোধিত হও, অর্থাৎ গাত্রোত্থান কর, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা কতকগুলি নৌকা লইয়া আইসহ, রাজপুত্র ভরতের সৈন্য সামন্ত পার করিয়া দিব॥ ১৫ ॥ তাহারা সেইরূপ কথিত হইবামাত্র রাজার শাসনক্রমে সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া পাঁচশত নৌকা আনিয়া চারিদিকে উপস্থিত হইল ॥ ১৬ ॥ কতকগুলি অতি বৃহৎ নৌকা স্বস্তিকের চিহ্নে সুশোভিত, ও বড় বড় গুণদণ্ডে বিভূষিত, তাহাতে পতাকা সকল উড্ডীন হইতেছে, তাহাদিগের সন্ধি সকল অতি দৃঢ়॥ ১৭ ॥ অনন্তর গুহ কল্যাণদায়িনী স্বস্তিক চিহ্নিত সেই নৌকা আনয়ন করাইলেন, তাহাতে শ্বেতবর্ণ কম্বল আস্তৃত হইল, ও তাহা হইতে আনন্দধ্বনি উদ্ভূত হইতে লাগিল॥ ১৮ ॥

তামারুরোহ ভরতঃ শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ।
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥ ১৯ ॥
পুরোহিতোঽভবৎ পূর্ব্বং যে চান্যে ব্রাহ্মণাঃ পৃথক্।
অন্তঃপুরচরা ভৃত্যাস্তথৈব শকটাপণাঃ ॥ ২০ ॥
আবাসসাদীপরতাং তীর্থানি চ বিধাবতাং।
ভাণ্ডানি চাদদানানাং ঘোষস্ত্রিদিবমস্পৃশৎ ॥ ২১ ॥
তাস্তু সংপ্রস্থিতা নাবঃ শীঘ্রং দাসৈরধিষ্ঠিতাঃ।
বহন্ত্যস্তং জনং সর্ব্বং পারং জগ্মুঃ সমাহিতাঃ ॥ ২২ ॥
নারীণাং তারিকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ পরমবাজিনাং।
কাশ্চিন্নাবো বহন্তি স্ম যানং যুগ্যং মহাধনং ॥ ২৩ ॥
তাস্তু গত্বা পরং পার মবতার্য্য চ তং জনং।
নিবৃত্তাঃ কাণ্ডচিত্রাঙ্গা স্তার্য্যন্তে দাসবন্ধুভিঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

মহাবল পরাক্রান্ত ভরত শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, সুমিত্রা, ও অন্যান্য রাজপত্নীগণ সকলে সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ গমন করিলেন, পরে অন্তঃপুরচর ভৃত্যগণ শকটদ্বারা পণ্য দ্রব্য বিক্রেতা পণ্যজীবী লোক সকল গমন করিল ॥ ২০ ॥ যাহারা বাস ভবন মধ্যে আলোক প্রদান করে, যাহারা তীর্থস্থান সকলে ধাবমান হয়, যাহারা অশ্বের সজ্জা লইয়া বেড়ায়, ইহাদিগের কলরবধ্বনি গগণমণ্ডলকে স্পর্শ করিল ॥ ২১ ॥ যে সকল নৌকায় ভৃত্যেরা আরোহণ করিয়াছিল, ইহারাও সেই নৌকায় আরোহণ করিল, ঐ নৌকাগুলি এই সকল লোকের ভারবহন করিয়া দ্রুতগমনে অপর পারে উত্তীর্ণ হইল ॥ ২২ ॥ কোন নৌকায় কেবল স্ত্রীলোক সকল, কোন নৌকায় রথাদি যান ও যানবাহ্য দ্রব্য সকল পার হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ ক্রমে ক্রমে সমুদয় নৌকা যাতায়াত দ্বারা ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া সকল লোককে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দিল, নানাবিধ বিচিত্র রূপে চিত্রিতকাণ্ড সমূহে পরিবৃত নৌকাসকল গুহের বন্ধুদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া পর পারে আসিল ॥ ২৪ ॥

সবৈজয়ন্তাশ্চ গজা গজারোহপ্রচোদিতাঃ।
তরন্তঃ সংপ্রকাশন্তে সধ্বজা ইব পর্ব্বতাঃ ॥ ২৫ ॥
নাবমারুরুহুঃ কেচিৎ কেচিদারুরুহু প্লবান্।
কেচিৎ কুম্ভৈর্ঘটৈস্তেরুঃ কেচিৎ তেরুঃ স্ববাহুভিঃ ॥ ২৬ ॥
সা সর্ব্বা ধ্বজিনী গঙ্গাং দাসৈঃ সন্তারিতা তদা।
মৈত্রে মুহূর্ত্তে প্রযযৌ প্রয়াগবনমুত্তমং ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গঙ্গাবতারণং নাম
সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ

ধ্বজাপতাকায় সুশোভিত বড় বড় হস্তীসকল হস্তিপদিগের সঙ্কেত দ্বারা প্রেরিত হইয়া গঙ্গাতে সন্তরণ করিয়া চলিল, যেন ধ্বজাযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় গঙ্গাজলে ভাসিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ কোন কোন মাতঙ্গও নৌকায় আরোহণ করিয়া চলিল, কেহ কেহ রাজভৃত্য ভেলায় চড়িয়া চলিল, কেহ২ কুম্ভ ও ঘটদ্বারা পার হইল, কেহ বা বাহুবলেই সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল ॥ ২৬ ॥ তখন গুহের দাসগণ সেই সমুদয় সেনানীকে ক্রমে গঙ্গানদী পার করিয়া দিলে পর তাহারা সূর্য্যমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অত্যুত্তম মনোহর প্রয়াগাভিমুখ বনে গমন করিল ॥ ২৭ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
গঙ্গাতরণ নামে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৯৭ ॥

——oo——

অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ।

সন্তীর্য্য ভরতো গঙ্গাং সসেনঃ সহ পত্তিভিঃ।
পুরোহিতস্যানুমতে গুহং বচনমব্রবীৎ॥ ১॥
কতমেন তু দেশেন গন্তব্যং যত্র রাঘবঃ।
গুহ মার্গং সমাচক্ষ ত্বং সদা বনগোচরঃ॥ ২॥
সোঽব্রবীদ্ভরতস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা গুহস্তদা।
অভিজ্ঞস্তস্য দেশস্য যস্মিন্ বসতি রাঘবঃ॥ ৩॥
ইতঃ প্রভৃতি কাকুৎস্থ গম্যতাং বনমুত্তমং।
নানাপক্ষিগণাকীর্ণ মুপেতং সলিলাশয়ৈঃ॥ ৪॥
কমলপ্রতিমাভৈশ্চ সুতীর্থৈরল্পকর্দ্দমৈঃ।
খগপাদক্ষতৈঃ পর্ণৈর্নিরুদ্ধং নীলকোমলৈঃ॥ ৫॥
বনাৎ প্রাক্ ক্রোশমাত্রং তু প্রয়াগস্য নরর্ষভ।
তত্রোষিত্বা চ গন্তব্যং ভরদ্বাজাশ্রমং প্রতি॥ ৬॥

অনুবাদ।

ভরত সৈনাসামন্ত পদাতি সমভিব্যাহারে গঙ্গানদী পার হইয়া পুরোহিত বশিষ্ঠ ঋষির অনুমতি ক্রমে গুহকে এই কথা বলিলেন॥ ১॥ হে গুহ! যেখানে শ্রীরামচন্দ্র অবস্থান করিতেছেন কোন্ দিকদিয়া তথায় গমন করিতে হইবে? তুমি সর্ব্বদা বনমধ্যে বিচরণ করিয়া থাক, বনের সকল পথই অবগত আছ, অতএব আমাদিগকে সেই পথ বলিয়া দাও॥ ২॥ শ্রীরামচন্দ্র যেখানে বাস করিতেছেন, গুহ সেস্থান বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন, তিনি তখন ভরতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন॥ ৩॥ হে রঘুনন্দন! আপনি এই অবধি এই পথ দিয়া অশেষবিধ পক্ষিগণে সমাকীর্ণ স্থানে স্থানে কর্দ্দমশূন্য সুতীর্থ বিশাল জলাশয়ে পরিশোভিত বনপ্রদেশে গমন করুন্॥ ৪॥ এ পথ অতি শুভযুক্ত নীলবর্ণ অথচ কোমল তামরসের সদৃশ আভাযুক্ত পক্ষিদিগের চরণক্ষত পত্রদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে॥ ৫॥ হে নরোত্তম! এ বন হইতে প্রয়াগের পূর্ব্বদিগে ক্রোশ পরিমিত অন্তর আরও এক বন দেখিতে পাইবেন, তথায় অবস্থান করিয়া ভগবান্ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের প্রতি গমন করিবেন॥ ৬॥

তত্র গত্বা রাজপুত্র মুনিং তমভিবাদয়েৎ।
ধর্ম্মজ্ঞং তপসা সিদ্ধং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং ॥ ৭ ॥
তস্মাৎ ত্বমাশীর্ব্বচনং গিরশ্চ হৃদয়ঙ্গমাঃ।
শ্রুত্বা যাস্যসি সংহৃষ্টো দ্রষ্টুং ভ্রাতরমগ্রজং ॥ ৮ ॥
উষিত্বা রজনীং তত্র বিভবৈস্তেন পূজিতঃ।
দৃষ্ট্বা হি মোক্ষ্যতে ন ত্বামেকামনুষিতং নিশাং ॥ ৯ ॥
ব্রুবাণমেবন্তু গুহং ভরতঃ প্রশ্রয়ান্বিতঃ।
এবমস্ত্বিতি তদ্বাক্যং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥
গচ্ছ সৌম্য নিবর্ত্তস্ব সমস্তৈর্জ্ঞাতিভিঃ সহ।
সৎকৃতশ্চানুযাতশ্চ প্রীতিমানস্মি তে গুণৈঃ ॥ ১১ ॥
ভ্রাতুর্মে পূজিতং সখ্যং ত্বয়া রামস্য ধীমতঃ।
অনুরাগশ্চ ভক্তিশ্চ সৌহৃদঞ্চ বিদর্শিতং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

গুহ ভরতকে কহিতেছেন, হে নৃপনন্দন! মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন, মুনি সামান্য নহেন, তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, ত্রিলোক বিখ্যাত, ও তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ৭ ॥ আপনি তাঁহার নিকট হইতে শুভাশীরাশি ও মনোমত বচনসমূহ শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিতমনে অগ্রজভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিবেন ॥ ৮ ॥ মুনির আশ্রমে তাঁহা কর্ত্তৃক তপঃ সম্পত্তি দ্বারা পূজিত হইয়া একরাত্রি বাস করিবেন, যেহেতু মুনি তোমাকে দেখিলে একরাত্রি বাস না করাইয়া কোনমতেই যাইতে দিবেন না ॥ ৯ ॥ গুহের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ভরত একান্ত আনন্দযুক্তমনে গুহকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন যে তুমি যাহা যাহা বলিলে আমি তাহা তাহাই করিব ॥ ১০ ॥ হে সৌম্য! আমরা তোমার দ্বারা বিধিমতে সৎকৃত হইলাম, তুমি আমার অনুগমন করিয়াছ, আমি তোমার গুণগণদ্বারা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি, তুমি এক্ষণে সমস্ত জ্ঞাতি ও স্বজনগণ সমভিব্যাহারে নিবর্ত্ত হও ॥ ১১ ॥ তুমি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের পূজনীয় বয়স্য, তুমি যেমন তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিয়াছ তদনুরূপ অনুরাগ, ভক্তি ও সৌহার্দ্দও প্রকাশ করিলে ॥ ১২ ॥

ভরতেনাভ্যনুজ্ঞাতো গুহস্তু জ্ঞাতিভিঃ সহঃ।
যযৌ সংপূজ্য ভরতং সোপাধ্যায় পুরোহিতং ॥ ১৩ ॥
ততঃ প্রতিগতে নৌভির্গুহে জ্ঞাতিগণৈঃ সহ।
জগাম সেনয়া সার্দ্ধং প্রয়াগং ভরতো বনং ॥ ১৪ ॥
সুমন্ত্রং দৈশিকং কৃত্বা মন্ত্রিণং রাঘবপ্রিয়ং।
মন্ত্রকর্ম্মণি চ প্রাজ্ঞং দেশে কালে চ কোবিদং ॥ ১৫ ॥
ফলাঢ্যান্ পাদপান্ পশ্যন্ পুষ্পাঢ্যাংশ্চ সমন্ততঃ।
বল্গুদ্বিজানাঞ্চ রুতং শৃণ্বন্ শ্রোত্রমনোহরং ॥ ১৬ ॥
গুণান্ রামস্য কথয়ন্ মৈথিল্যা লক্ষ্মণস্য চ।
অগুণাংশ্চাত্মনো মাতুঃ কৈকেয্যাঃ সমুদাহরন্ ॥ ১৭ ॥
অধ্বর্দ্ধযোজনং গত্বা দদর্শ সুমহদ্বনং।
প্রয়াগমিতি বিখ্যাতং যথা চৈত্ররথং বনং ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

চণ্ডালাধিপতি গুহ ভরতের নিকট হইতে প্রতিগমনের অনুমতি পাইয়া গুরু পুরোহিতের সহিত মিলিত ভরতকে পূজা করতঃ বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গমন করিলেন॥ ১৩ ॥ অনন্তর গুহ জ্ঞাতিগণ সমভিব্যাহারে নৌকা দ্বারা প্রত্যাগত হইলে পর ভরত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রয়াগবনে গমন করিলেন॥ ১৪ ॥ যিনি মন্ত্রণাকার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ, যিনি সকল দেশে ও সকল কালে পণ্ডিতরূপে পরিগণিত, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত প্রিয়পাত্র সেই মন্ত্রি-প্রধান সুমন্ত্রকে নৃপকুমার দেশের পরিচয় প্রদানও মন্ত্রণাকর্ম্মেনিযুক্তকরিলেন ॥১৫॥ ভরত চতুর্দ্দিকে অশেষবিধ ফলে বিভূষিত ও নানাপ্রকার সদ্গন্ধপুষ্পে সুশোভিত মহীরুহ সকল অবলোকন করিতে করিতে, শ্রবণ মনোহর পক্ষিগণের সুমধুর কলরব শ্রবণ করিতে করিতে চলিলেন॥ ১৬ ॥ শ্রীরামচন্দ্র জনকনন্দিনী ও লক্ষ্মণের গুণ সন্দোহ বর্ণন, এবং আপনার জননী কৈকেয়ী দেবীর অসদাচরণের উদাহরণ উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমিক অর্দ্ধ যোজনপথ গমন করিয়া কুবেরের বনের ন্যায় প্রয়াগনামে বিখ্যাত সেই অতি গভীর অরণ্য অবলোকন করিলেন॥ ১৭ ॥ ॥ ১৮ ॥

তৎ প্রবিশ্য বনঞ্চৈব সর্ব্বকামফলদ্রুমং ।
শোভিতং পঙ্কজবনৈঃ সুতীর্থবহুপুষ্করৈঃ ।। ১৯ ।।
অভিগম্য প্রয়াগন্তং দেবস্থানমনুত্তমং ।
প্রদক্ষিণং প্রণামঞ্চ চকার ভরতস্তদা ।। ২০ ।।
তাঃ সর্ব্বা মাতরস্তস্য শত্রুঘ্নশ্চ মহাদ্যুতিঃ ।
প্রযাতাশ্চাপ্রমত্তাশ্চ চক্রুর্দ্দেবং প্রদক্ষিণং ।। ২১ ।।
তেঽভিবাদ্য বিনিষ্ক্রম্য বনাৎ তস্মাদনন্তরং ।
আশ্রমং ক্রোশমাত্রে তু দদৃশুঃ পিণ্ডিতদ্রুমং ।। ২২ ।।
ভরদ্বাজসগোত্রস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ।
আশ্রমং ভরতো দৃষ্ট্বা প্রহর্ষমতুলং যযৌ ।। ২৩ ।।
আশ্বাসিতাং তাঞ্চ চমূং মহাত্মা নিবেশ্য সম্যক্ স যথোপজোষং ।
দ্রষ্টুং ভরদ্বাজমৃষিপ্রবর্হং গন্তুং মতিং রাজসুতশ্চকার ।। ২৪ ।।

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে প্রয়াগপ্রবেশো নাম
অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ।। ৯৮ ।।

অনুবাদ ।

ভরত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় কাননানুরূপ ফলপ্রদ বৃক্ষ সকল চারিদিকে শোভা পাইতেছে, সুতীর্থ জলাশয় সকল বিকশিত পঙ্কজবনে শোভিত হইয়া রহিয়াছে ।। ১৯ ।। তখন ভরত অমরগণের বাসস্থান সর্ব্বোত্তম প্রয়াগতীর্থে গমন করিয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন ॥ ২০ ॥ ভরতের সমুদয় জননীগণ ও মহাত্মা শত্রুঘ্নও পবিত্রবেশে সাবধানে দেবতাদিগকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিলেন ।। ২১ ।। অনন্তর সকলে তথায় প্রণতিপূর্ব্বক সেই বনহইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একক্রোশ দূরে নিবিড় অরণ্যে পরিবৃত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম অবলোকিত হইলেন ।। ২২ ।। একান্ত ধ্যান পরায়ণ ভরদ্বাজগোত্র ভগবান্ মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম সন্দর্শন করিয়া ভরত বাক্পথাতীত আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন ।। ২৩ ।। রাজনন্দন মহাত্মা ভরত, সমুদয় সৈন্যসামন্তদিগকে তখন আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক যাহার যেমন উপযুক্ত স্থান তাহাকে সেইরূপ স্থানে তথায় সমাদরে রাখিয়া ঋষিপ্রবর মহামুনি ভরদ্বাজকে দর্শন মানসে গমনের অভিপ্রায় করিলেন ॥ ২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা কাণ্ডে
প্রয়াগ প্রবেশ নামে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ।। ৯৮ ।।

——oo——

একোনশততমঃ সর্গঃ।

ভরদ্বাজাশ্রমং দৃষ্ট্বা দূরাদেব নরর্ষভঃ।
বলং সর্ব্বং সমাস্থাপ্য জগাম সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ১ ॥
পদ্ভ্যামেব তু ধর্ম্মজ্ঞো ন্যস্তশস্ত্রপরিচ্ছদঃ।
নিবস্য বাসসৌ ক্ষৌমে পুরস্কৃত্য পুরোহিতং ॥ ২ ॥
স্থপদ্বারং সুসংমৃষ্টং কদলীবনশোভিতং।
শান্তব্যালমৃগাকীর্ণং বেদীমণ্ডলমণ্ডিতং ॥ ৩ ॥
স্বর্গস্য বিবৃতদ্বারং ভ্রাজমানং বনশ্রিয়া।
নাতিদূরং ততো গত্বা স দদর্শ তদাশ্রমং ॥ ৪ ॥
তৎ প্রবিশ্যাশ্রমপদং ভরতঃ সপুরোহিতঃ।
দদর্শ পরমোদারমৃষিং জ্বলিততেজসং ॥ ৫ ॥
ততঃ সন্দর্শনে তস্য ভরদ্বাজস্য রাঘবঃ।
মন্ত্রিণস্তানবস্থাপ্য জগাম সপুরোহিতঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

নরবর ভরত দূর হইতে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম সন্দর্শন করিয়া অনুযাত্র সৈন্য সামন্তদিগকে দূরে সন্নিবেশিত করতঃ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিলেন ॥ ১ ॥ ধর্ম্মশীল রাজনন্দন বিশুদ্ধ ক্ষৌম বসনযুগল পরিধান করিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিহার পূর্ব্বক বশিষ্ঠ পুরোহিতের পশ্চাৎ পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর কিয়ৎদূর গমন করিয়া ভরত ভরদ্বাজ মুনির সেই আশ্রম সন্দর্শন করিলেন, যাহার উপদ্বারদেশ অতি পরিষ্কৃত, যে স্থান উৎকৃষ্ট রূপে পরিমার্জ্জিত, যাহা কদলীবনদ্বারা পরিশোভিত, যেখানে মৃগকুল ও ভুজঙ্গকুল শান্তভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, যেস্থান বেদীমণ্ডলে পরিমণ্ডিত, যাহা বনশোভায় পরিরাজিত, বিস্তৃত স্বর্গদ্বারের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ পুরোহিত সমভিব্যাহারে ভরত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজ্জ্বলিত অনলরাশির ন্যায় প্রদীপ্ত পরম উদার স্বভাব ঋষিকে সন্দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর রঘুনন্দন সেই ভরদ্বাজ মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেই সকল মন্ত্রিদিগকে কিঞ্চিৎ দূরে সংস্থাপন করিয়া কেবল পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

বশিষ্ঠমথ দৃষ্টৈব ভরদ্বাজো মহাতপাঃ।
সঞ্চচালাসনাৎ তূর্ণং শিষ্যানর্ঘ্যমিতি ব্রুবন্॥ ৭॥
সমাগম্য বশিষ্ঠেন ভরতেনাভিবাদিতঃ।
অবুধ্যত মহাতেজাঃ পুত্রং দশরথস্য তং॥ ৮॥
তাভ্যামর্ঘ্যং চ পাদ্যঞ্চ দত্বা চাপি ফলোদকং।
অনুপূজ্য স ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বাংশ্চৈবানুযায়িনঃ॥ ৯॥
পপ্রচ্ছ কুশলঞ্চাস্য রাজ্যে কোষে বলে পুরে।
জ্ঞাত্বা দশরথং বৃত্তং ন রাজানং স পৃষ্টবান্॥ ১০॥
বশিষ্ঠভরতৌ চৈনং পপ্রচ্ছতুরনাময়ং।
শরীরে চাগ্নিহোত্রে চ শিষ্যেষু মৃগপক্ষিষু॥ ১১॥
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় ভরদ্বাজো মহাতপাঃ।
ভরতং প্রত্যুবাচেদং রাঘবাপেক্ষয়া মুনিঃ॥ ১২॥

অনুবাদ।

পরে মহাতপস্বী ভরদ্বাজ মুনি বশিষ্ঠ ঋষিকে সন্দর্শন করিবামাত্র শিষ্যদিগকে অর্ঘ্য আনয়ন করিতে বলিয়া অতি সত্বর আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন॥ ৭॥ মহাতেজস্বী ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ মুনির সহিত মিলিত হইলেন, দেখিয়া ভরত তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, পরে মহামুনি ভরতকে রাজা দশরথের সন্তান বলিয়া জানিতে পারিলেন॥ ৮॥ অনন্তর ধর্ম্মশীল ভরদ্বাজ মুনি বশিষ্ঠ ঋষিকে পাদ্যঅর্ঘ্য প্রদান করিয়া অন্যান্য অনুচর বর্গকে যথোপযুক্ত ফল ও জল দ্বারা আতিথ্য রক্ষার্থ পূজা করিলেন॥ ৯॥ রাজা দশরথ মৃত হইয়াছেন, ভরদ্বাজ মুনি জানিতে পারিয়া তাঁহার সংবাদ কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল ভরতের রাজ্য বিষয়ক, ধনাগার বিষয়ক, সৈন্যসামন্ত বিষয়ক ও নগর বিষয়ক, কুশলবার্ত্তা মাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১০॥ বশিষ্ঠ মুনি ও রাজকুমার ভরত, ইহাঁরা উভয়েই ভরদ্বাজ ঋষিকে অনাময় কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মহাভাগ! কেমন আপনার শারীরিক মঙ্গল? অগ্নিহোত্রের কেমন কুশল? শিষ্যগণ সকলে কেমন সুখে আছেন? আশ্রমস্থিত মৃগ পক্ষি সকল কেমন নিরাপদে আছে?॥ ১১॥ মহাতপস্বী ভরদ্বাজ মুনি কহিতেছেন, আপনারা যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন সে সমস্তই উপপন্ন হইয়াছে বলিয়া রামচন্দ্রকে মনে স্মরণ করিয়া ভরতকে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১২॥

কিমাগমনকৃত্যন্তে পরিত্যজ্য নৃপশ্রিয়ং।
এতদাচক্ষ মে সর্ব্বং ন হি শুধ্যতি মে মনঃ॥ ১৩॥
সুষুবে যমমিত্রঘ্নং কৌশল্যা নন্দিবর্দ্ধনং।
যো বনঞ্চীরবসনঃ প্রযাতঃ সহ সীতয়া॥ ১৪॥
নিযুক্তঃ স্ত্রীনিমিত্তেন পিত্রা যঃ সত্যবাদিনা।
ভব ত্বং বনবাসীতি সমাঃ কিল চতুর্দ্দশ॥ ১৫॥
কচ্চিন্নু তস্য রামস্য ধার্ম্মিকস্য ক্ষমাবতঃ।
নিঃস্নেহো রাজ্যলোভেন বিকর্ত্তুং ত্বমিহাগতঃ॥ ১৬॥
তস্যাপাপস্য পাপং ত্বং ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হসি।
অকণ্টকং ভোক্তুমনা রাজ্যং রাজবরাত্মজ॥ ১৭॥
ন খল্বপাপে পাপং তে কার্য্যং তস্মিন্ মহাত্মনি।
যদাসৌ ত্বৎকৃতে পিত্রা বনমেব বিবাসিতঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

হে ভরত! তুমি রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ করিয়া কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছ, সে বৃত্তান্ত সমুদয় আমাকে বল, যেহেতু কোনক্রমে তোমার আগমন দেখিয়া আমার মনঃ প্রশস্ত হইতেছে না॥ ১৩॥ কৌশল্যা দেবীর হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন, শত্রুনাশন যে সন্তান, যিনি জটাবল্কল ধারণ করিয়া পত্নী জানকী সমভিব্যাহারে অরণ্যে আগমন করিয়াছেন॥ ১৪॥ তোমার সত্যবাদী পিতা স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া তুমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী হও রামকে এই কথা বলিয়া বনবাসে নিযুক্ত করিয়াছেন॥ ১৫॥ তুমি রাজ্যলোভের বসম্বদ হইয়া সেই ক্ষমাবান্, ধর্ম্মপরায়ণ, শ্রীরামচন্দ্রের কি কোন বিপ্রিয়াচরণ করিবার মানসে স্নেহশূন্য হইয়া এখানে আগমন করিয়াছ? ইহা বিশেষ করিয়া বলহ॥ ১৬॥ হে নৃপনন্দন! তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার মানসে সেই নিষ্পাপ রামচন্দ্রের প্রতি পাপাচরণ কোনক্রমেই করিহ না॥ ১৭॥ যখন তোমারই জন্য তোমার পিতা তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন তখন আর নিষ্পাপ সেই মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রতি তোমার পাপাচরণ করা বিধেয় নহে॥ ১৮॥

এবমুক্তস্তু ভরতো ভরদ্বাজেন ধীমতা।
বিবর্ণবদনোভূত্বা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ১৯॥
হতোঽস্মি যদি মামেবং ভগবানবগচ্ছতি।
মত্তি তে মা বিশঙ্কেয়ং ন চাহং কর্ত্তুমুৎসহে॥ ২০॥
ন মে তদিষ্টং মাতা মে যদবোচন্মদন্তরে।
নাহমেতদুপেক্ষেয়ং ন চৈতদ্বাক্যমাশ্রয়ে॥ ২১॥
পাতিতং হ্যযশো মূর্দ্ধ্নি মাত্রা মে রাজ্যলুব্ধয়া।
তন্নাহমনুমন্যে চ ন চৈতদ্বিদিতং মম॥ ২২॥
কো জাতো ভূমিপালানাং শশাঙ্কবিমলে কুলে।
জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুরিষ্টস্য দ্রুহ্যেদনঘ নির্ঘৃণঃ॥ ২৩॥
রাজ্যশ্রিয়া ন মে কার্য্যং ন সুখেন ন চাত্মনা।
তং বিনা রাঘবং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং বনবাসিনং॥ ২৪॥

অনুবাদ।

সুবুদ্ধিসম্পন্ন ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে এই কথা বলিলে পর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে বিবর্ণবদনে মুনিবর প্রতি বলিতে লাগিলেন॥ ১৯॥ হে মুনে! আমি একান্ত হত হইলাম, কেন না যদি আপনিও আমাকে এইরূপে অবগত হইলেন, ভো ভগবন্! আপনি আমার প্রতি এমন বিষয়ে আশঙ্কা করিবেন না, ঈদৃশ দুষ্টকর্ম্ম সম্পাদনে আমার উৎসাহ নাই॥ ২০॥ আমি অযোধ্যার রাজভবনে না থাকায় আমার জননী যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার অভিমত নহে, আমি এ কথা উপেক্ষাও করি নাই, এবং তাঁহার বাক্য অবলম্বনও করি নাই॥ ২১॥ আমার মাতা রাজ্যলোভের পরতন্ত্রা হইয়া এই সুমহান্ অযশ ভার আমার মস্তকেই নিপতিত করিয়াছেন, আমি ইহা জানিতামও না, এবং তাহা অনুমোদনও করি নাই॥ ২২॥ হে অপাপ! বলুন্ দেখি এমন ঘৃণাশূন্য মনুষ্য কে আছে, যে শশধরের ন্যায় নির্ম্মল এই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবশ্য প্রাপ্তব্য মনোমত বিষয়ের প্রতি বিরোধাচরণ করিবে?॥ ২৩॥ অতএব বনবাসগামী জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেই রঘুবংশ প্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র ব্যতিরেকে আমার রাজ্য শ্রীতেও কার্য্য নাই, সুখেও কার্য্য নাই, আর জীবনেও কার্য্য নাই॥ ২৪॥

অহং তু তং নরব্যাঘ্রং প্রসাদয়িতুমাগতঃ।
প্রতিনেতুমযোধ্যাঞ্চ পাদৌ চাপ্যুপসেবিতুং॥ ২৫॥
তন্মামেবংগুণং মত্বা প্রসাদং কর্তুমর্হসি।
শংস মে ভগবন্ রামঃ ক্ব সম্প্রতি মহীপতিঃ॥ ২৬॥
এবন্তু বদতস্তস্য ভরতস্য মহাত্মনঃ।
রামস্নেহাভিভূতস্য সহসা বাষ্পমাগমৎ॥ ২৭॥
বাষ্পক্লিন্নমুখঞ্চৈনং ভরদ্বাজোঽব্রবীদিদং।
উপপন্নমিদং পুত্র তবাদ্য বচনং মম॥ ২৮॥
পরিতুষ্টঞ্চ বিজ্ঞায় তমাকারৈর্মহামুনিং।
প্রমৃজ্যাশ্রূণি ভরতঃ পুনর্ব্বাক্যমুবাচ হ॥ ২৯॥
যদ্যস্তি ময়ি বিশ্বাসো যদ্যবেক্ষ্যোঽহমস্মি তে।
শংস মে ভ্রাতরং রামং ক্ব নু সংপ্রতি বর্ত্ততে॥ ৩০॥

অনুবাদ।

এক্ষণে আমি সেই নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া অযোধ্যায় লইয়া গিয়া তাঁহার পাদপদ্ম পরিচর্য্যা করিবার মানসে আগমন করিয়াছি॥ ২৫ ॥ হে ভগবন্! এই আমার আগমনের অভিপ্রায়, ইহা অবগত হইয়া আপনি অনুগ্রহ সহকারে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্, এবং সেই মহীপতি শ্রীরামচন্দ্র এক্ষণে কোথায় আছেন আমাকে বলিয়া দেউন্॥ ২৬ ॥ মহাত্মা ভরত এই কথা বলিতে বলিতে রামস্নেহে অভিভূত হইলেন, তাঁহার নয়নযুগলে সহসা বাষ্পবারি বহিতে লাগিল॥ ২৭ ॥ ভরদ্বাজ মুনি শোকবারি পরিপ্লুত ভরতের মুখারবিন্দ দেখিয়া বলিলেন, হে পুত্র! তুমি যে রামচন্দ্রকে লইতে আসিয়াছ, এক্ষণে তোমার কথায় আমার বিশেষরূপ বিশ্বাস জন্মিল॥ ২৮ ॥ ভরত আকার প্রকারে ভরদ্বাজ মুনি পরিতুষ্ট হইয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়া নয়নজল মার্জ্জনা করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ২৯ ॥ হে ভগবন্! যদি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, যদি আমি আপনার কৃপা পাত্র হই, তবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন্, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেই রঘুনাথ এক্ষণে কোথায় আছেন?॥ ৩০ ॥

তস্যৈবং ভাষমাণস্য রাঘবং পরিপৃচ্ছতঃ।
মনশ্চক্রে ভরদ্বাজো ভরতস্য মহামুনিঃ॥ ৩১॥
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং ভরদ্বাজস্তপোধনঃ।
উবাচেদং মহাতেজাঃ প্রহসন্ ভরতং বচঃ॥ ৩২॥
এবং ত্বয়ি নরব্যাঘ্র যুক্তং রাঘববংশজ।
উপাবর্ত্তয়িতুং যস্ত্বং বনাদিচ্ছসি রাঘবং॥ ৩৩॥
গুরুবৃত্তির্দ্দমশ্চৈব সানুক্রোশগুণক্ষমাঃ।
এতান্যেব সুবর্ণানি শরীরে ভূষণানি তে॥ ৩৪॥
বিদিতাস্তত্ত্বতশ্চৈব তব সৌম্য গুণা মম।
তত্ত্বতঃ শ্রোতুকামেন প্রিয়মেতদুদাহৃতং॥ ৩৫॥
শ্রূয়তাং তু মহাবাহো ধর্ম্মজ্ঞ গুরুবৎসল।
যত্র রাজীবতাম্রাক্ষো বন্ধুস্তব স রাঘবঃ॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

ভরত এইরূপে নানাপ্রকার কথা বলিতে বলিতে যখন শ্রীরামচন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহার কথায় মনোযোগ করিলেন॥ ৩১॥ মহাতেজস্বী তপোধন ভরদ্বাজ মুনি যথোপযুক্ত সমাদর করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক ভরতকে এই কথা কহিলেন॥ ৩২॥ হে নরোত্তম রঘুবংশনন্দন! তুমি যেমন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তাহার উপযুক্ত কর্ম্মই এই, যেহেতু তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য মানস করিয়াছ॥ ৩২॥ হে ভরত! গুরুমার্গানুগমন, ইন্দ্রিয় সংযমন, দয়া, ক্ষমা, প্রভৃতি গুণগণ যাহা তোমার দেহে আছে তাহাই তোমার শরীরের স্বর্ণময় অলঙ্কার হইয়াছে॥ ৩৪॥ হে সৌম্য! তোমার গুণসমূহ আমি বিলক্ষণ রূপে অবগত হইলাম, তুমি যথার্থরূপে শ্রীরামের বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়া যখন এই সকল প্রিয়কথা আমাকে বলিলে॥ ৩৫॥ হে মহাবাহো! হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে গুরুবৎসল! তোমার প্রিয়তম বন্ধু রক্তরাজীবলোচন রঘুনাথ সেই শ্রীরামচন্দ্র যেখানে অবস্থান করিতেছেন তাহা শ্রবণ করহ॥ ৩৬॥

হৃদয়েঽপ্যন্তরস্থং তে ভাবং চন্দ্রাংশুশীতলং।
পৃচ্ছামি জানন্নত্যর্থং কীর্ত্তিং সমভিবর্দ্ধয়ন্ ॥ ৩৭ ॥
সমীপে চিত্রকূটস্য রাঘবঃ সহ সীতয়া।
নিবসত্যাশ্রমে রম্যে লক্ষ্মণেনানুপালিতঃ ॥ ৩৮ ॥
শ্বো গন্তাসি সহামাত্যো বস ত্বং সসুহৃজ্জনঃ ॥
ত্বামদ্যার্চ্চিতুমিচ্ছামি কামমেতং কুরুস্ব মে ॥ ৩৯ ॥
ততস্তথেত্যেবমুদারদর্শনঃ
প্রতীতভূপো ভরতোঽব্রবীদ্বচঃ।
চকার বুদ্ধিঞ্চ মহাশ্রমে তদা
নিশানিবাসায় নরাধিপাত্মজঃ ॥ ৪০ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরদ্বাশ্রমে নিবাসো নাম
একোনশততমঃ সর্গঃ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ।

চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল তোমার যে ভাব তাহা হৃদয়ের মধ্যস্থ হইয়া রহিয়াছে, ইহা আমি জানিয়াও তোমার কীর্ত্তিকে সমধিকরূপে আরো বর্দ্ধিত করিবার মানসে গৌরপূর্ব্বক পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৩৭ ॥ শ্রীরামচন্দ্র এক্ষণে জানকী সমভিব্যাহারে চিত্রকূট পর্ব্বতের সন্নিধানে মনোহর আশ্রম স্থান নির্ম্মাণ করিয়া লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক অনুপালিত হইয়া বাস করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥ হে ভরত! কল্য তুমি তথায় গমন করিহ, অদ্য অমাত্যগণ ও বন্ধুবান্ধব স্বজনগণ সমভিব্যাহারে এখানে বাস কর, আমি তোমাকে অর্চ্চনা করিবার মানস করিয়াছি, আমার এই কামনা পরিপূর্ণ করহ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর দূরদর্শী নৃপতনয় ভরত উদারভাবে যেআজ্ঞা বলিয়া মুনির অনুরোধ অঙ্গীকার করিয়া মহর্ষির মহাশ্রমে সেই রাত্রি বাস করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি করিলেন ॥ ৪০ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে নিবাস নামে একোনশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৯৯ ॥

শততমঃ সর্গঃ।

কৃতবুদ্ধিং নিবাসায় তত্রৈব স মুনিস্তদা।
ভরতং কেকয়ীপুত্রং মাতিথ্যেনাভ্যমন্ত্রয়ৎ॥ ১॥
অব্রবীদ্ভরতস্ত্বেনং নন্বিদং ভবতা কৃতং।
পাদ্যমর্ঘ্যমথাতিথ্যং বনে যদুপপদ্যতে॥ ২॥
অথোবাচ ভরদ্বাজো ভরতং প্রীতিমদ্বচ।
জানে ত্বাং মৎপ্রিয়ে যুক্তং তুষ্যেস্ত্বং যেন কেনচিৎ॥৩॥
সেনায়াস্তু তবৈতস্যাঃ কর্ত্তুমিচ্ছামি ভোজনং।
প্রীতিঃ কৃত্বা মমাপ্যেবং ভবিষ্যতি নরর্ষভ॥ ৪॥
কিমর্থং চাপি নিক্ষিপ্য দূরে বলমিহাগতঃ।
কস্মান্নেহোপযাতোঽসি সবলঃ সহবাহনঃ॥ ৫॥
ভরতঃ প্রত্যুবাচেদং প্রাঞ্জলিস্তং তপোধনং।
ন বলেনোপযাতোস্মি ভগবন্ ভগবদ্ভয়াৎ॥ ৬॥

অনুবাদ।

যখন কৈকেয়ীকুমার ভরত সেই আশ্রমে অবস্থান জন্য নিশ্চয় বুদ্ধি করিলেন, তখন ভরদ্বাজমুনি আতিথ্য বিধানদ্বারা আমন্ত্রণ করিলেন॥ ১॥ পরন্তু রাজতনয় ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে বলিলেন, হে মহাভাগ! অরণ্য মধ্যে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি যে আতিথ্যের দ্রব্য লাভ হইতে পারে সে সমুদায় দ্বারা আমাদিগকে আপনার আতিথ্য করা হইয়াছে আর বিশেষ আতিথেয় কি?॥ ২॥ অনন্তর ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে প্রীতিকর বচনে বলিলেন, আমি তোমাকে জানি যে তুমি আমার যথেষ্ট হিত চিন্তা করিয়া থাক, এই জন্য যে কোন দ্রব্য উপস্থিত হইলেই তাহাতে তুমি তুষ্ট হইবে॥ ৩॥ হে নরোত্তম! তথাপি আমি আপনার এই মহতী সেনাদিগকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহাদিগকে ভোজন না করাইলে আমার মনের তৃপ্তি হইবে না॥ ৪॥ আপনি কি জন্য সৈন্য সামন্ত দিগকে দূরে রাখিয়া এখানে আসিয়াছেন? সদলবলে ও বাহনাদি সমভিব্যাহারে কি হেতু এখানে আগমন করেন নাই॥ ৫॥ মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কৃতাঞ্জলি হস্তে তাঁহাকে বলিলেন, হে ভগবন্! আমি কেবল আপনার ভয়ে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া এখানে আসিতে পারি নাই॥ ৬॥

মনুষ্যা বাজিমুখ্যাশ্চ মত্তাস্ত্রিপ্রস্রুতা গজাঃ।
প্রচ্ছাদ্য মহতীং ভূমিং ভগবন্ননুযান্তি মাং॥ ৭॥
তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষূটজাংস্তথা।
মা হিংস্যুরিতি তেনাহ মায়াতো গুরুভিঃ সহ॥ ৮॥
আনীয়তামিতঃ সৈন্যমিত্যাদিষ্টো মহর্ষিণা।
তথা স চক্রে ভরতস্ততঃ প্রীতোঽভবন্মুনিঃ॥ ৯॥
অগ্নিশালাং প্রবিশ্যাথ পীত্বাপঃ পরিমৃজ্য চ।
আতিথ্যার্থী ভরদ্বাজো বিশ্বকর্ম্মাণমাহ্বয়ৎ॥ ১০॥
আহূয় বিশ্বকর্ম্মাণং স্বয়ংত্বষ্টারমব্রবীৎ।
আতিথ্যং কর্ত্তুমিচ্ছামি তৎ তু মে সন্নিধীয়তাং॥ ১১॥
প্রাক্স্রোতসস্তু যা নদ্যঃ প্রত্যক্স্রোতস এবচ।
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে চ তা ইহায়ান্তু সর্ব্বশঃ॥ ১২॥

অনুবাদ।

হে ভগবন্ হে মহাভাগ! অসংখ্য মনুষ্য, বহু পরিমিত প্রধান২ অশ্ব সকল ত্রিধারমদস্রাবি মত্তমাতঙ্গগণ, ধরণীমণ্ডলের অনেক স্থান আচ্ছাদন করিয়া আমার সমভিব্যাহারে অনুগমন করিতেছে॥ ৭ ॥ তাহারা আশ্রম মধ্যে সমাগত হইয়া পাছে আশ্রমস্থ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করে, সমুদয় জল পান করিয়া ফেলে, তপোবন ভূমিস্থ উটজ সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, এই ভয়ে আমি কেবল একাকী গুরুগণ সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিয়াছি॥ ৮ ॥ অনন্তর সৈন্যদিগকে এখানে আনয়ন কর, ভরদ্বাজ মুনি এই অনুমতি করিলে পর ভরত তাহাদিগকে তথায় আনয়ন করাতে ঋষি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন॥ ৯ ॥ তদনন্তর ভরদ্বাজ মুনি আতিথ্য করিবার মানসে অগ্নি গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক জল পান করিয়া ওষ্ঠ মার্জ্জনা করতঃ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন॥ ১০ ॥ মুনি স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে বিশ্বকর্ম্মন্! আমি ভরতের সৈন্যগণের আতিথ্য করিবার মানস করিয়াছি, তুমি তদুপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রীর বিধান করহ॥ ১১ ॥ কি পৃথিবীতে কি আকাশমার্গেতে যে সকল নদীর স্রোত বহিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতেছে, ও যে সকল নদী পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছে, সেই সমুদয় নদীগণকে এখানে আনয়ন করহ॥ ১২ ॥

অন্যাঃ স্রবন্তু মৈরেয়ং সুধামন্যাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ।
মধুরং চোদকং শীতমিক্ষুকাণ্ডরসোপমং ॥ ১৩ ॥
আহ্বয়ে দেবগন্ধর্ব্বান্ বিশ্বাবসুহাহাহুহূন্।
তথৈবাপ্সরসো দিব্যা গন্ধর্ব্বীশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥ ১৪ ॥
ঘৃতাচীং মেনকাং রম্ভাং মিশ্রকেশীমলম্বুষাং।
ইন্দ্রং যাশ্চোপতিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাণঞ্চ মহাদ্যুতিং ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বাস্তুম্বুরুণা সার্দ্ধমাহ্বয়ে সুপরিচ্ছদাঃ।
বনং নানাফলং ভাস্বৎ তৎ কুরু ত্বমিহৈব তু ॥ ১৬ ॥
ইহ মে ভগবান্ সোমো বিধত্তামন্নমুত্তমং।
ভক্ষ্যংভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যঞ্চ বিবিধং বহু ॥ ১৭ ॥
বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপাংশ্চ মধুচ্যুতঃ।
সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

কোন নদী এখানে অবস্থান করতঃ মৈরেয় মধুময়ী হউক্,কোন নদী সুধাময়ী হউক্, ও কোন কোন নদী ইক্ষুদণ্ডের রসের ন্যায় মধুর সুশীতল জল বহন করুক্॥ ১৩ ॥ দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ, বিশ্বাবসু হাহা হুহু প্রভৃতি স্বর্গীয় গন্ধর্ব্ব গায়কগণকে ও গন্ধর্ব্ব পত্নী সকলকে আহ্বান করহ ॥ ১৪ ॥ ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, প্রভৃতি স্বর্ব্বেশ্যাগণ, যাহারা দেবরাজ ইন্দ্রের ও স্বপ্রকাশ মহদ্দীপ্তিমান্ ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ তাহাদিগের সকলকে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া তুম্বুরুর সহিত তুমি এই স্থানে আহ্বান করিয়া লইয়া আইসহ, আর যাহাতে এই মনোহর বন অশেষবিধ সুস্বাদু ফল সমূহে পরিপূর্ণ হয় তাহা করহ ॥ ১৬ ॥ ভগবান্ সোমরাজা অমৃতসহ উত্তম সুবাসিত অন্ন ও চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি বিবিধ প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া এই স্থানে স্থাপন করুন্॥ ১৭ ॥ অশেষ প্রকার সুগন্ধ পুষ্পে বিরচিত মনোহর মাল্য, মধুধারাক্ষরণতৎপর পাদপ সমূহ মদ্য প্রভৃতি নানাবিধ পেয় দ্রব্য ও বিবিধপ্রকার মাংস প্রস্তুত হউক্॥ ১৮ ॥

এতৎ সমাধিনা যুক্তং তেজসা নিয়মেন চ।
শিক্ষাক্ষরসমাযুক্তং তপসা চাব্রবীম্মুনিঃ ॥ ১৯ ॥
মনসা ধ্যায়তস্তস্য প্রাঙ্মুখস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
আজগ্মুস্তানি সর্ব্বাণি দৈবতানি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০ ॥
মলয়ং দর্দ্দুরঞ্চৈব সেবিত্বা চন্দনানিলঃ।
সুগন্ধঃ প্রববৌ যুক্তঃ সপ্রায়াসঃ সুখঃ শিবঃ ॥ ২১ ॥
ততোঽভ্যবর্ত্তন্ত ঘনা দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ।
দেবগন্ধর্ব্বনির্ঘোষো দিক্ষু সর্ব্বাসু শুশ্রুবে ॥ ২২ ॥
প্রববুশ্চোত্তমা গন্ধা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
প্রজগুর্দ্দেবা গন্ধর্ব্বা বীণাশ্চৈবাপ্যবাদয়ন্ ॥ ২৩ ॥
স শব্দো দ্যাঞ্চ ভূমিঞ্চ প্রাণিনাং শ্রবণাংস্তথা।
বিবেশোচ্চারিতঃ সম্যক্ সমসজ্জাতযুক্তিমান্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

ভরদ্বাজ মুনি সমাধিবলে, তেজোবলে, নিয়ম বলে ও তপোবল দ্বারা শিক্ষাক্ষর সংযুক্তমন্ত্র বাক্যে এই সকল বিষয় প্রস্তুত হইতে বলিলেন ॥ ১৯ ॥ অনন্তর ভরদ্বাজ মুনি কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বাভিমুখে মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে যাবতীয় দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২০ ॥ সুগন্ধ চন্দন বায়ু মলয় ও দর্দুর নামে পর্ব্বত যুগলের সেবা করিয়া সুখসেব্য ও শুভাবহ রূপে প্রবাহিত হইল ॥ ২১ ॥ অনন্তর স্বর্গ হইতে ঘন ঘন ঘন সকলে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ চারিদিক্ তদ্গন্ধে আমোদিত হইল, অপ্সরাগণ নৃত্য, দেবকুল ও গন্ধর্ব্বকুলেরা গান ও সুরসংযোগে বীণাযন্ত্র বাদ্য করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ ইহাদিগের মুখ হইতে যুগপৎ উচ্চারিত সেই সুমহান শব্দে অন্তরীক্ষ ও ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিগণের শ্রবণেন্দ্রিয় এক কালে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল ॥ ২৪ ॥

তস্মিন্নুপরতে শব্দে দিব্যে শ্রোত্রপদানুগে।
দদৃশে ভারতং সৈন্যং বিহিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৫ ॥
বভূব হি সমা ভূমিঃ সমন্তাৎ পঞ্চযোজনং।
শাদ্বলৈর্ব্বহুভিশ্ছন্না নীলবৈদূর্য্যসন্নিভৈঃ ॥ ২৬ ॥
তত্র বিল্বাঃ কপিত্থাশ্চ পনসা বীজপূরকাঃ।
আমলক্যাশ্চ জম্বূশ্চ চূতাশ্চ ফলভূষণাঃ ॥ ২৭ ॥
উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যশ্চ বনং দিব্যোপভোগবৎ।
আজগাম নদী সৌম্যা তত্রাপি চ সরস্বতী ॥ ২৮ ॥
অন্যাশ্চ নদ্যো বহ্ব্যোঽথ নানারসবহাস্তথা।
আজগ্মুর্ব্বচনাৎ তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥
চতুঃশালানি শুভ্রাণি শালাশ্চ গজবাজিনাং।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসংঘাশ্চ তোরণানি বহূনি চ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রবণের অবরোধক সেই স্বর্গীয় শব্দ নিবৃত্ত হইলে পর বিশ্বকর্ম্মা যথোচিত বিধানানুসারে সজ্জিত রাজকুমার ভরতের সৈন্যদিগকে সন্দর্শন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তপোবনের চতুর্দ্দিকে পাঁচ যোজন পরিমিত ভূমি নীল মণি, ও বৈদূর্য্য মণি সমান দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত উন্নতানত রহিত সমান রূপে কল্পিত হইল ॥ ২৬ ॥ তৎ তপোবনে স্থানে স্থানে ফলভরে অবনত বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূর, আমলকী, জম্বু ও আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ সকল রোপিত হইল ॥ ॥ এবং উত্তর কুরু বর্ষ হইতে স্বর্গীয় উপভোগে পরিপূর্ণ বন সকল ভরদ্বাজাশ্রমে সমাগত হইল, এবং স্রোতস্বতী মনোহরা স্বচ্ছজলাসরস্বতী প্রভৃতি নদী সকল ও অন্যান্য মধুরাদি নানারস বাহিনী নিম্নগা সকল মহামুনি ভরদ্বাজের বচনানুসারে তদাশ্রমে সমাগতা হইল ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ রাজোপযোগ্য শুভ্র চতুঃশালা সকল ও গজবাজিদিগের বাসস্থান জন্য গ্রহসকল ও অন্যান্য সৈন্য সামন্তদিগের বসতি জন্য অত্যুচ্চ অট্টালিকাময়ী পুরীসকল, বহুবিধ চিত্রিত তোরণ ও বহির্দ্বার অতিশয় রূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

শিতমেঘপ্রভং চাপি রাজবেশ্মসুতোরণং।
শুক্লমাল্যকৃতাস্তারং গন্ধতোয়সমুক্ষিতং ॥ ৩১ ॥
চতুরাশ্রমসংবাধং শয়নাশনপানবৎ।
দিব্যৈঃ সর্ব্বরসৈর্যুক্তং দিব্যভোজনবস্ত্রবৎ ॥ ৩২ ॥
উপকল্পিতসর্ব্বার্থং ধৌতনির্ম্মলভাজনং।
কৢপ্তদিব্যাসনং শ্রীমৎ সাস্তীর্ণশয়নাসনং ॥ ৩৩ ॥
প্রবিবেশ মহাবাহুরনুজ্ঞাতো মহর্ষিণা।
বেশ্ম তদ্রত্নসম্পূর্ণং ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ ॥ ৩৪ ॥
অনুজগ্মুশ্চ তং সর্ব্বে মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ।
বভূবুশ্চ মুদাযুক্তা দৃষ্ট্বা বেশ্মসুসন্নিধাং ॥ ৩৫ ॥
তত্র রাজাসনং দিব্যং ব্যজনং ছত্রমেব চ।
ভরতো মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধমভ্যবর্ত্তত রাঘবঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ

মনোরম তোরণে পরিশোভিত, অবদাত মেঘমালার ন্যায় রাজভবন যাহাতে শুক্ল মাল্যের ঝালর সকল শোভা পাইতেছে, যাহা সুগন্ধ গন্ধ জল দ্বারা অভিষিক্ত যাহাতে চতুর্দ্দিকে গৃহ সকল সমভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, এবং রাজোপযোগ্য শয়নগৃহ, ভোজনগৃহ, পানগৃহ ও স্নানগৃহ নিয়মিত স্থানে কল্পিত হইয়াছে, স্বর্গীয় দিব্যরসে স্বর্গীয় ভোজন দ্রব্য ও বস্ত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥ চতুর্দ্দিকে বিবিধ প্রকার সম্পত্তি সজ্জিত রহিয়াছে, সুশোভিত স্বর্গীয় আসন সকল পাতিত রহিয়াছে, শয়নের জন্য প্রচ্ছদপটযুক্ত সুন্দর শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ ভগবান্ মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনি অনুমতি করিলে পর আজানুলম্বিত বাহু কৈকেয়ীকুমার ভরত রত্নরাশি পরিপূর্ণ সেই রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ মন্ত্রিগণ পুরোহিতগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজনন্দনের অনুগমন করিলেন, এবং অশেষবিধ উপকরণে পরিপূর্ণ সেই ভবন সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দযুক্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ রঘুনন্দন ভরত মন্ত্রিগণের সহিত তথায় রাজার উপযুক্ত আসন ব্যজন ছত্রাদি সমুদয় প্রাপ্ত হইলেন।

আসনং পূজয়ামাস রামায়াভিপ্রণম্য সঃ।
বালব্যজনমাদায় ন্যসীদৎ পরমাত্মবান্॥ ৩৭॥
আনুপূর্ব্ব্যা নিষেদুশ্চ সর্ব্বে মন্ত্রিপুরোহিতাঃ।
ততঃ সেনাপতী পশ্চাৎ প্রশস্তাবন্বসীদতাং॥ ৩৮॥
ততঃ পরমমাতিথ্যং গন্ধরূপরসান্বিতং।
বশিষ্ঠপূর্ব্বং কাকুৎস্থঃ প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মবিৎ॥ ৩৯॥
তাশ্চ সর্ব্বা মুহূর্ত্তেন নদ্যঃ পায়সকর্দ্দমাঃ।
উপাতিষ্ঠন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥ ৪০॥
তাসামুভয়তঃ কূলং পাণ্ডু মৃৎ সানুলেপনং।
আসীন্নানাবিধং দিব্যং ব্রাহ্মণস্য প্রসাদজং॥ ৪১॥
তেন চৈব মুহূর্ত্তেন দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
আজগ্মুর্ব্বহুসাহস্রা স্তস্মিন্নপ্সরসাঙ্গণাঃ॥ ৪২॥

অনুবাদ।

ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া সেই সিংহাসনকে পূজা করিলেন, এবং সেই অভিনব শ্বেতচ্ছত্র গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন॥ ৩৭॥ অনন্তর মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণ আনুপূর্ব্ব্য বশতঃক্রমে সকলেই উপবেশন করিলেন, পরে দুই জন প্রধান সেনাপতি তাঁহার উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন॥ ৩৮॥ তদনন্তর ধর্ম্ম পরায়ণ ভরত ও বশিষ্ঠাদি পুরোহিত সকলে ক্রমে ভরদ্বাজের গন্ধ রূপ রসযুক্ত সর্ব্বোত্তম সেই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন॥ ৩৯॥ মহাত্মা ভরদ্বাজমুনির শাসন ক্রমে সেই সকল নদী মুহূর্ত্তমাত্রেতে পায়সময়ী হইয়া নৃপনন্দন ভরতের উপাসনা করিতে লাগিল॥ ৪০॥ সেই সকল নদীদিগের উভয়কূল যাহা পাণ্ডুবর্ণ উত্তম মৃত্তিকা দ্বারা বিলেপিত ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান ভরদ্বাজ মুনির প্রসাদে তাহা নানাবিধ স্বর্গীয় সুস্বাদু দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইল॥ ৪১॥ সেই স্থানে সেইক্ষণে মুনির শাসনে স্বর্গীয় বিবিধ স্বর্ণ মণি মাণিক্যময় আভরণে বিভূষিত সহস্র সহস্র অপ্সরোগণ আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৪২॥

সুবর্ণবীতিপ্রতিমাঃ পদ্মকিঞ্জল্কসপ্রভাঃ।
দিব্যা বিংশতিসাহস্রাঃ কুবেরপ্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৪৩॥
যাভির্গৃহীতঃ পুরুষো ভবেদুন্মত্তচেতনঃ।
আয়াতাস্ত্রিংশৎসাহস্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্যা নন্দনাদ্বনাৎ॥ ৪৪॥
নারদস্তুম্বুরুর্গোপঃ প্রদত্তঃ সূর্য্যমণ্ডলঃ।
এতে গন্ধর্ব্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ॥ ৪৫॥
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাথ বামনা।
উপানৃত্যংশ্চ ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥ ৪৫॥
যানি মাল্যানি দেবানাং যানি চৈত্ররথে বনে।
প্রয়াগে তান্যদৃশ্যন্ত ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥ ৪৭॥
শিংশপামলকী জম্বো যাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ।
প্রমদাবিগ্রহং কৃত্বা ভরদ্বাজাশ্রমেঽভবৎ॥ ৪৮॥

অনুবাদ।

ভরদ্বাজ মুনির অনুমতিক্রমে ধনাধিপতি কুবের স্বর্ণ পুত্তলিকা সমান, কমল কেশরের ন্যায় প্রভাযুক্ত বিংশতি সহস্র স্বর্গীয় কামিনী তথায় প্রেরণ করিলেন॥ ৪৩ ॥ যাহারদিগের দ্বারা গৃহীত পুরুষমাত্র উন্মত্তচিত্ত হয়, ইন্দ্রের নন্দনবন হইতে অপরা ত্রিংশৎ সহস্র ললনা সমাগতা হইল॥ ৪৪ ॥ নারদ, তুম্বুরু, গোপ, প্রদত্ত, সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব রাজসমূহ মুনির অনুমতি ক্রমে ভরতের সমক্ষে গান করিতে লাগিলেন॥ ৪৫ ॥ ভরদ্বাজের শাসনানুসারে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা, বামনা, প্রভৃতি স্বর্গ নর্ত্তকীরা ভরতের সমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল॥ ৪৬ ॥ অমরগণের চৈত্ররথ বন নামক উদ্যানে যে সমুদায় মালা শোভা পায়, ভরদ্বাজ মুনির শাসন বলে প্রয়াগে সেই সমুদয় মাল্য নিরীক্ষিত হইতে লাগিল॥ ৪৭ ॥ শিংশপা, আমলকী, জম্বু, প্রভৃতি বৃক্ষ, অন্যান্য আর যে সকল লতা কামিনী কলেবর ধারণ করিয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ৪৮ ॥

সুরাং সুরাপঃ পিবতু পায়সঞ্চ বুভুক্ষিতঃ।
মাংসানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যন্তাং যাবদীপ্সিতং ॥ ৪৯ ॥
আচ্ছাদয়ন্ স্নাপয়ংশ্চ নদীতীরেষু বল্গুষু।
অপ্যেকং পুরুষং প্রাপ্য প্রমদাঃ পঞ্চ ষট্ তথা ॥ ৫০ ॥
সম্বাহয়ন্ত্যুপাসীনা নার্য্যো রুচিরলোচনাঃ।
পরিগৃহ্য তথান্যোন্যং প্রাপয়ন্তি বরাঙ্গনাঃ ॥ ৫১ ॥
হয়ান্ খরান্ গজানুষ্ট্রাংস্তথৈব সুরভীসুতান্।
ইক্ষূংশ্চ মধুলাজাংশ্চ ভোজয়ামাসুরেব হি ॥ ৫২ ॥
ইক্ষ্বাকুবরযোধাস্তে চোদয়ন্তো মহাবলাঃ।
নাশ্ববন্ধোঽশ্বমজ্ঞাসীন্ন গজং কুঞ্জরগ্রহঃ ॥ ৫৩ ॥
মত্তোন্মত্তসমাকীর্ণা এবমাসীৎ তদা চমূঃ।
তর্পিতাঃ সর্ব্বকামৈস্তৈ রক্তচন্দনরূষিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ।

যাহারা সুরা পান করিয়া থাকে তাহারা সুরা পান করুক, যাহারা ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছে তাহারা পায়স পান করুক, যাহারা মাংস ভোজন করিয়া থাকে, তাহারা মনোমত মহামূল্য সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ করুক॥ ৪৯ ॥ ভরদ্বাজ মুনি সেই মনোহর নদী তীরে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন, তখন পাচ ছয় জন স্ত্রী লোক এক এক পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের সেবা করিতে লাগিল॥ ৫০ ॥ সেই সকল সুনয়না বরাঙ্গনা কামিনীরা সমীপে সমাসীনা হইয়া তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংবাহন করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগকে ধারণ করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ এবং অশ্ব গর্দ্দভ হস্তী গো মহিষাদি পশুদিগকে তত্রস্থকেরা ইক্ষু মিষ্টলাজ অর্থাৎ মুড়কী প্রভৃতি দ্রব্য সকল ভোজন করাইতে লাগিল॥ ৫২ ॥ ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাবল পরাক্রান্ত সেই সমুদয় যুদ্ধ কুশল সেনাগণ এমতি সুখে কালাতিপাত করিল, যে অশ্বারোহীরা আর আপনার অশ্বই দেখিতে পায় না, ও হস্তিপকেরা আপনার হস্তীই চিনিতে পারে না॥ ৫৩ ॥ ফলতঃ সেই সকল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনীরা রক্তচন্দনানুলিপ্ত দেহা হইয়া মনোমত বিবিধ কাম্য বস্তু দ্বারা তাহাদিগকে এমনি পরিতৃপ্ত করিয়াছিল যে তাহারা তৎকালে মত্ত বা উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল॥ ৫৪ ॥

অপ্সরোগণসংহৃষ্টাঃ সৈন্যা বাচ উদীরয়ন্।
নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো গোমিষ্যামো ন দণ্ডকং ॥ ৫৫ ॥
কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু যথাসুখং।
ইতি পাদাতযোধাস্তে হস্ত্যশ্বারোহবন্ধকাঃ ॥ ৫৬ ॥
অথ হৃষ্টা বিনেদুস্তে নরাস্তত্র সহস্রশঃ।
ভরতস্যানুযাতারঃ স্বর্গোঽয়মিতি চাব্রুবন্ ॥ ৫৭ ॥
ততো ভুক্তবতাং তেষাং তদন্নমমৃতোপমং।
দিব্যভক্ষ্যোপভোগানাং নাভবদ্ভক্ষণে মতিঃ ॥ ৫৮ ॥
প্রেষ্যাশ্চৈবাশ্ববন্ধাশ্চ বলস্থাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
বভূবুঃ সুভৃশং তৃপ্তাঃ সর্ব্বে চাহতবাসসঃ ॥ ৫৯ ॥
কুঞ্জরাশ্চ খরোষ্ট্রাশ্চ গোঽজাবিমৃগপক্ষিণঃ।
বভূবুঃ সুভৃশং তৃপ্তা নানাবিধগতিস্বনাঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ।

অপ্সরোগণ সৈন্যদিগকে সম্যক্ পরিতৃপ্ত করিলে পর তাহারা সকলে বলিতে লাগিল, আমরা আর কখন অযোধ্যায় গমন করিব না, এবং দণ্ডকারণ্যেও যাইব না॥ ৫৫ ॥ ভরতের মঙ্গল হউক, শ্রীরামচন্দ্রেরও যেমন সুখ হওয়া উচিত তেমনি সুখ হউক, আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তীপ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ এই রূপ বলিতে লাগিল॥ ৫৬ ॥ অনন্তর তথায় ভরতের সহস্র সহস্র অনুচরগণ আনন্দিত মনে বলিতে লাগিল যে এমুনির আশ্রম কই, এইত স্বর্গ ॥ ৫৭ ॥ তদনন্তর সেই সকল সেনাগণ যাহারা অমৃত সমান সেই অন্নাদি ভোজন করিল,যাহারা দেবসেব্য দ্রব্য উপভোগ করিল, তাহাদিগের কোনক্রমেই আর অন্যান্য ভোজনে অভিরুচি থাকিল না ॥ ৫৮ ॥ কি প্রেষ্যগণ কি অশ্বারোহ সকল কি পদাতিকদল, সকলেই নববস্ত্রপরিধান করিয়া অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল ॥ ৫৯ ॥ কি মাতঙ্গগণ কি গর্দ্দভনিকর কি উষ্ট্রসমূহ কি গো সমুদয় কি ছাগল দল, কি মেষপাল কি মৃগকুল কি পক্ষিসন্দোহ সকলেই অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া নানাপ্রকার গতি ও অশেষ বিধ স্বর প্রকাশ করিয়া ধ্বনি করিতে লাগিল॥ ৬০ ॥

নাশুক্লবাসাস্তত্রাসীৎ ক্ষুধিতো মলিনোঽপি বা।
রজসা ধ্বস্তকেশো বা নরঃ কশ্চিদভূৎ তদা॥ ৬১॥
বভূবুর্ব্বলপার্শ্বেষু হ্রদাঃ পায়সকর্দ্দমাঃ।
তাশ্চ কামবহা নদ্যো দ্রুমাশ্চাসন্ মধুচ্যুতঃ॥ ৬২॥
বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ ভৃষ্টমাংসচয়ৈর্ব্বৃতাঃ।
প্রতপ্তৈঃ পৈঠরৈশ্চৈব মার্গমায়ূরতৈত্তিরৈঃ॥ ৬৩॥
আজৈরপি চ বারাহৈর্ম্মিষ্টান্নবরসঞ্চয়ৈঃ।
ফলনির্য্যূহসংসিদ্ধৈঃ পূরৈরপি রসান্বিতৈঃ॥ ৬৪॥
পুষ্পধ্বজাবকীর্ণানি শুক্লান্যন্নস্য তিষ্ঠতি।
পাত্রাণাঞ্চ সহস্রাণি শাতকৌম্ভান্যনেকশঃ॥ ৬৫॥
স্থাল্যঃ কুম্ভাঃ কলস্যশ্চ মধুপূর্ণাঃ সুসংস্কৃতাঃ।
যৌবনস্থস্য তক্রস্য দধিস্থসমগন্ধিনঃ॥ ৬৬॥

সেই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে তখন শুক্লবস্ত্র পরিধান করে নাই এমন লোকই ছিল না, কেহই ক্ষুধিত ছিল না, কেহই মলিন পরিচ্ছদে পরিবৃত ছিল না, এবং কাহারই কেশ পাশ ধূলি দ্বারা অপরিস্কৃত ছিল না॥ ৬১॥ সেনা সমূহের পার্শ্ব স্থিত হ্রদ সকল পায়স পূর্ণ হইয়াছিল, সেই সকল নদী কাম্য বস্তু বহন করিয়াছিল, এবং বৃক্ষ সকল হইতে মধুধারাপ্রবাহিতা হইয়াছিল॥ ৬২॥ বাপী সকল মদ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, ও ভর্জ্জিত অথচ উত্তপ্ত পিঠর মাংস, মৃগমাংস, ময়ুর মাংস এবং তিত্তিরি পক্ষির মাংস, ছাগ মাংস, ও বরাহ মাংসে পরিবৃত ও উপাদেয় মিষ্টান্ন সমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং রসাল নানাবিধ ফল নির্যাসে উৎপন্ন আসবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল॥ ৬৩॥ ৬৪॥ শুক্লবর্ণ অন্নের রাশি সকল পুষ্পের ন্যায় সুশোভিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, অনেক সহস্র স্বর্ণময় পাত্র সকল চারিদিকে শোভা পাইতেছে॥ ৬৫॥ স্থালী সকল ও জল পূর্ণ কলস সকল এবং সুসংস্কৃত মধু পূর্ণ কলসী সকল সজ্জিত রহিয়াছে, অর্দ্ধ মথিত তক্র হইতে দধির ন্যায় সদ্গন্ধ নির্গত হইতেছে॥ ৬৬॥

হ্রদাঃ পূর্ণা রসালায়া দধ্নঃ শ্বেতস্য চাপরে।
বভূবুঃ পয়সশ্চাপি শর্করায়াশ্চ সঞ্চয়াঃ ॥ ৬৭ ॥
কল্কাংশ্চূর্ণকষায়াংশ্চ স্নানানি বিবিধানি চ।
দদৃশুর্ভাজনস্থানি তীর্থেষু সরিতাং নরাঃ ॥ ৬৮ ॥
শুক্লানংশুমতশ্চাপি দন্তধাবনসঞ্চয়ান্।
শ্লক্ষ্ণচন্দনকল্কাংশ্চ সমুদ্রেষু চ তিষ্ঠতঃ ॥ ৬৯ ॥
দর্পণান্ পরিমৃষ্টাংশ্চ মাল্যানি বিবিধানি চ।
পাদুকোপানহশ্চৈব যুগ্মান্যত্র সহস্রশঃ ॥ ৭০ ॥
অঞ্জনং কঙ্কতীঃ কূর্চ্চাংশ্ছত্রাণি বিবিধানি চ।
তনুত্রাণি বিচিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ ॥ ৭১ ॥
প্রতিপানহ্রদান্ পূর্ণান্ খরোষ্ট্রগজবাজিনাং।
অবগাহ্যান্ সুতীর্থাংশ্চ হ্রদান্ সোৎপলপুষ্করান্ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ।

কতিপয় হ্রদ দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ হইয়াছে, দধি পূর্ণ কতক হ্রদ বিষদ রূপে শোভা পাইতেছে, কয়েকটা হ্রদ ক্ষীরে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কোন স্থানে পর্ব্বতাকার সর্করা সঞ্চিত রহিয়াছে ॥ ৬৭ ॥ নদী তীরেতে বিবিধ প্রকার স্নান সাধন গন্ধ কল্ক, গন্ধ চূর্ণ সমূহ পাত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে, মনুষ্য মাত্রেই তাহা দেখিতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥ নদী কূলে সকলের দন্ত ধারণের জন্য শুক্ল বর্ণ কিরণযুক্ত মৃদুল চন্দন কাষ্ঠ সকল সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ৬৯ ॥ স্থানে স্থানে অতিস্বচ্ছ বিষদ মুকুর সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বিবিধ সদ্গন্ধ মাল্য সকল প্রস্তুত রহিয়াছে, সহস্র সহস্র কাষ্ঠ পাদুকা ও চর্ম্ম পাদুকা যুগল সংস্থাপিত হইয়াছে ॥ ৭০ ॥ কোথাও কজ্জল সমূহ প্রস্তুত করা রহিয়াছে, কোথাও রাশীকৃত কঙ্কতিকা আছে, কোনস্থানে তূলিকা সকল সজ্জিত রহিয়াছে, কোন স্থানে বিবিধ আতপত্র সমূহ একত্রিত রহিয়াছে, কোথাও বা বিচিত্র বর্ণের তনুত্রাণ সকল সংস্থাপিত আছে, কোন স্থানে বা অসংখ্য শয্যা প্রস্তুত করা হইয়াছে, কোন কোন স্থানে উপবেশনের আসন সকল পাতিত রহিয়াছে ॥ ৭১ ॥ গর্দ্দভ উষ্ট্র তুরঙ্গ মাতঙ্গগণের স্নানের জন্য বিকচ পঙ্কজ সঙ্কুল জল পূর্ণ অবগাহনোপযোগ্য উৎকৃষ্ট ঘাটযুক্ত নির্ম্মিত হ্রদ সকল স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে ॥ ৭২ ॥

নীলবৈদূর্য্যবর্ণাংশ্চ মৃদূন্ যবসসঞ্চয়ান্।
চারয়ন্তঃ পশূনাং তে নান্তং দদৃশিরে তদা॥ ৭৩॥
ব্যস্ময়ন্ত মনুষ্যাস্তে স্বপ্নকল্পং তদদ্ভুতং।
দৃষ্ট্বাতিথ্যং কৃত স্তাদৃগ্ ভরতস্য মহর্ষিণা॥ ৭৪॥
ইত্যেবং রমমাণানাং দেবানামিব নন্দনে।
ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে সা রাত্রির্ব্যত্যবর্ত্তত॥ ৭৫॥
প্রতিজগ্মুশ্চ তা নদ্যো গন্ধর্ব্বাশ্চ যথাগতং।
ভরদ্বাজমনুজ্ঞাপ্য তাশ্চ সর্ব্বা বরাঙ্গনাঃ॥ ৭৬॥

অনুবাদ।

পশুদিগের আহারের জন্য তখন বৈদুর্য্য মণির ন্যায় নীলবর্ণ অতি মৃদুল এত ঘাসের রাশি প্রস্তুত করা ছিল যে পশু চারকেরা পশু চারণ করিতে করিতে তাহার অন্ত দেখিতে পাইল না, অর্থাৎ খাওইয়া তাহার শেষ করিতে পারিল না॥ ৭৩ ॥ মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতের সেনাগণের যে প্রকারে আতিথ্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন, মনুষ্য মাত্রেই স্বপ্ন সমান সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল॥ ৭৪ ॥ দেবগণ নন্দনবনে যে প্রকার ক্রীড়ারসে কালাতিপাত করেন সেই রূপ ভরদ্বাজ মুনির রমণীয় আশ্রমে বিবিধরসে ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদিগের সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল॥ ৭৫ ॥ তখন ভরদ্বাজ মুনির অনুমতি ক্রমে সেই সকল নদী যথা স্থানে প্রতি গমন করিল, গন্ধর্ব্বেরা ও সর্ব্বোত্তমা রমণীগণেরা মনুষ্য কর্ত্তৃক অভিমর্দ্দিতা হইয়া সকলে যে স্থান হইতে আগত হইয়াছিলেন পুনর্ব্বার তথায় গমন করিলেন॥ ৭৬ ॥

তথৈব মত্তা মদিরোৎকটা নরাং
স্তথৈব দিব্যাগুরুচন্দনোক্ষিতাঃ।
তথৈব দিব্যা বিবিধোত্তমস্রজঃ
পৃথক্ প্রকীর্ণা মনুজৈঃ প্রমর্দ্দিতাঃ ॥ ৭৭ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরদ্বাজাতিথ্যং
নাম শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ।

মনুষ্যেরা সকলেই সেই প্রকার মদ্যরসে মত্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের গাত্রে সেই স্বর্গীয় অগুরু চন্দনাদি বিলেপিত রহিয়াছে, সেই প্রকার নানামত দিব্য উত্তম মাল্য সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে পতিত রহিয়াছে, সকলেই দেখিতে পাইল, কেবল সেই সকল জনগণ ও নদ্যাদি উদ্যান মাত্র আর দর্শন হইল না॥ ৭৭ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ভরদ্বাজের আতিথ্য নামে এক শততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১০০ ॥

——০০——

একোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

রজনীং তামুষিত্বাথ ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ।
কৃতাতিথ্যং ভরদ্বাজং কালেঽভ্যেত্যাভ্যবাদয়ৎ॥ ১॥
তমৃষিঃ পুরুষব্যাঘ্রং সংপ্রেক্ষ্য প্রাঞ্জলিস্থিতং।
হুতাগ্নিহোত্রো ভরতং ভরদ্বাজোঽভ্যভাষত॥ ২॥
কচ্চিৎ পুত্র সুখেনেয়ং তবাদ্য রজনী গতা।
সমগ্রস্তে জনঃ কচ্চিদাতিথ্যে শংস মেঽনঘ॥ ৩॥
তমুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা ভরতোঽভিপ্রণম্য চ।
আশ্রমাদভিনিষ্ক্রান্ত মৃষিমুত্তমতেজসং॥ ৪॥
সুখোষিতোঽস্মি ভগবন্ সমন্ত্রিবলবাহনঃ।
তর্পিতঃ সর্ব্বকামৈশ্চ ভগবন্ বহুশস্ত্বয়া॥ ৫॥

অনুবাদ।

অনন্তর ভরত সেই রজনী তথায় অবস্থান করিয়া প্রাতে উপযুক্ত সময়ে উচিত মত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাঁহার দ্বারা এই প্রকার আতিথ্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, সেই মহাত্মা ভরদ্বাজ মুনির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন॥ ১॥ অগ্নিহোত্রাহুতি প্রদান করিয়া ভরদ্বাজ মুনি, পুরস্থিত প্রাঞ্জলি হস্ত দণ্ডায়মান পুরুষোত্তম ভরতকে অবলোকন করিয়া বলিলেন॥ ২॥ হে পুত্র ভরত! অদ্য রাত্রি তুমি কেমন সুখে যাপন করিয়াছ? তোমার অনুচর সৈন্য সামন্ত সকলে আতিথ্য বিষয়ে কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছে? হে অনঘ! তাহা আমাকে বল॥ ৩॥ আশ্রম হইতে অভিমুখে সমাগত অতি তেজস্বী ভরদ্বাজ মুনির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক ভরত তাঁহাকে বলিলেন॥ ৪॥ হে ভগবন্! আমি মন্ত্রিগণ ও সৈন্য সামন্ত বাহনাদি সহিত পরম সুখে অদ্যকার যামিনী যাপন করিয়াছি, হে মহাভাগ! আপনি আমাদিগকে বহুবিধ মনোমত কাম্য বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন॥ ৫॥

অপেতক্লমসন্তাপাঃ সুভিক্ষাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।
অপি প্রেষ্যানুপাদায় সর্ব্বে স্ম সুসুখোষিতাঃ॥ ৬॥
আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভগবন্ মামনুজ্ঞাতুমর্হসি।
ভ্রাতুঃ সমীপং যাস্যামি শুভেনেক্ষস্ব চক্ষুষা॥ ৭॥
আশ্রমং তস্য ধর্ম্মজ্ঞ ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ।
আচক্ষ্ব কেন মার্গেণ গচ্ছেয়ং ভগবন্নহং॥ ৮॥
যোজনানি কতীতশ্চ কস্মিন্ দেশে স আশ্রমঃ।
সসীতালক্ষ্মণসখো ধর্ম্মাত্মা যত্র বর্ত্ততে॥ ৯॥
ইতি পৃষ্টস্তদা তেন ভরতেন মহাত্মনা।
ততঃ স ভরতং ধীমান্ মহর্ষিরিদমব্রবীৎ॥ ১০॥
ভরতার্দ্ধতৃতীয়েষু যোজনেষ্বজনে বনে।
চিত্রকূটো গিরিস্তাত রম্যনির্ঝরকন্দরঃ॥ ১১॥

অনুবাদ।

আমাদিগের শ্রান্তি ও সন্তাপ সমুদয় দূরীকৃত হইয়াছে, আমরা মনোমত ভিক্ষা লাভ করিয়াছি, এবং যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি, অধিক কি বলিব, অনুচর বর্গ সমভিব্যাহারে আমরা সকলেই পরমসুখে বাস করিয়াছি॥ ৬॥ হে ভগবন্! এক্ষণে আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে আপনি আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করিতে যোগ্য হউন্, এবং সুনয়নে নিরীক্ষণ করুন্, গমন করিব॥ ৭॥ হে ধর্ম্মাত্মন্! হে ভগবন্! আমাদিগকে এক্ষণে বলিয়া দেউন্, আমরা কোন্‌পথে গমন করিলে ধার্ম্মিক প্রধান মহাত্মা সেই শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমপ্রাপ্ত হইতে পারিব?॥ ৮॥ তাঁহার আশ্রম এখান হইতে কত যোজন হইবে? এবং সেই আশ্রম বা কোথায়! যেখানে ধর্ম্মাত্মা শ্রীরামচন্দ্র, জানকী লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতেছেন॥ ৯॥ তখন মহাত্মা ভরতকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সুবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে এই কথা বলিলেন॥ ১০॥ হে তাতভরত! এখান হইতে সাড়ে তিন যোজনের পর নির্জ্জন বন মধ্যে মনোহর নির্ঝর ও অতি রমণীয় গুহা বিশিষ্ট চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে॥ ১১॥

উত্তরং পার্শ্বমাশ্রিত্য তস্য মন্দাকিনী নদী।
পুষ্পিতদ্রুমসংচ্ছন্না নানাপক্ষিনিষেবিতা॥ ১২॥
তামন্তরা চ সরিতং চিত্রকূটঞ্চ পর্ব্বতং।
তয়োঃ পর্ণকুটীং তত্র দ্রক্ষ্যসি ত্বং সুসংবৃতাং॥ ১৩॥
কৃত্বাশ্রমপদং রম্যমেকান্তে সহলক্ষ্মণঃ।
সীতয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং বসতীতি ময়া শ্রুতং॥ ১৪॥
দক্ষিণেনৈব মার্গেণ দক্ষিণাশাং প্রদক্ষিণং।
গজবাজিসমাকীর্ণা বাহিনী যাতু রাঘব॥ ১৫॥
প্রয়াণমিতি চ শ্রুত্বা রাজরাজস্য যোষিতঃ।
হিত্বা যানানি যানার্হং ব্রাহ্মণং পর্য্যবারয়ন্॥ ১৬॥
বেপমানা কৃশা দীনা সহ দেব্যা সুমিত্রয়া।
কৌশল্যা তস্য জগ্রাহ করাভ্যাং চরণাবুভৌ॥ ১৭॥

অনুবাদ।

সেই পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া পবিত্র সলিলা মন্দাকিনী নদী প্রবাহিতা হইতেছে, এই নদীর দুই কূলে বিকশিত পুষ্প সমূহে সুশোভিত মহীরুহ ব্যূহে তাহার স্বচ্ছজল আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাতে নানাবিধ বিহঙ্গকুল সুখে কলরব করিতেছে॥ ১২॥ তুমি সেই মন্দাকিনী নদী ও চিত্রকূট পর্ব্বতের মধ্যস্থানে চারিদিক আচ্ছাদিত একপর্ণ কুটীর নিরীক্ষণ করিবে॥ ১৩॥ আমি শুনিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র সেই নির্জ্জন বন প্রদেশে আপন মনোহর আশ্রম স্থান কল্পনা করিয়া প্রিয়তমা জায়া জানকীর সহিত ও প্রাণাধিক ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাস করিতেছেন॥ ১৪॥ হে রাঘব! এই দক্ষিণদিকে দক্ষিণাবর্ত্ত অনুকূল পথ দ্বারা তোমার হস্ত্যশ্ব পরিপূর্ণা মহতী সেনা গমন করুক॥ ১৫॥ রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের পত্নীগণ গমন করিতে হইবে এই কথা শ্রবণ করিয়া যানারোহণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাননীয় সেই ভরদ্বাজ মুনির চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মানা হইলেন॥ ১৬॥ অতি কৃশা দীনা কৌশল্যা দেবী কম্পান্বিত কলেবরা সুমিত্রা দেবীর সহিত উভয় হস্তে মহর্ষির চরণযুগল গ্রহণ করিলেন॥ ১৭॥

অসমৃদ্ধেন কামেন সর্ব্বলোকস্য গর্হিতা।
কৈকেয়ী চাপি জগ্রাহ চরণৌ লজ্জয়ান্বিতা ॥ ১৮ ॥
তং প্রদক্ষিণমাগত্য ভগবন্তং মহামুনিং।
সুমিত্রা ভরতাভ্যাসে তস্থৌ দীনা সমাকুলা ॥ ১৯ ॥
ততঃ পপ্রচ্ছ ভরতং ভরদ্বাজো দৃঢ়ব্রতঃ।
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মাতৄণাং তিসৃণাং তব ॥ ২০ ॥
এবমুক্তস্তু ভরতো ভরদ্বাজেন ধীমতা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যমিদং বচনকোবিদঃ ॥ ২১ ॥
যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকোপহতচেতসাং।
স্থিতামশ্রুমুখীং সাধ্বীং দেবতামিব পশ্যসি ॥ ২২ ॥
এষাং তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনং।
কৌশল্যা সুষুবে রামং ধাতারমদিতির্যথা ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

অনুপযুক্ত কামনা দ্বারা যাবতীয় জনগণের নিকট নিন্দনীয়া কৈকেয়ীও লজ্জায় অবনত মুখী হইয়া মুনির পাদপদ্ম যুগল গ্রহণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ সুমিত্রাদেবী মহামুনি ভগবান্ ভরদ্বাজকে প্রদক্ষিণ ভাবে আগমন করিয়া দীননয়নে ও কাতর বদনে ভরতের সন্নিধানে দণ্ডায়মানা হইলেন ॥ ১৯ ॥ অনন্তর দৃঢ় ব্রতাবলম্বী ভগবান্ ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভরত! তোমার এই তিন মাতাদিগের বিশেষ পরিচয় জানিতে আমি ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২০ ॥ বুদ্ধিমান ভরদ্বাজ মুনি কর্ত্তৃক বচনচতুর পরম কোবিদ ভরত পৃষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে এই কথা বলিলেন ॥ ২১ ॥ হে ভগবন্! যিনি এই দীনাহীনা শোকে যথোচিত ব্যাকুলিতা, অশ্রুমুখে অবস্থান করিতেছেন, যে সাধ্বীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেছেন ॥ ২২ ॥ ইনিই কৌশল্যা দেবী, বিধাতার প্রসব কর্ত্রী অদিতির ন্যায় যিনি সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত পুরুষ প্রধান, শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন॥ ২৩ ॥

অস্যা বামভুজং শ্লিষ্টা যৈষা তিষ্ঠতি দুর্ম্মনাঃ।
কর্ণিকারস্য শাখেব শীর্ণপর্ণা বনান্তরে॥ ২৪॥
এতস্যাস্তৌ সুতৌ ব্রহ্মন্ কুমারৌ দেবরূপিণৌ।
উভৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ বীরৌ সত্যপরাক্রমৌ॥ ২৫॥
পশ্যস্যুদ্বিগ্নহৃদয়ামহৃষ্টবদনাং স্থিতাং।
সুমিত্রাং জননীমেতাং লক্ষ্মণস্যাবধারয়॥ ২৬॥
যস্যাঃ কৃতে নরব্যাঘ্রৌ বনবাসমিতো গতৌ।
রাজপুত্রৌ নরেন্দ্রস্য স্বর্গং দশরথো গতঃ॥ ২৭॥
ঐশ্বর্য্যকামাং কৈকেয়ীমনার্য্যাং পতিঘাতিনীং।
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং কুলপাংসনাং॥ ২৮॥
সৈষা তিষ্ঠতি কৈকেয়ী নৃশংসা পাপনিশ্চয়া।
অতোমূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ॥ ২৯॥

অনুবাদ।

ইহাঁর বাম বাহু অবলম্বন করিয়া যিনি দুর্ম্মনা হইয়া অবস্থান করিতেছেন, কানন মধ্যে পত্রহীনা কর্ণিকার শাখার ন্যায় শোভাহীনা যাঁহাকে দেখিতেছেন॥ ২৪॥ হে ব্রহ্মন্! ইনিই দেবরূপী বীরাবতার সত্য পরাক্রম সুকুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী হয়েন॥ ২৫॥ হে মহাভাগ! আপনি যাঁহাকে নিতান্ত উদ্বিগ্নমনা, ম্লান বদনা দণ্ডায়মানা দেখিতেছেন, ইঁহারই নাম সুমিত্রা দেবী ইহাঁকেই লক্ষ্মণেরজননী বলিয়া অবধারণ করুন্॥ ২৬॥ আর যাহার জন্য নরোত্তম দুই রাজনন্দন শ্রীরামলক্ষ্মণ ভবন হইতে বনবাসে গমন করিয়াছেন, এবং মহারাজা দশরথও স্বর্গে গমন করিয়াছেন॥ ২৭॥ ঐশ্বর্য্য লোলুপা অনার্য্যা পতি ঘাতিনী নিষ্ঠুরা কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী, ইনিই আমার জননী আপনি অবগত হউন্॥ ২৮॥ এই পাপাশয়া নিষ্ঠুর স্বভাবা জননী কৈকেয়ী দণ্ডমানা আছেন, ইহাঁকেই আমার মহৎ বিপদের মূল দেখিতেছি॥ ২৯॥

ইত্যুক্ত্বা নরশার্দ্দূলো বাষ্পগদ্গদয়া গিরা।
নিশশ্বাস স তাম্রাক্ষঃ ক্রুদ্ধো বনগজো যথা॥ ৩০॥
ভরদ্বাজো মহর্ষিস্তু ব্রুবন্তং ভরতং তদা।
প্রত্যুবাচ মহাবুদ্ধিরিদং বচনমর্থবৎ॥ ৩১॥
ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।
রামপ্রবাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি॥ ৩২॥
অভিবাদ্য তু তং সিদ্ধং কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণং।
আমন্ত্র্য ভরতঃ সৈন্যং যুজ্যতামিত্যচোদয়ৎ॥ ৩৩॥
ততো বাজিরথান্ যুক্ত্বা দিব্যহেমপরিচ্ছদান্।
অধ্যারোহৎ প্রয়াণার্থী বহূন্ বহুবিধো জনঃ॥ ৩৪॥
গজযোধা গজাশ্চৈব হেমকক্ষাঃ পতাকিনঃ।
জীমূতা ইব ঘর্ম্মান্তে সঘোষাঃ সংপ্রতস্থিরে॥ ৩৫॥

অনুবাদ।

নরবর ভরত বাষ্পগদ্গদ বচনে ভরদ্বাজ মুনিকে এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, ক্রোধ পরবশ বনগজের ন্যায় তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল॥ ৩০॥ অমর্ষ বশতাপন্ন হইয়া ভরত যখন এই প্রকার কথা বলিলেন তখন মহাবুদ্ধি সম্পন্ন মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাকে অর্থ পূর্ণ এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৩১॥ হে ভরত! তুমি কৈকেয়ীকে তাদৃশ দোষী বলিয়া বিবেচনা করিও না, যেহেতু শ্রীরামচন্দ্রের এই বনবাসের উত্তরকাল পরম সুখে পরিণত হইবেক॥ ৩২॥ তদনন্তর ভরত মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম অভিবাদন পূর্ব্বক আমন্ত্রণ করতঃ সৈন্য সামন্তদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন॥ ৩৩॥ অনন্তর অত্যুত্তম স্বর্ণময় পরিচ্ছদে পরিবৃত অশ্ব রথ সজ্জিত হইল গমনার্থী বহুপ্রকার লোক সেই সকল অশ্বরথে আরোহণ করিল॥ ৩৪॥ কি হস্ত্যারোহিযোদ্ধা, কি হস্তি সকল, কি আসা সোটা ধারী লোক কি পতাকা বাহী সমূহ সকলেই "গ্রীষ্মাবসানে শব্দায়মান জলধরের ন্যায়" অত্যুন্নত শব্দ করতঃ প্রস্থান করিল॥ ৩৫॥

বিবিধান্যথ যানানি বৃহন্তি চ লঘূনি চ।
প্রযযুঃ সুমহার্হাণি পদস্থাশ্চ পদাতয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
অথ যানপ্রবেকস্থাঃ কৌশল্যাপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণ্যঃ প্রযযুর্ম্মুদিতাস্ততঃ ॥ ৩৭ ॥
স চাপি তরুণার্কাভাং সুযুক্তাং শিবিকাং শুভাং।
আস্থায় প্রযযৌ ধীমান্ ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ ॥ ৩৮ ॥
সুমন্ত্রস্ত্বনুযাত্রেণ সহিতঃ সপতাকিনা।
সজ্জাভরণযন্ত্রেণ বীরো ভরতমন্বগাৎ ॥ ৩৯ ॥
সংপ্রযাতা বভৌ সেনা গজবাজিসমাকুলা।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় মহামেঘ ইবোত্থিতঃ ॥ ৪০ ॥
বনানি চ ব্যতিক্রম্য জুষ্টানি মৃগপক্ষিভিঃ।
অগাধাং মীনকলিলাং যমুনামতরন্নদীং ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর মহার্হ মণিমাণিক্যাদি রত্ন দ্বারা খচিত, মহত্তর ও স্থূলতর বিবিধ প্রকার যানারোহণে জনসকল চলিল, ও পদাতিক সৈন্যদল পদব্রজে গমন করিল ॥ ৩৬ ॥ তৎপরে উত্তম যানারূঢ় হইয়া কৌশল্যা প্রভৃতি নারীগণ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার অভিলাষে আনন্দিত মনে তথা হইতে গমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ সুবুদ্ধি ভরত উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নবোদিত দিনকরের ন্যায় প্রভাযুক্ত মনোহর শিবিকায় আরোহণ করতঃ গমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ বীর প্রধান সুমন্ত্র সারথি সুসজ্জিত অলঙ্কৃত ও যন্ত্রধারী পতাকা বাহক অনুযাত্রিক দলবল সমভি-ব্যাহারে রাজকুমার ভরতের অনুগমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ হস্ত্যশ্ব পরিপূর্ণ সেই মহতী সেনা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল তাহাতে এমন শোভা হইল যেন দক্ষিণদিক হইতে মহামেঘ উত্থিত হইতেছে ॥ ৪০ ॥ নৃপনন্দন ভরত বিহঙ্গ কুরঙ্গ সঙ্কুল কানন সন্দোহ অতিক্রম করিয়া অশেষবিধ জলচর মৎস্য সমাকীর্ণ উর্ম্মিমালিনী অগাধজলা যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ৪১ ॥

সা সংপ্রহৃষ্টদ্বিপবাজিযোধা
বিত্রাসয়ন্তী মৃগপক্ষিসংঘান্‌।
মহাবনং তৎ প্রবিগাহমানা।
নরেন্দ্রপুত্রস্য ররাজ সেনা ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতানুজ্ঞা নাম
একোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ।

মহারণ্যের মধ্য গামিনী, রাজকুমারের মহতী সেনা তখন অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহাদিগের হস্তী, ঘোটক ও পদাতি সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে, কাননস্থিত মৃগকুল ও পক্ষি সমূহকে ভয় প্রদর্শন করাইয়া গমন করিতেছে ॥ ৪২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ভরতের অনুজ্ঞা নামে একোত্তরশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১০১ ॥

——০০——

দ্বিশততমঃ সর্গঃ।

তয়া মহত্যা যায়িন্যা ধ্বজিন্যা বনবাসিনঃ।
অর্দ্দিতা যূথপাস্তত্র সযূথা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ১ ॥
ঋক্ষাঃ পৃষতসঙ্ঘাশ্চ রুরবশ্চ সমন্ততঃ।
দৃশ্যন্তে বনরাজীষু পর্ব্বতেষু নদীষু চ ॥ ২ ॥
স সংপ্রতস্থে ধর্ম্মাত্মা ধীমান্ দশরথাত্মজঃ।
বৃতো যোধৈর্ম্মহাবীর্য্যৈঃ শব্দবাণাগ্রবেধিভিঃ ॥ ৩ ॥
ভরতস্তু মহাপ্রাজ্ঞো ভ্রাতৃদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
মৃগব্যালানুচরিতং প্রবিবেশ মহাবনং ॥ ৪ ॥
সাগরৌঘনিভা সেনা সা তু তস্যানুযায়িনী।
মহীং সংচ্ছাদয়ামাস প্রাবৃষি দ্যামিবাম্বুদঃ ॥ ৫ ॥
তুরগৌঘৈর্বিসর্পদ্ভির্বারণৈশ্চাচলোপমৈঃ।
অনালক্ষ্যা চিরং কালং তস্মিন্ দেশে বভূব সা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

সেই মহতী সেনা যখন গমন করিতে লাগিল, তখন যূথপতি বনবাসি পশু সকল অতিশয় কাতর হইয়া আপন আপন যূথ লইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ ভল্লূক সকল ও মৃগসমূহ চীৎকার করতঃ চারিদিকে অরণ্য সমূহে পর্ব্বতশিখরে ও নদীকূলে পলায়ন পরায়ণ হইয়া লুক্কায়িত হইতে লাগিল ॥ ২ ॥ দশরথ নৃপকুমার সুবুদ্ধি ধর্ম্মশীল ভরত শব্দবেধী বাণবেত্তা অতিশয় বীর্য্যসম্পন্ন সৈন্য সামন্তগণে পরিবৃত হইয়া চলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ মহাপ্রবীন ভরত জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে সন্দর্শন করিবার লালসায় ক্রমে ক্রমে মৃগ, ও সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ মহাবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥ রাজকুমারের অনুগামিনী সমুদ্রের বীচি সমূহ সমান সেই মহতী সেনা বর্ষাকালীন বারিবাহ যে প্রকার গগণমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়া চলিল ॥ ৫ ॥ অচলের ন্যায় অত্যুন্নত মাতঙ্গ, অশ্ব সমূহে ক্রমিক গমনে সেই স্থানে কিয়ৎকাল সেনা সকল অদৃশ্য হইয়া রহিল ॥ ৬ ॥

স গত্বা দূরমধ্বানমপরিশ্রান্তবাহনঃ।
উবাচ ভরতো ধীমানশক্রঘ্নং শিষ্টসম্মতং॥ ৭॥
যাদৃশং লক্ষ্যতে রূপং যাদৃশঞ্চ শ্রুতং ময়া।
ব্যক্তং প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ॥ ৮॥
অয়ং গিরিশ্চিত্রকূট ইয়ং মন্দাকিনী নদী।
এতৎ প্রকাশতে দূরান্নীলমেঘনিভং বনং॥ ৯॥
গিরেঃ সানূনি রম্যাণি চিত্রকূটস্য সংপ্রতি।
বারণৈরবমৃদ্যন্তে মামকৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ॥ ১০॥
মুঞ্চন্তি কুসুমং চিত্রং নগাঃ পর্ব্বতসানুষু।
নীলা ইবাতপাপায়ে তোয়ং ধূমোম্বুযোনয়ঃ॥ ১১॥
এতে মৃগগণা ভান্তি শীঘ্রবেগাঃ প্রধাবিতাঃ।
বায়ুপ্রবিদ্ধাঃ শরদি মেঘরাজী ইবাম্বরে॥ ১২॥

অনুবাদ

সুবুদ্ধি ভরত বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন, তথাপি বাহনগণ কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত হইল না. তখন নৃপকুমার শিষ্টদিগের সমাদৃত শক্রঘ্নকে বলিলেন॥ ৭ ॥ হে শক্রঘ্ন! যে প্রকার রূপ দেখিতেছি, যে প্রকার শুনিয়াছি, এবং ভরদ্বাজ মুনি যে রূপ বলিয়াছিলেন, বোধ হয় আমরা সেই স্থান প্রাপ্ত হইলাম।। ৮ ॥ এই যে পর্ব্বতটী দেখা যাইতেছে ইহারি নাম চিত্রকূট হইবে, এই মন্দাকিনী নদী, নীলবর্ণ মেঘশ্রেণীর ন্যায় দূর হইতে ভরতদ্বাজোক্ত এই বন প্রকাশ পাইতেছে।। ৯ ॥ সম্প্রতি পর্ব্বতের শৃঙ্গ ও রমণীয় গুহাকে আমাদিগের পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ মর্দ্দন ও আবরণ করিতেছে।। ১০ ॥ আতপ কালের অবসানে নীলবর্ণ মেঘরাজি যে প্রকার জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ চিত্রকূটের সানু প্রদেশে মহীরুহ সকল চমৎকার পুষ্পরাশি বর্ষণ করিতেছে।। ১১ ॥ শরৎকালে গগণমার্গে মেঘরাজি যে রূপ বায়ু সহকারে প্রচলিত হইয়া শোভা পায়, তাহার ন্যায় এখানে সমুদয় দ্রুতগামী একান্ত ধাবমান মৃগগণ দীপ্তি পাইতেছে।। ১২ ॥

কিন্নরাচরিতোদ্দেশং পশ্য শত্রুঘ্ন পর্ব্বতং।
হয়ৈর্ম্মদীয়ৈরাকীর্ণং সাগরং মকরৈরিব ॥ ১৩ ॥
কুর্ব্বন্তি কুসুমাপীড়ান্ শিরঃসু সুরভীনিব।
মেঘপ্রকাশৈঃ ফলকৈর্দ্দাক্ষিণাত্যাঃ সুযোধিনঃ ॥ ১৪ ॥
নিষ্কূজমভবচ্চৈব তদ্বনং ঘোরদর্শনং।
অযোধ্যেব জনাকীর্ণা সংপ্রতি প্রতিভাতি মে ॥ ১৫ ॥
খুরোদ্ধূতো রেণুরসৌ দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
তং বহত্যনিলঃ শীঘ্রঃ কুর্ব্বন্নিব মম প্রিয়ং ॥ ১৬ ॥
স্যন্দনাংস্তুরগোপেতান্ সূতমুখ্যৈরধিষ্ঠিতান্।
এতান্ সম্পততঃ পশ্য শীঘ্রং শত্রুঘ্ন কাননে ॥ ১৭ ॥
এতৈর্ব্বিত্রাসিতান্ পশ্য বর্হিণঃ প্রিয়দর্শনান্।
মনোজ্ঞরূপা যে ভান্তি কুসুমৈশ্চিত্রিতা ইব ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

হে শত্রুঘ্ন! এই চিত্রকূট পর্ব্বত সতত কিন্নরগণের গমনাগমনে আকীর্ণ হইয়া থাকে, মকরগণে আকীর্ণ জলনিধির ন্যায় মদীয় অশ্ব সমূহে পরিবৃত হইয়া এক্ষণে এই বন শোভা পাইতে লাগিল॥ ১৩ ॥ আমাদিগের দক্ষিণাভিমুখ গামী উৎকৃষ্ট দাক্ষিণাত্য যোদ্ধা সকল মেঘেরন্যায় প্রকাশন্যায় ফলকদ্বারা শিরোভাগ আচ্ছাদন করিয়া আপনহ মস্তকে গন্ধময় কুসুম সমূহে আপীড় সকল প্রস্তুত করিতেছে ॥ ১৪ ॥ এই ভীষণ দর্শন বন পূর্ব্বে নীরব্ হইয়াছিল, এক্ষণে মদীয় সৈন্য সামন্ত দ্বারা জনাকীর্ণা অযোধ্যার ন্যায় আমার বোধ হইতেছে॥ ১৫ ॥ অশ্বগণের খুরাভিঘাতে ধূলি সমূহ উত্থিত হইয়া গগণমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেছে, কিন্তু অনুভব হয়, দ্রুতগামী অনুকূল বায়ু আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার জন্যই বুঝি সেই সকলধূলি দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন॥ ১৬ ॥ হে শত্রুঘ্ন! দেখ দেখ যে সকল অশ্ব যোজিত রথ প্রধান, প্রধান সারথি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ছিল, তাহারা এই অরণ্য মধ্যে অতি দ্রুতগমনে সমাগত হইতেছে॥ ১৭ ॥ দেখ শত্রুঘ্ন! যেসকল সুদর্শন ময়ূর সকল, শিখাকলাপ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছিল, তাহারা ইহা-দিগেরদ্বারা ত্রাসিত হইয়া শিখাকলাপসংযত করাতে কুসুমদ্বারা চিত্রিতেরন্যায় মনোহর রূপ ধারণ করতঃ দীপ্তি পাইতেছে॥ ১৮ ॥

মৃগাভিঃ সহিতা এতে বহবঃ পৃষতা বনে।
এতমধ্যাসতে শৈলমধিবাসং পতত্রিণাং ॥ ১৯ ॥
অতিমাত্রময়ং দেশো মনোজ্ঞঃ প্রতিভাতি মে।
তাপসানাং নিবাসোঽয়ং ব্যক্তং স্বর্গপথোপমঃ ॥ ২০ ॥
সাধু সৈন্যাঃ প্রতিষ্ঠন্তাং বিচিন্বন্তু চ কাননং।
যথা তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ পশ্যেয়ং তদ্বিধীয়তাং ॥ ২১ ॥
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা পুরুষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
বিবিশুস্তদ্বনং বীরা ধূমঞ্চ দদৃশুস্ততঃ ॥ ২২ ॥
তে তদালোক্য ধূমাগ্রমূচুর্ভরতমীশ্বরং।
নামানুষো ভবত্যগ্নির্ধ্রুবমত্রৈব রাঘবৌ ॥ ২৩ ॥
অথ নাত্র নরব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ মহাবলৌ।
অন্যোঽপ্যত্র ভবিষ্যন্তি তাপসা বনগোচরাঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

এই বন মধ্যে অনেকানেক সাবক সমভিব্যাহারে মৃগীগণ শোভা পাইতেছে, এবং পক্ষিদিগের বসতি স্থান এই পর্ব্বত, অর্থাৎ পক্ষিগণ নীড় করিয়া অধিবাস করিতেছে ॥ ১৯ ॥ কি আশ্চর্য্য এই প্রদেশকে আমার অতিশয় মনোহর বোধ হইতেছে, যেহেতু তাপসগণের আশ্রয় এই স্থান, এস্থান নিশ্চয় স্বর্গপথের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ২০ ॥ হে সৈন্যগণ! তোমরা এই স্থানে পরমসুখে অবস্থান করিয়া কাননের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ কর, যাহাতে সেই পুরুষোত্তমদ্বয় শ্রীরাম লক্ষ্মণকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করহ ॥ ২১ ॥ ভরতের এই অনুমতি শ্রবণ করিয়া কতিপয় অস্ত্র শস্ত্রধারী বীরপুরুষ সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অনন্তর যাইতে যাইতে কিয়দ্দূরে ধূম দেখিতে পাইল ॥ ২২ ॥ তাহারা সকলে সেই ধূমরেখা সন্দর্শন করিয়া রাজনন্দন ভরতকে বলিল, হে মহাভাগ! মনুষ্য না থাকিলে সেখানে কখন অগ্নি থাকিতে পারে না, অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে এই স্থানেই শ্রীরাম লক্ষ্মণ আছেন ॥ ২৩ ॥ আর যদিও সেই মহাবল পরাক্রান্ত শ্রীরাম লক্ষ্মণও এখানে না থাকেন, তথাপি বনবাসি অন্যান্য তাপসগণও কেহ থাকিবেন, তাহার সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং ভরতঃ সাধুসম্মতঃ।
সৈন্যানুবাচ তান্ সর্ব্বানমিত্রবলমর্দ্দনঃ॥ ২৫॥
যত্তা ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু নেতো গন্তব্যমন্যতঃ।
অহমেকো গমিষ্যামি সুমন্ত্রো ধৃষ্টিরেব চ॥ ২৬॥
এবমুক্ত্বা ততঃ সেনাং সংপ্রতস্থে পরন্তপঃ।
ভরতো যত্র ধূমাগ্রং তত্র দৃষ্টিং সমাদধৎ॥ ২৭॥
ব্যবস্থিতা সা মহতী তদা চমূর্নিরীক্ষমাণা বনধূমমগ্রতঃ।
বভুব হৃষ্টা পুনরেব বাহিনী প্রিয়স্য রামস্য সমাগমেপ্সয়া॥ ২৮॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামাশ্রমদর্শনং
নাম দ্বিশততমঃ সর্গঃ॥ ১০২॥

অনুবাদ।

শত্রুদল দলন ভরত তাহাদিগের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সাধু বোধ করিলেন, এবং সেই সকল অস্ত্রধারী সেনাপতিদিগকে বলিলেন॥ ২৫॥ হে মহাবল সেনাদল! তোমরা এই স্থানে অবস্থান করহ, এখান হইতে অন্য কোথাও যাইও না, আমি একাকীই ওখানে গমন করিব, কেবল সুমন্ত্র আর ধৃষ্টি ইঁহারা দুই জন আমার সমভিব্যাহারে চলুন্॥ ২৬॥ অনন্তর পরন্তপ ভরত সেনাগণকে এইকথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, যেখানে সেই ধূমলেখা দৃষ্টি হইতেছিল সেই স্থানে দৃষ্টি নিধান করিলেন॥ ২৭॥ তখন সেই মহতী সেনা পুরোভাগে সেই ধূম লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল, প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রের সমাগম লালসায় কিয়ৎকাল বিলম্বে পুনর্ব্বার ধূম দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইল॥ ২৮॥

ইতি চতুর্ব্বিংসতি শাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাণ্ডে
রামাশ্রম দর্শন নামে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১০২॥

——00——

ত্রিশততমঃ সর্গঃ।

দীর্ঘকালোষিতস্তত্র গিরৌ গিরিবরপ্রিয়ঃ।
বৈদেহ্যাশ্চ প্রিয়ং শংসন্ স্বঞ্চ চিত্তং বিলোভন্ ॥ ১ ॥
অথ দাশরথিশ্চিত্রং চিত্রকূটমদর্শয়ৎ।
ভার্য্যামমরসঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ ॥ ২ ॥
ন রাজ্যাদ্ভ্রংশনং সীতে ন সুহৃদ্ভির্বিবাসনং।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিং ॥ ৩ ॥
পশ্যেমমচলং সীতে নানাদ্বিজসমাকুলং।
শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈর্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতং ॥ ৪ ॥
কেচিদ্রজতসঙ্কাশাঃ কেচিৎ ক্ষতজসন্নিভাঃ।
পীতমাঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মরকতপ্রভাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র বহুকাল সেই গিরিবর চিত্রকূটে বাস করিয়া অতিশয় প্রীতমনা হইয়াছেন, তিনি বিদেহনন্দিনীকে প্রিয় কথা বলিতেছেন, আর পর্ব্বত শোভা দর্শনে আপনার মনকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন ॥ ১ ॥ অনন্তর সুরপতি আপন পত্নী শচীকে যেরূপে অচল শোভা সন্দর্শন করান্, তাহার ন্যায় দেব সমান রঘুনাথ পরম সমাদরে আপন পত্নী জানকীদেবীকে সেই পরম রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য ও বন দর্শন করাইতেছেন ॥ ২ ॥ হে সীতে! আমি রাজ্য হইতে বঞ্চিত হওয়াতেও বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক বিবাসিত হওয়াতে দুঃখিত হই নাই, এই রমণীয় চিত্রকূট অচল সন্দর্শন করিয়া আমার মন অত্যন্ত বাধিত হইতেছে ॥ ৩ ॥ হে প্রেয়সি! দেখদেখি এই পর্ব্বতবর কেমন শোভা পাইতেছে? এখানে চারিদিকে নানাপ্রকার পক্ষিগণ সুমধুরস্বরে গান করিতেছে, কি চমৎকার গগণমণ্ডলের ন্যায় উন্নত শিখর সকল গৈরিকাদি ধাতুতে পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪ ॥ কোন শিখর যেন রজত পর্ব্বতের ন্যায়, কোন শিখর একান্ত রক্তবর্ণ, কেহ বা পীতবর্ণ কোন শিখর বা মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় ঈষৎ শোণবর্ণ, কেহ বা মরকত মণির ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৫ ॥

শস্পকেতনকাভাশ্চ কেচিজ্জ্যোতীরসপ্রভাঃ।
বিরাজন্ত্যচলেন্দ্রস্য সানবো ধাতুভূষিতাঃ॥ ৬॥
শাখামৃগগণদ্বীপিতরক্ষুগণসেবিতৈঃ।
সানুভির্ভাত্যয়ং শৈলো নানাবৃক্ষোপশোভিতঃ॥ ৭॥
আম্রজম্ব্বসনৈর্লোধ্রৈঃ পিয়ালৈঃ ককুভৈর্ধবৈঃ।
অঙ্কোঠৈর্ভব্যপনসৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ॥ ৮॥
কাশ্মর্য্যরিষ্টবরুণৈর্ম্মধুকৈস্তিলকৈস্তথা।
বদর্য্যামলকৈর্নীপৈর্ব্বেত্রচন্দনবীজকৈঃ॥ ৯॥
পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছাদয়দ্ভির্ম্মনোহরৈঃ।
এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ॥ ১০॥
শৈলপ্রস্থেষু রম্যেষু পশ্যেতান্ দেবরূপিণঃ।
কিন্নরান্ দ্বন্দ্বশো ভদ্রে রমমাণান্ মনস্বিনঃ॥ ১১॥

অনুবাদ।

ইহার কোন সানু নবীন দূর্ব্বাদলের ন্যায় ধাতুতে বিভূষিত হইয়াছে, কোন শিখর হইতে যেন অনবরত বিমলজ্যোতি নিঃসৃত হইতেছে, ফলতঃ নানাপ্রকার ধাতুরসে এই শৈলেন্দ্র চিত্রকূটের সানু সকল চমৎকার শোভা পাইতেছে। ৬॥ নানাপ্রকার বৃক্ষে পরিশোভিত এই শিলোচ্চয় অসংখ্য গুহাদ্বারা শোভিত হইতেছে, কোন শিখরের উপর শাখামৃগগণ আনন্দে উপবিষ্ট রহিয়াছে, কোথাও বা হস্তীদল পরস্পর আমোদ করিতেছে, কোন স্থানে বা তরক্ষুগণ নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করিতেছে॥ ৭॥ হে সীতে! দেখদেখি এই পর্ব্বতে কত প্রকার বৃক্ষ সকল দেখা যাইতেছে, আম, জাম, অসন, লোধ, পিয়াল, অর্জ্জুন, ধব, অঙ্কোঠ, উডুম্বর কাঁঠাল, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু॥ ৮॥ গাম্ভারী, কেলিল, বরুণ, মধুকতিলক, বদরী, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, চন্দন, পেয়ারা॥ ৯॥ ইত্যাদি নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল মনোহর পুষ্পভার ও ফল সমূহ ধারণ করিয়া মহীধরকে আচ্ছাদন করতঃ পর্ব্বতের শোভা বিস্তার করিতেছে। ১০॥ হে ভদ্রে হে জানকি! দেখ দেখ চিত্রকূট পর্ব্বতের রমণীয় সানুপ্রদেশ সকলে এই সমস্ত প্রশস্তমনা দেবরূপ ধারী কিন্নরগণ আপন আপন পত্নী সমভিব্যাহারে ক্রীড়ারসে কালাতিপাত করিতেছে॥ ১১॥

শাখাবসক্তান্ খড়্গাংশ্চ প্রবরাণ্যম্বরাণি চ।
পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীড়োদ্দেশান্ মনোরমান্ ॥ ১২ ॥
জলপ্রপাতৈরুদ্ভেদৈর্নিষ্যন্দৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
স্রবদ্ভির্ভাত্যয়ং শৈলঃ স্রবন্মদ ইব দ্বিপঃ ॥ ১৩ ॥
গুহাভ্যঃ সুরভির্গন্ধো নানাপুষ্পগুণান্বিতঃ।
ঘ্রাণতর্পণ উদ্ভূতঃ কং নরং ন প্রহর্ষয়েৎ ॥ ১৪ ॥
যদীহ শরদোঽনেকাস্ত্বয়া সার্দ্ধমনিন্দিতে।
লক্ষ্মণেন চ বৎস্যামি ন মাং শোকঃ প্রধক্ষ্যতি ॥ ১৫ ॥
নানাপুষ্পফলে রম্যে নানাদ্বিজগণাবৃতে।
বিচিত্রশিখরে হ্যস্মিন্ কৃতকামোঽস্মি ভাবিনি ॥ ১৬ ॥
অনেন বনবাসেন ময়া প্রাপ্তং মহৎ ফলং।
অনৃণত্বং পিতুর্ধর্ম্মাদ্ভরতস্য প্রিয়ং তথা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

হে জানকি! দেখদেখি বিদ্যাধর কামিনীগণের ক্রীড়াপ্রদেশ সকল কেমন মনোরম? ইহারা বৃক্ষ শাখায় খড়্গ সকল ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, প্রশস্ত প্রশস্ত বস্ত্র সকল বৃক্ষ শাখায় ঝুলিতেছে॥ ১২ ॥ কোন কোন প্রদেশে এই পর্ব্বত হইতে জলপ্রপাত সকল প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে গিরিবর যেন মদ ধারাবিশিষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ১৩ ॥ এখানকার গুহাসমূহ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর নানা পুষ্পের সুগন্ধ লইয়া যে বায়ু বহির্গত হইতেছে, সেই গন্ধ কোন্ মনুষ্যকে না আনন্দযুক্ত করে?॥ ১৪ ॥ হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি সীতে। যদি আমি তোমার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত এখানে অনেকানেক বৎসরও বাস করি তথাপি শোকে আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না॥ ১৫ ॥ হে বামলোচনে! নানাবিধ পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ, তরুবরে বিবিধ পক্ষিগণে পরিবৃত রমণীয় পর্ব্বতশিখরে বাস করিয়া আমি নিশ্চয় পূর্ণকাম হইয়াছি॥ ১৬ ॥ এই বনবাসে দ্বারা আমি মহৎফলও লাভ করিয়াছি, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু পিতার আদিষ্ট ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়াছি, এবং ভরতের প্রিয়ানুষ্ঠান সম্পাদন করাও হইয়াছে॥ ১৭ ॥

বৈদেহি রমসে কচ্চিচ্চিত্রকূটে ময়া সহ।
পশ্যন্তী বিবিধান্ ভাবান্ মনোবাক্কায়সঙ্গতান্॥ ১৮॥
ইহৈব হ্যমৃতং প্রাপ্তাঃ সীতে রাজর্ষয়োঽপরে।
বনবাসস্থিতা অপি প্রেত্য মে প্রপিতামহাঃ॥ ১৯॥
শিলা শৈলস্য রাজন্তি বিশালাঃ শতশস্ত্বিমাঃ।
বহুধা বহুভির্ব্বর্ণৈর্নীলপীতসিতারুণৈঃ॥ ২০॥
চিত্রাভান্ত্যচলেন্দ্রস্য হুতাশনশিখা ইব।
ঔষধ্যঃ স্বপ্রভালক্ষ্ম্যা ভ্রাজমানাঃ সহস্রশঃ॥ ২১॥
কেচিদ্বেশ্মপ্রভা দেশাঃ কেচিদুদ্যানসংস্থিতাঃ।
কেচিদেকশিলা ভান্তি পর্ব্বতস্যাস্য ভাবিনি॥ ২২॥
ভিত্ত্বেব গগণং ভাতি চিত্রকূটঃ সমুত্থিতঃ।
চিত্রকূটঃ সুকূটোঽয়ং গুহ্যকৈঃ সেবিতঃ শিবঃ॥ ২৩॥

অনুবাদ।

হে বিদেহনন্দিনি! এই চিত্রকূট পর্ব্বতে আমার সহিত কায়িক বাচনিক ও মানসিক বিবিধ প্রকার ভাবভঙ্গীদ্বারা পর্ব্বতের শোভা দর্শন করিতে করিতে ক্রীড়মানা হইবে?॥ ১৮॥ হে সীতে! কত কত রাজর্ষি এই স্থানে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং আমাদিগের প্রপিতামহপ্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষেরা বনবাসে আসিয়া এই পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া মৃত্যুর পর মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৯॥ এই চিত্রকূট পর্ব্বতের অতিবিশাল শত শত প্রস্তরখণ্ড সকল নীললোহিত, পীত অরুণ প্রভৃতি বহুবিধবর্ণ দ্বারা নানাপ্রকার দীপ্তি পাইতেছে॥ ২০॥ এই অচলেশ্বরেতে অগ্নি শিখাসম প্রভাযুক্ত নানাবর্ণের ঔষধি সকল স্বীয় স্বীয় প্রভা সম্পত্তি দ্বারা রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে॥ ২১॥ হে নিতম্বিনি! দেখ দেখি এই পর্ব্বতের কোন কোন প্রদেশ যেন গৃহ সমূহে পরিপূর্ণ বোধ হইতেছে, কোন কোন স্থান যেন উদ্যানদ্বারা বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, কোন কোন স্থান যেন একখানি প্রস্তরে পরিরত হইয়া শোভা পাইতেছে॥ ২২॥ চিত্রকূট পর্ব্বত ঊর্দ্ধে এমনি উত্থিত হইয়াছে যেন গগণমণ্ডল ভেদ করিয়া দীপ্তি পাইতেছে, গুহ্যকগণেরা অত্যুচ্চ এই গিরিবরকে শুভকর জ্ঞান করিয়া সতত সেবা করিতেছে যেরূপ ভগবান্ ভব গুহ্যগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত হন্॥ ২৩॥

কুষ্ঠপুন্নাগবকুলভূর্জপত্রপরিচ্ছদান্।
কামিনাং সংস্তরান্ পশ্য কৌশেয়জলজাযুতান্॥ ২৪॥
মৃদিতাশ্চাপবিদ্ধাশ্চ ভান্ত্যেতাঃ কমলস্রজঃ।
কামিভির্ব্বনিতে পশ্য ফলানি বিবিধানি চ॥ ২৫॥
বস্বৌকসারাং নলিনীমতীত্যৈবোত্তরান্ কুরূন্।
পর্ব্বতশ্চিত্রকূটোঽসৌ বহুমূলফলোদকঃ॥ ২৬॥
ইমং হি কালং বিহরন্ বরাননে
ত্বয়া সহানেন চ লক্ষ্মণেন হ।
রতিং প্রপৎস্যে কুলধর্ম্মবর্দ্ধিনীং
সতাং পথিস্থো নিয়মে পরিস্থিতঃ॥ ২৭॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে চিত্রকূটবর্ণনা
নাম ত্র্যশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৩॥

অনুবাদ।

কুড় পুন্নাগ বকুল ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহের পত্র ত্বচ ও কৌশেয় জলজ প্রভৃতির দল লইয়া কামুকগণ যে শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা পতিত রহিয়াছে দেখ॥ ২৪ ॥ হে প্রেয়সি! কামপরতন্ত্র লোকেরা যে সকল নানাবিধ ফল ও পদ্মমাল্য ব্যবহার করিয়াছিল, দেখ সেই সমুদয় মর্দ্দিত ও অপবিদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছে॥ ২৫ ॥ অশেষবিধ ফল মূল ও জল যেখানে অনায়াসে লাভ করা যায় সেই এই চিত্রকূট পর্ব্বত, বিবিধ সম্পত্তিযুক্ত নলিনীকে অতিক্রম করিয়া উত্তর কুরু ব্যাপিয়া রহিয়াছে॥ ২৬ ॥ হে সুবদনি! এতাবৎ কালপর্য্যন্ত তোমার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে বিহারকাল সুখে কালাতিপাত করিয়া কুলধর্ম্মের অনুরূপ প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম, যেহেতু সাধুদিগের মধ্যে যিনি পথি মধ্যে অবস্থান করেন তাঁহাকে অবশ্যই নিয়মে স্থিতি করিতে হয়॥ ২৭ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংসতি সাহাস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে চিত্রকূট পর্ব্বত বর্ণন নামে ত্রিশতঃতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১০৩ ॥

——০০——

চতুঃশততমঃ সর্গঃ।

অথ শৈলাদ্বিনিষ্ক্রম্য মৈথিলীং কোশলেশ্বরঃ।
অদর্শয়চ্ছুচিজলাং রম্যাং মন্দাকিনীং নদীং॥ ১॥
অব্রবীচ্চ বরারোহাং চারুচন্দ্রনিভাননাং।
বিদেহরাজতনয়াং রামো রাজীবলোচনঃ॥ ২॥
বিচিত্রপুলিনাং রম্যাং হংসসারসসেবিতাং।
কুমুদোৎপলসংচ্ছন্নাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীং॥ ৩॥
নানাবিধৈস্তীররুহৈঃ সংবৃতাং ফলপুষ্পদৈঃ।
রাজন্তীং রাজরাজস্য নলিনীমিব সর্ব্বতঃ॥ ৪॥
মৃগযূথানুপীতানি কলুষাম্ভাংসি সংপ্রতি।
তীর্থানি রমণীয়ানি প্রীতিং সংজনয়ন্তি মে॥ ৫॥
জটাচীরধরাঃ সিদ্ধা বল্কলাজিনবাসসঃ।
ঋষয়োঽমী বিগাহন্তে কালে মন্দাকিনীং নদীং॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর কোশলাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকুট পর্ব্বত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জানকীকে স্বচ্ছসলিলা মনোরমা মন্দাকিনী নদী দর্শন করাইতেছেন॥ ১॥ পদ্মপলাশ লোচন রঘুনাথ শারদপার্ব্বণ শশধরন্যায় সুচারুবদনা বরবর্ণিনী বিদেহ রাজনন্দিনীকে বলিলেন॥ ২॥ হে প্রিয়ে! দেখ দেখি মন্দাকিনী নদী বিচিত্র বালুকাময় পুলিনদ্বারা মনোরমা হইয়াছে, হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ উহাতে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, কুকুদকহ্লার পঙ্কজ প্রভৃতি জলজ পুষ্প সকল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে॥ ৩॥ কেমন চারিদিক ফল কুসুম সুশোভিত নানাবিধ তীরস্থিত তরুগণে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, যেন রাজাধিরাজ জগদীশ্বরের বিনির্ম্মিত পদ্মিনী চারিদিকে শোভা পাইতেছে॥ ৪॥ রমণীয় তীর্থ প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া আমার মন একান্ত প্রীতিযুক্ত হইতেছে এখানে মৃগ কদম্ব এই মাত্র জলপান করিয়া গিয়াছে, দেখ এখনও জল কলুষিত হইয়া রহিয়াছে॥ ৫॥ জটাজুটধারী সিদ্ধাচারি মুনিগণ বল্কল ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া নিয়মিত সময়ে স্নান জন্য মন্দাকিনী নদীতে অবগাহন করিতেছেন॥ ৬॥

এতে হি বল্কবচসো নিয়মা দূর্দ্ধবাহবঃ।
আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ৭॥
মারুতোদ্ধূতশিখরাঃ প্রনৃত্তা ইব পর্ব্বতে।
পাদপাঃ পুষ্পবর্ষেণ কিরন্ত্যেতে চ মেদিনীং॥ ৮॥
আবৃতান্ বায়ুনা পশ্য সন্ততান্ পুষ্পসঞ্চয়ান্।
পোপ্লূয়মানানপরানম্বুস্থমলেলোচনে॥ ৯॥
ক্বচিন্মণিনিকাশোদাং কচিৎ পুলিনশালিনীং।
ক্বচিজ্জনপদাকীর্ণাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীং॥ ১০॥
এতে হি বল্কবচসো রথাঙ্গাহ্বয়না দ্বিজাঃ।
অধ্যারোহন্তি কল্যাণি বিকূজন্তঃ শুভা গিরঃ॥ ১১॥
দর্শনাচ্চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।
অধিকং পুরবাসে ন মন্যে তব চ দর্শনাৎ॥ ১২॥

অনুবাদ।

এই সকল মুনিগণ ব্রতাবলম্বী ও নিয়ম পরায়ণ হইয়া বাহুযুগল উত্থাপন করতঃ সূর্য্যের উপাসনা করিতেছেন, ইহঁাদিগের সেই বেদোক্ত বাক্য কি শ্রবণ মনোহর?॥ ৭॥ পর্ব্বতের উপরিস্থ উন্নত মস্তক বৃক্ষ সকল বায়ুসহকারে কম্পিত হইয়া পুষ্প বর্ষণদ্বারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিতেছে॥ ৮॥ হে বাম নয়নে! দেখ দেখি মহীতলে নিপতিত পুষ্প সকল বায়ুসহকারে পরিচালিত হইয়া একত্রিত হইতেছে, ও জলের উপরিস্থ জলজ কুসুম সমূহ সমীরণ দ্বারা কম্পিত হইয়া শোভা পাইতেছে॥ ৯॥ হে ভামিনি! মন্দাকিনী নদীর কি শোভা হইয়াছে, দেখ কোনস্থানে জলপূর মণি নিকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে, কোনস্থানে শিকতাময় পুলিন সুশোভিত হইয়াছে, কোথাওবা তীর প্রদেশ জল সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে॥ ১০॥ হে কল্যাণি! ঐ দেখ কলরব বিশিষ্ট চক্রবাক নামে পক্ষিকুল, সুমধুর স্বর বিস্তার করতঃ পর্ব্বতের শিখর প্রদেশে আরোহণ করিতেছে॥ ১১॥ হে প্রেয়সি! চিত্রকূট পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক ও মন্দাকিনী নদীর উভয়কূলের শোভা সন্দর্শন করিয়া এবং মনোহর তোমার বিধুবদন অবলোকন করিয়া অযোধ্যানগর বাসের প্রতি আমার অধিকতর অনাদর জন্মিতেছে॥ ১।

হুতাগ্নিকল্পৈর্ম্মুনিভিস্তপোদমসমন্বিতৈঃ।
নিত্যং বিক্ষোভিতজলাং বিগাহস্ব ময়া সহ ॥ ১৩ ॥
সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীং।
প্রসন্নাম্বুবহাং নিত্যং তরঙ্গাঙ্গদভূষণাং ॥ ১৪ ॥
নরৈরিব নগৈঃ পূর্ণমযোধ্যামিব পর্ব্বতং।
মন্যস্ব বনিতে নিত্যং শরযূং তামিমাং নদীং ॥ ১৫ ॥
লক্ষ্মণশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা মন্নিদেশে ব্যবস্থিতঃ।
ত্বঞ্চানুকূলা বৈদেহি প্রীতিং জনয়থো মম ॥ ১৬ ॥
নলিনান্যুপভুঞ্জানা সলিলানি চ ভাবিনি।
পাণিভ্যাং পদ্মপত্রাভ্যাং বিগাহস্ব সরিদ্বরাং ॥ ১৭ ॥
উপস্পৃশং স্ত্রিষবণং বনে মূলফলাশনঃ।
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়ামি ত্বয়া সহ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

হে সুবদনে! সমদমতপঃ পরায়ণ অথচ আহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত সংস্কৃতানলের ন্যায় দীপ্তিশালি মুনিগণের অবগাহনে চঞ্চলিত জলা মন্দাকিনী নদীতে প্রতিদিন আমার সহিত স্নান করহ॥ ১৩॥ হে সীতে! তুমি মন্দাকিনী নদীকে আপন সখীর ন্যায় বোধ করিয়া ইহাতে অবগাহন কর, যে নদী হইতে পবিত্র নির্ম্মল জল অনবরত প্রবাহিত হইতেছে, তরঙ্গ মালা যাহার বলয়ার ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ১৪ ॥ হে প্রেয়সি! তুমি হস্তিযূথে পরিপূর্ণ চিত্রকূট পর্ব্বতকে সর্ব্বদা মানবগণ পূর্ণ অযোধ্যাই মনে কর, ও এই মন্দাকিনী নদীকে সর্ব্বদা সরযূ নদী মনে কর॥ ১৫ ॥ হে বিদেহনন্দিনি! একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণও আমার নিদেশের বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে, এবং তুমিও আমার প্রতি অনুকূল থাকিয়া আমার প্রীতি বিস্তার করিতেছ॥ ১৬ ॥ হে ভাবিনি! বিকশিত সরোজ সমান উভয় বাহু সহকারে পদ্মের মৃণাল ভোজন ও জলপান করতঃ পরমসুখে করপদ্ম যুগলে জলোত্তোলন করিয়া এই প্রধান নদী মন্দাকিনীতে অবগাহন করহ॥ ১৭ ॥ অরণ্য মধ্যে ত্রিসন্ধ্যায় অবগাহন করতঃ বনজাত ফল মূল ভোজনে তোমার সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতেছি, আমার আর অযোধ্যায় যাইবারও অভিলাষ হয় না, এবং রাজ্য লাভেও স্পৃহা নাই॥ ১৮ ॥

ইমাং হি পশ্যন্ মৃগযূথলোড়িতাং
নিপীততোয়াং গজসিংহবানরৈঃ।
সুপুষ্পিতৈস্তীররুহৈরলংকৃতাং
ন সোঽস্তি যোস্যাং ন গতক্লমো ভবেৎ॥ ১৯॥
ইতীব রামো বিততং শুভং বচঃ
প্রিয়াদ্বিতীয়ঃ সহিতং প্রতি ব্রুবন্।
চচার রম্যং নয়নাঞ্জনপ্রভং
স চিত্রকূটং রঘুবংশবর্দ্ধনঃ॥ ২০॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে মন্দাকিনীবর্ণনা
নাম চতুঃশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৪॥

অনুবাদ।

এই মন্দাকিনীর জল মৃগকুল দ্বারা আলোড়িত হইতেছে, মাতঙ্গ মৃগেন্দ্র বানর প্রভৃতি বনচর প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অম্বুপীত হইতেছে, বিকশিত সুগন্ধ পরিপূর্ণ পুষ্পনিকরে ভূষিত মহীরুহ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে, এই নদী অবলোকন করিয়া যে ব্যক্তি শ্রমশূন্য না হয়, এমন ব্যক্তি জগতে কে আছে? ॥ ১৯ ॥ রঘুবংশের অবতংস শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়া সমভিব্যাহারে মন্দাকিনী নদীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বিস্তৃত শুভ কথার আলোচনা করিতে করিতে চিত্রকূট পর্ব্বতকে নয়নের অঞ্জনের ন্যায় রমণীয় বোধ করিতে লাগিলেন॥ ২০ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংসতি সাহস্র্য বালমীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
মন্দাকিনী বর্ণন নামে চত্বারোত্তরশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১০৪॥

——০০——

পঞ্চশততমঃ সর্গঃ।

রামস্তু নলিনীং রম্যাং চিত্রকূটঞ্চ পর্ব্বতং।
সুতাং জনকরাজস্য দর্শয়িত্বা ন্যবর্ত্তত ॥ ১ ॥
উত্তরে তু গিরেঃ পাদে চিত্রকূটস্য রাঘবঃ।
দদর্শ কন্দরং রম্যং শিলাধাতুসমাচিতং ॥ ২ ॥
সুখপ্রবেশৈস্তরুভিঃ পুষ্পভারাবলম্বিভিঃ।
সংবৃতঞ্চ রহস্যঞ্চ মত্তদ্বিজগণাযুতং ॥ ৩ ॥
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতানাং মনোদৃষ্টিহরং দরং।
উবাচঃ রাঘবঃ সীতাং বনদর্শনবিস্মিতাং ॥ ৪ ॥
বৈদেহি রমতে চক্ষুস্তবাস্মিন্ গিরিকন্দরে।
পরিশ্রমবিঘাতার্থং সাধু তাবদিহাস্যতাং ॥ ৫ ॥
ত্বদর্থমিব বিন্যস্তঃ শিলাপট্টোঽয়মগ্রতঃ।
অস্য পার্শ্বে তরুঃ পুষ্পৈঃ প্রবৃষ্ট ইব কেশরঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র জনক নন্দিনীকে মনোহর বিকশিত সরোজিনী ও চিত্রকূট পর্ব্বত দর্শন করাইয়া তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন॥ ১ ॥ রঘুনাথ আগমন করিতে করিতে চিত্রকূট পর্ব্বতের উত্তরদিকে পর্ব্বতে ধাতু ভূষিত শিলায়সুশোভিত এক পরম রমণীয় গুহা সন্দর্শন করিলেন॥ ২ ॥ দেখিলেন ঐ গুহা সুখ প্রবেশ যোগ্য বিবর কিন্তু পুষ্পভারে অবনত মহীরুহ সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, অতএব অতিশয় বিজন প্রদেশ, কেবল উন্মত্ত পক্ষিকুল অনবরত সুমধুর কলবর করিতেছে॥ ৩ ॥ জানকীনাথ অবলোকন মাত্রই প্রাণিমাত্রের দর্শন মনোহর সেই গুহা সন্দর্শন করিয়া কানন শোভা সন্দর্শনে বিস্মিত চিত্তা সীতাকে বলিলেন॥ ৪ ॥ হে বিদেহ নন্দিনি! এই গিরি গহ্বর নয়নগোচর করিয়া তোমার নেত্রযুগল তৃপ্ত হইতেছে কি না? যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে চল পরিশ্রম শান্তির জন্য এই স্থানে কিঞ্চিৎ কাল উপবেশন করি॥ ৫ ॥ ঐ দেখ পুরোভাগে তোমার উপবেশনের জন্যই এক খানি শিলা পট্ট পাতিত রহিয়াছে, উহার পার্শ্বদেশে কেশর তরু অনবরত পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে॥ ৬ ॥

রাঘবেণৈবমুক্তা সা সীতা প্রকৃতিসুন্দরী।
উবাচ প্রণয়স্নিগ্ধমিদং শ্লক্ষ্মতরং বচঃ ॥ ৭ ॥
অবশ্যকার্য্যং বচনং তব মে রঘুনন্দন।
ভূতার্থং চৈব পশ্যামি এনং পুষ্পিতপাদপং ॥ ৮ ॥
এবমুক্তস্তয়া তস্মিন্ প্রবিষ্টঃ শিলাতলে।
সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষীং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৯ ॥
গজদন্তাহতান্ বৃক্ষান্ পশ্য নির্যাসবাষ্পিণঃ।
ঝিল্লিকা বিরুতৈর্দীর্ঘৈ রুদন্তীব সমন্ততঃ ॥ ১০ ॥
পুত্রপ্রিয়োঽসৌ শকুনিঃ পুত্র পুত্রেতি ভাষতে।
মধুরাং করুণাং বাচং পুরেব জননী মম ॥ ১১ ॥
বিহগো ভৃঙ্গরাজোঽয়ং সালস্কন্ধসমাশ্রিতঃ।
সঙ্গীতমিব কুর্ব্বাণঃ কোকিলস্যানুকূজতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

স্বভাবসুন্দরী সীতাদেবী প্রাণনাথ রঘুনাথের এই কথা শ্রবণ করিয়া অল্পে অল্পে প্রণয়সুশীল সুমধুর এই কথা বলিলেন॥ ৭ ॥ হে রঘুনন্দন! আপনার বাক্য আমি অবশ্য প্রতি পালন করিব, এই কুসুম সুশোভিত পাদপ প্রাণিদিগের জন্যই রহিয়াছে দেখিতেছি॥ ৮ ॥ জানকী এই কথা বলিলে পর রঘুনাথ পত্নি সমভিব্যাহারে সেই শিলাতলে উপবেশন করিয়া বিশাল নয়না প্রিয়তমাকে এই কথা বলিলেন॥ ৯ ॥ হে দেবি! দেখ দেখ অত্রত্য বৃক্ষ সকল বন্য গজের দন্ত দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যেন রোদন করিতেছে, উহাদিগের গাত্র হইতে নির্যাস রূপবাষ্পনির্গত হইতেছে, চারিদিকেই কেবল অনবরত ঝিল্লীরব হইতেছে সুতরাং বোধ হয় যেন দীর্ঘস্বরে রোদন করিতেছে॥ ১০ ॥ এই পুত্রপ্রিয় পক্ষীটী পুত্রবিরহে কাতর স্বরে সেইরূপ পুত্র পুত্র বলিয়া চীৎকার করিতেছে, পূর্ব্বে আমার জননী আমাদিগের বিরহে সকরুণ মধুর বচনে যেমন বিলাপ করিতেন॥ ১১ ॥ ভৃঙ্গরাজ নামে এই পক্ষী সালবৃক্ষের স্কন্ধ দেশে আরোহণ করিয়া যেন কোকিল ন্যায় সুমধুরস্বরে গান করিতেছে॥ ১২ ॥

অয়ং গোষ্ঠীবিটঃ শঙ্কে কোকিলানাং বিহঙ্গমঃ।
সুখবদ্ধমসম্বদ্ধং তথা হ্যেষ প্রভাষতে ॥ ১৩ ॥
এষা কুসুমিতং বৃক্ষং পুষ্পভারানতা লতা।
দৃশ্যেত মামিবাত্যর্থং শ্রমাদ্দেবি হ্যমাশ্রিতা ॥ ১৪ ॥
এবমুক্তা প্রিয়স্যাঙ্কে মৈথিলী প্রিয়ভাষিণী।
ভূয়াস্তরামনিন্দ্যাঙ্গী সমারোহত ভাবিনী ॥ ১৫ ॥
বিবর্ত্তমানা সাঙ্কে তু সীতা সুরসুতোপমা।
হর্ষয়ামাস রামস্য হৃদয়ং প্রিয়দর্শনা ॥ ১৬ ॥
স নিঘৃষ্যাঙ্গুলিং রামো ধৌতে মনঃশিলাগিরৌ।
চকার তিলকং পত্ন্যা ললাটে রুচিরং তদা ॥ ১৭ ॥
বালার্কসমবর্ণেন তেন সা গিরিধাতুনা।
ললাটে বিনিবিষ্টেন সসন্ধ্যেব নিশাভবৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

এই গোষ্ঠিবিট নামে বিহঙ্গম কোকিলদিগের সুখবদ্ধ দলবলকে দেখিয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপী বলিয়া উপহাস করিতেছে ॥ ১৩ ॥ হে দেবি! তুমি পরিশ্রান্তা হইয়া যে রূপ আমাকে গাঢ় অবলম্বন করিতেছ দেখা যায় সেইরূপ এই লতা পুষ্প ভার বহনে অবনতা হইয়া এই কুসুমিত বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥ রঘুনাথ এই কথা বলিলে পর সুমধুর প্রিয়বাদিনী ভাবপরিপূর্ণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জানকী পুনর্ব্বার প্রাণাধিক প্রিয়তমের ক্রোড়ে আরোহণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ দেবকন্যা সমানা প্রিয়দর্শনা সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের এক ক্রোড় হইতে ক্রোড়ান্তরে গমন করতঃ তাঁহার হৃদয়ে হর্ষোৎপাদন করিলেন ॥ ১৬ ॥ এই সময় শ্রীরামচন্দ্র গৈরিক মনঃশিলাদি ধাতুময় পর্ব্বতের পরিষ্কৃত প্রদেশে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া জানকীর ললাটফলকে মনোহর তিলক করিয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥ জানকীর ললাটদেশে প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় লোহিতবর্ণ গিরি ধাতু নির্ম্মিত সেই তিলক যখন সমর্পিত হইল, তখন সন্ধ্যা কালীন নিশার ন্যায় তাহার ললাট ফলকের শোভা হইয়া উঠিল॥ ১৮ ॥

কেশরস্য চ পুষ্পাণি করেণামৃদ্য রাঘবঃ।
অলকান্ পূরয়ামাস মৈথিল্যাঃ প্রীতিমানসঃ ॥ ১৯ ॥
অভিরম্য তথা তস্যাং শিলায়াং রঘুনন্দনঃ।
অন্বীয়মানো মৈথিল্যা দেশমন্যং জগাম সঃ ॥ ২০ ॥
বিচরন্তী তথা সীতা দদর্শ হরিযূথপং।
বনে বহুমৃগাকীর্ণে সা ভয়াদ্রামমাশ্লিষৎ ॥ ২১ ॥
রামস্তাং পরিরম্ভার্ত্তাং পরিরভ্য মহাভুজঃ।
সান্ত্বয়ামাস বামোরুমভিভর্ৎস্য স বানরং ॥ ২২ ॥
মনঃশিলায়াস্তিলকঃ সীতায়াঃ সোঽথ বক্ষসি।
সমদৃশ্যত সংক্রান্তো রামস্য বিপুলোরসঃ ॥ ২৩ ॥
প্রজহাস ততঃ সীতা গতে বানরযূথপে।
দৃষ্টা ভর্ত্তুর্বিসংক্রান্তমপাঙ্গং সমনঃশিলং ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

রঘুনাথ প্রণয় প্রফুল্ল মনে হস্ত দ্বারা কেশর কুসুম সমূহ সংগ্রহ করিয়া প্রণয়নী জানকীর কপোল কুন্তলে তচ্চূর্ণ পূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৯ ॥ রঘুনাথ সেই শিলাতলে কিয়ৎকাল বিহার সুখে অতি পাত করিয়া জানকী সমভিব্যাহারে অন্য প্রদেশে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥ জনক কুমারী এই প্রকার ইতস্ততো বিচরণ করিতে করিতে বহু মৃগগণাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে এক বানরবরকে সন্দর্শন করিয়া, অতি মাত্র ভয় প্রাপ্ত হইয়া রামকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২১ ॥ আজানুলম্বিতভুজ শ্রীরামচন্দ্র ভয়বিহ্বলা সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া সেই বানর-যূথপতিকে বহু বিধ তিরস্কৃত বাক্য দ্বারা ভর্ৎসন করতঃ প্রাণাধিকা রামোরুকে সান্ত্বনা করিলেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর জানকী আপন মনঃশিলা ধাতুর তিলকের চিহ্ন বিপুল হৃদয় শ্রীরামের বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়াছে দেখিতে পাইলেনা ॥ ২৩ ॥ তদনন্তর বানররাজ গমন করিলে পর জানকী স্বামীর হৃদয়ে সেই মনঃশিলা তিলক অপাঙ্গে সংক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া অতি উন্নত হাস্য করিতে লাগিলেন॥ ২৪ ॥

অপশ্যদথ বৈদেহী বনে তস্মিন্ মনোহরে।
অবিদূরে ত্বশোকানাং প্রদীপ্তমিব কাননং॥ ২৫॥
দৃষ্ট্বা চ সাব্রবীদ্রামমশোককুসুমার্থিনী।
সাধ্বেতদনুগচ্ছাব বনমিক্ষ্বাকুনন্দন॥ ২৬॥
তস্যা প্রিয়ার্থং রামস্তু দেব্যা দিব্যানুরূপয়া।
সহিতাস্তদশোকানাং বিশোকঃ প্রযযৌ বনং॥ ২৭॥
তদশোকবনং রামঃ সভার্য্যো ব্যচরত্তদা।
গিরিপুত্র্যা পিনাকীব সহ হৈমবতং বনং॥ ২৮॥
তাবন্যোন্যমশোকস্য পুষ্পৈঃ পল্লবধারিভিঃ।
সমলঞ্চক্রতুরুভৌ কামিনৌ নীললোহিতৌ॥ ২৯॥
আবদ্ধবনমালৌ তৌ কৃতাপীড়াবতংসকৌ।
ভার্য্যাপতী তাবচলং শোভয়াঞ্চক্রতুর্ভৃশং॥ ৩০॥

অনুবাদ।

তৎপরে বৈদেহী অনতি দূরে সেই কাননের মনোহর প্রদেশে এক সুশোভিত অশোকবন অবলোকন করিলেন॥ ২৫॥ এবং দর্শনমাত্র অশোক কুসুম গ্রহণে অভিলাষিণী হইয়া শ্রীরামকে বলিলেন হে ইক্ষ্বাকু কুলনন্দন! চলুন আমরা ঐ অশোক বনে গমন করি॥ ২৬॥ শ্রীরাম জানকীর প্রিয় অনুষ্ঠান করিবার জন্য দিব্যাকৃতি সীতাদেবীর সহিত শোকশূন্য মনে অশোক কাননে গমন করিলেন॥ ২৭॥ মহাদেব গিরিরাজ তনয়া পার্ব্বতীর সহিত হিমালয়ের অরণ্য মধ্যে যেরূপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন রঘুনাথও জায়া জানকী সমভিব্যাহারে সেই রূপ সেই অশোক কাননে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,॥ ২৮॥ নীলবর্ণ রাম ও লোহিতবর্ণা সীতা উভয়ে কাম পরতন্ত্র হইয়া পল্লবযুক্ত অশোক কুসুমদ্বারা পরস্পরের অলঙ্কার শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলেন॥ ২৯॥ সীতারাম জায়াপতী উভয় বন কুসুমের মাল্য পরিধান ও বন্য পুষ্পের কর্ণ ভূষণ ও কেশ শোভা সম্পাদন করিয়া এমনি সুশ্রীক হইলেন, যে তাঁহাদিগের শোভায় চিত্রকূট পর্ব্বত অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৩০॥

এবং স বিবিধান্ দেশান্ দর্শয়িত্বা প্রিয়াং প্রিয়ঃ।
আজগামাশ্রমপদং সুসংমৃষ্টমলঙ্কৃতং॥ ৩১॥
প্রত্যুজ্জগাম সম্ভ্রান্তো লক্ষ্মণো গুরুবৎসলঃ।
দর্শয়ন্ বিবিধং কর্ম্ম সৌমিত্রিঃ স্বকৃতং তদা॥ ৩২॥
শুদ্ধবাণহতাংস্তত্র মেধ্যান্ কৃষ্ণমৃগান্ দশ।
পেশীকৃতান্ শুষ্যমাণানামান্ পক্বাংশ্চ কাংশ্চন॥ ৩৩॥
তদ্দৃষ্ট্বা কর্ম্ম সৌমিত্রের্ভ্রাতা প্রীতোঽভবৎ তদা।
ক্রিয়ন্তাং বলয়শ্চেতি রামঃ সীতামথান্বশাৎ॥ ৩৪॥
অগ্রং প্রদায় ভূতেভ্যঃ সীতাথ বরবর্ণিনী।
তয়োরপ্যদদাদ্ভ্রাত্রোর্ম্মধুমাংসঞ্চ সংভৃতং॥ ৩৫॥
তযোস্তৃপ্তিমথোৎপাদ্য বীরয়োঃ কৃতশৌচয়োঃ।
বিধিবজ্জানকী পশ্চাচ্চক্রে সা প্রাণধারণাং॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্র এই রূপে প্রেয়সীকে পর্ব্বতের নানা প্রদেশ দর্শন করাইয়া পরিষ্কৃত ও অলঙ্কৃত স্বাশ্রমস্থানে উপস্থিত হইলেন॥ ৩১ ॥ তখন একান্ত ভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে উটজে অভ্যাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে তৎসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক আপনি যে যে কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন তাহা শ্রীরামকে দেখাইলেন॥ ৩২ ॥ সেই স্থানে লক্ষ্মণ বিশুদ্ধ বাণদ্বারা পবিত্র কৃষ্ণসার মৃগ দশটী বিনাশ করিয়া কতক মাংস পিণ্ডাকারে শূল নিষ্পন্ন, কতক শুষ্ক, কতক কাঁচা কতক বা পক্ব করিয়া রাখিয়াছেন॥ ৩৩ ॥ তখন ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই প্রকার কর্ম্ম সন্দর্শন করিয়া অতিশয় সুপ্রীত হইলেন, তৎপরে জানকীকে অনুমতি করিলেন হে সীতে তুমি বলি প্রস্তুত করহ॥ ৩৪॥ শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার অনুমতি করিলেপর বরবর্ণিনী সীতা ভূতগণকে অগ্রভাগ প্রদান করিয়া সঞ্চিত মধু মাংস সমুদায় দুই ভ্রাতাকে প্রদান করিলেন॥ ৩৫ ॥ অনন্তর শ্রীরামলক্ষ্মণ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া আচমনাদি করিলে পর জনক দুহিতা পরিশেষে বিধানানুসারে প্রাণ ধারণের উপযুক্ত যৎ কিঞ্চিৎ উপভোগ করিলেন॥ ৩৬ ॥

শিষ্টং মাংসং নিকৃত্তং যচ্ছোষণায়োপকল্পিতং।
তদ্রামবচনাৎ সীতা কাকেভ্যঃ পর্য্যরক্ষত॥ ৩৭॥
তাং দদর্শ ততো ভর্ত্তা কাকেনায়াসিতাং ভৃশং।
যং স ধারান্তরচরঃ কামচারী বিহঙ্গমঃ॥ ৩৮॥
কাকেনালোড্যমানাং তাং রামোঽথাঽসদাতুরাং।
সা চুকোপানবদ্যাঙ্গী ভর্ত্তুঃ প্রণয়দর্পিতা॥ ৩৯॥
ইতশ্চেতশ্চ সা কাকো বারয়ন্তীং পুনঃ পুনঃ।
কোপয়ামাস বৈদেহীং পক্ষতুণ্ডনখৈস্তুদন্॥ ৪০॥
তস্যাঃ প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠং ভ্রুকুটীপুটসূচিতং।
মুখমালোক্যকাকুৎস্থ স্তং কাকং প্রত্যষেধয়ৎ॥ ৪১॥
স ধৃষ্টমানী বিহগো রামমপ্যবিচিন্তয়ন্।
সীতামভিপপাতৈব ততশ্চুক্রোধ রাঘবঃ॥ ৪২॥

অনুবাদ।

অবশিষ্ট মাংস যাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করিবার জন্য কল্পনা হইয়াছিল শ্রীরামের অনুমতিক্রমে জানকী তাহা কাকদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন॥ ৩৭॥ অনন্তর রঘুনাথ দেখিলেন যে এক ধারান্তরচর কামুক কাক দ্বারা জানকী অতিশয় আয়াস প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন॥ ৩৮॥ পরে সর্ব্বদা কাতরা কাককর্ত্তৃক আলোড্যমানা জানকীকে শ্রীরাম যখন দেখিতে লাগিলেন, তখন স্বামীর প্রণয়দর্পে গর্ব্বিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সীতা অতিশয় কুপিতা হইলেন॥ ৩৯॥ ঐ কাক জানকীকে বার বার ইতস্ততঃ নিবারণ করতঃ পক্ষ পুটের আঘাতেও চঞ্চুপুটের দংশনে ও নখাঘাতে সীতাকে বেদনা দিয়া প্রকোপিত যখন করিল॥ ৪০॥ তখন জনকনন্দিনীর ওষ্ঠাধর কম্পিত ও ললাটে ভ্রুকুটী চিহ্ন ব্যক্ত হইতে লাগিল, রঘুনাথ এই প্রকার বৈদেহীর বদনবিকার নিরীক্ষণ করিয়া কাককে প্রতিষেধ করিলেন॥ ৪১॥ চতুরাভিমানী সেই কলবিঙ্ক যখন শ্রীরামকেও গণনা করিলেক না, সীতার প্রতিই পুনঃ পুনঃ ধাবমান হইতে লাগিল, তখন রঘুনাথ তাহার প্রতি সহজেই ক্রোধন হইলেন॥ ৪২॥

সোঽভিমন্ত্র্য শরেষীকামিষীকাস্ত্রেণ বীর্য্যবান্।
কাকং তমভিসন্ধায় সসর্জ্জ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৪৩ ॥
স তয়াভিদ্রুতঃ কাকস্ত্রীল্লোঁকান্ পর্য্যধাবত।
দেবৈর্দ্দত্তবরঃ পক্ষী ধারান্তরচরো লঘুঃ ॥ ৪৪ ॥
যত্র যত্রাগমৎ কাকস্তত্র তত্র দদর্শ সঃ।
ইষীকাভূতমাকাশং স রামং পুনরাগমৎ ॥ ৪৫ ॥
স মূর্দ্ধ্না ন্যপতৎ কাকো রাঘবস্যাথ পাদয়োঃ।
সীতায়াস্তত্র পশ্যন্ত্যা মানুষীমীরয়ন্ গিরং ॥ ৪৬ ॥
প্রসাদং কুরু মে রাম প্রাণৈঃ সামগ্র্যমস্তু মে।
অস্ত্রস্যাস্য প্রভাবেন শরণং ন লভে ক্বচিৎ ॥ ৪৭ ॥
তং কাকমব্রবীদ্রামঃ পাদয়োঃ শিরসা গতং।
সানুক্রোশতয়া সত্যমিদং বাক্যমুদীরয়ন ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ

পরাক্রান্ত মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুরুষোত্তম শ্রীরাম ইষীক নামক বাণ মন্ত্র দ্বারা অভি মন্ত্রিত করিয়া সেই দুর্ব্বিনীত কাককে সন্ধান করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন॥ ৪৩ ॥ ইষীকাস্ত্র কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, কাকও তদ্ভয়ে প্রাণ পরীপ্সায় স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল ধাবমান হইয়া বেড়াইতে লাগিল, দেবগণের বর প্রভাবে সেই বায়স অতিশয় দ্রুতগামী ছিল॥ ৪৪ ॥ ফলতঃ সেই কাক যেখানে যেখানে গমন করিল সর্ব্বত্রেই সেই অস্ত্রকে দেখিতে লাগিল, অধিক কি বলিব সে সময়ে আকাশ মণ্ডল ইষীকাস্ত্রময় হইয়াছিল, ইহা দেখিয়া কাক পুনর্ব্বার শ্রীরামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৪৫ ॥ অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের ও জানকীর পাদ পদ্ম যুগলে প্রণত মস্তকে যখন নিপতিত হইল, তখন জানকী তাহা দেখিলেন, ঐ কাক মনুষ্যের ন্যায়বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্, আমি অজ্ঞ আমার সমুদয় প্রাণ আপনার নিকট অর্পণ করিলাম, আপনার এই অস্ত্রের প্রভাবে আমি কোথাও শরণ প্রাপ্ত হইলাম না॥ ৪৭ ॥ যখন কাক অবনত মস্তকে শ্রীরামের পাদপদ্মে নিপতিত হইল, তখন শ্রীরাম আক্রোশযুক্ত হইয়া এই সত্য বাক্য তাহাকে বলিলেন॥ ৪৮ ॥

ময়া রোষপরীতেন সীতাপ্রিয়চিকীর্ষুণা ।
অস্ত্রমেতৎ সমাধায় ত্বদ্বধায়ানুমন্ত্রিতং ॥ ৪৯ ॥
য ত্তু মে চরণৌ মূর্দ্ধা গতস্ত্বং জীবিতেপ্সয়া ।
অত্রাস্ত্যপেক্ষা ত্বয়ি মে রক্ষ্যো হি শরণাগতঃ ॥ ৫০ ॥
অমোঘং ক্রিয়তামস্ত্রমঙ্গমেকং পরিত্যজ ।
কিমঙ্গং শাতয়তু তে শরেষীকেতি কথ্যতাং ॥ ৫১ ॥
এতাবদ্ধি ময়া শক্যং তব কর্ত্তুং প্রিয়ং খগ ।
একাঙ্গহীনো জীব ত্বং জীবিতং মরণাদ্বরং ॥ ৫২ ॥
এবমুক্তস্তু রামেণ সংপ্রধার্য্য স বায়সঃ ।
অধ্যগচ্ছদ্দ্বুভৌরক্ষ্ণোস্ত্যাগমেকস্থ পণ্ডিতঃ ॥ ৫৩ ॥
সোঽব্রবীদ্রাঘবং কাকো নেত্রমেকং ত্যজাম্যহং ।
একনেত্রোঽপি জীবেয়ং ত্বৎপ্রসাদান্নরাধিপ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ ।

শ্রীরাম কাককে বলিলেন আমি জানকীর হিতানুষ্ঠান করিব বলিয়া ক্রোধভরে তোমাকে বিনাশ করিতে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক এই অস্ত্র সন্ধান করিয়াছি ॥ ৪৯ ॥ যে হেতু তুমি এখন প্রাণ ধারণ প্রত্যাশায় মস্তক দ্বারা অমার চরণে প্রণত হইলে ! অতএব তোমার প্রতি আমার বিবেচনা করিতে হইল, কেননা কোন ব্যক্তি শরণাগত হইলে তাহাকে রক্ষা করিতে হয় ॥ ৫০ ॥ যাহা হউক, আমারবাণ অমোঘ কোনমতে ব্যর্থ হইবার নহে, তুমি তোমার কোন এক অঙ্গের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া আমার অস্ত্রকে অব্যর্থ করিবে তাহা বল, অর্থাৎ এই ইষীকাস্ত্র তোমার কোন অঙ্গকে বিনষ্ট করিবে ? ॥ ৫১ ॥ হে খগ ! আমি তোমার প্রাণ বিনাশ না করিয়া এই মাত্র উপকার করিতে পারি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি ? তুমি একটী অঙ্গ বিহীন হইয়া জীবিত থাক, যেহেতু মরণ অপেক্ষা একটী অঙ্গ পরিত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ ॥ ৫২ ॥ সেই বলিপুষ্ট, সুবুদ্ধি শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণে বিবেচনা করিয়া সম্মত হইয়া পরিশেষে দুই লোচনের মধ্যে একটী লোচন পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ কল্প বিবেচনা করিল ॥ ৫৩ ॥ তখন কাক রঘুনাথকে বলিল হে ভগবন্ ! আমি একটী চক্ষু পরিত্যাগ করিতে বিবেচনা করিলাম, আপনার প্রসাদে এক চক্ষু বিহীন হইয়া আমার প্রাণ ধারণ করা শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৪ ॥

রামানুজ্ঞাতমেকং তৎ কাকনেত্রমশাতয়ৎ।
বৈদেহী বিস্মিতা তত্র কাকস্য নয়নে হৃতে॥ ৫৫॥
নিপত্য শিরসা কাকো জগামাশু যথেপ্সিতং।
লক্ষ্মণানুচরো রামশ্চকারানন্তরক্রিয়াঃ॥ ৫৬॥
অথ সৈন্যস্য মহতো গজবাজিরথোদ্ধতং।
শুশ্রাব তুমুলং শব্দং সাগরস্যেব বর্দ্ধতঃ॥ ৫৭॥
অথ স বিবুধরাজবিক্রমঃ কমলদলায়তদৃষ্টিরব্রবীৎ।
কিমিদমিতি সমীক্ষ্য লক্ষ্মণং স গুরুবচঃ প্রতিপূজ্য চোত্থিতঃ॥ ৫৮॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ইষীকাস্ত্রবিসর্জ্জনং
নাম পঞ্চশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৫॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র অনুমতি করিবা মাত্র ইষীকাস্ত্র তাহার একটী চক্ষু বিনাশ করিল তখন কাকের একটী মাত্র চক্ষু বিনাশিত দেখিয়া জানকী অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন॥ ৫৫॥ কাক অবনত মস্তকে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র অভিমত প্রদেশে গমন করিল, রঘুনাথও লক্ষ্মণের সহিতমিলিত হইয়া অনন্তরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন॥ ৫৬॥ অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র বর্দ্ধনশীল সাগরের ন্যায় হটাৎ মহৎ সৈন্য সামন্তের ও হস্তী অশ্ব রথ সংঘট্ট উত্থিত গম্ভীরধ্বনি শুনিতে পাইলেন,॥ ৫৭॥ পরে পুরন্দরের ন্যায় বিক্রম সম্পন্ন পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্র ঐ তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, হে লক্ষ্মণ! তুমি দেখ দেখি কোথা হইতে এই শব্দ উত্থিত হইতেছে, শ্রবণ মাত্র লক্ষ্মণ গুরু বাক্যের সম্বর্দ্ধনা করিয়া উত্থিত হইলেন॥ ৫৮॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ইষীকাস্ত্র বিসর্জ্জন নামে পঞ্চোত্তর শততমঃ সর্গঃ সমাপন॥ ১০৪॥

—— oo ——

षष्ठोत्तरशततमः सर्गः ।

अथ रामे समासीने भरते चाभिगच्छति ।
तस्य सैन्यस्य महतः प्रादुरासीन्महास्वनः ॥ १ ॥
तेन स्वनेन महता बर्द्धमानेन बोधिताः ।
गुहाः सन्तत्यजुर्व्याघ्रा निलिन्युर्वनवासिनः ॥ २ ॥
समुत्पेतुः खगास्त्रस्ता मृगयूथाश्च दुद्रुवुः ।
ऋक्षाश्चोत्सस्रजुर्ऋक्षान् प्रपेतुर्हरयो गुहाः ॥ ३ ॥
दावाग्नेरिव वित्रस्ता दुद्रुवुर्गजयूथपाः ।
व्यजृम्भन्त महासिंहा महिषाश्च व्यलोकयन् ॥ ४ ॥
बिलानि विविशुर्व्यालाः स्वस्ति जेपुर्द्विजातयः ।
विद्याधराः समुत्पेतुः किन्नरा भेजिरे दरीः ॥ ५ ॥
अभ्यासे प्रतिपद्याथ तस्य देशस्य लक्ष्मणः ।
सैन्यस्यागच्छतः शब्द इति रामे न्यवेदयत् ॥ ६ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সমাসীন হইলে পর ভরত অভ্যাগমন করিতেছেন, তৎ সমভিব্যাহারি সেই অপরিমিত সৈন্য সামন্তদিগের তৎকালে তুমুল শব্দ সমুদিত হইল॥ ১ ॥ সেই মহাশব্দ যখন ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন তাহাতে ব্যাঘ্রেরা প্রতিবোধিত হইয়া ভয়ে আপন আপন গুহা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঘোরতর অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত হইতে লাগিল॥ ২ ॥ বিহঙ্গগণ ভয়ে ভীত হইয়া বৃক্ষ নীড় হইতে উড্ডীন হইল, মৃগযূথ সকল ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল, ভল্লুকেরা আপন আপন বসতি স্থান পরিত্যাগ করিল, বানরেরা বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতগহ্বর মধ্যে নিপতিত হইয়া রহিল॥ ৩ ॥ হস্তিদিগের যূথপতিরা যেমন দাবাগ্নি হইতে ভয় পায় তদ্রূপ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়নপর হইল, মহাসিংহ সকল হাই তুলিতে লাগিল, মহিষকুল শব্দানুসারে সেই দিকে অবলোকন করিয়া রহিল॥ ৪ ॥ সর্পসমূহ গভীর গর্ত্তে প্রবেশ করিল, বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিশব্দ জপ করিতে লাগিলেন, বিদ্যাধর নিকর উৎপতিত হইল ও কিন্নরগণ গুহা মধ্যে প্রবেশ করিল॥ ৫ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ সেই প্রদেশে শ্রীরামের সন্নিধানে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন, হে প্রভো! কতকগুলি সৈন্য সামন্ত আগমন করিতেছে তাহাদিগেরই এই শব্দ॥ ৬ ॥

তমুবাচাব্যথো রামঃ সুমিত্রাসুপ্রজাস্ত্বয়া।
মহী স্বনতি গম্ভীরং তত্ত্বং বিজ্ঞায়তামিতি ॥ ৭ ॥
সলক্ষ্মণঃ সন্ত্বরিতঃ সালমারুহ্য পুষ্পিতং।
দিশঃ ক্রমেণ সংপ্রেক্ষ্য প্রাচীং দিশমবৈক্ষত ॥ ৮ ॥
উদঙ্মুখঃ সুসংপ্রেক্ষ্য দদর্শ মহতীঞ্চমূং।
রথাশ্বগজসংপূর্ণাং যত্তৈগু প্তাং পদাতিভিঃ ॥ ৯ ॥
স রামায় নরব্যাঘ্রো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
শশংস সেনামায়ান্তীং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥
রতিং সংশময় ত্বার্য্য সীতা নিবিশতাং গুহাং।
কুরু সজ্যে চ ধনুষী কবচং ধারয়স্ব চ ॥ ১১ ॥
নাগাশ্বরথসংপূর্ণাং তাঞ্চমূং স নিশম্য চ।
রামঃ পপ্রচ্ছ সৌমিত্রং কস্যেমাং মন্যসে চমূং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া অব্যাকুলিতচিত্তে লক্ষ্মণকে বলিলেন, হে ভ্রাতর্লক্ষ্মণ! সুমিত্রা জননী তোমাকে প্রসব করিয়া যথার্থ বীরপ্রসবিনী সুপ্রজাবতী হইয়াছেন, এক্ষণে দেখিতেছি সৈন্যভরে পৃথিবী ভারাক্রান্তা অতি গম্ভীর ধ্বনি করিতেছেন, অতএব তুমি ইহার তত্ত্ব জানিয়া আইসহ ॥ ৭ ॥ লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে ত্বরিত গমনে এক প্রকাণ্ড পুষ্পিত সালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করতঃ পূর্ব্বদিক অবলোকন করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর লক্ষ্মণ উত্তরমুখ হইয়া সুন্দররূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে পদাতিকগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত রথ ও অশ্ব ও গজে পরিপূর্ণা মহতী সেনা দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥ সেই নরসিংহ, পর দর্পহারী লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র সন্নিধানে নিবেদন করিলেন যে কাহার মহতী সেনা আগমন করিতেছে ॥ ১০ ॥ হে রঘুনাথ! এ সময়ে সুখালাপ ও পরিহাসাদি ক্রিয়ার বিরতি করুন্, জানকীও গুহার মধ্যে প্রবেশ করুন্, আপনি ধনুকে গুণারোপণ করুন, ও কবচাদি যুদ্ধ সজ্জাধারণ পূর্ব্বক সজ্জিত হউন্ ॥ ১১ ॥ রঘুনাথ অশ্ব গজ ও রথে পরিপূর্ণা সেই মহতী সেনা আগমন করিতেছে শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভ্রাতঃ! এই সকল সেনা কাহার আসিতেছে তুমি জ্ঞান করহ ॥ ১২ ॥

রাজা বা রাজপুত্রো বা বনেঽস্মিন্ মৃগয়াঙ্গতঃ।
মন্যসে বা যথাতত্ত্বং তথা লক্ষ্মণ শংস মে॥ ১৩॥
এবমুক্তোঽথ রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
দিধক্ষন্নিব কোপেন জ্বলিতঃ পাবকো যথা॥ ১৪॥
সপত্নো রাজ্যকামোঽয়ং ব্যক্তং রাজ্যেঽভিষেচিতঃ।
আবাং হন্তুমিহাভ্যেতি ভরতঃ কৈকেয়ীসুতঃ॥ ১৫॥
অসৌচ সুমহাস্কন্ধো বিটপী সুমহাদ্রুমঃ।
বিরাজতি গজস্কন্ধে কোবিদারধ্বজো যথা॥ ১৬॥
ভবন্তীব যথাকামমশ্বা বাণাযুজা দ্রুতাঃ।
গৃহীতধনুষশ্চামী যোধাঃ সজ্জো ভবানঘ॥ ১৭॥
অথবা ত্বং গিরিগুহাং সভার্য্যঃ প্রবিশ স্বয়ং।
অস্মান্ হন্তুং সমায়াতঃ কোবিদারধ্বজো রণে॥ ১৮॥

অনুবাদ।

কোন রাজা কি কোন নৃপকুমার মৃগয়া করিবার জন্য এই অরণ্য মধ্যে আগমন করিতেছেন? তোমার বুদ্ধিতে যথার্থ যেরূপ বোধ হয়, তাহা আমাকে বলহ॥ ১৩॥ অনন্তর লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইবা মাত্র কোপে দহনোন্মুখ প্রজ্জ্বলিত অনলের ন্যায় হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ১৪॥ হে জানকীপতে! রাজ্যলোভী কৈকেয়ীনন্দন আমাদিগের পরম শত্রু ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবার মানসে এখানে আগমন করিতেছে আমার নিশ্চয় এই অনুমান হয়॥ ১৫॥ ঐ দেখুন্! সুবিশাল কোবিদার পুষ্পিত শাখাযুক্ত সুমহান্ মহীরুহের ন্যায় মহাস্কন্ধ ভরত গজস্কন্ধেতে কোবিদারধ্বজেরন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ১৬॥ উহার ধনুর্ব্বাণধারী যোদ্ধা সকল দ্রুততর গমনে অশ্বারোহণে ধাবমান হইতেছে, অতএব হে নিষ্পাপ! আপনিও সজ্জিত হউন্॥ ১৭॥ কোবিদারধ্বজ হইয়া ভরত আমাদিগকে সংগ্রামে বিনাশ করিতে আসিতেছে, আপনি সংগ্রামসজ্জ হউন্, অথবা এই সময় আপনি জানকীকে সমভিব্যাহারে লইয়া পর্ব্বতের গহ্বরে গিয়া প্রবেশ করুন্॥ ১৮॥

এতে রাজন্তি সংহৃষ্টা হয়ানারুহ্য সাদিনঃ।
সমন্তাৎ পরিযাতোঽসি রাম শৈলমুপাশ্রয় ॥ ১৯ ॥
অপি অদ্যৈয়মদ্যাহং ভরতং যৎকৃতে মহৎ।
রাঘব ত্বমিদং প্রাপ্তো দুঃখং বৈ সহিতো ময়া ॥ ২০ ॥
যন্নিমিত্তং ভবান রাজ্যাচ্চ্যুতো রাঘব শাশ্বতাৎ।
সংপ্রাপ্তোঽয়মরিঃ পাপো ভরতো বাণগোচরঃ ॥ ২১ ॥
ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব।
এতস্মিন্ নিহতেঽদ্য ত্বমনুশাধি বসুন্ধরাং ॥ ২২ ॥
অদ্য পুত্রং হতং সংখ্যে কৈকেয়ী রাজ্যকামিনী।
ময়া পশ্যতু দুঃখার্ত্তা হস্তিভগ্নমিব দ্রুমং ॥ ২৩ ॥
কৈকেয়ীঞ্চ হনিষ্যামি সানুবন্ধাং সবান্ধবাং।
কলুষেণাদ্য মহতা মেদিনী পরিমুচ্যতাং ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

হে রঘুনাথ! ঐ দেখুন অশ্বারোহী সৈন্য সকল আনন্দিত মনে প্রকাণ্ডপ্রকাণ্ড অশ্বে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতেছে, আপনাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল, এইসময় আপনি পর্ব্বতের গুহাকে আশ্রয় করুন্ ॥ ১৯ ॥ হে রঘুবীর! আমি একবার অদ্য ভরতের মুখ নিরীক্ষণ করিব, যাহার জন্য আপনি এই বনবাস রূপ মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং আপনার জন্য সেই দুঃখ আমাকেও সহ্য করিতে হইয়াছে ॥ ২০ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! যে পাপাত্মার জন্য আপনি চিরস্থায়ি রাজ্যসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সেই পরম শত্রু ভরত এই আপনার বাণ পাতের পথে আগত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে॥ ২১ ॥ হে প্রভো! আমি ভরতকে বধ করিলে কোন দোষ দেখিতে পাই না, অদ্য এই দুরাত্মা নিহত হইলেই আপনি নিষ্কণ্টকে পৃথিবী প্রতিপালন করিবেন॥ ২২ ॥ অদ্য রাজ্য লোলুপা কৈকেয়ী আপন সন্তান ভরতকে আমার দ্বারা হত হইয়াছে দেখুক, মাতঙ্গ দ্বারা ভগ্ন মহীরুহ দর্শনে সকলে যাদৃশ দুঃখিত হয়, তাদৃশ দুঃখিত হউক ॥ ২৩ ॥ তদনন্তর কৈকেয়ীকেও অদ্য সদলবলে বিনাশ করিব তদ্বধে পৃথিবীও মহাপাপ হইতে পরিমুক্তা হইবে॥ ২৪ ॥

অদ্যেমং সংযতং ক্রোধমসৎকারঞ্চ মানদ।
প্রতিমোক্ষ্যামি যোধেষু কক্ষেম্বিব হুতাশনং ॥ ২৫ ॥
অদ্যেদং চিত্রকূটস্য কাননং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ছিন্নশক্রশরীরাণাং করিষ্যে শোণিতোদকং ॥ ২৬ ॥
শরৈর্নির্ভিন্নহৃদয়াঃ কুঞ্জরাস্তুরগাস্তথা।
শ্বাপদৈঃ পরিকৃষ্যন্তাং নরাশ্চ নিহতা ময়া ॥ ২৭ ॥
শরাণাং ধনুষশ্চাহমনৃণোঽদ্য মহারণে।
সসৈন্যং ভরতং হত্বা ভবেয়ং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥
প্রমথিতহয়নাগাং স্যন্দনোৎক্ষিপ্তচক্রাং,
বিমথিতনরগাত্রাং শোণিতার্দ্রাং নরেশ।
ভরতনৃপচমূং ত্বং দ্রক্ষ্যসীমাং শয়ানাং,
মৃগখগবৃকভুক্তামদ্য মদ্বাণভিন্নাং ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লক্ষ্মণক্রোধো
নাম ষড়ুত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ।

হে মানপ্রদ! আমি মনের ক্রোধ কেবল মনেই সংযত করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহার উপযুক্ত কোন সৎকারই করি নাই, অদ্য সেই ক্রোধ দাবানলের ন্যায় এই যোদ্ধাগণে প্রতি মোচন করিব॥ ২৫ ॥ অদ্য সুশাণিত বাণগণ দ্বারা চিত্রকূট পর্ব্বতের বন সমূহের মধ্যে শক্র সেনাগণের ছিন্ন ভিন্ন বিপন্ন শরীরের শোণিত দ্বারা নদী প্রবাহিত করিব॥ ২৬ ॥ অদ্য আমার ধারাল সরল করাল শরদ্বারা যেসকল হস্তী অশ্ব ও মনুষ্য হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইলে, অরণ্য বাসী শ্বাপদেরা তাহাদিগকে পরম সুখে টানিয়া লইয়া আহার করিবে॥ ২৭ ॥ এই মহা সংগ্রামে ভরতকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়া বাণদিগের ও ধনুর নিকট অদ্য ঋণশূন্য হইব, সন্দেহ নাই॥ ২৮ ॥ হে নরোত্তম! অদ্য আপনি এখনি দেখুন যে ভরতের সেনাদলের কি দুর্দ্দশা করিতেছি, আমি বাণ দ্বারা তাহার মাতঙ্গ তুরঙ্গ বিনাশ করিব, চক্র সমেত রথচূর্ণ করিব, সৈন্যদিগকে হতাহত করিয়া শোণিতে পরিপ্লুত করিব, সকলেই মৃত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিবে, এবং বিহঙ্গ বৃকাদি মৃগাদনেরা নির্ভয়ে তাহাদিগের মাংস ভোজন করিবে॥ ২৯ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
লক্ষ্মণ ক্রোধ নামে ষড়ুত্তরশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১০৬ ॥

সপ্তোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

অসংক্রুদ্ধস্তু সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং ক্রোধমূৰ্চ্ছিতং।
রামঃ সংশময়ামাস বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
বিপ্রিয়ং কৃতপূর্ব্বং তে ভরতেন কদা নু কিং।
অনিষ্টং ভরতাৎ কিন্নু যেন ত্বং হন্তুমিচ্ছসি ॥ ২ ॥
কিমত্র ধনুষা কার্য্যমসিনা বা সচর্ম্মণা।
মহেষ্বাসে মহাপ্রাজ্ঞে ভ্রাতরি স্বয়মাগতে ॥ ৩ ॥
প্রাপ্তকালোপদেশোঽস্মান্ ভরতো দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
অস্মাসু মনসাপ্যেষ নাহিতং কর্ত্তুমাচরেৎ ॥ ৪ ॥
ন চ তে নিষ্ঠুরং বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ং বচঃ।
অহং হ্যপ্রিয়মুক্তঃ স্যাং ভরতস্যাপ্রিয়ে কৃতে ॥ ৫ ॥
কথং নু পুত্রঃ পিতরং হন্যাৎ কস্যাঞ্চিদাপদি।
ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রিয়মাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর তৎশ্রবণে শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ক্রোধ পরবশ সুমিত্রা কুমার লক্ষ্মণকে শান্ত করিবার জন্য এই কথা বলিলেন॥ ১ ॥ হে ভ্রাতর্লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে ভরত তোমার কখন কি কোন অনিষ্টাচরণ করিয়াছে, কিম্বা ভরত হইতে কোন অমঙ্গল জন্মিয়াছে? যেহেতু তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ২ ॥ মহা ধনুর্ব্বাণধারী ভরত অতিপ্রাজ্ঞ ভ্রাতা স্বয়ং আমাদিগের নিকট আগত হইয়াছে, অতএব ইহাতে আমাদিগের ধনুকেই বা প্রয়োজন কি? কোষের সহিত চর্ম্মে বা খড়্গেতেই বা প্রয়োজন কি?॥ ৩ ॥ ভরত এখন সময় পাইয়াছে, নানাপ্রকার সদুপদেশ লাভ করিয়া আমাদিগকে দেখিবার জন্য আসিয়াছে সন্দেহ নাই, ভরত মনেতেও আমাদিগকে হিংসা করিবার ইচ্ছা করে না ॥ ৪ ॥ অতএব তুমি ভরতকে কোন নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় কথা বলিও না, ভরতের কোন অহিতাচার করিলে সকলে আমারই নিন্দা করিবে॥ ৫ ॥ হে লক্ষ্মণ! কোন বিপদ উপস্থিত হইলেও কেহকি কখন পিতাকে বিনাশ করিতে পারে? কি ভ্রাতা আপন প্রিয়তম ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিতে পারে?॥ ৬ ॥

যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমা বাচঃ প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাং॥ ৭॥
উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তত্ত্বতঃ।
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতি॥ ৮॥
তথোক্তো ধর্ম্মশীলেন তেন সত্যহিতেন সঃ।
লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া॥ ৯॥
তদ্বাক্যং লক্ষ্মণঃ শ্রুত্বা ব্রীড়িতঃ প্রত্যুবাচ হ।
ত্বাং মন্যে দ্রষ্টুমায়াতো ভ্রাতা তে ভরতঃ স্বয়ং॥ ১০॥
ব্রীড়িতং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
এবং মন্যে মহাবাহুরস্মান্ দ্রষ্টুমুপাগতঃ॥ ১১॥
ইমাং বাপ্যেষ বৈদেহীমেকান্তসুখলালিতাং।
বনবাসমনুধ্যায় গৃহং নেতুমিহাগতঃ॥ ১২॥

অনুবাদ।

যদি কেবল রাজ্যের জন্য তুমি এই সকল কথা ভরতকে বল, তবে আমি ভরতকে দেখিয়া বলিতেছি যে তুমি স্বচ্ছন্দে উহাকে রাজ্যভার প্রদান করহ॥ ৭॥ হে লক্ষ্মণ! আমি যথার্থতঃ অকপটচিত্তে ভরতকে বলিতেছি, যে তুমি উহাকে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার অর্পণ কর, ভরতও বাঢং বলিয়া সেই ভার অঙ্গীকার করিবে॥ ৮॥ সত্যপরায়ণ ধর্ম্মশীল শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ লজ্জায় সংকুচিত গাত্র হইলেন। ৯॥ লক্ষ্মণ রঘুনাথের বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তবে বোধ হয় আপনার ভ্রাতা ভরত আপনাকে দেখিবার জন্যই স্বয়ং আগত হইয়াছেন॥ ১০॥ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখিয়া এই কথা বলিলেন যে বোধ হয় মহাবাহু ভরত কেবল আমাকেই দেখিতে আইসে নাই আমাদিগের সকলকেই দেখিতে আসিয়াছে॥ ১১॥ চিরকাল পরম সুখে লালিতা ও প্রতিপালিতা বিদেহ নন্দিনী কাননমধ্যে অবস্থান করিতেছেন ইহা মনে করিয়া ইহাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্যই ভরত এখানে আসিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ১২॥

এতৌ তৌ সংপ্রকাশেতে গোত্রবন্তৌ মহাবলৌ।
বায়ুবেগসমৌ ঘোরাবগ্রগৌ নৃপতের্হয়ৌ ॥ ১৩ ॥
এষ চৈব মহাকায়ো রাজতে রাহিনীমুখে।
নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম বৃদ্ধস্তাতস্য ধীমতঃ ॥ ১৪ ॥
ইতি সম্ভাষমাণস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
তাঞ্চমূং হর্ষসংপূর্ণাং দদর্শ সহ সীতয়া ॥ ১৫ ॥
অবতীর্য্য চ সালাগ্রাল্লক্ষ্মণো লজ্জয়ান্বিতঃ।
রামস্য পার্শ্বমাগম্য বীরস্তস্থাবধোমুখঃ। ১৬ ॥
ভরতেনাথ সন্দিষ্টা সংমর্দ্দো মা ভবেদিতি।
সমন্তাৎ তস্য দেশস্য সেনা বাসমকল্পয়ৎ ॥ ১৭ ॥
অধ্যর্ধমিক্ষ্বাকুচমূর্যোজনং পর্ব্বতস্য সা।
আবৃত্যাবাসিতারণ্যে গজবাজিসমাকুলা ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

সর্ব্বাগ্রে মহারাজ পিতার সেই দুই ঘোটক এই আসিতেছে, যাহারা উৎকৃষ্ট অশ্ববংশেসম্ভূত, মহাবল পরাক্রান্ত, ভীষণাকৃতি, বায়ুর ন্যায় বেগবান্ মহার্হ ভূষণে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ১৩ ॥ ঐ সৈন্যগণের পুরোভাগে প্রকাণ্ড শরীর শত্রুঞ্জয় নামে পিতার বৃদ্ধহস্তী শোভা পাইতেছে ॥ ১৪ ॥ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে জানকী সমভিব্যাহারে আনন্দে পরিপূর্ণ সেই সৈন্যদল অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ বীরবর লক্ষ্মণ তখন লজ্জান্বিত হইয়া সেই সালগাছ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রঘুনাথের পার্শ্বদেশে আগমন করতঃ অধোবদনে অবস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ অনন্তর ভরত সৈন্য সামন্তদিগকে আদেশ করিতেছেন, এসকল সেনাদল তথায় গমন করিলে পর আশ্রমের পীড়া হইবে অতএব তোমরা এই স্থানেই থাক বলিয়া সেই প্রদেশের চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণের বাসস্থান কল্পনা করিলেন ॥ ১৭ ॥ ইক্ষ্বাকুবংশীয় হস্ত্যশ্ব পরিপূর্ণা সেই সেনা পর্ব্বতের অধ্যার্দ্ধ যোজন পথ ব্যাপিয়া অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

নিবেশ্য সেনাং ভরতঃ পদ্ভ্যাং পাদবতাম্বরঃ।
অভিগন্তুং স কাকুৎস্থমিয়েষ গুরুবর্ত্তকঃ॥ ১৯॥
সা চিত্রকূটে ভরতেন সেনা
ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য বিহায় দর্পং।
প্রসাদনার্থায় তদাগ্রজস্য
বিরোচতে নীতিমতা প্রণীতা॥ ২০॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সালাধিরোহণং
নাম সপ্তোত্তরশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৭॥

অনুবাদ।

সচ্চরণ ভরত সৈন্য সামন্তদিগকে তথায় সন্নিবেশিত করিয়া পাদচারে গুরুগণ সমভিব্যাহারে রঘুবরের নিকট প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন॥ ১৯॥ তখন নৃপকুমার ভরত ধর্ম্মকে পুরস্কৃত করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে সৈন্যদিগকে গর্ব্বের ন্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবনতভাবে অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার জন্য যেরূপ বিনয়ী হইলেন সেই বিনয়দ্বারা তিনি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ২০॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
সালাধিরোহণ নামে সপ্তোত্তরশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১০৭॥

——০০——

অষ্টোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

নিবিষ্টায়াং তু সেনায়া মুৎসুকো ভরতস্তদা।
জগাম ভ্রাতরং দ্রষ্টুং শত্রুঘ্নসহিতো বিভুঃ ॥ ১ ॥
ঋষিং বশিষ্ঠং সন্দিশ্য মাতৃর্মে শীঘ্রমানয়।
ইতি ত্বরিতমগ্রে স জগাম গুরুবৎসলঃ ॥ ২ ॥
সুমন্ত্রস্ত্বথ শত্রুঘ্নং স বেগেনান্বপদ্যত।
রামদর্শনজো হর্ষো ভরতস্যেব তস্য হি ॥ ৩ ॥
পৃচ্ছন্নেবাথ ভরতস্তাপসানালয়স্থিতান্।
দদর্শ চ বনে তস্মিন্ মহতঃ সঞ্চয়ান্ কৃতান্ ॥ ৪ ॥
মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ করীষানগ্নিকারণাৎ।
গচ্ছন্নেব মহাবাহুর্দ্যুতিমান্পুরুষর্ষভঃ ॥ ৫ ॥
অমাত্যানব্রবীৎ সর্ব্বান্ ভরতঃ সৎকৃতান্ পিতুঃ।
মন্যে প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

তখন সৈন্যসামন্ত অভিমত প্রদেশে সন্নিবেশিত হইলে পর বিভু ভরত উৎসুক চিত্তে শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার অভিলাষে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ আমার জননীগণকে অতি সত্বর আনয়ন করুন্ বশিষ্ঠ মুনিকে এই আদেশ করিয়া গুরুবৎসল ভরত দ্রুতবেগে শ্রীরাম দর্শনে অগ্রেই গমন করিলেন ॥ ২ ॥ তখন সুমন্ত্র অতিবেগে শত্রুঘ্নের অনুপদে গমন করিতে লাগিলেন, যেহেতু ভরতের ন্যায় তাঁহারও শ্রীরাম দর্শনজন্য আনন্দ জন্মিয়াছিল ॥ ৩ ॥ পরে তিনি গমন করিতে করিতে সেই অরণ্যমধ্যে মধ্যে মধ্যে বহুল আশ্রমস্থিত মুনিগণ স্থানে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, আজানুলম্বিত ভুজ দীপ্তিমান পুরুষোত্তম ভরত গমন করিতে করিতে দেখিলেন যে মহর্ষিরা অগ্নির জন্য মৃগ ও মহিষের শুষ্ক পুরীষ সঞ্চয় করিয়া স্তূপাকারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ভরত পিতার মাননীয় সকল মন্ত্রিগণকে বলিলেন, হে মন্ত্রিগণ! বোধ হয় মহর্ষি ভরদ্বাজ যে প্রদেশের কথা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন আমরা সেই প্রদেশই প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৬ ॥

নাতিদূরমহং মন্যে নদীং মন্দাকিনীমিতঃ।
ইদং ফলানাং সংশ্লিষ্টং পুষ্পাণ্যবচিতানি চ॥ ৭॥
কাষ্ঠানি পরিভগ্নানি মূলান্যাবেষ্টিতানি চ।
উচ্চৈর্বদ্ধানি চীরাণি লক্ষ্মণেন তথা ধ্রুবং॥ ৮॥
অভিজ্ঞানাঙ্কিতঃ পন্থা বিকালেঽশ্রমমীযুষাং।
ইদং পাণ্ডুরদন্তানাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাং॥ ৯॥
শৈলপার্শ্বে পরিক্রান্তমন্যোন্যমভিগর্জ্জতাং।
যমপ্যাধাতুমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সততং বনে॥ ১০॥
তস্যাসৌ দৃশ্যতে ধূমঃ সঙ্কুলঃ কৃষ্ণবর্ত্মনঃ।
অহং তং পুরুষব্যাঘ্রং পিতুঃ সন্দেশকারিণং॥ ১১॥
অদ্য দ্রক্ষ্যামি কাকুৎস্থং মহর্ষিসমদর্শনং।
অথ গত্বা মুহূর্ত্তং তু চিত্রকূটং সমন্ততঃ॥ ১২॥

অনুবাদ।

আমি অনুমান করি মন্দাকিনী নদী এখান হইতে অধিক দূর হইবে না, এই ফল সকল সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, পুষ্প সকল বৃক্ষ হইতে অবচিত হইয়াছে॥ ৭॥ শুষ্ক কাষ্ঠ সকল বৃক্ষ হইতে ভগ্ন হইয়া, বৃক্ষমূলে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, এবং বস্ত্রখণ্ড সকল উন্নত প্রদেশে রক্ষিত হইয়াছে অতএব নিশ্চিত বোধ হয় লক্ষ্মণই এই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকিবেন॥ ৮॥ অশেষ চিহ্নদ্বারা বোধ হইতেছে যে বৈকালে এই সমুদয় আশ্রমে আগত হয় যে সকল শুভ্রদন্ত বেগবন্ত মাতঙ্গগণ, তাহাদিগেরই এই পথ সন্দেহ নাই॥ ৯॥ এই বনমধ্যে চিত্রকূট পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে মাতঙ্গেরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পরস্পরে আক্রান্ত হইলে পর তাপসগণ পরাভূত হস্তীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন॥ ১০॥ শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমস্থ অনলের গোলায়মান ধূমরাশি নিরীক্ষিত হইতেছে, পিতার অনুমতি প্রতিপালক মহর্ষিদিগের ন্যায় পরিদৃশ্যমান সেই পুরুষোত্তম কাকুৎস্থকে অদ্য আমি এই স্থানেই সন্দর্শন করিব সন্দেহ নাই, অনন্তর ভরত মুহূর্ত্তকাল চিত্রকূট পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দূর গমন করিয়া॥ ১১॥ ১২॥

মন্দাকিনীমনুপ্রাপ্ত স্তং জনং বাক্যমব্রবীৎ।
জগত্যাং পুরুষব্যাঘ্র আস্তে বীরাসনে রতঃ॥ ১৩॥
নরেন্দ্রো নির্জ্জনং প্রাপ্তো ধিঙ্মে জন্ম সজীবিতং।
মৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তো লোকপালোপমো বশী॥ ১৪॥
সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য বনে বসতি রাঘবঃ।
ইতি লোকবরিষ্ঠস্য পাদয়োঃ সংপ্রসাদয়ন্॥ ১৫॥
রামস্য নিপতিষ্যামি সীতায়াশ্চ পুনঃ পুনঃ।
এবং লালপ্যমানঃ স বনে দশরথাত্মজঃ॥ ১৬॥
দদর্শ মহতীং পুণ্যাং পর্ণশালাং মনোরমাং।
সালতালাশ্বকর্ণানাং পর্ণৈর্বহুভিরাবৃতাং॥ ১৭॥
বিশালামূর্দ্ধবিস্তারাং দর্ভৈর্বেদীমিবাধ্বরে।
শক্রায়ুধনিকাশাভ্যাং কার্ম্মুকাভ্যাং বিভূষিতাং॥ ১৮॥

অনুবাদ।

মন্দাকিনী নদী প্রাপ্ত হইয়া পার্শ্বস্থ মন্ত্রিগণকে বলিলেন, জগতীতলে সেই পুরুষোত্তমই বীরাসনে অবস্থান করিতেছেন॥ ১৩॥ যিনি রাজাধিরাজ হইয়া শ্রীরাম আমার নিমিত্তই নির্জ্জন কাননমধ্যে বসতি করিতেছেন, অতএব আমাকে ধিক্ আমার জীবনেও ধিক্, কেন না দিক্‌পাল সমান ও জিতেন্দ্রিয় শ্রীরামচন্দ্র আমার জন্যই এই বিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৪॥ রঘুবংশের নাথ সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে অবস্থান করিতেছেন, এইরূপ বিলাপ করিয়া বলিলেন, যে নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার ও জানকীর পাদপদ্মে বার বার নিপতিত হইব। দশরথনন্দন ভরত বনমধ্যে এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে যাইতেছেন॥ ১৫॥ ১৬॥ অনন্তর অতি মহতী ও মনোহারিণী ও পবিত্রা এক পর্ণশালা সন্দর্শন করিলেন, উহা সাল তাল অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক বৃক্ষপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে॥ ১৭॥ উহা দীর্ঘপ্রস্থে বিশাল অথচ ঊর্দ্ধে বিস্তৃত, ফলতঃ যজ্ঞকর্ম্মে বেদী যেরূপ দর্ভদ্বারা আচ্ছাদিত হয় তাহার ন্যায় সেই কুটীর দেখিলেন, ইন্দ্রধনুকের ন্যায় দুই খানি ধনুকদ্বারা ঐ গৃহ বিভূষিত হইয়াছে॥ ১৮॥

বৃহদ্ভ্যাং রুক্মপৃষ্ঠাভ্যাং নাগাভ্যামিব চাবৃতাং।
অর্করশ্মিপ্রতীকাশৈর্ঘোরৈস্তূণগতৈঃ শরৈঃ॥ ১৯॥
শোভিতাং দীপ্তবদনৈঃ সর্পৈর্ভোগবতীমিব।
মহারজতকক্ষাভ্যামসিভ্যাঞ্চ বিরাজিতাং॥ ২০॥
রুক্মবিন্দুবিচিত্রাভ্যাঞ্চর্ম্মভ্যাঞ্চাপি শোভিতাং।
গোধাঙ্গুলিত্রৈরাসক্তৈশ্চিত্রৈঃ কনকভূষিতৈঃ॥ ২১॥
অরিসঙ্ঘৈরনাধৃষ্যাং মৃগৈঃ সিংহগুহামিব।
প্রাগুদক্প্রবণে দেশে বেদীং সন্দীপ্তপাবকাং॥ ২২॥
দদর্শ ভরতস্তত্র পুণ্যাং রামনিবেশনে।
স বিলোক্য মুহূর্ত্তং তু দদর্শ ভরতো গুরুং॥ ২৩॥
উটজে রামমাসীনং জটাবল্কলধারিণং।
সিংহস্কন্ধং মহাবাহুং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণং॥ ২৪॥

অনুবাদ।

দুইখানি চাপ লম্বায়মান সর্প কলেবরের ন্যায় অতি বৃহৎ স্বর্ণপৃষ্ঠ দুই ছিলা দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, প্রভাশালী অতি ভয়ঙ্কর তূণীর স্থিত বাণ সমূহ দ্বারা পর্ণ শালা তাদৃশ শোভা পাইতেছে, যেরূপ প্রদীপ্ত বদন ভুজঙ্গমের দ্বারা ভোগবতীর শোভা হয়, সূর্য্যকিরণের ন্যায় মহারজত নির্ম্মিত কক্ষে সুশোভিত দুই খড়্গে ঐ কুটীর বিরাজিত রহিয়াছে॥ ১৯॥ ২০॥ এবং উহাতে স্বর্ণবিন্দু দ্বারা চিত্রিত দুই চর্ম্মও শোভা পাইতেছে, হেম বিভূষিত চিত্রিত গোধা চর্ম্মের অঙ্গুলি ত্রাণ উহাতে আসক্ত রহিয়াছে॥ ২১॥ মৃগগণ কর্ত্তৃক সিংহের গুহা যে রূপ অনাক্রমণীয়, সেই প্রকার শত্রুপক্ষকর্ত্তৃক ঐ পর্ণশালাও অপরিভবনীয় উহার ঈশানকোণ প্রদেশে প্রজ্বলিত অনলযুক্তা এক যজ্ঞ বেদী রহিয়াছে॥ ২২॥ ভরত সেই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমে সেই পবিত্রা পর্ণশালা সন্দর্শন করিলেন, এবং মুহূর্ত্তকাল অবলোকন করিয়া তথায় গুরুতম গুরু রঘুনাথকে দেখিতে পাইলেন॥ ২৩॥ প্রশস্ত কন্ধর আজানুলম্বিতবাহু পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্র জটাবল্কল ধারণ করিয়া কুটীরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন॥ ২৪॥

পৃথিব্যাঃ সাগরান্তায়া গোপ্তারং ধর্ম্মচারিণং।
মহাত্মানং মহাভাগং ব্রহ্মাণমিব শাশ্বতং ॥ ২৫ ॥
সহোপবিষ্টমাসীনং সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমান্ দুঃখশোকপরিপ্লুতঃ ॥ ২৬ ॥
অভ্যধাবত ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতরং কৈকেয়ীসুতঃ।
দৃষ্ট্বা চ বিললাপার্ত্তো বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা ॥ ২৭ ॥
অশক্নুবন্ ধারয়িতুং ধৈর্য্যং বচনমব্রবীৎ।
যো হস্ত্যশ্বরথৈঃ পূর্ব্বং সর্ব্বতঃ পরিবার্য্যতে ॥ ২৮ ॥
লোকৈরন্যোন্যসম্বাধৈর্য্যো দ্রষ্টুঞ্চ ন শক্যতে।
বন্যৈর্ম্মৃগৈঃ পরিবৃতঃ সোঽয়মাস্তে মমাগ্রজঃ ॥ ২৯ ॥
যস্য যজ্ঞৈর্যথোদ্দিষ্টৈর্যুক্তো ধর্ম্মস্য সঞ্চয়ঃ।
শরীরক্লেশসংভূতং স ধর্ম্মং পরিমার্গতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

যে মহোদয় মহাত্মা সসাগরা ধরামণ্ডলের রক্ষাকর্ত্তা হইয়াও ধর্ম্মব্রতাবলম্বনে শাশ্বত ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন॥ ২৫ ॥ জানকী ও লক্ষ্মণ তাঁহার সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, শ্রীমান্ ভরত তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া দুঃখে ও শোকে একেবারে একান্ত বিহ্বল হইলেন॥ ২৬ ॥ ধর্ম্মশীল কৈকেয়ী কুমার ভরত জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বাষ্পাকুলিত নয়ন গদ্গদ বচনে সকাতরে বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন॥ ২৭ ॥ এবং ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়াই এই কথা বলিতে লাগিলেন, অহো! যিনি পূর্ব্বে হস্তী অশ্ব রথ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবারিত থাকিতেন॥ ২৮ ॥ লোকেরা যাহার সহসা দর্শনই পাইত না, সেই মমাগ্রজ ভ্রাতা অদ্য বন্য মৃগগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন॥ ২৯ ॥ যাঁহার অভিলষিত যজ্ঞদ্বারা ধর্ম্ম কর্ম্মের সঞ্চয় করা উচিত, তিনি কেবল শরীরের ক্লেশ দ্বারা এখন সমুদিত ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছেন॥ ৩০ ॥

চন্দনেন মহার্হেণ যস্যাঙ্গমুপলেপিতং।
মলেন তস্যাঙ্গমিদং কথমার্য্যস্য সেব্যতে॥ ৩১॥
বাসোভির্ব্বহুসাহস্রৈর্য্যো বৈ নিবসিতঃ পুরা।
ধৃতাজিনঃ সোঽয়মিহ প্রসুপ্তো জগতীতলে॥ ৩২॥
অধারয়দ্যো বিবিধাশ্চিত্রাঃ সুমনসঃ স্রজঃ।
সোঽয়ং জটাভারমিমং সহতে রাঘবঃ কথং॥ ৩৩॥
মন্নিমিত্তমিদং প্রাপ্তো দুঃখং রামঃ সুখোচিতঃ।
ধিগ্‌জীবিতং নৃশংসস্য মম লোকে বিগর্হিতং॥ ৩৪॥
ইত্যসৌ বিলপন্ দীনঃ প্রস্বিন্নমুখপঙ্কজঃ।
পাদাবুপেত্য রামস্য প্রাপতদ্ভরতো রুদন্॥ ৩৫॥
দুঃখাভিতপ্তো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ।
উক্ত্বার্য্যেতি সকৃদ্দীনঃ পুনর্নোবাচ কিঞ্চন॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

মহামূল্য সুগন্ধ চন্দনদ্বারা যাঁহার শরীর বিলেপিত হইত, সেই মহাত্মা আর্য্য মহাশয়ের শরীর কেবল মলদ্বারা কি রূপ সংযুক্ত রহিয়াছে॥ ৩১॥ পূর্ব্বে যিনি অনেকানেক বহু মূল্য বসন সমূহ পরিধান করিতেন, তিনিই এক্ষণে এই অরণ্য মধ্যে ভূমিতলে শয়ন ও বৃক্ষচর্ম্ম পরিধান করিতেছেন॥ ৩২॥ যিনি পূর্ব্বে পরিহিত বিবিধ সুগন্ধ পুষ্পের বিচিত্র মাল্য সকলের ভারবহন করিতেন সেই রঘুনাথ এক্ষণে কি রূপে এই জটাভার সহ্য করিতেছেন॥ ৩৩॥ পরম সুখী রঘুনাথ কেবল আমার জন্যই এই দুঃসহ দুঃখ ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আমি কি নিষ্ঠুর নির্দ্দয়? লোক মধ্যে বিনিন্দিত আমার জীবনে ধিক্ থাকুক্॥ ৩৪॥ এই রূপে বিলাপ করিতে করিতে দীনভাবাপন্ন ভরতের বদনকমল শুষ্ক হইয়া গেল, তিনি তখন রোদন করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগলের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিপতিত হইলেন॥ ৩৫॥ মহাবল পরাক্রান্ত নৃপকুমার ভরত দুঃখ সমূহে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া দীন বচনে একবার আর্য্য শব্দ প্রয়োগ মাত্র করিলেন, পুনরায় আর কিছুই বলিতে পারিলেন না॥ ৩৬॥

বাষ্পাপিহিতকণ্ঠো হি রামং প্রেক্ষ্য যশস্বিনং।
আর্য্যেত্যেবং সমাভাষ্য ব্যাহর্ত্তুং নাশকৎ তদা॥ ৩৭॥
শত্রুঘ্নশ্চাপি রামস্য ববন্দে চরণৌ রুদন্।
তাবুভৌচ সমালিঙ্গ্য রামোঽপ্যশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ॥ ৩৮॥
ততঃ সুমন্ত্রেণ চ তেন চৈব সমীয়তু রাজসুতাবরণ্যে।
দিবাকরশ্চৈব নিশাকরশ্চ যথাম্বরে শুক্রবৃহস্পতিভ্যাং॥ ৩৯॥
তান্ পার্থিবান্ বারণযূথকল্পান্ সমাগতাংস্তত্র মহত্যরণ্যে।
বনৌকসঃ প্রেক্ষ্য সমেতঃ সর্ব্বে কৃপাগৃহীতা রুরুদুস্তদানীং॥ ৪০॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতসমাগমো
নাম অষ্টোত্তরশততমঃ সর্গঃ॥ ১০৮॥

অনুবাদ

তখন বাষ্প পরিপূর্ণ কণ্ঠ ভরত, যশস্বী শ্রীরামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া আর্য্য এই মাত্র সম্বোধন করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না॥ ৩৭ তখন শত্রুঘ্নও রোদন করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগল বন্দনা করিলেন, রঘুনাথ ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগের নেত্রজল মুছাইয়া দিলেন॥ ৩৮॥ অনন্তর আকাশমণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত দিবাকর ও নিশাকর যেরূপ মিলিত হন, তাহার ন্যায় অরণ্য মধ্যে নৃপকুমার শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ সুমন্ত্র ও ভরতের সহিত মিলিত হইলেন॥ ৩৯॥ তখন সেই মহাকানন মধ্যে হস্তি যূথ সমান নৃপতিগণ একত্রে মিলিত হইলেন দেখিয়া অরণ্যবাসি সকল মুনিগণ কৃপা পরতন্ত্র হইয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৪০॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ভরত সমাগমন নামে অষ্টোত্তরশতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১০৮॥

——00——

নবশততমঃ সর্গঃ।

আঘ্রায় তু স তং মূর্দ্ধ্নি পরিষ্বজ্য চ রাঘবঃ।
অঙ্কে ভরতমারোপ্য পর্য্যপৃচ্ছৎ সমাহিতঃ॥ ১॥
ক্ক নু তাত পিতা তেঽভূদ্যদরণ্যং ত্বমাগতঃ।
ন হি ত্বং জীবতস্তস্য গুরোরাগন্তুমর্হসি॥ ২॥
চিরস্য বত পশ্যামি দূরাদ্ভরতমাগতং।
দুষ্প্রণীতমরণ্যেঽস্মিন্ কিং তাত বনমাগতঃ॥ ৩॥
কচ্চিদ্দশরথো রাজা কুশলী সত্যসঙ্গরঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধানামাহর্ত্তা ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ॥ ৪॥
স কচ্চিদ্ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ধর্ম্মনিত্যস্তপোধনঃ।
ইক্ষ্বাকূণামুপাধ্যায়ো যথাবৎ তাত পূজ্যতে॥ ৫॥
তাত কচ্চিচ্চ কৌশল্যা সুমিত্রা চ যশস্বিনী।
সুখিতা কচ্চিদার্য্যা চ দেবী নন্দতি কৈকেয়ী॥ ৬॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র ভরতের মস্তক আঘ্রাণ ও আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে লইয়া সমুচিত যত্ন সহকারে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥ ১॥ হে তাত ভরত! তোমার পিতা মহারাজ এক্ষণে কোথায়? যেহেতু তুমি অনয়াসে এই গহন অরণ্য মধ্যে সমাগত হইলে! পিতা জীবিত থাকিলে তুমি কোন ক্রমেই এখানে আসিতে পারিতে না॥ ২॥ আমি বহুকালের পর এই দুরদেশে তোমাকে দেখিতে পাইলাম, হে তাত! এই দুর্গম অরণ্যমধ্যে তুমি কি জন্য আসিয়াছ? ॥ ৩॥ সত্য পরায়ণ রাজা দশরথ কেমন কুশলে আছেন? যিনি ধর্ম্মতত্ত্ব-বেত্তা রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মের বহু অনুষ্ঠান করিতেন?॥ ৪॥ হে ভরত! ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্ তপোধন ইক্ষ্বাকুবংশের গুরু বশিষ্ঠকে পিতা যথা নিয়মে কেমন পূজা করিয়া থাকেন?॥ ৫॥ হে ভ্রাতঃ! কৌশল্যা জননী, যশস্বিনী সুমিত্রা মাতা কেমন সুখে আছেন? আর্য্যা কৈকেয়ী মাতাও কিরূপ আনন্দিতমনে আছেন?॥ ৬॥

কচ্চিদ্বিনয়সম্পন্নঃ কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ।
অনসূয়ুরনুপ্রাপ্তঃ সৎকৃতশ্চ পুরোহিতঃ॥ ৭॥
কচ্চিদগ্নিষু তে যুক্তো ব্রাহ্মণো মতিমানৃজুঃ।
হুতঞ্চ হোষ্যমাণঞ্চ কালে বেদয়তে সদা॥ ৮॥
ইস্বস্ত্রে পরমাচার্য্যমস্ত্রশাস্ত্রবিশারদং।
সুধন্বানমুপাধ্যায়ং কচ্চিৎ ত্বং নাবমন্যসে॥ ৯॥
কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
কৃতজ্ঞাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ ভক্তাস্তে তাত মন্ত্রিণঃ॥ ১০॥
মন্ত্রমূলো হি বিজয়ো রাজ্ঞো ভবতি রাঘব।
সুসংবৃতো মন্ত্রিবরৈরমাত্যৈর্দ্ধর্ম্মকোবিদৈঃ॥ ১১॥
কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎ কালে বিবুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থমর্থবিৎ॥ ১২॥

অনুবাদ।

হে ভ্রাতঃ ভরত! বিনীত স্বভাব কুলপুত্র বহুশ্রুত অসূয়াবিহীন পুরোহিত মহাশয় সমাগত হইলে তাঁহার রীতিমত সৎকার হইয়া থাকে কি না?॥ ৭ ॥ তোমার অগ্নির প্রতি রক্ষা করিবার জন্য যে সুবুদ্ধি সরলস্বভাব ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন, তিনি সর্ব্বদা যেকালে যে হোম করিতে হইবে সমুদয় তোমাদিগকে অবগত করিয়া থাকেন না?॥ ৮ ॥ রে ভরত! ধনুর্ব্বাণ শিক্ষার পরম গুরু অস্ত্র শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সুধন্বা নামক আচার্য্য মহাশয়কে তুমিত অবজ্ঞা কর না?॥ ৯ ॥ হে তাত! আপনার সমান, মহাবল, অশেষ বিদ্যাবিশারদ, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ইঙ্গিতজ্ঞ, ভক্ত মন্ত্রিগণ তোমার অনুগত কেমন আছেন?॥ ১০ ॥ হে ভরত! যে হেতু রাজাদিগের কেবল মন্ত্রণা বলেই বিজয় লাভ হইয়া থাকে, অতএব মন্ত্রণা কার্য্যে সুনিপুণ, ধার্ম্মিক অথচ পণ্ডিত অমাত্যগণের সহিত সর্ব্বদা পরিবৃত থাকাই উচিত॥ ১১ ॥ হে সর্ব্বার্থবেত্তা ভরত! কেমন তুমি নিদ্রাপরতন্ত্র হইয়া অধিক সময় অতিবাহন কর কি? নিয়মিত সময়ে জাগ্রত হইয়া থাক? শেষ রাত্রিতে কিরূপ রাজকার্য্য সমুদায় চিন্তা করহ তাহা বল?॥ ১২ ॥

কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিৎ তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো ন রাষ্ট্রমনুধাবতি॥ ১৩॥
কচ্চিদর্থং বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং মহোদয়ং।
ক্ষিপ্রমারভসে কর্ত্তুং ন দ্রাঘয়সি রাঘব॥ ১৪॥
কচ্চিন্ন ক্রিয়মাণানি কৃতপ্রায়াণি বা পুনঃ।
বিদুস্তে সর্ব্বকার্য্যাণি কর্ত্তব্যানি নরেশ্বরাঃ॥ ১৫॥
কচ্চিন্ন তর্কযুক্তা বা যে চাপ্যপরিতর্কিতাঃ।
ত্বয়া বা তব বামাত্যৈর্বাধ্যন্তে তাত মানবাঃ॥ ১৬॥
কচ্চিন্মূর্খ সহস্রেণ একং ক্রীণাসি পণ্ডিতং।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সং বচঃ॥ ১৭॥
সহস্রৈরপি মূর্খাণাং যো নৃপঃ পর্য্যুপাস্যতে।
অথবাপ্যযুতৈস্তস্য নাস্তি তেষু সহায়তা॥ ১৮॥

অনুবাদ।

কেমন তুমি একাকী কোন বিষয়ের মন্ত্রণা করিয়া থাক? কিম্বা বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া কোন মন্ত্রণাত কর না? রে ভরত! তুমি যে মন্ত্রণা কর সেই সমুদায় মন্ত্রিত কথা নগরময় প্রচারিতত হয় না?॥ ১৩ ॥ হে রঘুপ্রদীপ! কেমন অবধারিত অল্পমূল্য ধন অধিক করিবার জন্য আরম্ভ করিয়া বিপাক বশতঃ তাহা লাঘবত কর না?॥ ১৪ ॥ যে সকল কর্ম্ম তুমি আরম্ভ কর কিম্বা সম্পন্ন প্রায় কর, বিপক্ষ নৃপতিরা সেই সকল কার্য্য তোমার কর্ত্তব্য বলিয়াতো জানিতে পারে না?॥ ১৫ ॥ হে ভরত! যে সকল মানব তর্কপরায়ণ ও যাহারা তর্কবিমুখ তাহাদিগকে তুমি কিম্বা তোমার অমাত্যেরা বাধাতো দেয় না?॥ ১৬॥ হে ভরত! সহস্র মূর্খের বিনিময়ে একজন পণ্ডিতকে ক্রয় করিয়া থাক কি না? যেহেতু পণ্ডিত ব্যক্তিই অর্থের কষ্ট উপস্থিত হইলে মঙ্গলমূলক যুক্তিবিষয়ক উপদেশ বলিয়া থাকেন॥ ১৭ ॥ যে রাজা সহস্র বা অযুত মূর্খের দ্বারা সেবিত হয়েন, তাঁহার কোন বিষয়ে তাহাদিগের দ্বারা সাহায্য হয় না॥ ১৮ ॥

একোঽপ্যমাত্যো মেধাবী শূরো দান্তো বিচক্ষণঃ।
রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ং ॥ ১৯ ॥
কচ্চিন্মুখ্যাশ্চ মুখ্যেষু মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ।
জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভৃত্যাস্তাত নিযোজিতাঃ ॥ ২০ ॥
কচ্চিৎ কৃষিকরৈস্তাত সুনিবিষ্টো জনাকুলঃ।
দেবস্থানৈঃ প্রপাভিশ্চ তড়াগৈশ্চোপশোভিতঃ ॥ ২১ ॥
প্রহৃষ্টনরনারীকঃ সমাজোৎসবভূষিতঃ।
সুকৃষ্টসীমঃ পশুমান্ বিহিংসাপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ২২ ॥
অদেবমাতৃকঃ কচ্চিৎ শ্বাপদৈশ্চ বিবর্জ্জিতঃ।
কচ্চিজ্জনপদঃ স্ফীতঃ সুখং বসতি রাঘব ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ।

একজন মেধাবী বীর প্রকৃতি শান্তদান্ত বিচক্ষণ মন্ত্রী রাজাকে কিম্বা রাজকুমারকে মহতী সম্পত্তি প্রদান করাইতে পারেন ॥ ১৯ ॥ রে ভ্রাতঃ ভরত! প্রধান প্রধান কার্য্য বিষয়ে প্রধান লোক সকলকে মধ্যমবিধকার্য্য সমূহে মধ্যম লোক সকল ও অধমকার্য্য বিষয়ে অধম লোক সকলকে যথাযোগ্য বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া রাখ কি না? অর্থাৎ যে যেমন কার্য্যের যোগ্য ভৃত্য, তাহাকে তদুপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখাই বিহিত ॥ ২০ ॥ হে তাত ভরত! তোমার জনপদ মধ্যে উৎকৃষ্ট রূপে কৃষিকার্য্যসম্পন্ন হইতেছে কি না? দেবালয় পানীয়শালা ও তড়াগাদি জলাশয়দ্বারা সতত তোমার রাজ্য শোভা পাইতেছে কি না? ॥ ২১ ॥ হে রঘুকুলাবতার ভরত! তোমার প্রতিপালিত সুমহাজন জনপদ মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই আনন্দে কালযাপন করিতেছে কি না? স্থানে স্থানে সমাজ ও উৎসবস্থান স্থাপিত আছে কি না? আপন আপন সীমা নির্দ্দিষ্ট ভূমি সকল উত্তমরূপে কর্ষিত হইয়া থাকে কি না? প্রজাগণ পশু প্রতিপালন করিয়া থাকে কি না? ও কেহ কাহারও দ্বেষতো করে না? তোমার রাজ্যে বৃষ্টিজল ব্যতীত জল পাইবার উপায় আছে কি না? তথায় ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু উপদ্রব করেতো না? সকল লোকই আনন্দে সুখে কালযাপন করিতেছে কি না? ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

কচ্চিৎ তে নিরতা বৈশ্যাঃ কৃষিগোরক্ষকর্ম্মসু।
বার্ত্তায়াং সংস্থিতস্তাত লোকো হি কৃষিজীবনঃ ॥ ২৪ ॥
তেষাং গুপ্তিপরীহারৈঃ কচ্চিৎ তে ধারণা কৃতা।
রক্ষ্যা হি রাজধর্ম্মেণ সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ ॥ ২৫ ॥
কচ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ সান্ত্বয়সি কচ্চিৎ তাশ্চ সুরক্ষিতাঃ।
কচ্চিন্ন শ্রদ্দধাস্যাসাং কচ্চিদ্গুহ্যং ন ভাষসে ॥ ২৬ ॥
কচ্চিন্নাগবলং গুপ্তং কৈকেয়ীসুপ্রজাস্ত্বয়া।
কচ্চিদুন্নতদন্তানাং কুঞ্জরাণাং ন তৃপ্যসে ॥ ২৭ ॥
কচ্চিৎ সংগ্রামনীতিজ্ঞঃ শূরস্তে বাহিনীপতিঃ।
অসংহার্য্যোঽনুরক্তশ্চ হিতে নিত্যঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ২৮ ॥
কচ্চিন্ন লৌকায়তিকান্ ব্রাহ্মণানুপসেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ।

হে ভরত! তোমার রাজ্যে বৈশ্যেরা কৃষি গো পালনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত আছে কি না? যেহেতু যে কৃষিকার্য্যে লোকে জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে কেবল জীবনের বৃত্তিমাত্র প্রাপ্ত হয়॥ ২৪ ॥ অতএব তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি কোন চিন্তা করিয়া থাক কি না? যেহেতু রাজার উচিত যে বিষয়াকাঙ্ক্ষী সকল লোক-কেই রাজধর্ম্মানুসারে রাজা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে॥ ২৫ ॥ হে ভরত! কেমন তুমি স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনা করিয়া থাক কি না? এবং তাহাদিগের রক্ষণা-বেক্ষণ তো করিয়া থাক? কদাপি তাহাদিগকে-তো অশ্রদ্ধা কর না? এবং কোন গোপনীয় অবাচ্য কথাতো বল না?॥ ২৬ ॥ হে কৈকেয়ী হৃদয়ানন্দকর ভরত! তুমি হস্তিবলকে কিরূপ রক্ষা করিয়া থাক? কেমন উন্নতদন্ত হস্তী যত পাও তাহা-তেই সন্তুষ্টতো হওনা?॥ ২৭ ॥ সংগ্রামে নীতি প্রয়োগচতুর শূর এমন বিদ্বান্ সেনাপতি আছেত? যিনি কোন মতেই তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করেন না এবং তোমার মঙ্গলচিন্তায় নিত্য অনুরক্ত হইয়া অবস্থান করেন এমন সেনাপতিতো আছে?॥ ২৮ ॥ হে ভরত! তুমি লোকাচারবেত্তা ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়াতো থাক? যে সকল পণ্ডিত মান্য লোক তাদৃশ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত না হয়, যাহারা একান্ত মূঢ়, তাহাদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বদা অনর্থ সমূহ নিপতিত হয়॥ ২৯ ॥

শাস্ত্রেষ্বগ্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্ব্বিধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপঃ নিরর্থান্ প্রবদন্তি তে ॥ ৩০ ॥
কচ্চিৎ পিতরি সংবৃত্তিং বর্ত্তসে পুরুষর্ষভ।
পিতামহানামপিবা বর্ত্তসে তুল্যগৌরবঃ ॥ ৩১ ॥
অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহান্ শুচীন্।
শ্রেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠেষু কচ্চিৎ ত্বং নিযোজয়সি কর্ম্মসু ॥ ৩২ ॥
কচ্চিদ্ভক্ষ্যং তথা ভোজ্যমেকো নাশ্নাসি রাঘব।
কচ্চিদাশংসমানেভ্যো ভৃত্যেভ্যঃ সংপ্রযচ্ছসি ॥ ৩৩ ॥
কচ্চিদশ্বাংশ্চ নাগাংশ্চ ভোজয়ন্তি তবাগ্রতঃ।
শস্ত্রকর্ম্মকৃতো বৈদ্যা দক্ষাঃ কুশলসম্মতাঃ ॥ ৩৪ ॥
কচ্চিৎ তে বাহনং গুপ্তং প্রসৃতাঃ প্রবহন্তি চ।
কচ্চিন্ন রাষ্ট্রে বর্ত্তন্তে পরবিত্তাপহারিণঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

যাহারা এমনি দুর্ব্বিধায় প্রধান প্রধান নানাপ্রকার দর্শনশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিলেও কেবল তর্কশাস্ত্রানুযায়ী বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া নিরর্থক তর্ক দ্বারা নানা কথা কহিয়া থাকে তাহাদিগের সহিততো প্রণয় কর না? ॥ ৩০ ॥ হে পুরুষপ্রধান ভরত! কেমন তুমি পিতার অনুগত হইয়া অবস্থান করিতেছ কি না? কিম্বা পিতা পিতামহ সমান ব্যক্তিরদিগের গৌরব করিয়া থাক কি না? ॥ ৩১ ॥ হে ভরত! পিতৃ পিতামহ ক্রমাগত ছলশূন্য শুদ্ধস্বভাব শ্রেষ্ঠতম মন্ত্রিদিগকে প্রধান প্রধান কর্ম্ম সকলে নিয়োগ করিয়া থাক কি না? ॥ ৩২ ॥ হে রঘুকুলাবতার! কোন উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য বা ভোজ্য উপস্থিত হইলে একাকী আহারতো কর না? যে যেমন পদস্থভৃত্য তাহাকে তদনুরূপ বেতন প্রদান করিয়া থাক কি না? ॥ ৩৩ ॥ ভৃত্যেরা অশ্বগণকে কি মাতঙ্গগণকে তোমার সমক্ষে ভোজন করাইয়া থাকে কি না? শস্ত্রকর্ম্মে নিপুণ এমন চিকিৎসা পারদর্শী বৈদ্যগণ তোমার বশে থাকিয়া মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকে কি না? ॥ ৩৪ ॥ হে ভরত! তোমার বাহন অশ্বাদি পশুগণ উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়া বিপুল ভার বহন করিতেছে কি না? তোমার রাজ্যে পরধনাপহারী দুরাচারির বসতি তো নাই? ॥ ৩৫ ॥

কচ্চিৎ ত্বাং নাবজানন্তি যাজকাঃ পতিতং যথা।
উগ্রং প্রতিগ্রহীতারং কাময়ানমিব স্ত্রিয়ঃ॥ ৩৬॥
যে বালিশা যে চ দক্ষা যে মূঢ়া যে চ পণ্ডিতাঃ।
দৃষ্টান্তং জীবিতং যেষাং কচ্চিৎ তে তে সুরক্ষিতাঃ॥ ৩৭॥
উপায়কুশলং বৈদ্যং ভৃত্যং সম্ভাষণে রতং।
শূরমৈশ্বর্য্যকামঞ্চ যোঽবজানাতি বধ্যতে॥ ৩৮॥
কচ্চিচ্চ বলিনো মুখ্যাঃ সর্ব্বযুদ্ধবিশারদাঃ।
দৃষ্টাবদানা বিক্রান্তাঃ স্বয়ং সৎকৃত্য মানিতাঃ॥ ৩৯॥
কচ্চিদ্ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ শুচিঃ।
কুলীনশ্চাপ্রমত্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিস্তব॥ ৪০॥

অনুবাদ।

হে ভরত! স্ত্রীলোকেরা উৎকট প্রতিগ্রহকারি ব্যক্তিকে, কামপরায়ণ মনে করিয়া যে প্রকার অবজ্ঞা করিয়া থাকে? যাজক মুনিগণেরা তোমাকে পতিত মনে করিয়া তাদৃশ অবজ্ঞাত করেন না?॥ ৩৬॥ যাহারা মূর্খ, যাহারা কার্য্যনিপুণঃ যাহারা নির্বোধ যাহারা পণ্ডিত যাহাদিগের জীবিত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, কেমন তুমি তাহাদিগের সকলকেই রক্ষা করিতেছ কি না?॥ ৩৭॥ হে ভ্রাতঃ ভরত! যে ব্যক্তি বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, যে লোক সতত সন্নিধানে থাকিয়া কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, ও যাহারা সতত ঐশ্বর্য্য লালসায় কালযাপন করে, যে ব্যক্তি শৌর্য্যসম্পন্ন পরধনহর্ত্তা ও প্রাণদাতা চিকিৎসকদিগের যে অবমাননা করে তাহাদিগকে তুমি বধ করিয়া থাক কিনা?॥ ৩৮॥ হে ভরত! অতিশয় বলশালী সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে বিলক্ষণ কুশল, বিক্রম সম্পন্ন প্রধান প্রধান সেনাগণ যাহাদিগের উত্তর কালে ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহাদিগকে আপনি স্বয়ং সৎকার করিয়া সম্মান প্রদান করিয়া থাককি না?॥ ৩৯॥ হে ভরত! স্বভাব শূরপ্রকৃতি ধৈর্য্যশালী সুবুদ্ধিসম্পন্ন শুদ্ধাত্মা সৎকুলোদ্ভব সাবধান এবং কার্য্যকুশল লোককে তুমিত সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ কি না?॥ ৪০॥

কচ্চিদ্বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতং।
সংপ্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিকর্ষসি॥ ৪১॥
কালাতিক্রমণাদেব ভক্তবেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্ত্তুরপ্যপকুর্ব্বন্তি সোনর্থঃ সুমহান্ ভবেৎ॥ ৪২॥
কচ্চিৎ পূর্ব্বানুরক্তাস্তে কুলপুত্রাঃ প্রধানতঃ।
আহবেষু প্রিয়ান্ প্রাণান্ সংত্যজন্তি সমাহিতাঃ॥ ৪৩॥
কচ্চিজ্জানপদো বিদ্বানক্লীবঃ প্রতিভানবান্।
যথোক্তবাদী দূতস্তে কৃতো ভরত পণ্ডিতঃ॥ ৪৪॥
কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশপঞ্চ চ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারকৈঃ॥ ৪৫॥
কচ্চিৎ ত্বং দ্বিষতামর্থঃ প্রতিপন্নশ্চ সর্ব্বশঃ।
সুদুর্ব্বলাংশ্চ ধারয়ন্ বর্ত্তসে রিপুসূদন॥ ৪৬॥

অনুবাদ।

হে ভরত! সৈন্যদিগের যথোপযুক্ত খাদ্য ও বেতন নিয়মিত সময়ে প্রদান করিয়া থাক কি না? যে সময়ে যাহাদিতে হয় তাহার কোন অন্যথাতো কর না?॥ ৪১॥ সৈন্যদিগের খাদ্য ও বেতনদানের সময় অতিক্রম হইলে তাহারা প্রভুর অপকার করিয়া থাকে, রাজাদিগের তাহাতে মহান্ অনর্থ ঘটনা হইয়া উঠে॥ ৪২॥ যে সকল কুলক্রমাগত প্রধান প্রধান বংশীয় লোক পূর্ব্বাবধি একান্ত অনুরক্ত আছে, কেমন তাহারা সংগ্রাম উপস্থিত হইলে অকপট মনে প্রিয়তম প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সাহস করে কি না?॥ ৪৩॥ হে ভরত! স্বদেশবাসী বিদ্বান বিক্রমসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ যাহা বলিয়া দেয় তাহাই বলিতে পারে এমন পণ্ডিতকে দূত করিয়াছ কি না?॥ ৪৪॥ হে ভরত! তুমি পরপক্ষের অবিজ্ঞান অষ্টাদশ তীর্থ ও স্বপক্ষের পঞ্চদশ তীর্থ আছে তিন তিন চর দ্বারা উহা জানিয়া থাক কি না?॥ ৪৫॥ হে শত্রুতাপন! কেমন তুমি শত্রুদিগের সর্ব্বতোভাবে অবস্থা অবগত হইয়া ও তাহাদিগের একান্তদুর্ব্বল বলদিগকে অবরোধ করিয়া অবস্থান করিয়া থাক কি না?॥ ৪৬॥

বীরৈরধ্যুষিতাং পূর্ব্বমস্মাকমিহ পূর্ব্বজৈঃ।
সত্যনামাং দৃঢ়দ্বারাং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলাং ॥ ৪৭ ॥
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈস্তাত স্বকর্ম্মসু।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্ম্মহোৎসাহৈর্বৃতাঞ্চাঢ্যৈঃ সহস্রদৈঃ ॥ ৪৮ ॥
প্রাসাদৈর্ব্বিবিধাকারৈর্বৃতাং দিব্যৈরলঙ্কৃতৈঃ।
কচ্চিৎ প্রমুদিতাং স্ফীতামযোধ্যাং পরিরক্ষসি ॥ ৪৯ ॥
কচ্চিন্মনুজশার্দ্দূল মনুষ্যান্ সমলঙ্কৃতান্।
উত্থায়োত্থায় পূর্ব্বাহ্ণে রাজপুত্রাভিবীক্ষসে ॥ ৫০ ॥
কচ্চিন্ন সর্ব্বে কর্ম্মান্তাঃ প্রত্যক্ষাস্তেঽবিশঙ্কিতাঃ।
সর্ব্বে বা পুনরুৎসৃষ্টা ব্যামিশ্র যত্র কারণং ॥ ৫১ ॥
কচ্চিৎ সদা তে দুর্গাণি ধনধান্যোদকায়ুধৈঃ।
যন্ত্রৈশ্চ পরিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্দ্ধরৈঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ।

হে ভরত! সত্যনামে যে অযোধ্যানগরী শত্রুবীর কর্ত্তৃক অজেয়া পূর্ব্বকালে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সমূহে পরিবৃতা ছিল, যাহার দ্বারদেশ অতিশয় দৃঢ়, যাহা হস্তী অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ ছিল ॥ ৪৭ ॥ যাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিবর্ণ আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত ছিলেন, যে নগরী জিতেন্দ্রিয় মহোৎসাহ সম্পন্ন সহস্র সহস্র ধনাঢ্য দান কুশল ধনীলোকে পরিবৃতা ছিল ॥ ৪৮ ॥ যাহা অশেষবিধ দিব্য অলঙ্কারে সুশোভিত বিচিত্রাকার অট্টালিকা সমূহে পরিপূর্ণ ছিল, সেই অযোধ্যানগরীর প্রমুদিত ও স্ফীত অবস্থায় রক্ষা করিতেছ কি না? ॥ ৪৯ ॥ হে মনুজব্যাঘ্র নৃপকুমার ভরত! কেমন তুমি প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে উঠিয়া অলঙ্কৃত নাগর ব্যক্তিদিগকে তো অবলোকন করিয়া থাক? ॥ ৫০ ॥ সমুদয় কর্ম্মাচারী ভৃত্যেরা অবিশঙ্কিত চিত্তে তোমার নয়ন পথে উপস্থিত হইতে পারে কি না? যে কোন স্থানে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে পর তাহাদিগকে প্রেরণ করিলে গমন বিষয়ে কোন আপত্তিতো উপস্থিত করে না? ॥ ৫১ ॥ হে ভরত! ধন ধান্য জল অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্র সমূহে এবং শিল্পদক্ষ ও ধনুর্দ্ধারী পুরুষে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে কিনা? ॥ ৫২ ॥

আয়স্তে বিপুলঃ কচ্চিৎ কচ্চিদল্পতরো ব্যয়ঃ।
অপাত্রেষু ন তে কচ্চিৎ কোষো গচ্ছতি পার্থিব ॥ ৫৩ ॥
দেবতার্থেষু পিতৃষু ব্রাহ্মণাভ্যাগমেষু চ।
যোধেষু মিত্রবর্গেষু কচ্চিদ্গচ্ছতি তে ব্যয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
কচ্চিদার্য্যো বিশুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চৌরকর্ম্মণা।
অদৃষ্টঃ শাস্ত্রকুশলৈর্নাপধ্যায়তি মানবঃ ॥ ৫৫ ॥
গৃহীতপৃষ্ঠশ্চারৈক্ষৈঃ কুশলৈর্দৃষ্টকারিণঃ।
কচ্চিন্ন মুচ্যতে চারো ধনলোভান্নরর্ষভ ॥ ৫৬ ॥
কচ্চিদ্বিবদতোঽর্থেষু বলিনো দুর্ব্বলস্য চ।
অপক্ষপাতাৎ পশ্যন্তি কার্য্যেষ্বধিকৃতা নরাঃ ॥ ৫৭ ॥
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রোদতাং।
তানি পুত্র পশূন ঘ্নন্তি তেষাং মিথ্যাভিশংসিনাং ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ।

তোমার আয়ের ভাগ অধিক কেমন হয়? ব্যয় তো অল্প হইয়া থাকে? হে নৃপতে! কোন অযোগ্য পাত্রের উপরেতো ধনাগার রক্ষার ভার নাই? ॥ ৫৩ ॥ হে ভরত! দেবপূজায় পিতৃলোকের উদ্দেশে, ব্রাহ্মণ ভোজনে, গৃহাগত অতিথির সেবায়, সৈন্য সামন্তদিগের জন্য ও বন্ধুবান্ধবগণের জন্য তোমার অর্থব্যয় তো হইয়া থাকে? ॥ ৫৪ ॥ কেমন কোন সৎস্বভাব মান্যলোক চৌরকর্ম্মের অপবাদ গ্রস্ত হইয়া বিদ্বান্ মনুষ্যেরা সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিলেন না বলিয়া কোন অপকর্ম্মেত প্রবৃত্ত হয়েন না? ॥ ৫৫ ॥ হে নরোত্তম! কোন কার্য্যকুশল প্রহরী কর্ত্তৃক অপহৃত দ্রব্য সম্বলিত কোন চোর ধৃতহইলে ধনলোভের বশম্বদ হইয়া তাহারা তাহাকেত ছাড়িয়া দেয়না? ॥ ৫৬ ॥ কেমন বলবান ও দুর্ব্বলে অর্থ লইয়া বিবাদ উপস্থিত করিলে পর তোমার ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত রাজ পুরুষেরা পক্ষপাত শূন্য হইয়া তাহারত বিচার করিয়া থাকেন? ॥ ৫৭ ॥ হে ভ্রাতঃ ভরত! বৃথাপবাদগ্রস্ত লোকেরা রোদন করিতে করিতে যে নেত্রজল পরিত্যাগ করে, সেই নেত্রজল মিথ্যাপবাদ দাতার যাবতীয় পশু ও পুত্রাদিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

কচ্চিদ্বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ মুখ্যান্ বৈদ্যান্ সসোমপান্।
দানেন বচসা সাম্না ত্রিভিরর্চ্চয়সেঽনঘ ॥ ৫৯ ॥
কচ্চিদ্গুরূংশ্চ বৃদ্ধাংশ্চ তাপসান্ দৈবতাতিথীন্।
পূজ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ সিদ্ধার্থান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি ॥ ৬০ ॥
কচ্চিদর্থেন বা ধর্ম্মমর্থং ধর্ম্মেণ বা পুনঃ।
উভৌ বা প্রীতিসারেণ কামেন ন বিবাধসে ॥ ৬১ ॥
কচ্চিদর্থঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ কামঞ্চ বদতাম্বর।
বিভজ্য কালং কালজ্ঞঃ সর্ব্বান্ বরদ সেবসে ॥ ৬২ ॥
কচ্চিৎ তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ।
ন শোচন্তি মহাপ্রাজ্ঞাঃ পৌরজানপদৈঃ সহ ॥ ৬৩ ॥
নাস্তিক্যমনৃতং ক্রোধঃ প্রমাদো দীর্ঘসূত্রতা।
অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পাপবৃত্তিতা ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ।

হে নিষ্পাপ! কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি শ্রেষ্ঠ, কি বৈদ্য, কি সোমরসপায়ী মুনি সকলকে দানদ্বারা ও শান্তবচনে এবং সমতাদি এই তিন উপায় দ্বারা কিরূপ অর্চ্চনা করিয়া থাক? ॥ ৫৯ ॥ হে ভরত! গুরুদিগকে, প্রাচীনদিগকে, তপস্বীদিগকে, দেবতাদিগকে ও অতিথিদিগকে এবং পূজনীয় সিদ্ধকল্প ব্রাহ্মণ সকলকে কিরূপ প্রকার প্রণামাদি করিয়া থাক? ॥ ৬০ ॥ কেমন তোমার অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম, কিম্বা ধর্ম্মদ্বারা অর্থ, অথবা প্রণয়সার কামদ্বারা ধর্ম্ম অর্থতো বাধিত হয় না? ॥ ৬১ ॥ হে সদ্বক্তা! বরপ্রদ ভরত! কোন সময়ে কি করা উচিত তাহা তুমি অবগত আছ, অতএব তুমি রীতিমত সময় সকল বিভাগ করিয়া ধর্ম্ম অর্থ কামের সেবা কি প্রকার করিয়া থাক? ॥ ৬২ ॥ কেমন অশেষ শাস্ত্রের পারদর্শী মহা প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল পুরজনগণের সহিত তোমার প্রতি কোন বিষয়ে শোকতো করে না? ॥ ৬৩ ॥ হে রঘুকুলাবতার! নাস্তিকতা, মিথ্যা কথা, ক্রোধ, অবধানতা, দীর্ঘ সূত্রতা জ্ঞানিলোকের সহিত অসহবাস, আলস্য, পাপাচরণতো করো না? ॥ ৬৪ ॥

একচিন্তনমর্থানাং বহুভির্নিত্যমন্ত্রণং।
নিশ্চিতানামনারম্ভো মন্ত্রস্যাপরিপালনং ॥ ৬৫ ॥
কচ্চিৎ তে নোপপদ্যন্তে দোষা দ্বাদশ রাঘব।
যৈরাবিষ্টো মহীং ক্ষিপ্রং নাশয়েজ্জগতীপতিঃ ॥ ৬৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কচ্চিৎসর্গো নাম
নবোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ।

সতত অর্থচিন্তা, অনেকের সহিত প্রতিদিন মন্ত্রণা, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবধারণ করিয়া তাহা না করা, মন্ত্রণা প্রতিপালন না করা,এই দ্বাদশপ্রকার দোষ তোমারতো উপস্থিত হয় নাই? এ সকল সামান্য দোষ নহে, রাজারা এই সকল দোষে আক্রান্ত হইলে অতি সত্বর রাজ্যের সহিত নষ্ট হয়েন তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬৫ । ৬৬ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
কচ্চিৎ সর্গ নামে নবোত্তরশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১০৯ ॥

দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

তথা চৈবানুপৃচ্ছন্তং রামং ব্যথিতচেতনঃ।
অজ্ঞাপয়দ্দুঃখার্ত্তোঽসৌ ভরতো মরণং পিতুঃ॥ ১॥
আর্য্য রাজ্যং পরিত্যজ্য কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করং।
গতঃ স্বর্গং মহারাজঃ পুত্রশোকাভিপীড়িতঃ॥ ২॥

ত্বামেব শোচংস্তব দর্শনেপ্সু স্ত্বয্যেব সক্তামনিবার্য্য বুদ্ধিং।
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকদগ্ধ স্ত্বদর্থমেবাস্তমিতঃ পিতা নঃ॥ ৩॥
পূর্ব্বং তু রামস্তমিহানুযুজ্য শ্রুত্বা চ বাক্যং ভরতস্য তস্য।
চিকীর্ষমাণো রঘুনন্দনস্তাং পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং স বভুব তূষ্ণীং॥ ৪॥

[লক্ষ্মণ উবাচ।]

দুষ্টাং স্ত্রীবুদ্ধিমাস্থায় কৈকেয়ী রাজ্যকামিনী।
চকার সুমহৎ পাপমিদমম্বা যশোহরং॥ ৫॥
সা রাজ্যফলমপ্রাপ্য বিধবা শোককর্ষিতা।
পতিষ্যতি মহাঘোরং নিরয়ং জননী মম॥ ৬॥

অনুবাদ।

তখন একান্ত ব্যথিতান্তঃকরণ ভরত যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া প্রশ্নপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রকে পিতার মরণ সম্বাদ বিজ্ঞাপন করিলেন॥ ১॥ হে মহাভাগ! মহারাজা পিতা দশরথ অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পুত্রশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া রাজ্যভার পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন॥ ২॥ হে মহাশয়! আমাদিগের পিতা কেবল আপনাকে উদ্দেশ করিয়া শোক করিতে করিতে তোমাকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে, আপনার প্রতি প্রধাবিত বুদ্ধিকে নিবারণ করিতে না পারিয়া, তোমা ছাড়া শোকানলে দগ্ধ হৃদয় হইয়া আপনার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন॥ ৩॥ রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র ভরতের মুখে, পূর্ব্বাপর সমুদয় বৃত্তান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া পিতার অনুমতি প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন॥ ৪॥ লক্ষ্মণ বলিলেন আমাদিগের মাতা রাজ্য লোলুপা কৈকেয়ী দুষ্টা স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অযশস্কর এই সুমহৎ পাপের আচরণ করিয়াছেন॥ ৫॥ আমার কৈকেয়ী জননী অভিলষিত রাজ্য ফল না পাইয়া পতি হীনা ও শোক সন্তপ্তা হইয়া কেবল ঘোরতর নরকে পতিতা হইবেন॥ ৬॥

তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
অভিষিচ্যস্ব চানেন রাজ্যেন মঘবানিব ॥ ৭ ॥
ইমাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা বিধবা মাতরশ্চ মে।
ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তাঃ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৮ ॥
ত্বমানুপূর্ব্ব্যা যুক্তশ্চ যুক্তং কামেন মানদ।
রাজ্যং প্রাপ্নুহি ধর্ম্মেণ সকামান্ সুহৃদঃ কুরু ॥ ৯ ॥
ভবত্ববিধবা ভূমিস্ত্বয়া পত্যা সমন্বিতা।
শশিনা বিমলেনেব শারদী রজনী যথা ॥ ১০ ॥
এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্দ্ধং শিরসা যাচিতো ময়া।
ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১১ ॥
তদিদং শাশ্বতং সর্ব্বং পিত্রা সচিবমণ্ডলং।
পূজিতং মনুজব্যাঘ্র নাতিক্রমিতুমর্হসি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ

অতএব একান্ত অনুগত দাসানুদাস এই ভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহ করুন্ এই রাজ্যে দেবরাজের ন্যায় আপনি অভিষিক্ত হউন্ ॥ ৭ ॥ এই সকল প্রজা ও আমাদিগের জননীরা সকলেই পতিহীনা হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইয়াছেন, আপনি সকলের প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৮ ॥ হে মানদ! আপনি যাবতীয় জনগণকে সকাম করুন্, তাঁহারা আপনার কেবল শুভ ফল বাসনা করেন, সকলেই পরম মনস্তাপে কাতর রহিয়াছেন, আপনি অবশ্য প্রাপ্য রাজ্য ভার গ্রহণ করুন্, বন্ধু বান্ধব স্বজনগণকে আনন্দিত করুন্ ॥ ৯ ॥ আপনাকে পতি করিয়া বসুন্ধরা পতিযুক্তা হউন্, শরৎকালীন বিমলা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর চন্দ্রমার উদয় হইলে যাদৃশী শোভা হয়, আপনি অযোধ্যার তাদৃশী শোভা সম্পাদন করুন্ ॥ ১০ ॥ আমি এই সমুদায় অমাত্য বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে অবনত শিরে নিবেদন করিতেছি, প্রিয় সহচর অনুজ সোদরের সৌহার্দ্দের বশম্বদ হইয়া দাসের প্রতি সদয় হৃদয়ে প্রসন্ন হউন্ ॥ ১১ ॥ হে নরবর! আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা চিরন্তন নিত্য অমাত্যদিগকে পরম পূজনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, আপনি তাঁহাদিগের অনুমতিকে অতিক্রম করিতে কোনমতেই যোগ্য নহেন ॥ ১২ ॥

এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ সবাষ্পঃ কৈকেয়ীসুতঃ।
রামস্য শিরসা পাদৌ জগ্রাহ ভরতস্তদা ॥ ১৩ ॥
তমার্ত্তমিব মাতঙ্গং নিঃশ্বসন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ।
ভরতং ভ্রাতরং রামঃ পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রাজ্যহেতোঃ কথং পাপমাচরেন্মদ্বিধো জনঃ ॥ ১৫ ॥
ন দোষং ত্বয়ি পশ্যামি সূক্ষ্মমপ্যরিসূদন।
ন চাপি জননীং বাল্যাৎ ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি ॥ ১৬ ॥
যাবৎ পিতরি ধর্ম্মজ্ঞে গৌরবং মম মানদ।
তাবদেব জনন্যাং মে কৈকেয্যামপি গৌরবং ॥ ১৭ ॥
স তাভ্যাং ধর্ম্মশীলাভ্যাং বনং গচ্ছেতি রাঘব।
মাতাপিতৃভ্যামুক্তঃ সন্ কথং কুর্য্যামতোঽন্যথা ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ

তখন মহাবাহু কৈকেয়ীকুমার ভরত সজল নয়নে অধোবদনে অবনত শিরা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগল গ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ রঘুনাথ ভ্রাতা ভরত একান্ত ব্যথিত মাতঙ্গের ন্যায় বারবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিহার করিতে লাগিলেন দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত এই কথা বলিলেন ॥ ১৪ ॥ রে ভ্রাতঃ ভরত! সৎকুল সম্ভূত, বলবান্ তেজস্বী ও সুচরিত মদ্বিধ লোক সামান্য রাজ্য লালসায় কিরূপে পাপাচরণ করিতে পারে? ॥ ১৫ ॥ হে শত্রুতাপন! তোমার অল্প পরিমাণেও কোন দোষ আমি দেখিতে পাই না, অতএব তুমি বালক স্বভাববশতঃ কোনমতেই জননীর নিন্দা করিও না ॥ ১৬ ॥ হে মাননীয়! যেমন ধর্ম্মপরায়ণ পিতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, কৈকেয়ী জননীর প্রতিও আমার সেই প্রকার ভাব জানিবে ॥ ১৭ ॥ হে রঘুকুল নন্দন! ধর্ম্মপরায়ণ জনক জননী উভয়ে মিলিত হইয়া আমাকে বনে গমন কর এই অনুমতি করিলেন, আমি মাতাপিতার নিয়োগ কি প্রকারে অন্যথা করিতে পারি ॥ ১৮ ॥

ত্বয়া রাজ্যমযোধ্যায়াং প্রাপ্তব্যং লোকসৎকৃতং।
বস্তব্যং দণ্ডকারণ্যে ময়া বল্কলবাসসা ॥ ১৯ ॥
এবং কৃত্বা মহাভাগো বিভাগং লোকসন্নিধৌ।
ব্যাদিশ্যচৈব ধর্ম্মাত্মা দিবং দশরথো গতঃ ॥ ২০ ॥
স চেৎ প্রমাণং রাজেন্দ্রো রাজা লোকগুরুস্তব।
পিত্রা দত্তং যথাভাগমুপভোক্তুং ত্বমর্হসি ॥ ২১ ॥
চতুর্দ্দশ সমাঃ সৌম্য দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
উপভোক্ষ্যে যথা দত্তং ভাগং পিত্রা মহাত্মনা ॥ ২২ ॥
যদব্রবীন্মাং সুরলোকসৎকৃতঃ পিতা মহাত্মা বিবুধোপমো নৃপঃ।
তদেব মন্যে পরমাত্মনো হিতং ন সর্ব্বলোকেশ্বরতাং হি সৎকৃতাং ॥২৩

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামপ্রশ্নো নাম
দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ।

তুমি অযোধ্যানগরে নাগরিক জনগণ কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে, আর আমি বল্কল পরিধান ও জটাভার ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিব ॥ ১৯ ॥ ধর্ম্মপরায়ণ মহোদয় পিতাদশরথ জন সমাজে এই রূপ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, এবং আমাদিগকে এই আদেশ করিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ রাজাধিরাজ মহারাজ লোকগুরু পিতার কথা যদি তোমার প্রমাণ হয়, তবে পিতৃদত্ত উপযুক্ত ভাগ ভোগ করা তোমার অবশ্য উচিত ॥ ২১ ॥ হে প্রিয়দর্শন : আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য এই দণ্ডকারণ্য অবলম্বন করিয়াছি, মহাত্মা পিতা আমার জন্য যে ভাগ কল্পনা করিয়াছেন অবশ্য উপভোগ করিব ॥ ২২ ॥ অমরগণের মাননীয় দেব সমান মহারাজ পিতা, যাহা আমাকে অনুমতি করিয়াছেন, আমি তাহাই আপনার পরম হিত সাধন বোধ করিতেছি, যেহেতু সকলের প্রার্থনীয় ত্রিলোকের অধিপতিত্বও ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর নহে ॥ ২৩ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাণ্ডে
রামপ্রশ্ন নামে দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১১০ ॥

———oo———

একাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
কিং মে ধর্ম্মাদ্বিহীনস্য রাজবৃত্তং ভবিষ্যতি॥ ১॥
শাশ্বতোঽয়ং সদা ধর্ম্মঃ স্থিতোঽস্মাকং নরর্ষভ।
জ্যেষ্ঠে ত্বয়ি স্থিতে রামে কনীয়ান্ন ভবেন্নৃপঃ॥ ২॥
সুসমৃদ্ধজনাং রম্যামযোধ্যাং গচ্ছ রাঘব।
অভিষেচয় চাত্মানং কুলস্যাস্য ভবান্ প্রভুঃ॥ ৩॥
রাজানং মানুষঞ্চাহুর্দ্দেবস্ত্বং সম্মতো মম।
যস্য ধর্ম্মার্থসহিতং বৃত্তমাহুরমানুষং॥ ৪॥
কেকেয়স্থে ময়ি শ্রীমাংস্ত্বয়ি চারণ্যমাশ্রিতে।
দিবং যাতো মহারাজঃ পিতা নঃ সম্মতঃ সতাং॥ ৫॥
উত্তিষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ।
অহং চায়ঞ্চ শত্রুঘ্নঃ পূর্ব্বমেব কৃতোদকৌ॥ ৬॥

অনুবাদ।

ভরত শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে মহাভাগ! আমার রাজ্য প্রাপ্তি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য, সুতরাং আমার দ্বারা কি প্রকারে রাজকার্য্য হইতে পারিবে॥ ১ ॥ হে নরোত্তম হে পুরুষোত্তম! আমাদিগের কুলে এই চিরন্তন ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে, যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন, অতএব আপনি জ্যেষ্ঠ রহিয়াছেন আমি কনিষ্ঠ হইয়া কিরূপে রাজা হইব॥ ২ ॥ হে রঘুবর! অশেষ বিধ সমৃদ্ধি সম্পন্ন জন সমূহে পরিপূর্ণ রমণীয় অযোধ্যানগরীতে গমন করুন, আপনিই আমাদিগের এই বংশের প্রভু, আপনিই স্বয়ং আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত করুন্॥ ৩ ॥ সকলে রাজাকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু আমার মতে আপনিই দেবতা, কেননা যাহার ধর্ম্মার্থযুক্ত চরিত্র হয়, তাহাকে সকলে অমানুষ বলে সুতরাং আপনি অরণ্য আশ্রয় করাতে, আপনার মানুষাতীত স্বভাব দেখাইতেছে॥ ৪ ॥ আমি কেকয়দেশে থাকাতে, ও আপনি অরণ্যাশ্রয় করিলে সাধুদিগের মাননীয় শ্রীমান্ মহারাজা পিতাদশরথ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন॥ ৫ ॥ অতএব হে পুরুষোত্তম! আপনি গাত্রোত্থান করতঃ পিতার উদ্দেশে নিবাপদান করুন্, আমি এবং শত্রুঘ্ন উভয়ে পূর্ব্বেতেই তর্পণাদি করিয়াছি॥ ৬॥

প্রিয়েণ কিল দত্তং হি পিতৃ লোকেষু রাঘব।
অক্ষয়ং ভবতীত্যাহুর্ভবাংশ্চাতিপ্রিয়ঃ সুতঃ॥ ৭॥
তাং শ্রুত্বা করুণাং বাচং পিতুর্ম্মরণসংহিতাং।
রাঘবো ভরতেনোক্তাং বভূব গতচেতনঃ॥ ৮॥
তং তু বজ্রমিবোৎসৃষ্টমাহবে দানবারিণা।
বাগ্বজ্রং ভরতেনোক্তমমনোজ্ঞং নিশম্য তু॥ ৯॥
প্রগৃহ্য বাহূ রামোঽথ পুষ্পিতাগ্রো দ্রুমো যথা।
বনে পরশুনা কৃত্তস্তথা ভুমৌ পপাত সঃ॥ ১০॥
তথা হি পতিতং রামং জগত্যাং জগতীপতিং।
কুলপাতপরিশ্রান্তং প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরং॥ ১১॥
ভ্রাতরস্তং মহেষ্বাসং দ্বিগুণং শোককর্ষিতাঃ।
রুদন্তঃ সহ বৈদেহ্যা সিসিচুর্নেত্রবারিণা॥ ১২॥

অনুবাদ।

হে রঘুনন্দন! শাস্ত্রে লিখিত আছে ও সকলে বলে প্রিয়তম ব্যক্তি যে নিবাপদান করে পিতৃ লোকের পক্ষে তাহা অক্ষয় হয়, আপনিই পিতার একান্ত প্রিয়তম সন্তান অতএব আপনি তর্পণাদি করুন্॥ ৭॥ শ্রীরামচন্দ্র পিতার মৃত্যু সম্বাদ সম্বলিত ভরতের বদনে সকরুণ বচন শ্রবণ করিয়া একেবারে চৈতন্য শূন্য হইলেন॥ ৮॥ সংগ্রাম ভূমিতে দানব কুলের প্রতি দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত অশনির ন্যায়, রঘুনাথ হৃদয়ে ভরত কর্ত্তৃক উদীরিত বাক্ বজ্রের আঘাত প্রাপ্ত হইলেন॥ ৯॥ অনন্তর বাহুযুগল উত্থাপিত করিয়া পরশুর দ্বারা বিচ্ছিন্ন কুসুমিত মহীরুহের ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইলেন॥ ১০॥ কূলদেশপতনের আঘাত সহ্য করিয়া পরিশ্রান্ত কুঞ্জর যেরূপ নিদ্রিত দশায় পতিত থাকে, জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্রও ভূমিতলে তাদৃশ পতিত হইয়া রহিলেন॥ ১১॥ ভ্রাতা সকল ও জানকী শোকে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে রোদন করিতে করিতে নেত্র জলে ধনুর্ব্বাণধারী রঘুবীরের কলেবর অনবরত সেচন করিতে লাগিলেন॥ ১২॥

স তু সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধ্বা নেত্রাভ্যাং বাষ্পমুৎসৃজন্।
উবাচ ভরতং বাক্যং তাতে দিষ্টান্তমাগতে ॥ ১৩ ॥
কিন্নু তস্য ময়া কার্য্যং দুর্জ্জাতেন মহাত্মনঃ।
যো মৃতো মম শোকেন ময়া চ ন স সংকৃতঃ ॥ ১৪ ॥
অহো ভরত সিদ্ধার্থো যেন রাজা ত্বয়ানঘ।
শত্রুঘ্নেন চ সর্ব্বেষু প্রেতকার্য্যেষু সংকৃতঃ ॥ ১৫ ॥
নিষ্প্রধানামনেকাগ্রাং হীনাং নৃপবরেণ তাং।
নিবৃত্তবনবাসোঽপি নাযোধ্যাং গন্তুমুৎসহে ॥ ১৬ ॥
সংপূর্ণবনবাসং মামযোধ্যায়াং পরন্তপ।
কঃ প্রশাসিষ্যতি পুনস্তাতে লোকান্তরঙ্গতে ॥ ১৭ ॥
পুরা প্রোষ্য নিবৃত্তং মাং পিতা যান্যাহ সান্ত্বয়ন্।
কুতঃ শ্রোষ্যামি বাক্যানি তানি কর্ণসুখান্যহং ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরাম পুনর্ব্বার সচেতন হইয়া নয়নযুগল হইতে অনবরত জলধারা পরিত্যাগ করিতে করিতে পিতৃ সন্দেশবাক্য বিষয়ে ভরতকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ হে ভরত! আমি এমনি বিফলজন্মা হতভাগ্য আমারদ্বারা মহাত্মা পিতার কি কার্য্য হইল, তিনি আমার শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার সংকারও করিতে পারিলাম না ॥ ১৪ ॥ হে নিষ্পাপ ভরত! তোমারই জীবন ধারণ সফল হইয়াছে, যেহেতু তুমি ও শত্রুঘ্ন, উভয়ে পিতার সমুদয় প্রেতকার্য্য সমাপন করিয়াছ ॥ ১৫ ॥ যে অযোধ্যায় প্রধান লোক নাই, সকলের ঐক্য নাই, রাজাদশরথ নাই, আমার বনবাসের সময় অতীত হইয়াছে, অতএব তথায় আর আমার গমন করিতে অভিলাষ হয় না ॥ ১৬ ॥ হে শত্রুতাপন ভরত! পিতা যখন পরলোকে গমন করিয়াছেন, তখন আমার বনবাসেই কাল সম্পূর্ণ হইবে পুনর্ব্বার অযোধ্যায় গেলে আমাকে আর কে সান্ত্বনা করিবে? ॥ ১৭ ॥ পূর্ব্বে কখন কোথাও বাস করিয়া নিবৃত্ত হইলে পর পিতা যে সকল সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে আমাকে সন্তুষ্ট করিতেন, সেইরূপ কর্ণে সুধাধারাবাহী সেই সকল বাক্য আর কাহার নিকট শ্রবণ করিব? ॥ ১৮ ॥

এবমুক্ত্বা তু ভরতং ভার্য্যামভ্যেতঃ রাঘবঃ।
উবাচ শোকসন্তপ্তঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাং ॥ ১৯ ॥
সীতে মৃতস্তে শ্বশুরঃ পিত্রা হীনঃ স লক্ষ্মণঃ।
ভরতো দুঃখমাচষ্টে স্বর্গতং পৃথিবীপতিং ॥ ২০ ॥
জানকী শ্বশুরং শ্রুত্বা সর্ব্বলোকগুরুং মৃতং।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং ন শশাক নিরীক্ষিতুং ॥ ২১ ॥
ততো বহুগুণস্তেষাং বাষ্পো নেত্রেম্বজায়ত।
তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে কুমারাণাং যশস্বিনাং ॥ ২২ ॥
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে আর্ত্তমাশ্বাস্য রাঘবং।
অব্রুবন্ জগতীপালং বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা ॥ ২৩ ॥
উত্তিষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ।
অহঞ্চায়ঞ্চ শত্রুঘ্নঃ পূর্ব্বমেব কৃতোদকৌ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে এই সকল কথা বলিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সম্পূর্ণ শশধর বদনা জানকীর নিকট গমন পুর্ব্বক বলিতে লাগিলেন॥ ১৯ ॥ হে জানকি! ভরত একান্ত দুঃখিত হইয়া বলিতেছেন, তোমার শ্বশুর ভূপাল মহারাজ দশরথ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তুমি শ্বশুরহীনা হইয়াছ, ও লক্ষ্মণ পিতৃহীন হইয়াছেন॥ ২০ ॥ যখন জনক দুহিতা সকলের গুরু শ্বশুর মহাশয় মৃত হইয়াছেন শুনিলেন তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল তিনি আর কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিতে শক্তা হইলেন না॥ ২১ ॥ ফলতঃ ভরত পিতার মৃত্যু সম্বাদ প্রদান করিলে পর যশস্বী নৃপনন্দনগণের নয়ন হইতে বহু গুণ হইয়া নেত্রজল বহির্গত হইতে লাগিল, অনন্তর সমস্ত জগতীপতি ভ্রাতা রঘুনাথকে একান্ত কাতর দেখিয়া বাষ্প গদ্গদ বচনে ভরত বলিতে লাগিলেন॥ ২৩ ॥ হে পুরুষোত্তম! গাত্রোত্থান করিয়া পিতার উদককার্য্য সমাধান করুন, আমি এবং শত্রুঘ্ন দুই ভ্রাতাই পূর্ব্বে উদকক্রিয়া সমাধা করিয়াছি॥ ২৪

স রামঃ সম্পরিষ্বজ্য রুদতীং জনকাত্মজাং।
উবাচ লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য দুঃখার্ত্তো দুঃখিতং বচঃ॥ ২৫॥
আনয়েঙ্গুদপিণ্যাকং চীরঞ্চ বসনোত্তমং।
জলক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিষ্যামি পরন্তপ॥ ২৬॥
সীতা পুরস্তাদ্‌ব্রজতু ত্বমেনামভিতো ব্রজ।
অহং পশ্চাদ্গমিষ্যামি গতির্হ্যেষা সুদারুণা॥ ২৭॥
ততো নিত্যানুগস্তেষাং বিদিতাত্মা মহীপতেঃ।
মৃদুঃ ক্ষান্তশ্চ দান্তশ্চ রামে চ দৃঢ়ভক্তিমান্॥ ২৮॥
সুমন্ত্রস্তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্দ্ধমাশ্বাস্য রাঘবং।
অবাতারয়দালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং ততঃ॥ ২৯॥
তে সুতীর্থাং নদীং কৃচ্ছ্রাদুপাগম্য যশস্বিনঃ।
পুণ্যাং মন্দাকিনীং রম্যাং বহুপুষ্পিতকাননাং॥ ৩০॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র একান্ত দুঃখিত মনে রোদন পরায়ণা জনক নন্দিনীকে আলিঙ্গন করিয়া, লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন॥ ২৫ ॥ হে শত্রুতাপন লক্ষ্মণ! আমি পিতার তর্পণাদি ক্রিয়া করিবার জন্য গমন করিতেছি, তুমি ইঙ্গুদ পিণ্যাক ও পরিধেয় উত্তম বসন খণ্ড আনয়ন করহ॥ ২৬ ॥ জানকী অগ্রে অগ্রে গমন করুন, তুমি ইহাঁর পার্শ্বে গমন কর, আমি ইহাঁর পশ্চাৎ২ যাইতেছি, এই বিধাতার গতি সুদারুণা হয়, ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, শ্রীরামে দৃঢ়ভক্তি সম্পন্ন সতত অনুগত মৃদুস্বভাব ক্ষমাবান্ শান্তদান্ত সুমন্ত্র রঘুনাথের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সমুদয় রাজকুমারগণ সমভিব্যাহারে রঘুবরকে আশ্বাসিত করিয়া মন্দাকিনী নদীতে অবতীর্ণ করাইলেন॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ যশস্বী নৃপকুমারগণ বিবিধ কুসুমাকীর্ণ কানন সমূহে সুশোভিতা অতি শীতল পবিত্রজলা, রমণীয়া মন্দাকিনী নদীতে অবরোহণ দ্বারা কষ্টে অবতীর্ণ হইলেন॥ ৩০ ॥

শীততোয়াং সমে দেশে বিগাহ্য বিমলাং শুভাং।
অসিঞ্চন্নুদকং সর্ব্বে তস্মৈ হ্যেতদ্ভবেদিতি॥ ৩১॥
অগৃহ্য চ রঘুশ্রেষ্ঠো জলপূরিতমঞ্জলিং।
দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ॥ ৩২॥
এতৎ তে নৃপশার্দ্দূল বিমলং তোয়মুত্তমং।
পিতৃলোকেষু পানীয়ং মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু॥ ৩৩॥
ততো মন্দাকিনীতীরে শুচৌ দেশে নরাধিপঃ।
পিতুর্ন্যবর্ত্তয়চ্ছ্রীমান্ নিবাপং ভ্রাতৃভিঃ সহ॥ ৩৪॥
ঐঙ্গুদং বদরোন্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
ন্যপ্য রামঃ সুদুঃখার্ত্ত ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৩৫॥
ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রেতো যদশনা বয়ং।
যদন্নঃ পুরুষো নূনং তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ॥ ৩৬॥

অনুবাদ।

শীততোয়া মন্দাকিনীর সমপ্রদেশে অবগাহন পূর্ব্বক সকলে পিতার তৃপ্তি হউক বলিয়া নির্ম্মল সুশীতল জল সেচন করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥ রঘুনাথ জল পরিপূর্ণ অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া রোদন করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে এই কথা বলিলেন॥ ৩২॥ হে রাজাধিরাজ! আমি আপনার উদ্দেশে এই নির্ম্মল সুশীতল জল প্রদান করিতেছি, এই জল পিতৃ লোকে আপনার পানের নিমিত্ত উপস্থিত হউক্॥ ৩৩॥ নরোত্তম শ্রীমান শ্রীরাম ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তৎপরে মন্দাকিনী তীরে বিশুদ্ধসমদেশে পিতার উদ্দেশে নিবাপদান সমাধান করিলেন॥ ৩৪॥ রামচন্দ্র ইঙ্গুদীফল, কুলফল ও পিণ্যাকফল মিশ্রিত করিয়া দর্ভাস্তৃত ভূমিতে পিণ্ড প্রদান করিয়া একান্ত দুঃখিত চিত্তে এই কথা বলিলেন॥ ৩৫॥ হে মহারাজ! আপনি প্রীত হইয়া ইহা ভোজন করুন্, আমরা যে অন্নে কালযাপন করিতেছি, সেই অন্নেই পিণ্ড দিলাম যেহেতু এক্ষণে উত্তমদ্রব্য কোথায় পাইব. নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে পুরুষ, যেরূপ অবস্থায় যাহা ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করে, পিতৃলোকে ও দেব লোককেও তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৩৬॥

ততস্তেনৈব মার্গেণ প্রত্যুত্তীর্য্য নরাধিপঃ।
আরুরোহ নরব্যাঘ্রো রম্যসানুং মহীধরং ॥ ৩৭ ॥
ততঃ পর্ণকুটীদ্বারমাগম্য জগতীপতিঃ।
পরিজগ্রাহ পাণিভ্যামুভৌ ভরতলক্ষ্মণৌ ॥ ৩৮ ॥
তেষাং তু রুদতাং শব্দঃ খমাবৃত্য সমন্ততঃ।
ভ্রাতৃণাং সহ বৈদেহ্যা সিংহনাদসমোঽভবৎ ॥ ৩৯ ॥
মহাবলানাং রুদতাং কুর্ব্বতামুদকং পিতুঃ।
বিজ্ঞায় তুমুলং শব্দং ত্রস্তা ভরতসৈনিকাঃ ॥ ৪০ ॥
অব্রুবংশ্চাপি রামেণ ভরতঃ সঙ্গতো ধ্রুবং।
তেষামেষ মহান্ নাদ শোচতাং পিতরং মৃতং ॥ ৪১ ॥
অথ বাসং পরিত্যজ্য সর্ব্বেতেঽভিমুখাঃ স্বয়ং।
অপ্যেকতঃ সমাগম্য যথাসন্নং প্রধাবিতাঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ।

তদনন্তর নরোত্তম রঘুনাথ সেই পথ দ্বারাই নদী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রমণীয় গুহায় সুশোভিত চিত্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন॥ ৩৭ ॥ তৎপরে জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্র পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে সমাগত হইয়া উভয় হস্তদ্বারা ভরত লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিলেন॥ ৩৮ ॥ তখন বিদেহ নন্দিনীর, শ্রীরামেরও জননীগণের ক্রন্দনে যেধ্বনি সমুদিত হইল, উহা আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া মৃগেন্দ্রের অতি গভীর ধ্বনির ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল॥ ৩৯ ॥ মহাবল পরাক্রান্ত নৃপনন্দনেরা জনকের উদক কার্য্য সম্পাদন কালীন যে তুমুল শব্দে রোদন করিয়াছিলেন, ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভরত সেনা সমূহ ভয়ে অভিভূত হইল॥ ৪০ ॥ এবং বলিতে লাগিল, আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে ভরত ভূপতি এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন, মৃত পিতা মহারাজাকে উদ্দেশ করিয়া সকলে সকাতরে শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাহারই এই মহান্‌নাদ শ্রবণ করা যাইতেছে॥ ৪১ ॥ শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি সকলে জলার্দ্র পরিধের বল্কল পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্রিত হইয়া এক স্থানে এক মুখে সমুপবিষ্ট হইলেন॥ ৪২ ॥

অচির প্রোষিতং রামং চিরবিপ্রোষিতং যথা।
দ্রষ্টুকামো জনঃ সর্ব্বো জগাম সহসাশ্রমং ॥ ৪৩ ॥
ভ্রাতৃণাং পরিতাস্তে তু দ্রষ্টুকামাঃ সমাগমং।
যযুর্বহুবিধৈর্যানৈস্তুরাবিষ্টাঃ সমাকুলাঃ ॥ ৪৪ ॥
অশ্বৈরন্যে র্গজৈরন্যে রথৈরন্যে স্বলঙ্কৃতাঃ।
সুকুমারাস্তথৈবান্যে পদ্মামেব প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৪৫ ॥
সা ভূমির্বহুভির্যানৈঃ খুরনেমিস্বনেন চ।
মুমোচ তুমুলং শব্দং দ্যৌরিবাভ্রসমাগমে ॥ ৪৬ ॥
তেনাপ্যত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ।
অসহন্তোহতুলং শব্দং জগ্মুরন্যদ্বনং প্রতি ॥ ৪৭ ॥
বরাহমৃগসঙ্ঘাশ্চ মহিষাশ্চ বনে চরাঃ।
ব্যাঘ্রগোকর্ণগবয়া বিত্রেসুঃ পৃষতৈঃ সহ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ।

আশ্রমের পার্শ্বস্থ সমস্ত লোক রঘুকুলপাবন শ্রীরামকে এই মাত্র দেখিয়াছে, তথাপি অদৃষ্ট পূর্ব্বের ন্যায় অবলোকন করিবার জন্য সহসা আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ সকল লোকেই ভ্রাতাগণকে এক স্থানে নিরীক্ষণ করিবার মানসে কেহবা দ্রুতপাদ কেহবা প্রজবন নানাযানে ব্যাকুলিত মনে রামাশ্রমে সমাগমন করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ ধনী লোক সকল পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কেহবা অশ্ব পৃষ্ঠে কেহবা গজস্কন্ধে কেহবা রথারোহণে রাম সদনে আগমন করিতে লাগিল, কোন কোন সুকুমার প্রশান্ত মূর্ত্তি যানবিহীনে পাদচারণেই ধাবমান হইতেছে ॥ ৪৫ ॥ তত্রত্য মহতী ভূমি অশ্বমাতঙ্গ রথ শিবকাদি বহুবিধ যানেরদ্বারা এবং উহাদিগের খুরধার ও চক্রধারের শব্দ দ্বারা, বর্ষাকালীন মেঘ ধ্বনি পরিপূর্ণ গগণ মণ্ডলের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দায়মান হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ কুঞ্জর বরেরা ঐ ভীষণ শব্দ সহনে অশক্ত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে অন্য বনের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল, তাহারা না যাইতে পারে এজন্য করেণু সকল সম্মুখে নিবারণ করিতে লাগিল, তথাপি সেই সকল বারণ বারণ মানিল না ॥ ৪৭ ॥ কি বরাহগণ, কি মৃগকুল, কি মহিষদল, কি ব্যাঘ্র সমূহ, কি গোকর্ণ মৃগকদম্ব, কি গবয়বৃন্দ, বনচর জন্তু মাত্রেই সেই শব্দ শ্রবণে স্ব স্ব বৎসগণ সমভিব্যাহারে পলাইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

রথাঙ্গসংজ্ঞা দাত্যূহা হংসকারণ্ডবাঃ প্লবাঃ।
তথা পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা ভেজিরে দিশঃ॥ ৪৯॥
তেন শব্দেন বিত্রস্তৈরাকাশং পক্ষিভির্বৃতং।
মানুষৈরাবৃতা ভূমিরুভয়ং প্রবভৌ তদা॥ ৫০॥
তান্ নরান্ বাষ্পপূর্ণাক্ষান্ সমীক্ষ্য চ সুদুঃখিতান্।
পর্য্যষ্বজত ধর্ম্মজ্ঞঃ পিতৃবন্মাতৃবচ্চ সঃ॥ ৫১॥
স তত্র কাংশ্চিৎ পরিষস্বজে নরান্ নরাশ্চ তং কেচিদথাভ্যবাদয়ন্।
চকার সর্ব্বৈরপি সম্বিদং তদা যথার্হমানৈঃ পুরুষৈর্নৃপাত্মজঃ॥ ৫২॥
তথা চ তেষাং রুদতাং মহাত্মনাং দিবঞ্চ খঞ্চানুননাদ নিস্বনঃ।
তথা গুহাশ্চৈব দিশশ্চ নাদয়ন্ মহাভ্রনাদপ্রতিমঃ স শুশ্রুবে॥ ৫৩॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে উদকদানং নাম
একাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ॥ ১১১।

অনুবাদ

চক্রবাক চক্রবাকী, দাত্যূহ হংস কারণ্ডব জলকুক্কুট পুংস্কোকিল বকপ্রভৃতি বিহঙ্গকুল ব্যাকুল হইয়া দিগ্‌দিগন্ত অবলম্বন করিতে লাগিল॥ ৪৯॥ অধিক কি বলিব, সেই তুমুলশব্দে বিত্রাসিত পক্ষিকুল গগণমণ্ডল অবলম্বন করিয়া উড়িতে লাগিল এবং শ্রীরামের আশ্রম ভূমি মানব সন্দোহে আবৃত হইয়া পরিশোভিতা হইল, সুতরাং সে সময় উভয় প্রদেশেরই চমৎকার শোভা জন্মিল॥ ৫০॥ শ্রীরামচন্দ্র সমাগত মনুষ্য দিগকে একান্ত দুঃখিত ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন অবলোকন করিয়া সকলকেই পিতার ন্যায় ও মাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন॥ ৫১॥ সে সময়ে তথায় রঘুনন্দন ও কতকগুলি মান্য লোককে আলিঙ্গন করিলেন অপর কতকগুলি লোকও তাঁহাকে প্রণাম অভিবাদন করিল, ফলতঃ সে সময়ে যে যেমন যোগ্য লোক সকলকেই শ্রীরামচন্দ্র সেইরূপ সম্বর্দ্ধনা করিলেন॥ ৫২॥ অরণ্য মধ্যে সেই মহাত্মা সকলে এমনি চীৎকারস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে সেইশব্দে ভূর্লোক ভুর্লোক প্রতিধ্বনিত হইল এবং প্রলয়কালীন মেঘের গভীর গর্জ্জনসম সেই শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল ও পর্ব্বতীয় গুহা সকল হইতে কেবল ভয়ঙ্কর প্রতিশব্দশ্রুত হইতে লাগিল॥ ৫৩॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে উদকদান নামে একশত একাদশ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১১১॥

দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠঃ পুরতঃ কৃত্বা দারান্ দশরথস্য সঃ।
অভিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১ ॥
রাজপত্ন্যস্তু গচ্ছন্ত্যো নদীং মন্দাকিনীং প্রতি।
দদৃশুস্তত্র তান্তীর্থং রামলক্ষ্মণসেবিতং ॥ ২ ॥
কৌশল্যা বাষ্পপূর্ণেন মুখেন পরিশুষ্যতা।
সুমিত্রাং চাব্রবীদ্দীনাং যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥ ৩ ॥
ইদং তেষামনাথানাং শুভমক্লিষ্টকর্ম্মণাং।
বনে প্রাক্ কেবলং তীর্থং যে তে নির্ব্বিষয়ীকৃতাঃ ॥ ৪ ॥
ইতঃ সুমিত্রে রামার্থং জলমাদায় বীর্য্যবান্।
সদা গচ্ছতি সৌমিত্রির্ম্মম পুত্রস্য কারণাৎ ॥ ৫ ॥
দুষ্করং কুরুতে পুত্রঃ সুমিত্রে তব ধার্ম্মিকঃ।
শুশ্রূষতেঽনুরাগেণ যো জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং বনে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

মহাত্মা বশিষ্ঠমুনি রাজাদশরথের পত্নীগণকে অগ্রে করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে সংদর্শন করিবার অভিলাষে সেই প্রদেশে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ নৃপমহিষীরা মন্দাকিনী নদীর তীরে গমন করিয়া তথায় শ্রীরামলক্ষ্মণ পরিসেবিত বিমল তীর্থ স্থান অবলোকন করিলেন ॥ ২ ॥ পরিম্লানবদনা কৌশল্যা দেবী বাষ্পপূর্ণ নয়নে গদ্গদ বচনে দীনাহীনা প্রায় সুমিত্রাকে ও অন্যান্য রাজপত্নীদিগকে বলিলেন ॥ ৩ ॥ হে লক্ষ্মণ জননি! যাঁহারা রাজ্য সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন কানন মধ্যে পুর্ব্বোভাগে কেবল সেই অনাথ বিশুদ্ধ কার্য্যকারক রাম প্রভৃতির এই নির্ম্মল পবিত্র তীর্থ নেত্রগোচর হইতেছে ॥ ৪ ॥ হে সুমিত্রে! মহাবল সম্পন্ন লক্ষ্মণ এই স্থানদিয়া আমার পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের জন্য জল লইয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন এমন বোধ হইতেছে ॥ ৫ ॥ হে সুমিত্রে! তোমার ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র লক্ষ্মণ অরণ্য মধ্যে শ্রীরামের জন্য অতিদুরূহ কার্য্যসকল সমাধা করিয়া থাকেন, কেননা যেমন গৃহে থাকিয়া আনুগত্য করিতেন তেমন এখানেও অনুরাগ সহকারে জ্যেষ্ঠ সহোদর রঘুবরের সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন ॥ ৬ ॥

স্ত্রীপ্রধানেন যঃ পিত্রা ত্যক্তো নিরপরাধবান্।
দুষ্টশ্বাপদজুষ্টেষু বনেষু সহ সীতয়া ॥ ৭ ॥
এবং বিলপমানা সা কৌশল্যা বাষ্পবিক্লবা।
দদর্শেঙ্গুদপিণ্যাকৈর্নির্বাপং পুলিনে কৃতং ॥ ৮ ॥
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু সপুষ্পেষু নিবেশিতং।
উপহারং পিতুর্দত্তং ভর্তুরায়তলোচনা ॥ ৯ ॥
সা তমিঙ্গুদপিণ্যাকং দৃষ্ট্বা দ্বিগুণদুঃখিতা।
উবাচ দেবী কৌশল্যা সর্ব্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥
ইদমিক্ষ্বাকুনাথেন রাঘবেণ মহাত্মনা।
পিতুরিক্ষ্বাকুনাথস্য ন্যস্তং পশ্যত যাদৃশং ॥ ১১ ॥
তস্য দেবসমস্যেদং পার্থিবস্য মহাত্মনঃ।
নৈতদৌপয়িকং মন্যে ভুক্তভোগস্য ভোজনং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

কি আক্ষেপের বিষয়! স্ত্রীপরতন্ত্র মহারাজ দশরথ নিরপরাধি রঘুনাথকে জানকীর সহিত হিংসাপ্রকৃতিক হিংস্রক জন্তু সন্দোহ সঙ্কুল কাননমধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন! ॥ ৭ ॥ কৌশল্যা দেবী বাষ্প পরিপূর্ণ নয়নে এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে মন্দাকিনী তটে শ্রীরাম যে ইঙ্গুদ ও পিণ্যাক ফলে বিরচিত পিণ্ড প্রদান করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইলেন ॥ ৮ ॥ শ্রীরাম পুষ্প সুশোভিত দক্ষিণাগ্রকুশ সমূহে পিতার উদ্দেশে যে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন বিশাল নয়না রাজমহিষী কৌশল্যা দেবী তাহা নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৯ ॥ কৌশল্যা দেবী সেই ইঙ্গুদফলের পিণ্ড সন্দর্শন করিয়া দ্বিগুণতর দুঃখিতা হইয়া নৃপতি দশরথের অন্যান্য পত্নীগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ হে সপত্নী সকল! ইক্ষ্বাকু বংশের চূড়ামণি মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র আপন পিতা ইক্ষ্বাকুনাথ দশরথের উদ্দেশে যাদৃশ পিণ্ড প্রদান করিয়াছেন তোমরা সকলে অবলোকন কর ॥ ১১ ॥ দেবসমান পৃথিবী পতি মহাত্মা দশরথ, যিনি চিরকাল অশেষ বিধ সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করিয়াছেন, বোধ হয় ইহা তাঁহার ভোজনের উপযুক্ত হয় নাই ॥ ১২ ॥

চতুরন্তাং মহীং ভোক্তা মহেন্দ্রসদৃশো বিভুঃ।
কথমিঙ্গুদপিণ্যাকং স ভুঙ্ক্তে বসুধাধিপঃ॥ ১৩॥
অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
যত্র রামঃ পিতুর্দ্দদ্যাৎ তাপসান্নাদ্যমীদৃশং॥ ১৪॥
রামেণেঙ্গুদপিণ্যাকং পিতুর্দ্দত্তং সমীক্ষ্য তৎ।
কথং নামাত্মহৃদয়ং ন বিদীর্য্যেৎ সহস্রধা॥ ১৫॥
সা জগামাশ্রমপদং কৌশল্যা যত্র রাঘবঃ।
ততস্তু ত্বরিতং গত্বা সর্ব্বা নৃপতিযোষিতঃ॥ ১৬॥
অপশ্যন্নাশ্রমে রামং স্বর্গচ্যুতমিবামরং।
তং ভোগৈঃ সম্পরিত্যক্তং রামং প্রেক্ষ্যৈব মাতরঃ॥ ১৭॥
আর্ত্তা মুমুচুরশ্রূণি সুস্বরং শোকলালসাঃ।
তাসাং রামঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণান্ শুভান্॥ ১৮॥

অনুবাদ।

দেবরাজ সমান যে রাজাধিরাজ দশরথ সমুদ্র বলয়া পৃথিবী ভোগ করিয়াছেন, সেই প্রভু কিরূপে ইঙ্গুদ ফলের পিণ্ড ভোজন করিবেন। ॥ ১৩ ॥ অতএব আমার বোধ হয় ইহলোকে ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র তপস্বীদিগেরন্যায় পিতার উদ্দেশে এই তাপসান্নে পিণ্ডপ্রদান করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ শ্রীরাম আপন পিতাকে এই ইঙ্গুদফল পিণ্ডপ্রদান করিয়াছেন দেখিয়া কেননা আমার হৃদয় সহস্রখণ্ডে বিভক্ত হইল? ॥ ১৫ ॥ তখন কৌশল্যা দেবী যথায় রঘুনাথ অবস্থান করিতেছেন সেই আশ্রমস্থানে ত্বরিত পদে গমন করিলেন, অনন্তর অন্যান্য রাজমহিষীরাও সকলে তাঁহার অনুপদে গমন করিয়া॥ ১৬ ॥ স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত দেবরাজের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্রম মধ্যে অবলোকন করিলেন, ভোগ পরিবর্জ্জিত রঘুনাথকে দর্শনমাত্র জননীগণ॥ ১৭ ॥ অতিশয় কাতর হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে সুমধুর আর্ত্তস্বরে রোদন করতঃ নেত্রজল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, শ্রীরাম তাঁহাদিগকে দর্শন করিবা মাত্র উত্থিত হইয়া মাতৃ সকলের চরণ গ্রহণ করিলেন॥ ১৮ ॥

মাতৃণাং পুরুষব্যাঘ্রঃ সর্ব্বাসামনুপূর্ব্বশঃ।
পাণিভিঃ সুখসংস্পর্শৈর্ম্মৃদ্বঙ্গুলিতলৈঃ শুভৈঃ॥ ১৯॥
মূর্দ্ধন্যাঘ্রায় তং রামং রুরুদুঃ পার্থিবস্ত্রিয়ঃ।
সৌমিত্রিরপি তাঃ সর্ব্বাঃ স মাতৃঃ শোককর্ষিতাঃ॥ ২০॥
অভ্যবাদয়ত প্রহ্বো দীনো রামাদনন্তরং।
আশীর্ব্বাদাশ্চ রামস্য লক্ষ্মণস্য তথৈব চ॥ ২১॥
দেশকালানুরূপাশ্চ যেঽনুরূপাশ্চ মাতৃষু।
যথা রামে তথা তস্মিন্ সর্ব্বা বৰৃতিরে স্ত্রিয়ঃ॥ ২২॥
বৃত্তিং দশরথাজ্জাতে লক্ষ্মণে শুভলক্ষণে।
সীতাপি রুদতী তাসাং পদং স্পৃষ্ট্বা সুদুঃখিতা॥ ২৩॥
শ্বশ্রূণামশ্রুপূর্ণাক্ষী সা বভূবাগ্রতঃ স্থিতা।
তাং পরিষ্বজ্য কৌশল্যা মাতা দুহিতরং যথা॥ ২৪॥

অনুবাদ।

পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র ক্রমান্বয়ে সমুদয় মাতৃগণের চরণযুগল সুখস্পর্শ সুকোমল মনোরম করাঙ্গুলিতলদ্বারা সংস্পর্শ করিলেন॥ ১৯॥ রাজমহিষীরা সকলে রঘুনাথের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন,। রামচন্দ্র প্রণাম করিলে পর সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণও নম্রভাবে দীনতরচিত্তে শোকাভিভূত হইয়া মাতৃগণকে প্রণাম অভিবাদন করিলেন, জননীরাও সকলে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রতি দেশকালের অনুরূপ ও মাতৃগণের সন্তানের প্রতি যে রূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করা উচিত তদনুরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন, ফলতঃ রাজমহিলারা সকলেই শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রতি একরূপ আচার ব্যবহার করিলেন তাহাতে কোন ইতর বিশেষ হইল না। যেহেতু শুভলক্ষণ সম্পন্ন লক্ষ্মণও মহারাজ দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর সীতাদেবীও একান্ত দুঃখিতা হইয়া সেই সকল শাশুড়ীদিগের চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন॥ ২০॥ ২১॥ ২২॥ ২৩॥ তখন তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্বশ্রূদিগের অগ্রভাগে অবস্থিতি করিলেন, জননী কন্যাকে যেরূপে আলিঙ্গন করেন কৌশল্যা দেবী সেই প্রকার ভাবেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন॥ ২৪॥

বনবাসকৃশাং দীনামিদং বচনমব্রবীৎ।
বিদেহরাজস্য সুতা স্নুষা দশরথস্য চ ॥ ২৫ ॥
রামপত্নী কথং দুর্গং বনং প্রাপ্তাসি জানকি।
পদ্মমাতপসন্তপ্তং পরিক্লিষ্টমিবোৎপলং ॥ ২৬ ॥
কাঞ্চনং রজসা ধ্বস্তং দিবা চন্দ্রমিবাপ্রভং।
মুখং তে প্রেক্ষ্য মাং শোকো দহত্যগ্নিরিবাশ্রয়ং ॥ ২৭ ॥
ভৃশং ত্বেহ বৈদেহি ব্যসনারণিসম্ভবঃ।
দহত্যগ্নির্ম্মুখং কান্তং নিস্তোয়মিব পঙ্কজং ॥ ২৮ ॥
ব্রুবত্যামেবমার্ত্তায়াং জনন্যাং ভরতাগ্রজঃ।
পাদাবাসাদ্য জগ্রাহ বশিষ্ঠস্যাথ রাঘবঃ ॥ ২৯ ॥
পুরোহিতস্যাগ্নিসমস্য রাঘবো বৃহস্পতেরিন্দ্র ইবামরাধিপঃ।
নিপীড্য পাদৌ সুসমৃদ্ধতেজসঃ সহৈব তেনোপবিবেশ রাঘবঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।

বনবাস জনিত দুঃখে কৃশতরা দীনভাবাপন্না জানকীকে কৌশল্যা দেবী এই কথা বলিলেন, হে মাতর্জানকি! তুমি বিদেহরাজ জনক মহাশয়ের কন্যা, রাজা দশরথের পুত্রবধু, রঘুবীর শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী হইয়া কেমনকরে এই দুর্গম অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিতেছ? তোমার পদ্মবদন প্রচণ্ড রবিতাপপরিম্লান জলহীন পঙ্কজেরন্যায়, ও পরিক্লিষ্ট কোকনদের ন্যায় গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ হে জানকি! মলপরিপূর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, দিবসধূষর নিশানাথের ন্যায় প্রভাহীন তোমার মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া অনল যেরূপ আপন আশ্রয় ধ্বংস করে সেই প্রকার শোকানল আমাকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ২৭ ॥ হে বিদেহনন্দিনি! এস্থানে তোমার এই প্রকার বিপদরূপ অরণি হইতে সমুত্থিত অগ্নি, জল শূন্য পঙ্কজের ন্যায় তোমার কমনীয় মুখপদ্মকে দগ্ধ করিতেছে॥ ২৮ ॥ অনন্তর রামজননী এই প্রকার কাতর উক্তিতে বিবিধ প্রকার কথা জানকীকে বলিতে লাগিলেন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ পুরোহিতের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্মদ্বয় গ্রহণ করিলেন ॥ ২৯ ॥ সুররাজ পুরন্দর বৃহস্পতির পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া যেমন একাসনে উপবেশন করেন তদ্রূপ রঘুনাথ অগ্নিরন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর কুল পুরোহিত বশিষ্ঠ মহাশয়ের শ্রীচরণযুগলে প্রণত হইয়া তাঁহার সহিত এক স্থানে উপবেশন করিলেন ॥ ৩০ ॥

ততো জঘন্যং ভরতোঽপি মন্ত্রিভি র্বলপ্রধানৈশ্চ সহৈব সৈনিকৈঃ।
জনেন ধর্ম্মজ্ঞতমেন ধর্ম্মবিৎ সহোপবিষ্টঃ সমুপেত্য রাঘবং ॥ ৩১ ॥
কিমেষ বাক্যং ভরতোঽদ্য রাঘবং প্রণম্য সৎকৃত্য চ সাধু বক্ষ্যতি।
ইতীব তস্যার্য্যজনস্য তত্ত্বতো বভূব কৌতূহলমুত্তমং তদা ॥ ৩২ ॥
স রাঘবঃ সত্যধৃতিশ্চ লক্ষ্মণো মহানুভাবো ভরতস্য ধর্ম্মবিৎ।
বৃতাঃ সুহৃদ্ভিঃ পরিরেজুরোজসা যথা সদস্যৈঋর্ষিভিস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে মাতৃসঙ্গমো নাম
দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর ধার্ম্মিকবর ভরত ও মন্ত্রিগণ ও প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ ও শত শত পরম ধার্ম্মিক লোক সমভিব্যাহারে শ্রীরাম সন্নিধানে সমাগত হইয়া যঘন্য রূপে নিরাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩১ ॥ তখন সমভিব্যাহারি মাননীয় লোক দিগের মনে যথার্থতঃ এই উত্তম কুতূহল জন্মিল, যে এই ভরত অদ্য শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম ও সহ সম্ভাষণ করিয়া কি প্রকার সাধ্য বচন প্রয়োগ করিবেন তাহা শ্রবণাভিপ্রায় ॥ ৩২ ॥ মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র, সত্যপরায়ণ ধীরপ্রকৃতি লক্ষ্মণ, ও ধর্ম্মশীল মহানুভাব ভরত ইহাঁরা বন্ধুবান্ধব স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া সদস্য প্রভৃতি ঋষিগণে পরিবৃত দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় নামক অগ্নি ত্রিতয়েরন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে মাতৃগণের সহিত মিলন নামে দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গ সমাপ্তনঃ ॥ ১১২ ॥

——00——

ত্রয়োদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

অথোপবিষ্টং ধ্যায়ন্তং রামং প্রকৃতিসংসদি।
উবাচ ভরতশ্চিত্রং ধার্ম্মিকো ধার্ম্মিকং বচঃ॥ ১॥
প্রোষিতে ময়ি যন্মাত্রা পাপং মৎকারণাৎ কৃতং।
ক্ষুদ্রয়া ন তদিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম॥ ২॥
ধর্ম্মবন্ধানুবদ্ধোঽস্মি যেন নাদ্যেহ মাতরং।
হন্মি তীব্রেণ দণ্ডেন দণ্ডার্হামপকারিণীং॥ ৩॥
কথং দশরথাজ্জাতঃ শুদ্ধাভিজনকর্ম্মবান্।
অহং ভ্রাতৃব্যবস্তুাতুঃ কার্য্যাং কর্ম্ম বিগর্হিতং॥ ৪॥
গুরুঃ ক্রিয়াবান্ বৃদ্ধশ্চ রাজা প্রেতঃ পিতৈব নঃ।
ততো ন পরিগর্হামি দৈবতঞ্চেতি সংসদি॥ ৫॥
কো হি ধর্ম্মার্থয়োর্হীনমীদৃশং কর্ম্ম গর্হিতং।
স্ত্রিয়াঃ প্রিয়চিকীর্ষুত্বাৎ কুর্য্যাদ্ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মবিৎ॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর প্রকৃতি মণ্ডলের মধ্যে সমুপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র চিন্তাপর রহিয়াছেন দেখিয়া ধর্ম্ম পরায়ণ ভরত তাঁহাকে ধর্ম্ম যুক্ত আশ্চর্য্য কথা সকল বলিতে লাগিলেন॥ ১॥ হে মহাভাগ! আমি যখন বিদেশেছিলাম সেই সময়ে আমার জননী কৈকেয়ী আমার জন্য যে পাপাচরণ করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই আমার অভিপ্রেত নহে, অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ২॥ আমি ধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুরোধে একান্ত বদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই অদ্য এ বিষয়ে অপকারকারিণী সমুচিত দণ্ড যোগ্যা পাপীয়সী জননীকে উৎকট দণ্ডবিধান দ্বারা নষ্ট করিতে পারিতেছি না॥ ৩॥ আমি রাজা দরশথ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সাধুলোক সমাচরিত শুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকি, অতএব ভ্রাতৃপুত্রের ন্যায় জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি কি প্রকারে বিনিন্দিত কর্ম্মের আচরণ করিব॥ ৪॥ ক্রিয়াবান্ রাজা দশরথ আমাদিগের গুরু এবং পিতা, তিনি বৃদ্ধাবস্থায় কালকবলিত হইয়াছেন, অতএব এই সভার মধ্যে তাঁহার দৈবত কে কি রূপে নিন্দা করিতে পারি॥ ৫॥ কিন্তু হে ধর্ম্মজ্ঞ! কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি স্ত্রীর প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার জন্য ধর্ম্মার্থ পরিহীন ঈদৃশ নিন্দিত কর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে?॥ ৬॥

অন্তকালে মতির্ব্যক্তং মর্ত্ত্যানাং কিল মুহ্যতি।
রাজ্ঞৈবং বর্ত্তিনা লোকে প্রত্যক্ষং সা শ্রুতিঃ কৃতা॥ ৭॥
তস্য তং মতিসংমোহমন্তকালসমুদ্ভবং।
তাতস্য সমতিক্রান্তং প্রত্যাহর্ত্তুং ত্বমর্হসি॥ ৮॥
পিতুর্হি সমতিক্রান্তং যঃ সাধু কুরুতে সুতঃ।
তদপত্যমিতি প্রোক্তমনপত্যমতোঽন্যথা॥ ৯॥
তদপত্যং ভবানস্তু মেদং ত্বং দুষ্কৃতং পিতুঃ।
অনুবর্ত্তস্ব কাকুৎস্থ লোকে সাধুবিগর্হিতং॥ ১০॥
কৈকেয়ীং মাতরং মাঞ্চ সুহৃদো বান্ধবাংশ্চ নঃ।
পৌরজানপদান্ ভৃত্যাংস্ত্রায়স্ব সকলানিমান্॥ ১১॥
ক্ব চারণ্যং ক্ব চ ক্ষাত্রং ক্ব জটাঃ ক্ব চ পালনং।
ঈদৃশং ব্যাহতং কর্ম্ম ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১২॥

অনুবাদ।

এই এক প্রাচীন কথা আছে যে চরমাবস্থায় মনুষ্য মাত্রেরই একেবারে বুদ্ধির বিক্রিয়া জন্মিয়া থাকে, পিতা মহারাজ সেই রূপ ব্যবহার করিয়া সেই তিহ্যকথার প্রত্যক্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন॥ ৭॥ অতএব সেই পিতা মহাশয়ের অন্তকালে সমুদিত বুদ্ধি ভ্রংশ যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে আপনি তাহা সংশোধন করিতে যোগ্য হউন্॥ ৮॥ যে সন্তান অতিক্রান্ত পিতার আদেশকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন তিনিই সাধু সন্তান, যাহারা তাহা না করে তাহারা সন্তানই নহে॥ ৯॥ হে ইক্ষ্বাকুবংশ প্রদীপ! পিতার সেইরূপ অতিক্রান্ত অনুমতি প্রতিপালক সন্তান আপনিই একজন আছেন, এক্ষণে জনসমাজে জনকের সেই দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুবর্ত্তি হইয়া পিতাকে সাধুবিগর্হিত কর্ম্মকৃৎ বলিয়া আপনি আর লোকনিন্দিত করিবেন না॥ ১০॥ হে রঘুনাথ! মাতা কৈকেয়ীকে ও আমাকে এবং বন্ধু বান্ধবাদি স্বজনগণকে, পুরজনগণকে ভৃত্যদিগকে, ও অন্যোন্য সমুদয় অনুগত লোককে রক্ষা করুন্॥ ১১॥ কোথা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, কোথা অরণ্য বাস, কোথা পৃথিবী প্রতিপালন, কোথা জটাধারণ, অতএব এতাদৃশ ব্যাহত কর্ম্ম প্রতিপালন করিতে আপনি যোগ্য হইবেন না॥ ১২॥

অথ ক্লেশজমেবং ত্বং ধর্ম্মং চরিতুমিচ্ছসি।
সংগৃহ্য চতুরো বর্ণান্ পালয়ন্ ক্লেশমাপ্নুহি ॥ ১৩ ॥
চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমং।
আহুর্দ্ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞাস্তং কথং ত্যক্তুমিচ্ছসি ॥ ১৪ ॥
ত্বত্তশ্চ বুদ্ধ্যা জ্ঞানেন জন্মনা চাবরো হ্যহং।
স কথং পালয়িষ্যামি ভূমিং ভবতি তিষ্ঠতি ॥ ১৫ ॥
হীনবুদ্ধির্হীনগুণো হীনঃ জ্ঞানেন চাপ্যহং।
ভবতা চ বিনাভূতো ন বর্ত্তয়িতুমুৎসহে ॥ ১৬ ॥
ইদমখিলমব্যগ্রং পিত্র্যং রাজ্যমকণ্টকং।
অনুশাধি স্বধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১৭ ॥
ইহৈব ত্বাভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়স্তথা।
ঋত্বিজঃ সবশিষ্ঠাশ্চ ব্রাহ্মণা মন্ত্রকোবিদাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

অথবা আপনি ক্লেশকর ধর্ম্মেরই আচরণ করিতে যদি একান্ত মনে করিয়া না থাকেন, তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়কে সুসমঞ্জস্যে প্রতিপালন জন্য যে ক্লেশসেই ক্লেশ, অনুভব করুন্ ॥ ১৩ ॥ হে জানকীনাথ! ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ, ভৈক্ষুক, এই চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকেই প্রধান বলিয়া ধার্ম্মিক লোকেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএবআপনি কি এ গৃহাশ্রমকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, আপনা হইতে আমি বুদ্ধিতে, জ্ঞানেতে, কি জন্মেতে কনিষ্ঠ, অতএব আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আমি কি রূপে পৃথিবী প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইব ॥ ১৫ ॥ আমি বুদ্ধিহীন, গুণহীন ও অবস্থাহীন হইয়া আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে কি প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সাহসযুক্ত হইব॥ ১৬ ॥ হে ধার্ম্মিকবর! এই অখিলরাজ্য পিতা যাহা নিষ্কণ্ঠকে অকুণ্ঠিতরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন, আপনি বন্ধুবান্ধব সমভিব্যহারে স্বীয় ধর্ম্মানুসারে ইহা শাসন করুন্ ॥ ১৭ ॥ সমস্ত প্রজামণ্ডল, বশিষ্ঠ পুরোহিত প্রভৃতি ঋষিগণ, ও মন্ত্রবেত্ত ব্রাহ্মণগণ সকলেই আপনাকে অভিষেক করুন্ ॥ ১৮ ॥

অভিষিক্তস্ত্বমস্মাভিরযোধ্যাপালনে ব্রজ।
বিজিত্য তরসা লোকান্ মরুদ্ভিরিব বাসবঃ॥ ১৯॥
ঋণানি ত্রীণ্যপাকুর্ব্বন্ দুর্হৃদঃ সাধু কর্ষয়ন্।
সুহৃদস্তর্পয়ন্ কামৈর্ব্রজ তত্র প্রশাধি নঃ॥ ২০॥
অদ্য দৈন্যমুদস্যন্তু সুহৃদস্তেঽভিষেচনে।
অদ্য ভীতাঃ পলায়ন্তাং দুর্হৃদস্তে দিশো দশ॥ ২১॥
অশ্রূণি মম মাতুশ্চ প্রমৃজ পুরুষর্ষভ।
অদ্য তত্র ভবান্ ত্বং চ পিতরং রক্ষ কিল্বিষাৎ॥ ২২॥
ধর্ম্মো হ্যেষ বরঃ প্রোক্তঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিষেচনং।
যজনঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞৈঃ প্রজানাঞ্চৈব রক্ষণং॥ ২৩॥
শিরসা ত্বাভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি।
বান্ধবেষু চ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বিব মহেশ্বরঃ॥ ২৪॥

অনুবাদ।

আমরা সকলেই আপনাকে অভিষেক করিলে পর দেবরাজ মরুদ্গণ দ্বারা সহসা সকল লোক জয় করিয়া যেমন সুরলোকে গমন করেন, তদ্রূপ আপনি এবং অযোধ্যারাজ্য প্রতিপালন করিবার জন্য গমন করুন্॥ ১৯॥ আপনি দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ প্রভৃতি ঋণত্রয় পরিশোধ করুন্, দুরাশয় লোকদিগকে সৎস্বভাবান্বিত করুন্, বন্ধু বান্ধব স্বজনগণকে অশেষবিধ কাম্যবস্তুদ্বারা পরিতৃপ্ত করুন্, অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক আমাদিগকে শাসন করুন্॥ ২০॥ অদ্য আপনার অভিষেক সন্দর্শনে সুহৃৎ লোকেরা সকলে দীনাভাবকে পরিত্যাগ করুক, এবং শত্রুগণেরা ভীত হইয়া দশদিকে পলায়নপর হউক॥ ২১॥ হে পুরুষোত্তম! অদ্য আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া আমার ও জননীগণের নেত্রজল পরিমার্জ্জন করুন্, এবং স্বীয় পিতা মহারাজাকে ঘোরতর পাপ হইতে রক্ষা করুন্॥ ২২॥ হে রঘুনাথ! ক্ষত্রিয়দিগের রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ যাজকগণ দ্বারা যজ্ঞকরা এবং প্রজাদিগের প্রতিপালন করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত আছে॥ ২৩॥ আমি নতমস্তকদ্বারা আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন্, মহাদেবের যেমন সকল প্রাণিতেই সমান করুণা আছে তেমনি আপনিও সকল বন্ধুবান্ধবের প্রতি দয়ালু হউন্॥ ২৪॥

অথ মাং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বনমেব ভবানিতঃ।
গমিষ্যতি গমিষ্যামি ভবতা সার্দ্ধমপ্যহং ॥ ২৫ ॥

তমৃত্বিজো মাগধসূতবন্দিনঃ
স্তুতপ্রিয়া বাষ্পকলাশ্চ মাতরঃ।
তথা ব্রুবন্তং ভরতং প্রতুষ্টুবুঃ
প্রণম্য রামঞ্চ যযাচিরে সহ ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতবাক্যং নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ।

অথবা যদি আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া এখান হইতে বনেই গমন করিতে চাহেন, তবে আমিও আপনার সহিত বনে গমন করিব ॥ ২৫ ॥ তখন পুরোহিতগণ, মাগধসূত স্তুতিপাঠক সকল ও বাষ্পাকুল নয়না সন্তান প্রিয় মাতৃগণ সকলে শ্রীরামচন্দ্রকে ভরত যে কথা বলিলেন তাহা শুনিয়া ভরতকে স্তব করিতে লাগিলেন, এবং যাহারা প্রণাম করিবার যোগ্য তাহারা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া অযোধ্যা গমনার্থে যাচিঞাকরিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতবাক্য নামে ত্রয়োদশাধিকএকশত সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশধিকশততমঃ সর্গঃ।

স তথা ভরতেনোক্ত রামো ধর্ম্মপথে স্থিতঃ।
ইদং বচনমক্লীবং মধ্যে পরিষদোঽব্রবীৎ॥ ১॥
নাত্মনঃ কামকারোঽস্তি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ।
ইতরেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি॥ ২॥
সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগাশ্চ বিযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতং॥ ৩॥
যথা ফলানাং পক্কানাং নান্যত্র পতনাদ্ভয়ং।
এবং নরাণাং জাতানাং নান্যত্র মরণাদ্ভয়ং॥ ৪॥
যথাগারং দৃঢ়ংস্থূলং জীর্ণং ভূত্বাবসীদতি।
তথাবসীদন্তি নরা মৃত্যুপাশবশং গতাঃ॥ ৫॥
সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুশ্চ তিষ্ঠতি।
গত্বা সুদূরমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ত্ততে॥ ৬॥

অনুবাদ।

সভামণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী ধর্ম্মপথের পথিক রঘুনাথ ভরত কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া অনন্তর এই উদার কথা সকল বলিতে লাগিলেন। ১॥ হে ভরত! আপনার কামনা আপনি পূর্ণ করে এমন কেহই নাই, কোন মনুষ্যই এমন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না, যদি পরস্পরের সাহায্যে হয় এমত বল তাহাও বৃথা, কেন না কৃতান্ত সে উভয়কেই আকর্ষণ করিতেছে॥ ২॥ রাশীকৃত বস্তু যে কিছু দেখা যায়, অবশেষ সেসকলেরই ক্ষয় হইবে, উন্নত বস্তু যত দেখিতেছ সে সকলেই শেষে পতিত হইবে, যত কিছু সংযোগ দেখা যায় সে সমুদয়ই বিয়োগ হইবে, যত লোককে জীবিত থাকিতে দেখা যাইতেছে পরিণামে সেসকলকেই মরিতে হইবে॥ ৩॥ যেমন সুপক্ক হইলে ফল সমূহের বৃক্ষ হইতে পতন ব্যতিরিক্ত আর অন্য ভয় নাই, তেমনি জন্মপ্রাপ্ত মনুষ্য মাত্রেরই মরণ ব্যতীত আর অন্য ভয় নাই॥ ৪॥ যেমন অতি দৃঢ় ও স্থূল গৃহসকল ক্রমে জীর্ণ হইয়া পতিত হয়, তেমনি মনুষ্য সকল ক্রমে মৃত্যুপাশের বশবর্ত্তী হইয়া অবসন্ন হয়॥ ৫॥ জীব যথা গমন করুক্ না কেন কিন্তু মৃত্যু তাহার সমভিব্যাহারে গমন করে, যথা অবস্থিতি করুক্ না কেন, মৃত্যুর সহিতই অবস্থান করিতে হয়, এবং বহুদূর পথ যাইয়া নিবৃত্ত হইলেও মৃত্যুসহিত নিবৃত্ত হইতে হয়, অর্থাৎ মৃত্যু জীবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে কোনমতে মৃত্যুর নিবারণ নাই॥ ৬॥

অহোরাত্রাণি বর্ত্তন্তে সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ুংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ॥ ৭॥
আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি।
আয়ুস্তে ক্ষীয়তে যস্য স্থিতস্য চরতস্তথা॥ ৮॥
গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ।
জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং হি কৃত্বা সুখী ভবেৎ॥ ৯॥
নন্দন্ত্যুদিত আদিত্যে নন্দন্ত্যস্তমিতেঽপি চ।
আত্মনো নাববুধ্যন্তে পুরুষা জীবিতক্ষয়ং॥ ১০॥
দৃষ্ট্বা প্রসূনং হৃষ্যন্তি নবং নবমিবাগতং।
ঋতূনাং পরিবর্ত্তেন প্রাণিনঃ প্রাণসংক্ষয়ে। ১১॥
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং স্থিত্বা কিঞ্চিৎ ক্ষণান্তরং॥ ১২॥

অনুবাদ।

গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের কিরণ যেমন পৃথিবীর রসকে আকর্ষণকরে, সেইরূপ বর্ত্তমান দিবা বিভাবরী অনবরত প্রাণিগণের পরমায়ুকে ক্ষণেক্ষণে আকর্ষণ করিতেছে। ৭॥ হে ভরত! তুমি অন্যের জন্য কি শোক করিতেছ? এক্ষণে তুমি আপনার অবস্থার অনুশোচন করহ, এই তুমি উপস্থিত রহিয়াছ, এই বেড়াইতেছ কিন্তু তোমারও পরমায়ু ক্ষয় পাইতেছে॥ ৮॥ যাহার গাত্রময় মাংস লুলিত হইয়া বলিত হইয়াছে, কুন্তলজাল কালিমাভাব পরিহার করিয়া শ্বেতবর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে জরার প্রভাবে যে পুরুষ জীর্ণ হইয়াছে, তাহার তখন আর কি করিয়া সুখ হইবে। ॥ ৯॥ সূর্য্যদেবের উদয় অস্ত দেখিয়া লোকে আনন্দিত হয়, কিন্তু আপনার পরমায়ু যে ক্ষয় হইতেছে, ইহা বুঝিতে পারে না॥ ১০॥ প্রতিদিন বর্ত্তমান নূতন নূতন বিবিধ প্রকার বিকশিত পুষ্পসমূহ সন্দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দানুভব করে, কিন্তু জানে না যে ঋতুর পরিবর্ত্তনদ্বারা নূতন নূতন পুষ্প হয় তাহাতে আনন্দ কি? তাহাতে প্রাণিগণের প্রাণ অপহৃত হইতেছে, ইহাই চিন্তা করিতে হইবে, অর্থাৎ ঋতু পরিবর্ত্তনে ক্রমে জীবের জীবন ক্ষয় হইতেছে॥ ১১॥ যেমন সমুদ্রে ভাসমান কাষ্ঠে কাষ্ঠে মিলিত হয়, কিঞ্চিৎকাল সেই ভাবে থাকিয়া পুনর্ব্বার স্রোতবেগে সে সংযোগের বিয়োগ হয়, সেই রূপ জীবদিগের পরিবার সম্বন্ধ জানিবে ইতিভাব॥ ১২॥

এবং ভার্য্যাশ্চ পুত্রাশ্চ সুহৃদশ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধীয়ন্তে ধ্রুবস্তেষাং পরাভবঃ ॥ ১৩ ॥
ন কশ্চিদন্যথা ভাবং প্রাণী সমভিবর্ত্ততে।
তেন নাস্তীহ সামর্থ্যং প্রেতস্য হ্যনুশোচতঃ ॥ ১৪ ॥
যথা হি সার্থং গচ্ছন্তং ব্রুয়াৎ কশ্চিৎ পথি স্থিতঃ।
অহমপ্যনুযাস্যামি পৃষ্ঠতো ভবতামিতি ॥ ১৫ ॥
যঃ পূর্ব্বং প্রকৃতো মার্গঃ পিতৃপৈতামহো ধ্রুবঃ।
তমাপন্নঃ কথং শোচেদ্যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥ ১৬ ॥
বয়সঃ প্লবমানস্য শ্রোতসো বাতিবর্ত্তিনঃ।
আত্মা ধর্ম্মে নিযোক্তব্যো ধর্ম্মযোজ্যাঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥
ধর্ম্মাত্মানঃ শুভৈর্বৃত্তৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ধৃতপাপা গতাঃ স্বর্গং পিতামহনিষেবিতং ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

এই প্রকার ভার্য্যা পুত্র বন্ধু বান্ধব সম্পত্তি সমস্ত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার ব্যবহিত হইয়া পড়ে নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে দুরবস্থায় পতিত হইতেহয় ॥ ১৩ ॥ কোন জীবই আপন স্বভাবের অন্যথা ভাব করিতে পারে না বলিয়া যে মৃতব্যক্তির জন্য শোক করা যায় কিন্তু বিবেচনা করিলে অপ্রকৃত কর্ম্মের শোক করাই বিফল ॥ ১৪ ॥ যেমন কতকগুলি লোক গমন করিতেছে দেখিয়া কোন পথিক তাহাদিগকে বলে যে আমিও আপনাদিগের সহিত পশ্চাৎ গমন করিব ॥ ১৫ ॥ সেইরূপ পিতৃ পিতামহদিগের পুরুষানুক্রমে যে পথ নিশ্চিত প্রস্তুত রহিয়াছে সেই পথ অবলম্বনে গমন করিয়া যাহার প্রতি বিধানের কোন উপায় নাই, তাহাতে কি প্রকারে শোক করা হইতে পারে ॥ ১৬ ॥ উদ্বেগ বয়সস্রোতে প্লবমান ব্যক্তিদিগের আত্মাকে ধর্ম্মপথে নিযুক্ত করা উচিত, যে হেতু প্রজালোক ধার্ম্মিক নৃপতির অনুগত হয়, অতএব যথাধর্ম্ম যাজন করা রাজার কর্ম্ম, ইহাতে রামের এই অভিপ্রায়, যে আমি রাজা হইয়া যদি পিতৃ আজ্ঞা হেলন করি, তবে প্রজারা আর ধর্ম্মপথে চলিবে না ॥ ১৭ ॥ ধর্ম্মাত্মা পূর্ব্বপুরুষেরা স্বকীয় শুভ চরিত্রদ্বারা ও সদক্ষিণ যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা পাপশূন্য হইয়া পিতামহদিগে পরিষেবিত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

ভৃত্যানাং ভরণং কৃত্বা প্রজানাং পরিপালনং।
অন্নদানঞ্চ সাধুভ্যঃ পিতা নস্ত্রিদিবং গতঃ॥ ১৯॥
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈর্বহুবিধৈর্ভোগাংশ্চাবাপ্য কেবলান্।
উত্তমং চায়ুরাসাদ্য স্বর্গতো জগতীপতিঃ॥ ২০॥
স জীর্ণং মানুষং দেহং পরিত্যজ্য পিতা মম।
দৈবীং গতিমনুপ্রাপ্তো দিব্যলোকবিহারিণীং॥ ২১॥
তত্র নৈবম্বিধং কশ্চিৎ প্রাজ্ঞঃ শোচিতুমর্হতি।
ত্বদ্বিধো মদ্বিধো বাপি শ্রুতিমান্ বুদ্ধিমান্ নরঃ॥ ২২॥
এতে বহুবিধাঃ শোকা বিলাপো রুদিতং তথা।
বিবর্জ্জনীয়া ধীরেণ সর্ব্বাবস্থাসু ধীমতা॥ ২৩॥
সংস্তম্ভয় ততঃ শোকং মা শুচো বসতাং পুরীং।
যথা পিত্রা নিযুক্তোঽসি তথা কুরু নরর্ষভ॥ ২৪॥

অনুবাদ

আমাদিগের পিতা ভৃত্যগণের ভরণ পোষণ করিয়া প্রজাদিগের প্রতিপালন করতঃ এবং সাধুলোকদিগকে অন্নদান করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন॥ ১৯॥ জগৎ পতি পিতা বহুবিধ যাগ যজ্ঞ করিয়া কেবল অনবরত মনোমত ভোগ সুখে দীর্ঘ পরমায়ু যাপন করিয়া পরিশেষে স্বর্গে গমন করিয়াছেন॥ ২০॥ আমার পিতা জরাজীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যলোক বিহারিণী দৈবী আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ২১॥ অতএব এমন বিষয়ে তোমার সমান কি আমার সমান সুবুদ্ধি, শ্রুতশীল, কোন প্রাজ্ঞ লোকেরই শোক করা উচিত হয় না॥ ২২॥ সুবুদ্ধি, ধীর প্রকৃতি মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই এইরূপ বহুবিধ শোক নিরাকরণ ও পরিতাপ পরিত্যাগ করা উচিত॥ ২৩॥ অতএব হে নরোত্তম! তুমি শোক সম্বরণ কর, শোকের বশীভূত হইলে কি হইবে? সেই অযোধ্যানগরীতে গমন কর, পিতা তোমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাই সম্পাদন করহ॥ ২৪॥

যত্রাহমপি তেনৈব নিযুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণা।
তদেব হি করিষ্যামি পিতুরার্য্যস্য শাসনং॥ ২৫॥
ন ময়া শাসনং তস্য ত্যক্তুং ন্যায্যমরিন্দম।
তৎ ত্বয়াপি সদা কার্য্যং স নো বন্ধুঃ স নঃ পিতা॥ ২৬॥
স এবমুক্তো ভরতো রামং বচনমব্রবীৎ।
কিয়ন্তস্তাদৃশা লোকে যাদৃশস্ত্বমরিন্দম॥ ২৭॥
ন ত্বাং প্রব্যথয়েদ্ দুঃখং সুখং বাপি প্রহর্ষয়েৎ।
সংমতশ্চাসি বৃদ্ধানাং শক্রো নাকৌকসামিব॥ ২৮॥
যথা মৃতে তথা জীবে যথাসতি তথা সতি।
যস্যৈষ বুদ্ধিলাভঃ স্যাদ্যথা তে মনুজাধিপ॥ ২৯॥
স এবং ব্যসনং প্রাপ্য ন বিষীদিতুমর্হতি।
অমরোপমসত্ত্বোঽসি মহাত্মা সত্যসংগরঃ॥ ৩০॥

অনুবাদ।

সেই পুণ্যকর্ম্মা পিতা আমাকেও যে বিষয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন আমিও প্রাণপণে সেই মহাত্মার আদেশ প্রতিপালন করিব সন্দেহ নাই॥ ২৫ ॥ হে শত্রুতাপন! যেমন আমি কোন ক্রমেই তাহার অনুমতির অন্যথা করিতে পারিতেছি না, তেমনি তুমিও সর্ব্বদা তাহার আজ্ঞাকে প্রতিপালন করিবে, কেননা তিনিই আমাদিগের পরমবন্ধু, তিনিই আমাদিগের পিতা গুরু হয়েন॥ ২৬ ॥ শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে এইরূপ সকল কথা বলিলে পর ভরত বলিতে লাগিলেন, হে অরিন্দম রঘুনাথ! আপনি যাদৃশ উদারপ্রকৃতিক হইয়াছেন, ইহলোকে তাদৃশ প্রকৃতিক লোক কয়জন আছে॥ ২৭ ॥ হে প্রভো! আপনাকে দুঃখও যেমন ব্যথা দিতে পারে না, সুখও তেমন আনন্দিত করিতে সক্ষম নহে, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র যেরূপ আদরণীয়, আপনিও বৃদ্ধ সমাজে পণ্ডিতদিগের তেমনি সম্মান পাত্র হয়েন॥ ২৮ ॥ জীবিত মরণে লাভালাভ বিষয়ে সমান জ্ঞান করা, এমন শুভ বুদ্ধি আপনা ব্যতিরিক্ত জগতে আর কার আছে?॥ ২৯ ॥ আপনি এতাদৃশ মহানুভাব মনুষ্য বলিয়াই এই বিপদ উপস্থিত হইয়া ও আপনাকে অবসন্ন করিতে পারে না, যেহেতু আপনি দেবগণের ন্যায় মহাগণ্য মহাত্মা ও সত্য পরায়ণ হয়েন॥ ৩০ ॥

ন ত্বামেবং গুণৈর্যুক্তং প্রভবাপ্যয়কোবিদং।
অবিষহ্যতমঃ শোকঃ সংসাদয়িতুমর্হতি ॥ ৩১ ॥
আসাদ্য হি নিবর্ত্তেত সন্তাপস্ত্বমরিন্দম।
অশ্মানমিব কাকুৎস্থ পরশুর্বীর পাতিতঃ ॥ ৩২ ॥
অহং তু রহিতো ধীমংস্ত্বয়া দশরথে ন চ।
ন জীবিষ্যামি দুঃখার্ত্তো রুরুর্দ্দিগ্ধহতো যথা ॥ ৩৩ ॥
বসন্তমার্য্যং সহ লক্ষ্মণেন
সভার্য্যমায়স্তমনাঃ সমীক্ষ্য।
প্রাণান্ ন জহ্যাং বিজনে যথাহং
তথা কুরু ত্বং পৃথিবীং প্রশাধি ॥ ২৪ ॥
তথা তু রামো ভরতেন তপ্যতা
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা মহীপতিঃ।
মতিং ন চক্রে গমনায় সত্ত্ববান্
স্থিতঃ পিতুস্তদ্বচনং প্রতীক্ষয়া ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ।

হে রঘুনাথ! আপনি জনন মরণ কারণ বিদিত আছেন, এবং এতাদৃশ অত্যুদার গুণগণে অলঙ্কৃত, অতএব একান্ত অসহ্য এই শোকে কোন মতেই আপনাকে অবসন্ন করিতে পারিবেক না ॥ ৩১। হে শত্রুঞ্জয় হে জগতীপতে! বীর পুরুষকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত পরশু শিলমেঘতল প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ প্রত্যাবৃত্ত হয়, তদ্রূপ এই সন্তাপ বারম্বার আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া নিবর্ত্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥ হে সুধী পুরুষ! একান্ত দুঃখিত রুরুমৃগ দিগ্ধ বা বিদ্ধ হইয়া যেরূপ মৃত হইয়াছিল তদ্রূপ আমি আপনাতে বিহীন ও পিতা দশরথ হীন হইয়া জীবিত থাকিতে পারিব না ॥ ৩৩ ॥ জানকী ও লক্ষ্মণ সমভিব্যহারে বাস করিতেছেন শ্রীরামকে দেখিয়া ভরত কহিতেছেন হে প্রভো! প্রশান্ত মনে আমাকে একবার সন্দর্শন করিয়া বিজন প্রদেশে যাহাতে আমি প্রাণ ত্যাগ না করি, তাহা আপনি করুন, অর্থাৎ অযোধ্যায় গিয়া পৃথিবী প্রতিপালন করুন ॥ ৩৪ ॥ এইরূপে ভরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে ভূতলে মস্তক স্পর্শনদ্বারা মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন, মহাসত্ত্ব সম্পন্ন শ্রীরাম কোনমতেই অযোধ্যা গমনে সম্মত হইলেন না, কেবল পিতার অনুমতি পালনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন ॥ ৩৫।

তদদ্ভুতং ধৈর্য্যমবেক্ষ্য রাঘবে
সমং জনো হর্ষমবাপ দুঃখিতঃ।
ন যাত্যযোধ্যামিতি দুঃখিতোঽভবৎ
স্থিরপ্রতিজ্ঞত্বমবেক্ষ্য হর্ষিতঃ॥ ৩৬॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতপ্রত্যাশ্বাসনং নাম
চতুর্দ্দশাধিক শততমঃ সর্গঃ॥ ১১৪॥

অনুবাদ।

সমুদয় লোক শ্রীরামচন্দ্রের সেই অদ্ভুত ধীরতা অবলোকন করিয়া এককালে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু রঘুনাথ যে অযোধ্যায় যাইবেন না ইহা ভাবিয়া ও অতি দুঃখিত হইতে লাগিলেন, অর্থাৎ একান্ত স্থির প্রতিজ্ঞতা দৃষ্টে যেমন আনন্দিত হইয়া অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তেমনি অযোধ্যা গমনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ও যৎপরোনাস্তি শোকে মগ্ন হইলেন॥ ৩৬॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতের প্রত্যাশ্বাসন নামে চতুর্দ্দশোত্তরএকশত সর্গঃ সমাপনঃ।

——০০——

পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

পুনরেবং ব্রুবাণস্তু ভরতং ভরতাগ্রজঃ।
প্রত্যুবাচ পুনঃ শ্রীমান্ জনমধ্যেঽভিসংস্কৃতং ॥ ১ ॥
উপপন্নমিদং বীর যৎ ত্বমেবমবোচথাঃ।
জাতঃ পুত্ত্রো দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজসত্তমাৎ ॥ ২ ॥
পুরা কিল মহারাজো মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহায় তে প্রাদাদ্রাজ্যং শুল্কমনুত্তমং ॥ ৩ ॥
দেবাসুরে তু সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিব।
প্রহৃষ্টঃ প্রদদৌ রাজা বরমারাধিতঃ প্রভুঃ ॥ ৪ ॥
ততঃ সা সমুপাগম্য তব মাতা যশস্বিনী।
অযাচত মহারাজং দ্বৌ বরৌ বরবর্ণিনী ॥ ৫ ॥
তব রাজ্যং নরব্যাঘ্র মম প্রব্রাজনং তথা।
তত্র রাজা তথৈবাস্তে নিযুক্তঃ প্রদদৌ স্বয়ং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

শ্রীমান্ ভরত বারম্বার এই প্রকার কথা বলিতে লাগিলেন তাহা শুনিয়া ভরতাগ্রজ শ্রীমান্ রামচন্দ্র জনসমাজে একান্ত ভরতের প্রতি সুসংস্কৃত এই কথা বলিলেন॥ ১ ॥ হে ধীরপুরুষ! তুমি রাজাধিরাজ দশরথের ঔরসে কৈকেয়ীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার এই প্রকার কথা বলা উপযুক্ত হইয়াছে॥ ২ ॥ পূর্ব্বকালে মহারাজা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন তোমার মাতামহ মহাশয়কে শুল্কস্বরূপ এক উত্তম রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন॥ ৩ ॥ হে পার্থিব! দেবাসুরের সংগ্রাম সময়ে মহারাজা তোমার জননীকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া সন্তুষ্ট হয়েন, এবং তাঁহাকে বরপ্রদান করেন ॥ ৪ ॥ হে নরোত্তম! অনন্তর তোমার সেই যশস্বিনী মাতা কৈকেয়ী মহারাজার নিকট সমাগতা হইয়া একেবারে তোমার রাজ্যাভিষেক, আর দ্বিতীয় বরে আমার অরণ্যবাস এই দুই বর রাজার স্থানে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে মহারাজা তাঁহাকে উক্ত বরদ্বয় প্রদান করিয়াছেন॥ ৫৬ ॥

তেন পিত্রাহমপ্যত্র নিযুক্তঃ পুরুষর্ষভ।
চতুর্দ্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বরদানিকং ॥ ৭ ॥
সোঽহং বনমিদং দুর্গং নির্জ্জনং লক্ষ্মণান্বিতঃ।
সসীতশ্চাগতো বীর সত্যবাক্যে স্থিতঃ পিতুঃ ॥ ৮ ॥
ভবানপি তথা ক্ষিপ্রং পিতরং সত্যবাদিনং।
কর্ত্তুমর্হতি রাজেন্দ্রং শাধি রাজ্যমকণ্টকং ॥ ৯ ॥
ঋণান্মোচয় রাজানং মৎকৃতে ভরত প্রভুং।
পিতরং ত্রাহি ধর্ম্মজ্ঞ মাতরং চাপি নন্দয় ॥ ১০ ॥
শ্রূয়তে হি পুরা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়ায়াঞ্চ পিতৄন্ প্রতি ॥ ১১ ॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে পুরুষোত্তম! সেই পিতা মহাশয় বরদান জনিত আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যবাসী হইতে নিযুক্ত করিয়াছেন॥ ৭ ॥ হে বীর! আমিও পিতার সত্য বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্য লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে এই নির্জ্জন দুর্গম ভীষণ কানন মধ্যে সমাগত হইয়াছি॥ ৮ ॥ আমি যেমন পিতৃ সত্য পালনে আসিয়াছি তেমনি তোমারও উচিত যে পিতাকে সত্যবাদী করিবার জন্য অবিলম্বে সাম্রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগকর॥ ৯ ॥ হে ভরত! তুমি আমার অনুরোধে পিতা মহারাজাকে ঋণ হইতে মুক্ত কর, হে ধর্ম্ম পরায়ণ! পিতাকে পরিত্রাণ কর, এবং মাতারও অভিলাষ পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত কর॥ ১০ ॥ হে বৎস ভরত! পূর্ব্বে পূর্ব্বে শ্রবণ করা গিয়াছে গয়াতীর্থে পিতৃ লোকের প্রতি গয় নামে যশস্বী যজমান যে শ্রুতি পাঠ করিয়াছেন॥ ১১ ॥ যেহেতু পুন্নাম নরক হইতে সন্তান পিতাকে পরিত্রাণ করেন এই জন্য স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং সন্তানকে পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ১২ ॥

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং হি সমবেতানাং যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥
এবং রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে প্রতীতা রঘুনন্দন।
তৎ ত্রায়স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং নরকাৎ প্রভো ॥ ১৪ ॥
অযোধ্যাং গচ্ছ ভরত প্রকৃতীরনুরঞ্জয়।
শত্রুঘ্নসহিতো বীর সহ সর্ব্বৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১৫ ॥
প্রবেক্ষ্যে দণ্ডকারণ্যমহমপ্যৃষিভিঃ সহ।
আভ্যাস্তু সহিতো রাজন্ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ ॥ ১৬ ॥
ত্বং রাজা ভরত ভবাশু নাগরাণাং বন্যানামহমপি রাজরাণ্মৃগাণাং।
গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সংপ্রহৃষ্টঃ শান্তাত্মা ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে।১৭
ছায়াং তে দিনকরভাঃ প্রবাধমানং ছত্রং বৈ ভরত করোতু মূর্দ্ধ্নি শীতাং ॥
এতেষামহমপি কাননদ্রুমাণাং ছায়াং তামতিশিশিরাং সমাশ্রয়িষ্যে ১৮

অনুবাদ।

অশেষ গুণ গণে বিভূষিত বহুশ্রুত অনেক সন্তান প্রার্থনা করিতে হয়, কেন না তাহাদিগের সকলের মধ্যে যদি কেহ কখন গয়ায় গমন করে ॥ ১৩ ॥ হে রঘুবংশতিলক! রাজর্ষিরা সকলেই এই কথা অঙ্গীকার করিয়াছেন, হে নরবর প্রভো! অতএব তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ১৪ ॥ হে বীর ভরত! তুমি শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে, ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ সম্বলিত অযোধ্যায় গমন কর, এবং প্রজা মণ্ডলের মনোরঞ্জন কর ॥ ১৫ ॥ হে রাজন্! আমিও সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ঋষিদিগের সহিত দণ্ডক কানন মধ্যে প্রবেশ করিতেছি ॥ ১৬ ॥ হে ভ্রাতর্ভরত! তুমি অতিসত্বর নগর বাসি জন গণের রাজাহও আমিও বনচারি মৃগ কুলের অধিরাজ হইতেছি, তুমি একান্ত আহ্লাদিত হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ কর, আমিও প্রশান্ত মনে দণ্ডক কাননে প্রবেশ করিতেছি ॥ ১৭ ॥ হে ভরত! দিবাকরের কিরণ জাল তোমার মস্তকে ধাবমান হইতেছে ছত্রের শীতল ছায়া বিস্তার করুক, আর এই সকল কানন দ্রুমের একান্ত সুশীতল তম ছায়াকে আমিও সমাশ্রয় করিলাম ॥ ১৮

শত্রুঘ্নঃ কুশলতরোহস্তু তে সহায়ঃ
সৌমিত্রির্মম বিহিতঃ প্রধানমন্ত্রী।
চত্বারস্তনয়বরা বয়ং নরেন্দ্রং
সত্যস্থং নৃপ করবাম মা বিষীদ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামবাক্যং নাম
পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৫ ॥

অনুবাদ।

হে নৃপতে! সুচতুরবর শত্রুঘ্ন তোমার সহায় হউক, এবং লক্ষ্মণ ও আমার প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযোজিতই আছেন, ফলতঃ আমরা চারি ভ্রাতা বিবেচনা করিয়া পিতা মহারাজকে সত্যস্থ করি, তুমি কোন ক্রমেই বিষাদ প্রাপ্ত হইওনা॥ ১৯ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে রাম বাক্য নামে পঞ্চদশোত্তরশততমসর্গঃ সমাপনঃ। ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ।

অথ রামমনিচ্ছন্তং গমনায় পুরং প্রতি।
রাজ্ঞো নৈয়ায়িকস্তেষাং সম্মতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ১ ॥
আশ্বাসয়ংশ্চ ভরতং জাবালির্ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
উবাচ রামং ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মোপেতমিদং বচঃ ॥ ২ ॥
সাধু রাঘব মা তে ভূদ্বুদ্ধিরেবং নিরর্থকা।
নরস্য প্রাকৃতস্যেব গর্হ্যা বুদ্ধিস্তপস্বিনঃ ॥ ৩ ॥
যাবদ্বাক্যং পিতুর্যুক্তং কর্ত্তুং নরবর ত্বয়া।
কৃতং সর্ব্বং সমারভ্য যথা ত্বয্যুপপদ্যতে ॥ ৪ ॥
নির্ব্বেদাদ্দীপিতো ভূয়ঃ ক্লৈব্যং মাগন্তুমর্হসি।
তপোধর্ম্মাভিরামেণ রাজ্যে চ নিরপেক্ষয়া ॥ ৫ ॥
নন্নু তে তাত তেনৈব পূর্ব্বং দত্তমিদং জগৎ।
যস্মিন্ ন্যস্তং চ ভরতে সোঽয়ং ত্বামেব যাচতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ

তদনন্তর যখন রঘুবর নগর গমনের প্রতি নিতান্ত হতাদর করিলেন, তখন তাঁহাদিগের রাজসভাস্থ সর্ব্বশাস্ত্র বেত্তা নৈযায়িক প্রধান সকলের সমাদৃত ব্রাহ্মণ জাতির শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ জাবালি নামে মহামুনি ভরতকে আশ্বাস বচনে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ যুক্ত এই কথা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ হে রঘুনাথ! তুমি সাধুপুরুষ, তোমার এই বুদ্ধিই যথার্থ বুদ্ধি, মহাভাগ তপস্বীরা প্রাকৃত লোকের ন্যায় যে সামান্য বুদ্ধি তাহারই নিন্দা করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ হে নরবর! যখন তুমি পিতার অনুমতি পালন করিতে উদ্যুক্ত হইতেছ, তখন যেমন তোমার উচিত আরব্ধ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করা হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ঔদাসীন্য সহকারে উদ্দীপিত হইয়া আর ক্লীবভাব অবলম্বন করা উচিত হয় না, এক্ষণে আপনার রাজ্যের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তপস্যা ধর্ম্মে রত হইবার সময় নহে ॥ ৫ ॥ হে বৎস! তোমার পিতাই পূর্ব্বে এই জগৎ যাহাকে প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ যে ভরতের হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন তিনিই আপনার নিকট সবিনয়ে সেই রাজ্য প্রদানার্থ যাচ্ঞা করিতেছেন ॥ ৬ ॥

যদর্থঞ্চ কৃতং পিত্রা তবেদং কলুষং বিভো।
কৈকেয়ী চ সপুত্রাসৌ রাজ্যং ভুভ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৭ ॥
তদ্গৃহাণ প্রজাঃ পাহি স্বজনং সুখিনং কুরু।
সৌমিত্রেবীর দেব্যাশ্চ বৈদেহ্যা ভারমুৎসৃজ ॥ ৮ ॥
অতঃ পরমিমাং প্রজ্ঞাং প্রাজ্ঞৈরনুপসেবিতাং।
কামাদাত্মকৃতাং মিথ্যাং নাভিগন্তুং ত্বমর্হসি ॥ ৯ ॥
ত্যজন্তি গুরবস্তাত কামলোভবশঙ্গতাঃ।
ঋচীক ইব পুত্রং স্বং শুনঃশেফং নরোত্তমং ॥ ১০ ॥
ন হি ত্বাং স্বর্গতস্তাত পিতোপালব্ধুমর্হতি।
যস্মাৎ তেষু শরীরেষু শরীরান্তরমাশ্রিতঃ ॥ ১১ ॥
কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিং কার্য্যং কস্য কেনচিৎ।
যদেকো জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে বিভো শ্রীরাম! তোমার পিতা যাহার জন্য এই নিষ্ঠুর কার্য্যের আচরণ করিয়াছেন, সেই সপুত্রা কৈকেয়ী এই রাজ্যভার এক্ষণে তোমাকে অর্পণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ অতএব আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করতঃ প্রজাগণকে প্রতিপালন করুন্ এবং স্বজন বন্ধু বান্ধবদিগকে পরম সুখী করুন্. হে বীর! আপনি সুমিত্রা কুমার লক্ষ্মণের ও বিদেহ নন্দিনী জানকী দেবীর দুঃখভার দূরীকরণ করুন্ ॥ ৮ ॥ ইহার পর ভদ্রসমাজে পরিনিন্দিতা যে বুদ্ধি, সেই বৃথা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া থাকাই আপনার আর উচিত নহে ॥ ৯ ॥ হে তাত! যেমন ঋচীক নামা পূর্ব্বজাত কোন ব্যক্তি, মনুষ্য প্রধান শুনঃশেফ নামে স্বকীয় সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় গুরুজনেরা কাম লোভাদির বশীভূত হইয়া ঈদৃশ সন্তান পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ হে তাত! স্বর্গগত মহারাজা দশরথ আর কোনমতেই এক্ষণে তোমার স্তুতি নিন্দাদিকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, যেহেতু তিনি সেই শরীর হইতে সাম্প্রত শরীরান্তরকে অবলম্বন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ কে কার বন্ধু, কে কার সখা, কাহার সহিত কি কার্য্য আছে, অর্থাৎ জীব একাকীই জন্মায়, আবার একাকীই বিনাশ পায় ॥ ১২ ॥

তস্মান্মাতা পিতা চৈব প্রতিশ্রয়সমাবুভৌ।
উন্মত্ত ইব বিজ্ঞেয়ো যোঽত্র সজ্জেত বৈ নরঃ॥ ১৩॥
যথা গ্রামান্তরং গচ্ছন্ নরঃ কশ্চিৎ কৃচিদ্বসেৎ।
উৎসৃজ্য চ তমাবাসং প্রতিষ্ঠেতাপরেঽহনি॥ ১৪॥
এবমেব মনুষ্যাণাং পিতা মাতা গৃহং বসু।
আবাসমাত্রং কাকুৎস্থ তত্রালং কামচিন্তয়া॥ ১৫॥
নীরজস্কং সমং হিত্বা পন্থানমকুতোভয়ং।
আস্থাতুং নার্হসে বীর কাপথং বহুকণ্টকং॥ ১৬॥
সমৃদ্ধায়ামযোধ্যায়ামাত্মানমভিষেচয়।
একবেণীধরা হি ত্বাং নগরী সংপ্রতীক্ষতে॥ ১৭॥
রাজভোগাননুভবন্ মহার্হান্ পার্থিবাত্মজ।
বিহর ত্বমযোধ্যায়াং যথা শক্রস্ত্রিপিষ্টপে॥ ১৮॥

অনুবাদ।

অতএব পিতামাতা কেবল আশ্রয় স্বরূপ, যে ব্যক্তি ইহাতে একান্ত আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্ত প্রায় বলিয়া জানিহ॥ ১৩॥ যেমন কোন ব্যক্তি কোন গ্রামান্তর যাইতে পথি মধ্যে কোন স্থানে উপবেশন করে, এবং সেই আবাস-স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপর দিবসে অপর স্থানে অবস্থান করে॥ ১৪॥ হে রঘুনাথ! তদ্রূপ মনুষ্যমাত্রেরই জনক জননী স্বজন ধন ভবন প্রভৃতি কেবল আবাস মাত্র আশ্রয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে, অতএব তদ্বিষয়ে অনুরাগি হইয়া অনুরাগ বিশিষ্ট নিরীক্ষণ করা কোনমতেই যোগ্য হয় না॥ ১৫॥ হে শ্রীরাম! সলিলসেক সংসিক্ত বিগত রজ সমান রাজপথকে পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ কণ্ট-কাকীর্ণ উন্নতানত কুপথে চিরবিচরণ করা উচিত হয় না?॥ ১৬॥ হে সুসম্পন্নমতে! অতি সমৃদ্ধিমতী অযোধ্যানগরীতে আপনি আপনাকে অভিষিক্ত করুন, এক্ষণে অযোধ্যা নগরী এক বেণীধরা সতী স্ত্রীর ন্যায় আপনার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন॥ ১৭॥ হে রাজকুমার! আপনি অশেষবিধ রাজ্যসুখ উপভোগ করিয়া এই অযোধ্যানগরে বিহার সুখে সময়াতিপাত করুন যেমন স্বর্গ-পুরে দেবরাজ স্বর্গীয় রাজ্যভোগ করেন॥ ১৮॥

ন তে কশ্চিদ্দশরথস্ত্বং চ তস্য ন কশ্চন।
অন্যো রাজা ত্বমপ্যন্যস্তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে॥ ১৯॥
বীজমাত্রং পিতা জন্তোঃ শুক্রং রুধিরবায়ুনা।
সংযুক্তমৃতুনা মাতুঃ পুরুষস্যাত্মজন্ম তৎ॥ ২০॥
গতঃ স নৃপতিস্তত্র গন্তব্যং যত্র তেন বৈ।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ত্বং তু মিথ্যা বিহন্যসে॥ ২১॥
অথ ধর্ম্মবিদো যে যে তাংস্তান্ পৃচ্ছামি নেতরান্।
তে হি দুঃখমনুপ্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য ভেজিরে॥ ২২।
অষ্টকাঃ পিতৃদৈবেভ্যঃ কার্য্যাভিপ্রসৃতো জনঃ।
অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতে কিমবশিষ্যতে॥ ২৩॥

অনুবাদ।

রাজা দশরথ আপনার কেহ নহেন, আপনিও তাঁহার কেহ নহেন, সম্পর্ক জীবনাবধি অর্থাৎ রাজা দশরথ এক ভিন্ন ব্যক্তি, আপনিও এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অতএব এবিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি তোমার তাহাই করা উচিত॥ ১৯ ॥ পিতা বীজপ্রায় প্রাণিগণের কারণ মাত্র, কেবল রেত রক্ত সমীরণ সহকারে জননীর ঋতু সংযোগে যে মিলিত হয় তাহাতেই পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে॥ ২০ ॥ মহারাজা আপন গমনীয় স্থানে প্রয়াণ পর হইয়াছেন, ভূতের স্বভাবই এই ভাবে হইয়া থাকে, কিন্তু আপনি বিচক্ষণ সুপণ্ডিত হইয়া এই মিথ্যা কাণ্ডে পতিত প্রায় কেন বিপন্ন হও? ॥ ২১ ॥ হে রঘুনাথ! এই সভাস্থ যে সকল ধর্ম্মবেত্তা মহাত্মারা আছেন, তাঁহাদিগের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহারা অধার্ম্মিক লোক তাহাদিগকে একথা জিজ্ঞাস্য নয়। বল দেখি যাহারা চিরকাল ইহলোকে ধর্ম্ম লাভেচ্ছু হইয়া অক্ষয় দুঃখভোগ করিয়া দেহাবসানে পরকালেও সুমহান্ বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইবে তাহারা কেমন লোক॥ ২২ ॥ দেখ দেখি! অষ্টকাশ্রাদ্ধ, পিতৃক্রিয়া, দেবসেবা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য প্রবৃত্তি মার্গমাত্র, বংশবর্দ্ধন প্রার্থনা, অন্ন সংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্ম দেহাবসান হইলে তাহার আর অবশিষ্ট কি থাকে?॥ ২৩ ॥

যদি ভুক্তমিহান্যেন কায়মন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতঃ শ্রাদ্ধং ন স পথ্যোদনং বহেৎ ॥ ২৪ ॥
দানসংবর্দ্ধনা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।
যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সংত্যজ ॥ ২৫ ॥
স নাস্তি পর ইত্যেতাং কুরু বুদ্ধিং মহামতে।
পরোক্ষং মা মতং কার্ষীঃ প্রত্যক্ষং কুরু রাঘব ॥ ২৬ ॥
স তাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্ব্বলোকবিদর্শিনীং।
রাজ্যং ত্বং প্রতিগৃহ্নীষ্ব ভরতেন প্রসাদিতঃ ॥ ২৭ ॥
তস্মাৎ কুরু হিতাং বুদ্ধিং তিষ্ঠ রাজন্ স্ববর্ত্মনি।
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ ক্ষুপো নাম মহাযশাঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ।

এখানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণকে খাদ্য দিয়া ও তদুদ্দেশে ব্রাহ্মণাদিকে ভোজন করাইলে যদি অন্যত্রস্থ ব্যক্তিদিগের তদ্দ্বারা পরিতৃপ্তি হয়, তবে যাহারা প্রবাসে বাস করিতেছে, তাহাদিগের উদ্দেশে যে সে স্থান হইতে অন্নাদি প্রদান করিলে তাহাদিগের পরিতৃপ্তি লাভ না হয় কেন ? এবং তদুদ্দেশে ব্রাহ্মণাদি কোন ব্যক্তিকে আহার করাইলেও প্রবাসি ব্যক্তির শরীর পুষ্টি হইতে পারে ? সুতরাং এ বিধায় প্রবাসীরা অনর্থক আর পাকানুষ্ঠানের ক্লেশ পরম্পরা সহ্য কেন করে ? ॥ ২৪ ॥ সুমেধা পণ্ডিত মণ্ডলীরা যে এই সকল দান সম্বর্দ্ধনা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে সকল কেবল বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি কৌশলে জীবের জীবিকার্থে উপদেশ করিয়াছেন জানিবেন। অর্থাৎ দান কর, উপদেশে দীক্ষিত হও, তপস্যা কর, কামনা পরিত্যাগ কর ॥ ২৫ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি অতি সুবোধ, অতএব বলিতেছি "পরকাল নাই" এই মতই আপনি স্থির করিয়া রাখুন, কোনমতেই পরকাল বাদে সম্মত হইবেন না, যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন তাহাতেই বিশ্বাস করুন্ ॥ ২৬ ॥ স্বজনগণের আনন্দদায়িনী এই বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করুন, ভরত আপনাকে এত সাধ্য সাধনা করিতেছেন তাহাকে দয়া করুন্ ॥ ২৭ ॥ হে রাজকুমার ! আপনি আপনার হিতকর বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক, রাজ্যপালন পথে পদাপণ করুন।

ইক্ষ্বাকুশ্চ মহাভাগঃ কাকুৎস্থশ্চ পরন্তপঃ।
রঘুর্দ্দিলীপঃ সগরো দুষ্মন্তশ্চ নরর্ষভঃ॥ ২৯॥
দৌষ্মন্তির্ভরতঃ শ্রীমাংশ্চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ।
পুরুকুৎসঃ শিবির্ধীমান্ ধুন্ধুমারী ভগীরথঃ॥ ৩০॥
বিশ্বক্সেনোঽনরণ্যশ্চ রাজা বজ্রধরোপমঃ।
অরিষ্টনেমির্ধর্ম্মাত্মা যুবনাশ্বশ্চ বীর্য্যবান্॥ ৩১॥
মান্ধাতা যৌবনাশ্বিশ্চ রাজা বৈশ্রবণোপমঃ।
যযাতিশ্চৈব রাজর্ষিঃ সংভূতশ্চ মহাযশাঃ॥ ৩২॥
বৃহদশ্বো মনুষ্যেন্দ্রঃ সত্রবাঁল্লোকবিশ্রুতঃ।
এতে চান্যে চ বহবো নরলোকাধিপোত্তমাঃ॥ ৩৩॥
প্রিয়ান্ পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ হিত্বা কালবশং গতাঃ।
তাংস্তাত নৈব গন্ধর্ব্বান্ ন যক্ষান্ ন চ রাক্ষসান্॥ ৩৪॥
জানীমঃ ক্ব গতাস্তে স্যুরিত্থং সম্মোহিতং জগৎ।
এতেষাং নামমাত্রাণি শ্রূয়ন্তে হি মহীক্ষিতাং॥ ৩৫॥

অনুবাদ।

দেখুন! মহাযশস্বী ক্ষুপ নামে ব্রহ্মার মানস পুত্র, মাহাভাগ ইক্ষ্বাকু, শক্রতাপন কাকুৎস্থ, রঘু, দিলীপ, সগর, নরোত্তম দুষ্মন্ত॥ ২৮॥ ২৯॥ দৌষ্মন্তি, মহাযশস্বী চক্রবর্ত্তী ভরত, পুরুকুৎস, সুবুদ্ধি শিবি, ধুন্ধুমার, ভগীরথ, ॥ ৩০॥ বিশ্বক্সেন, ইন্দ্র সমান রাজা অনরণ্য, ধর্ম্মপরায়ণ অরিষ্টনেমি, বীর্য্যশালী যুবনাশ্ব॥ ৩১॥ কুবের সমান রাজা মান্ধাতা, যৌবনাশ্বি, রাজর্ষি প্রধান যযাতি মহাযশস্বী ছিলেন॥ ৩২॥ নরোত্তম বৃহদশ্ব, যিনি মহাবল পরাক্রান্ত ও যাবতীয় লোক সমাজে পরম সমাদৃত, এই সকল এবং এতদ্ব্যতিরিক্তও অনেকানেক রাজরাজেশ্বর ছিলেন॥ ৩৩॥ ইহাঁরা প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তানদিগকে, ও সহধর্ম্মিনী পত্নীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কালের করালগ্রাসে কবলিত হইয়াছেন, হে শ্রীরামচন্দ্র! আমরা কিছুই জানিতেছি না যে তাঁহারা কি গন্ধর্ব্ব লোকে গেলেন, কি যক্ষ না রাক্ষস লোকে গমন করিয়াছেন॥ ৩৪॥ জগৎ এমনি মুগ্ধ প্রায় হইয়া রহিয়াছে যে আমরা কিছুই জানিতে পারিনা যে তাহারা কোথায় গিয়াছেন কেবল সেই সকল রাজাদিগের নামমাত্র শ্রবণ করা যাইতেছে॥ ৩৫

যশ্চৈতান্ কাঙ্ক্ষতে যত্র স চ তাংস্তত্র মন্যতে।
ইতি নাস্তি ব্যবস্থাস্মিন্ ক্বেদং সংতিষ্ঠতে জগৎ॥ ৩৬॥
অয়মেব পরো লোকস্তস্মাৎ ত্বং সুখভাগ্ভব।
ন হি ধর্ম্মপরঃ সর্ব্বঃ সুখায়ৈবোপপদ্যতে॥ ৩৭॥
ধর্ম্মবন্তো হি কাকুৎস্থ ভবন্তি ভৃশদুঃখিতাঃ।
অধর্ম্মবন্তঃ সুখিনো দৃশ্যন্তে খলু মানবাঃ॥ ৩৮॥
এতদেব পুনর্ব্ব্যস্তং সর্ব্বথা ব্যাকুলং জগৎ।
তস্মাদভ্যাগতাং লক্ষ্মীং মাবমংস্থা নরর্ষভ॥ ৩৯॥
প্রতীচ্ছ বিপুলং রাজ্যমসপত্নমকণ্টকং।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য মন্দকোপোঽপি রাঘবঃ॥ ৪০॥
অশেষং পরিচুক্রোধ নাস্তিক্যমনুদর্শিতঃ।
উবাচ চ বচঃ কিঞ্চিৎ সক্রোধো লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ৪১॥

অনুবাদ।

যে ব্যক্তি যেখানে যাহা আকাঙ্ক্ষা করে, সেই ব্যক্তি তাহা তথায় বর্ত্তমান বোধ করে, কিন্তু এজগৎ কোথায় যে অবস্থান করে তাহার কোন ব্যবস্থা স্থির নাই॥ ৩৬॥ এই স্থানইপরলোক, অতএব যাহাতে তুমি ইহলোকে সুখভাগী হও তাহাই কর, দেখ দেখি সকল লোকই আপনার কেবল সুখের জন্য ধর্ম্ম পরায়ণ হয় কি না?॥ ৩৬॥ হে কাকুৎস্থ! যাহারা ধর্ম্মশীল হয় তাহারা অতিশয় দুঃখে কাল যাপন করে, আর যাহারা অধার্ম্মিক লোক তাহাদিগকে পরম সুখে কাল যাপনা করিতে দেখা যায়॥ ৩৮॥ এই ভাব ব্যস্ত সমস্ত রূপে সর্ব্ব প্রকারে জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, অতএব হে নরোত্তম! আপনি উপস্থিত এরাজলক্ষ্মীর অবমাননা করিবেন না॥ ৩৯॥ আপনি শত্রুরহিত নিষ্কণ্টক এই বিস্তৃত রাজ্য গ্রহণ করুন, যদিও শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধন স্বভাব নহেন, তথাপি জাবালির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া॥ ৪০॥ তাঁহার অশেষ প্রকার নাস্তিকতা সন্দর্শনে অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, ফলতঃ লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরাম কিঞ্চিৎ ক্রোধ পরায়ণ হইয়া জাবালিকে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৪১॥

পিতৃব্যসনসংতপ্তঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ।
নাহং পিতৃসমাদেশাদ্বিচলেয়ং সমাহিতঃ ॥ ৪২ ॥
মার্গাদিব বিনীতাশ্বঃ স্ত্রীব ভর্ত্তুর্ব্যপাশ্রয়া।
যদ্যহং জীবতঃ কৃত্বা বচঃ কুর্য্যাং মৃতেঽন্যথা ॥ ৪৩ ॥
ননু সর্ব্বস্য লোকস্য ক্লীবগ্রহণমাপ্নুয়াং।
ন হ্যহং হেতুবচনৈরেভিরেবং নিরর্থকৈঃ ॥ ৪৪ ॥
ত্বয়া চালয়িতুং শক্যো বাতৈরিব মহীধরঃ।
কর্ম্মণামপি বৈফল্যং যদাত্থ বহুভির্হিতং ॥ ৪৫ ॥
এতদপ্যর্থবিদ্বিষ্টং নোদাহর্ত্তুমিহার্হসি।
যদা ক্রতুশতৈরিন্দ্রঃ প্রাপ্তঃ স্থানং সুরাধিপঃ ॥ ৪৬ ॥
প্রমাণং তদৃতঞ্চৈব কস্মাৎ তদ্বিতথং তু তে।
স্বস্ত্যাত্রেয়সুতশ্চাপি মম মিত্রং স কৌশিকঃ।
তপোভিঃ স্থানমাহাত্ম্যং প্রাপুরন্যে তথর্ষয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ।

ত্রিধার ক্ষরণ হস্তী যেমন হস্তিপকের আদেশ হইতে বিচলিত হয় না, সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন নির্দ্দিষ্ট পথের অন্য দিকে যায়না, পতিপরায়ণা ললনা যেমন কুপথ গামিনী হয় না, তদ্রূপ আমিও রাজ্যবিয়োগ দুঃখে একান্ত দুঃখিত হইয়াও প্রাণপণে সাবধানে পিতার অনুমতি পালন করিতে বিমুখ হইব না, পিতা জীবিত থাকিতে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি, এক্ষণে তিনি মৃত হওয়ায় যদি আমি তাহার অন্যথা করি ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ তাহা হইলে আমাকে সকল লোকে ক্লীব বলিয়া গণনা করিবে, এইসকল নিরর্থক হেতু বচন প্রয়োগদ্বারা আপনি কি আমার বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারেন? বায়ুর অভিঘাতে কি কখন পর্ব্বত পরিচালিত হয়? কখনই হয়না! যাবতীয় জনসমাজে বিনিন্দিতরূপে যে কর্ম্মের বৈফল্য বর্ণন করিলেন, তাহারওকোন অর্থ নাই, এমন কথা কি আপনার এখানে বলা উচিত? যখন দেবরাজ ইন্দ্র শত অশ্বমেধ দ্বারা মনোমত অমরনগরী প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ তখন সেই কথাই যথার্থ, কেন তুমি তাহা মিথ্যা বলিতেছ, ভগবান আত্রেয় সুত মহাশয় ও আমার পরম মিত্র বিশ্বামিত্র এখানে উপস্থিত আছেন, ইহাঁরা সকলেই তপঃসিদ্ধ এই রূপ অন্যান্য ঋষিরাও তপস্যা দ্বারা মাহাত্ম্যযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

ভবত্বিদং কর্ত্তুমিহাদ্য নিষ্ফলং
যথাতথা বাস্তু যথা ত্বমিচ্ছসি।
পিতুর্নিয়োগান্ন চলেয়মাদৃতা
দ্ব্রতান্মহর্ষিঃ পরমাদিবাহিতাৎ॥ ৪৮॥
যথাপ্রদিষ্টং ভরতঃ প্রশাস্তু গাং
ন রাজ্যমিচ্ছামি নৃপেণ বারিতং।
তথোক্তবান্ ভাস্করবংশবর্দ্ধন।
ততোঽপ্যুপোঢা রজনী দিনক্ষয়ে॥ ৪৯॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালিবাক্যং নাম
ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৬॥

অনুবাদ।

হে ঋষে! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই হউক্ যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্ম নিষ্ফল হউক্ তুমি যেমন ভাবিয়াছ, তেমনিই তাঁহারা যেখানে সেখানে থাকুন, কিন্তু পিতা আমার যে বিষয়ে সমাদর পূর্ব্বক অনুমতি করিয়াছেন, আমি কোন মতেই তাহা হইতে বিরত হইব না, কোন মহর্ষি যেমন কোন পরম আদরণীয় অনুষ্ঠান করিয়া তাহা হইতে কোন মতেই বিরত হন না! তদ্রূপ আমিও বিচলিত হইব না॥ ৪৮॥ পিতা ভরতকে যেমন আদেশ করিয়াছেন ভরত তদনুরূপ পৃথিবী প্রতিপালন করুক, আমাকে পিতা রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বারণ করিয়াছেন কোন মতেই আমি তাহা গ্রহণে অভিলাষ করি না, সূর্য্যবংশের বংশধর পিতা আমাদিগকে এই রূপই অনুমতি করিয়াছেন, এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে দিবাবসান হইয়া রজনী সমাগতা হইল॥ ৪৯॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
জাবালি বাক্য নামে একশতষোড়শ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১১৬॥

—oo—

সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তথা পুরুষসিংহানাং বৃতানাং তৈঃ সুহৃদ্গণৈঃ।
জাগ্রতামেব রজনী কল্যং সা সমবর্ত্তত ॥ ১ ॥
রজন্যাং তু প্রভাতায়াং ভ্রাতরস্তে সুহৃদ্বৃতাঃ।
মন্দাকিন্যাং পৃথগ্জপ্যং কৃত্বা রামমুপাগমন্ ॥ ২ ॥
তূষ্ণীকাঃ সমুপাসীনা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ।
ভরতস্তু সুহৃন্মধ্যে রামং ভূয়োঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩ ॥
সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞো যন্মে রাজ্যমদাৎ পিতা।
তদ্দদামি তবৈবাহং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকং ॥ ৪ ॥
আর্য্য প্রসাদং কুরু মে শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে।
ন চ তদ্বিদিতং পাপং জনন্যা মম যৎ কৃতং ॥ ৫ ॥
তবাস্মি শিষ্যো দাসশ্চ প্রেষ্যঃ প্রেষ্যানুগঃ পরঃ।
ন কার্য্যং মম রাজ্যেন যত্ত্বয়া নোপভুজ্যতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

বন্ধু বান্ধব স্বজনগণে পরিবৃত সেই পুরুষসিংহরামলক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্নাদির জাগ্রদবস্থাতেই রজনী সুপ্রভাতা হইল॥ ১ ॥ রজনী প্রভাতা হইলে পর আত্মীয়গণে পরিবৃতভ্রাতৃগণ মন্দাকিনী নদীতে স্বস্ব জপ্য জপ সমাধান করিয়া শ্রীরাম সন্নিধানে পুনঃ সমাগত হইলেন॥ ২ ॥ সকলেই তথায় মৌনভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন তখন কেহই কাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভরত স্বজন বর্গের মধ্যে পুনর্ব্বার সবিনয়ে শ্রীরামকে এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৩ ॥ হে রঘুনাথ! সত্যবাদী মহা প্রাজ্ঞ পিতাদশরথ আমাকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহা আপনাকে পুনঃ প্রদান করিতেছি আপনি নিষ্কণ্টকে পরম সুখে সেই রাজ্য ভোগ করুন্॥ ৪ ॥ হে মহাভাগ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্, আমি অবনত মস্তক দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আমার জননী যে পাপাচরণ করিয়াছেন, আপনি তাহা সমুদয়ই অবগত আছেন॥ ৫ ॥ কিন্তু আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য, প্রেষ্য ও প্রেষ্যানুগতপ্রেমাস্পদ অতএব যে রাজ্য আপনি ভোগ করিবেন না সে রাজ্যে আমারও কোন প্রয়োজন নাই॥ ৬ ॥

নেচ্ছামি যদিদং রাজ্যমপনীতমনার্য্যয়া।
মাত্রা মম গৃহাণ ত্বং তং তে নির্যাতয়াম্যহং॥ ৭ ॥
মহতেবাম্বুবেগেন ভিন্নঃ সেতুর্মহার্ণবে।
দুরাচারংত্বদন্যেন পিত্রং রাজ্যমিদং ভুবি॥ ৮ ॥
গতিং খর ইবাশ্বস্য সুপর্ণস্যেব পক্ষিণঃ।
অনুগন্তুং ন শক্তোঽস্মি রাজ্যং তব মহীপতে॥ ৯ ॥
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং তবৈবাহমুপাহরন্।
নৈতদ্রোচয়তে মহ্যং পারক্যমিব ভূষণং॥ ১০ ॥
অভিষিক্তস্ত্বমদ্যৈব বিধিবৎ পার্থিবাত্মজ।
সহাস্মাভিরতিস্নিগ্ধৈর্ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকং॥ ১১ ॥

অনুবাদ।

হে সর্ব্ব ভূমিপতে! অনার্য্যা আমার জননী, তৎকর্ত্তৃক আপনার অবশ্য প্রাপ্য রাজ্য বঞ্চনাদ্বারা অপনীত হইয়াছে, অতএব কোন মতেই আমার এরাজ্য গ্রহণে ইচ্ছা নাই, তাহা আপনিই গ্রহণ করুন্ আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি॥ ৭॥ যেমন প্রবল জলবেগ দ্বারা মহাসাগরের সেতু ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ ইহাতে আপনার মনে যে সঙ্কোচ আছে তাহা সমুদয় ভঙ্গ হইয়া যাউক, ইহ লোকে জ্যেষ্ঠ ভিন্ন কনিষ্ঠ হইয়া এই পিতৃ পিতামহাদি ক্রমাগত রাজ্য গ্রহণ করিতে যে পারে, তাহার তুল্য দুরাচার জগতে আর কে আছে? ॥ ৮ ॥ গর্দ্দভেরা যেমন ঘোটকের অনুগমন করিতে পারে না, সামান্য পক্ষিগণ যেমন গরুড়ের অনুগমন করিতে শক্ত হয় না, হে রাজাধিরাজ! আমিও সেইরূপ রাজ্য শাসন বিষয়ে আপনার সমান অনুগমনে শক্ত হইবনা॥ ৯ ॥ পিতৃ পিতামহাদি ক্রমাগত এরাজ্য শাস্ত্রসিদ্ধ আপনারই প্রাপ্য হয়, তাহা আমি যে অপহরণ করিব, সে কার্য্যে আমার কিরূপে অভিরুচি হইতে পারে? যেমন অপরের গাত্র ভূষণ অপরের গাত্রে সুশোভন হয়না, তদ্রূপ॥ ১০ ॥ হে নৃপকুমার! অদ্য আপনি বিধানানুক্রমে রাজ্যে অভিষিক্ত হউন্ স্নেহ ভাজনআত্মীয় জনগণ প্রভৃতি আমরা আপনার অধীনে রহিলাম, আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিষ্কণ্টকে এই সমৃদ্ধি শালি মহা রাজ্য ভোগ করুন্॥ ১১ ॥

সুজীবং নিত্যশস্তেন যঃ পরৈরুপজীব্যতে।
বীর তেন তু দুর্জ্জীবং যঃ পরানুপজীবতি ॥ ১২ ॥
যদা তু রোপিতো বৃক্ষঃ পুরুষেন ফলার্থিনা।
হ্রস্বকো ধর্ষণীয়ঃ স্যাদ্বিবৃদ্ধঃ সুদুরারুহঃ ॥ ১৩ ॥
যদা তু পুষ্পিতো ভূত্বা ফলানি ন বিদর্শয়েৎ।
স তাং নানুভবেৎ প্রীতিং যস্য হেতোঃ প্ররোপিতঃ ॥ ১৪ ॥
এসোপমা ময়া প্রোক্তা তাং স্বয়ং বেত্তুমর্হসি।
স ত্বং কুলধুরাং গুর্ব্বীং ধূর্য্যবদ্বোঢ়ুমর্হসি ॥ ১৫ ॥
শ্রেণয়ন্তু ত্বং মহারাজ পশ্যন্তুগ্র্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।
প্রতপন্তমিবাদিত্যং রাজ্যে স্থিতমরিন্দম ॥ ১৬ ॥
ত্বানুযানে কাকুৎস্থ মত্তা গর্জ্জন্তু কুঞ্জরাঃ।
অন্তঃপুরগতা নার্য্যো গান্তু বৈতালিকাশ্চ যে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ।

হে বীরাবতার! তাহারই জন্ম সার্থক, যে ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিকা নির্ব্বাহদ্বারা জীবিত থাকে, সেই ব্যক্তিই বিফল জন্মা, যে পরের অনুগ্রহ মাত্রকে অবলম্বন করিয়া উপজীবিকায় জীবন যাপন করে ॥ ১২ ॥ যখন কোন ব্যক্তি ফল প্রত্যাশায় কোন বৃক্ষ রোপণ করে, তখন সে বৃক্ষ অতি ক্ষুদ্র ও তাহাকে পাদদ্বারা মর্দ্দন করিলে মর্দ্দিত হইয়া যায় কিন্তু সেই বৃক্ষ যখন প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠে, তখন তাহার উপর আরোহণ করাও সুকঠিন হয় ॥ ১৩ ॥ সেই মহীরুহ যখন পুষ্পিত হয়, তখন প্ররোহয়িতা কেবল তাহার ফলের প্রতীক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিতে থাকে, কিন্তু তাহা ফলিত না হইলে অর্থাৎ সেই বৃক্ষ যদুদ্দেশে রোপণ করা হইয়াছিল, সেই ফল না হওয়াতে তাহাকে দেখিয়া আর তাদৃশ প্রীতি ও সুখ লাভ করিতে পারে না? ॥ ১৪ ॥ আমি এই যে উপমা আপনাকে বলিলাম, ইহা আপনি স্বয়ং জ্ঞাত হউন্, হে রাম! সূর্য্যবংশের এই গুরুতর রাজ্য ভারকে ভারবাহীর ন্যায় আপনি বহন করিতে যোগ্য হউন্ ॥ ১৫ ॥ হে শত্রুতাপন মহারাজ! আপনি স্বরাজ্যে অবস্থান করুন্, প্রধান প্রধান-চতুর্দ্দিক্স্থ শত্রু সমূহ আপনাকে প্রতপ্ত ভানুমানের ন্যায় অবলোকন করিতে থাকুক্ ॥ ১৬ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনি অযোধ্যায় গমন করুন্, আপনার অনুগমনে উন্মত্ত মাতঙ্গগণ আনন্দিত হইয়া গর্জ্জন করিতে থাকুক্, অন্তঃপুর গামিনী কামিনীগণেরা এবং স্তুতি পাঠকেরা আপনার গুণ গান করিতে থাকুক ॥ ১৭ ॥

তব বশ্যা বয়ং সর্ব্বে ত্বং নো রাজা পরন্তপ।
কিমর্থং বা ত্যজস্যস্মান্ কিমস্মাভিঃ কৃতং তব॥ ১৮॥
যদি মাত্রা কৃতং পাপং প্রোষিতে ময়ি রাঘব।
মম কোঽত্রাপরাধোঽস্তি স্বয়ং তাবদ্বিমৃশ্যতাং॥ ১৯॥
যন্ন শক্যং চালয়িতুমপ্রধৃষ্যং যদুচ্যতে।
যস্য লোকাস্ত্রয়ো বশ্যাস্তদ্দৈবমপরাধ্যতি॥ ২০॥
জনোঽয়ং নাগরঃ সর্ব্বো ভূয়িষ্ঠো ভৃশমাগতঃ।
নেতুং হি ত্বামিতো নাথ সাধু যাদৃক্ কুরুষ্ব মে॥ ২১॥
জ্ঞাতীনাং বান্ধবানাঞ্চ ভ্রাতৃণাং সুহৃদাস্তথা।
পৌরাণাঞ্চ দ্বিজানাঞ্চ হৃদয়ং সাধু নন্দয়॥ ২২॥
সাধু ত্বং মা শুচঃ শোচ্যং লোকনাথং সুদুঃখিতং।
পিত্রা শূন্যমধিষ্ঠানং পাহি পালয়তাং বর॥ ২৩॥

অনুবাদ।

হে পরন্তপ! আমরা সকলেই আপনার বশীভূত ভৃত্য, আপনিই আমাদিগের রাজা, কি জন্য আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন, আমরা আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি?॥ ১৮॥ হে রঘুনন্দন! আমি যখন বিদেশস্থ ছিলাম, তখন যদি আমার জননী তোমার প্রতি কোন পাপাচরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে আমার কি অপরাধ আছে? ইহা আপনিই স্বয়ং বিবেচনা করুন্ না কেন॥ ১৯॥ হে রঘুনন্দন! অখণ্ডনীয় দৈবকে কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, যে দৈব স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি ত্রিভুবনকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, এবিষয়ে সেই দৈবই অপরাধী নিশ্চয় করিলাম॥ ২০॥ হে অনাথ নাথ শ্রীরাম! এই নগরবাসী বহুতর লোক সকল আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রযত্ন সহকারে সমাগত হইয়াছে, অতএব যাহাতে সকলের প্রার্থনা পরিপূর্ণা হয়, আপনি তাহা করুন্॥ ২১॥ জ্ঞাতি সমূহের, ও বন্ধু বান্ধবদিগের, ভ্রাতৃগণের, সুহৃদ্বর্গের, পুরবাসি নিকরের এবং ব্রাহ্মণ নিবহের উৎসুক হৃদয়কে একান্ত আনন্দে অভিষিক্ত করুন্॥ ২২॥ হে পালকবর! আপনি একান্ত সাধু স্বভাব, শোচনীয় সুদুঃখিত মহারাজ পিতার উদ্দেশে আর কোন শোক করিবেন না, এক্ষণে এই রাজধানী পিতা দশরথ শূন্যা হইয়াছে, অতএব আপনি তাহাকে প্রতিপালন করুন্॥ ২৩॥

আত্মানং নানুশোচামি কিন্তু শোচামি পার্থিবং।
বহুপুত্রো বিনা পুত্রং যোঽসৌ স্বর্গমুপাগতঃ॥ ২৪॥
পুত্রেভ্য এব শুশ্রূষাং যোঽনবাপ্য দিবং গতঃ।
তং শোচ্যমনুশোচামি নিত্যশঃ পিতরং মৃতং। ২৫॥
তমেবং দুঃখিতং প্রেক্ষ্য বিলপন্তং যশস্বিনং।
রামঃ কৃতাত্মা ভরতং প্রত্যাশ্বাসয়দাত্মবান্॥ ২৬॥
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা নাগরা বহুধা জনাঃ।
মেনিরে তে তদা সর্ব্বে প্রসাদং নঃ করিষ্যতি॥ ২৭॥
ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতবাক্যং নাম
সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৭॥

অনুবাদ

হে রাম! আমি স্বকীয় আত্মার জন্য এত শোক করিনা, যেরূপ পিতা মহারাজের জন্য অতিশয় শোক করিতেছি, যেহেতু আমরা তাঁহার অনেক সন্তান, কিন্তু দেহ পরিহার করিয়া সুরলোকে গমন সময়ে তাঁহার নিকট আমরা কোন সন্তানই ছিলাম না, আমরা তাঁহার শেষ সময়ের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্মই করিতে পারিলাম না॥ ২৪॥ যে ব্যক্তি পুত্রদিগের হইতে সেবা শুশ্রূষা না পাইয়া অমর লোকে গমন করেন, তিনিই অতিশয় শোচনীয় হয়েন, পিতা দশরথও সেই রূপ শোচনীয় হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহার উদ্দেশে শোক করিতেছি॥ ২৫॥ যশস্বী ভরত এই রূপে পরম দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া আত্মতত্ত্ববিৎ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে অনেক প্রকারে আশ্বাসিত করিলেন॥ ২৬॥ তখন নগরবাসী বহুবিধ লোক সকলেই শ্রীরামের এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন যে রঘুনাথ বুঝি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন॥ ২৭॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ভরত বাক্য নামে সপ্তদশোত্তর একশতঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১১৭॥

—00—00-

উদ্বিজন্তে যথা সর্পাৎ তথৈবানৃতিকাজ্জনাৎ।
ধর্ম্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং ধর্ম্মস্তু সত্যতা ॥ ১৩ ॥
সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে শ্রীর্নিয়তং স্থিতা।
সর্ব্বং সত্যপ্রতিষ্ঠানং তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥
একঃ পালয়তে লোকানেকঃ পালয়তে কুলং।
মজ্জত্যেকো হি নরকে একঃ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১৫ ॥
সোঽহং পিতুর্নিয়োগং তং কিমর্থং নানুপালয়ে।
সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যঃ সত্যেনাস্মি বশীকৃতঃ ॥ ১৬ ॥
নৈব লোভান্ন মোহাদ্বা নাপ্যজ্ঞানসমন্বিতঃ।
সেতুং সত্যস্য ভেৎস্যামি গুরুং সত্যপ্রতিশ্রবং ॥ ১৭ ॥
অসত্যসন্ধস্য সতশ্চলস্যাস্থিরচেতসঃ।
নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রায়স্তে ইতি নঃ শ্রুতং ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

যেমন লোকেরা সর্প হইতে উদ্বিগ্ন হয়, তেমনি মিথ্যা বাদী লোক হইতেও লোকে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে, লোক সমাজে সত্যই পরম ধর্ম্ম, সত্যতাই ধর্ম্মের মূল স্বরূপ জানিবে ॥ ১৩ ॥ জগতে ঈশ্বরই সত্য, লক্ষ্মী নিরন্তর সত্যেতেই অবস্থান করিতেছেন, সত্যেরপ্রতিষ্ঠা সকলেই করিয়া থাকে, অতএব সত্য পরায়ণ হওয়া সকলেরই উচিত ॥ ১৪ ॥ কোন ব্যক্তি বহুজনপদ প্রতি পালন করিতেছে, কেহ বা আপনার কুলরক্ষা করিতেছে, কেহ বা ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতেছে, কোন জন বা স্বর্গলোকে মাননীয় হইতেছে ॥ ১৫ ॥ অতএব আমি পিতার নিয়োগ কেন না প্রতিপালন করিব, আমি সত্য পরায়ণ পিতার সত্য বচন প্রতি-পালন নিশ্চয় করিব ইহা স্থির করিয়াছি, এবং আমি পিতার নিকট সত্যে বদ্ধ হই-য়াছি ॥ ১৬ ॥ আমি লোভেরও পরতন্ত্র নহি, মোহেরও বশীভূত নহি, এবং আপনিও নিতান্ত অজ্ঞান নহি, অতএব সত্য পরায়ণ পিতা যে সত্যের সেতু সংগঠন করিয়াছেন, আমি কি তাহা ভেদ করিতে পারি? ॥ ১৭ ॥ আমরা শুনিয়াছি, যে সৎকুল জাত ব্যক্তি যদি সত্য পালনে যত্নশীল না হইয়া, চঞ্চল স্বভাব হয় ও তাহার অন্তঃকরণের স্থিরতা না থাকে, তবে তাহার উপর কি পিতৃলোক কি দেবলোক কেহই কখন সন্তুষ্ট রহেন ॥ ১৮ ॥

ত্যক্ষ্যে ধর্ম্মমহং ক্ষাত্রমধর্ম্মং ধর্ম্মসংজ্ঞিতং।
ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈর্লুব্ধৈশ্চ সেবিতং পাপকর্ম্মভিঃ॥ ১৯॥
প্রত্যক্ষমেব ধর্ম্মং হি সত্যং পশ্যাম্যহং স্বয়ং।
চেতঃ সুকৃতিনাং যত্র রঘূণাং রমতে সদা॥ ২০॥
কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সম্প্রধার্য্য যঃ।
অনৃতং জিহ্বয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম্মপাতকং॥ ২১॥
ভূতিং কীর্ত্তিং যশো লক্ষ্মীং পুরুষঃ প্রার্থয়ন্নিহ।
স্বর্গার্থমনুরুদ্ধশ্চ সত্যমেব বদেৎ সদা॥ ২২॥
অশ্রেয়োঽনার্য্যমেতদ্ধি যন্মাং বোধিতবানসি।
অস্বর্গ্যমহিতৈর্বাক্যৈস্ত্বমিদং ভদ্র কুর্ব্বিতি॥ ২৩॥
কথং হ্যহং প্রতিজ্ঞায় বনবাসমিমং গুরোঃ।
ভরতস্য করিষ্যামি বচো হিত্বা গুরোর্বচঃ॥ ২৪॥

অনুবাদ।

আমি ক্ষত্রিয়দিগের সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর স্বভাব লুব্ধপ্রকৃতি ক্ষুদ্র লোকদিগের পরিসেবিত ধর্ম্ম নাম ধারী কি অধর্ম্মের আরাধনা করিব? ॥ ১৯ ॥ আমি স্বয়ং সত্যকে প্রত্যক্ষ ধর্ম্মরূপে দেখিতেছি, যে সত্যধর্ম্মে রঘুবংশীয় সুকৃতশালী মহাভাগগণের চিত্ত সতত আনন্দিত হয়॥ ২০ ॥ মনে মনে পাপাচরণের অবধারণ, দেহ দ্বারা পাপের অনুষ্ঠান ও জিহ্বাদ্বারা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ, এই তিন প্রকার পাপকে কর্ম্ম জন্য পাতক কহে॥ ২১ ॥ পুরুষ মাত্রেই ইহলোকে যশ, ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মী কীর্ত্তিলাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করুক না কেন; কিন্তু পরকালে সদ্গতি লাভ প্রত্যাশায় বসম্বদ হইয়া সর্ব্বদা সত্যকথা ব্যবহার করিবেক॥ ২২ ॥ রে ভ্রাত ভরত! বনগমনে আমার অমঙ্গল হইবে, এই কথা দ্বারা তুমি আমাকে বোধিত করিতেছ ভাল, পিতৃ নিদেশ পালনরূপ স্বর্গ সাধনের বিরোধী হইয়া তুমি এই অহিতকর বাক্য দ্বারা অস্বর্গ্য কার্য্য সেবন কর বলিতেছ॥ ২৩ ॥ বল দেখি এই পিতার অনুজ্ঞাত বনবাস, যাহা আমি তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি, এক্ষণে পিতৃবাক্য পরিত্যাগ করিয়া ভরতের বাক্য কি প্রকারে প্রতিপাল করিব॥ ২৪ ॥

স্থিরা ময়া প্রতিজ্ঞাতা প্রতিজ্ঞা পিতুরগ্রতঃ
প্রহৃষ্টমানসা দেবী কৈকেয়ী চাভবত্তদা ॥ ২৫ ॥
বনবাসং বসেয়ং তু শুচির্নিয়তমানসঃ।
পুষ্পমূলফলৈর্বন্যৈঃ পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্ ॥ ২৬ ॥
অনষ্টপঞ্চবর্গোঽহং লোকযাত্রাপ্রবর্ত্তকঃ।
অক্ষুদ্রঃ সাবধানশ্চ কার্য্যা কার্য্যং বিচার্য্য চ ॥ ২৭ ॥
কর্ম্মভূমিমিমাং প্রাপ্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম যচ্ছুভং।
অগ্নির্বায়ুশ্চ সোমশ্চ কর্ম্মণঃ ফলমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
শতং ক্রতূনামাহৃত্য দেবরাজো দিবঙ্গতঃ।
তপাংস্যুগ্রাণি চাস্থায় দিবং যাতা মহর্ষয়ঃ ॥ ২৯ ॥
পিতামহাঃ পূর্ব্বতরাশ্চ তেষাং শুভানি কর্ম্মাণি বহূনি কৃত্বা ;
জিত্বা তপোভিঃ পরমঞ্চ লোকঙ্গতাঃ প্রজানাঞ্চ হিতানি কৃত্বা ॥৩০॥

অনুবাদ।

আমি পিতার সম্মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া যখন এই স্থির প্রতিজ্ঞা করিলাম তখন মাতা কৈকেয়ী দেবী মনে মনে নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন॥ ২৫ ॥ অতএব আমি শুদ্ধ স্বভাবে মনকে সংযত করিয়া বনবাসে বসতি করিব, বিবিধ বন্য ফল মূল ও কুসুম দ্বারা দেব লোকের ও পিতৃলোকের তর্পণ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ২৬ ॥ যাহা লোক যাত্রা প্রবর্ত্তক হয় এমন পঞ্চবর্গ বিধানের অনুষ্ঠান করিব, কোন হানি করিব না, কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যের বিচার করিয়া সাবধানে অক্ষুব্ধ চিত্তে অবস্থান করিব॥ ২৭ ॥ এই কর্ম্মভূমিতে জন্মলাভ করিয়া যাহা শুভ কর্ম্ম তাহাই করা উচিত, কেননা অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে ও নিশানাথ রূপে সেই কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া থাকে॥ ২৮ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র এই কর্ম্মভূমিতে এক শত অশ্ব মেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া স্বর্গের অধিপতি হইয়াছেন, ও মহর্ষি সকলে অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন॥ ২৯ ॥ পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেকানেক শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ও প্রজাগণের হিত সাধন করিয়া তপোবলে পরম লোক জয় করতঃ তাঁহাদিগের স্বর্গে গমন হইয়াছে॥ ৩০ ॥

ধর্ম্মেরতাঃ সৎপুরুষৈঃ সমেতা
স্তেজস্বিনো দানগুণপ্রধানাঃ।
অহিংসকা বীতমলাশ্চ লোকে
ভবন্তি পূজ্যা মুনয়ঃ প্রজানাং ॥ ৩১ ॥
সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ পরাক্রমঞ্চ
ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাঞ্চ।
দ্বিজাতিদেবাতিথিপূজনঞ্চ
পন্থানমাহুস্ত্রিদিবস্য সন্তঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সত্যপ্রশংসা
নাম অষ্টাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদ।

যাঁহারা একান্ত ধর্ম্ম পরায়ণ, সতত সাধুলোকের সহিত মিলিত, দীপ্তিশালী, অতিশয় দানশক্তি সম্পন্ন, হিংসাবৃত্তি রহিত ও নিষ্পাপ প্রকৃতি হয়েন, সেই সকল মুনিগণ ইহলোকে প্রজাদিগের সম্বন্ধে পূজনীয় হয়েন ॥ ৩১ ॥ সত্যানুষ্ঠান, ধর্ম্মাচরণ, পরাক্রম প্রকাশ, জীবে দয়া বিতরণ, সকলের প্রতি প্রিয়বাক্য কথন, ব্রাহ্মণ দেবতা ও অতিথির পূজা করণ, এই সকলকে সাধুলোকেরা স্বর্গগমনের পথ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
সত্য প্রশংসা নামে একশতঃ অষ্টাদশ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১১৮ ॥

—০০—

নবদশশততমঃ সর্গঃ।

রামস্য বচনং শ্রুত্বা বশিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
জাবালিরপি জানাতি লোকস্যাস্য গতাগতিং ॥ ১ ॥
নিবর্ত্তয়িতুকামস্তু ত্বামেতদ্বাক্যমুক্তবান্।
ইমাং লোকসমুৎপত্তিং লোকনাথ নিবোধ মে ॥ ২ ॥
সর্ব্বং সলিলমেবাসীদ্বসুধা যেন নির্ম্মিতা।
ততঃ সমভবদ্ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ৩ ॥
স বরাহোঽথ ভূত্বেমামুজ্জহার বসুন্ধরাং।
অসৃজচ্চ জগৎ সর্ব্বং সচরাচরমব্যয়ং ॥ ৪ ॥
আকাশপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্যমব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ ॥ ৫ ॥
ততঃ পর্য্যায়সর্গেণ বিবস্বানসৃজন্মনুং।
মনোর্দ্দশসু পুত্রেষু ইক্ষ্বাকুর্দ্ধর্ম্মতো বরঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ মুনি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন জাবালি ঋষিও লোকের সদ্গতি অবগত আছেন অর্থাৎ যাহাতে জীবের সদ্গতি হয় তাহা জানেন ॥ ১ ॥ হে লোক নাথ শ্রীরাম! আপনাকে বন-গমনের অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই জাবালি তোমাকে প্ররোচনা দিয়া এই সকল কথা বলিয়াছেন, কি প্রকারে এই ভূমণ্ডলের সমুৎপত্তি হইয়াছে আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন্ ॥ ২ ॥ প্রথমতঃ সকলি জলময় ছিল, সেই জল হইতে পৃথিবী উৎপন্না হয়, তাহা হইতে অব্যয় পরমাত্মা বিষ্ণু ব্রহ্মারূপে সম্ভূত হয়েন॥ ৩ ॥ সেই বিষ্ণু বরাহ রূপ ধারণ করিয়া এই ভূমণ্ডলকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিলেন, সেই অব্যয় পুরুষই সচরাচর এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন॥ ৪ ॥ ব্রহ্মা আকাশ হইতে জন্মিলেন, অর্থাৎ আকাশ শরীরী ব্রহ্ম, আকাশ শব্দে ঐ পরমাত্মা বিষ্ণু, তাঁহা হইতে ব্রহ্মা জন্মিলেন, তিনি চিরস্থায়ী, নিত্য, তাঁহার ক্ষয়নাই, তাঁহা হইতে মরীচি জন্ম গ্রহণ করিলেন, সেই মরীচির সন্তান্ কশ্যপ॥ ৫ ॥ অনন্তর তিনি পর্য্যায় ক্রমে সৃষ্টি করিতে প্রথমতঃ সূর্য্যের সৃষ্টি করেন, সূর্য্য হইতে বৈবস্বত মনু জন্মিলেন মনুর দশ সন্তান, তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকু ধর্ম্মতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হয়েন,॥ ৬ ॥

যস্যেয়ং প্রথমং দত্তা সমৃদ্ধা মনুনা মহী।
তমিক্ষাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্ব্বজং॥ ৭॥
ইক্ষ্বাকোরথ পুত্রোঽভূৎ কুক্ষিরিত্যেব নঃ শ্রুতং।
কুক্ষিতস্তু মহারাজো বিকুক্ষিরুদপদ্যত॥ ৮॥
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা রেণুঃ পুত্রো ব্যজায়ত।
রেণোঃ পুষ্যোঽথ পুষ্যাচ্চ অনরণ্যো ব্যজায়ত॥ ৯॥
নানাবৃষ্টিভয়ং তস্মিন্ ন দুর্ভিক্ষং সতাং বরে।
অনরণ্যে মহাভাগে বভূবুর্নাপি তস্করাঃ॥ ১০॥
অনরণ্যান্মহারাজঃ পৃথুর্নাম ব্যজায়ত।
পৃথোরপি মহারাজস্ত্রিশঙ্কুরুদপদ্যত॥ ১১॥
স সত্যবাক্ প্রাণিহিতঃ সশরীরো দিবঙ্গতঃ।
ত্রিশঙ্কুতো মহারাজো ধুন্ধুমারো ব্যজায়ত॥ ১২॥

অনুবাদ।

মনু প্রথমতঃ যে ইক্ষ্বাকুকে এই অবনীমণ্ডল প্রদান করেন, সেই ইক্ষ্বাকু প্রথমতঃ অযোধ্যায় রাজা হয়েন, তাঁহাকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া আপনি বিদিত হউন্॥ ৭॥ আমরা শুনিয়াছি কিঞ্চিৎ কাল পরে ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক সন্তান জন্মে, তৎপরে কুক্ষির সন্তান মহারাজ বিকুক্ষি উৎপন্ন হইলেন॥ ৮॥ বিকুক্ষি রাজার রেণু নামে মহাতেজস্বী এক সন্তান জন্ম গ্রহরণ করেন, রেণুর সন্তান পুষ্য, অনন্তর অনরণ্য নামে পুষ্যের তনয় হয়॥ ৯॥ সাধুতম মহাভাগ অনরণ্য নৃপতি তখন ধর্ম্মত রাজ্য পালন করেন, তৎকালে তাহার রাজ্যে অনাবৃষ্টির ভয়ছিল না, লোকে দুর্ভিক্ষ ছিল না, এবং তস্করের দৌরাত্ম্য ছিল না, ॥ ১০॥ অনরণ্য নৃপতি হইতে পৃথুনামে মহারাজা জন্ম গ্রহণ করেন, পৃথুর সন্তান মহারাজা ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হয়েন॥ ১১॥ সেই ত্রিশঙ্কু সত্যবাদী, প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর মহারাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গপুরে গমন করিয়াছিলেন সেই ত্রিশঙ্কু হইতে মহারাজা ধুন্ধুমার জন্ম গ্রহণ করেন॥ ১২॥

ধুন্ধুমারান্মহাপ্রাজ্ঞো যুবনাশ্বো ব্যজায়ত।
যুবনাশ্বান্মহারাজো মান্ধাতা চোদপদ্যত॥ ১৩॥
মান্ধাতুশ্চ মহাতেজাঃ সুসন্ধিরুদপদ্যত।
সুসন্ধেরথ পুত্ত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ॥ ১৪॥
যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো রাঘবাভবৎ।
অসিতো নাম জজ্ঞেঽথ ভরতাৎ সুমহারথঃ॥ ১৫॥
যস্য তে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ।
হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ সর্ব্বে চ শশবিন্দবঃ॥ ১৬॥
প্রতিযুধ্য স তৈর্যুদ্ধে বিননাশ মহীপতিঃ।
দ্বে চাস্য ভার্য্যে গর্ভিণ্যাবিতি তত্র স্ম নঃ শ্রুতং॥ ১৭॥
তস্য শ্রেষ্ঠা তু মহিষী যাসৌ কন্যৈব দূষিতা।
গরেণ নাম্না কালিন্দী অসিতে স্বর্গতে সতি॥ ১৮॥

অনুবাদ।

ধুন্ধুমার হইতে মহারাজা যুবনাশ্ব জন্মিলেন, যুবনাশ্ব হইতে মহারাজা মান্ধাতা উৎপন্ন হয়েন॥ ১৩ ॥ মান্ধাতার সন্তান মহাতেজস্বী সুসন্ধি হইলেন, অনন্তর সুসন্ধির দুই সন্তান উৎপন্ন হয়, একের নাম ধ্রুবসন্ধি, দ্বিতীয়ের নাম প্রসেনজিৎ॥ ১৪ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র! ভরত নামে ধ্রুবসন্ধি রাজার অতি যশস্বী এক সন্তান উৎপন্ন হয়, অনন্তর অতি মহারথ অসিত নামে ভরত রাজার এক পুত্র জন্মে, মতান্তরে ঐ অসিতের এক নাম বাহুক॥ ১৫ ॥ সেই অসিত রাজা প্রতিপক্ষ শশবিন্দু বংশ হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন॥ ১৬ ॥ তিনি এই সকল শত্রু পক্ষীয় রাজা দিগের সহিত সংগ্রামস্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন, আমরা শুনিয়াছিলাম তখন তাঁহার দুই পত্নী গর্ভবতী ছিলেন॥ ১৭ ॥ অসিতরাজা স্বর্গ গমন করিলে পর তাঁহার প্রিয়তমা প্রথমামহিষী কন্যা বস্থাতেই গর দ্বারা দূষিতা হইলেন অর্থাৎ গরশব্দে বিষ, তাহার স্বপত্নী বিষ ভক্ষণ করাইয়াছিলেন॥ ১৮ ॥

অথর্ষিস্তত্র ধর্ম্মাত্মা বভূবাতিরতো মুনিঃ।
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ॥ ১৯॥
তমৃষিং চাভ্যুপাগম্য কালিন্দী সাভ্যবাদয়ৎ।
স তামভ্যবদদ্বিপ্রো বরেপ্সুং পুত্রজন্মনি॥ ২০॥
ততঃ সা গৃহমাগম্য পুত্রং দেবী ব্যজায়ত।
সহ তেন গরেণৈব ততোঽসৌ সগরোঽভবৎ॥ ২১॥
সগরশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা যঃ সমুদ্রমখানয়ৎ।
দৃষ্ট্বা কপিলরূপেণ যত্রাস্য তনয়া হতাঃ॥ ২২॥
অসমঞ্জাস্তু পুত্রোঽভূৎ সগরস্যেতি নঃ শ্রুতং।
জীবন্নেব স পিত্রা তু নিরস্তঃ পাপকর্ম্মকৃৎ॥ ২৩॥
পুত্রোঽসমঞ্জসশ্চাসীদংশুমানিতি বিশ্রুতঃ।
দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপাচ্চ ভগীরথঃ॥ ২৪॥

অনুবাদ।

অনন্তর ধর্ম্ম পরায়ণ ভৃগু সন্তান চ্যবন নামে মুনি, যিনি হিমাচল অবলম্বন করিয়াছিলেন॥ ১৯ ॥ সেই মুনি সন্নিধানে সমাগতা হইয়া কালিন্দী প্রণাম অভিবাদন করিলেন, পুত্র কামনায় বর প্রার্থিনী কালিন্দীকে ব্রাহ্মণ কুমার চ্যবন মুনি হিত বাক্য বলিলেন॥ ২০ ॥ অনন্তর কালিন্দী দেবী গৃহে আগমন করিয়া এক পুত্র প্রসব করিলেন, যেহেতু সেই গর মুক্ষিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, অতএব তিনি সগর নামে বিখ্যাত রাজা হইলেন॥ ২১ ॥ ধর্ম্মশীল সগর রাজা যেখানে সাগর খনন করাইয়াছিলেন, সেখানে কপিল মুনি সগর নৃপতির ষষ্টিসহস্র সন্তানকে অবলোকন করিয়া নিপাত করেন,॥ ২২ ॥ হে শ্রীরাম! আমরা শুনিয়াছি, সেই সগর রাজার অসমঞ্জা নামে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র অতিশয় পাপাচরণ পরায়ণ ছিল বলিয়া পিতা জীবিতাবস্থাতেই তাহাকে দূরীকরণ করিয়া দেন॥ ২৩ ॥ অসমাঞ্জার পুত্র ত্রিভুবন-বিখ্যাত অংশুমান, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ॥ ২৪ ॥

ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ কাকুৎস্থোঽসি যতঃ স্মৃতঃ।
ককুৎস্থস্যতু পুত্রোঽভূদ্রঘুর্য্যেনাসি রাঘবঃ॥ ২৫॥
রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ।
কল্মাষপাদঃ স পুরাদপরাদ্ধো ব্যনীনশৎ॥ ২৬॥
কল্মাষপাদপুত্রোঽভূৎ খনিত্রশ্চেতি বিশ্রুতঃ।
যো বৈ দৈবেন বিধিনা সসৈন্যো ব্যনশৎ পুরা॥ ২৭॥
খনিত্রস্য চ পুত্রোঽভূচ্ছূরঃ শ্রীমান্ সুদর্শনঃ।
সুদর্শনাদগ্নিবর্ণস্তস্মাদথ চ শীঘ্রগঃ॥ ২৮॥
শীঘ্রগস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রশুশ্রুবঃ।
প্রশুশ্রুবস্য পুত্রোঽভূদম্বরীষ ইতি শ্রুতং॥ ২৯॥
অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষঃ সত্যবিক্রমঃ।
নহুষস্য তু নাভাগঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥ ৩০॥

অনুবাদ।

ভগীরথ হইতে ককুৎস্থের উদ্ভব হয়, যে জন্য আপনারা কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই ককুৎস্থ মহাশয়ের পুত্র রঘু, সেই রঘুবংশে আপনার জন্ম বলিয়া আপনি রঘুনাথ নাম ধারণ করিয়াছেন॥ ২৫॥ প্রভাবসম্পন্ন কল্মাষপাদ নামে রঘুর সন্তান জন্মিলেন, তিনি বৃদ্ধ দশায় অতিশয় প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন বলিয়া প্রকৃতি মণ্ডল তাঁহাকে পুর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন॥ ২৬॥ কল্মাষপাদের খনিত্র নামে এক পুত্র জন্মে, তিনি পূর্ব্বকালে বিখ্যাত রাজা ছিলেন, যাঁহার প্রতি একান্ত প্রতিকার প্রবেশিত করেন অর্থাৎ তিনি দৈব বিধিদ্বারা হত হয়েন॥ ২৭॥ খনিত্রের যে সন্তান, তাঁহার নাম সুদর্শন, তিনি অতিশয় শূর, সুশ্রীক ও বিনীত ছিলেন, সুদর্শনের সুনু অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ॥ ২৮॥ শীঘ্রগের সুত মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব। প্রশুশ্রুবের পুত্রের নাম অম্বরীষ, অম্বরীষ ক্ষিতীশ অতিশয় সুবিখ্যাত ছিলেন॥ ২৯॥ অম্বরীষ রাজার নহুষ নামে এক কুমার জন্মে, তিনি একান্ত সত্য পরায়ণ ছিলেন। নহুষের পুত্র নাভাগ, নাভাগ রাজা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন॥ ৩০॥

অজশ্চ নাভাগসুতঃ পৃথুশ্রীঃ পৃথিবীপতিঃ।
অজস্যাপি চ ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথঃ সুতঃ॥ ৩১॥
তস্য জ্যেষ্ঠোঽসি দায়াদো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
বুধ্যস্ব সর্ব্বং বোদ্ধব্যং রাজপুত্র মহাযশাঃ॥ ৩২॥
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্ব্বেষাং রাজা ভবতি পূর্ব্বজঃ।
স ত্বং রাজ্যেঽভিষিচ্যস্ব পূর্ব্বজো হ্যসি রাঘব॥ ৩৩॥
স রাঘবেমং কুলবংশমাত্মনঃ সনাতনং নাদ্য বিহাতুমর্হসি।
প্রভূতরত্নামনুশাধি মেদিনীং সমৃদ্ধরাষ্ট্রাং পিতৃবন্মহাযশাঃ॥ ৩৪॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ইক্ষ্বাকুবংশকীর্ত্তনং
নাম নবদশশততমঃ সর্গঃ॥ ১১৯॥

অনুবাদ।

নাভাগ ভূপতির ধরা পালন শক্তিক সুশোভন শ্রীসম্পন্ন অজ নামে এক সন্তান জন্মে, অজের সন্তান মহাত্মা ধর্ম্ম পরায়ণ দশরথ, যে দশরথের জ্যেষ্ঠ সন্তান আপনি রাম নামে ত্রিভুবন বিগণিত হইয়াছ॥ ৩১ ॥ হে মহাযশস্বী রাজনন্দন! আর আমি কত বুঝাইব আপনি সমুদয়ই বিদিত আছেন॥ ৩২ ॥ ইক্ষ্বাকু বংশের রীতিই এই আছে যে পিতার প্রথম পুত্রই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, হে রঘুনাথ! তুমিও রাজাদশরথের প্রথম সন্তান, অতএব রাজ্যভার গ্রহণ করুন্ অর্থাৎ আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত হউন,॥ ৩৩ ॥ হে রঘুবংশীয় শূর! আপনি স্বীয় কুল মর্য্যাদা রক্ষা করুন এই সনাতন নিত্য ধর্ম্ম বিধানের আপনি অন্যথা করিতে যোগ্য হইবেন না, এরাজশ্রীকি পরিত্যাগ করা উচিত? আপনি পিতার ন্যায় যশোরাশি বিস্তার করিয়া অতিসমৃদ্ধি শালিনী রত্নগর্ভা এই মেদিনীকে প্রতিপালন করিতে থাকুন॥ ৩৪ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ইক্ষ্বাকু বংশ বর্ণন নামে ঊনবিংশাধিক শততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১১৯ ॥

বিংশতিশততমঃ সর্গঃ।

বশিষ্ঠস্তু তদা রামমুক্ত্বা রাজপুরোহিতঃ।
অব্রবীদ্ধর্ম্মসংযুক্তং পুনরেবাপরম্বচঃ ॥ ১ ॥
পুরুষস্যেহ জাতস্য ভবন্তি গুরবস্ত্রয়ঃ।
আচার্য্যশ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ তে ত্রয়ঃ ॥ ২ ॥
পিতা হ্যেনং জনয়তি মাতা সম্বর্দ্ধয়ত্যপি।
প্রজ্ঞাং দদাতি চাচার্য্যস্তস্মাৎ স গুরুরুচ্যতে ॥ ৩ ॥
স তেঽহং পিতুরাচার্য্যস্তব চৈব মহাদ্যুতে।
মম ত্বং বচনং কুর্ব্বন্ নাতিক্রামেঃ সতাঙ্গতিং ॥ ৪ ॥
ইমা হি তাঃ পরিষদঃ শ্রেণয়শ্চ সমাগতাঃ।
এষ পুত্র সতাং ধর্ম্মো নাতিক্রামেঃ সতাঙ্গতিং ॥ ৫ ॥
বৃদ্ধায়া ধর্ম্মশীলায়া মাতুর্ন্নার্হসি লঙ্ঘিতুং।
তস্যাস্তু বচনং কুর্ব্বন্ নাতিবর্ত্তস্ব সদ্গতিং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

রাজকুল পুরোহিত বশিষ্ঠমুনি শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ব্বোক্ত কথা সমুদায় বলিয়া তখন পুনর্ব্বার ধর্ম্মার্থ পরিপূর্ণ অপর কতিপয় বাক্য বলিতে লাগিলেন॥ ১ ॥ পুরুষ মাত্র অবনী তলে অবতীর্ণ হইলে পর তাঁহাকে তিন জনকে গুরু স্বীকার করিতে হয়, হে শ্রীরামচন্দ্র; তিনের বিভাগ এই যে এক আচার্য্য, দ্বিতীয় পিতা তৃতীয় গুরু মাতা ॥ ২ ॥ পিতা পুত্রকে জন্ম দেন, মাতা তাঁহাকে পরি বর্দ্ধিত করেন, এবং আচার্য্য তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দেন, যেহেতু আচার্য্য জ্ঞান শিক্ষা দেন অতএব তাঁহার নাম মুখ্য গুরু হয়॥ ৩ ॥ হে তেজস্বিন্! আমি তোমার এবং তোমার পিতার সেইআচার্য্য, অতএব যদি তুমি আমার বাক্যের অনুষ্ঠান কর তাহাতে তোমার কখন সাধুদিগের পথকে অতি ক্রম করা হইবেক না॥ ৪ ॥ হে পুত্র! এই সেই সভা সেই সকল সমাজিক সমাগত হইয়াছেন, আমি যাহা বলিলাম সাধুদিগের ধর্ম্মই এই, ইহাতে সাধুদিগের চরিত্রকে অতিক্রম করা হয় না॥ ৫ ॥ তোমার ধর্ম্মশীলা বৃদ্ধা জননীর জন্য কিঞ্চিৎ লজ্জিত হওয়া উচিত হয়, মাতার বাক্য প্রতি পালন করিয়া মাতৃ লজ্জা রক্ষা কর, তাহাতে তোমার সাধুচরিত্রকে অতিক্রম করা উচিত হয় না॥ ৬ ॥

ভরতস্য বচঃ কুর্ব্বন্ যাচমানস্য রাঘব।
আত্মানং নাতিবর্ত্তস্ব সত্যধর্ম্মপরায়ণ ॥ ৭ ॥
এবমুক্তঃ সুমধুরং গুরুণা রাঘবঃ স্বয়ং।
প্রত্যুবাচ তথাসীনং বশিষ্ঠং পুরুষর্ষভঃ ॥ ৮ ॥
মাতাপিতৃষু যদ্বৃত্তং সম্যক্ কুর্বন্তি মানবাঃ।
ন স্বপ্রতিকরং তাভ্যাং মাত্রা পিত্রা চ যৎকৃতং ॥ ৯ ॥
তথাশনপ্রদানেন শয়নাচ্ছাদনেন চ।
নিত্যঞ্চ প্রিয়বাদেন তথা সম্বর্দ্ধনেন চ ॥ ১০ ॥
স হি রাজা দশরথঃ পিতা জনয়িতা মম।
প্রতিজ্ঞাতং ময়া তস্য ন কার্য্যং বাক্যমন্যথা ॥ ১১ ॥
এবমুক্তে তু রামেণ ভরতস্তদনন্তরং।
উবাচ বিপুলোরস্কঃ সূতং পরমদুর্ম্মনাঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ রঘুতনয়! ভরত আপনার নিকট সকাতরে যাহা যাচ্ঞা করিতেছেন, আপনি সে কথা অঙ্গীকার করুন, তদতিক্রম জন্য আপনি দোষভাগী হইবেন না॥ ৭ ॥ পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠদেবের এই সুমধুর মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় সুখাসীন মুনিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে গুরো! সকল মনুষ্যই উত্তম রূপে পিতা মাতার চরিত্রের অনুকরণ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা উভয়ে পুত্রের প্রতি যেরূপ আচরণ করেন, কোন ক্রমেই মনুষ্য আপনা আপনি তাহার প্রতিকার করিতে পারেনা॥ ৯ ॥ অশন বসন শয়নাদি প্রদান দ্বারা ও সতত প্রিয় বচন প্রয়োগ দ্বারা এবং লালন পালন বর্দ্ধন দ্বারা॥ ১০ ॥ সেই রাজাদশরথ আমার পিতা এবং জন্মদাতা হয়েন, আমি তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে কথা সে কথা কি অন্যথা করিতে পারি?॥ ১১ ॥ শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিলে পর বিশাল হৃদয় ভরত পরম দুঃখিতান্তঃকরণে সুমন্ত্র সারথিকে বলিলেন॥ ১২ ॥

ইহ মে স্থণ্ডিলে শীঘ্রং ক্রিয়তাং সংস্তরঃ কুশৈঃ।
আর্য্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে ন প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥
অনাহারো নিরালোকো ধনহীনো যথালসঃ।
শয়ে পুরস্তাচ্ছালায়াং যাবন্ন প্রতিযাস্যতি ॥ ১৪ ॥
স তু রামমভিপ্রেক্ষ্য ভরতস্ত সুদুর্ম্মনাঃ।
কুশাস্তরৈরুপস্থাপ্য ভূমাবেবাস্তৃণাৎ স্বয়ং ॥ ১৫ ॥
তমুবাচ মহাতেজা রামো রাজর্ষিনন্দনঃ।
কি মাং ভরত কুর্ব্বাণং তাত প্রত্যুপবেক্ষ্যসি ॥ ১৬ ॥
ব্রাহ্মণো হ্যেকপার্শ্বেন শয়ানস্ত পুরন্দহেৎ।
ন তু মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং বিধিঃ প্রত্যুপবেশনে ॥ ১৭ ॥
উত্তিষ্ঠ রাজশার্দ্দূল হিত্বৈতদ্দারুণং ব্রতং।
অযোধ্যাং গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং কুরু সত্যং পিতুর্ব্বচঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

হে সুমন্ত্র! অতি সত্বর এই স্থলে কুশাসন বিছাইয়া দাও, আমি আর্য্য মহাশয়কে তাহাতে উপবেশন করাই যে পর্য্যন্ত উনি আমার প্রতি প্রসন্ন না হয়েন ॥ ১৩ ॥ আমি অনাহারে নিরানন্দে নির্ধন অলস লোকের ন্যায় রঘুনাথের কুটীরের পুরোভাগে ধূলি শয্যায় শয়ন করি, যে পর্য্যন্ত বনবাসের অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত হইয়া শ্রীরাম ভবন প্রতি গমন না করেন ॥ ১৪ ॥ নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান ভরত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিয়া কুশাস্তরণ দ্বারা উপস্থান পূর্ব্বক স্বয়ং ভূমিতে আস্তরণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ রাজর্ষি কুমার মহাতেজস্বী শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিলেন হে তাত ভরত! আমাকে অনুপযুক্ত আচরণ করিতে অনুরোধ করিতেছ তুমি কি আমাকে প্রত্যবায় ভাগী করিবে ॥ ১৬ ॥ ব্রাহ্মণ যদি এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকে তবে সে পুরী দগ্ধ করে, কিন্তু রাজাদিগের প্রত্যুপবেশনে এপ্রকার বিধি নহে ॥ ১৭ ॥ অতএব হে রাজপ্রবর! গাত্রোত্থান কর, এই দুষ্কর ব্রত পরিত্যাগ করিয়া সত্বর অযোধ্যায় গমন কর, ও পিতার বাক্যকে সত্যকর ॥ ১৮ ॥

ময়া যথাসি সন্দিষ্টস্তথা ভরত যত্নবান্।
অনুপালয় ধর্ম্মেণ প্রজাঃ শ্রেষ্টা ইব প্রজাঃ ॥ ১৯ ॥
আসীনস্ত্বেবং ভরতঃ পৌরজানপদং জনং।
উবাচ সর্ব্বতঃ প্রেক্ষ্য কিমার্য্যং নানুযাচথ ॥ ২০ ॥
তে তমূচুর্ম্মহাত্মানং পৌরজানপদা জনাঃ।
ভরতং বাষ্পরক্তাক্ষং রামানুনয়বিহ্বলং ॥ ২১ ॥
অভিজানীমঃ কাকুৎস্থং সত্যধর্ম্মপরায়ণং।
বক্তুং ন শক্নুমঃ স্নেহান্নহি নঃ শ্রোষ্যতে বচঃ ॥ ২২ ॥
পিতুরেষ মহাভাগো বচনং পরিপালয়ন্।
ন গুরূণাং ন মাতৄণাং ন তব শ্রোতুমিচ্ছতি ॥ ২৩ ॥
অতো ন শক্নুমো হ্যেনং ব্যাবর্ত্তয়িতুমঞ্জসা।
ধৃতিমন্তং স্থিতং সত্যে রামং দয়িতবান্ধবং ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ

হে ভরত! আমি তোমাকে যাহা আদেশ করিতেছি স্বীয় মনোমত সন্তান গণের ন্যায় প্রযত্ন সহকারে ধর্ম্ম পথে প্রজাদিগের প্রতি পালন কর॥ ১৯ ॥ ভরত এই রূপে উপবিষ্ট থাকিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন পুর্ব্বক পুরজনগণকে বলিলেন, কি তোমরা কেহই যে আর্য্য মহাশয়ের নিকট অযোধ্যা গমনার্থ যাচ্ঞা করিতেছনা॥ ২০ ॥ পুরবাসি জনেরা বাষ্পাকুলিত লোহিত বর্ণ নয়ন মহাত্মা ভরতকে রামচন্দ্রের অনুনয় বিষয়ে একান্ত কাতর দেখিয়া বলিলেন॥ ২১ ॥ আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে নিতান্ত সত্যধর্ম্ম পরায়ণ বলিয়া জানি, অতএব স্নেহ বশতঃ তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিতেছি না, যেহেতু আমরা অনুরোধ করিলেও আমাদিগের কথা শুনিবেন না॥ ২২ ॥ এই মহাত্মা শ্রীরাম কেবল পিতার বাক্যই প্রতিপালন করিবেন, ইনি কি গুরু দিগের কথা কিমাতৃ গণের কথা কি তোমার কথা কিছুই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন না॥ ২৩ ॥ এই জন্যই আমরা সহসা শ্রীরামকে বনবাসের অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না, রঘুনাথ একান্ত ধৈর্য্যশালী, সত্য পরায়ণ ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়েন॥ ২৪ ॥

নৈব শক্যশ্চালয়িতুং সত্যাং সত্যপরায়ণং।
হিমবানিব শৈলেন্দ্রো বায়ুনা দ্রুমবৈরিণা ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতপ্রত্যুপবেশো
নাম বিংশতিশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ।

সত্য পরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রকে কেহই সত্য হইতে বিচলিত করিতে পারিল না কেন না মহীরুহ ভঞ্জক প্রভঞ্জন যেমন শৈলবর হিমাচলকে চালিত করিতে পারে না তাহারন্যায় শ্রীরামচন্দ্রও অচাল্য হইয়াছেন॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
ভরতের প্রত্যুপবেশন নামে বিংশত্যধিক শততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১২০ ॥

—oo—oo—

একবিংশতিশততমঃ সর্গঃ।

পৌরাণাং তু বচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ পৌরবৎসলঃ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে প্রহৃষ্টশ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
বেদবেদাঙ্গবিদুষাং ব্রাহ্মণানাং তপস্বিনাং।
উপপন্নঞ্চ যুক্তঞ্চ বচনং জ্ঞানচক্ষুষাং ॥ ২ ॥
সর্ব্বজ্ঞানাং কৃতজ্ঞানাং পূজ্যানামনুদৈবতং।
সত্যযুক্তঞ্চ যুক্তঞ্চ ধর্ম্মযুক্তং বিশেষতঃ ॥ ৩ ॥
পিত্রা নঃ পুত্রবৎ তাত রক্ষিতানাং প্রযত্নতঃ।
পৌরাণাং নৃপভক্তানামেতৎ স্বসদৃশং বচঃ ॥ ৪ ॥
পুনরুক্তং ব্রবীমি ত্বাং ভরত প্রতিগম্যতাং।
ইহাবশ্যং হি বস্তব্যং প্রতিজ্ঞাং রক্ষতা ময়া ॥ ৫ ॥
শাপিতঃ খল্বসি ময়া কিমর্থমবলম্বসে।
সম্যগূচুরিমে সর্ব্বে সুহৃদো নো হিতৈষিণঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

পৌরজান পদ বৎসল শ্রীরাম প্রকৃতি মণ্ডলের বচন পরম্পরা শ্রবণে অসীন আনন্দ লাভ করিলেন, এবং প্রমুদিতান্তঃ করণে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ বেদ বেদান্তবেত্তা তপস্যা পরায়ণ জ্ঞান নয়ন ব্রাহ্মণ গণ যাহা বলেন তাহা যুক্তি যুক্তও বটে, এবং ফলিতে তাহাই ফলে ॥ ২ ॥ যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহারা কৃতজ্ঞ, ও যাঁহারা পূজনীয় হয়েন বিশেষতঃ তাঁহাদিগের বাক্য সত্য পরিপূর্ণ, যুক্তি যুক্ত, ও ধর্ম্মোপদেশ সঙ্কলিত হয় ॥ ৩ ॥ রে ভ্রাতর্ভরত! আমাদিগের পিতা প্রাণপণে পুত্রের ন্যায় প্রজাগণের প্রতি পালন করিয়াছেন সুতরাং সমস্ত প্রকৃতি মণ্ডলই নৃপতি ভক্ত, তবে তাঁহারা আপনাদিগের যেমন বলা উচিত তোমাকে তাহাই বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥ তথাপি রে ভরত! আমি তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, তুমি ভবন প্রতি গমন কর, পিতারসত্য পালন করিবার জন্য এই কানন মধ্যে আমি অবশ্য বাস করিব সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥ আমি তোমাকে শাপিত বাক্য কহিলাম, তথাপি তুমি কি জন্য আমাকে অবলম্বন করিতেছ? আমাদিগের মঙ্গলেচ্ছু সুহৃৎ বন্ধু, বান্ধব গণ সকলেই ভাল কথা বলিলেন ॥ ৬ ॥

কিমস্মাংস্তে পরিক্লিশ্য ভরত প্রতিগম্যতাং।
মহার্ণবঃ শোষয়িতুং ভবেচ্ছক্যো নদীপতিঃ ॥ ৭ ॥
বিন্ধ্যো বা বসুধাকীর্ণঃ শক্যশ্চালয়িতুং ক্ষিতেঃ।
অহং তু শাসনং বীর ন করিষ্যেঽনৃতং পিতুঃ ॥ ৮ ॥
এতচ্চ প্রতিজানামি সত্যেন চ শপাম্যহং।
এতচ্চৈবোভয়ং শ্রুত্বা সম্যক্ সম্পশ্য রাঘব ॥ ৯ ॥
এবং তদ্বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ পার্থিবাত্মজঃ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা পরন্দৈন্যমুপাগতঃ ॥ ১০ ॥
স দর্ভশয়নাৎ তস্মাদুত্থায় ভরতস্তদা।
উপস্পৃশ্যোদকং বীরো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১১ ॥
শৃণ্বন্তু মে পরিষদো মন্ত্রিণো মাতরস্তথা।
অনুরক্তাশ্চ সুহৃদঃ পৌরজানপদাস্তথা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

হে ভরত! তুমি কেন আর বৃথা আমাদিগকে ক্লেশ দাও, এখান হইতে প্রতিগমন কর, নদনদী নায়ক মহাসমুদ্র কি কখন শুষ্ক হইতে পারে? ॥ ৭ ॥ হে বীর! বরং অশেষ দেশ সঙ্কুল বিন্ধ্যাচলকেও অচলা হইতে চালন করিতে পারি কিন্তু আমি কখনই পিতার শাসনকে অন্যথা করিতে পারিনা ॥ ৮ ॥ আমি ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে সত্য দ্বারা তোমাকে শাপ দিলাম, হে বীর! এই উভয় বিধ শাপ শ্রবণ করিয়া, যাহা ভাল হয় তাহার অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥ নৃপতি নন্দন ভরত! রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় দীন ভাবাপন্ন হইলেন, তাঁহার বদন কমল বিবর্ণ হইয়াগেল ॥ ১০ ॥ তখন বীরবর ভরত সেই কুশাসনহইতে উত্থিত হইয়া জলস্পর্শ পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ হে সামাজিকগণ! ও মন্ত্রিগণ! ও মাতাগণ! ও অনুগতগণ! ও বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ! এবং পুরুষগণ! আপনারা সকলে শ্রবণ করিলেন ॥ ১২ ॥

ভবস্তিঃশ্রোত্তমিচ্ছামি সর্ব্বৈরেব বিশেষতঃ।
বিশুদ্ধিং দাতুমিচ্ছামি গর্হিতস্যাস্য কর্ম্মণঃ ॥ ১৩ ॥
ন রাজ্যং পিতরং যাচে নানুশোচামি মাতরং।
আর্য্যং পরমধর্ম্মজ্ঞং নাবজানামি রাঘবং ॥ ১৪ ॥
যদি ত্ববশ্যং বস্তব্যং কর্ত্তব্যং বচনং পিতুঃ।
অহমেতানি বৎস্যামি বর্ষাণাহ্ চতুর্দ্দশ ॥ ১৫ ॥
ধর্ম্মাত্মা স তু তথ্যেন ভ্রাতুর্বাক্যেন বিস্মিতঃ।
উবাচ রামঃ সংপ্রেক্ষ্য পৌরজানপদং জনং ॥ ১৬ ॥
বিক্রীতমাহিতং দত্তং যৎ পিত্রা জীবতা মম।
তন্ন লঙ্ঘয়িতুং শক্যং ময়া বা ভরতেন বা ॥ ১৭ ॥
উপাধি র্ন ময়া কার্য্যো বনবাসস্য কুৎসিতঃ।
অম্বায়া হ্যগ্রতঃ শপ্তং পিত্রা মে সুকৃতং স্বয়ং ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

বিশেষতঃ আমি ইচ্ছা করিতেছি যে আপনারা সকলে একথা শ্রবণ করিলেন, আমি এক্ষণে এই গর্হিত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি॥ ১৩ ॥ আমি পিতার নিকট রাজ্য চাই না, জননী কৈকেয়ীর প্রতিও শোক করি না; এবং পরম ধর্ম্ম পরায়ণ আর্য্য শ্রীরঘুনাথকেও অবজ্ঞা করি না॥ ১৪ ॥ কিন্তু যদি অবশ্যই বাস করিতে হয়, এবং পিতার বাক্যও পালন করিতে হয়, তথাপিও আমি এই স্থানে এই চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিব॥ ১৫ ॥ ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম ভ্রাতা ভরতের এই যথার্থ কথায় বিস্মিত হইয়া পুরজনগণের এবং জানপদাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ বলিতে লাগিলেন॥ ১৬ ॥ আমার পিতা জীবিতাবস্থায় যাহা বিক্রয় করিয়াছেন; যাহা ন্যাস করিয়া গিয়াছেন, যাহা কাহাকে দান করিয়াছেন, কি আমি কি ভরত কেহই তাহা লঙ্ঘন করিতে শক্ত হইব না ॥ ১৭ ॥ পিতা মহাশয় স্বয়ং আমাকে জননীর সমক্ষে বনবাস জন্য যে শাসন করিয়াছেন, সেই বনবাস বিষয়ের, আমি অন্যথাচরণ করিতে পারিব না॥ ১৮ ॥

জানামি ভরতং শান্তং গুরুসৎকারকারিণং।
সর্ব্বমেবাত্র কল্যাণং প্রত্যাশংসে মহাত্মনি ॥ ১৯ ॥
অনেন ধর্ম্মশীলেন বনাৎ প্রত্যাগতোঽপি সন্।
ভ্রাত্রা সহ ভবিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পতিরুত্তমঃ ॥ ২০ ॥
কৃতশ্চাপি ময়াম্বায়াঃ কৈকেয্যা বচনং প্রিয়ং।
অনৃতান্মোচয়ানেন পিতরং তং মহামতিং ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতানুশাসনং নাম
একবিংশতিশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ।

আমি জানি ভরত প্রশান্ত মূর্ত্তি ও গুরু লোকের অর্চ্চনা কারী বটেন্ ফলতঃ এই মহাত্মা ভরতের প্রতি সকল মঙ্গলেরি আশংসা করা যাইতে পারে॥ ১৯ ॥ আমি বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই ধর্ম্মশীল অনুজভ্রাতা ভরতের সহিত মিলিত থাকিয়া সসাগরা ধরা মণ্ডলের অদ্বিতীয় পতি হইয়া সাম্রাজ্য সম্ভোগে কালযাপন করিব॥ ২০ ॥ আমি কৈকেয়ী মাতাঠাকুরাণীরও প্রিয়বাক্য প্রতি পালন করিতেছি, অতএব হে ভরত! তুমি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মহামতি পিতা মহারাজাকে মিথ্যা হইতে মুক্ত কর॥ ২০ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতানুশাসন নামে একবিংশতিশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১২১ ॥

—oo-×-oo—

দ্বাবিংশতিশততমঃ সর্গঃ।

অথাপ্রতিমতেজোভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং লোমহর্ষণং।
বিস্মিতাঃ সঙ্গমং প্রেক্ষ্য সমবেতা মহর্ষয়ঃ ॥ ১ ॥
গন্ধর্ব্বাঃ সমুনিগণাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
ভ্রাতরৌ তৌ মহাত্মানৌ কাকুৎস্থৌ প্রশশংসিরে ॥ ২ ॥
ধন্যঃ স যস্য পুত্রৌ দ্বৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ সত্যবিক্রমৌ।
শ্রুত্বা বাং তাতসম্ভাষামুভাভ্যাং স্পৃহয়ামহে ॥ ৩ ॥
ততো মুনিগণাঃ সর্ব্বে দশগ্রীববধৈষিণঃ।
ভরতং রাজশার্দ্দূলমূচুস্তে খগতা বচঃ ॥ ৪ ॥
কুলে জাত মহাপ্রাজ্ঞ মহাবৃত্ত মহাযশঃ।
গ্রাহ্যং রামস্য বচনং পিতরং যদ্যবেক্ষসে ॥ ৫ ॥
তেনানৃণমিমং রামং বয়মিচ্ছামহে পিতুঃ।
সত্যপ্রতিজ্ঞং কৈকেয্যাঃ স্বর্গস্থং পিতরঞ্চ তে ॥ ৬ ॥

অনন্তর অসীম তেজঃসম্পন্ন উভয় ভ্রাতার পরস্পরে যেরূপ মিলন হইল, তদবলোকনে মহর্ষিগণ একেবারে লোমাঞ্চিত কলেবরে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ১ ॥ কি গন্ধর্ব্বগণ, কি মুনিগণ, কি সিদ্ধ সমূহ, কি মহর্ষি ব্যূহ, সকলেই রঘুবংশীয় সেই মহাত্মা ভ্রাতৃগণের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ সেই মহাত্মাই ধন্য, সত্য পরায়ণ, বিক্রমশালী ধার্ম্মিকবর এই সন্তান দ্বয় যাঁহাকে পিতৃ সম্বোধন করেন, এই দুই বালকের পিতৃ বিষয়ক বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়া উভয়কেই পরম স্পৃহনীয় বোধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ অনন্তর মহর্ষিগণ সকলে দশাননের নিধন মানসে আকাশতল গত হইয়া রাজকুমার ভরতকে দৈববাণী বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ হে মহাপ্রাজ্ঞ! হে সুচরিত! হে যশোরাশী প্রকাশী কৃত দিংমণ্ডল! নৃপ নন্দন ভরত! আপনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যদি পিতার অপেক্ষা করেন, তবে শ্রীরামচন্দ্রের উপযুক্ত উপদেশ বাক্য গ্রহণ করুন্ ॥ ৫ ॥ আমরা সকলে তোমার পিতার আদেশ পালন বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে ঋণশূন্য হইতে ইচ্ছা করিতেছি, এবং তোমার কৈকেয়ী জননীকে ও তোমার স্বর্গগত পিতাকেও সত্য প্রতিজ্ঞ করিতে বাসনা হইতেছি ॥ ৬ ॥

এতাবদুক্ত্বা বচনং গন্ধর্ব্বাঃ সমহর্ষয়ঃ।
রাজর্ষয়শ্চ তে সর্ব্বে তথা স্বাং স্বাং গতিঙ্গতাঃ ॥ ৭ ॥
হ্লাদিতস্তেন বাক্যেন শুভেন শুভদর্শনঃ।
রামঃ সংহৃষ্টবৎ সর্ব্বাংস্তানৃষীন্ প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৮ ॥
স্রস্তগাত্রস্তু ভরতো বাচা সংসজ্জমানয়া।
কৃতাঞ্জলিরিদং বাক্যং রাঘবং পুনরব্রবীৎ ॥ ৯ ॥
রাজধর্ম্মমিমং প্রেক্ষ্য কুলধর্ম্মার্থসংহিতং।
কর্ত্তুমর্হসি কাকুৎস্থ মম মাতুশ্চ পাবনং ॥ ১০ ॥
রক্ষিতুং সুমহদ্রাজ্যমহমেকস্তু নোৎসহে।
পৌরজানপদঞ্চাপি রাজ্যে রঞ্জয়িতুং জনং ॥ ১১ ॥
জ্ঞাতয়শ্চাপি যোধাশ্চ মিত্রাণি সুহৃদস্তথা।
ত্বামেব প্রতিকাঙ্ক্ষন্তে পর্জ্জন্যমিব কর্ষকাঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

কি গন্ধর্ব্ব সমূহ, কি মহর্ষিগণ, কি রাজর্ষি মণ্ডল, সকলেই ভরতকে এই কথা বলিয়া স্ব স্ব গমনীয় স্থান প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ শুভদর্শন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিতান্তঃকরণে লোমাঞ্চিত কলেবরে সেই সমুদয় ঋষিদিগের বচনের প্রতি সমাদর করিলেন ॥ ৮ ॥ ভরত এই হৃদয় বিদারণ বাক্য দ্বারা স্রস্ত গাত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীরামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ হে কাকুৎস্থ শ্রীরামচন্দ্র! আপনি কুলক্রমাগত অর্থকর এই রাজ্য তন্ত্রের তত্ত্বাবধান করতঃ আমাকে এবং আমার জননীকে পবিত্র করিতে যোগ্য হউন্ ॥ ১০ ॥ আমি একাকী এই বিস্তীর্ণ রাজ্যভার রক্ষাকরিতে কোনমতেই সাহসী হইতে পারি না, আর রাজ্য মধ্যে সমুদায় প্রজা মণ্ডলেরও মনোরঞ্জন করিতে শক্ত হইব না ॥ ১১ ॥ যেরূপ কৃষকেরা পর্য্যন্যের অপেক্ষা করে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণ, ও যুদ্ধ কুশল সৈন্যগণ, ও বয়স্যগণ কি বন্ধু বান্ধবগণ সকলেই কেবল আপনাকেই আকাংক্ষা করিয়া রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

ইদঞ্চ রাজ্যং ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বং ত্বং প্রতিপদ্য হি।
শক্তিমান্ ন হি কাকুৎস্থ লোকস্য পরিপালনে॥ ১৩॥
ইত্যুক্ত্বা ন্যপতদ্ভ্রাতুঃ পাদয়োর্ভরতস্তদা।
ভৃশমারাধয়ামাস রামমেব প্রিয়ম্বদঃ॥ ১৪॥
তমঙ্কে ভরতং কৃত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং মত্তহংসগতিস্বনং॥ ১৫॥
ইয়ং তে মাদৃশী বুদ্ধিঃ স্বভাবাদ্বিনযাশ্রয়া।
ভৃশমুৎসহতে সেয়ং ত্রৈলোক্যস্যাপি রক্ষণে॥ ১৬॥
শক্রস্যার্কস্য বায়োশ্চ যমস্য বরুণস্য চ।
সোমস্য চ পৃথিব্যাশ্চ রাজন্ বৃত্তমিদং শৃণু॥ ১৭॥
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ যথা শক্রোঽভিবর্ষতি।
পরিহারৈস্তথা রাষ্ট্রমভিবর্ষেজ্জনাধিপঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ

হে ধর্ম্মাত্মন্ কাকুৎস্থ! এই সমস্ত রাজ্য প্রতিপালনের ভার আপনি গ্রহণ করুন, আমি একাকী প্রজাগণের প্রতিপালনে সমর্থ হইব না॥ ১৩॥ তখন রাজকুমার ভরত এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মযুগলে নিপতিত হইলেন, এবং প্রিয়বাক্য দ্বারা রামচন্দ্রের অতিশয় রূপে আরাধনা করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥ তখন শ্রীরাম শ্যাম শোভাশালী, নলিন দল সমান নয়ন যুগল, মত্তহংসগতি সুস্বর সম্পন্ন ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া এই কথা বলিলেন॥ ১৫॥ হে ভরত! স্বভাব বশতঃ! তোমার যে বিনয় সম্পন্ন বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, সেই বুদ্ধিবলে তুমি ত্রিলোকের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই॥ ১৬॥ হে রাজন্ হে ভরত! তুমি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য ও পৃথিবী ইহাঁদিগের অংশভূত রাজ চরিত্র শ্রবণ করহ॥ ১৭॥ যেরূপ বর্ষাকালীন চারি মাস দেবরাজ বৃষ্টিসেক দ্বারা ধরামণ্ডলকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকেন, সেই প্রকার তুমি পালও নানাবিধ উপায় দ্বারা স্বকীয় দেশে বর্ষণ করিবেন॥ ১৮॥

অষ্টৌ মাসান্ যথাদিত্যস্তোয়ং হরতি রশ্মিভিঃ।
এবং ধর্ম্মেণ সঞ্চেয়ং তদাদিত্যব্রতং স্মৃতং॥ ১৯॥
প্রবিষ্টঃ সর্ব্বভূতানি যথাচরতি মারুতঃ।
চারৈণৈবঞ্চরেদ্রাজা স্মৃতং তন্মারুতং ব্রতং॥ ২০॥
যথা যমঃ প্রাপ্তকালঃ প্রিয়দ্বেষ্যৌ নিযচ্ছতি।
এবং রাজা বিনিশ্চিত্য সমো হি স্যাৎ প্রিয়াপ্রিয়ে॥ ২১॥
বরুণেব যথা পাশৈর্বদ্ধ এব হি দৃশ্যতে।
এবং রাজ্ঞা নিযন্তব্যা দস্যবো বারুণৈর্ব্রতৈঃ॥ ২২॥
পরিপূর্ণো যথা সোমো দৃষ্টো হ্লাদয়তে মনঃ।
এবং যস্মিন্ প্রজাঃ সর্ব্বা নির্বৃতাস্তচ্ছশিব্রতং॥ ২৩॥
পৃথিবী সর্ব্বভূতানি সমন্ধারয়তেঽনিশং।
স তথৈব প্রজাঃ সর্ব্বা ধারয়েৎ পৃথিবীপতিঃ॥ ২৪॥

অনুবাদ।

সূর্য্যদেব যে প্রকার কিরণ জাল বিস্তার করিয়া অষ্টমাস ক্রমিক ভূমণ্ডলের রস আকর্ষণ করেন, সেইরূপ রাজাও আদিত্যের ন্যায় ব্রত ধারণ করিয়া ধর্ম্মপথ সহকারে কর সঞ্চয় করিবেন॥ ১৯ ॥ যে প্রকার সমীরণ সর্ব্বত্র বিচরণ করতঃ সকলের প্রাণ রূপে বিচরণ করিতেছেন, সেইরূপ রাজা চর দ্বারা সর্ব্বত্রের সমাচার সতত অবগত হইবেন, ইহাকেই মারুতব্রত বলাযায়॥ ২০ ॥ সময় প্রাপ্ত হইলে কি প্রিয় কি অপ্রিয় উভয়কেই যম সংহার করেন, সেইরূপ রাজা কি প্রিয় কি অপ্রিয় উভয়েরই দোষ গুণ পক্ষপাত শূন্য হইয়া সমান রূপে বিচার করিবেন॥ ২১ ॥ বরুণ যেরূপ অপরাধী ব্যক্তিকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখেন, তদ্রূপ রাজা বারুণ ব্রতাবলম্বী হইয়া শত্রুদিগকে সতত সংযত রাখিবেন॥ ২২ ॥ যেরূপ সম্পূর্ণ মণ্ডল সুধাংশুকে সন্দর্শন করিলে হৃদয় আনন্দ প্রভাবে উচ্ছলিত হয়, সেইরূপ রাজাকে দৃষ্টি করিলে সমুদয় প্রজা তাদৃশী প্রীতি লাভ করে, ইহাকেই শশিব্রত কহে॥ ২৩ ॥ বসুমতী যেরূপ এককালে সমুদয় প্রাণীকে নিরন্তর বহন করিতেছেন, ভূমিপালও সেই প্রকার সমুদয় প্রজাকে ধারণ করিবেন॥ ২৪ ॥

অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
পূর্ব্বং কার্য্যাণি সংস্মৃত্য সুসঞ্চিন্ত্য হি কারয়েৎ॥ ২৫॥
চন্দ্রাদপক্রমেল্লক্ষ্মীর্হিমবাংশ্চ পরিব্রজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥ ২৬॥
কামাদ্বা যদিবা লোভান্মাত্রা তে যদিদং কৃতং।
ন তন্মনসি কর্ত্তব্যং বর্ত্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ॥ ২৭॥
এবমস্ত্বিতি বাক্যং তু ভরতো রামমব্রবীৎ।
তেজসাদিত্যসঙ্কাশং প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শনং॥ ২৮॥
ততোঽথ রামস্য পুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ স বাষ্পকণ্ঠো ভরতো মহাত্মনঃ।
অলব্ধকামঃ স বভূব দুঃখিতঃ প্রগৃহ্য পাদৌ শিরসা মহীগতঃ॥ ২৯॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতবিসর্জ্জনং নাম
দ্বাবিংশতিশততমঃ সর্গঃ॥ ১২২॥

অনুবাদ।

রাজা, অমাত্যগণ, বন্ধু বান্ধবগণ, ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রিগণ ইহাঁদিগের সহিত অগ্রে কার্য্যের অবধারণ করিয়া ও উত্তম রূপে বিচার করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে অনুমতি করিবেন॥ ২৫॥ চন্দ্রমার মনোমোহিনী শোভা যদি অপগত হয়; হিমালয় পর্ব্বত যদি স্বস্থান হইতে বিচলিত হয়, সমুদ্র যদি আপন বেলা ভূমিকে অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতার অনুমতি পালনে পরাংমুখ হইবনা॥ ২৬॥ কোন কামনা বশতই হউক, বা লোভ বশতই হউক, তোমার জননী যে এই রূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তুমি তাহা কখন মনেও করিও না, এবং জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাই করিবে॥ ২৭॥ তেজে দিন মণির ন্যায়, দর্শনে শশধরের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার বাক্যকে ভরত যে আজ্ঞা বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন॥ ২৮॥ তদনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মদ্বয় গ্রহণ করিয়া আপন অভিলাষ সুসিদ্ধ না হওয়াতে মহীতলে মস্তক দ্বারা লুণ্ঠমান হইয়া পুনর্ব্বার অতিশয় দুঃখিত হইলেন॥ ২৯॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত বিসর্জ্জন নামে দ্বাবিংশতিশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১২২॥

ত্রয়োবিংশতিশততমঃ সর্গঃ।

রামস্তু ভরতং দৃষ্ট্বা শিরসা পাদয়োর্গতং।
অপাসর্পৎদ্রুতং কিঞ্চিদ্বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ॥ ১॥
ততঃ পাদৌ হি সংস্পৃশ্য ভরতো ন্যপতৎ ক্ষিতৌ।
রুদন্নতিতরামার্ত্তঃ কূলাদ্বৃক্ষ ইব চ্যুতঃ॥ ২॥
সসর্প ইব মেদিন্যাং শোকবাষ্পপরিপ্লুতঃ।
অচেষ্টতো মুহুর্দীনঃ সর্ব্বতঃ সুস্বরং রুদন্॥ ৩॥
মাতরশ্চাস্য তাঃ সর্ব্বাঃ সীতা চ জনকাত্মজা।
অরুদংস্তস্য কারুণ্যাদ্বাষ্পপ্রস্রবণৈর্ম্মুখৈঃ॥ ৪॥
সযোধশ্রেণিনিগমঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতঃ।
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে দুঃখার্ত্তঃ সর্ব্বঃ প্ররুদিতো জনঃ॥ ৫॥
অপি পুষ্পপ্রমোক্ষেণ সর্ব্বাঃ প্ররুদিতা লতাঃ।
নরাণাং কিং পুনঃ স্নেহাত্মনো যেষাং হি মানুষং॥ ৬॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে আপন পাদপদ্মে নিপতিত দেখিয়া বাষ্প পরিপূর্ণ নয়নে ত্বরিত গমনে তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন॥ ১ ॥ অনন্তর ভরত শ্রীরামের পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া অতিশয় অশ্রুমুখে সকাতরে, নদীকূলস্থিত উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন॥ ২ ॥ ভরত শোকাশ্রু পরিপূর্ণ নয়নে যেন মেদিনীমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন, অতি দীনভাবে সুস্বরে রোদন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন॥ ৩ ॥ ভরতের, তত্ত্বাবধারক সকল ও মাতৃগণ এবং জনকনন্দিনী সীতাদেবীও ভরতের প্রতি কারুণ্য বশতঃ বাষ্পপরিপূর্ণ বদনে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৪ ॥ কি যোদ্ধাগণ, কি অধ্যাপক সমূহ, কি পুরোহিতনিকর সকলেই সেই সময়ে একান্ত দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল॥ ৫ ॥ অধিক কি বলিব সে সময় তত্রত্য সমুদায় লতামণ্ডলও নেত্রনীর সমান প্রসূন সমূহ বর্ষণ দ্বারা রোদন করিয়াছিল, সচেতন মনুষ্য সকল যে স্নেহে রোদন করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?॥ ৬ ॥

ভরতং বাষ্পপূর্ণাক্ষং স্নেহাদাগতবিক্লবঃ ।
গাঢ়মাশ্লিষ্য দুঃখার্ত্তং রামো বচনমব্রবীৎ ।। ৭ ।।
সাধুঃ পর্য্যাপ্তমেতাবৎ সাধু বাষ্পো নিগৃহ্যতাং ।
শোকার্ত্তান্ সাধ্বেক্ষাস্মান্ সাধ্বিতঃ প্রতিগম্যতাং ।। ৮ ।।
ন ত্বাং শক্নোম্যহং দ্রষ্টুমেবন্তু ত্বং নৃপাত্মজং ।
শোকভারসমাক্রান্তং সীদতীব হি মে মনঃ ।। ৯ ।।
শাপিতোঽসি ময়া বীর সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।
ন চ তামভিভাষেয়ং যদ্যযোধ্যাং ন গচ্ছসি ।। ১০ ।।
এবমুক্তস্তু ভরতঃ প্রমৃজ্যাশ্রুহতং মুখং ।
পূর্ব্বমুক্ত্বা প্রসীদেতি রাঘবং স ততোঽব্রবীৎ ।। ১১ ।।
অলং শপ্তেন যাস্যামি যদ্যেবং পরিতপ্যসে ।
অহং হি জীবিতেনাপি প্রিয়ং কুর্য্যাং তব প্রভো ।। ১২ ।।

অনুবাদ ।

শ্রীরামচন্দ্র স্নেহ হেতু ব্যাকুলিতান্তঃকরণে একান্তদুঃখিত, বাষ্পপূর্ণ লোচন, ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন ।। ৭ ।। রে ভরত ! তুমি যাদৃশ সাধুতা প্রকাশ করিয়াছ তাহা যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে উত্তমরূপে নেত্রজল নিগ্রহ কর, আমরা শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি, আমাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করতঃ এখান হইতে স্বচ্ছন্দে রাজধানীতে প্রতিগমন করহ ।। ৮ ।। তুমি রাজনন্দন আমি আর তোমার এতাদৃশ ক্লেশ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছি না, কেননা আমার মানস শোকভারে একান্ত আক্রান্ত হইয়াছে অর্থাৎ অবসন্ন হইতেছে ।। ৯ ।। হে বীরাবতার ভরত । আমি, সীতা ও লক্ষ্মণ আমরা সকলেই তোমাকে এই অভিশম্পাৎ প্রদান করিলাম যদি তুমি অযোধ্যায় প্রতিগমন না কর, তাহা হইলে আমরা আর কখন তোমার সহিত আলাপ করিব না ।। ১০ ।। ভরত শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক উক্ত এই কথায় কুণ্ঠিত হইয়া আপন নেত্রজল পূর্ণ বদন মার্জ্জন করিলেন, অনন্তর প্রথমতঃ রঘুনাথ প্রসন্ন হউন্ বলিয়া, বক্তব্য কথা বলিতে লাগিলেন ।। ১১ ।। হে রঘুনাথ ! শাপ দিবার প্রয়োজন নাই, যদি আপনি এমন পরিতাপগ্রস্ত হইলেন তবে আমি অযোধ্যায় গমন করিব, হে প্রভো ! আমি স্বকীয় প্রাণ দিয়াও আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব ।। ১২ ।।

গমিষ্যে সর্ব্বথাযোধ্যাং মাতৃভিঃ সহ রাঘব।
প্রকর্ষন্ মহতীং সেনাং কিন্তু বিজ্ঞাপয়ামি তে॥ ১৩॥
অপি স্মরিষ্যসীক্ষ্বাকোর্ন্যাসধর্ম্মান্নৃপশ্রিয়ং।
ধারয়স্বেতি ধর্ম্মজ্ঞ সময়ং স খলু প্রভো॥ ১৪॥
স প্রহৃষ্টতরো রামো ভরতং গমনোৎসুকং।
সান্ত্বয়িত্বা শুভৈর্বাক্যৈস্তথেত্যভিদধে পুনঃ॥ ১৫॥
এতস্মিন্নন্তরে শিষ্যাঃ শরভঙ্গস্য ধীমতঃ।
উপায়নমনুপ্রাপ্তা গৃহীত্বা কুশপাদুকে॥ ১৬॥
মুনেস্তু কুশলং স্পৃষ্ট্বা নিবেদ্য সুমহাত্মনঃ।
রাঘবঃ প্রতিজগ্রাহ তে উভে কুশপাদুকে॥ ১৭॥
তে গৃহীত্বা তু ভরত পাদুকে মুনিনাহৃতে।
রাঘবস্যাশু পাদাভ্যামদদৎ কুশপাদুকে॥ ১৮॥

অনুবাদ।

হে রঘুবীর! আমি মাতৃগণ সমভিব্যাহারে অবশ্যাবশ্য অযোধ্যায় গমন করিব, এবং এই মহত্ সৈন্যদলকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব, কিন্তু আপনাকে বিজ্ঞাপন করিতেছি॥ ১৩ ॥ হে ধার্ম্মিকবর প্রভো! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশের রাজশ্রী যে আমার নিকট ন্যাস করিয়া রাখিলেন, ইহা স্মরণ করিবেন, এবং প্রতিজ্ঞাত সময় মনে করিয়া রাখিবেন অন্যথা না হয়॥ ১৪ ॥ শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে প্রতি গমনোদ্যত দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, ও পুনর্ব্বার হিতকর বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে অন্যথা হইবে না॥ ১৫ ॥ উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে সুবুদ্ধি সম্পন্ন শরভঙ্গ মুনির শিষ্যগণ কুশময় পাদুকাদ্বয় উপঢৌকন লইয়া তথায় উপস্থিত হইল॥ ১৬ ॥ শ্রীরাম মহাত্মা শরভঙ্গ মুনির কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়া সেই কুশময় পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিলেন॥ ১৭ ॥ ভরত শরভঙ্গ মুনির শিষ্যগণ কর্ত্তৃক আনীত সেই কুশময় পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পাদ-যুগল যুগলে পরিধাপন করাইলেন॥ ১৮ ॥

অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জনৌঘৈঃ পরিবারিতঃ।
বশিষ্ঠো বাক্যকুশলো দৈন্যং হর্ষঞ্চ বর্দ্ধয়ন্॥ ১৯॥
অধিরোপ্যার্য্য পাদাভ্যামিমে গৃহ্ণীষ্ব পাদুকে।
এতে হি সর্ব্বলোকস্য যোগক্ষেমং করিষ্যতঃ॥ ২০॥
সোঽধিরোপ্য মহাতেজাঃ পাদুকে ব্যপরোপ্য চ।
প্রায়চ্ছত তদা ধীমান্ ভরতায় মহাত্মনে॥ ২১॥
স পাদুকে তে ভরতঃ প্রতাপবান্ স্বয়ং গৃহীত্বা তু মুদা ধৃতব্রতঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চৈব চকার রাঘবঞ্চকার চৈবোত্তমনাগমূর্দ্ধনি॥ ২২॥
অথানুপূর্ব্ব্যা প্রতিপূজ্য তং জনং গুরূন্ বশিষ্ঠপ্রভৃতীংস্তথানুগান্।
ব্যসর্জয়দ্রাঘববংশবর্দ্ধনঃ স্থিতঃ স্বধর্ম্মে হিমবানিবাচলঃ॥ ২৩॥
তং মাতরো বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠো দুঃখেন নামন্ত্রয়িতুং হি শেকুঃ।
স এব সর্ব্বা অভিবাদ্য মাতৃরুদন্ কুটীং সংপ্রবিবেশ রামঃ॥ ২৪॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কুশপাদুকোপগ্রহো
নাম ত্রয়োবিংশতিশততমঃ সর্গঃ॥ ১২৩॥

অনুবাদ।

এমন সময়ে সদ্বক্তা মুনিরাজ বশিষ্ঠ জনসমূহে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের দৈন্য ও আনন্দের বৃদ্ধি করতঃ এই কথা বলিলেন॥ ১৯॥ হে মহাশয়! এই কুশময় পাদুকাযুগল পাদপদ্মে পরিধান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, এই পাদুকাদ্বয় যাবতীয় লোকের যোগক্ষেম সম্পাদন করিবেক॥ ২০॥ তখন মহাতেজস্বী ধীমান শ্রীরামচন্দ্র পাদুকাদ্বয় পরিধান করতঃ পরে পদ হইতে অবরোহণ করিয়া মহাত্মা ভরতকে সম্প্রদান করিলেন॥ ২১॥ প্রতাপশালী ব্রত পরায়ণ ভরত আনন্দিত মনে স্বয়ং সেই পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিলেন, এবং শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বোত্তম মাতঙ্গের শিরোভাগে পাদুকাযুগল উত্থাপিত করিয়া রাখিলেন॥ ২২॥ অনন্তর হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় স্বধর্ম্মে অবস্থিত রঘুবংশবর্দ্ধন শ্রীরাম যথাক্রমে ভরতকে, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণকে ও অনুগত যাবতীয়লোক দিগকে পূজা করিয়া সকলকে বিদায় দিলেন॥ ২৩॥ তখন জননীগণ বাষ্পাকুলিতকণ্ঠ হইয়া দুঃখে শ্রীরামচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইলেন না, কেবল শ্রীরামই সকল মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া রোদন করিতে করিতে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ২৪॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে কুশ পাদুকা গ্রহণ নামে ত্রয়োবিংশতিশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ॥ ১২৩॥

চতুর্বিংশতিশততমঃ সর্গঃ।

ততঃ শিরসি কৃত্বা তু পাদুকে ভরতস্তদা।
আরুরোহ রথং হৃষ্টঃ শত্রুঘ্নেন সমন্বিতঃ॥ ১॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ।
অগ্রতঃ প্রযযুঃ সর্ব্বে মন্ত্রিণো মন্ত্রপূজিতাঃ॥ ২॥
মন্দাকিনীং নদীং পুণ্যাং প্রাঙ্মুখাস্তে যযুস্তদা।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্ব্বাণাশ্চিত্রকূটং মহাগিরিং॥ ৩॥
যস্য ধাতুসহস্রাণি রম্যাণি গিরিসানুষু।
প্রযযৌ তস্য পার্শ্বেন সসৈন্যো ভরতস্তদা॥ ৪॥
অদূরাচ্চিত্রকূটস্য দদর্শ স মুনেস্ততঃ।
আশ্রমং যত্র স মুনির্ভরদ্বাজঃ কৃতালয়ঃ॥ ৫॥
স তমাশ্রমমাসাদ্য ভরদ্বাজস্য বুদ্ধিমান্।
অবতীর্য্য রথাৎ পাদৌ ববন্দে কুলনন্দনঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর তখন ভরত কুশময় পাদুকাযুগল স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া আনন্দিত মনে শত্রুঘ্নের সহিত রথে আরোহণ করিলেন॥ ১॥ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, প্রভৃতি দৃঢ় সঙ্কল্প ঋষিগণ মন্ত্রণা কার্য্যে প্রশংসিত মন্ত্রিগণ ভরতের অগ্রে অগ্রে চলিলেন॥ ২॥ তখন তাঁহারা পূর্ব্বমুখে গমন করিয়া পবিত্রজলা মন্দাকিনী নামে নদী প্রাপ্ত হইলেন, পরে তাহাকে দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া মহাচল চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন॥ ৩॥ সে সময়ে ভরত গৈরিকাদি সহস্র সহস্র ধাতু দ্বারা পরিশোভিত দরীমুখে অতি রমণীয় গিরি প্রাপ্ত হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যবহারে চিত্রকূটের ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন॥ ৪॥ অনন্তর কিয়দ্দূর যাইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতের অনতিদূরে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম, যথায় মুনি অবস্থান করেন তাঁহাকে সন্দর্শন করিলেন॥ ৫॥ রাঘব কুল নন্দন সুবুদ্ধি সম্পন্ন ভরত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সত্বর গিয়া মুনিবরের পাদপদ্ম যুগলের বন্দনা করিলেন॥ ৬॥

ততো হৃষ্টো ভরদ্বাজো ভরতং বাক্যমব্রবীৎ।
অপি কৃত্যং কৃতং তাত রামেণ চ সমাগতং ॥ ৭ ॥
এবমুক্তস্তু ভরতো ভরদ্বাজেন ধীমতা।
প্রত্যুবাচ ভরদ্বাজং ধর্ম্মিষ্ঠো ধর্ম্মবৎসলং ॥ ৮ ॥
যাচ্যমানোঽপি গুরুভির্ম্ময়া চ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
রাঘবঃ পরমপ্রীতস্তত্রেদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯ ॥
পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং তত্ত্বেন পালয়িষ্যাম্যতন্দ্রিতঃ।
চতুর্দ্দশ হি বর্ষাণি যা প্রতিজ্ঞা পিতুর্ম্মম ॥ ১০ ॥
এবমুক্তো মহাতেজা বশিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ।
বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং রাঘবং বচনং মহৎ ॥ ১১ ॥
এতে প্রযচ্ছ ধর্ম্মাত্মন্ পাদুকে সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অযোধ্যায়াং নরব্যাঘ্র যোগক্ষেমং করিষ্যতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর ভরদ্বাজ মুনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া ভরতকে এই কথা বলিলেন, হে তাত ভরত! তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইয়াছে? যেহেতু শ্রীরামের সহিত তোমার মিলন হইয়াছে? ॥ ৭ ॥ সুবুদ্ধি সম্পন্ন ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর ধর্ম্মপরায়ণ ভরত ধার্ম্মিকপ্রধান মুনিবরের কথার প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ৮ ॥ আমার সহিত গুরুগণ সকলেই শ্রীরামচন্দ্রকে ভুয়োভূয়ো রাজ্যভার গ্রহণের জন্য যাচঞা করিলেন, কিন্তু রঘুনাথ এমনি স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন যে তাহাতে কোনমতেই সম্মত না হইয়া পরিশেষে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ॥ ৯ ॥ আমি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিব কোনমতেই তাহার অন্যথা হইবে না, পিতার প্রতিজ্ঞায় আমাকে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে যে বাস করিতে হইবে, তাহা আমি অবশ্য করিব সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥ মহা তেজস্বী সদ্বক্তা বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুকথক রামচন্দ্রকে এই উৎকৃষ্ট পরামর্শ প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥ হে ধার্ম্মিকবর, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালক, নরোত্তম, শ্রীরামচন্দ্র! আপনি এই দুই পাদুকা ভরতকে প্রদান করুন্ অযোধ্যানগরে এই পাদুকা যুগলই যোগক্ষেমের কার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ১২ ॥

এবমুক্তো বশিষ্ঠেন রাঘবঃ প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ!
পাদুকে সুকৃতে শুভ্রে মম রাজ্যায় সোঽদদৎ ॥ ১৩ ॥
নিবৃত্তোঽহমনুজ্ঞাতো রামেণ সুমহাত্মনা।
অযোধ্যামেব গচ্ছামি গৃহীত্বা পাদুকে শুভে ॥ ১৪ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ।
ভরদ্বাজস্তু ভরতং মুনির্বচনমব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥
নৈতচ্চিত্রং নরব্যাঘ্র শীলবৃত্তবিদাম্বর।
যদার্য্যং ত্বয়ি তিষ্ঠেন্নিম্নে বৃষ্টমিবোদকং ॥ ১৬ ॥
অমৃতঃ স মহাভাগঃ পিতা দশরথস্তব।
যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্ম্মো বিগ্রহবানিব ॥ ১৭ ॥
তমৃষিং তু মহাপ্রাজ্ঞমুক্তবাক্যং কৃতাঞ্জলিঃ।
আমন্ত্রয়িতুমারেভে ববন্দে চরণাবপি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ মুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বমুখে অবস্থান করতঃ রাজ্য পালন জন্য সুরচিত শ্বেতবর্ণ পাদুকাদ্বয় আমাকে প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥ সুশীল মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র আরো অনুমতি করিলেন আমি তাহাতেই তদানয়নে নিরস্ত হইয়া তাঁহার এই শুভময় পাদুকাদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাতেই গমন করিতেছি ॥ ১৪ ॥ ভরদ্বাজ মুনি মহাত্মা ভরতের এই শুভসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ হে নরোত্তম! হে সুশীল সুচরিত ধীরবর! তোমার যে ঈদৃশ নম্রতা, সরলতা আছে এ কিছু আশ্চর্য্য নয়, বৃষ্টি সঞ্জাত বারিধারা নিম্নদিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ আপনার পিতা মহাভাগ মহারাজা রাজা দশরথ অমৃত পুরুষের সহবাসী হইয়াছেন সন্দেহ নাই, যেহেতু শরীরী ধর্ম্মের ন্যায় আপনি তাঁহার ঈদৃশ মহানুভাব সন্তান জন্মিয়াছ ॥ ১৭ ॥ ভরদ্বাজ মুনি এই কথা বলিলে পর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতবচনে নিবেদন করিয়া ঋষি প্রধান ভরদ্বাজের চরণযুগল বন্দনা করিলেন ॥ ১৮ ॥

ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভরদ্বাজং পুনঃ পুনঃ।
ভরতঃ প্রযযৌ ধীমানযোধ্যাং মন্ত্রিভিঃ সহ॥ ১৯॥
যানৈশ্চ শকটৈশ্চৈব হয়ৈর্নাগৈশ্চ সা চমূঃ।
পুনর্নিবৃত্তা বিস্তীর্ণা ভরতস্যানুযায়িনী॥ ২০॥
ততস্ত্রিপথগাং রম্যামতিশীঘ্রোর্ম্মিমালিনীং।
দদৃশুস্তে তদা সর্ব্বে গঙ্গাং শিবজলাং নদীং॥ ২১॥
তাং নক্রমকরাকীর্ণাং সন্তীর্য্য সহ বন্ধুভিঃ।
শৃঙ্গবেরপুরং রাজা জগাম সহসৈনিকঃ॥ ২২॥
শৃঙ্গবেরপুরাদ্গচ্ছন্নযোধ্যাং স দদর্শ হ।
ভরতো দুঃখসন্তপ্তস্ততঃ সূতমথাব্রবীৎ॥ ২৩॥
সারথে পশ্য নগরীমযোধ্যাং শূন্যকাননাং।
নিরাকারাং নিরানন্দাং দীনাং প্রতিহতস্বনাং॥ ২৪॥

অনুবাদ।

পরে সুবুদ্ধি সম্পন্ন সাধু ভরত ভরদ্বাজ দ্বিজরাজকে বার বার প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিয়া মন্ত্রনিপুণ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজধানী অযোধ্যা নগরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ১৯॥ সেই অশ্বগজ রথশালিনী নানা যান সমাকুলা কল কলা সেনামালা পুনরারব্ধ হইয়া অতি প্রসারিত রূপে ভরতের অনুগামিনী হইল॥ ২০॥ অনন্তর তাঁহারা সকলে ত্রিপথগামিনী, মনোহারিণী, চপল লহরি মালিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গানদীকে তখন সন্দর্শন করিলেন॥ ২১॥ রাজা ভরত সৈন্য সামন্ত স্বজনগণে সেই হাঙ্গর কুম্ভীর মকরাদি পরিবৃত বিভীষণা ভাগীরথীকে উত্তীর্ণ হইয়া সানুচরে শৃঙ্গবের পুরে গমন করিলেন॥ ২২॥ পরে ভরত শৃঙ্গবের পুর হইতে গমন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অযোধ্যানগরী নিরীক্ষণ করিলেন, তখন রাজকুমার আধিব্যাধিত হইয়া দীনবচনে সুমন্ত্রকে বলিলেন॥ ২৩॥ হে সারথে! দেখ দেখ অযোধ্যা রাজধানীর আর শোভা নাই, মহীরুহ ব্যূহে ফুলফল দেখিতে পাই না, যেন চারিদিকই শূন্য বোধ হইতেছে, কাহারও আনন্দ নাই, অতি দীনভাবাপন্ন, নগরবাসি জনগণের কোলাহল কলরব আর শ্রবণ গোচর হয় না॥ ২৪॥

বিযুক্তাং পুরুষেন্দ্রেণ সম্মতেন মহাত্মনা।
রাজ্ঞা দশরথেনেমাং নোৎসহে প্রতিবীক্ষিতুং ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতপ্রতিষানং নাম
চতুর্বিংশতিশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ।

ইহাতে মহাত্মা পুরুষোত্তম পিতা মহারাজ দশরথ নাই, ও শ্রীমান্ জ্যায়ান্ ভ্রাতা রামচন্দ্রও নাই, অতএব ঐ নগরীতে প্রবেশ করিতে আমার কোনমতে উৎসাহ হইতেছে না যাও থাকুক্ দেখিতেও বাসনা হয় না॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতের অযোধ্যা প্রত্যাগমন নামে চতুর্ব্বিংশতিশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১২৪ ॥

—oo—oo—

পঞ্চবিংশতিশততমঃ সর্গঃ।

স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষেণ স্যন্দনেনোপযান্ প্রভুঃ।
অযোধ্যাং ভরতঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ মহাযশাঃ॥ ১॥
মার্জ্জারোলূকসঙ্কীর্ণাং সুদীননরবাহনাং।
তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব॥ ২॥
রাহুশত্রোর্বরাং পত্নীং শ্রিয়া প্রজ্বলিতামিব।
গ্রহেণাভ্যুত্থিতামেকাং রোহিণীমিব পীড়িতাং॥ ৩॥
অল্পোষ্ণক্ষুব্ধসলিলাং ধ্বক্ষস্বরবিহঙ্গমাং।
লীনমীনকষগ্রাহাং কৃশাং গিরিনদীমিব॥ ৪॥
বিধূমামিব হেমাভামধ্বরাগ্নিমমুত্থিতাং।
হবিরভ্যুক্ষিতাং পশ্চাচ্ছিখাং বিপ্রলয়ঙ্গতাং॥ ৫॥
গোষ্ঠমধ্যে স্থিতামার্ত্তামাচরন্তীং নবং তৃণং।
গোবৃষেণ পরিত্যক্তাং গোকন্যামিব সোৎসুকাং॥ ৬॥

অনুবাদ।

মহাযশস্বী রাজা ভরত শ্রুতি সুখাবহ গম্ভীর স্বর সম্পন্ন রথ দ্বারা গমন করতঃ অতি সত্বরে অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিলেন॥ ১॥ যে পুরী বিড়াল ও পেচক মালায় তখন সমাকীর্ণা, যথায় সমুদয় লোক ও বাহনগণ একান্ত ক্ষুন্নমনে অবস্থান করিতেছে, যে নগরের শোভা নাই, কেবল অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ প্রায় দেখা যাইতেছে॥ ২॥ যে অযোধ্যাপুরী উজ্জল শ্রীসম্পন্না চন্দ্রমার প্রধানা পত্নী একাকিনী রোহিণী গ্রহগণে পরিবৃত হইয়া যেন পীড়িতা হইয়া রহিয়াছে॥ ৩॥ যে পুরী ঈষদুষ্ণ ও ক্ষুব্ধজলা, নীরস শব্দায়মান পক্ষিগণে সমাকীর্ণা, অদৃশ্য মৎস্য হাঙ্গর কুম্ভীর সদত জলচর কৃশতর পর্ব্বতীয় নির্ঝর ন্যায় দেখা যাইতেছে॥ ৪॥ যেন যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে সমুদিত স্বর্ণবর্ণ ধূমশূন্য শিখা সমূহ হবনীয় ঘৃতাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে নির্ব্বাণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ৫॥ যেন গোষ্ঠে অবস্থিত নূতন তৃণ ভোজন করতঃ কাতর ভাবে দণ্ডায়মান বেপমান বৎসতরীর ন্যায় গোবৃষ সংসর্গ শূন্য হইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে যেন পুরী অবস্থান করিতেছে॥ ৬

প্রভাকরাভৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ প্রজ্বলদ্ভিঃ শিখোপমৈঃ।
বিমুক্তাং মণিভির্জাত্যৈর্নবাং মুক্তাবলীমিব ॥ ৭ ॥
সহসা চলিতাং স্থানান্মহীং পুণ্যক্ষয়াদিব।
সংবৃতদ্যুতিবিস্তারাং তারামিব নভশ্চ্যুতাং ॥ ৮ ॥
পুষ্পনদ্ধাং বসন্তান্তে মত্তভ্রমরনাদিতাং।
দ্রুমদাবাগ্নিবিপ্লুষ্টাং কান্তাং বনলতামিব ॥ ৯ ॥
সংমূঢ়নিগমাং সর্ব্বাং সংক্ষিপ্তবিপণাপণাং।
প্রচ্ছন্নশশিনক্ষত্রাং দ্যামিবাম্বুধরৈর্বৃতাং ॥ ১০ ॥
ক্ষীণপানোত্তমৈর্ভগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাং।
গতশৌণ্ডামিব ধ্বস্তাং পানভূমিমসংস্কৃতাং ॥ ১১ ॥
বৃক্ষভূমিতলাং নিম্নাং বৃক্ষপত্রসমাবৃতাং।
উপযুক্তোদকাং ভগ্নাং প্রপাং নিপতিতামিব ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

যে অযোধ্যা নগরী প্রভাত কালীন দিনকরের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন, সুশীতল প্রজ্বলিত অনলের শিখার ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্টা সুজাত মণি নিকর বিরহিত, নূতন মুক্তামালার ন্যায় দেখা যাইতেছে॥ ৭ ॥ যে নগরীর ভূমিভাগ পুণ্যক্ষয় জন্যই যেন হটাৎ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইয়া গিয়াছে, দীপ্তিরাশি বিরহিত গগণমণ্ডল হইতে পরিচ্যুত তারকার ন্যায় শোভা হীন হইয়াছে॥ ৮ ॥ বসন্ত কালের অবসানে পুষ্পসমূহ সমাকুল, উন্মত্ত ষটপদাবলি বিনাদিত, কমনীয় বনলতা, দাবানল দগ্ধ দ্রুমের সহবাসে যাদৃশ গ্লানিযুক্তা হয়, এই অযোধ্যা নগরীকে তাদৃশ দেখা যাইতেছে॥ ৯ ॥ যে নগরীতে নিগম অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, বিপণি সকল ক্রয় বিক্রয় রহিত প্রায় হইয়াছে, ফলতঃ মেঘমালা দ্বারা পরিবৃত আকাশমণ্ডলে নিশানাথ ও নক্ষত্রমালা আচ্ছাদিত হইলে যাদৃশ দৃশ্য হয়, অযোধ্যা নগরীরও তাদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছে॥ ১০ ॥ যে পুরী উৎকৃষ্ট পানীয় আসব বিরহিত ভগ্নশরাবে পরিপূর্ণ শৌণ্ডশূন্য বিপর্য্যস্ত অথচ অসংস্কৃত পানভূমির ন্যায় দেখা যাইতেছে॥ ১১ ॥ নিম্ন অথচ শুষ্ক ভূমিতলে বিচরিত পত্র প্রধান অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহে আচ্ছাদিত, উপযুক্ত সুশীতল জলে পরিবৃত পানীয় শালা ভগ্ন হইয়া নিপতিত হইলে যাদৃশ অবস্থা হয়, অযোধ্যা নগরীও তাদৃশ দেখা যাইতেছে॥ ১২ ॥

বিপুলাং বিনতাঞ্চৈব মুক্তচাপমহাস্বনাং।
ভূমৌ বাণৈর্বিনিধ্বস্তাং পষতাং জ্যামিবায়ুধাৎ॥ ১৩॥
সহসা যুদ্ধশৌণ্ডেন হয়ারোহেণ বাহিতাং।
বিক্ষিপ্তভাণ্ডামুৎসৃষ্টাং কিশোরীমিব দুর্ব্বলাং॥ ১৪॥
শুষ্কতোয়াং মহামৎস্যৈঃ কূর্ম্মৈশ্চ বহুভির্বৃতাং।
প্রভিন্নামিব বিস্তীর্ণাং বাপীমপহৃতোৎপলাং॥ ১৫॥
পুরুষস্য প্রকৃষ্টস্য প্রতিষিদ্ধানুলেপনাং।
সন্তপ্তামিব দুঃখেন গাত্রযষ্টিমভূষণাং॥ ১৬॥
প্রাবৃষীব মহারৌদ্রাং প্রবিষ্টস্যাভ্রসঞ্চয়াং।
প্রচ্ছন্নাং নীলজীমূতৈর্ভাস্করস্য প্রভামিব॥ ১৭॥
ভরতস্তু রথস্থোঽথ শ্রীমান্ দশরথাত্মজঃ।
বাহয়ন্তং রথশ্রেষ্ঠং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৮॥

অনুবাদ।

অতি স্থূলওবিস্তৃত ছিলা, যাহা বাণ প্রয়োগকালে বিশাল শব্দ বিস্তার করিয়া থাকে, ঐ ছিলা বাণদ্বারা খণ্ডিত হইয়া ধনুক হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলে যাদৃশ দেখা যায়, অযোধ্যা নগরীও তাদৃশী দেখা যাইতেছে॥ ১৩ ॥ যুদ্ধবীর অশ্বারোহী অশ্ববালিকায় আরোহণ দ্বারা তাহাকে পরিশ্রান্ত করিয়া পরিত্যাগ করিলে পর তাহাকে যেরূপ দুর্ব্বল দেখা যায়, এবং উৎশিষ্ট ভাণ্ডকে ত্যাগ করিলে তাহাকে যেমন বিশ্রী দেখা যায়, অযোধ্যাকেও তাহার ন্যায় দেখা যাইতেছে॥ ১৪॥ বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সমূহে ও বহুল কচ্ছপে পরিবৃত অতি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের জল শুষ্ক হইলে পর যেমন তাহার শোভা থাকে না, তদ্রূপ জলাশয়ের ন্যায় অযোধ্যা পুরীরও দুর্দ্দশাপন্না হইয়াছে॥ ১৫ ॥ মহোদয় পুরুষের বিলেপন বিনিবারিত হইলে পর ভূষণ শূন্য তাহার গাত্রযষ্টি দুঃখে যে প্রকার একান্ত সন্তপ্ত হয়, অযোধ্যা নগরীকেও তাদৃশী দেখা যাইতেছে॥ ১৬ ॥ বর্ষাকালে মেঘমালার অন্তরালে অবস্থিত দিবাকরের মহাতাপময়ী প্রভা যেমন নীল নীরদজালে আবৃত হয়, অযোধ্যার প্রভাও তাদৃশী হইয়াছে॥ ১৭ ॥ অনন্তর দশরথকুমার শ্রীমান্ ভরত রথে অবস্থান করতঃ রথবরের চালয়িতা সুমন্ত্র সারথিকে এই কথা বলিলেন॥ ১৮ ॥

কিন্নু খল্বত্র গম্ভীরো মুর্চ্ছিতো ন নিশম্যতে ।
যথা পূর্ব্বমযোধ্যায়াং গীতবাদিত্রনিস্বনঃ ॥ ১৯ ॥
তরুণৈশ্চারুবেশৈশ্চ নরৈরুত্তমভূষণৈঃ ।
সম্পতদ্ভিরযোধ্যায়াং ন বিভান্তি মহাপথাঃ ॥ ২০ ॥
বারুণামদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মূর্চ্ছিতঃ ।
ধূপনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি যথা পুরা ॥ ২১ ॥
যানপ্রবরঘোষশ্চ স্নিগ্ধশ্চ হয়নিস্বনঃ ।
মত্তনাগনিনাদশ্চ শ্রূয়তে ন যথা পুরা ॥ ২২ ॥
অযোধ্যাঞ্চ প্রবিশ্যৈব জগাম ভবনং পিতুঃ ।
তেন হীনং নরেন্দ্রেণ সিংহহীনাং গুহামিব ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে অযোধ্যাপ্রবেশো নাম
পঞ্চবিংশতিশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ

হে সুমন্ত্র ! পূর্ব্বে অযোধ্যা নগরে যেমন প্রতিধ্বনিত অতি গম্ভীর গীত ধ্বনি ও বাদ্য ধ্বনি শ্রবণ করা যাইত এক্ষণে কেন তাহা আর শ্রুত হইতেছে না ॥ ১৯ ॥ পূর্ব্বেতে যুবা পুরুষেরা অত্যুত্তম বেশ ভূষায় সুশোভিত হইয়া অযোধ্যায় সমাগমন পূর্ব্বক রাজপথের যাদৃশ শোভা বিস্তার করিত,এক্ষণে আর তাদৃশী শোভা কেন বিস্তার করিতেছে না ॥ ২০ ॥ পূর্ব্বে যেমন অযোধ্যায় বারুণী মদ্যের গন্ধ নির্গত হইত মাল্যের গন্ধ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইত, প্রধূপিত অগুরুর গন্ধ প্রবাহিত হইত এক্ষণে আর তাহার কিছুই নাই কেন ॥ ২১ ॥ উত্তম উত্তম রথের গতাগতিক শব্দ অশ্বগণের সুমধুর ধ্বনি পূর্ব্বের ন্যায় কেন শুনা যাইতেছে না ॥ ২২ ॥ ভরত অযোধ্যা নগরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ মৃগেন্দ্র বিরহিত পর্ব্বত গুহার ন্যায় রাজবর্গ নৃপতি শূন্য পিতৃ ভবনে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

ইতিচতুর্ব্বিংশতিসাহস্র্যা বাল্মীকীয় রামায়ণসংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে অযোধ্যা
প্রবেশ নামে একশত পঞ্চবিংশতি সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১২৫ ॥

—০০-*-০০-

ষড়্বিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

ততো নিধায় নগরে মাতৄঃ স তু দৃঢ়ব্রতঃ।
অব্রবীদ্ভরতো বাক্যং গুরূন্ সর্ব্বানশেষতঃ॥ ১॥
নন্দিগ্রামং গমিষ্যামি সর্ব্বানামন্ত্রয়ামি বঃ।
তত সর্ব্বমিদং দুঃখং সহিষ্যে রাঘবং বিনা॥ ২॥
পিতা মৃতশ্চ মে রাজা বনস্থশ্চ গুরুর্ম্মম।
রামপ্রতীক্ষো রাজ্যায় পালয়িষ্যে বসুন্ধরাং॥ ৩॥
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ।
অব্রুবন্ মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে তং বশিষ্ঠপুরোগমাঃ॥ ৪॥
সদৃশং শ্লাঘনীয়ঞ্চ যদুক্তং ভরত ত্বয়া।
বচনং ভ্রাতৃবাৎসল্যাদনুরূপং তবৈব তৎ॥ ৫॥
নিত্যং তে ভ্রাতৃবাৎসল্যাৎ তিষ্ঠতো ভ্রাতৃসৌহৃদে।
মার্গমার্য্যপ্রবৃত্তস্য নানুমন্যেত কঃ পুমান্॥ ৬॥

অনুবাদ।

অনন্তর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভরত নগরমধ্যে মাতৃগণকে সংস্থাপন পূর্ব্বক সমুদয় গুরুতর লোকদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন॥ ১॥ আমি আপনাদিগের সকলের নিকটে নিবেদন করিতেছি যে নন্দীগ্রামে গমন করিব, শ্রীরামচন্দ্রের বিরহজাত সমুদয় দুঃখ তথায় অবস্থান করতঃ সহ্য করিয়া থাকিব॥ ২॥ আমার মহারাজা পিতা দশরথ কালগ্রাসে কবলিত হইয়াছেন, আমার গুরু জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গিয়াছেন, অতএব আমি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীক্ষা করিয়া সসাগরা বসুন্ধরাকে প্রতিপালন করিব॥ ৩॥ বশিষ্ঠ প্রভৃতি সমুদয় মন্ত্রিগণ মহাত্মা ভরতের এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৪॥ হে ভরত! ভ্রাতৃ বাৎসল্য বশতঃ, আপনি যে কথা বলিলেন, এ আপনার উপযুক্তই বটে এবং ইহা অতিশয় শ্লাঘনীয়, আপনি যেমন লোক আপনার অনুরূপই এ পরামর্শ বটে॥ ৫॥ হে রাজকুমার! আপনি ভ্রাতৃবাৎসল্য বশতঃ ভ্রাতৃ প্রণয়ের বশম্বদ রহিয়াছেন, তবে ঈদৃশ সাধু-দিগের প্রশংসিত পথে বর্ত্তমান ব্যক্তিকে কোন্ পুরুষ সাধু বলিয়া না মানিবেক॥ ৬॥

মন্ত্রিণাং বচনং শ্রুত্বা যথাভিলষিতং প্রিয়ং।
অব্রবীৎ সারথিং বাক্যং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥ ৭ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে নন্দিগ্রামগমনব্যবসায়ো
নাম ষড়্‌বিংশতিশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৫ ॥

অনুবাদ।

ভরত মন্ত্রিগণের এই অভিমত মনোরম কথা শ্রবণ করিয়া সারথি কে এই বাক্য বলিলেন, হে সারথে! তুমি আমার রথ সজ্জিত করহ॥ ৭ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে
নন্দিগ্রাম গমন ব্যবসায় নামে একশত ষড়বিংশতি সর্গঃ
সমাপনঃ॥ ১২৬ ॥

—००—

সপ্তবিংশতিশততমঃ সর্গঃ।

প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বা মাতৃস্তাঃ সোঽভিবাদ্য চ।
ভরতো রথমারোহচ্ছত্রুঘ্নসহিতস্তদা॥ ১॥
আরুহ্য তু রথং দিব্যং ভ্রাতরৌ সহিতাবুভৌ।
যযতুঃ পরমপ্রীতৌ বৃতৌ মন্ত্রিপুরোহিতৈঃ॥ ২॥
অগ্রতো গুরবস্তস্থ বশিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ।
প্রযযুঃ প্রাঙ্মুখাঃ সর্ব্বে নন্দিগ্রামো যতোঽভবৎ॥ ৩॥
অনুজগ্মুশ্চ তং যান্তং ভরতং পুরবাসিনঃ।
বলঞ্চৈব সমাহূতং রথাশ্বগজবাজিনঃ॥ ৪॥
রথস্থঃ স তু ধর্ম্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ।
গৃহীত্বা পাদুকে তে তু নন্দিগ্রামং জগাম হ॥ ৫॥
ভরতস্তু ততঃ ক্ষিপ্রং নন্দিগ্রামং প্রবিশ্য হি।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং গুরূনিদমুবাচ হ॥ ৬॥

অনুবাদ।

ভরত পরম আনন্দিত মনে জননীগণকে প্রণিপাত করণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে রথ বরে আরোহণ করিলেন॥ ১॥ উভয় ভ্রাতা, মন্ত্রী ও পুরোহিত জনগণে পরিবৃত হইয়া স্বর্গীয় রথের ন্যায় সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক পরম পরিতৃপ্ত মনেগমন করিতে লাগিলেন॥ ২॥ পুরোহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুবর্গ, ব্রাহ্মণগণ অগ্রে২ চলিলেন,সকলেই পূর্ব্বাভিমুখে নন্দিগ্রামের দিগে গমন পরায়ণন হইলেন॥ ৩॥ ভরত গমন করিলে পর পুরবাসি লোকেরা সকলে রথ, অশ্ব, হস্তী ও সৈন্য সামন্ত সমুদয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল॥ ৪॥ ভ্রাতৃ বৎসল ধর্ম্মশীল ভরত রথে আরোহণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের কুশময় পাদুকাযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে গমন করিলেন॥ ৫॥ অনন্তর রাজনন্দন ভরত নন্দিগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং গুরুদিগকে এই কথা বলিলেন॥ ৬॥

এতদ্রাজ্যং মম ভ্রাত্রা দত্তং সন্ন্যাসবৎ স্বয়ং।
যোগক্ষেমকরে চৈতে পাদুকে শুভদর্শনে ॥ ৭ ॥
ভরতঃ শিরসা কৃত্বা সন্ন্যস্য পাদুকে ততঃ।
অব্রবীদ্দুঃখসন্তপ্তঃ সর্ব্বপ্রকৃতিমণ্ডলং ॥ ৮ ॥
ছত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্রমানীয়ার্য্যস্য পাদয়োঃ।
এতে রাজ্যং করিষ্যেতে পাদুকে সমলঙ্কৃতে ॥ ৯ ॥
ভ্রাতুর্ম্মম চ সন্ন্যাসো নিক্ষিপ্তঃ সৌহৃদাদপি।
তমহং পালয়িষ্যামি রাঘবাগমনং প্রতি ॥ ১০ ॥
রাঘবস্য চ সন্ন্যাসং দত্ত্বেমে বরপাদুকে।
রাজ্যঞ্চেদমযোধ্যায়াং ভবেয়ং গতকল্মষঃ ॥ ১১ ॥
অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে প্রহৃষ্টমুদিতে জনে।
প্রীতির্ম্মম যশশ্চৈব ভবেদ্রাজ্যাচ্চতুর্গুণং ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।

ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র আমাকে স্বয়ং এখন এ রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, এবং অলব্ধের লাভ, ও লব্ধের প্রতিপালন জন্য সুদৃশ্য এই পাদুকাদ্বয়ও প্রদান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ পরে ভরত সেই পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া সংস্থাপন পূর্ব্বক একান্ত দুঃখিতান্তঃ করণে সমুদয় প্রকৃতি মণ্ডলকে বলিলেন ॥ ৮ ॥ তোমরা অতি সত্বরচ্ছত্র আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা যুগলের উপরিভাগে আতপত্র ধারণ কর, অশেষ বিধ ভূষণে বিভূষিত এই পাদুকা দ্বয় রাজ্য পালন করিবেন ॥ ৯ ॥ শ্রীরামচন্দ্র সৌহার্দ্দ বশতঃ আপন রাজ্য আমার নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, আমিও তাঁহার আগমনের অপেক্ষা করিয়া এই রাজ্য প্রতি পালন করিব ॥ ১০ ॥ শ্রীরামচন্দ্র এই অত্যুত্তম পাদুকাদ্বয়ও আমার নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, এই অযোধ্যার রাজ্যভার ন্যাস করিয়া রাখিয়াছেন, আমি এই ন্যস্ত বিষয় প্রতিপালন করিয়া পাপশূন্য হইব ॥ ১১ ॥ শ্রীরামচন্দ্র অভিষিক্ত হইলে সমস্ত জনগণ আহ্লাদিত ও আনন্দিত হইলে পর রাজ্যলাভ অপেক্ষা আমি চতুর্গুণ সন্তোষ ও যশোলাভ করিতে পারিব ॥ ১২ ॥

এবং তু বিলপন্ দীনো ভরতঃ স মহাযশাঃ।
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্রাজ্যং পূজিতো মন্ত্রিভিঃ সহ॥ ১৩॥
স বল্কলজটাচীরমুনিবেশধরঃ প্রভুঃ।
নন্দিগ্রামেঽবসদ্দীনঃ সসৈন্যো ভরতস্তদা॥ ১৪॥
রামস্যাগমনাকাঙ্ক্ষী ভরতো গুরুবৎসলঃ।
ভ্রাতুর্বচনকারী চ প্রতিজ্ঞাপারগস্তদা॥ ১৫॥
ততস্তু ভরতঃ শ্রীমানভিষিচ্যার্য্যপাদুকে।
স বালব্যজনং তত্র ধারয়ামাস চ স্বয়ং॥ ১৬॥
পাদুকে ত্বভিষিচ্যাথ নন্দিগ্রামে পুরোত্তমে।
ভরতঃ শাসনং সর্ব্বং পাদুকাভ্যাং ন্যবেদয়ৎ॥ ১৭॥

অনুবাদ

মহাযশস্বী ভরত দীন ভাবে এই প্রকার বিলাপে কালাতিপাত করতঃ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সমাদরে নন্দিগ্রামে রাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥ পালয়িতা ভরত অতি বিনীতভাবে জটা ও বল্কল খণ্ড ধারণ করিয়া মুনিবেশে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥ প্রতিজ্ঞা সাগর পারগ, গুরু পরায়ণ ভরত শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তাঁহার অনুমতি পালন করতঃ তখন তথায় বাস করিতে লাগিলেন॥ ১৫॥ অনন্তর শ্রীমান্ ভরত রঘুনাথের পাদুকাযুগলের অভিষেক করিয়া আপনি স্বয়ং তাহাতে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥ অনন্তর ভরত নন্দিগ্রামে পুরমধ্যে পাদুকাদ্বয়ের অভিষেক করিয়া তাহার নিকট রাজ্য শাসন প্রণালী সমুদয় নিবেদন করিলেন॥ ১৭॥

এবং কালো ব্যতিক্রামদ্ভরতস্য মহাত্মনঃ।
যাবদাগমনং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে চতুর্ব্বিংশতি সাহস্র্যাং সংহিতায়াং অযোধ্যাকাণ্ডে নন্দিগ্রাম নিবাসো নাম সপ্তবিংশতিশততমঃ সর্গঃ ॥ ১২৭ ॥

অযোধ্যাকাণ্ডং সমাপ্তং।

অনুবাদ।

এইরূপে মহাত্মা ভরতের কালাতিপাত হইতে লাগিল, যে পর্য্যন্ত পুণ্যকর্ম্মা শ্রীরামচন্দ্রের অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন হয় ॥ ১৮ ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নন্দিগ্রামে নিবসতি নামে একশত সপ্তবিংশতি সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ১২৭ ॥

ইতি অযোধ্যাকাণ্ডং সমাপ্তং।